বান্ধব।

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচনা।

পঞ্চম খণ্ড।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

ঢাকা—গিরিশযন্ত্র।

মুন্সি [illegible] প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৮৭।

মূল্য [illegible] টাকা।

সূচীপত্র

বিষয়।

মেঘমালার উপর মস্তক তুলিয়া এবং তপস্বীর মত নীরব ও সাধকের মত নিস্তব্ধ-গৌরবে অটল থাকিয়া, কিরূপ স্তিমিতনেত্রে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাণ্ডতা দর্শন করিতেছে! আবার ঐ দেখ রজত-রেখার মত সূক্ষ্ম, অতি শুভ্র জল-রেখা, যজ্ঞসূত্রের ন্যায় পর্ব্বত-দেহে বিলম্বিত হইয়া, অথবা তপোরত পর্ব্বতের প্রেমাশ্রুবৎ পর্ব্বত-বক্ষে ধীরে বহিয়া কি অপূর্ব্ব মাধুরীতে শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, সুগভীর সমুদ্র, সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে জড়িত হইয়া, প্রকৃত প্রেমিকের হৃদয়ের ন্যায় উথলিয়া উথলিয়া, এই ভীষণ-গর্জ্জনে, এই দীর্ঘশ্বাসের শোক-নিঃস্বনে সৃষ্টির অসীমতা ও বিচিত্র-রমণীয়তা বিষয়ে কতই কি কহিতেছে! আবার ঐ দেখ নির্ম্মাল্যপুষ্প, সমুদ্রের ফেণার উপরে ভাসিয়া ভাসিয়া, সমুদ্র-তরঙ্গে নৃত্য করিয়া, ক্ষুদ্র ও বৃহতের পরস্পর তুলনায় কি বিচিত্র দৃষ্ট হইতেছে! পর্ব্বতের ঐ উচ্চতা এবং সমুদ্রের এই বিস্তার ও গভীরতা চিন্তা করিলে, কে না বলিবে,—ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড, এই বিশ্বসৃষ্টি কি বৈচিত্র্যময়ী! কিন্তু বিজ্ঞান ও কল্পনা কি পর্ব্বত ও সমুদ্র দর্শনেই পরিতৃপ্ত হয়?

পৃথিবীর সমস্ত পর্ব্বত যদি একত্র পুঞ্জীকৃত হয়, বিজ্ঞানের চক্ষে তাহাও বিশ্বসৃষ্টিতে একটি বালুকণা হইতে ক্ষুদ্রতর পদার্থ। এবং পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র যদি উপর্য্যুপরি সংস্থাপিত হয়, কল্পনার চক্ষে তাহাও উর্ণনাভ-তন্তুসদৃশ [illegible]-বিলম্বি বারিবিন্দু হইতে লঘুতর পদার্থ। পৃথিবী, পর্ব্বত ও সমুদ্রকে স্তনন্ধয় শিশুর ন্যায় বক্ষে ধারণ করিয়া অবিরাম পরিভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু সৌর-জগতের তুলনায় পৃথিবী সামান্য একটি মৃৎপিণ্ড মাত্র;—এবং আমাদিগের এই সৌর-জগৎ, পৃথিবীর ন্যায় বহু গ্রহ উপগ্রহের আশ্রয়স্থান ও অবলম্ব হইয়াও, অনন্ত সৃষ্টি-জগতের মধ্যে ততোধিক নগণ্য, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটি কণিকা মাত্র। অহো! বিশ্ব কি প্রকাণ্ড! এই চন্দ্রতারাময়ী সৃষ্টি কি মনোমোহিনী! বুদ্ধি ও কল্পনা কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিত হইয়া, কখনও আশার উল্লাসে, কখনও আশঙ্কার অবসাদে, এই অনন্ত বিস্তার ও সৌন্দর্য্যের পারাবার মধ্যে অহোরাত্র সন্তরণ করিতেছে; হায়! কোথাও ইহার অন্ত নাই। তারকার পর তারকা, সূর্য্যের পর সূর্য্য এবং জগতের পর নূতন জগৎ ধূ ধূ বিভাসিত হইতেছে; কোথাও ইহার শেষ সীমা নাই!

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অনন্তের ও অন্ত আছে, মনুষ্যের অন্তরাত্মা এই [illegible] শেষ সীমা জ্ঞানতঃ সন্দর্শন করিয়াছে। যেমন অন্ধকারের শেষ সীমা আলোক, অভাবের শেষ সীমা উৎপত্তি এবং অজ্ঞানের শেষ সীমা জ্ঞান; সেইরূপ এই অচেতন, অনন্ত জড় জগতের শেষ সীমা, এবং ইহা [illegible] বৃহত্তর, উচ্চতর এবং অনির্ব্বচনীয় [illegible]গৌরবান্বিত শ্রেষ্ঠতর পদার্থ,—প্রাণ,—[illegible]তর ও মধুর, বুদ্ধির অগম্য অথচ নিত্য[illegible], ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির মূল। প্রাণের [illegible] প্রাণশূন্য জড় জগতের তুলনা নাই। [illegible] ঝটিকা কি [illegible] প্রবল-প্রতিঘাতে অবনী থর থর কম্পমানা হয়, শত বর্ষের প্রাচীন পাদপ আমূল উৎপাটিত হইয়া তৃণের ন্যায় উড়িয়া যায়[illegible]

জ্বরবহ্নির মত নভস্তল ব্যাপিয়া ছড়াইয়া পড়ে, বজ্র কড় কড় নাদে মুহুর্মুহু নিপতিত হইতে থাকে, নদ ও নদী ক্ষিপ্তের মত প্রবল হইয়া উঠে, এবং প্রকৃতি কেমন এক ভয়াবহ অপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করে, আমরা তখন অবোধ শিশুর ন্যায় ভয়ে আকুল হইয়া জড়-প্রকৃতিকেই সৃষ্টির প্রধানা শক্তি বলিয়া সম্মান করি। কিন্তু স্বতন্ত্রজীবিনী, স্বেচ্ছাচারিণী, প্রাণ-শক্তির নিকট পর-প্রণোদিতা প্রাণহীনা জড়প্রকৃতি যে কিছুই নহে, তাহা আমরা সহজে অনুভব করি না। সে অনুভব চিন্তাসাপেক্ষ। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা চিন্তার ক্লেশবহনে অনিচ্ছুক।

জড়-রাজ্যে সূর্য্যই সর্ব্বপ্রধান সৃষ্টি বলিয়া পূজিত হইয়া থাকে। সূর্য্য ভূ-লোক হইতে কত কোটি যোজন দূরে অবস্থান করিতেছে, তথাপি সূর্য্যের তেজ অসহনীয়। যদি [illegible] খানি অর্ণবতরী ভূ-লোকহইতে সূর্য্যলোকে গমন করিতে সমর্থ হইত, এবং মুহূর্ত্তেরও বিশ্রাম না করিয়া প্রতি ঘটিকায় পঞ্চযোজন পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতে পারিত, তাহা হইলেও সহস্রবর্ষে সূর্য্যলোক-প্রাপ্তি সম্ভব হইত কি না, সন্দেহ। জ্যোতির্বিদ্‌গণ যাহা পরিগণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, সূর্য্য আয়তনে চতুর্দ্দশ লক্ষ পিণ্ডীভূত পৃথিবীর সমান। এই গ্রহাধিরাজ, রাজাধিরাজের ন্যায় আপনার নক্ষত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়া, আলোক দান করিতেছে, অধিকারস্থ গ্রহমণ্ডলকে আপনার শক্তিতে আকর্ষণ করিয়া যথা স্থানে বিধৃত রাখিতেছে, সরসীর কুসুমদলের উন্মীলিত করিয়া দিতেছে, প্রকৃতির [illegible] ভাবক বিহঙ্গবর্গকে অতিকোমল কর-স্পর্শে আনন্দিত করাইতেছে। কিন্তু সূর্য্য কি? আমার এই নখধৃত রেণুটিও প্রাণশূন্য, চেতনাবিহীন, পদার্থবস্তু, [illegible] গ্রহের অধিপতি দ্যুতিমান্ প্রভাকরও প্রাণশূন্য, চেতনাবিহীন, পদার্থ বস্তু। এই যে পতঙ্গটি সূর্য্যালোকে উড়িয়া বেড়াইতেছে, সূর্য্যালোক সম্ভোগ করিতেছে, সূর্য্যালোকে পুলকিত হইয়া আপনার সুখে আপনি নাচিতেছে, জড় পরিমাণে অতি ক্ষুদ্র হইলেও, প্রাণ আছে বলিয়াই উহা সূর্য্য হইতে বৃহত্তর। যেমন গৃহীর সহিত গৃহের প্রভেদ,—এক জন ভোগী, আর একটি ভোগ্যবস্তু, ইহার সহিতও সূর্য্যমণ্ডলের সেই প্রভেদ। এই পতঙ্গটির প্রাণ উহার নিজের জন্য, সূর্য্যের জন্য নহে; কিন্তু সূর্য্য ভোগ্যবস্তুর মত উহার জন্য নভোমণ্ডলে বিলম্বিত রহিয়াছে। উহার সুখ, দুঃখ, চেতনা আছে; সূর্য্যের সুখ, দুঃখ, চেতনা কিছুই নাই।

এইরূপ আবার সূর্য্য-প্রতিবিম্ব চন্দ্রমা। চন্দ্র কখনও মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়া, কখনও [illegible] জ্যোতিতে প্রস্ফুটিত হইয়া কবির হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিতেছে, প্রেমিকের হৃদয়ে অমৃত ঢালিতেছে, আর পরমার্থপরায়ণ প্রশান্তচিত্ত ভাবুকের হৃদয়ে শান্তির প্রসন্নমূর্ত্তি প্রতিফলিত করিতেছে। কিন্তু চন্দ্র আপনি কি? দর্পণেও যেমন পরকীয় জ্যোতি প্রতিভাত হয়, চন্দ্রেতেও সেইরূপ পরকীয় জ্যোতিমাত্র প্রতিভাত হইতেছে। সুতরাং চন্দ্রের যে চন্দ্রত্ব, তাহা পরের নিকট। দর্পণের ন্যায় উহাও পদার্থ বস্তু, উহার সুখ, দুঃখ, চেতনা কিছুই নাই। [illegible] যে

চকোর চকোরী [illegible] সুখে মত্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে, তৃষ্ণা পুরিয়া চন্দ্রকিরণ পান করিতেছে, চন্দ্র-কিরণে অঙ্গ ঢালিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, ক্ষুদ্রগৌরবে অকিঞ্চিৎকর হইলেও প্রাণ আছে বলিয়াই উহারা চন্দ্র অপেক্ষা অধিকতর গৌরবান্বিত। চন্দ্র উহাদিগের বিলাসের জন্য, উহারা চন্দ্রের জন্য নহে;—সজীব ও নির্জীব, সানন্দ ও সংজ্ঞাশূন্য,—বস্তুই প্রভেদ।

ফলতঃ আমাদিগের দেহপ্রাণে যে সম্বন্ধ, এই বহিঃস্থ ব্রহ্মাণ্ড অথবা জড়জগৎ এবং ইহার অন্তঃস্থ প্রাণজগতের সহিতও পরস্পর সেই সম্বন্ধ। দেহ প্রাণের উদ্দেশ্যে, প্রাণ দেহের উদ্দেশ্যে নহে। দেহের যত কিছু সুখ-সম্পর্ক, [illegible] সম্পদ, সমস্তই প্রাণস্পর্শে, প্রাণ-সম্মিলনে। প্রাণ বিনা দেহের প্রয়োজন কি? প্রাণের সহিত বিয়োগ হইলে উহার নাম শব।

জড়জগৎও প্রাণজগতের উদ্দেশ্যে, প্রাণজগৎ জড়জগতের উদ্দেশ্যে নহে। পিঞ্জর যত কেন সৌষ্ঠবশালী হউক না, উহার সার্থকতা পিঞ্জরের পাখী। সরোবরের [illegible] যত কেন স্বচ্ছ ও সুখসেব্য হউক না, উহার সার্থকতা শফরীর ক্রীড়াসুখ। পাখী উড়িয়া গেলে এবং শফরীর সলিল-সঞ্চার রহিত হইলে পিঞ্জর ও সরোবর উভয়ই [illegible] ন্যায় নিষ্প্রভ, নিরর্থক এবং নয়নমনের পীড়াদায়ক।

তুমি সুন্দর, তুমি শক্তিমান্। তোমার নেত্রযুগল হইতে [illegible] প্রীতির [illegible] নির্ঝরধারা, [illegible] প্রদীপ্তবহ্নি উদগীর্ণ [illegible] শক্তির ন্যায় মনুষ্যকে উত্তেজিত করে, অথবা মনুষ্যের আবিল ও উদ্বেগ হৃদয়ে শান্তির পবিত্র বারি ঢালিয়া দেয়। শ্রুতি তোমার এক রাজ্য। উহাতে কতই কি ভোগ্য রহিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করে? প্রণয়ীর মধুর কণ্ঠ, সংগীতের স্বর্গীয় সুখ, কবিতার কল-নিক্কণ, উদ্দীপনার জলদ-গম্ভীর মধুরধ্বনি এই সকল দেবজনস্পৃহনীয় সামগ্রী লইয়া শ্রুতি তোমার পরিতৃপ্তির জন্য পার্শ্বে অবস্থিত। স্পর্শ তোমার আর এক রাজ্য, এবং দৃষ্টি তোমার এক অতুল সাম্রাজ্য। যাহা শ্রুতির অধিকারে নাই, স্পর্শ তোমায় তাহা উপহার দিতেছে,—যাহা শ্রুতি ও স্পর্শ উভয়েরই অলভনীয়, দৃষ্টি নিখিল জগতের সেই নিরুপম সম্পদ তোমার নয়নসান্নিধ্যে আনিয়া রাখিতেছে। তুমি অসহায় হইলেও অবনীতলে [illegible] আসনে আসীন রহিয়াছ; মস্তক উচ্ছ্রিত, দৃষ্টি অভিমানে আকুঞ্চিত, মূর্ত্তি চিত্রার্পিত প্রতিকৃতির ন্যায় স্থির। কিন্তু তোমার এই শক্তি, এই সাম্রাজ্য, এই শরীরসম্পদ ভোগ করে কে?—না, তোমার প্রাণ। প্রাণ যখন বাহির হইয়া যায়, তখন দৃষ্টি অন্ধ, শ্রুতি বধির, [illegible] পাদদলিত লীলাকুসুম, এবং ভোগের সমস্ত সামগ্রীই শূন্যপিঞ্জর ও শুষ্কসরোবর।

[illegible] এইরূপ সুন্দর, শক্তিসম্পন্ন ও অ[illegible] আশ্রয় স্থল। অগ্নি, জল ও বায়ু প্রভৃতি পদার্থনিচয় উহার শক্তি বহন করিতেছে; ফুল, ফল, লতা, পল্লব, আকাশের নীলিমা, প্রভাত ও সন্ধ্যার মধুরিমা, শ্যাম, পীত, হরিৎ প্রভৃতি বিবিধ বর্ণ, জ্যোৎস্নার [illegible] দীপ্তি এবং আলোক ও অন্ধকা-

বিধ মিশ্রণ ইহার রূপের লহরী দে- খাইতেছে। এমন সৌন্দর্য্য ও সম্পদ, এমন মহিমা ও বৈভব আর কোথায় আছে? ক- খনও ভূকম্পে জগৎ কাঁপিতেছে, কখনও মৃদু-মন্দ-সমীর-হিল্লোলে জগৎ দুলিতেছে, এবং কখনও বা জলে স্থলে কুসুম-বিকাশে এবং চন্দ্র তারার সুস্নিগ্ধ প্রকাশে জগৎ হা- সিতেছে। কিন্তু উহার এই সৌষ্ঠব ও বৈ- ভব, এই মহিমা ও মাধুরী, ভোগ করে কে?—না, উহার অভ্যন্তরীণ প্রাণজগৎ। প্রাণ জগতের প্রয়োজনে না আসিলে, এই জড়জগতের প্রয়োজন কি? প্রাণশূন্য ব্রহ্মা- ণ্ডের নাম ব্রহ্মাণ্ডময় শ্মশান। যদি চক্ষু না দেখিল ও চকোর না চাখিল, তবে চন্দ্রিকা বিলুপ্ত হউক। যদি অনন্তসংখ্য প্রাণীর প্রাণ আলোক দর্শনে পুলকিত না হইল, তাহা হইলে সূর্য্য নভস্তল হইতে খসিয়া পড়ুক। যদি প্রাণজগৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হ- ইলে এই উপভোগ্য জড়জগৎও একবারে প্রলয়ে বিলীন হইয়া যাউক।

মনুষ্য সাধারণতঃ জড়জগতের কথা লই- য়াই ব্যাপৃত থাকে, এবং কবি ও বৈজ্ঞানি- কের [illegible] শুনিয়া সর্ব্বদা জড়জগ- তেরই চিন্তা করে। বায়ু বহিতেছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, মেঘ বর্ষিতেছে, মৃত্তিকা সৃষ্ট হইতেছে, [illegible] যাইতেছে, আলো অ- নুভবে আসিতেছে, [illegible] পুরিতেছে, জগদ্যন্ত্র [illegible] হইয়া শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতির [illegible] পরিবর্ত্ত ঘটা- ইতেছে [illegible] [illegible] [illegible] জড়শক্তির দুর্ভেদ্য ও দুরতিক্রম্য প্রাচীর। চক্ষু আর কিছু দেখে না, কর্ণ আর কিছু শুনিতে পায় না, শরীর অন্য কোনরূপ সত্তা স্পর্শে পরিজ্ঞান করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং কারারুদ্ধ মনুষ্য শৈশবের প্রথম বিকাশ হইতে একমাত্র জড়বস্তুকেই বস্তুজ্ঞান করিতে শিক্ষা করে; এবং অভ্যাসে তাহার এইরূপ সংস্কার ক্রমশঃ এমনই বদ্ধ- মূল হয় যে, যাহা জড় নহে,—যাহা [illegible] তির বহির্ভূত, জড়শরীরের [illegible], তৎতাবৎ সমস্তই তাহার নিকট অবস্তু, অ- সত্য ও অলীক। কিন্তু যিনি কাব্যের প্র- থম ভাতি এবং বিজ্ঞানের শেষ জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া প্রাণজগতের অভ্যন্তরে অনুভূতির দ্বার লাভ করেন, তাঁহার নিকট জ- ড়জগৎ যেমন বাস্তব পদার্থ, প্রাণজগৎ এবং উহার বৈভবসম্পদও তেমনই কি ততোধিক বাস্তব পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এবং তিনি পবিত্রসলিলা গঙ্গা কি নর্ম্মদার প্রবা- হকে যেমন প্রকৃত প্রবাহ বলিয়া জানিয়া আসিতেছেন, আশার স্রোত, আকাঙ্ক্ষার স্রোত এবং জীবের জীবনস্রোতকেও তেমনি কি ততোধিক প্রকৃত বলিয়া হৃদয়ে অনুভব করিয়া সহর্ষভীতির নূতন স্ফুরণে চমকিত হন। তাঁহার বুদ্ধি, তাঁহার বিবেক, তাঁহার চিত্তবৃত্তি, তাঁহার অন্তরাত্মা তখন এই ব্রহ্মা- ণ্ডময় প্রাণজগতে বিচরণ করে;—এবং কি কীটদেহে, কি কবিকলেবরে, কি সাগর- গর্ভে, কি শৈলশৃঙ্গে, সর্ব্বত্রই প্রাণের রক্ষা ও ক্রিয়া এবং প্রাণীর প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্য প্র- ত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া, যিনি প্রাণের প্রাণ, প্রাণজগতের অনাদি, অনন্ত, অক্ষয় প্রস্রবণ, তাঁহাতে একেবারে ডুবিয়া যান।

তখন কোকিলের [illegible] বিয়োগ-গুঞ্জন, বন-বিটপীর প্রভাতি বন্দনা, তাঁহার কর্ণে মধু বর্ষণ করে, এবং তাঁহাকে কর্ণে কর্ণে উপদেশ দেয়,—এ সংসার প্রাণশূন্য মরুভূমি নহে, প্রাণস্পর্শে শীতল হও। তখন অসংখ্য জীবের জীবন-চেষ্টা, উল্লাস, উদ্যম, হর্ষ, বিষাদ, সুখ ও দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে প্রগাঢ় অনুভূত হয় এবং ইহার প্রত্যেক [illegible] সজীব ভাষায় তাঁহাকে বলিতে থাকে—এ সংসার ভস্মময় দগ্ধশ্মশান নহে, প্রাণস্পর্শে শীতল হও। তখন প্রাণজগতের অনন্তনেত্র, তাঁহার নেত্রবিম্বে নিপতিত এবং অনন্তপ্রাণ তাঁহার প্রাণে আসিয়া মিলিত হয়, এবং সেই সমবেত [illegible] প্রাণ তাঁহাকে আনন্দ ও উৎসাহ [illegible] থাকে,—এ সংসারে তুমি একা [illegible] স্পর্শে শীতল হও। আর, সূর্য্য হইতে যেমন অজস্রপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে, [illegible] সংখ্যাতীত, চিন্তাতীত এবং [illegible] ও গতির অতীত, স্থূল ও [illegible], সুন্দর ও বিকট, বীভৎস ও ভয়ানক, অনন্ত প্রাণপ্রবাহ যে, সে একই প্রস্রবণ হইতে অবিরাম প্রবাহিত হইয়া, অনন্তদিকে অনন্ত মূর্ত্তিতে বহিয়া যাইতেছে, ও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়া লীলার নূতন বৈচিত্র্য এবং শক্তির [illegible] বিকাশ ও নূতন বিভ্রমবিলাস প্রদর্শন [illegible]তেছে, তখন এই জ্ঞান তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস দেয় যে,—তোমার এই তৃষ্ণাতুর ক্ষুদ্র প্রাণ নিরাশ্রয়, নিরালম্ব নহে; তুমি সেই প্রাণারামের শরণ লও। প্রকৃতি তাঁহার প্রতিকৃতি, তিনিই [illegible] প্রাণ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই দ্বারা অনুপ্রাণিত ;—

"স উ প্রাণস্য প্রাণঃ"

কীর্ত্তিনাশা।

(সন্ধ্যা—রাজনগর)

১

সকলি কি [illegible] ! বল ছিল কি এখানে
অভ্রভেদী সেই "এক বিংশতি রতন" ?
সেই সৌধ চূড়া [illegible] বিশাল পদ্মার
বোধ হ'ত বঙ্গ-উপবীতের মতন ?
সে বিশাল রাজপুরী ছিল কি এখানে,
পড়িয়াছে ছায়া যার বঙ্গ ইতিহাসে ?
যাহার বিশাল ছায়া, ভাসিয়া পদ্মায়,
পড়েছিল [illegible] হৃদয়-আকাশে ?

২

সে রাজনগর এ কি ? সকলি স্বপন !
স্বপনের মত সব গেছে [illegible] !
বঙ্গ সিংহাসন [illegible] আকাঙ্ক্ষা যাহার,
একটী স্তূপও তার [illegible]
অতল সলিল [illegible]
কর্ত্তা, কীর্ত্তি,— [illegible]
[illegible] ; [illegible]
অমর কলঙ্ক যার [illegible]

৩

কীর্ত্তিনাশা! মানবের ভীষণ শিক্ষক!
ইষ্টক উপরে করি ইষ্টক স্থাপন
লভিবারে [illegible] বাসনা যাহার;
লিখিতে [illegible] রজতের ধারে
কাল গর্ব্বে অমরতা; আসি একবার
রাজবল্লভের এই কীর্ত্তির শ্মশানে,
দেখুক তোমার [illegible]ত নয়নে
তাহার অদৃষ্ট লিপি; ভাবি সমাজের
তব মৃদু কল কলে শুনুক শ্রবণে।

৪

[illegible]রি কিবা অভিমানে যাইছ বহিয়া
সন্ধ্যালোকে কীর্ত্তিনাশা! গরবে যেমতি
বিজয়ী বীরেন্দ্র যায় মৃদু মন্দগতি,
উপেক্ষি বি[illegible]; চলেছ তেমতি
উপেক্ষিয়া [illegible]। কি শান্ত হৃদয়!
গণা যায় একে একে তারকা সকল,
প্রতিবিম্বে নীলজলে; কি স্রোত মধুর,
ঝরিবে না গোলাপের, কামিনীর দল।

৫

এত অভিমান যদি; ধর তবে নদী,
ধর একবার সেই ভীষণ মূরতি,
রাজবল্লভের পুরী গ্রাসিলে যে রূপে;
ভীষণ ঘূর্ণিত স্রোতে ছাড়িয়া বৃংহতি
অসংখ্য তরঙ্গাঘাতে, তরঙ্গ ফুৎকারে
প্রকম্পিত দিঙ্মণ্ডল করি বিধূমিত;
যে মূর্ত্তিতে বালকের ক্রীড়া যষ্টি মত
ডুবালে সে কীর্ত্তিরাশি;—কল্পনা অতীত!—

৬

ধর সেই মূর্ত্তি। আমি দেখাব তোমায়
বঙ্গ ইতিহাসের সে পৃষ্ঠা ভয়ঙ্কর!
দেখাব বিপ্লব চিত্র, ঘূর্ণ চক্রে যায়
ডুবিলেন এই রাজ[illegible]
তুচ্ছ এই ক্ষুদ্র পুরী;—[illegible]
একটি বিশাল রাজ্য পড়েছে ভাঙ্গিয়া!
তুচ্ছ তব ক্ষুদ্র শান্তি;—দেখহ চাহিয়া
কি শান্তি পশ্চাতে তার গিয়াছে রাখিয়া!
তুচ্ছ তব ক্ষুদ্র সৃষ্টি;—এই বালু চর,
একই নিশ্বাসে যাহা পার মিশাইতে;
যে [illegible], যেই রাজ্য গিয়াছে সৃজিয়া
না ধরে [illegible]তি কার কণা খসাইতে!

৭

দূর হোক ইতিহাস! দেখ একবার
মানব হৃদয় রাজ্য; দেখ নিরন্তর
বহিতেছে [illegible] ঝটিকা! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে,
কতই গগনস্পর্শী হর্ম্ম্য মনোহর
ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
কত রূপান্তর তার! উঠিছে জাগিয়া
কতই নূতন সৃষ্টি! কত পুরাতন,
নয়ন না পালটিতে যাইছে ভাসিয়া!

৮

কীর্ত্তিনাশা!—কিবা নাম! কিবা পরিণাম!
পার তুমি মানবের কি কীর্ত্তি নাশিতে?
বঙ্গ ইতিহাসের সে কাল পৃষ্ঠা হ'তে
একটি অক্ষর তুমি পার কি মুছিতে?
মুছিলে যেমন এই ধরাপৃষ্ঠ হ'তে
রাজবল্লভের কীর্ত্তি, পার কি মুছিতে
সে পৃষ্ঠা হইতে সেই কলুষিত নাম?
সেই পৃষ্ঠা অত্রুক্ষণ পার কি লিখিতে?

৯

কীর্ত্তিনাশা!—বৃথা নাম! বৃথা অভিমান!
কি সাধ্য প্রকৃত কীর্ত্তি নাশিতে তোমার?
নাশিতে করের সৃষ্টি, সর্ব্ব শক্তিমান,
মানস সৃষ্টিতে তব নাহি অধিকার!

ভারতের পরাক্রান্ত নৃপতি নিচয়,
রয়েছে অক্ষয় এক রাজ্য সিংহাসন;
ত্রিকালের সীমা ওই [illegible] অতিক্রমিয়া
দাঁড়ায়ে রয়েছে তিন দরিদ্র ব্রাহ্মণ!
নশ্বর জোনাকি রাশি গিয়াছে নিবিয়া,
[illegible]র তারকাবলী রয়েছে চাহিয়া!

১০

[illegible] তুমি কীর্ত্তিনাশা! মহাকালভীত,
ওই দেখ দূর হতে যাইছে [illegible]
তাহাদের কীর্ত্তিরাশি; [illegible]-পরশনে
চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ রয়েছে বাঁচিয়া
একটী চরণ-রেণু সেই পুণ্যবান
[illegible] তার কীর্ত্তি করিতে বিনাশ
নাহিক শকতি তব, পারিবে না [illegible]
কীর্ত্তিনাশা, কিম্বা কাল সর্ব্ব-কীর্ত্তি-গ্রাস!

১১

[illegible] আমি কীর্ত্তিহীন নর; [illegible] তোমায়
[illegible] সংহারক মূর্ত্তি ধর [illegible]!
হায়! ভগ্নতীরে ওই [illegible],
আমার অন্তিক বাধে জীবনের আশা!
তাহার ফলিবে [illegible]টি কুসুম;
নিষ্ফল জীবন মম! পড়েছে ঝরিয়া
আছিল যে ক'টি ফুল! থাক সেই তরু,
কীর্ত্তিনাশা কীর্ত্তিহীনে নেও ভাসাইয়া!

শ্রীন [illegible]

কীর্ত্তিনাশা।

২

সকল প্রকারের উন্নতিই আপেক্ষিক এবং তুলনায় তাহার পরীক্ষা। তিল তিল করিয়া শরীর বাড়িতেছে অথবা কমিতেছে, আমরা স্বয়ং তাহা বুঝিতে পারি না। কিন্তু যিনি দশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগকে দেখিয়াছেন, তিনি আজি দেখিলে আমাদের হ্রাস বৃদ্ধির তুলনা করিতে পারেন। সাহিত্যের উন্নতি ও অবনতির পরীক্ষাও এই রূপে। শরীরের ন্যায় সাহিত্যেরও হ্রাস বৃদ্ধি আছে, উহা ঠিক এক অবস্থায় থাকে না। [illegible] উহার ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অবস্থা তুলনা করিয়া না দেখিলে উহার হ্রাস বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না।

আমরা আজি বাঙ্গালা সাহিত্যের এই রূপ তুলনার একটি আকস্মিক সুযোগ পাইয়াছি। পাঠকবর্গের কৌতূহল-বিনোদনের জন্য আমরা আজি সেই সুযোগের ব্যবহার করিব। বান্ধবের এই সংখ্যায় কীর্ত্তিনাশা শীর্ষক একটি নূতন কবিতা প্রকটিত হইয়াছে, আমরা তুলনার জন্য কীর্ত্তিনাশা-শীর্ষক একটি পুরাতন কবিতাও এস্থলে উদ্ধৃত করিব। প্রথমটি বর্দ্ধমান ১২৮৭ বঙ্গাব্দের

...মানসিংহের সমস্ত শরীর ... অগ্নিশর্মা রূপ ধারণ করিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন প্রতাপের গর্ব্ব চূর্ণ করিবেন। মানসিংহের এই ...-নিবন্ধন রাজস্থানের যে ঘোরতর অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা নিতান্ত অসম্ভব। এই জাতি বিরোধে রাজস্থান এক কালে ছারখার হইয়া গিয়াছে।

মানসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র রাও ভাওসিংহ অম্বরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনিও দিল্লীশ্বরকর্ত্তৃক ...হাজারী ... উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ইনি কোন অংশে মানসিংহের উপযুক্ত পুত্র ছিলেন না। একে স্বভাবতঃ অল্প বুদ্ধি তাহাতে আবার সতত মাদক সেবনে বিলক্ষণ অনুরক্ত ছিলেন। রাজ-লক্ষ্মী এরূপ অপদার্থ ব্যক্তিকে অঙ্কে স্থান প্রদান করেন না। ... বৎসর কাল মাত্র রাজ্য করিয়া ১৬২... ভাওসিংহ সংসার-লীলা সংবরণ করিলেন। তদীয় পুত্র মহাসিংহ পিতৃদোষে বশীভূত হইয়া অল্পকাল মধ্যেই কালের করালগ্রাসে পতিত হন।

মানসিংহ মোগল সম্রাটদিগের নিকট যে বিপুল মানসম্ভ্রম লাভ করিয়াছিলেন, ... পুত্র ও পৌত্র তদধিকারে ... হইয়াছিলেন। এই অবসরে যোধ... বিকানীরের অধিশ্বরেরা সেই মানসম্ভ্রম একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। বিশেষতঃ জাহাঙ্গীরের সহিত বিকানীরের রাজদুহিতা বিখ্যাত মাতা যোধা বাইএর পরিণয় হওয়ায় একণে অম্বরেশ্বরদিগের প্রতিপত্তি ... হইয়াছিল। মহাসিংহের মৃত্যুর পর যোধা বাইয়ের মন্ত্রণায় জাহাঙ্গীর অম্বরের সিংহাসন মহার পুত্রকে প্রদান না করিয়া জগৎসিংহের পৌত্র জয়সিংহকে সমর্পণ করেন। এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর রাজপুতমহিলার সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া অন্তঃপুর অলিন্দ হইতে জয়সিংহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “অম্বররাজ! যোধা বাইয়ের অনুগ্রহে অদ্য তুমি অম্বররাজ্য লাভ করিলে, অতএব তাঁহাকে অভিবাদন কর।” রাজপুতব্যবহারানুসারে স্বজাতীয় স্ত্রীলোককে নমস্কার করিবার প্রথা প্রচলিত না থাকায়, জয়সিংহ কহিলেন “জাঁহাপনা! আপনার অন্তঃপুরশোভিনী অন্য রমণীকে অভিবাদন করিতে অনুমতি করুন, আমি তাহাতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত আছি; কিন্তু যোধা বাইকে প্রণাম করিতে অক্ষম।” সরলা যোধা বাই হাস্যমুখে কহিলেন, “ভাল, তোমার অভিবাদন করিতে হইবে না, আমি কিন্তু তোমায় অম্বর রাজ্য প্রদান করিলাম।”

মোগলসম্রাটদিগের সভায় জয়সিংহকে সকলে “মির্জা রাজা” বলিয়া সম্বোধন করিত। তাঁহার বুদ্ধি ও বাহুবলে অম্বরসিংহাসনের বিলুপ্ত মানসম্ভ্রমের পুনরুদ্ধার হইয়াছিল। জয়সিংহের কার্য্যকলাপে পরিতুষ্ট হইয়া সম্রাট অরঙ্গজীব তাঁহাকে ছয়হাজারীর মনসব উপাধি প্রদান করেন। জগদ্বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় ... শিবজীর বিশাল পরাক্রমে অরঙ্গজীব ... হইয়া জয়সিংহকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কৌশলনিপুণ জয়সিংহ ... কৌশলে ... ...

...করিলেন, তাঁহার ... করিলেন। শিবজীর প্রাণরক্ষার জন্য সম্রাট-সমীপে বিবিধ অনুরোধ করিয়াও যখন দেখিলেন অরঙ্গজীব কথা শুনি... লোক নহেন, তখন শিবজীর পলায়নে সহায়তা করিলেন। সকল বিষয়ে তাঁহার এমন বাক্যনিষ্ঠতা ও সত্যপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহারই বিশ্বাসঘাতকতা নিবন্ধন রাজকুমার দারার প্রাণবিনষ্ট হইয়াছিল।

জয়সিংহের অধীনে দ্বাবিংশতি সহস্র মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত অশ্বারোহী সেনা এবং দ্বাবিংশতি জন রণকুশল সেনানায়ক সতত আজ্ঞাবহ ছিল; সুতরাং তিনি সম্রাট-সভায় অন্যান্য রাজবর্গ অপেক্ষা প্রবল ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। যে অরঙ্গজীবের কঠোরহৃদয়ে ভয়ের লেশমাত্র ছিল না, তিনিও জয়সিংহকে ভয় করিতেন। জয়সিংহ আপনার অমিতপরাক্রমে বার পর নাই গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। তিনি সম্রাটকে ক্রীড়াপুত্তলী মনে করিতেন। তিনি দুই হস্তে দুই কাচপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক আপনার সভামণ্ডপে সহচরমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বসিতেন, এবং সাহঙ্কারবাক্যে কহিতেন—"আমার হস্তে দিল্লী ও সেতারারাজ্য।" বামহস্তস্থিত কাচপাত্র দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক কহিতেন—"এই সেতারারাজ্য চূর্ণ হইল; দিল্লীর ভাগ্য আমার দক্ষিণ হস্তে রহিয়াছে, তাহাও অক্লেশে চূর্ণ করিতে পারি।" এতাদৃশ গর্ব্বিতব্যব... দুর্ব্বৃত্ত অরঙ্গজীবের প্রতি... সম্রাট গোপনে জয়সিংহের ... হইলেন। জয়সিংহের ... সিংহ রাজ্যাধি...

...সম্রাটকর্তৃক আশ্বাসিত হইয়া পিতার প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। দুরাত্মা কীর্ত্তিসিংহ যবনের চাতুরীতে মুগ্ধ হইল। পিতার সেবনীয় অহিফেনে গরল মিশ্রণপূর্ব্বক মহাপাপে কলুষিত হইয়াও স্বকীয় কামনা সিদ্ধ করিতে পারিল না। দিল্লীশ্বর এই পিতৃহন্তা দুর্ব্বৃত্তকে কেবলমাত্র কামাপ্রদেশ প্রদান করিয়া অম্বররাজ্য তদীয় জ্যেষ্ঠ রামসিংহকে সমর্পণ করিলেন। সম্রাটের নিকট হইতে রামসিংহ চারিহাজারী মনসব উপাধি পাইলেন। তিনি আসামযুদ্ধে দিল্লীশ্বরের সেনানায়ক হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বিষণসিংহ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি তিন...হাজারী মনসব উপাধি ... হয়েন, কিন্তু তাহা... কাল ভোগ করিতে পারেন নাই।

বিষণের পুত্র জয়সিংহ অতি ... পণ্ডিত ছিলেন। প্রথম জয়সিংহ মির্জা রাজা নামে অভিহিত ছিলেন, তাঁহা অপেক্ষা দ্বিতীয় জয়সিংহ অধিক... হিত ছিলেন বলিয়া লোকে ... জয়সিংহ নামে সম্বোধন করিত। ... সম্রাটের বাহাদুরের চতুশ্চত্বারিংশ... তাহার মৃত্যুর ছয়বৎসর পূর্ব্বে ১৬৯৯ খৃঃঅব্দে জয়সিংহ অম্বরের ... অধিরোহণ করেন। ... রাজত্ব করি... করিয়াছেন ... বিদ্যায় পার দর্শী ... নি, অরঙ্গজীব কর্তৃক ... তার প্রাপ্ত ... হয়ে ... প্রতিষ্ঠা ... মৃত্যুর পর সিং-

হয় নাই। তিন বৎসর [illegible] তিনি [illegible] যুদ্ধ বিগ্রহে হস্তক্ষেপ [illegible] নাই। ১৭২১ খৃঃ অব্দে মহম্মদ সাহ্ সায়দ বিনাশ দ্বারা নিজ পথ পরিষ্কার [illegible]*। দিল্লীর সিংহাসন এখন শান্ত [illegible] সাহের করতলগত হইল। [illegible] জীবন মধ্যে এই পাঁচ সাত বৎসর অবসরকাল দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় তিনি কেবল জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলনে ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। ১৭২১ খৃঃ অব্দে তিনি মহম্মদ সাহ কর্ত্তৃক আগরা ও তৎপরে মালব দেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি অতিজঘন্য জেজিয়া কর উঠাইয়া দেন, এবং তাঁহারই যত্নে জাঠদিগের উদয়োন্মুখ ক্ষমতা প্রশমিত হয়। ১৭৩২ খৃঃ অব্দে তিনি পুনরায় মালব দেশ শাসন করিতে গিয়া দেখিলেন মহারাষ্ট্রীয়দিগের দমন করিবার চেষ্টা মূর্খতা মাত্র; সুতরাং তাহাদের অধিনায়ক বাজিরাওয়ের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। তাঁহারই যত্নে বাজিরাও মালব দেশের সুবাদার হইয়াছিলেন। জয়সিংহের এই কার্য্যে অনেকেই দোষারোপ করিয়া থাকেন, তিনি দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের হস্তে ভারতবর্ষের চাবি প্রদান করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত জয়সিংহের সম্প্রীতির জন্য দিল্লীশ্বরের অনেক উপকার হইয়াছিল; কারণ এই কৌশলে তাঁহাদিগের দিল্লী আক্রমণে বিলম্ব [illegible] রাজপুতেরা [illegible] সিংহাসন প্রতি ভক্তিমান্ ছিলেন; কিন্তু শাসনপ্রণালী ক্রমে ক্রমে এরূপ জঘন্য হইয়া উঠিতে লাগিল যে, এই সকল বলবিক্রমশালী পরিপোষ[illegible]গণ ক্রমে ক্রমে সম্পর্কশূন্য হইয়া [illegible]লেন। নাদের সাহ [illegible] দিল্লী আক্রমণ-সময়ে রাজপুত রাজগণ আপন আপন রাজ্য রক্ষায় যত্নবান্ হইলেন। এই সময়ে জয়সিংহ এক মহাবিপদে পতিত হন, নিম্নে তাহার বিবরণ লিখিত হইল।

বিষ্ণুসিংহের দুই পুত্র; জয়সিংহ ও বিজয়সিংহ। জ্যেষ্ঠ জয়সিংহের সিংহাসনারোহণ সময়ে কনিষ্ঠ বিজয় নিতান্ত শিশু ছিলেন। বিজয়ের জননী জয়সিংহের হস্ত হইতে পুত্রকে নির্ব্বিঘ্ন রাখিবার জন্য খিচিবারা দেশে আপন পিত্রালয়ে লইয়া যান। বিজয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তদীয় জননী প্রচুর মণিমুক্তাদি সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে দিল্লী নগরে প্রেরণ করেন। সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী [illegible] প্রচুর ধন রত্নের উৎকোচে মুগ্ধ [illegible] অম্বর রাজ্যের প্রধান অংশ বসুয়া প্রদেশ বিজয়কে দিবার [illegible]সিংহকে অনুরোধ করেন। জয়সিংহ [illegible] বিবাদ সর্ব্বনাশের মূল জানিয়া অকপটহৃদয়ে বৈমাত্রেয়কে ঐ প্রদেশ প্রদান করিতে স্বীকার করিলেন। [illegible] বিজয়জননী এ প্রস্তাবে অসম্মত [illegible] সমগ্র অম্বর রাজ্য বিজয়ের [illegible] হয়, [illegible] সবিশেষ চেষ্টা [illegible] লোকে [illegible] বারে [illegible]

* এক সময়ে সায়দেরা সম্রাট সভার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠে তাহার সমুদায় বিবরণ জানিতে পারা [illegible]

বনী [illegible] অপহরণ করিবার চেষ্টা [illegible] এবং তদর্থে দিল্লীশ্বরকে পাঁচ কো[illegible] এবং করস্বরূপ পাঁচ সহস্র সৈন্য [illegible]নে স্বীকৃত হইলেন। অকর্ম্মণ্য মোগল সম্রাট্ যে এই উৎকোচে মুগ্ধ হইবেন, তাহা কোন মতে অসম্ভব নহে। উজীর কমরুদ্দীন সম্রাট সমীপে প্রস্তাব করি[illegible]বামাত্র কার্য্য সিদ্ধি হইল, এবং বিজয়ের নামে সনন্দ পত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল। এ সকল কার্য্য এত গোপনে হইতে লাগিল যে, অপর কোন সভাসদ কিছু মাত্র জানিতে পারিলেন না। জয়সিংহের অত্যন্ত বিশ্বাসী মিত্র খাওরান খাঁ কোন প্রকারে এই গোপনীয় সংবাদ জানিতে পারিয়া সম্রাট সভাস্থ অম্বর দূত কৃপারামকে সমুদায় ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করেন। এই বিষম ব্যাপার শ্রুতি গোচর হইবামাত্র কৃপারাম জয়সিংহকে সমস্ত সমাচার লেখেন। জয়সিংহ [illegible] পাঠ মাত্র এক কালে অবাক্ হইলেন। পরম-বিশ্বাস-পাত্র নাজির সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন, জয়সিংহ পত্র খানি তাঁহার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "এক্ষণে ইহার উপ[illegible]কি?" সুচতুর নাজির ক্ষণকাল নিস্ত[illegible] থাকিয়া উত্তর করিলেন; "মহারাজ! বাহুবল ও ধনবলে ইহার কোন প্রতীকার হইবে না; কৌশলে ইহার প্রতীকার সাধন করিতে হইবে, চক্রান্তকারী দ্বারাই এ চক্রান্তের [illegible] সাধন অতি সহজেই সম্[illegible] হইবে।" নাজিরের পরামর্শানুসারে জয়সিংহ কচ্ছবহ বংশের দ্বাদশ শাখার [illegible] অধিনায়কদিগকে নিমন্ত্রণ [illegible] তাঁহার আমন্ত্রণানুসারে মা[illegible]ত-নাথ [illegible]লসিংহ, তাঁকো-নায়ক দীপসিংহ, সুবর্ণ [illegible]ধ্যক্ষ জোরওয়ারসিংহ, নারুক-পতি হিম্মতসিংহ, খলাই-প্রধান কুশলসিংহ, মোজাবাদেশ্বর তোজরাজ, মাউলিপতি ফতেসিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ জয়সিংহের সভায় আসিয়া উপনীত হইলেন। অম্বরেশ্বর অতি বিনীত ভাবে সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আপনারাই আমাকে অম্বরের সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়াছেন, কনিষ্ঠ বিজয়সিংহ বসুবা প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়াই সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী নবাব কমরুদ্দীন তাঁহাকে সমগ্র অম্বর রাজ্য প্রদান করিতেছেন।" তাঁহারা সকলেই এককাক্যে বলিলেন "আপনি যদি অকপট হৃদয়ে বিজয়সিংহকে বসুবা প্রদেশ প্রদান করেন, তবে আমরা এ বিষয় সুন্দররূপে মীমাংসা করিয়া দিতে পারি।" জয়সিংহ তৎক্ষণাৎ বিজয়সিংহের নামে বসুবা প্রদেশের দান পত্র লিখিয়া অধ্যক্ষদিগের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন; "আপনাদিগের উপর এই ব্যাপার মীমাংসার সমস্ত ভার প্রদান করিলাম, আপনারা আমাকে যাহা অনুমতি করিবেন আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি।" সদস্যেরা বিজয়সিংহ সমীপে দূত-মুখে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইলেন। বিজয়সিংহ কহিলেন, "ভ্রাতার প্রতিজ্ঞায় আমার কিছু মাত্র বিশ্বাস নাই।" অধ্যক্ষেরা কহিয়া পাঠাইলেন, "আমরা এ বিষয়ে প্রতিভূ রহিলাম। যদি জয়সিংহ আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন, তবে আমরা সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আ[illegible]

আশ্রয় গ্রহণ করি[illegible] এবং অম্বর রাজ্য তাঁহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া আপনাকে সমর্পণ করিব।

বিজয়সিংহ এই সমাচার স্বীয় জননী ও প্রধান আশ্রয় কমরুদ্দীনকে জানাইলেন, কিন্তু তাঁহারা ইহাতে সম্মত হইলেন না; তথাপি কমরুদ্দীন খাওয়ান ও কৃপারামকে আদেশ করিলেন, "তোমরা বিজয়ের সঙ্গে উপস্থিত থাকিয়া যাহাতে নির্বিঘ্নে এই ব্যাপার সুসিদ্ধ হয়, তাহা করিবে।" যাহাতে সুশৃঙ্খলরূপে সকল বিষয় সামঞ্জস্য হয়, তদ্বিষয়ে মধ্যস্থ মহাশয়েরা ব্যগ্র হইলেন, জয় ও বিজয় উভয় ভ্রাতার পরস্পর যাহাতে সাক্ষাৎ হয়, তাহার আলোচনা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ চম্‌নগর সাক্ষাতের স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইল, কিন্তু পরিশেষে তাহা পরিবর্তিত হইয়া রাজধানীর ক্রোশদ্বয় ব্যবধানে সঙ্গনেয়ার নগরে ভ্রাতৃমিলন স্থিরীকৃত হইল। বিজয়সিংহ তথায় আগমন পুরঃসর শিবির সংস্থাপন করিলেন। জয়সিংহ ভ্রাতৃশিবিরে যাত্রা করিতেছেন, এমন সময়ে নাজির আসিয়া কহিলেন, বিজয় জননীর অভিপ্রায়, উভয় ভ্রাতার সম্মিলন ও স্নেহালিঙ্গন দর্শন করেন। জয়সিংহ সমস্ত প্রধান সভাসদবর্গকে এ বিষয় জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা কহিলেন, "ক্ষতি কি! ইহাতে আমাদের কোন বাধা নাই।"

নাজির রাজরমণীর গমনোপযোগী মহাদোল প্রস্তুত করিলেন, এবং তদীয় আদেশ অনুসারে রাজরমণীর সহচরীগণের জন্য আর তিনশত যান প্রস্তুত হইল। মহা[illegible] রাজমাতার পরিবর্তে ভট্টীকাণ্ডীর বীরকেশরী উগ্রসেন [illegible] আরোহণ করিলেন, এবং তিনশত [illegible] দুই দুই জন ভট্টীসেনা সমস্ত [illegible] সমস্তিব্যাহারে উত্থিত হইল। [illegible] রাজমাতার নামে অর্থ বিতরণ হইতে লাগিল। মহাদোল সাংযাত্রিক যানসমূহ সহকারে ক্রমে ক্রমে সঙ্গনেয়ার মধ্যে উপনীত হইল। এদিকে জয়সিংহ প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে সঙ্গনেয়ার নগরে সমুপস্থিত হইয়া বিজয়ের সহিত সাক্ষাৎ করণানন্তর কহিলেন—"ভাই! গৃহবিচ্ছেদে কোন প্রয়োজন নাই;—যদি অম্বররাজ্য তোমার নিতান্ত অভিলষণীয় হয়, এই দণ্ডেই গ্রহণ কর; আমি তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত নাই—বসুবা প্রদেশই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।" বিজয় এই স্নেহবাক্যে মুগ্ধ হইয়া কহিলেন "বসুবা লইয়াই আমি সন্তুষ্ট হইলাম।"

এমন সময়ে নাজির আসিয়া কহিলেন, "রাজমাতা আদেশ করিতেছেন, সভাস্থবর্গ স্থানান্তরিত হইলে তিনি আসিয়া যুবরাজদ্বয়কে দর্শন করিয়া প্রীতিলাভ করেন, অথবা অন্তঃপুরে আপনারা উভয়ে গমন করিলে ভাল হয়।" এতদ্বাক্যে জয়সিংহ তদস্থবর্গের প্রতি কহিলেন, "আপনারা যেরূপ আদেশ করিবেন আমি সেইরূপ করিব।" তাঁহারা কহিলেন "ক্ষতি কি, [illegible] অন্তঃপুরে যাইয়া জননীর সহিত সা[illegible] করুন।" এতদ্বাক্যে জয়সিংহ বিজয়ের হাত ধরিয়া অন্তঃপু[illegible] করিলেন, এবং পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অস্ত্র প্রদান পূর্বক কহিলেন, "এক্ষণে অন্তর

কোন ... বিজয় এই কথা শুনিয়া নিজ কটিদেশ হইতে অস্ত্র খুলিয়া তাঁহার হস্তে দিলেন। উভয়েই ... পুর প্রবেশ করিলেন। গৃহপ্রবেশমাত্র, বিজয় উগ্রসেনের করকবলিত হইলেন। উগ্রসেন তৎক্ষণাৎ বিজয়ের হস্তপদাদি বন্ধন করিয়া মহারোহে আরোহণ করাইয়া জয়পুরে লইয়া গেল এবং তথাকার দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিল। জয়সিংহ সভায় আগমন করিলে সদস্তবীরমণ্ডলী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিজয় সিংহ কোথায়?" জয়সিংহ তারস্বরে কহিলেন "হামারা পেটমে।" পুনরায় কহিলেন "আমরা উভয়েই বিষ্ণুসিংহের পুত্র—আমি জ্যেষ্ঠ; যদি আপনারা কনিষ্ঠ বিজয়কে রাজ্য দিতে নিতান্ত অভিলাষ করিয়া থাকেন, অগ্রে আমার প্রাণবধ করিয়া পরে তাহাকে সিংহাসন প্রদান করুন। আপনাদিগের জন্যই আমি এ বিশ্বাসঘাতকতায় প্রবৃত্ত হইয়াছি; কারণ বিজয় রাজ্য পাইলে যবনদিগকে আনিয়া আমাদের সকলের সর্ব্বনাশ করিত।" সদস্তবীরমণ্ডলী এই কথায় নিতান্ত চমৎকৃত হইয়া নিরুপায় বোধে নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন। উজীর কমরুদ্দীন বিজয়সিংহের সহিত যত সহস্র অশ্বারোহী সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার জন্য বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে জয়সিংহ কহিলেন, "বিজয় আমার ভ্রাতা, তাহার অনুসন্ধানে তোমাদের প্রয়োজন কি? তোমরা নিঃশব্দে চলিয়া যাও, নতুবা ... করিয়া ... বিদায় দিব।" তাহারাও ... দেখিয়া পলায়ন করিল।

... গুণ জয়সিংহ" নামে এক খানি গ্রন্থ অদ্যাপি ... আছে। তাহাতে জয়সিংহের নবোত্তর ... গুণ বর্ণিত হইয়াছে। উপরি উক্ত ব্যাপারটি গুণাবলী মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে, কিন্তু আমরা উহাকে সদ্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না। তথাপি একথা নিঃসংশয়ে কহিতে পারি যে, এই ছলনা-সাধনে জয়সিংহ সম্যক্ চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং এরূপ চাতুর্য্য অবলম্বন না করিলে কখনই তিনি রাজ্যরক্ষা করিতে পারিতেন না।

অম্বরেশ্বরগণ মানসম্ভ্রমে অগ্রগণ্য ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অধিকৃত রাজ্য সমধিক বিস্তীর্ণ ছিল না। বিষ্ণুসিংহ অম্বর, দেওসা ও বস্‌বা এই প্রদেশত্রয়ের রাজা ছিলেন, তাঁহার পুত্র জয়সিংহ দেওতি প্রদেশ অধিকার পূর্ব্বক নিজরাজ্যে সংযোজিত করেন। দেওতি প্রদেশ অধিকারের অতি বিস্ময়জনক ব্যাপার পাঠকবর্গের গোচর করিবার জন্য নিম্নে বিবরণ করা গেল।

দেওতি সূর্য্যকুলতিলক রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লবের বংশীয়দিগের অধিকৃত ছিল। ঐ বংশের নাম বড়গুজর বংশ। বড়গুজরেরা সর্ব্বদা জাত্যভিমানে মত্ত থাকিতেন, সুতরাং কচ্ছবহ বংশের ন্যায় যবনরাজগণকে দুহিতাদান করিয়া ঐহিক বিভব পরিবর্দ্ধিত করিতে পারেন নাই। জয়সিংহের সমকালে বড়গুজর বংশীয় ভূপতি নিজ রাজধানী রাজোর নগরে স্বীয় তরুণ বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাখিয়া দিল্লীশ্বরের পক্ষে অনুপসংহরে সেনানায়ক পদে নিযুক্ত ছিলেন। একদা ঐ তরুণ যুবক মৃগয়াগমনোপলক্ষে ভ্রাতৃ-বধূর নিকট আহারের জন্য খাদ্য ...

ন্যই ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছিলেন। তাহাতে ঐ রাজমহিলা দেবরকে উপহাস করিয়া কহিলেন, "তোমাকে যেরূপ ব্যগ্র দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় যেন তুমি জয়সিংহের বক্ষে অস্ত্র সঞ্চালন করিবে!" বীর্য্যবান্ যুবরাজের পক্ষে এই উপহাস অত্যন্ত কর্কশ বোধ হইল। কারণ পূর্ব্বে জয়সিংহের আদি পুরুষ চোলরায় ব্রগুজর রাজার নিকট হইতে দেওসা প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া ঐ বংশকে দরিদ্র করিয়াছিলেন। ব্রগুজর যুবক ক্রোধে কহিলেন "জগদীশ্বর সাক্ষী, আমি তাহা না করিয়া তোমার হস্ত হইতে অন্ন গ্রহণ করিব না।" এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ দশজন অশ্বারোহী বীর-পুরুষ সমভিব্যাহারে অম্বরে উপনীত হইয়া জয়সিংহের প্রত্যাশায় নগর প্রাচীরের পার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে নি[illegible] মাস গত হইতে লাগিল, তথাপি ব্রগুজরের মনস্কামনা সিদ্ধির কোন অবসর হইল না। অন্নাভাবে সহচরবর্গ পলায়ন করিল; দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যুবক নিজ অশ্ব ও খড়্গ বিক্রয় দ্বারা উদর পূরণ করিতে লাগিলেন, তথাপি জয়সিংহের সাক্ষাৎ পাইলেন না। শিরস্ত্রাণের অর্দ্ধভাগ বিক্রয় দ্বারা এক দিন চলিল। আর বিক্রয় করিবার কিছুই নাই, এখন প্রস্থান অথবা অনাহার অবলম্বন ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। স্থির প্রতিজ্ঞ ব্রগুজর যুবক অনাহার অবলম্বন পূর্ব্বক চারি দিবস বল্লম হস্তে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, জয়সিংহ সুখাসনে আরোহণ পুরঃসর সেই পথে আগমন করিতেছেন। দৃষ্টিমাত্র তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যুবক বল্লম পরিত্যাগ করিলেন, [illegible] হারে যুবক নিতান্ত দুর্ব্বল ছিলেন, তাঁহার বল্লম জয়সিংহকে বিদ্ধ করিতে পারিল না, সুখাসনের পার্শ্ব ভেদ করিয়া রহিল। রাজহন্তার বধের জন্য তৎক্ষণাৎ শত শত খড়্গ নিষ্কোষিত হইল, কিন্তু জয়সিংহ তাহা নিবারণ পূর্ব্বক ব্রগুজর যুবককে অম্বরে আনাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমার নির্ভয়চিত্তে কহিলেন, "আমি ব্রগুজর বংশীয়, দেওতির অধীশ্বরের ভ্রাতা। ভ্রাতৃবধূর সহিত কথান্তর [illegible] বল্লম চালনা করিয়াছি; এ[illegible] যাহা অভিরুচি, তাহাই করিতে [illegible] আরও তিনি নিজ বৃত্তান্ত বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া কহিলেন, "যদি আমি চারি দিবস অনাহারে না থাকিতাম, তাহা হইলে আমার বল্লম কখনই স্বকার্য্যসাধনে নিষ্ফল হইত না।" জয়সিংহ যুবকের প্রতি ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে রাজবস্ত্র ও অর্থ প্রদান করিলেন এবং পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সঙ্গে দিয়া রাজ্যের নগরে পাঠাইয়া দিলেন। গৃহে আসিয়া ব্রগুজর যুবক ভ্রাতৃবধূর নিকট সমুদায় বর্ণন করিলেন; রাজমহিলা শ্রবণ করিয়া বিষন্ন চিত্তে কহিলেন, "তুমি কালসর্পকে [illegible] করিয়া রাজ্যের নগরে জলাঞ্জলি [illegible] রমণী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন [illegible] নিশ্চয় করিলেন, জয়সিংহ ছিদ্র অন্বেষণে আছেন, এত দিন কোন অবসর প্রাপ্ত হন নাই, আমাদের দুর্ভাগ্য ক্রমে সেই অবসর জয়সিংহ অনায়াসে প্রাপ্ত হইলেন। রাজপুরীর স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণ অনু-

[illegible] রাজার * নিকট প্রেরিত হইল। দেওতি ও রাজোর দুর্গ জয়সিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এই ঘটনার পর তৃতীয় দিবসে জয়সিংহ সদস্যবর্গসমীপে দেওতির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার প্রস্তাব করিলেন। চমুপ্রদেশের অধ্যক্ষ মোহনসিংহ নিবারণ করিয়া কহিলেন "মহারাজ এমন কর্ম্ম করিবেন না; দেওতির অধীশ্বর এখন সম্রাটের প্রিয়পাত্র, বিশেষতঃ এখন তিনি আবার দিল্লীশ্বরের কার্য্যেই [illegible] এই কথায় আর কোন অধ্যক্ষ যুদ্ধঘোষণায় সম্মতি দান করিলেন [illegible]; জয়সিংহও কিছুদিন এ প্রস্তাবে নিরস্ত [illegible]লেন। [illegible] পরে জয়সিংহ পুনর্ব্বার সভামধ্যে এই প্রস্তাব করিলেন; বনবীর, গোতার অধ্যক্ষ ফতেসিংহ সম্মতি দান করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। রণজিৎবংশীয় যুবক রাজধানী রাজোর নগর হইতে বহুদূরে গণগৌরীদেবীর পূজা করিতে গিয়াছিলেন, ইত্যবসরে অম্বরসৈন্যেরা দেওতি অধিকার করিল, যুবক প্রত্যাবৃত্ত হইবামাত্র বিপক্ষহস্তে পতিত হইয়া জীবনত্যাগ করিলেন। রাজোরের রাণী মোহনসিংহের ভগ্নী; তিনি [illegible]বতী ছিলেন; রণজয়ী ফতেসিংহকে [illegible] কহিলেন "ভাই! আমার [illegible] রক্ষা কর।" কিন্তু যখন [illegible] হইল যে, কেবল [illegible]রই [illegible] এই ঘোরতর সর্ব্বনাশ হইয়াছে এবং তাঁহার ভাবিপুত্র পৈতৃকস্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তখন তিনি নিজ জীবনে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক বক্ষে অস্ত্রাঘাত করতঃ প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। বিজয়ী সেনাগণ রণজয়দিগের মস্তক আনিয়া জয়সিংহকে উপহার দিল। জয়সিংহ কহিলেন "যে উদ্ধত যুবক আমার প্রাণবধে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার মস্তক আমার নিকট আনয়ন কর।" সেই মস্তক সভায় আনীত হইলে মোহনসিংহ নিজ কুটুম্বের দুর্দ্দশা দেখিয়া [illegible] করিলেন, জয়সিংহ তাহাতে নিতান্ত [illegible] হইয়া কহিলেন,—"যখন আমার জীবন যথার্থ বন্ধন পরিত্যাক্ত হইয়াছিল, তখনত একবিন্দুও অশ্রু বর্ষিত হয় নাই।" জয়সিংহ সে স্থানের অশ্রুবর্ষণ অপরাধ সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার চমুপ্রদেশ রাজ্যভুক্ত করিয়া তাঁহাকে চুণ্ডার রাজ্য হইতে একবারে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। [illegible]পে দেওতি দেশ জয়সিংহের করতলস্থ হইল।

রাজা জয়সিংহ অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি নানাবিধ বিষয় ব্যাপারে থাকিয়াও বিদ্যানুশীলনে অবসরকাল অতিবাহিত করিতেন। বিদ্যোৎসাহিতা গুণে তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যশালী নরপতি আর প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। জয়সিংহ নূতন নগর সংস্থাপিত করিয়া তাহার জয়পুর বা জয়নগর নাম রাখিলেন। জয়পুরের ন্যায় সুদৃশ্য মনোহর নগর ভারতবর্ষে আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহা প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে নির্ম্মিত। ইহার রাজবর্ত্ম সকল পরস্পর সমকোণে বিভক্ত। দেখিলে বুঝিতে পারা

* অদ্যাপি অম্বুপসহরে রণজিৎ বংশীয়েরা বাস করেন; ক্রমে ক্রমে তাঁহারা সেই প্রদেশে আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন; এখন তাহাই [illegible] করিতেছেন।

য়ায়, নগরনির্ম্মাতার শিল্পবিজ্ঞানে সাতিশয় নৈপুণ্য ছিল। শাস্ত্রে রাজধানী পত্তনের যে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, এই নগরে তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। বিদ্যাধর নামক জনৈক বঙ্গদেশীয় সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ এ নগর সংস্থাপন সম্বন্ধে জয়সিংহের সাতিশয় সহায়তা করেন। বিদ্যাধর রাজনীতি ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, এবং তত্তদ্বিষয়ে তিনি জয়সিংহের সতত সাহায্য করিতেন। সুতরাং তিনি বিদ্যা বিষয়ে জয়সিংহের সুখ্যাতির অংশ পাইতে পারেন। জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে রাজপুত নরপতিবর্গেরই সাতিশয় শ্রদ্ধা ছিল; কিন্তু জয়সিংহ উক্ত শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার এতদূর খ্যাতি প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে, সম্রাট্ মহম্মদ সাহ মুসলমানপঞ্জিকা সংশোধনের ভার জয়সিংহের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনার জন্য তিনি দিল্লী, জয়পুর, উজ্জয়িনী, বারাণসী ও মথুরায় প্রশস্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাদিগের মানমন্দির * নাম রাখিয়াছিলেন। নিজ আবিষ্কৃত জ্যোতিষিক যন্ত্রসকল মানমন্দিরে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই যন্ত্রগুলির অধিকাংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাহা দেখিলে বোধ হয়, তাদৃশ বৃহৎ ও যথাবিহিত শাস্ত্রসিদ্ধ জ্যোতিষিযন্ত্র আর কুত্রাপি প্রস্তুত হয় নাই। তিনি প্রথমে সমরখণ্ডের রাজসভাসদ্ জ্যোতিষশাস্ত্রাধ্যাপক উলুগবেগের যন্ত্রের ন্যায় যন্ত্রসকল ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার অভিলাষ সুসিদ্ধ হইত না। ক্রমাগত সাতবৎসর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উলুগবেগের যন্ত্রের দোষ দেখিয়া তিনি স্বয়ং সমুদায় যন্ত্র [illegible] করেন। এই সময় তিনি পর্ত্তুগীজ [illegible] যাত্রী মানুয়েল সাহেবের মুখে শ্রবণ করিলেন যে, পর্ত্তুগাল দেশে তখন জ্যোতিষশাস্ত্রের বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে। জয়সিংহ এই সংবাদে পুলকিত হইয়া কতিপয় কৃতবিদ্য যুবককে পর্ত্তুগালদেশে প্রেরণ করিলেন। পর্ত্তুগালের রাজা জেবিয়ার ডি সিল্বা নামক একজন জ্যোতিষিক পণ্ডিতকে জয়সিংহের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ সাহেব রাজাকে ডি লা হায়ার প্রণীত বিখ্যাত জ্যোতিষতালিকা প্রদান করেন। জয়সিংহ বিশিষ্টরূপে পর্য্যালোচনা [illegible] ছিলেন, অভিপ্রায়ে স্বনামে এক [illegible] করান। তাহাতে চন্দ্রসূর্য্যাদ্যগ্রহসমূহের [illegible] স্থাপকাদি বহুবিধ জ্যোতিষিক যন্ত্রসকল জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে নির্ম্মিত করাইয়া প্রাচীরে অঙ্কিত করান। তাহা অদ্যাপি মানমন্দির বলিয়া লোকবিখ্যাত আছে।"

* মানমন্দির সম্বন্ধে অনেকের অনেক প্রকার ভ্রম আছে। সুরধুনী কাব্যকার দীনবন্ধু মিত্র লিখিয়াছেন, "সেয়া জয়সিংহ কার রেয়া অধিপতি" মানমন্দিরের সৃষ্টি করেন। উহা রেয়া অধিপতি না হইয়া জয়পুর বা অম্বর অধিপতি হওয়া উচিত ছিল। বিবিধার্থ সংগ্রহের ২য় পর্ব্বের ১৫শ খণ্ডে কাশীবিষয়ক প্রস্তাবে লেখক লিখিয়াছেন, "আকবর সাহের রাজ্যকালে রাজা মানসিংহ স্বকীর্ত্তিকে চিরস্মরণীয় করিবার বোধ হয় মানসিংহের নামই এই ভ্রমের মূল হইবে।

...তাঁহার ...গণনা করিতে ... মিনিট সময় ...হইয়া পড়ে। স্বকীয় যন্ত্রের দ্বারা গণনা করিয়া সে ভ্রম নিরাকৃত হইল। ...জ্যোতির্বেত্তারা যে পিত্তলনির্ম্মিত যন্ত্র ব্যবহার করিতেন, তাহার এমন ভ্রম দেখিতে পাইলেন, গবেষণা পরম্পরা দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, হিপার্কস ও টলেমি সেইরূপ যন্ত্রেই গণনা করিতেন। সেইরূপ গণনার দ্বারাই ডি লা হায়ারের যন্ত্র ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া স্থির করিলেন। তাঁহার জ্যোতিষি গণনায় এমন কি ইউরোপীয় মহামহোপাধ্যায় জ্যোতির্বেত্তাদিগকেও চমৎকৃত হইতে হইয়াছিল! ডাক্তার হণ্টার সাহেব জয়সিংহের গণনা দেখিয়া তাঁহার যাথার্থ্য বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

জয়সিংহ বিবিধ গবেষণা দ্বারা একটি জ্যোতিষিতালিকা প্রস্তুত করেন, তাহার নাম "জিজ্ মহম্মদসাহী।" ঐ তালিকানুসারে অদ্যাপি তথাকার সমস্ত গণনা ও পঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তিনি রেখাগণিত, ত্রিকোণমিতি এবং লগারিথমের তালিকা সংস্কৃতভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কল্পদ্রুম নামে তাঁহার আর একখানি গ্রন্থ আছে, তাহাতে তিনি নিজ দৈনিক বিবরণসকল সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

...সম্বন্ধে জয়সিংহের যেরূপ অসা... উৎসাহ দেখা যায়, সৎকীর্ত্তি সম্পাদন সম্বন্ধে তদপেক্ষা তাঁহার অল্প অনুরাগ ছিল না, ইহার বিবিধ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সংস্থাপিত সুদীর্ঘ জলাশয়, সুচারু পান্থনিবাস এবং সুপ্রশস্ত রাজপথ ভারতবর্ষের নানা স্থানে বর্ত্তমান আছে।

জয়সিংহ অত্যন্ত সুরাপানাসক্ত ছিলেন; তদ্বিষয়ে অনেক রহস্যজনক বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। অহঙ্কার দোষও তাঁহার নিতান্ত অল্প ছিল না। মোগল সম্রাটদিগের অধীন হইয়াও তিনি এক রৌপ্যনির্ম্মিত প্রশস্ত যজ্ঞশালা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন। সমুদয় রাজগণের উপর একাধিপত্য না থাকিলে এরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে পারে না; যজ্ঞীয় অশ্ব যতদূর নির্ব্বিরোধে ভ্রমণ করিয়া আসিবে, ততদূর ...যজ্ঞকর্ত্তার অধিকার হইবে। বোধ হয় জয়সিংহের যজ্ঞীয় অশ্ব তাঁহার সেই ক্ষুদ্র যজ্ঞশালার চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিয়াছিল, কারণ তৎকালে দূরে ভ্রমণ করিলে তাহার কোন মতে নিষ্কৃতি হইত না।

জয়সিংহ ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষ রাজ্য করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার তিন মহিষী ও কয়েক উপপত্নী সহমৃতা হইয়াছিলেন। বোধ হয় ভারতবর্ষের বিজ্ঞানশাস্ত্রও সেই চিতায় আরোহণ করিয়াছে।

ক্রমশঃ—

মানিনী ও অভিমানিনী

"প্রভাত-বাতাহতি-কম্প্রাকৃতিঃ
কুমুদ্বতীরেণু-পিশঙ্গ-বিগ্রহম্।
নিরাস ভৃঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী
ন মানিনীসংসহতেঽন্যসঙ্গমম্"॥

মানিনী ও অভিমানিনী এই দুইয়ে [illegible] আছে। মানিনী কবিকঙ্ক- [illegible]শ্রীর প্রভাত-বাতে থর থর [illegible]বের কমনীয় রক্তিমা সমস্ত [illegible]ড়াইয়া পড়িয়াছে, প্রভাতের শিশির-বিন্দু বাষ্প-বিন্দুর ন্যায় শোভা পাই- তেছে; আজি কুমুদ-রেণু-রঞ্জিত কৃপাভাজন ভ্রমরের আর কল্যাণ নাই। মানিনী অযো- ধ্যার কৈকেয়ী,—অবদ্ধকুন্তলা, অঙ্গরাগ- পরিহীণা, ত্যক্তাভরণা, ধূলিলুণ্ঠিতা। আজি লোকাভিরাম রামচন্দ্রকে সন্ন্যাসীর বেশে বনবাসে প্রেরণ কর, লোকললাম-ভূতা জনকদুহিতাকে সন্ন্যাসিনী করিয়া বাহির করিয়া দেও, এবং মানিনীর ক্রোড়ের ধন ভরতকে সহস্র যোজনের ব্যবধান হইতে এখনই আনিয়া সিংহাসনে উপবেশন ক- রাও; নহিলে, হে জরগ্রস্ত দশরথ! তোমা- রও নিস্তার নাই, তোমার সোণার অযো- ধ্যারও ভরসা নাই। আর মানিনীর উপর মানিনী, ব্রজবিলাসিনী বৃকভানুনন্দিনী,—

"মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্"।

কাব্যে এমন মানিনী আর নাই। আকা- শের মেঘ মুছিয়া ফেল, উহাতে কালো রূ- পের আভা আছে; যমুনার জল শুকাইয়া ফেল, উহাতে কালো রূপের ছায়া আছে; এবং কালো অলি, কালো পিক, কা[illegible] তমাল বন, ময়ূরের কালো পুচ্ছ, মস্তকের কালো কেশ ও নয়নের কালো তারা, বিধা- তার সৃষ্টি হইতে বিলুপ্ত করিয়া ফেল, নহিলে মানিনীর মৃদুমান, মধ্যমান অথবা গুরুমানের গৌরব থাকে না, এবং মান- মুগ্ধ জয়দেবের 'গলিত-কুসুম-দল-বিলুলিত- কেশা' অর্দ্ধবিবশা করিয়াও আর, 'রুণু রুণু নাদে, বিরহ-বিষাদে' তালে তালে নাচিতে পারে না।

অভিমানিনী আর এক জাতীয় কা- মিনী;—প্রেমিকা, অথচ প্রেমের পরিবাদ- শূন্যা, প্রফুল্লচিত্তা, অথচ প্রগল্ভচাপল্য- বর্জ্জিতা, স্রোতস্বিনীর ন্যায় তরঙ্গময়ী, আর গভীর-সলিলা স্রোতস্বিনীর ন্যায় স্থির-গম্ভীর- হৃদয়া।—

অভিমানিনী সেক্সপীয়রের পোর্শিয়া,— কেটোর যোগ্য কন্যা, ব্রুটসের যোগ্য ভার্য্যা

এবং কল্পনা... চিত্র... সারিকা। যেমনই ..., তেমনই ..., তেমনই স্নেহের সানন্দ অধীনতা, তেমনই অভিমানের গগনস্পর্শিনী উচ্চতা। যখন ব্রুটস্, সিজরের শক্তিধ্বংস অথবা সর্ব্বনাশ এবং রোমের স্বাধীনতা সংসাধনের জন্য শোণিত-তৃষাতুর, সঙ্কট-চক্র রাজনীতির শরণ লইয়া পোর্শিয়ার নিকটও মনের কথা গোপন করিতে লাগিলেন, তখন অভিমানিনীর আর তাহা সহিল না। তিনি যাহাকে প্রাণাধিক বলিয়া জানিতেন, তাঁহার গর্ব্বিত প্রাণ তাদৃশ জনের এই পর-ভাব, এই অবলা বলিয়া ঘৃণা ও অদীক্ষিত বলিয়া অবিশ্বাস সহিয়া লইতে সম্মত হইল না। তখন তিনি দাম্পত্য প্রণয়ের উচ্চাসনে আরূঢ় হইয়া, ব্রুটসকে বিনয়ের ভঙ্গিতেই কিরূপ ভয়ানক শাসন করিয়াছিলেন,—প্রীতিকে রাজনীতির সম্মুখীন করাইয়া, উহার নৈশ মন্ত্রণা, অলক্ষিত গতি ও অন্ধকার-প্রিয়তাকে কিরূপ মধুর বাক্যে ধিক্কার দিয়াছিলেন, এবং পুরুষের কঠোর চিত্তে আঘাত না করিয়াও কিরূপে আধিপত্যবিস্তারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিতে চিত্ত পুলকিত হয়। তাহার স্নেহোক্ত আনুগত্য ব্রুটসের আত্মায় গিয়া স্পৃষ্ট হইল, তাঁহার প্রণয়-নম্র অভিমান ব্রুটসকে মোহিত করিয়া ফেলিল। ব্রুটস প্রীতি, লজ্জা ও অভিমানের অঙ্কুশ-তাড়নে আপনা হইতে প্রণত হইলেন। তিনি তখন বুঝিলেন যে, অভিমানিনীর সহচর্য্য স্বর্গসুখ, এবং তিনি তখন স্বর্গাভিমুখে নেত্রপাত করিয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার হৃদয় যেন ঈদৃশী উন্নতমনঃশালিনী মহীয়সী অবলার প্রণয়ের যোগ্য হইয়া কৃতার্থ হয়। বস্তুতঃ, এইরূপ অভিমানিনীর আলেখ্য দর্শনেও পুণ্য আছে।

অভিমানিনী কালিদাসের শকুন্তলা। যখন প্রেমাস্পদ দুষ্মন্ত শাপবশে কিংবা স্মৃতিভ্রংশে, অথবা অন্তঃপুরের অত্যাচার ভয়ে, সভাস্থলে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন,—তপোবনের সেই পবিত্র প্রণয়..., সেই মৃগশিশু লইয়া ক্রীড়াকৌতুক, পুষ্পস্তবক লইয়া প্রমোদ-বিলাস এবং সেই নবোদ্গত প্রীতির অনন্ত হর্ষ, ... সেই একবারে বিস্মৃত হইয়া ... অপরিচিতের মত ব্যবহার ... হইলেন, তখন তাঁহার সেই ... শফরীর ন্যায় নৃত্য করিল না। উহা গভীর অভিমানে পরিণতি পাইল, এবং তিনি ...পের স... বিক্ষেপে দুষ্মন্তের সান্নিধ্য হইতে ...হৃত হইলেন। আবার সেই দুষ্মন্ত যখন কশ্যপের পুণ্যাশ্রমে তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন,—স্মৃতির পুনরুদ্রেকে শোকানলে দগ্ধ হইয়া, শকুন্তলার নিকট সলজ্জ ভয়ে ক্ষমা চাহিলেন, অভিমানিনী তখনও মানভঞ্জনের লীলা প্রদর্শন না করিয়া, তাঁহাকে প্রফুল্লচিত্তে আশীর্ব্বাদ করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার তৎকালীন নির্ম্মলমূর্ত্তি, সেই পরিস্ফুট দয়া ও অপরিস্ফুট অভিমান, এবং অভিমান ও দয়ার সেই অপূর্ব্ব মিশ্রণ হৃদয়ে একবার যদি অঙ্কিত হয়, আর তাহা প্রক্ষালিত হইবে না।

অভিমানিনী ইতিহাসের ক্যাথেরিন। যখন দয়াদেশ-শূন্য, অবগুণ্ঠিত অষ্টম হেন্রী

অভিমানিনী পরীক্ষার সেই কঠোর অবসরেও নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপ-শিখার ন্যায় আপনার আপনি অবিচলিত রহিলেন; এবং যে আভরণে অঙ্গ শোভার সোহাগ বিভূষিত দেখিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রিয়তমের প্রাণপণ ভাকে সেই আভরণে স্বহস্তে অলঙ্কৃত করিয়া অবলার অভিমান কাহাকে বলে জগতে তাহার পরিচয় দিলেন। তখন মুহূর্ত্তের জন্য,—নয়ন-পল্লবের নিমেষ পরিবর্ত্তনে যতটুকু সময় লাগে, তত টুকু সময়ের জন্য, তাঁহার নয়ন-প্রান্ত উদ্গত অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইয়াছিল। কিন্তু আমি তাদৃশ অশ্রুজলকে ভাগীরথীর গিরিনির্ঝর নিঃসৃত নির্ম্মল জল অপেক্ষাও অধিকতর পবিত্র মনে করি। উহা পার্থিব বস্তু নহে। উহাতে পঙ্কলেশ নাই। উহা ভোগবাসনার লেশশূন্য,—দ্রবীভূত প্রেম। উহার নাম,—প্রেমের জন্য আত্মোৎসর্গ, অথবা পরার্থ সর্ব্বস্ব ত্যাগ।

* হায়! এইরূপ প্রেমাভিমান পৃথিবীর সর্ব্বত্র কেন দেখিতে পাই না? যাঁহারা প্রেমিকা বলিয়া জগতে পূজিত হইতে চাহেন এবং প্রেমের অভিনয় শিখিবার জন্য, [illegible] শিক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া নাটকনবন্যাসের নূতন তরঙ্গেই সর্ব্বদা ভাসমানা রহেন, তাঁহারা কেন গৌরবময়ী পোর্শিয়া গৌরবিত প্রীতির পরিম্লানচ্ছা[illegible] [illegible]. পতিবিচুম্বিত [illegible] রূপে অতুল, গুণে অতুল, চরিত্রসম্পদে কল্পনার "অতুল-সৃষ্টি," রাজ-নন্দিনী [illegible] [illegible] চরণোপান্তে শিখার ন্যায় উপ[illegible] [illegible] আর অভিমান কিরূপ [illegible]

সুগন্ধের মত মিশ্রিত হয়, কিরূপে আত্মার স্বাভাবিক ঊর্দ্ধগতি ও পরমুখ-প্রেক্ষিণী প্রীতির স্বাভাবিক নতি, একাধারে মিলি[illegible] তাহা শিক্ষা কর[illegible]

[illegible], তুমি কি অভি[illegible] কামিনীকে অবজ্ঞার চক্ষে অবলোকন কর? যিনি নিগৃহীত হইয়াও পরনিগ্রহে কুণ্ঠিত রহেন, আপনি তুষানলে দগ্ধ হইলেও অন্যকে স্নেহের অমৃতদানে শীতল করেন; এবং পরকীয়চিত্তে আঘাত করা প্রাণান্তকর ক্লেশতুল্য জানিয়া, অভিমানের অনির্ব্বচনীয় উচ্চভাবে, [illegible] সেই এক অলৌকিক অভিমানে আপনাকে আপনি নি[illegible]ড়ন করেন, তুমি কি তাদৃশী অবলাকেও অশ্রদ্ধা করিতে সাহসী হও? তাহা হইলে বুঝিলাম, তোমার হৃদয় মহত্ত্ব কাহাকে বলে, তাহা জানে না, মহিমাময়ী অবলা অবনীর [illegible]রূপ আভরণ তাহা বুঝিতে পারে না,—আর অবলার অভিমান বিনা সমাজপ্রীতির পরিমার্জ্জন ও পরিশোধনেরও যে উপায় নাই, তোমার বুদ্ধি তাহা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না।

কুলললনারা অদ্যাপি সংসারে হয় ক্রীড়ার সামগ্রী, না হয় সেবা কি ভোগের দাসী বলিয়াই ব্যবহৃত হইতেছেন। মনুষ্যের চক্ষু তাঁহাদিগের নিকট সসম্ভ্রম-বিনয়ে অবনত হয় না, মনুষ্যের জ্ঞানও প্রায়শঃ তাঁহাদিগকে সম্মান করিতে চাহে না। যদি তাঁহাদিগের অভিমান থাকিত, তাঁহারা রূপে ও প্রেমে, গৌরবে ও গুণে পুরুষের [illegible] হইয়া, সমাজে সমান আসন গ্রহণ করিতেন এবং উপদেষ্টার মত কঠোর

[illegible] না করিয়াও সামাজিক আচার-শুদ্ধির অদ্বিতীয় সহায় হইতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অদ্যাপি রজত-কাঞ্চন কি, মণিমুক্তার [illegible]দের অভিমানিনী হইয়া, আ- [illegible] বিনিময়ে আত্মার সকল সম্পদ বিলাইয়া দিতে সম্মত হন। যদি তাঁহাদিগের অভিমান থাকিত, তবে তাঁহারা পৃথিবীর পুঞ্জীকৃত রজত-কাঞ্চন ও মণিমুক্তার পর্ব্বতস্তূপ হইতেও আপনাকে আপনারা উচ্চতর মূল্যের বস্তু বলিয়া সম্মান করিতে শিখিতেন। অনেকে যৌবনের পূর্ণবসন্ত সময়েও পরশ্রীকাতরতার বিষদংশনে জীর্ণকলেবরা বৃদ্ধার ন্যায় জরতী হইয়া পড়েন;— যাঁহাদের কণ্ঠ প্রীতি ও দয়ার ন্যায় মধুবর্ষি হইবে বলিয়া আশা ছিল, সেই কণ্ঠকে কাক-কোলাহলের উপমাস্থল করিয়া তুলেন। যদি তাঁহাদিগের অভিমান থাকিত, তবে তাঁহারা হিংসা ও মৎসরতার পিঙ্গলবর্ণা পিশাচী না হইয়া, মূর্ত্তিমতী প্রীতি কি মূর্ত্তিমতী দয়ার ন্যায় পৃথিবীতে বিরাজ করিতেন। অনেকে প্রশংসার উন্মাদ-মদিরায় বিভ্রান্ত হইয়া,—পর-মুখ বিগলিত প্রশংসা বাক্যকেই জীবনের সর্ব্বস্ব স্বরূপ জ্ঞান করিয়া, তৃণ যেমন বাতহিল্লোলে উৎক্ষিপ্ত কি নিক্ষিপ্ত হয়, প্রশংসার মৃদুহিল্লোলে সেইরূপ উৎক্ষিপ্ত কি নিক্ষিপ্ত হইতে রহেন। তাঁহাদিগেরও যদি অভিমান থাকিত, তবে তাঁহারা স্তুতির ছলনা ও বিনতির বন্ধন হইতে আত্মরক্ষা করিতে শিক্ষা করিয়া, এবং স্তুতি ও বিনতির ঊর্দ্ধে উঠিয়া [illegible] পুষ্পাঞ্জলি পাইতে অধিকা[illegible]

পুরুষের আদর অবলার [illegible] অবলার আদর পুরুষের নিকট;—এবং প্রকৃতির এক অব্যক্ত শক্তিতে এই আদর বিনিময়েই উভ[illegible]। পুরুষ, সৃষ্টির প্রথমকাল হইতেই অবলার অনুরাগের ভিখারী, এবং অবলাও সৃষ্টির প্রথমকাল হইতেই পুরুষের অনুরাগের ভিখারিণী;—এবং প্রকৃতির অপরিব্যক্ত উপদেশে, এই অনুরাগ-বিনিময়েই উভয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষা। এই জন্যই পুরুষের সমুচিত অভিমানে অবলার প্রকৃত মঙ্গল,— এবং এই জন্যই অবলার সুচারুবিকসিত সমুচিত অভিমান পুরুষের উন্নতির নিদান। পৃথিবীতে অদ্যাপি কাপুরুষের সংখ্যা [illegible] কমিতেছে না কেন?—না, অবলার উচিত অভিমান নাই। যাহাদিগের বিদ্যা নাই, [illegible] নাই, পুরুষোচিত মনস্বিতা নাই,—নয়নে বুদ্ধিমত্তার দীপ্তি নাই, রক্ত-নায় কর্ম্মের স্ফূর্ত্তি নাই,—যাহারা [illegible] মনদেশ-সভায় শৃগাল হইতেও ভয়াতুর, অথবা লজ্জাবতী লতার ন্যায় স্বদেহে সঙ্কুচিত, আর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেই [illegible] পুরুষ-সিংহ,—অভিমানে যাহাদিগের [illegible] গেহেনর্দ্দী অথবা শিশুপুর, তাদৃশ [illegible] অকর্ম্মণ্য জীবেরাও শুধু শরীরের শোভা, বেশ-ভূষার পারিপাট্য এবং কুঞ্চিত কুন্তলের মোহন-কান্তি প্রদর্শন করিয়াই সমাজের বৈতরণীতে পার পাইয়া যাইতেছে কেন?—না অবলার অভিমান বিবর্জ্জিত শলের ন্যায় তাহাদিগের হৃদয়ে বিদ্ধ হইতেছে না।

[illegible] বলি, অভিমানিনীকে আদর কর [illegible]নীকে নমস্কার, দশরথ আর রজকরূনে-

কখনও [illegible]তে পারিব না। [illegible]লিব কেমনে? এ দেশে নদী আছে, গঙ্গা নাই; নদীর লহরী আছে, গঙ্গার তরঙ্গ নাই; এবং গঙ্গার তরঙ্গ জ্যোৎস্নাতলে কিরূপ নৃত্য করে, তাহার উপমার স্থল নাই। তাই আজও সেই কমনীয় দৃশ্য অন্তরে অঙ্কিত রহিয়াছে। কিন্তু কি [illegible]াগ্য, স্মৃতি আমার সকল আকাঙ্ক্ষা গ্রা[illegible]িয়া ফেলিয়াছে;—আমার সুখের স্মৃতি আছে, সুখের আশা নাই;—দেশে ফিরিয়া গিয়া, সেই সকল দৃশ্য পুনরায় দেখিবার জন্য আর আমার প্রবৃত্তি নাই।

তুমি স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্য আমায় পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছ। আমি তোমাকে তোমার এই অনুরাগের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দি। কিন্তু তোমার মত সুহৃদের কাছে অন্তঃকরণের কথা খুলিয়া বলিতে কি,—যদি আমার এখনকার মতিগতি এমনই থাকিয়া যায়,—যদি কোন রূপ [illegible]বস্থা-পরিবর্ত্তের প্রবল আঘাতে ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে বোধ হয় দেশে আর ফিরিব না।

দেশে যাইব কেন? আমার মত হতভাগ্যের আবার দেশ বিদেশ কি? এইক্ষণ স্বদেশ আমার বিদেশ হইয়াছে এবং বিদেশই আমার পক্ষে স্বদেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জীবন্ত স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া, বঙ্গদেশের মহাশ্মশান এবং শৃগাল ও গৃধিনীর বিসংবাদ-কোলাহলময় পিশাচ-নিবাসে ফিরিয়া গিয়া, মৃতদেহের গলিতমাংস ও অর্দ্ধদগ্ধ অস্থি লইয়া কাহারও সহিত বিবাদ করিতে আর আমার বাসনা হয় না। দেশে যাইব কেন? যেখানে স্বদেশী বলিয়া স্বদেশীর প্রতি লোকের মমতা নাই, কুকুর-বৃত্তির পরপদ-লেহনে লোকের ঘৃণা নাই,—যেখানে দশজনের মধ্যেও একজনা[illegible] অনুরাগ নাই, সদ্গুণে শ্র[illegible] শূন্য নিরাবরণ মরুভে [illegible] সেই আশাশূন্য মরুভূমিতে [illegible] ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হ[illegible] কেন? যেখানে ধনী [illegible] জীবন্মৃতের মত পড়িয়া [illegible] এবং প্রকৃত দেশহিতৈষী মহানুভাব ব্যক্তিরা মদান্ধ মূর্খ ও চরণ-সেবী চাটুকারদিগের নিকট বিড়ম্বিত হইতেছে,—যেখানে মান ও যশ, প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি রজত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে এবং পদ-বৈভব-বর্জ্জিত কি হৃত-বৈভব-বিহীন প্রকৃতমানী বাধ্য হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, সেই অন্ধকার-নিলয়ে আর আমার ফিরিয়া যাইতে চিত্তে লয় না। তোমরা দীর্ঘজীবী হইয়া স্বদেশের কীর্ত্তি-ধ্বজা নিনাদিত করিতে রহ; আমি এই বিদে[illegible] বৃটেনিয়ার এই পুণ্য[illegible]িতে আমার [illegible]পাত করিয়া, [illegible] ডাইব[illegible]তার্থ হইব।

তোমার শ্রীক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র এবং আধুনিক বঙ্গের বিলাসক্ষেত্র কি? [illegible] বৃটিশক্ষেত্রের এমনই মহিমা যে, ইহার পবিত্র মৃত্তিকায় পদ-ক্ষেপ মাত্র পরাধীন স্বাধীন হয়, দাসত্বের কণ্ঠরজ্জু মনুষ্যত্ব গর্ব্বের জীর্ণ শিথিল ও শক্তিহীন হইয়া ভূতলে পড়িয়া যায়, এবং অনাবৃত মনুষ্যত্ব অবসর লাভ করিয়া, প্রকৃত মনুষ্যের মত বালক ও

[illegible] হইতে শিক্ষা [illegible]। ইংলণ্ড যোগী ঋষির তপোবন নহে; এখানে বদরিকাশ্রম, ভরদ্বাজাশ্রম এবং গৌতম [illegible] ও শাক্যসিংহের শিক্ষাশ্রম [illegible]। কিন্তু ইংলণ্ড যে সর্ব্বাংশে [illegible]কের আশ্রম, স্বাধীনতার [illegible]যোচিত সম্মানের আশ্রম, [illegible]ও সন্দেহ নাই। এইজন্যই [illegible] ভুমণ্ডলে থাকি, ইংলণ্ডে [illegible] শক্তি, স্বাধীনতা, সরস্বতীর সাধনা এবং সম্মানের নিকট্টক্কি সুখ দুঃখের গণনা হইতে পারে?

তুমি জান যে, আমি সুখ ও সম্মানের তুলনায় চিরদিনই সম্মানের গৌরব করিয়াছি। যদি পৃথিবীতে সম্মান লইয়া থাকিতে চাও, তাহা হইলে জননী ও জন্মভূমির মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া সপরিবারে ইংলণ্ডে চলিয়া এসো। * এখানে ভদ্র লোক ভদ্র বলিয়াই মান্য,—সে ডিউক, আরল্, মাকুইস্, ব্যারণ প্রভৃতি আভিজাত এবং সেনানায়ক, সামুদ্রনায়ক ও প্রধান মন্ত্রী প্রভৃতি [illegible]পুরুষদিগের সহিতও সামাজিকতায় সমান আসনে উপ[illegible]রিতে অধিকারী। সে গৃহে কি দিয়া খায়, কিরূপ পট্টায় শয়ন করে, কেহই তাহা জিজ্ঞাসা করিবে না। [illegible] ভদ্রলোকের সহিত অভদ্রের মত ব্যবহার করিয়া সর্ব্বত্র নিগৃহীত [illegible] ইচ্ছা করিবে? এখানে লাঙ্গুলিত হুজুরেরা চতুষ্পদ মার্জ্জাসনে উপবিষ্ট হইলেই, আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যের উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন, বুলিবর্ষণ এবং দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে সাহসী হয় না। কারণ, কে তথাবিধ ইতরজনযোগ্য অশিষ্ট ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া সমাজে ঘৃণিত হইতে এবং পঙ্কের চিত্র তুলিকায় আপনাকে চিত্রিত দেখিতে সম্মত হইবে। এখানে রাজকীয় কর্ম্মচারীর নাম Public servant অর্থাৎ সাধারণের ভৃত্য; পদ-মর্য্যাদায় যিনি যত কেন বড় হউন না, এই নীতি তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে;— এখানে শিক্ষিত ও শক্তিমানই সমাজের পরিচালক ও অধিনায়ক; যাঁহারা সাধারণ নিষ্ঠর মাত্র, যদি তাঁহাদিগের শিক্ষা ও শক্তি থাকে, তাহা হইলে মুকুটিত ডিউক লর্ডেরাও তাঁহাদিগের আজ্ঞাবহ অধীন বলিয়া পরিচিত হইতে আনন্দ অনুভব করিবে। তোমাদিগের অন্ধ ফসেট, দীনের দীন, অন্নের ভিখারী, অবস্থার নিপীড়নে ক্লিষ্ট, এবং লেখনীমাত্রই তাঁহার উপজীবিকা; কিন্তু ইংলণ্ডের স্বাধীন রাজ্যে শুধু শিক্ষা ও শক্তির প্রসাদে তিনি যে সম্মান উপার্জ্জন করিয়াছেন, রথচাইল্ডের ন্যায় ধনপতি কুবেরও তাহা আশা করিতে পারে না। যে মানবীয় উন্নতির এই সব অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে, সে কি আর ভারতীয় নিত্য নিভু নিভু দীপশিখাসমূহের নিকট ভয়ের পতঙ্গবৎ আবার গিয়া নৃত্য করিতে পারে? ভয়ের রাজ্য জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছি। মনুষ্যের নিকট ইহজীবনে [illegible] কখনও ভয়ে ক্ষুদ্র [illegible]

* লেখকের এই উপদেশ স্বদেশ বৎসল ব্যক্তিমাত্রেরই উপেক্ষণীয়। ভারতভূমিকে ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া অপেক্ষা ইংলণ্ডীয় স্বাধীনতাকে ভারতে আনয়ন করিতে পারিলেই [illegible] ও প্রকৃত গৌরব। (বান্ধব সম্পাদক)

কথা কহিব না, ভয়ে ভয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া, মনুষ্যত্বের অসম্মান করিব না, এবং দুটি কথা বর্ণবদ্ধ করিতে হইলেই, ভয়ে ভয়ে পাঁচবার বিরত, পাঁচবার বিকম্পিত হইয়া ভাষার স্বাভাবিক গতি ও সত্যের সরলবক্ষে কাঁটা দিব না। তাদৃশ জীবনে এইরূপ ঘৃণা জন্মিয়াছে, এবং তোমরা উচ্চশ্রেণীর মানসিক শক্তি পাইয়াও কিরূপে জীবনের এই দুর্ব্বহ ভার অক্লিষ্টচিত্তে ও অম্লান বদনে বহন করিতে পারিতেছ, ইহাতে বিস্ময়জ্ঞান হইতেছে।

ইদেলপুরের পূর্ব্বপ্রান্তবাহী মেঘনাদ নদ বর্ষাকালের পক্ষোচ্ছ্বাসে কিরূপ উথলিয়া উঠে, তাহা তুমি দেখিয়াছ; সমুদ্র আপনার আবেগে আপনি কিরূপ উথলে, তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছ;—কিন্তু মানব সমুদ্র শক্তি সঙ্ঘর্ষে কিরূপ উথলে, উথলিয়া কিরূপ ভয়াবহ শোভায় শোভিত হয়, এবং সদর্প গর্জ্জন ও সদর্প অট্টহাস্যে দিগন্ত কিরূপ নিনাদিত করিয়া তুলে, তাহা তুমি দেখ নাই। আমি এই বিচিত্র দৃশ্য এবার আমার এই চর্ম্ম নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছি। ইংলণ্ড ও আমেরিকা ব্যতীত ইদানীং পৃথিবীর আর কোথাও এমন দৃশ্য মনুষ্যের নেত্রগোচর হয় না। ইহা আমার বর্ণন শক্তির অতীত, এবারকার সাধারণ-নির্ব্বাচন * সময়ে মানুষী শক্তির যেরূপ লীলা খেলা ও উচ্ছ্বলিত আবর্ত্ত দেখিয়াছি, তাহা ভাষায় পরিস্ফুট করা আমার সাধ্য নহে।

কে বলে যে, ইংলণ্ড আজও প্রভুতন্ত্র রহিয়াছে? ইংলণ্ড যদি প্রভুতন্ত্র, তবে সাধারণতন্ত্র কোন্ দেশ? ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী সর্ব্বাংশে সাধারণতন্ত্র, এবং সেই সাধারণতন্ত্রতা ফরাসিতন্ত্রের ন্যায় ফেনায়মানা এবং আমেরিক-তন্ত্রের ন্যায় কলকলায়মানা না হইলেও, উহার গাঢ়তা ও গভীরতা, উহার প্রবাহগত বেগবত্তা প্রকৃত প্রকারে হৃদয়কে উন্মাদিত অথচ চিন্তার ভারে স্তম্ভিত করে। ইংলণ্ডের প্রকাণ্ড রাজ্ঞী সমাজের মুকুট-মণি, শোভার আভরণ, [illegible] নাই শিরোভূষণ। সকলেরই তাঁহার [illegible] আছে এবং এই ভক্তি সমাজ-[illegible] বল। ইংরেজেরা রাজ-নামের প্রতিকূলে ফরাসিদিগের মত বৃথা চীৎকার ও বৃথা আন্দোলন করিয়া শেষে যার তার চরণ-তলে লুটাইয়া পড়ে না। তাহারা স্থির, গম্ভীর ও ধীর-প্রকৃতি; অপরিহার্য্য প্রয়োজন বিনা তাহারা পরিবর্ত্তনের অনুমোদন করে না, এবং পরিবর্ত্তনের জন্য অকারণ কখনও লালায়িত হয় না। ইংলণ্ডের অপ্রকাণ্ড রাজা বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট এবং সেই পার্লিয়ামেণ্টের সভানির্ব্বাচন লইয়াই এবারকার এই আরাবময় আন্দোলন। এই আন্দোলনের উচ্ছ্বাস-সময়ে অনুভব হইত যে, মনুষ্যের উৎসাহ তাড়িত-স্রোত অপেক্ষাও অধিকতর তেজঃসম্পন্ন অদ্ভুত পদার্থ। উহা যখন তর তর বেগে বহিতে আরম্ভ করে, তখন পর্ব্বতও উহার প্রতিরোধে দণ্ডায়মান হইতে পারে না। কূটবুদ্ধি বিকন্সফিল্ড ইংলণ্ডীয় রাজতরীর কর্ণধারের আসনে পর্ব্বতের মতন আসীন ছিলেন। সম্রাজ্ঞী, যুবরাজ, ও সমস্ত রাজপরিবার তাঁহাকে [illegible] ভাবকের মত [illegible], রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের [illegible] পুরুষের

* General Election.

* The Conservative Party.

ন্যায় তাঁহার ক্রীড়াসামগ্রী ছিলেন,—পার্লিয়ামেণ্টের অধিকাংশ সভ্য তাঁহার দৃষ্টিপাত-ভূমিতে ভক্তের মত বদ্ধাঞ্জলি থাকিতেন ; বিস্‌মার্ক প্রভৃতি ধুরন্ধর ব্যক্তিরা তাঁহার প্রতি সৌহার্দ্দ দেখাইতেন। কিন্তু ইংলণ্ডের সাধারণী শক্তি এমনই অপ্রমেয় ও অপ্রতিহত যে, বিকন্সফিল্ডের ন্যায় [illegible]পুরুষও উহার তটাভিঘাতি-তরঙ্গপ্র[illegible] টলিয়া পড়িয়াছেন, এবং যাঁহারা তাঁহার সহায় ও সহচর ছিলেন, তাঁহারা উহার প্রমত্ত স্রোতে তৃণের মত ভাসিয়া গিয়াছেন।

তোমরা মনে করিয়াছ যে, রক্ষণশীল ও উদার-নৈতিকদিগের * মধ্যে প্রতি পাঁচ সাত বৎসরে চিরপ্রচলিত-প্রথানুসারে যেরূপ একটা মল্লযুদ্ধ হইয়া থাকে, এবারকার এই বিবর্ত্তনও সেইরূপ এক মল্লযুদ্ধ। যদি এইরূপ তোমাদিগের ধারণা থাকে, তবে তোমরা ইংলণ্ডীয় রাজনীতির গূঢ়ার্থ পাঠ করিতে পার নাই। এবারকার এই আন্দোলনের একদিকে জন-সাধারণী শক্তি, আর এক দিকে প্রভুত্বের অন্ধভক্তি। লর্ড বিকন্সফিল্ড ইয়ুরোপের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ক্রীড়াজীব,—নটনৈপুণ্যে ইদানীং অদ্বিতীয়। ক্রীড়াজীব যেমন বিবিধ ক্রীড়নক দেখাইয়া শিশুচিত্ত মোহন করে, তিনিও সেইরূপ ভূমধ্যসাগরে ভারতীয় সেনা, পিঞ্জর-রুদ্ধ সিটাওয়ায়ো, এবং সাইপ্রসের [illegible]পত্র প্রভৃতি খেলার সামগ্রী দেখাইয়া [illegible]মতি বৃটনদিগকে মোহিত রাখিয়াছিলেন ;—[illegible] বিগুণ চতুর লোকেরা যেন কোন [illegible] ধ্বনি তুলিয়া সাধারণের চিত্ত আক[illegible] তিনিও সেইরূপ "তেজস্বিনী [illegible] * সসম্মান সন্ধিবন্ধন † ও "বৈজ্ঞানিক সীমারেখা ‡ এই প্রকার কতকগুলি ধ্বনি তুলিয়া ও শব্দ সৃষ্টি করিয়া সমস্ত ইংলণ্ডকে প্রমাদিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য অতি গূঢ় ছিল। তাঁহার আশা ছিল যে, বৃটিশরাজ্য তাঁহার ক্রীড়া-কৌশলে ও নট-নৈপুণ্যে ঐরূপ প্রমাদিত থাকিতে [illegible] তিনি সেই অবসরে ধীরে ধীরে [illegible]ণ্টের শক্তিসঙ্কোচন এবং প্রভুত্বের [illegible] প্রসারণ করিয়া জর্ম্মণীর বিস্‌মার্কের মত বৃটিশ রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইবেন। তবে কথা এই, ইংলণ্ডে তাহা হইবে কেন ? যে দেশে অদ্যাপি গ্লাড্‌ষ্টোন, হার্টিংটন্ এবং ব্রাইট্ ও হার্কোর্টের মত স্বজাতির কল্যাণ-প্রার্থী, কর্ম্মঠ পুরুষেরা জীবিত রহিয়াছেন,—এবং যে দেশের সাধারণী শক্তি, ব্যাঙের ছাতার মত এক রাত্রিতে প্রস্ফুটিত না হইয়া, প্রাচীন বট-বৃক্ষের ন্যায় প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিতে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়াছে, সে দেশে এ খেলা খাটিবে কেন ? গ্লাড্‌ষ্টোনের এবার এই গৌরব,—এবং ইংলণ্ডের ইতিহাসে ইহা চিরদিনের তরে লিখিত থাকিবে যে,—যদিও তাঁহার সম্প্রদায়স্থ সকল ব্যক্তিই নৈরাশ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, যদিও টাইম্‌স্ ও পেলমেল প্রভৃতি ইংলণ্ডের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ পত্রিকা প্রধানমন্ত্রীর মহামোহে মোহিত হইয়া তাঁহাকে অহরহ নির্ভৎসন ও নির্য্যা

* The Liberals.

* 'Spirited Foreign Policy.'

† 'Peace with honor.'

‡ 'Scientific Frontier.'

...করিয়াছিল ... ও ... রাজপথে ... বিচরণও এক ... পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, এই সপ্ততিপর বৃদ্ধ, তথাপি ভীত, কুষ্ঠিত, অবসর কি অণুমাত্র উদিতমনা হইয়া, এবারকার এই জাতীয় সংগ্রামের সম্মুখ ভূমিতে, স্বাধীনতার স্বর্গীয় নামে, ... বীরের ন্যায় একাকী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন;—এবং সত্য যদি সঞ্চার থাকে, ... একজনেই যে এক কোটির শক্তিসঞ্চা... ..., যেন এই নীতিসূত্রের প্রত্যক্ষফল ...নের জন্যই এই ... পুরুষ একাকী বৃটেনিয়ার মানব-সমুদ্রবিলোড়ন ও বিকন্সফিল্ডের কূটনীতির মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ এবার যাহা হইয়াছে তাহার আদি বীজ গ্লাড্‌ষ্টোনী বক্তৃতার অলৌকিক উত্তীপনা। গ্লাড্‌ষ্টোন চক্ষু উন্মীলন করিয়া না দিলে লোকে এত শীঘ্র দেখিত কি না, গ্লাড্‌ষ্টোন মুখ ফুটাইয়া না দিলে এত শীঘ্র লোকের মুখ ফুটিত কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। আমি এই শ্বেত-কেশ-মণ্ডিত, জীর্ণ কলেবর, সপ্ততিপর বৃদ্ধকে বাহু তুলিয়া নমস্কার করি। রাজানুগ্রহে বঞ্চিত, প্রজাদ্বারা নিগৃহীত, সংবাদপত্রে নিন্দিত, রুশভিন্ন ইয়ুরোপের সমস্ত রাজপ্রাসাদে বিড়ম্বিত;—তথাপি বৃদ্ধের কি উৎসাহ, কি অধ্যবসায়, কি অক্লান্তশ্রমশীলতা, কি অজেয় দেশানুরাগ। দিবসের মধ্যে পাঁচ বার বক্তৃতা করিতে হইয়াছে, পাঁচবারই বৃদ্ধ সপ্রস্তুতমান। ইংলণ্ডের এক প্রান্ত হইতে স্কট্‌লণ্ডের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিতে হইবে, বৃদ্ধ তাহাতেও প্রস্তুত। এমন অপূর্ব্ব বার্দ্ধক্যের কাছে বিলাস-লালিত পুষ্পিত যৌবন দিয়া কি করে? যে যৌবন কার্য্যে নিত্য নূতন স্ফূর্ত্তি দেয় না, পরিশ্রমে উদ্যম উৎসাহ দেয় না, শক্তির আরাধনায় উত্তেজনা দেয় না, মানব-জাতির ...সাধন ও সেবাকল্প ... হাত্রতে প্রবৃত্তি দেয় না,—দেয় কেবল আলস্য ও অকর্ম্মণ্য ভোগসুখে অনুরাগ, তাদৃশ বিকৃত ও ঘৃণিত যৌবন থাকিলেই বা কি আর না থাকিলেই বা কি? বিধাতা গ্লাড্‌ষ্টোনের মত বৃদ্ধদিগকে দীর্ঘজীবন প্রদান করুন। যদি পৃথিবীর কোন উপকার হয়, ইহাঁদিগের দ্বারা হইবে;—যদি মানব সমাজ শক্তি ও উন্নতির এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে উন্নীত হয়, তাহাও ইহাঁদিগের যত্নে হইবে। আমাদিগের জীবনও যৌবন জলে জলবুদ্বুদবৎ। আমরা যদি জগতের অপকার ও মনুষ্যত্বের অবমাননা না করি, তাহা হইলেই আমরা স্বার্থকজন্মা!!

তুমি সর্ রিচার্ড টেম্পলের গুণপনা স্বচক্ষেই অনেক দেখিয়াছ, এবং তাঁহাকে অবশ্যই বিলক্ষণরূপ জান। তাঁহার সম্পর্কেও তোমায় দুটি পংক্তি লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে। গ্লাড্‌ষ্টোনের পর টেম্পলের কথা, সন্তুত প... নান্নের পর অম্বলের মত। কিন্তু বোধহয় এই স্বাদ পরিবর্ত্তে তোমার অতৃপ্তি জন্মিবে না। রিচার্ড টেম্পল রাজনীতি-বিষয়ে অন্ধ। তিনি ভারতের রাজনীতি,—বিশেষতঃ কাবুল, কান্দাহার, দুই বারের দুর্ভিক্ষ এবং রাজস্ব বিষয়ক পরিবর্ত্তনশীল নীতি, রথ-পতাকার ন্যায় প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া থাকিলেও ইংলণ্ডের রাজনীতি বিষয়ে একবারে মূঢ়! তাঁহার এই আশা ছিল যে, এবার

[illegible] বিলাতে বিকন্সফিল্ডের প্রতাপ [illegible] পূর্ব্ববৎ অব্যাহত থাকিবে ; এবং তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া বিকন্সফিল্ডের উত্তরাধিকারে [illegible] কোন রূপে সমর্থ হইলেই, ভারত-সাম্রাজ্যের রাজটীকা তাঁহার ললাটপট্টে শোভা পাইবে। তিনি বেল্‌ভিডিয়ারে বক্তৃতা করিতেন, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা করিতেন, এবং বম্বের [illegible] সভায় পারসীকদিগের অনুবাদ করিয়া ও ভলন্টিয়র সভায় ভলন্টিয়রদিগের স্তুতিগীত গাইয়া সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রহিতেন। তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, ইংলণ্ডের রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা করা এবং বক্তৃতা দ্বারা মনুষ্যের মতের স্রোতে প্রতিকূল লহরী তোলাও ঐরূপ বিনোদ-লীলা। তিনি আশার এই মধুর আস্পর্দ্ধা এবং বিশ্বাসের এই অন্ধ সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, [illegible] ছাড়িয়া, এখানে আসিয়া [illegible] পরিপোষকতায় বক্তৃতা [illegible] করেন ; কিন্তু হায় ! বক্তৃতায় যাহা ঘটিয়াছিল, সে দুঃখের কথা আর বলিব কি ? শ্রোতৃবর্গ প্রথমতঃ তাঁহাকে অকাতর করতালিসহকারে অভিনন্দন করিল, তাহার পর হিঃহিঃশব্দে হুক্কার দিল, এবং যখন দেখিল যে, বম্বের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর [illegible] ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাজপ্রতিনিধি তাহাতেও নীরব ও নিবৃত্ত হন না, তখন তাঁহাকে সবলবলে, সবন্ধুবান্ধবে বক্তৃতার [illegible] হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। আজ এইরূপ লাঞ্ছনায় লজ্জিত হইবে, মনুষ্যের [illegible] কি এক বিচিত্র ভাবে আন্দোলিত [illegible] বলিতে পারি না [illegible] তিনি [illegible] হইবে। [illegible] বাঙ্গালি এইরূপ [illegible] ব্যবহার করিত। তিনি ইহার পর [illegible] পার্লেমেণ্টে প্রবেশের জন্য অভিনব [illegible] দেখিতেছেন; শরীরের ধূলিকর্দ্দম প্রক্ষালন করিয়া সজ্জিত-মুখে সভায় যাইতেছেন, এবং সংবাদপত্রে পত্র প্রকটন করিয়া আপনার নাম ধ্বনিত রাখিতেছেন। তোমার বাঙ্গালি কি ভারতবাসী কি এত লাঞ্ছনার পরেও পুনর্ব্বার অভীষ্ট কার্য্যে এইরূপ স্থির ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রহিতে পারে ? তাহারা পারে,—অন্তঃপুরে গিয়া রোদন করিতে, অথবা বধূর অঞ্চল দিয়া অশ্রুজল মুছিতে।

আর না, যথেষ্ট হইয়াছে, আজ তবে এখানেই বিদায় লই ;—লিখিতে লিখিতে অনেক কথা লিখিয়া ফেলিয়াছি, আর সেই জন্য মনের আর আর কথা মনে রাখিয়া এইস্থানেই বিরত হই। হৃদয়ের হর্ষ দুঃখ, আমোদ প্রমোদ, সমস্তই সুহৃজ্জনের হৃদয়ে ঢালিয়া দিতে ইচ্ছা করে। তাই উন্মুক্তচিত্তে ও চিত্তের অভ্যাসানুসারে এত লিখিয়াছি। ইহাতে বিরক্ত হইও না। তুমি স্বদেশে, আমি বিদেশে ;—মধ্যে নদ, নদী ও পর্ব্বত সমুদ্রের ব্যবধান। কিন্তু প্রীতির অমৃতময়ী কল্পনায় এইরূপ প্রতীতি হইতেছে যে, আমি যেন তোমায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বচক্ষে দেখিতেছি, এবং আমার হৃদয় যেন তোমার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া শীতল হইতেছে। মনে রেখো, মনে থেকো, প্রণয়ীর এই বই আর প্রার্থনা কি ?

প্রতাপসিংহ।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শত্রু না মিত্র।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরকালে মিবারের অন্তর্বর্ত্তি উদয়পুর নগর সন্নিহিত শৈল-শিরে একজন অশ্বারোহী যুবক ভ্রমণ করিতেছেন দেখা গেল। সেস্থান তৎকালে নিতান্ত ভয়ানক হইলেও নিতান্ত অপ্রীতিকর নহে। চতুর্দ্দিকে অর্ব্বলীশৈল-মালা, মেঘের পর মেঘ—তৎপরে আবার মেঘ—এবংবিধ পরম্পরাগত মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী শৈলাঙ্গ বিধৌত করিয়া কুলু কুলু শব্দে প্রধাবিত হইতেছে। কোথায় বা একটি প্রকাণ্ড তিন্তিড়ীবৃক্ষ সুবিস্তৃত শাখা প্রশাখা সহ দণ্ডায়মান আছে; দূর হইতে তাহাও যেন পর্ব্বত-চূড়া বলিয়া বোধ হইতেছে। স্থানে স্থানে দুর্ভেদ্য অরণ্য। বৃক্ষ-পত্রের শাঁ শাঁ শব্দ, নির্ঝরিণীর কুলু কুলু ধ্বনি, ঝিল্লীর চীৎকার, অশ্বপদাঘাত-জনিত অস্ফুট শব্দ, দলিত শুষ্কপত্রের মর্ম্মর ধ্বনি ইত্যাদি সমবেত হইয়া তথায় মনোহর ঐকতান সমুৎপাদন করিতেছে।

অন্ধকারে সমস্ত সমাচ্ছন্ন। কৃষ্ণপ্রস্তরময় পর্ব্বত, [illegible]অরণ্য ও রজনীর অন্ধকার এই তিন একত্রিত হওয়ায় সেস্থান এরূপ তমসাচ্ছন্ন হইল যে, সম্মুখাগত পদার্থও লক্ষ্য হওয়া অসম্ভব।

অশ্বারোহীর বেশ রাজপুত যোদ্ধার ন্যায়; তাঁহার মূর্ত্তি বীরজনোচিত। দুর্ভেদ্য অরণ্য, দুর্গম গিরি, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নির[illegible] পদে পদে অশ্বারোহীর গতি রোধ করিতে লাগিল। কিন্তু মিবারের প্রত্যেক স্থানই যেন অশ্বারোহী ও তাঁহার সুশিক্ষিত অশ্বের সুপরিচিত। তিনি সেই সমস্ত ভয়াবহ স্থান নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় অতিক্রম করিতে লাগিলেন। সহসা একটি তীর শন্ শন্ শব্দে তাঁহার কর্ণের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। তিনি অশ্বরশ্মি সং[illegible]ন; অশ্ব কর্ণ উচ্চ করিল। তৎক্ষণা[illegible] একটি তীর তাঁহার কবচে লাগিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। অশ্বারোহী বুঝিলেন শ[illegible] নিকটে। অচিরে অদূরে অশ্ব-পদ-ধ্বনি কর্ণগোচর হইল—অনতিবিলম্বে অপর এক অশ্বারোহী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে প্রচণ্ড বর্শাঘাতে রাজপুত যোদ্ধার বাম হস্ত বিদ্ধ করিল। তখন রাজপুত বীর কহিলেন,—"যদি তুমি মিবারের মিত্র[illegible] হও আমার, বর্শাঘাত ত্যাগ কর,—[illegible] সহিত তোমার শত্রুতা হইতে পারে[illegible]

[illegible] বলিয়াছিলি তিরোধের [illegible] হবে [illegible]—অমরসিংহের হস্ত হইতে তোমার [illegible] নাই।"

[illegible] আক্রমণকারী উত্তর না দিয়া অসির [illegible] রাজপুত্রকে আঘাত করিল। অমরসিংহ বিদ্যুদ্বেগে কোষ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া বিপক্ষকে সজোরে আঘাত করিলেন ; অন্ধকারে লক্ষ্য স্থির হইল না, উভয়েরই আক্রমণ ব্যর্থ হইতে লাগিল। অবশেষে অমরসিংহের জয় হইল ; তিনি স্বীয় বর্শা বিপক্ষের বক্ষোমধ্যে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন। সে [illegible] অশ্ব হইতে পতিত [illegible] প্রাণত্যাগ করিল।

অমরসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া হস্তদ্বারা মৃতের পরিচ্ছদ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সে ব্যক্তি যবন। কহিলেন,—"দুরাত্মন্! যত দিন যাবতীয় যবন তোমার দশা না পাইতেছে, ততদিন ভারতের উন্নতির আশা নাই।"

এই বলিয়া তিনি পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অমরসিংহ এতক্ষণ নিতান্ত [illegible] ছিলেন, সুতরাং বাম হস্তে যে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারেন [illegible]। এক্ষণে আঘাত জনিত যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল ; এবং বুঝিতে পারিলেন যে, ক্ষতমুখ হইতে দরদরিত ধারায় রুধির প্রবাহিত হইতেছে। অশ্বে কশাঘাত করিলেন,—বেগগামী অশ্ব দ্রুতগতি চলিতে চলিতে একটি নদীতীরে উপস্থিত [illegible] অমরসিংহ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া [illegible] হইতে অবতরণ করিলেন এবং [illegible] ছিঁড়িয়া তদ্দ্বারা ক্ষতস্থান বদ্ধ করিলেন। পরে হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া তীরস্থিত এক খণ্ড সুবিস্তৃত উপলখণ্ড-উপরে উপবেশন করিয়া রাত্রিশেষে প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

শোভাময়ী জ্যোৎস্না তখন বিশ্বের স্বতন্ত্রবিধ রমণীয়তা সংবিধান করিয়াছে। রাত্রি তিন প্রহর,—প্রকৃতি নিস্তব্ধ, প্রশান্ত, ঘোর, অলস। সম্মুখে ক্ষুদ্র বুনাস নদী নীরবে স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে অরণ্যমালা উন্নতমস্তকে বসুধা পরিদর্শন করিতেছে। দূরে নাথদ্বার নগরের সৌধচূড়া, মন্দির-ধ্বজা প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হইতেছে। সকলই নিস্তব্ধ, সকলই শান্ত। আকাশে চন্দ্র তারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। চন্দ্রকিরণ নদী-নীরে, গিরি-প্রান্তে, সৌধশিখরে প্রতিবিম্বিত হইয়া অবয়বৎ প্রতীত হইতেছে। এইরূপ সময়ে অমরসিংহ, নাথদ্বার নগর সন্নিধানে বুনাস নদী-তীরে পাষাণখণ্ডে উপবেশন করিয়া; ভূত ভবিষ্যৎ ভাবনায় নিবিষ্ট হইলেন।

রাত্রি আরও এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। ঊষার স্বভাবশীতল বায়ু নদী-নীর সংস্পর্শহেতু সমধিক শীতল হইয়া অমরসিংহের গাত্র স্পর্শ করিতে লাগিল। তিনি সেই শিলাখণ্ডের উপর নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রভুভক্ত অশ্ব সন্নিহিত প্রান্তরে স্বীয় আহার্য্য অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রণরঙ্গিণী।

ঘোর পরিশ্রমজনিত ক্লেশে অমরসিংহ গভীর নিদ্রাভিভূত হইলেন। [illegible] সূর্য্যদেব

অশ্রুজল।

"Sweet tears, the awful language eloquent
Of infinite affection, far too big
For words."

তোমার মণিমুক্তার মোহন-মালা দূরে রাখ; আমি একবার নয়ন ভরিয়া মনুষ্যের নয়ন বিলম্বিনী অশ্রুমালা নিরীক্ষণ করিয়া লই। মণিমুক্তা পৃথিবীর ধূলিসমান; বালক কি বণিকের নিকট ভিন্ন অন্যত্র উহার [illegible] নাই। অশ্রুমালা দ্রবীভূত মনুষ্যহৃদয়ের [illegible]-ধারা; পৃথিবীর কোন বস্তুর সহিতই তাহার তুলনা নাই।

এই [illegible]-মরুতে মনুষ্যহৃদয়ের অবলম্ব কি?—না, মনুষ্যহৃদয়। মানুষী তৃষ্ণার তৃপ্তিস্থল কোথায়?—না, মনুষ্যহৃদয়। হৃদয় যদি হৃদয়কে সম্বোধন করিয়া প্রতিসম্ভাষণে প্রীত, আশ্বস্ত ও পুলকিত না হয়, তাহা হইলে কে এই শূন্যসংসারে ইচ্ছাসংস্কারে জীবন ধারণ করে? হৃদয় যদি হৃদয়ের উপর ভর করিয়া প্রতিনির্ভরে প্রাণ-বল না পায়, তাহা হইলে কে এই [illegible] অস্থি-সংগ্রহের জন্য পড়িয়া থাকিতে সম্মত হয়? হৃদয় যদি প্রীতির পূর্ণোচ্ছ্বাসে আত্ম-দান করিয়া প্রতিদানে হৃদয় না পায়, তাহা হইলে কে এই তিমিরান্ধভুবনে ভবলীলার নটনৈপুণ্য শিক্ষার জন্য বন্দী রহিতে পারে? রাজার প্রাসাদ, বুভুক্ষু ভিখারীর পর্ণকুটীর, যোগীর [illegible], বিয়োগীর নিভৃত-কানন, পুণ্যাত্মার শান্তিনিকেতন, প্রমোদীর বিলাস-ভবন, ইহার সর্ব্বত্রই মনুষ্যের আশ্রয়-স্থান মনুষ্যহৃদয়! কবিতা মনুষ্যহৃদয়ের প্রীণনের জন্য ফুলের মধু, লতার মাধুরী এবং এই অনন্তবিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্যের সারভূত সৌন্দর্য্যসুধা চঞ্চুপুটে সঙ্কলন করিয়া নিত্য আনিয়া উপহার যোগাইতেছে। চিন্তা হৃদয়ের স্ফূর্তিবৃদ্ধি ও প্রকৃত [illegible] জন্য আকাশে উড্ডীন হইয়া, সাগরে [illegible] দিয়া এবং ভূগহ্বরে প্রবেশ করিয়া সুস্বাদু ও সুভক্ষ্য ফল চয়ন করিতেছে। উদ্দীপনা মনুষ্যহৃদয়েরই উদ্বোধনের জন্য, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া, উৎসাহের প্রচণ্ড মদিরা এবং প্রতিপত্তির [illegible]-প্রবাহ উন্মাদিনীর মত ঢালিয়া দিতেছে। বুদ্ধি আলোক দান করিতে পারে; বিবেক নির্ম্মল-চেতা, নির্ভীক সুজ্ঞানের ন্যায় নীতির দুর্গমপথ প্রদর্শন করিতে পারে;—কিন্তু তৃষ্ণার তৃপ্তিদান করিতে, আশা ও প্রেমের শান্তি [illegible] এবং শান্তি যখন [illegible] তখন সহানুভূতির [illegible] হইতে, মানবীয় জগতে [illegible] হৃদয়। অশ্রুধারা [illegible] মনুষ্য[illegible] সুধী নির্ঝরিণী। [illegible] কখনও [illegible]

কখনও বেগে প্রবাহিত হয়, কখনও বা শিশিরবিন্দুর ন্যায় বিন্দু বিন্দু ঝরিতে থাকে। কিন্তু যেই মনুষ্য উহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, অমনি তাহার হৃদয় অন্তরতম স্নেহে পূর্ণ হইয়া, এই বিশ্বাস ও এই গভীর আনন্দে উল্লসিত হয় যে, এসংসার কঙ্করময় কান্তার অথবা হৃদয়-শূন্য দগ্ধপ্রান্তর নহে।

যাহারা ক্ষণকালও কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে চাহে না, অথবা প্রকৃতির চাপল্যে ক্ষণকালের তরেও কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হয় না—কার্য্য, কারণ, সৃষ্টি, স্থিতি, জীবন ও মৃত্যু, এবং মানবজীবনের উন্নতি ও অবনতি, সমস্তই যাহাদিগের নিকট হাস্যের বিষয়, সেই বিকটবুদ্ধি, কিম্ভূত পুরুষেরা অবশ্যই মনুষ্যের অশ্রু লইয়া উপহাস করিতে পারেন আর, যাহারা মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শিক্ষা, সংসর্গ অথবা কর্ম্মগুণে ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস হইতেও নিষ্ঠুর হইয়াছে,—কাব্যে যাহাদিগের নাম ধূম্রলোচন কি ক্রুরবিষক, ইতিহাসে যাহারা ভিটেলস * কি ডিসকণ্টী †, তাহারাও মনুষ্যের অশ্রু দর্শনে খিল খিল করিয়া হাসিতে পারে। কিন্তু [illegible] সর্ব্বাংশে অন্তঃসারহীন ও প্রাণবিহীন [illegible]ন, মনুষ্যত্ব একবারে যাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই, উহা স্বভাবতঃই তাঁহাদিগের ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করে, এবং আ[illegible] তরল হইয়াও তাঁহাদিগের তারল্যকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলে। মনুষ্যের অশ্রুজল বস্তুতঃও সামান্য পদার্থ নহে।

অশ্রুজল দয়ার প্রবাহ। স্বার্থপরতা নিভৃতে বসিয়া ক্ষতিলাভ গণনা করে; লোভ কাহার কি হরণ করিবে, সেই চিন্তায়

* অলাস ভিটেলস রোমের সম্রাট ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বভাব যেমনই অলস ও নিষ্ঠুর ছিল, এবং তিনি বিনা প্রয়োজনেও লোক-পীড়নে এমন অনুরক্ত [illegible] যে, [illegible] আর সহিতে না পারিয়া প্রথমতঃ [illegible] করে, এবং পরিশেষে তাঁহাকে [illegible] নিগ্রহ ও অপমান সহ[illegible] করিয়া, রোমের প্রান্তবর্ত্তী টাইবার [illegible] তাহার মৃতদেহ ফেলাইয়া দেয়। [illegible] সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ- বিচার' এবং 'ধর্ম্মনীতি' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর রচয়িতা, মস্তিষ্কতত্ত্ববিৎ [illegible] [illegible]ত জঘন্য, অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার প্রতিকৃতি দেখাইবার উদ্দেশ্যে [illegible] প্রণীত গ্রন্থে ভিটেলসের একখানি প্র[illegible] করিয়া দিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে রোমের অনেক সম্রাটকেই এইরূপ সম্মান করিতে পারিতেন।

† গায়োভেনি মেরায়া ডিসকণ্টী পঞ্চ[illegible] ডীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ডিসকণ্টী বংশের অন্যতম [illegible] আছে, ইনি মনুষ্যের [illegible] ক্লেশ দর্শনে [illegible]তেন, আর [illegible] তেই ইঁহা[illegible] নিক হইত না [illegible] সুরূপ পুরুষ ও সুন্দর বালক বালিকাদিগকে মাটিতে অর্দ্ধেক পুতিয়া [illegible] তাহাদিগের মাংস খাওয়াই[illegible]ই রূপ দৃশ্য মধ্যে মধ্যেই বিশেষ হর্ষের সহিত দর্শন করিতেন। ভিটেলসের ন্যায় ইঁহারও অপমৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি।

সর্ব্বত্র চৌর্যবৎ বিচরণ করে, কিংবা পরের ... ও সম্মান ... আপনি পুড়িয়া মরে, ... বিষাক্ত ... বাক্যে অন্যকে পুড়িয়া ভস্ম করে, ... কলুষিত-বৃত্তি প্রমত্ত পশুর ন্যায় আরক্তলোচনে সতত ভোগ্য বিষয়েরই অনুসন্ধান করে। কিন্তু পর-দুঃখকাতরা দয়া, অশ্রুজলে বিগলিত হইয়া,—আপনাকে আপনি ঢালিয়া দিয়া, পরকীয় হৃদয়ের দুঃখ-দাহ নির্ব্বাণ করে। দয়ার অশ্রু দেবতারও দুর্লভ ধন। যাঁহার চক্ষু দয়ার অশ্রুতে সিক্ত হয়, দেবতার মধ্যে দেবতা বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন কর।

'যে যাহারে ভালবাসে,' সে তাহারে প্রায়শঃই ভালবাসিতে পারে। কিন্তু পরকে ভালবাসে কে? আপনার পুত্রকন্যা ... দাম্পত্য ... প্রতি সকলেরই স্নেহ-সঞ্চার হয়। ... পরকে প্রফুল্লচিত্তে স্নেহ দিতে পারে কে? যেখানে রূপ আছে, গুণ আছে, প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি কিম্বা কুসুমের সুকুমার সৌরভ আছে, সেখানে সকলেরই অনুরাগ আকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু যেখানে রূপ নাই, গুণ নাই, নয়ন-মনোবিনোদনের কিছুই নাই,— ... মলিনতা এবং দুর্ভাগ্যের ক... চিহ্ন, ... হইতে ... সম্-... সাধারণ ... মাত্র ... মনুষ্যগণকে ... সেখানে সকলেই ... বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু যেখানে বিপদের ভয়ঙ্কর দুর্ঘটাতে সকলই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, যাহা আছে,—তাহাও বিনাশ পাইতেছে এবং আশার শেষ আলোকবর্ত্তিকাও নিভিয়া ..., আপনা হইতে সেখানে যাইয়া আপনাকে আপনি মমতার রজ্জুতে জড়াইতে পারে কে? যে পবিত্র, পূতচরিত্র ও শ্রদ্ধাস্পদ, তাহাকে সকলেই শ্রদ্ধা করিতে পারে। কিন্তু যে অধম, অপাত্র, অপবিত্র ও অস্পৃশ্য, তাহাকে তুলিয়া লইয়া আবরিতে পারে ... হৃদয় সেখানে উড়িয়া পড়িতে সুখানুভব করে,—সুখসংস্পর্শে শীতল হয়, সেখানে সকলেই স্বয়মাহূত উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু যেখানে সকলই দুঃসহ, দুর্নিরীক্ষ্য ও নিদারুণ দুর্ভোগ,—যে স্থানের বীভৎস দৃশ্যে বিরক্তি ও ঘৃণা ব্যতীত আর কোন ভাবেরই উদ্রেক হয় না,—যেখানে বল-প্রয়োগেও চিত্তকে প্রেরণ করা যায় না, সেখানে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে পারে কে?

তুমি প্রভুত্বের উপাসনায় আত্মসমর্পণ কর,—প্রভুত্বলাভে পূর্ণকাম হইবার জন্য অকথ্য ক্লেশ স্বীকার কর,—সে তোমার আপনার জন্য; পরের জন্য নহে। তুমি সারস্বতসমুদ্রে সাঁতার দিয়া একবারে উহাতে ডুবিয়া থাক,—সরস্বতীর পাদপদ্মে একবারে বিলীন হইয়া যাও,—সে তোমার আপনার জন্য; পরের জন্য নহে। যদি প্রভুত্বের উপাসনায় ও সরস্বতীর পাদারবিন্দসেবায় কোনরূপ অলৌকিক মাদকতা না থাকিত, তাহা হইলে তুমি তাহাতে যেরূপ মন সমর্পণ করিতে পারিতে কি না, সন্দেহের কথা। তুমি কীর্ত্তির বিশ্ববিমোহ বাঁশীধ্বনি শ্রবণে উদ্... কীর্ত্তির ... কর যে সকল ... কর,—... কঠোর, ... কর্ম্ম

[illegible] করিয়া সমাজে কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ আপনার নামাক্ষর লিখিয়া রাখিতে যত্নপর হও, তাহাও তোমার আপনার জন্য; পরের জন্য নহে। পরের জন্য দয়ার অশ্রু। পৃথিবীতে যেখানে উহা নিপতিত হয়, সেই স্থানই পুণ্যস্থান বলিয়া চিরদিন পূজিত রহে।

অশ্রুজল প্রেমের নীরব-[illegible]। শব্দে যাহা পরিস্ফুট হয় না, সংগীত[illegible]নি যাহা ব্যক্ত করিতে পারে না, প্রেমিকের নীরব-নিঃসৃত অশ্রুজলে সেই অনির্বচনীয় কাহিনী নীরবে পরিব্যক্ত হয়। যখন হৃদয় প্রেম-ভরে উদ্বেল হয়,—আতট পরিপূর্ণ হয়,—হৃদয়ে যখন আর ধরে না, তখন নয়নে আপনা হইতেই ধারা বহে। উহা তখন লজ্জার উপদেশ ও নিন্দার শাসন কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। কাহার সাধ্য প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি অবরোধ করে? এই নিমিত্তই প্রেমিকের মিলনে অশ্রু, বিরহে অশ্রু, সুখে ও দুঃখে সকল সময়েই উচ্ছলিত অশ্রুজল। আমরা প্রীতির কথা কাব্যে শুনি; হৃদয়ে কখনও অনুভব করি না। প্রীতি আমাদিগের নিকট আকাশ-কুসুম। আমরা কদাচিৎ কখনও উহার ক্ষণিক স্পর্শে উন্মাদিত হইতে পারি। কিন্তু উহা আমাদিগের পাশব-সুখাসক্ত, চরিত-দুর্গন্ধময়, নিরন্তর[illegible] হৃদয়ে দীর্ঘস্থায়িনী হয় না। যে প্রীতি ইলোয়িসের * অনাঘ্রাত হৃদয়ে স্বর-[illegible] [illegible] করিয়া অব[illegible] [illegible] আত্মোৎসর্গে [illegible] [illegible] রাছে;—যে [illegible]রতের নবকুসুমিত নবীন হৃদয়[illegible] প্রগাঢ়তম ভাবের ভারে স্পর্দ্ধহীন করিয়াছে;—যে প্রীতি বিদর্ভরাজ-দুহিতাকে ভিখারিণীর বেশে বনে লইয়া গিয়াছে, এবং লোক-ললাম-ভূতা, সুখ-বর্দ্ধিতা দেস্‌দিমোনাকে প্রাণান্ত-দক্ষিণায়ও প্রীত রাখিতে পারিয়াছে,—হায়! যে প্রীতির কণিকামাত্র লাভ করিয়া অবনী সময়ে সময়ে অমরাবতীর অপূর্ব্ব কান্তি ধারণ করিয়াছে, যদি সেই আশাময়ী, আবেশময়ী ও অমৃতময়ী প্রীতিই আমাদিগের হৃদয়কে ভরিয়া রাখিত, আমাদিগের [illegible] তাহা হইলে কখনও এইরূপ শিলাসম কঠিন রহিতে পারিত না।

ভবভূতির উত্তরচরিত অ[illegible] অঙ্কে ও অক্ষরে-অক্ষরে অশ্রুজলে লিখিত। পাঠ সময়ে পাষাণেরও অশ্রুপাত না হইয়া পারে না। ইহা কেন?—না, উহার সর্ব্বত্রই প্রেমের অপার্থিব তত্ত্বসুধা। প্রেমের চিত্র ও প্রেমের কবিতা অশ্রুজল ভিন্ন আর কিছুতেই লিখিত হয় না। যাহাকে লোকে আদিরসের [illegible] বলে, তাহা অন্ত বর্ণেই [illegible]; কিন্তু প্রেমের আলেখ্য আর কোন বর্ণে ফলায় না। কালিদাস অতি তরলমতি কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার সতৃষ্ণবিলোল-নয়না, [illegible] কমলাও, 'পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা' [illegible] বিলাসিনী ব্রততীর ন্যায়, সকল সময়েই মায়া ত্যাগশীলতা এবং প্রেম-নিষ্ঠ মজ্জার [illegible]ণিক পরিচয় পাইয়াছেন।

* বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মদন-[illegible]' ইলোইসের আখ্যায়িকা অবল-[illegible] [illegible] বঙ্গীয় পাঠক মদন-[illegible] [illegible]বিতা পাঠ করিয়া- [illegible] ইলোইসের [illegible]

প্রিয়মূর্তি। ... তিনি বাঁশীর গভীর,বক্তার ... প্রেমের গভীর রাগের আলাপ ... পাইয়াছেন, তাঁহার কল্পনার নেত্র... তখনই অশ্রুজলে আপ্লুত হইয়াছে। যেমন সূর্য্যালোকমণ্ডিত মেঘমালার হাস্যচ্ছটায় এবং তরুরাজির তদানীন্তন সহাস্য শ্যামল শোভায় বৃষ্টিধারা, তেমনই প্রেমিকের হর্ষোৎফুল্ল নয়নে আনন্দের অশ্রুধারা। যেন নয়নের একপ্রান্ত, আর রাখিতে না পারিয়া, অশ্রু বর্ষণ করিতেছে; এবং নয়নের আর এক প্রান্ত, আধ লুক্কায়িত রহিয়া সেই অশ্রুদর্শনে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। যেমন প্রভাতকুসুমের মলিন মুখে বিষাদের বাষ্পবিন্দু, তেমনই প্রেমিকের বিরহ-তপ্ত নয়নপল্লবে জ্বলন্ত দুঃখের বারিবিন্দু। উভয়ই দর্শনীয়,—উভয়ই ভাবুকজনের চিরস্পৃহনীয়।

অশ্রুজলে শোকের তর্পণ। সাবধান! শোকাকুলের পবিত্র হৃদয়কে কেহই সাংসারিক সুখের বৃথা প্রবোচনা দিয়া বঞ্চনা করিতে যত্ন পাইও না! তাহাকে নিভৃত নির্জ্জনে, নিঃশব্দ রোদনে, অবিশ্রামবর্ষি অশ্রুজলে প্রিয়জনের তর্পণ করিতে দেও। সে তাহার হৃদয়-বাহিনী ফল্গুগঙ্গার অমল বারিতে অঞ্জলি পুরিয়া হৃদয়ারাধ্য প্রিয়জনের উদ্দেশে অর্পণ করুক; এবং মনুষ্য যে যেখানে আছে,—যে বুদ্ধির বিপাকে পড়িয়া, কুটচিন্তার আবর্ত-জলে হাবু ডুবু খাইয়া এবং সংসারের তমসাচ্ছন্ন তরঙ্গরাজিতে আহত ও প্রত্যাহত, উৎক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত হইয়া মনুষ্যত্বের ভবিষ্যৎকে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিতেছে, সে প্রকৃতিপ্রণোদিত, প্রকৃতির অকর্ণগ্রস্ত—অভ্রান্ত মন্ত্রে দীক্ষিত মানব-হৃদয়ের এই অন্তর্গূঢ় ও আশাপ্রদ, প্রাকৃত আরাধনা দেখিয়া আশায় উল্লসিত হউক।

আর এক কথা এই, মনুষ্য-সমাজ বহু কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে। মনুষ্যের স্নেহে আর ... নাই, শ্রদ্ধায় আর প্রত্যয় নাই, মনুষ্যের কিছুতেই ও... সারবত্তা ও নির্ম্মল স্বর্ণের কান্তি নাই, এই শ্রুতিকঠোর-বিলাপধ্বনি মনুষ্য জগতের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মনুষ্য সর্প, মনুষ্য সর্প হইতেও খল,—মনুষ্যের সংসর্গ পরিহার কর, মনুষ্য হইতে দূরে রহ, মনুষ্য-নিবাস পরিত্যাগ করিয়া বন্য জীবের বিজন-বাসে চলিয়া যাও, বৈরাগ্যের এইরূপ নিষ্ঠুর কথা গৃহে গৃহে নিনাদিত হইতেছে। যে জগতে মনুষ্যের প্রতি নিন্দা, এত কলঙ্ক, সেই জগতে মনুষ্যের মর্ম্মনিঃসৃত-মমতার শোকাশ্রু দেখিয়া দুঃখিত হইও না। ... স্তূপীকৃত ভস্ম-রাশি গঙ্গা... পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল; মনুষ্য-হৃদয়ের ভস্মীভূত আশা ও আকাঙ্ক্ষাও শোকাশ্রুর স্বর্গীয় সলিলস্পর্শে পুনরুজ্জীবিত হইয়া কৃতার্থ হইবে। অতএব শোকাশ্রুর সম্মান দুর।

অনুতাপীর মুক্তিপ্রবাহও অশ্রুজলে। দগ্ধ মেদিনী অবিরল-পতিত বৃষ্টি-ধারায় অভিষিক্ত না হইলে শস্যশোভা এবং ফলপুষ্পে সুশোভিত হয় না;—দুষ্কৃতির দুর্দ্ধর্ষ দাহনে ততোধিক দগ্ধ মনুষ্যহৃদয়ও—অশ্রুজলে না ভিজিলে, মনুষ্যোচিত মহত্ব, মনুষ্যোচিত দয়াদাক্ষিণ্য ... স্নেহমমতাদি ... কুসুমে শোভিত হইতে পারে

না। মনুষ্য যখন আত্ম-গ্লানির অগ্নিকুণ্ডে অনুতপ্ত হইয়া আত্মার পুনঃশুদ্ধির জন্য অশ্রুজলে স্নান করে,—হৃদয়ের অঙ্গার-কালিমা প্রক্ষালনের জন্য ধারায় অশ্রুপাত করিতে আরম্ভ করে;—যে হস্ত মনুষ্যের শান্তির পথে কাঁটা দেওয়া এবং মনুষ্যের অন্তরতম সুখে আঘাত করা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে অগ্রসর হইত না, যখন সেই হস্ত পুনরায় মনুষ্যের উপকার-ব্রতে ব্রতী হয়;—যে জিহ্বা পূর্ব্বে কদর্য্যপঙ্ক অথবা কালকূট গরল বই আর কিছুই বর্ষণ করিতে জানিত না, যখন সেই জিহ্বা পুনরায় পীযূষবর্ষিণী হয়;—যে দৃষ্টি পূর্ব্বে সূচির ন্যায় তীক্ষ্ণধারে মনুষ্যচিত্তে বিদ্ধ হইত, যখন সেই দৃষ্টি পুনরায় শারদগগণের চন্দ্রকিরণবৎ মনুষ্যচিত্তে সুস্নিগ্ধ অনুভূত হয়;—যে মনুষ্য পৃথিবীতে পূর্ব্বে পিশাচ কি অসুরের অবতার বলিয়া সকলের ঘৃণা কিংবা শঙ্কার কারণ হইত, যখন সেই মনুষ্য অশ্রুময়ী মন্দাকিনীর পূতোদকে অবগাহন করিয়া মূর্ত্তিমান্ মঙ্গল-মন্ত্রে পুনরুত্থিত হয়, তখন স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইতে থাকে, প্রীতি হর্ষভরে পুষ্পবৃষ্টি করে, এবং সমগ্র মনুষ্যজাতির সম্মিলিত হৃদয় আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করে।

এই জন্যই বলিয়াছি যে, তোমার মণি-মুক্তার মোহন-মালা দূরে রাখ; আমি একবার নয়ন ভরিয়া মনুষ্যের নয়ন-বিলম্বিনী অশ্রুমালা নিরীক্ষণ করিয়া লই। অশ্রুজলের অসূত্র-গ্রথিত অপূর্ব্ব মালা কণ্ঠে পরিতে পারিলে, কারুকরের কৃত্রিম আভরণে আর প্রয়োজন কি? দয়া যদি নয়নে বহে, প্রীতি যদি মুখচ্ছবিতে বিলসিত হয় এবং [illegible] পরিশোধিত হইয়া প্রসন্নজ্যোতিতে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা হইলে আভরণের আর অভাব কি?

যাহারা বীর-ধর্ম্মে অনুরক্ত, বীরাচারপরায়ণ এবং পৌরুষ-মহিমার উপাসনাই যাঁহাদিগের এক মাত্র উপাসনা, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও অশ্রুবর্ষণে লজ্জা ও অশ্রু দর্শনে ঘৃণা হয়; এবং যাঁহাকে তাঁহারা অশ্রুজলে আপ্লুত দেখেন, তাঁহাকে অকৃতী, অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বলমনা বলিয়া তাঁহারা অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করেন। অহো! মনুষ্যের কি ভ্রম! যখন অনন্য-সাধারণশক্তি-সম্পন্ন, বীর-হৃদয় মিৎসেনী, ইটালীর পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়া, এবং প্রাণগত যত্ন সত্ত্বেও পরিশেষে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া, ইটালীর দুঃখে অশ্রুপাত করিয়াছিলেন, তাঁহার পৌরুষী প্রতিভা তখন উজ্জ্বলতর আলোকে আলোকিত হইয়াছিল—না, লজ্জায় হীনপ্রভ হইয়াছিল? যখন অক্ষয়কীর্ত্তি ইস্মিলাণ্ডি কারাবাসের আশঙ্কিত অন্ধকারে, নৈরাশ্যের মর্ম্মন্তুদ বেদনায়, পর প্রভাব-নিগৃহীত স্বজাতির জন্য অশ্রু-মোচন করিয়াছিলেন, তখন কে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞার চক্ষে দৃষ্টি-পাত করিয়াছিল? যখন জুলিয়স ফাবর, ফ্রান্সের ক্ষতদেহে ঔষধ লেপনের উদ্দেশ্যে অশেষবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া, ক্ষতবিক্ষত ফ্রান্সের অবস্থা স্মরণে শত্রুর নিকট অশ্রুত্যাগ করিলেন, তাঁহার চারিত্র-গৌরব ও মানসিক সামর্থ্য তখন অধিকতর শোভা পাইয়াছিল,—না, লজ্জাবশে খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল? যেমন প্রকৃত গৌরবান্বিত,

উন্নত পুরুষেরা নিলজ্জ অবস্থা হইতে লজ্জা অনুভব করেন না ; সেইরূপ যাঁহারা প্রকৃত বীরপ্রাণ, প্রধান পুরুষ, তাঁহারাও হৃদয়ের উদ্বেলতায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লজ্জিত হন না। বীর-ধর্ম্ম অশ্রু জলের বিরোধী নহে। অশ্রুজলে উহার পুষ্টি,— অশ্রুজলেই অনেক স্থলে উহার বিকাশ। যে দেশের মৃত্তিকা বীরের নয়ন-নীরে আর্দ্র হয় না, সেখানে আর যে কোন ফল ফলুক, স্বাধীনতার স্বর্গীয়শোভাময়ী কল্পলতা কখন ও তথায় অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইতে পারে না। ইতিহাস এই কথার সাক্ষি-স্থলে দণ্ডায়মান। জগতের যে কোন দেশকে এইরূপ স্বাধীনতার নন্দননিচয়ে বিভূষিত দেখিতেছ, সেই দেশেরই এই কাহিনী। মনুষ্য দেখে নাই, কিন্তু সর্ব্বসাক্ষী ইতিহাস দেখিয়াছেন যে, তথাকার অগ্রগণ্য পুরুষেরা যামিনীর অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিয়া জননী জন্মভূমির প্রীত্যর্থে অশ্রুজলে তর্পণ করিয়াছেন ; এবং সেই তর্পণেই মৃতদেহে জীবন-সঞ্চার হইয়াছে,—মৃতদেহের শত খণ্ডে বিভক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুনরায় যোড়া লাগিয়াছে, এবং বরাভয়-করা বীরারাধ্যা আদ্যাশক্তি প্রফুল্ল ও প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎকারপ্রদানে তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

অশ্রু ঝরে কার ?—না, যার হৃদয় আছে। মনুষ্য কে ?—না, যে হৃদয়বান্। যে সাধনা অথবা যে তপস্যায় হৃদয়ের কোন সম্পর্ক নাই, সেই সাধনা অথবা সেই তপস্যায় আবার সিদ্ধি ও ইষ্ট ফল কি ? রঙ্গে ক্ষতি-বিনোদন হয়। কিন্তু হৃদয় ভিন্ন হৃদয়কে জাগাইতে পারে কিসে ? মনুষ্যসমাজ যেসকল ভুবনবিশ্রুত, ভয়াবহ বিপ্লবে আমূল বিলোড়িত হইয়াছে,—যে সকল অভাবনীয় বিপ্লব সৃষ্টি ও অসৃষ্টি এবং অন্ধকার ও আলোককে এক করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, নূতন গড়িয়া, মনুষ্য-সমাজকে নূতন মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছে,—যাহার অপ্রতিহত প্রভাবে জাতির উৎপত্তি কি জাতির বিলয়, ধর্ম্মের পুনঃসংস্করণ, নীতিশাস্ত্রের পুনঃশোধন, রাজনীতির নূতনগ্রন্থন ; এবং স্বাধীনতার চিরবিদ্বেষিণী দানবী ক্ষমতার বিনাশ-সাধনরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় ফল ফলিয়াছে, একীভূত জাতীয় হৃদয়ের অন্তস্তল-বিলোড়নই তাহার একমাত্র কারণ ;—এবং যাঁহারা কটিনার পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া জাতিবিশেষের হৃদয়বিলোড়নে অগ্রসর হইয়াছেন, বজ্র বিদ্যুৎ লইয়া ক্রীড়া করিয়াছেন, বিষে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছেন, বিপত্তিকে আদর করিয়া মাথায় লইয়াছেন, অথবা আপনার হৃৎপিণ্ডকে হৃদয়-গ্রন্থি হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া শক্তির নিকট বলিস্বরূপ [illegible]য়াছেন, তাঁহারা সকলেই হৃদয়ব[illegible] তাঁহাদিগের চক্ষু হইতে দয়ার অশ্রু, [illegible] জাতীয় অনুরাগের উষ্ণ [illegible] ঝরিয়াছে, এবং সেই অশ্রু-ধারাই জাতীয় হৃদয়ে প্রমত্ত বেগে প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীর পাপ, তাপ ধুইয়া দিয়াছে। ধন্য সেই পবিত্র অশ্রু ! ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা স্বদেশ, স্বজাতি, কিংবা দেশ-নির্বিশেষে ও জাতিনির্বিশেষে মনুষ্যের জন্য ঐরূপে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন।

জয়পুর।

পূর্ব্ব প্রকাশিত ৫ম খণ্ডের ২৪ পৃষ্ঠার পর।

জয়সিংহের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরী সিংহ [illegible]রের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি সুবিস্তীর্ণ রাজ্য, পরিপূর্ণ ধনাগার, সদ্‌গুণশালী মন্ত্রীবর্গ এবং সুশিক্ষিত সৈন্য সামন্ত প্রাপ্ত হইয়াও নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ [illegible]তে পারেন নাই। জ্যেষ্ঠাধিকার-ব্যবস্থানুসারে ঈশ্বরী সিংহ সিংহাসনের সম্পূর্ণ অধিকারী। মধু সিংহ নামক তাঁহার এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাঁহাকে সুখ সন্তোষ লাভ করিতে দেন নাই। মধু সিংহ মিবারের মহারাণার ভগিনীর গর্ভজাত, সুতরাং তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ না হইয়াও আভিজাত্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠবল ও অত্যন্ত প্রবল; তিনি মিবারের মহারাণার ভাগিনেয়। ঈশ্বরী সিংহ তেজস্বিনী বুদ্ধি ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না, [illegible] [illegible] বীরত্বের পরিচয় দান করিতে পারেন নাই। এবং আত্মীয় [illegible] [illegible] লোকে তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিল। [illegible] কি বলিব, যখন প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গৃহ প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার বীর্য্যবতী সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণাপ্রকাশ পূর্ব্বক [illegible] বাক্যে অভ্যর্থনা করেন। ফলতঃ সাধারণে তাঁহাকে জয় সিংহের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিত না। [illegible] তাঁবিত সময়ে মধু সিংহকে টঙ্ক, রামপুর, ফাগী ও মালপুর এই চারিটী প্রদেশ দান করিয়া গিয়াছিলেন। মিবারের মধ্যে রাণাও তাঁহাকে কয়টি প্রদেশ প্রদান করেন। তাঁহার পক্ষ সমর্থন ও সিংহাসন প্রাপ্তির সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় দলপতি হোলকার মধু সিংহের ঐ কয়টি পরগণা ও চতুরর্দ্ধ [illegible] মুদ্রা আত্মসাৎ করেন। বলা বাহুল্য যে এইরূপ বিবিধ কৌশল পরম্পরার সহায়তায় মধু সিংহ সিংহাসন লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

মধুসিংহ অম্বর রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া বিদ্যা বুদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রশ্রয় দেখাইয়া ভাল করেন নাই। রাঠোরদিগের সহিত মিলিত হইয়া তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের দর্প চূর্ণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এবং তিনি যে প্রকার বলবীর্য্য সম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে বোধহয় চেষ্টা করিলে মনোরথ সিদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে চেষ্টা করিবার সময় পান নাই। প্রতিবাসী জাঠেরা এই সময় অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে; তাহাদিগকে দমন করিতে তাঁহার পূর্ব্ব মনোরথ প্রত্যাখ্যান করি[illegible] হইয়াছিল।

প্রসঙ্গক্রমে এই স্থলে জাঠদিগের [illegible] বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

জাঠেরা এক সময়ে ছত্রিশ রাজকুলের মধ্যে গণনীয় ছিল। কালক্রমে তাহাদিগের যে মানসম্ভ্রম বিলোপ প্রাপ্ত হইলে তাহারা কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত হয়। এই সময়ে কু-স্বামীবর্গের উৎপীড়ন নিবারণের জন্ত তাহারা প্রথমে দলবদ্ধ হয়। যে সাহস-সম্পন্ন ব্যক্তি হল-বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীনচিত্ত স্বজাতীয়দিগকে উৎপীড়কদিগের প্রতি অস্ত্র সঞ্চালন করিবার [illegible] প্রদান করে, যাহার উৎসাহে জাঠদিগের হৃদয়-চুল্লিস্থিত অস্ফুট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ধক্ ধক্ করিয়া শিখা বিস্তার পূর্ব্বক পৃথিবীতে তাহাদের জাতি-গৌরব সংস্থাপন করিয়া গিয়াছে, সেই সাহসিক বীর পুরুষের নাম চূড়ামন্। যৎকালে সম্রাট আরঙ্গজীবের পুত্র মৌজ্জম সিংহাসনপ্রাপ্তির জন্ত গৃহবিবাদে [illegible], সেই সময়ে জাঠেরা থুন ও [illegible] গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহারা প্রথমে ভূস্বামিদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্ত অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে আপনারা এরূপ দৌরাত্ম্যকারী হইয়া উঠিয়াছিল যে, অনধিক কাল মধ্যে তাহারা "কজাক্" অর্থাৎ তস্কর এই উপাধি প্রতিবেশবাসীদিগের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাদিগের উৎপাতে রাজপথে লোক যাতায়াতের ঘোরতর বিঘ্ন হইয়া উঠিল। এই সময়ে সায়দেরা সম্রাট সভার অধিনায়ক ছিলেন। অবিলম্বে থুন ও সিন্সিনি দুর্গ অধিকার করিয়া দুর্বৃত্ত জাঠদিগকে দমন করিবার জন্ত সায়দেরা অম্বরেশ্বর জয়সিংহের [illegible] প্রদান করিলেন। জয়সিংহ [illegible] আক্রমণ [illegible] [illegible] [illegible] কৌশ[illegible] ইতিহাসে অসাধারণ [illegible] সে পরাক্রমের প্রভাবে [illegible] পাণি ইউরোপীয় সৈন্তগণ অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইয়াছিল, অধিক কি কহিব, যাহাদিগের পরাক্রমে বহুঋদ্ধিসম্পন্ন বীর্য্যবান দিগ্বিজয়ী সেনাপতি [illegible] হিমসিম্ খাইয়া গিয়াছেন, সেই জাঠপরাক্রমের শৈশব সময়েও এই দুই ক্ষুদ্র মৃন্ময় দুর্গ রক্ষার জন্ত জাঠেরা অদ্ভুত পরাক্রম ও রণকৌশল দেখাইয়া ভাবি উন্নতির পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। জ্যোতিষরাজ জয়সিংহ ক্রমাগত এক বৎসরকাল ঐ দুর্গদ্বয় আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, বীরচূড়ামণি চূড়ামনের কৌশলে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। অকৃতকার্য্যতায় লজ্জিত হইয়া অম্বরে প্রত্যাগমন করিলেন। চূড়ামনের কনিষ্ঠ সহোদর বদনসিংহ কোন প্রকার অন্যায় কর্ম্ম করায় [illegible] কারাবদ্ধ হয়। কতিপয় জাঠজ্ঞাতির অনুরোধে চূড়ামন তাহাকে কারামুক্ত করেন। বদন মুক্তিলাভ করিয়াই অম্বরে গমনপূর্ব্বক জয়সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করে। পূর্ব্ব হইতেই জয়সিংহের মনে বিলক্ষণ ক্রোধ ছিল, সুযোগ পাইয়া বদনের সহায়তা করিতে কাল বিলম্ব করিলেন না। অবিলম্বে সৈন্য সামন্ত লইয়া [illegible] আক্রমণ করিলেন, এবং

যে, বিজয়লক্ষ্মী জয়পুরের অঙ্কশায়িনী হই-লেন, জাঠেরা চিরকালের জন্য পলায়ন করিলেন। মধুসিংহের জয়লাভ হইল।

জোয়াহিরের সহোদর রতনসিংহ জাঠ-রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। বৃন্দাবন হইতে এক ভণ্ডসন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়। রাজার নিকট সে এরূপ ভাণ করে যে, তাহাকে লৌহ আদি যে কোন ধাতু দেও, সে তাহা কোন প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা সুবর্ণে পরিণত করিতে পারে। রতনসিংহ তাহাতেই ভুলিয়া গেলেন। যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার জন্য নিত্য নিত্য প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে লাগিলেন। যে দিন [illegible], সেই দিন রাজা একাকী সন্ন্যাসীর প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। সন্ন্যাসী দেখিল, বিষম বিভ্রাট, [illegible] তাহার সমুদায় কৌশল প্রকাশ হইয়া পড়িবে; তাহা হইলেই রাজদণ্ডে নিগৃহীত হইতে হইবে। এই ভাবিয়া সে রাজার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া তাঁহার প্রাণ বিনাশ করতঃ পলায়ন করিল। রতনসিংহের পুত্র কেশরীসিংহ ও পৌত্র রণজিতসিংহ ক্রমান্বয়ে সিংহাসনারোহণ করেন। ভরতপুরদুর্গরক্ষার সময়ে সেনাপতি লেকের বিপক্ষে মহাবীর রণজিত [illegible] করিয়া [illegible]বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার [illegible] পুত্র—রণধীর, [illegible] হরদেব, [illegible] রণধীর রাজা হইলেন, রণধীরের মৃত্যুর পর তদীয় শিশু সন্তান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তদীয় [illegible] রাজ্য মধ্যে সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া পড়েন। তাঁহাকেই পদচ্যুত করিবার জন্য ইংরেজসৈন্য ভরতপুর [illegible] করে।

মধুসিংহ অনেক দিন হইতে উদরাময় রোগ ভোগ করিতেছিলেন। জাঠদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিবার চারি দিবস পরে তিনি ইহলোক হই[illegible] হন। তিনি সপ্তদশ বৎসর সি[illegible] অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পর হইতেই কছ[illegible] বংশের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। [illegible] অনেক গুলি নগর সংস্থাপন করিয়া [illegible] তন্মধ্যে সুবিখ্যাত রিহখোর দুর্গের নিকট-বর্ত্তী মধুপুর নগর স্থাপনা দ্বারা [illegible] রাজ্যের বাণিজ্যের সাতিশয় উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। পিতার ন্যায় তিনিও জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশিষ্টরূপে অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন, দীর্ঘজীবী হইলে তাহার অনেক পরিচয় দিয়া যা[illegible] করিতেন।

মধুসিংহের পুত্র অপ্রাপ্তব্যবহার পৃথি-সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বিমাতা অভিভাবিকা হইলেন। বিমাতার প্রতাপ নামে একটী অতিশিশু পুত্র ছিল। কর্ত্রী ঠাকুরাণী রাজ্যশাসনোপযোগিনী অনেক শক্তি ধারণ করিতেন, কিন্তু তিনি নীচগামিনী হইয়া রাজ্যের অনেক প্রকার অপকার করিয়া গিয়াছেন। ফিরোজ নামা একজন হস্তিপকের সহিত তাহার অবৈধ প্রণয় জন্মিয়াছিল; তাহাকে তিনি মন্ত্রী-সভার সভ্য করিয়াছিলেন। ইহাতে জয়পুর-অধিকারভুক্ত সর্দার ও জায়গিরদারেরা যার পর নাই বিরক্ত হইয়া রাজসভা

দলে যোগ দেন। যুদ্ধসমাপ্তির পর মধুসিংহ প্রতাপের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনরায় রাজকীয় অধ্যক্ষতাপদে স্থাপিত করেন।

পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, দুশ্চরিত্রা তাহাতে কিছু মাত্র উন্মনা হয় নাই ; বরং অম্বাজীর অধীনে কতকগুলি সেনা প্রদান করিয়া অতি কৌতূহল সহকারে কর আদায় করিতে লাগিল। এই সময়ে আত্মারাম মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ও কৌশল্যারাম মন্ত্রী-সভার একজন সভ্য ছিলেন। ইঁহারা সম্পূর্ণরূপে [illegible] নীতিজ্ঞ হইলেও কত্তিপকের অনুমতি [illegible] কোন রাজ কার্য্যই সম্পাদিত হইত না। নয়বৎসরকাল এইরূপ [illegible]যোগে চলিত লাগিল, এমন সময়ে হঠাৎ এক দিন পৃথ্বিসিংহ অশ্ব হইতে পতিত হইয়া বিগতজীবিত হইলেন। কিন্তু ইহা[illegible] এরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন, যে র[illegible] গর্ভজাত প্রতাপসিংহের জন্য সিংহাসন লাভ প্রত্যাশায় বিষপ্রয়োগ দ্বারা সপত্নী-পুত্রের জীবন বিনাশ করিয়াছেন। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের কিছুই অসাধ্য নহে। সুতরাং এরূপ জনরব নিতান্ত অবিশ্বাস্য বলিয়াও [illegible]। যশোবাশি জয়সিংহের [illegible] তদীয় উপযুক্ত পুত্র মধুসিংহের স্ত্রীর অবৈধ কলঙ্কিত চরিত্র বর্ণন করিতে মনে বার বার ঘৃণার উদ্রেক হয়, কিন্তু ইতিহাসের সহিত ইহার এরূপ দৃঢ়বদ্ধ সম্বন্ধ রহিয়াছে, যে না লিখিলেও চলে না। পৃথ্বিসিংহের অতি অল্প বয়সেই দুইটি বিবাহ হইয়াছিল। প্রথমটি বিকানীরে ও দ্বিতীয়টি কৃষ্ণগড়ের রাজসংসারে। দ্বিতীয়া রমণীর গর্ভে মানসিংহ নামে এক পুত্র জন্মে—এই পুত্রটি কলঙ্কিনীর চক্ষুশূল হইয়াছিল। এই শিশুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ তাহার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তদীয় মাতুলালয়ে তাহাকে [illegible] কিন্তু তাহাও নিরাপদ [illegible] করিয়া শিশুকে গোয়ালিয়র[illegible] সিন্ধিয়ার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। *

অবিলম্বেই ব্যভিচারিণী কর্তৃক প্রতাপসিংহ সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন। কত্তিপক সর্ব্বে সর্ব্বাই রহিল। কৌশল্যারাম রাজোপাধি ধারণ করিয়া প্রধান মন্ত্রীত্ব পদে অধিরোহণ করিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া রাবা কৌশল্যারাম ফিরোজকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার [illegible] কৌশল পরম্পরা দ্বারা [illegible] অপিচ তাঁহার পূর্ব্বস্বামী [illegible] স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। [illegible] খাঁ সম্রাটের প্রধানসেনাপতি [illegible] মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহায়তা[illegible] নগর হইতে জাঠদিগকে [illegible] দিলেন,

* দুইবার এরূপ [illegible] ছিল যে, বিশেষ রূপে চেষ্টা [illegible] বালক মানসিংহ জয়পুরের [illegible] আরোহণ করিতে পারিতেন। ১৮১০ খৃঃ অব্দে যখন জয়পুরীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ দুর্ব্বৃত্ত জগৎসিংহের উপর বিরক্ত হইয়া তাহাকে সিংহাসন চ্যুত করিতে চাহেন ; ১৮২০ অব্দে ঐ দুর্ব্বৃত্তের মৃত্যুর পর, এই দুইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। শেষবারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু বালকের যথার্থ স্বত্ব কেন বিচারিত হইল না জানিতে পারা যায় না। টড সাহেব বলেন—সে সময়ে কেহ ইংরাজদের নিকট বালকের যথার্থ স্বত্ব বুঝাইয়া দেয় নাই।

এবং [illegible] হইয়া ভরতপুরের দুর্গ [illegible]লেন। এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া [illegible] হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। সম্রাটের সেনাদল কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে কৌশল্যারামের পরামর্শ ক্রমে মাচেরীর অধ্যক্ষ সসৈন্যে তাহাদিগের সহিত যোগ দিলেন। এইরূপ অচিন্তনীয় সাময়িক বলযোজনায় সম্রাটের পক্ষে জয় লাভ হইল। নজিফ খাঁ প্রীত হইয়া সম্রাট সমীপে মাচেরী স্বামীর গুণবর্ণনা করিলে দিল্লীশ্বর তাঁহাকে জয়পুরের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন করিয়া দিলেন। সম্রাটের নিকট হইতে [illegible]রাজা উপাধি এবং রাজসনন্দ [illegible]। কৌশল্যারাম অম্বরের যাব[illegible]আনন্ত লইয়া সম্রাট সেনার [illegible] হইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। [illegible] তাহাতে কোন প্রকার প্রতিবা[illegible] কিন্তু সেই সুসজ্জিত সেনা সমূ[illegible]রত্ব পদে রাজা কৌশল্যারামকে স্থাপিত না করিয়া আপনার প্রণয় ভাজন হস্তিপককে বরণ করিল। কৌশল্যারাম ইহাতে নিতান্ত অপমানিত হইলেন। কিন্তু এই উন্নতি ফিরোজের পতনের কারণ হইয়াছিল। ফিরোজ, অম্বরসেনার অধিনায়কত্ব পদে আপনাকে স্থাপিত দেখিয়া গর্ব্বে [illegible] পড়িল। সম্রাটশিবিরে মাচেরীর [illegible] রাওরাজার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে [illegible] সর্বকক্ষ [illegible] সম্পর্কে আলাপ করিল। রাওরাজা ইহাতে মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ফিরোজের বধ সাধনের উপায় দেখিতে লাগিলেন। নিত্য নিত্য সেই নরাধমের সহিত আত্মীয়তা বৃদ্ধি করিতে করিতে রাওরাজার প্রতি ফিরোজের যার পর নাই বিশ্বাস সংস্থাপিত হইল। [illegible] সময়ে এক দিন বিষপ্রয়োগ দ্বারা ফিরোজকে ইহলোক হইতে অপসৃত করিলেন। এ শোক হস্তিপমহিষী সহ্য করিতে পারিল না, অল্পদিন পরেই কলঙ্কিনী [illegible]জীবিতা হইয়া পৃথিবীর ভার লাঘব ও নরকের প্রজা বৃদ্ধি করিল। কৌশল্যারাম ও রাওরাজা উভয়ে মিলিত হইয়া অম্বরের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রতাপ সিংহ অপ্রাপ্ত ব[illegible] মন্ত্রীদ্বয় ক্রমে ক্রমে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিল, উভয়ের মধ্যে দিন দিন বিবাদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হামাদান খাঁ ক্রমে সম্রাটের সেনানায়ক হইলেন। কৌশল্যারাম তাঁহার [illegible] দিলেন; রাওরাজা মহারা[illegible] মিলিত হইলেন। অদ্য [illegible]না তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। [illegible]প্তি পর্য্যন্ত এইরূপে চলিল। প্রতাপ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া যথেচ্ছাচার মন্ত্রীদিগের অধীনতাবন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। প্রতাপের তেজস্বিনী বুদ্ধি, রাজদণ্ডধারণের উপযোগিনী শক্তি, ও রণদক্ষতা ছিল। তিনি টোঙ্গা নামক স্থানে এক ঘোরতর যুদ্ধে সম্রাটসেনা ও মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজয় করিয়া কিছু দিনের জন্য চক্রাক্রান্তের ও শত্রুতা করিয়াছিলেন। তিনি পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করেন। প্রতাপ অতি বীর্য্যবান ও রাজনীতিজ্ঞ

ছিলেন। তাহার রাজ্যের উপরে অনেক বিদেশীয় শত্রুর চক্ষু পড়িয়াছিল; এবং রাজ্যের অভ্যন্তরেও সর্দ্দার ও জায়গীরদারদের মধ্যে একতাবিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। [illegible] করবহিষ্কৃত হওয়ায় জয়পুর রাজ্য অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতাপের রাজত্বে জয়পুরধনাগারের অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া যায়। দুইবারে মহারাষ্ট্রীয়দিগকেই অশীতি লক্ষ মুদ্রা দিতে হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে মধুসিংহ সিংহাসনপ্রাপ্তির জন্য রাজকোষ হইতে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া যান, তথাপি অপর ধনাগারে এত অর্থ ছিল যে প্রতাপ টোঙ্কা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শুদ্ধ ধর্ম্মোদ্দেশে চতুর্বিংশতি লক্ষ [illegible] ব্যয় করিয়াছিলেন।

১৭৯১ খৃঃঅব্দে পাটনের যুদ্ধে প্রতাপের পরাজয়, রাঠোরদিগের সহিত বন্ধুবিচ্ছেদ প্রভৃতি কারণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ত্রুকাজী হোলকার [illegible] করিয়া অনেক অর্থ [illegible] বর্ষে বর্ষে কর স্বরূপে [illegible] নিয়ম করেন। ইহার পর [illegible] পরাক্রম সিন্ধিয়া উপর্য্যুপরি কয়েকবার আক্রমণ করিয়া জয়পুরকে [illegible] করেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে প্রতাপের মৃত্যু হয়।

জগৎসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইহার ন্যায় দুষ্ক্রিয়াশালী অযোগ্য নরপতি আর কখনও জয়পুর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। ইনি সপ্তদশবর্ষ রাজত্ব করেন। এই রাজত্বসময়ে কেবল বিদেশীয়ের আক্রমণ, নগর লুণ্ঠন, চক্রান্ত, যুদ্ধ এই সকল ঘোর অত্যাচার সম্বলিত দুষ্কার্য্যের নিতান্ত প্রবলতা হইয়াছিল। [illegible] দৈনিক আকবরে অর্থাৎ [illegible] রাজঅন্তঃপুরের ঘৃণাজনক সংবাদ, রসকর্পূর নাম্নী রাজউপপত্নীর সহিত লম্পটশিরোমণি জগৎসিংহের প্রণয়ভাব প্রভৃতি কুৎসিত ব্যাপারেই পূর্ণ হইয়া যাইত। জয়মন্দিরে ন্যস্ত অর্থ সকল জঘন্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইতে লাগিল। জয়সিংহ নির্ম্মিত জগদ্বিখ্যাত বিচিত্রপুরীর অত্যুচ্চ প্রাচীর সকল লুণ্ঠনকারী দস্যুদিগের আশ্রয়স্থান হইল। বাণিজ্য এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল, কৃষিকার্য্য দিন দিন ন্যূনতাভাবে পরিণত হইতে লাগিল। রাজকার্য্যের শৃঙ্খলা [illegible] দূরে পলায়ন করিল, উপযুক্ত মন্ত্রীগণ অপদস্থ হইয়া পলায়ন করিলেন। অদ্য ফেরজী খাওয়াস নামক একজন সূচিক (দরজি) মন্ত্রীসভার সভাপতি, কল্য তাহাকে কারাগারে রুদ্ধ করিয়া একজন বনিককে সেই সভাপতির আসন প্রদত্ত হইল, পরদিবস হয় ত আর একজনের প্রতি রাজদৃষ্টি পতিত হইল। এইরূপে রাজকার্য্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। জগৎসিংহ স্বয়ং কিছুই দেখিত না, দেখিবার ক্ষমতাও ছিল না। পরিণীতা স্ত্রীগণের সহিত তাহার দেখা সাক্ষাৎ হইত না, কেবল যবনী রসকর্পূর সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে থাকিত। দুর্ব্বৃত্ত তাহাকে সিংহাসনার্দ্ধভাগিনী করিয়া তাহার মস্তকে মুকুট অর্পণ করিয়াছিল। রসকর্পূরের নামে মুদ্রা খোদিত হইয়াছিল। একদিন [illegible] এই ব্যভিচারিণী সম্রাজ্ঞী বাহাদে[illegible] [illegible] দুর্গকারাগারে [illegible]

রাগিনীর বন্ধুবর্গকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিল। কখন কখন যবনপ্রণয়িনী লইয়া হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক সর্দ্দারবর্গকে আদেশ করিত যে, রাণীদিগের প্রতি তোমরা যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাক, ইহার প্রতি সেই প্রকার করিতে হইবে। সর্দ্দারদিগের পক্ষে এ সকল নিতান্ত অসহ্য হইয়া পড়িয়াছিল। দুর্গের অধ্যক্ষ তেজস্বী চাঁদ সিংহ রাজা ও যবনীর প্রতি প্রকাশ্যে ঘৃণা প্রকাশ করায় দুইলক্ষ মুদ্রা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে অম্বরের প্রধান প্রধান প্রজালোকে দুর্বৃত্ত জগৎসিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য দলবদ্ধ হইলেন। গুপ্তচরবর্গের মুখে এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া দুরাচারের মনে ভয় হইল। অধিকন্তু রসকর্পূরের সম্বন্ধে সন্দেহসূচক কোন গূঢ় সমাচার জগতের কর্ণগোচর হওয়ায় দুরাচারিণীর সমস্ত ধনসম্পত্তি রাজভুক্ত করিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিল। সে তথায় অন্ধ হইয়া জীবনের শেষ কাল অতিকষ্টে অতিবাহন করে। জগৎসিংহ রসকর্পূরকে পরিত্যাগ করিল বটে, কিন্তু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দুর্বৃত্ততার একশেষ করিয়া গিয়াছে।

জগৎসিংহ রাজকুলসম্ভূতা চতুর্বিংশতি সংখ্যক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। নিঃসন্তান অবস্থায় লোকলীলা সম্বরণ করায় উত্তরাধিকার লইয়া অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইল। ক্ষণকালের জন্যও সিংহাসন শূন্য থাকা রাজস্থানের নিয়মানুগত নহে। ঔরস বা দত্তকপুত্রের দ্বারা চিতা প্রজ্জ্বালিত করিতেই হইবে। নরবরের রাজবংশ হইতে মোহনসিংহ নামে একটি বালক আনাইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপিত হইল, সুতরাং সেই বালক উত্তরাধিকারী হইয়া অম্বরের সিংহাসনে আরোহণ করিল। তাহা লইয়া এক ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় ব্রিটিশগবর্ণমেণ্ট গিয়া মধ্যস্থ হইলেন। এই সময়ে প্রকাশ পাইল, জগতের এক স্ত্রী অন্তর্বত্নী আছেন। তাঁহার প্রসবকাল অপেক্ষায় গৃহবিচ্ছেদ শান্তভাব ধারণ করিল। জগতের মৃত্যুর চারি মাস চারি দিবস পরে রাণী এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন।

এই বিবাদের সূত্র [illegible] করিয়া ব্রিটিশগবর্ণমেণ্ট [illegible]ছিলেন। তদবধি জয়পুরেশ্বর [illegible] সহিত সন্ধিসংস্থাপন পূর্ব্বক নিরাপদে রাজকার্য্য করিতেছেন।

সমাপ্ত।

কুক্কুর ও বিড়াল।

অথবা

স্বাধীনতা, স্বার্থপরতা এবং প্রেমের কথা।

ধীরপ্রকৃতি এবং অভিমানী পুরুষেরা উপহাস করুন, আজি আমি ক্ষণকালের জন্য আমার গাম্ভীর্য্য ও গর্ব্ব পরিহার করিয়া শীর্ষাঙ্কিত ঐ ক্ষুদ্র দুইটি জন্তুর সহিত একটুকু ক্রীড়া ও কৌতুক করিব। আমরা মনুষ্যজাতি যত বড় হই না কেন, প্রকৃতি চিরদিনই আমাদের শিক্ষক। বৃক্ষের ফল, নদীর জল, পতঙ্গ ও কীটের মৃদুপ্রাণ, পশু পক্ষীর প্রকৃতি ও সংস্কার ইহারা মনুষ্যকে প্রতি মুহূর্ত্তে, এবং নিস্তব্ধভাবে কতই কি শিক্ষা দিতেছে, এবং মনুষ্যের জীবনস্রোতকে কিরূপ বিলোড়িত, সংশোধিত ও আমূল পরিবর্ত্তিত করিতেছে, চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অবসন্ন হইতে হয়। সুতরাং ক্ষুদ্র বলিয়া ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিও না। তুমি আপনি মহৎ হইলে, ইহাদিগের মধ্যেও মহত্ত্ব দেখিতে পাইবে, এবং স্রষ্টার প্রিয় শিষ্যের ন্যায় প্রকৃতি হইতে আত্মশিক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইলে ইহাদিগের নিকটেও যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। আমি উল্লিখিত জন্তুদুইটির ক্ষুদ্রতা ও নীচাশয়তার বাহ্যিক আবরণ উন্মোচন করিয়া ইহাদের প্রকৃতিগত গুণসমষ্টির অবধারণা করিতে চেষ্টা করিব, এবং যদি ইহাতে শিক্ষণীয় কিছু পাওয়া যায়, তবে যত্নের সহিত তাহা গ্রহণ করিব।

লোকালয়ে যত প্রকার জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, অবয়বে ক্ষুদ্র হইলেও প্রকৃতিগত গুণবাহুল্যে কুক্কুর ও বিড়ালই ইহাদের সর্ব্বাগ্রগণ্য। কাহাকে কোন গৃহপালিত জন্তুর নাম করিতে হইলে সে সর্ব্বাগ্রে ইহাদেরই নামোল্লেখ করে, এবং যখন দুই প্রতিবেশিনীর মধ্যে গার্হস্থ্যের আলাপ হইতে থাকে, তখনও ভূয়োভূয়ঃ ইহাদের নামোচ্চারণ শুনিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ইহারা মনুষ্যের পোষ্য মধ্যেই গণ্য হইয়া থাকে।

মনুষ্য আপনার পাতের অন্নে ইহাদিগকে প্রতিপালিত করে, আপনি ভাল খাইলে ইহাদিগকে ভাল খাওয়ায়, এবং আপনার শিশু সন্ততির ন্যায় ইহাদিগকে সর্ব্বদা দয়া ও স্নেহের চক্ষে দেখে। কয়েক দিবস হইল বিলাতে "রয়েল সোসাইটিতে" সুপ্রসিদ্ধ Huxley সাহেব "কুক্কুর ও মনুষ্যের সাদৃশ্য" এই বিষয়ে একটি [illegible] পাঠ করিয়াছিলেন। উহা[illegible] কুক্কুরের যে আকৃতি এবং প্রকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য আছে, তাহা তিনি প্রমাণ করিতে বিলক্ষণ চেষ্টা পাইয়াছেন। ডারউইন সাহেব:

যাইয়া মনুষ্য যে নিকৃষ্ট জাতি হইতে সমুদ্ভূত এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুকুরের সহিত আমাদিগের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, সুতরাং আমরা কুকুর-বংশোদ্ভব, একথা বলিতে আমাদিগের সাহস অথবা প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু তথাপি কুকুর এবং বিড়াল এই দুই জাতি যে মনুষ্যের কতকগুলি সাধারণ গুণে বিভূষিত, ইহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। আমরা ইহারই কয়েকটি গুণ লইয়া, এই দুইজাতির পরস্পরের মধ্যে, এবং ইহাদের সহিত অন্যান্য জাতির, কিরূপ পার্থক্য আছে, বর্ত্তমান [illegible] তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

কুকুর ও বিড়াল অন্যান্য গ্রাম্য জন্তু হইতে অনেক বিষয়ে বিভিন্ন; এবং ইহারাই যে প্রকৃত মনুষ্যের পোষ্য মধ্যে গণনীয় হইবার যোগ্য, তাহারও অনেক কারণ আছে; মনুষ্য অন্যান্য জন্তুকে অত্যাচার প্রয়োগ দ্বারা সংযমিত করে; কিন্তু ইহাদিগকে মিষ্ট কথা এবং অনুগ্রহ প্রদর্শনে বশীভূত রাখে। গাভী, ছাগ, মহিষ, গর্দ্দভ, অশ্ব প্রভৃতিকে বিনা প্রয়োজনে কেহ কখনও প্রতিপালন করে না; কিন্তু ইহাদি[illegible] অনেকেই শুধু চক্ষুতৃপ্তি অথবা চিত্ত[illegible]বিনোদনমানসে পালিয়া থাকে। অন্যান্য জন্তুকে ভয়প্রদর্শন ভিন্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত করান যায় না; কিন্তু ইহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক [illegible] উপকার করে। [illegible] ভৃত্য। ইহারা [illegible] যেমন মনুষ্যের সহিত ইহাদিগের সম্বন্ধ তেমনই [illegible]।

ইহারা পরের অন্নে জীবন ধারণ করিয়াও কার্য্যতঃ স্বাধীন। তুমি একটি কুকুরকে মুষ্টিমিত অন্ন প্রদান করিলে, সে কৃতজ্ঞতায় তোমার পদানত হইয়া পড়িবে; কিন্তু তাই বলিয়া উহার অনভিমতে উহা দ্বারা কোন কার্য্য করাইতে পারিবে না। তাহাকে যে প্রতিপালন করে, সে তাহার চিরানুগত্য স্বীকার করে; কিন্তু তাহার এই সাধু প্রবৃত্তি ভয়দ্বারা সংগঠিত হয় নাই, ইহা প্রীতি ও অনুরাগপ্রণোদিত। সে আপনি ইচ্ছা করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক, নিশাচরগণ হইতে প্রভুর সম্পত্তি রক্ষা করে; কিন্তু তাহার এই অভ্যাস মানবীয়শিক্ষাসম্ভূত নহে; ইহা তাহার স্বভাবজাত। মনুষ্যের অভাব আছে বলিয়া সে পরিশ্রম করে না; কিন্তু তাহার পরিশ্রমে ভাগ্যক্রমে মনুষ্যের উপকার হয়। সে প্রয়োজনের জন্য নহে, কিন্তু প্রয়োজন তাহার জন্য।

পৃথিবীতে স্বাধীন কে? সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিলে, রাজপথের ভিখারী হইতে রাজমুকুটধারী সম্রাট পর্য্যন্ত, সকলেই কাহারও না কাহারও অধীন; এবং সমাজের বাহিরে আসিলেও, ছদ্মবেশধারী পরিব্রাজক হইতে, স্তিমিতনেত্র যোগরত তপস্বী পর্য্যন্ত সকলেই কিছু না কিছু পরাধীন। কিন্তু তথাপি স্বাধীনতা কথা তুচ্ছ করিত নহে, অথবা বিলাতী [illegible] পুচ্ছদের ন্যায় শুষ্ক শোভাস[illegible] [illegible] গৃহীত হয় নাই। যদি [illegible] কর্ণ সম্পর্ক রাখিলেই [illegible] যুক্ত হইতে হইত, তাহা [illegible] অভিধানে এই শব্দ কুত্রাপি [illegible]

...রেরই সন্ধান করিলাম। অথবা—...র। এই সজীব জলরাশিকে যে নামেই অভিহিত কর, উহা সকল সময়েই ভয়াবহ, সকল সময়েই কবিহৃদয়ের ...।

১

অমন করিয়া কেন বহিয়া না যায় রে
মানব জীবন!
অমনি চাঁদনি তলে, অমনি নীলাভ জলে,
অমনি মধুর স্রোতে, সঙ্গীত মতন,
বহিয়া না যায় কেন মানবজীবন!

২

অহো! কি স্বর্গীয় শোভা বসন্ত মধুর—
স্বপন সৃজন!
কিবা শান্তি মনোহর! তরঙ্গে পড়ে, চন্দ্র কর
আদরে আদরে বক্ষ পরশিয়া যায়,
অহো! কি শান্তির ছবি ভাসে মেঘনায়!

৩

বাঁকাবাঁকী চন্দ্রিমা মাথা চারু নীলাম্বর,
মধুর কেমন!
মিশিয়াছে অনন্তীরে! মিশিয়াছে নীলনীরে
বঙ্কিম রেখায়! কেন মিশে না তেমন,
অনন্তের সহ, এই মানব জীবন!

৪

মানব জীবন—
এত আশা, ভাল বাসা, এতই নিরাশা,
এত দুঃখ কেন?
প্রেমের প্রবাহ হায়! কেন না বহিয়া যায়,
এমন মধুরে? কেন ... ...
বহিয়া না যায় কেন শান্ত ভাবে ...?

৫

মাতার পবিত্র স্নেহ, পিতার আদর
পত্নীর প্রণয়,—
...মার মত, ...নাহি বহে অবিরত,
কেন নাহি বহে হায়! বন্ধুতা এমন—
শান্ত, সুগভীর, স্থির,—মেঘনা যেমন?

৬

সৃষ্টি কর্ত্তা! এই শান্তি, প্রাকৃত চন্দ্র কর,
দেও নাথ! জড়;
অজড়ের প্রতি নাথ! কেন এ অভিসম্পাত,
তাহার অদৃষ্টে ... ঝটিকা কেবল—
তরঙ্গ তরঙ্গ পৃষ্ঠে তরঙ্গ প্রবল?

৭

লিখিতে এ শান্তি যদি, সর্ব্ব শক্তিমান;
মানব কপালে!
আজি এই ভূমণ্ডল, হইত না মরুস্থল,
পরিপূর্ণ হাহাকার। মানব জীবন
বহিত নীরবানন্দে মেঘনা যেমন।

৮

মানবের এত দুঃখ, দয়াময় তুমি,
কিসে সহ বল?
তুমি সর্ব্বশক্তিমান, মানবের ক্রীড়া ...
এত কণ্টকিত কেন? মানব জীবন
কণ্টক কণ্টক পৃষ্ঠে, কণ্টক এমন?

৯

কমলে কণ্টক কেন, প্রণয়ে বিষাদ,
স্নেহে কেন শোক?
কামনায় তৃপ্তি নাই, যাহা চাই নাহি পাই,
বন্ধুতায় স্বার্থ বিষ, ধর্ম্মে প্রবঞ্চনা,
কীর্ত্তিতে কলঙ্ক, নারী-হৃদয়ে ছলনা?

১০

সর্ব্বশক্তিমান তুমি, ... না কি তবে,

হাসাইয়া, নাচাইয়া, চন্দ্রালোকে মাখাইয়া,
আলোক কু[illegible], স্বহাতে এমন
পার নাকি[illegible]থ! মানব জীবন?

১১

পার যদি হায়! নাথ, তবে কেন বল
দুঃখের প্রবাহ,
তরঙ্গে তরঙ্গে আসি, আশা, সুখ, স্নেহরাশি
নেয় ভাসাইয়া তার? সুখের স্বপন
মিশাইয়া যায় ওই হিল্লোল মতন?

১২

সর্ব্বশক্তিমান তুমি!
তবে একবার যাহা দেও তাহা কেন
নেও হে কাড়িয়া?
নেও যদি—পুনরায়, কেন নাহি দেও তায়,
জীবন নিবিয়া কেন উঠে না জ্বলিয়া?
যদি মেঘনার মত, আসে না ফিরিয়া?

১৩

সৃজন, পালন, যদি নিয়ম তোমার
তবে বল নাথ!
আশার কুসুম যায়, ছিঁড়িয়া জীবন-হার,
একে, একে, একে নাথ পড়িছে খসি[illegible]
রাখ কেন শূন্য[illegible] নাহি বিনাশিয়া[illegible]

১৪

রাখ কেন শূন্য-সূত্র আমার মতন,
বল দয়াময়?
ঝটিকায় ঝটিকায়, মৃণালের সূত্র প্রায়
উঠিতেছে, পড়িতেছে, জীবন যাহার,
নাহি বিনাশিয়া তা[illegible] কেন রাখ আর?

ঝটিকায় ঝটিকায় অর্দ্ধেক জীবন
গিয়াছে আমার।
আছ পাতি মেঘনাতীরে, ভাসি আজি অশ্রুনীরে,
এক দয়া কর নাথ! জুড়াও জীবন;
দেও দিনেকের শান্তি মেঘনার মতন।

১৫

অথবা এ অন্তমুখ জীবনের বেলা
ডুবাও এখন!
মিশাও মেঘনার জলে, বাসন্তী চন্দ্রিকাতলে,
হাসাইয়া, ওই ক্ষুদ্র হিল্লোল মতন,
মিশাও তরঙ্গপূর্ণ—বিষাদ জীবন!

ঘনরাম চক্রবর্ত্তী।

আমরা ব্রিটিশ রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ প্রদেশে কোন গদ্যগ্রন্থকারের নাম দেখিতে পাই না; কিন্তু অনেক কবির সুনাম আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হয়,—অনেক কবি আমাদের নয়নপথের পথিক হন; কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, আমরা কোন কবিরই জীবনবৃত্তান্ত আমূল সংগ্রহ করিতে সমর্থ নহি,—কেহই তাঁহাদের জীবনী লিখিয়া যান নাই; সুতরাং এত উত্তরকালবর্ত্তী [illegible] আমাদের সেই সকল জীবনী[illegible] সম্পূর্ণরূপে ভ্রমশূন্য হইতে[illegible]মরা বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবি[illegible]

...ঠি করিয়াছি, কিন্তু তাহা ভ্রমশূন্য কি না বলিতে পারি না; ... সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে যে, অনেক কবি এক্ষণেও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়, ঘনাবৃত সূর্য্যের ন্যায়, সাগরগর্ভস্থ মহামূল্য রত্নের ন্যায়, মরুভূমিস্থিত সুগন্ধবিশিষ্ট পুষ্পের ন্যায়, এখনও কীটদষ্ট হইয়া হস্তলিখিত পুঁথির আকারে বিদ্যমান ...ছেন। তাঁহাদের প্রশংসা করিবা... নাই; বিদ্যারসবিহীন ইতর লোকের গৃহের মঞ্চের উপর নির্জ্জনে তাঁহাদের বাস,—দুরন্ত কীট তাঁহাদের সহচর, এবং অবিরত তাঁহাদিগকে পীড়ন করিতেছে। এইরূপ হস্তলিখিত পুঁথির আকারে কত যে মহামূল্য রত্নরাশি বিক্ষিপ্ত আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমরা অদ্য শীর্ষদেশে যাঁহার ...পন করিয়াছি, ... নাম অনেকের নিক..., কিন্তু প্রকৃ... পক্ষে ইনি একজন সরস্বতীর বরপুত্র; ইঁহার রচনা যেমন সবল, তেমনই তীব্র অথচ সুমিষ্ট ও উপদেশপূর্ণ; ইনি কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী বা কৃত্তিবাস ও কাশীদাস কাহারই নিম্নস্থানীয় নহেন, অথচ ইঁহার শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রায় সকলেরই অপরিচিত। এইরূপে আমরা আরও দুইচারিজন সাধারণের অপরিচিত অথচ সুকবির নামোল্লেখ করিতে পারি, যথা—রূপরাম, রুদ্ররাম, রঘুনন্দন। বোধ হয় কেহই ইঁহাদের নাম শ্রবণ করে... আমাদের কোন বাসনা, ... সকল কবির জীবনবৃ... ...শ করিয়া সর্ব্বসাধারণের ... এইরূপ করিলে যে ক্রমশঃ তাঁহারা সকলেরই পরিচিত হইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই। আ... সকল কবির নামোল্লেখ করিলাম, তাঁহাদের কাহারও গ্রন্থ এক্ষণেও মুদ্রিত হয় নাই। আমরা অনেক কষ্টে দুই তিন খানি পুঁথি হস্তগত করিয়াছি, সুবিধামতে সে গুলি জনসমাজে প্রচার করিব এইরূপ বাসনা।

বঙ্গীয় পূর্ব্বকবিসম্প্রদায়কে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—প্রথম গীতিলেখক (Lyric poets), দ্বিতীয় মহাকাব্যপ্রণেতা (Epic poets); বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাথমিক কবিগণ প্রথমশ্রেণীর অন্তর্ভূত; মুকুন্দরাম, ঘনরাম, কৃত্তিবাস, কাশীদাস প্রভৃতি দ্বিতীয় দলের চূড়া। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ বৃহৎ ...ব্যের মুখ পর্য্যন্ত অবলোকন করেন নাই। ...ই ষোড়শ শতাব্দীতেই বঙ্গদেশ নানা প্রকার উন্নতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে;—একদিকে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে মহাবিপ্লব ঘটাইয়াছেন, অন্যদিকে টোডরমল্ল প্রভৃতি রাজনৈতিকগণের দ্বারা রাজনীতি সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন; আবার এই সময়েই বঙ্গীয় সাহিত্য নবীন অনুরাগে, নবীনভাবে, নূতন তানে সমুদিত হয়; এই ষোড়শ শতাব্দীতে ...ন্দরাম চণ্ডীকাব্য, এবং কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণ প্রণয়ন করেন। বর্দ্ধমান অঞ্চলে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের মধুময়, অমৃতনিস্যন্দিনী বীণাঝঙ্কার নীরব হইলেই ঘনরামের মোহনভেরী নিনাদিত হইতে লাগিল। আবার ইঁহার ভেরীধ্বনি নিস্তব্ধ হইলে ভারতচন্দ্রের সুরধ্বনিবিমিশ্রিত শ্রীকণ্ঠগীতি লোকের চিত্তাকর্ষণ

করিল। এইরূপে পূর্ব্বকালে বর্দ্ধমান অনেক সুশ্রাব্য মোহনসঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছে। তখন বঙ্গদেশের এই অংশই ইহার জন্ম সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল; মুকুন্দরাম, ঘনরাম, রূপরাম, ভারতচন্দ্র, কাশীরাম প্রভৃতি বিখ্যাত কবিগণ এই অঞ্চলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; ইঁহারাই নানাবিধ আভরণে দীনা বঙ্গীয় সাহিত্যকে বিভূষিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, সেই বর্দ্ধমানই এক্ষণে বঙ্গদেশের অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা বিদ্যাচর্চ্চায় হীনপ্রভ;—ইহা অবশ্যই অতীব দুঃখের বিষয়।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই মুকুন্দরাম বর্দ্ধমান অন্তর্গত দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম আমাদের রায়ণা হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণ। ইহার বংশধরগণ এক্ষণও রায়ণা থানার অন্তর্গত বড়বৈনা গ্রামে বসবাস করিতেছেন। ইহাদের নিকট কবির হস্তলিখিত একখানি চণ্ডীকাব্য আছে; সে খানিকে ইহারা অতিশয় শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১৫৯০ শকাব্দার বা ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ঘনরাম কৃষ্ণপুর গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই গ্রাম আমাদের রায়ণা হইতে চারিক্রোশ পশ্চিম; ইহার বংশধরগণ অদ্যাপি উক্ত গ্রামেই বাস করিতেছেন; ইহাদের নিকটও কবির স্বহস্ত লিখিত এক খানি শ্রীধর্ম্মমঙ্গল আছে, তাঁহারা ইহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। ঘনরামের পিতার নাম গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তী, মাতার নাম সীতাদেবী যথা—

মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিবন্দ্য নাম শান্ত গৌরীকান্ত পিতা॥
প্রভু যাঁর কৌশল্যানন্দন কৃপাবান।
তাঁর সুত ঘনরাম মধুরস গান॥

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রথমপালা।

কথিত আছে ইনি বাল্যকালে অতিশয় তেজস্বী ছিলেন;—তাঁহার সমবয়স্ক কেহই বলে ইহার সমকক্ষ ছিলেন না। অথচ সকলের সঙ্গেই বিবাদ করিতেন। অধ্যয়নে ইহার প্রগাঢ় যত্ন ছিল, এমন কি চতুষ্পাঠীর মধ্যে কেহই ইহার সমকক্ষ ছিলেন না। কিন্তু গৌরীকান্ত তাঁহাকে বিবাদপরায়ণ দেখিয়া তাঁহাকে রামবাটী গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। এই গ্রামবাটী পূর্ব্বকালে বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এখানে অনেক পণ্ডিতের বাস এবং অনেক প্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠী ছিল। এই গ্রাম রায়ণার অতি সন্নিকট। ঘনরাম এখানে অবিবাদে যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, এবং কিছু দিনের মধ্যেই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার কাব্যে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল; এই জন্য নিজ পাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা তিনি সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ সর্ব্বদা আলোচনা করিতেন; কখন কখন ঐ সকল পুস্তক হইতে কোন বিষয় লইয়া কবিতা রচনা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেন। তাঁহার কবিতা রচনা তখনই এত উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল যে, তাঁহার গুরু তাঁহার ভাবী উন্নতির লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে "কবিরত্ন" এই উপাধি প্রদান করেন।

ভাবি গুরু-পদ দ্বন্দ্ব, দুই এক কাব্য ছন্দ,

কবিতা করিতাম পূর্ব্বকালে।
শুনে হয়ে কৃপান্বিত, বলিতে বলিলা গীত,
গুরুব্রহ্ম বদনকমলে॥
নিজ গুণে হয়ে তুষ্ট, নাম দিলা "কবিরত্ন,"
কৃপাময় করুণা আধান।
শুনি অসম্ভব ভাস, লোকে পাছে উপহাস,
তায় তুমি আপনি প্রমাণ॥

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রথম পালা।

ঘনরাম যে সময় রামবাটীতে অধ্যয়ন করেন, তখন রূপরাম নামে তাঁহার এক সমপাঠী ছিলেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই ঘনরামের লেখার ঈর্ষা করিতেন; অথচ কাব্যের প্রতি রূপরামের তত অনুরাগ ছিল না। এদিকে ঘনরাম কাব্যপ্রিয়, সুতরাং তিনিও কাব্যের আদর করিতেন, এবং তাঁহার ন্যায় সময়ে সময়ে দুই একটি কবিতা লিখিতেন। এইরূপ অবস্থায় ঘনরামের যৌবন সীমা অতিক্রান্ত হইলে ঘনরাম রামবাটীর পাঠ সমাপ্ত করিয়া নিজগৃহ কৃষ্ণপুর চলিয়া গেলেন। তথায় একখানি মহাকাব্য রচনা করেন, সেই গ্রন্থখানির নাম "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল"। এই কাব্যখানি তিনি বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের আনুকুল্যে রচনা করেন। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের স্থানে স্থানে ইঁহার নাম সংযোজিত আছে যথা;—

অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান
চিন্তা তাঁর রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রথম পালা।

এই গ্রন্থখানি গীত হইবে বলিয়াই তিনি রচনা করেন,—তাঁহার সময় হইতেই ইহা চারিদিকে গীত হইতেছে। ঘনরামের নাম এ অঞ্চলে সুবিখ্যাত হইয়া উঠিলে রূপরাম আর তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনিও একখানি শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থখানিও গীত হইয়া থাকে; কিন্তু ইঁহার লেখা ঘনরামের লেখার ন্যায় প্রাঞ্জল ও সরস নহে। ইঁহার লিখন পরিশ্রমপ্রসূত বলিয়া জ্ঞান হয়। কিন্তু তা বলিয়া অত্যন্ত কর্কশ নহে—স্থানে স্থানে বিশেষ কবিত্বশক্তির পরিচয় আছে। ঘনরাম ইঁহার কবিতা ও গান সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

(লোকে) শব্দ শুনে স্তব্ধ হবে গান শুনবে কি?

রূপরামের মঙ্গল, খোল করতাল সংযোগে গীত হইয়া থাকে।

ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল চতুর্ব্বিংশতি পালায় (Canto) বিভক্ত; প্রত্যেক পালায় এক হাজার করিয়া শ্লোক আছে;—তাহা হইলে সমগ্র কাব্যখানিতে প্রায় চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক আছে। এই চতুর্ব্বিংশতি পালার নাম যথাক্রমে—১ম স্থাপন; ২য় অজয়টেকুর; ৩য় রঞ্জাবতীর বিবাহ; ৪র্থ হরিশ্চন্দ্র; ৫ম রঞ্জাবতীর শালেভর; ৬ষ্ঠ লাউসেনের জন্ম; ৭ম আখড়াগৃহ; ৮ম ফলক নির্ম্মাণ; ৯ম গৌড়যাত্রা; ১০ম কামদলবধ; ১১শ জামতি নগর; ১২শ গোলাহাট; ১৩শ হস্তীবধ; ১৪শ কামরূপ যাত্রা; ১৫শ কামরূপ যুদ্ধ; ১৬শ সিমুলা; ১৭শ মায়ামুণ্ড; ১৮শ ইছাই বধ; ১৯শ বাদল; ২০তি পশ্চিমোদয় আরম্ভ; ২১তি মহামদের ময়না আক্রমণ; ২২তি জাগরণ; ২৩তি পশ্চিমোদয়; ২৪তি স্বর্গারোহণ।

ঘনরাম এই [illegible] আরম্ভ করেন তাহার স্থিরতা নাই;—গ্রন্থের কোন স্থলেই তাহার উল্লেখ নাই। তত্রাপি তিনি যখন যৌবনকাল অতিক্রম করিয়া স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময়েই [illegible]ছিলেন তাহা নিশ্চয়। তাহা হইলেই আনুমানিক ১৬২৬ শকে অর্থাৎ ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এই গ্রন্থখানি লিখিতে প্রবৃত্ত হন এবং ১৬৩১ শকে বা ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ইহার লেখা সমাপ্ত করেন যথা—

সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাহিক স্মরণ।
শুন, সবে যে কালে হইল সমাপন॥
শকে লিখ রাম [illegible] রস সুধাকর।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল চতুর্ব্বিংশতি পালা।

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে ঘনরাম, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের পূর্ব্ববর্ত্তী; ভারতচন্দ্র ১৬৩৪ শকে বা ১৭১২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ঘনরামের গ্রন্থপ্রণয়নের প্রায় ত্রয়োদশ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৬৭৪ শকে অর্থাৎ ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে অন্নদামঙ্গল রচনা শেষ করেন; তাহা হইলেই ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের প্রায় ৪৩ বৎসর পরে তিনি অন্নদামঙ্গল প্রণয়ন করেন। ঘনরাম ভারতচন্দ্রের সমকালীন লোক নহেন; ঘনরামের বয়স যখন ৫৩ বৎসর তখন তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং যে সময়ে ভারতচন্দ্রের প্রতিপত্তি হয়, সে সময়ে তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিম্বা কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন। জীবিত থাকিলে তাঁহার বয়স তখন প্রায় ৯০ বৎসর হইবার সম্ভাবনা; কারণ ভারতচন্দ্রের প্রতিপত্তি হইতে অন্ততঃ ৪। ৫ বৎসর লাগিয়াছিল।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল বীররস প্রধান মহাকাব্য; লাউসেন, কর্পূরসেন ইহার নায়ক; তন্মধ্যে লাউসেনই প্রধান, এবং ইহাকেই ইহার নায়ক বলিতে হইবে। অমলা, বিমলা, কলিঙ্গা, কানড়া, লাউসেনের এই চারি স্ত্রীর চরিত্রগত বিবরণ; লক্ষ্মীজোয়ানীর চরিত্র, ধুমসীর চরিত্র প্রভৃতি স্ত্রীচরিত্র পাঠ করিয়া অনেক স্ত্রীলোক সদুপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন; সুরিক্ষা, শুরিক্ষা প্রভৃতি দুষ্টা স্ত্রীর চরিত্র ও শাস্তি দেখিয়া অনেক নীতিশিক্ষা হইতে পারে। আমরা বলি ঘনরামের এই শ্রীধর্ম্মমঙ্গল অধুনা স্ত্রীগণের পাঠ্য পুস্তক বলিয়া গ্রহণ করিলে ভাল হয়। ইহাতে তাঁহারা কামিনী, ভামিনী, দামিনী, তারিণী প্রভৃতি নবেল, নাটক অপেক্ষা অনেক শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা করিতে পারেন; বিশেষ দেশীয় কোন মহাকাব্য পাঠ না করিলে কখনই সে দেশীয় লোকের ভাষায় [illegible]রূপ অধিকার জন্মে না। আমরা সেই জন্যই বলি, যেমন আজি কালি রামায়ণ ও মহাভারতের প্রতি স্ত্রীলোকগণের ভক্তি হ্রাস হইয়াছে, তেমনিই এই নূতন মহাকাব্যের উপর তাঁহাদের ভক্তির উদয় হউক; তাহা হইলে রামায়ণ ও মহাভারত উপেক্ষা করিয়া যে অনিষ্ট হইতেছে, সে অনিষ্ট আর ততদূর হইতে পারিবে না। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয়, ইহা স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করা হইয়াছে।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গীত হইয়া থাকে; এই জন্য পালার ও পরিচ্ছেদের উপরে একটি করিয়া ধুয়া আছে, সে গুলি ঘনরামের রচিত নহে। গীত গাহিবার সুবিধার নিমিত্ত তাঁহার

যখন সেই গঠনে এই দিব্য বস্তুর স্ফুরণ হয়, তখনই তাহা জীবন্ত কাব্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতকে পবিত্র করিতে থাকে।

আবার জিজ্ঞাসা করি কাব্য [illegible] বলে? বলিতে পার কি [illegible] দেলিস্কির মার্সিলীয় সঙ্গীতে আজি পর্য্যন্ত ফরাসি জাতিকে স্বদেশহিতৈষিতামোহে উন্মাদিত করিয়া থাকে? কি গুণে দেলস্কির দৈবনির্দিষ্ট অিচক্ষু সেনাপতি, রণকার্য্যে পূর্ণ অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, কেবল এক সঙ্গীতামোদে মাতাইয়া গ্রীকসৈন্যবর্গকে রণজয়ে সমর্থ করাইয়াছিলেন? কি গুণে আর্য্যসংসারে আর্য্যঋষির গীতিসমূহ বেদবচনরূপে পরিণত হইয়া মানবমণ্ডলীর ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে? কি গুণে হোমারীয় স্তোত্রসমূহ দেবমন্ত্ররূপে পরিণত হইয়া গ্রীকজাতিবর্গকে সুপথে এবং ধর্ম্মপথে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে? সে গুণ কি তাহা বলিতে পার না পার, এবং তাহার নাম যাহাই হউক, তাহাকেই কাব্যের মূল, এবং তাহা[illegible] কাব্য বলিয়া জানিও।

তুমি [illegible] আছ কি না বলিতে পারি না, কিন্তু তা যাহাই হউক, জানিও আমরা জগতরূপি কর্ম্মক্ষেত্রে সকলেই কর্ম্মরত। সামান্য পরমাণু হইতে বৃহত্তম জ্যোতিষ্কপিণ্ড পর্য্যন্ত, কি জড় কি অজড়, আমরা সকলেই অবিশ্রান্ত কর্ম্মরত। শান্তি নাই, বিরাম নাই, অনবরত অনন্ত কর্ম্মপথে প্রধাবিত হইতেছি। আমাদের এই কর্ম্মপথ কামনাহেতুক, এবং কালচক্র বাহিয়া উহার স্থিতি। কালচক্রেরও, চক্রধর্ম্মানুরূপ আহ্নিক এবং বার্ষিক গতি আছে। এই দ্বিবিধ গতিবশে, জীবনযাত্রায় নিত্য অবস্থাবৈচিত্র এবং নৈমিত্তিক অবস্থাবৈচিত্র ঘটিয়া থাকে। কি ব্যক্তিগত জীবন, কি জাতিগত জীবন, উভয়েতেই উহা সমান প্রযুক্ত। আমরা আমাদিগের কর্ম্মপথে প্রতিনিয়ত নিত্য বা নৈমিত্তিক অবস্থা বিপর্য্যয়ে, বা অবস্থান্তর ঘটনে, পথবিভ্রান্তের ন্যায় আ[illegible] এবং রোরুদ্যমান হইয়া থাকি; অথচ কি[illegible] নিরাকরণ, কিছুই নিরূপণ করিতে সমর্থ হই না।—কি যেন বলিব বলিব করিতেছি, অথচ বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না; কি যেন ভাবিয়া ভাবিয়া হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে, অথচ কি জন্য তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না; কি যেন খুজিয়া খুজিয়া ভ্রমবিভ্রান্ত হইতেছি, অথচ তাহা কি জন্য, অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য বস্তু কিরূপ, তাহা অনুমান করিতে পারিতেছি না। এইরূপ মূঢ়ের ন্যায় আঁধারে পড়িয়া দিগ্বিদিক্‌শূন্য হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছি; অথচ কালচক্র আমাদিগের পশ্চাৎ হইতে পাছে পশ্চাৎ হইয়া পড়ি বলিয়া, অনবরত তাড়না করিতেছে। যেন বস্ত্রবদ্ধনয়ন মানব, প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে আবদ্ধ হইয়া, যেদিকে যাইতেছে সেই দিকেই প্রাচীর কপালে ঠুকিয়া পড়িতেছে; অথচ যাও যাও করিয়া পিছন হইতে বেত্রাঘাতেরও ত্রুটি হইতেছে না। এরূপ অবস্থা, কি ব্যক্তিগত জীবন কি জাতিগত জীবন, উভয়েতেই সমান আসিতেছে, যাইতেছে; তবে কে কতদূর এই দুর্বিপাক নিরসনে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে, কেই কেই বা নিষ্কৃতি পাইবার পূর্ব্বেই পৃষ্ঠ ভাঙ্গান দেয়, তাহা তাহাদিগের স্ব স্ব কর্ম্ম গুণের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

যাঁহারা এরূপ দুর্বিপাক নি[illegible] করিয়া উদ্ধার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ধন্য এবং যথার্থ ধন্যবাদের পাত্র। প্রাচীরআবদ্ধ বদ্ধচক্ষু বেত্রাঘাতপীড়িত মানবকে যে যে সহসা চক্ষু মোচন করিয়া নিরাপদ গন্তব্য মুক্তি স্থানের সুখাভাস দিয়া থাকে; এবং যে সেই গন্তব্য স্থানের প[থ] অবধান করিয়া পৌঁছনের উপায় করিয়া দেয়; সেই সেই ব্যক্তি সেই বন্ধন মুক্ত ব্যক্তির নিকট, কতই কৃতজ্ঞতা, কতই ভক্তির পাত্র হইবার সম্ভব। মানব জীবন, জাতীয় জীবন, ইহাদের তদ্রূপ উদ্ধারকর্ত্তার পক্ষেও অবিকল সেইরূপ। ঘোর কর্ম্ম বিপাকে যাহারা উক্ত প্রকার সুখাভাস দানে চক্ষু মোচন পূর্ব্বক আশ্বস্ত এবং উৎসাহিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা কবি; এবং যিনি সেই সুখাভাস-আকর্ষিত গতির বিপদ নিরাকরণ করিয়া উদ্ধার করিয়া থাকেন; তি[নি] তত্ত্ববিদ্। আর আর যাহারা, তাঁহারা এই যাত্রা-উপযোগী উপকরণসংগ্রাহক এবং তৎপ্রযোজক মাত্র। এই সংসারে কবি এবং জ্ঞানতত্ত্ববিৎ, এই সুমহৎ কার্য্য করিয়া থাকেন বলিয়াই, সংসার তাঁহাদিগের নিকট এত কৃতজ্ঞ, তাঁহাদিগের প্রতি এত ভক্তি দেখাইয়া থাকে। সেই জন্যই রাজা, রাজপুরুষ বিজ্ঞানবিৎ, অজ্ঞানবিৎ, সকল ফেলিয়া, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের নাম স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখে। সেই জন্যই হোমার ভিক্ষুক হইলেও, হোমরের রাজা ফেলিয়া হোমার চিরস্মরণীয়; সেই জন্যই আর্য্যঋষি চির পরাধীন অরণ্যবাসী হইলেও, লোকসমাজে পূজ্য।

পূর্ব্বে যে সুখাভাসের কথা বলিলাম, উহাকে আদর্শ, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাহাকে Ideal বলে। এই আদর্শই আমাদের কর্ম্ম নির্দ্দেশক ও কর্ম্মনিয়োজক এবং কর্ম্ম প্রাণ, অথবা কর্ম্মই উহার বিস্তার ও সম্প্রসারণ বলিলে হয়। কর্ম্ম পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলেই আদর্শের সিদ্ধতা। আমরা কর্ম্মরত জীব, কর্ম্মই এ জীবনের পরিমাণ, সুতরাং কর্ম্মেই সুখ, আদর্শে সেই সুখের পূর্ণতা। সেই সুখ ভিন্ন পৃথিবীতে আর শ্রেষ্ঠ সুখ নাই। আমি বুঝিতেছি বাঞ্ছারাম, তুমি এ কথায় বিশেষ চটিতেছ, বিশেষ তুমি যখন সুখ ভিত্তি জ্ঞানে বাহ্য সম্পদ সংগ্রহার্থে এ বয়স ধরিয়া মাথার [illegible] ফাটাইয়া আসিতেছ। তুমি ভাবিতেছ, সুখ যাহা তাহা বাহ্যসম্পদে। বাঞ্ছারাম, সম্পদে যদি সুখ থাকিত, তবে [illegible] কাঁদে, মেথর হাসে কেন? প্রকৃতি এমনই সুচতুরা যে, পরিমাণ অনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন কাহাকেই কিছু কিছু দেয় না। সুখ ত সুখ, যে কো[illegible] দেখিয়া প্রার্থনাবান হইবে, অগ্রে তা[illegible] পরিমাণ অনুরূপ বস্তুবিশেষত্যাগে প্রায়শ্চি[illegible], তবে তাহা পাইবে। তাস দাবা খোষগোষাক বা অর্থসাধ্য বিলাস বস্তুতে সুখ নাই। উহা দুঃসহনীয় কালকে বালকোচিত বিস্মৃত ও ফাঁকি দিবার পন্থা মাত্র। বাহ্য সম্পদ বা এসকলে সুখ নাহি। সুখ, চিত্তের তৃপ্তি; এবং উহা রাজা প্রজা সকলেরই নিকট সমান সুসাধ্য। এই জন্যই উচ্চ নীচ নানা পর্য্যায়, নানাবৃত্তি রত হইলেও, সকলেই যথাশক্তি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া বাঁচিতেছে; নতুবা বাঁচিত না, কাঁদিয়া মরিত।

এই তৃ[...]োৎকর্ষ আদর্শের পূর্ণ অনু-
সরণ ব্যতীত হয় না। তোমার বাহুব[...],
খা তাদ যাবার জন্য কয়জন লোক আত্মব-
লিদান দিয়াছে? আর দেখ আদর্শের খা-
তিরে কত অসংখ্য অসংখ্য! নাম শুনিতে
চাও, সক্রেটিস দেখ, যিশুখৃষ্ট দেখ, মধ্যযু-
গের খৃষ্টশিষ্যদিগকে দেখ, নেপোলিওন
দেখ; এ সকল বড় বড় নাম, ইহাদের আ-
দর্শভক্তিও, সহসা মনে ধারণা করা সুক-
ঠিন। ছোট ছোট নাম দেখিতে চাও,
ইতিহাস খোল, বা চক্ষু থাকে তবে তোমার
পার্শ্বস্থ কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আরও
ছোট ছোট দেখিতে চাও, আলোকাকৃষ্ট
পতঙ্গদিগের প্রতি নিরীক্ষণ কর; দেখ,
কেমন অকাতরে আত্ম[...] বলিদান করি-
তেছে। বাঙ্গালায়, এই আদর্শকেই কাব্য
কহে। এই জন্যই কাব্যের আ[...]কল
হইতে এত অধিক; এই জন্যই [...]হিয়া
সংসার পাগল।

কাব্য অপার, অনন্ত এবং ইহার তা-
গুারও অ[...]। আচকধারী স্বয়ং অনন্ত
দেব। এ[...] সংসারে গ্রাহক এবং বাহক
[...] হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। গ্রা-
হকেরা গ্রহণ করিতে পারিলেই, বাহক
প্রস্তুত। কিন্তু তথাপি অনেক মূর্খ আছে
যে, যাহারা বলিয়া থাকে যে, উন্নতির সঙ্গে
সঙ্গে কাব্যেরও উৎপত্তিহ্রাসতা হইয়া থাকে।
সুতরাং বলিতে হয় যখন একেবারে অধিক
উন্নতি হইবে, তখন কাব্যও একেবারে
হ্রাসপ্রায় হইবে। অতি সুবোধের কথা,
[...] এই খানেই আমাদের সকল শেষ
হ[...]তি। এ উন্নতি আমার
নক্ষ[...]দের উনবিংশ শতাব্দী বিশেষ;
কা[...]বাস জলে তাহার [...]। উন্নতি
কাহাকে বলে, সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধ-
নের নাম উন্নতি। কাল যখন [...]
ক্রমান্বয়ে আগত হইতেছে, তখন তাহারই
মত প্রস্তুত হওয়াকে উন্নতি বলে। ঘোড়ার
গাড়ি ছাড়িয়া রেলের গাড়ি পাইয়া ভাবি-
তেছ, আমি তুমি অত্যন্ত উন্নতি করিয়াছ;
তুমি জানিও মানবমণ্ডলী যে দিন [...]র
গাড়ি ছাড়িয়া ঘোড়ার গাড়ি পা[...],
তাহারাও সে দিন অবিকল [...]
য়াছিল। আবার যে দিন [...]ড়ি
ছাড়িয়া লোকে হাওয়ায় চলিতে [...]বে,
সে দিনও তাহারা সেইরূপ ভাবিবে। অত-
এব ভাবনারও অন্ত নাই, কালেরও অন্ত
নাই, সুতরাং উন্নতিরও অন্ত নাই। ইহারা
তিনই সৃষ্টির দিনে এক সঙ্গে বাহির হইয়া
ছিল, তিনই এক সঙ্গে এরূপে [...]পদে
[...]াসিয়াছে; এবং তিনই এক সঙ্গে
এরূপে [...]পদে চলিয়া যাইবে। দুর্দমনীয়
কালই সকলের মূল; আপনিও [...]
ছুটিয়া চলিয়াছে, আমাদিগকেও ছুটাইয়া
লইয়া যাইতেছে। যদি সঙ্গে সঙ্গে যাইতে
পারিলাম তবেই ভাল, তবেই উন্নতি, নতুবা
অধঃপতন। অতএব উন্নতির সঙ্গে কাব্য-
হ্রাসতার সম্বন্ধ কি? [...]
বলিয়া থাক যে, চিত্ত [...]
সূত হওয়ায়, এবং ম[...]
বশতঃ যুক্তিতর্কের সমধিক প্রয়ো[...]
ক্ষীণবল হইবায়; মানবচিত্ত বস্তুস্থিতি[...]
চিত্রণকে কাব্য বলিয়া থাকে? কাব্য [...]
তাহাদিগের সাপেক্ষাধীন হইবে? প্রত্যুতঃ

সেই সেই শব্দ বিদ্যার কাব্যেরই বহুবিস্তার ও কাব্যস্রোতের ফল নহে কি? আগে কাব্য, পরে উন্নতি; অথবা কালোচিত ক্রিয়াদর্শ কাব্যকেই যথাবিহিত অনুসরণ করার নাম উন্নতি। অতএব উন্নতির সঙ্গে কাব্য ফুরাইবে কেন? তবে আমাদের কর্ম্ম ফুরাইলে, কর্ম্মাদর্শ কাব্য ফুরাইতে পারে বটে; কিন্তু কর্ম্মও ফুরাইবার নহে, সুতরাং কাব্যও ফুরাইবার নহে। উভয়ই অনন্ত। অদূরদর্শী, বাহিরচটক, জ্ঞানমূঢ় মেকলে যখন ইংলণ্ডে বসিয়া উন্নতির সঙ্গে কাব্য ফুরাইল বলিয়া [illegible] করিতেছে; ঐ দেখ তখন জার্ম্মান ভূমির দিকে তাকাইয়া দেখ, কি অদ্ভুত দৃশ্য! বিরাটমূর্ত্তি, জগতকবি গেটে, প্রভাতরবির ন্যায় জার্ম্মানগগনে সমুদিত হইয়া, জ্যোতিবিস্তারে মধ্যাহ্নগগন অভিমুখে সমাগত হইতেছেন। জ্ঞানমূঢ় তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না. পাইবার কথাও নহে। গেটেকে যাহারা দেখিবে, তাহার অন্ততঃ মেকলের দুইশত বৎসর পরে জন্মিবে।

এই মনুষ্যসংসারে প্রকটিত যাবতীয় শাস্ত্রের মধ্যে, প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে, কেবল কাব্য ও মনস্তত্ব শাস্ত্রই আধ্যাত্মিক; অপর আর সমস্তকে ভূতসাপেক্ষ, আধিভৌতিক বলা যাইতে পারে। আমাদের [illegible] এবং অ[illegible] সমাবেশে [illegible] আধ্যাত্মিক এবং আধি[illegible] প্রয়োজনজাতেই বে[illegible] তন্মধ্যে আধিভৌতিক, উপকরণ; [illegible] আধ্যাত্মিক, ফলভাগ। এই ফলভো[illegible] [illegible] রূপভাগের সম্বন্ধ।

কাব্য এবং জ্ঞানতত্ব আমাদিগের সেই আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের বিজ্ঞাপক ও পূরক। কাব্য আমাদিগের এই জীবনগতির কর্ম্মভাব, জ্ঞানতত্ব তাহার বিজ্ঞতা। অথবা অন্য কথায়, কাব্য আমাদিগের আধ্যাত্মিক দেহের, দৃষ্টমূর্ত্তি সৌন্দর্য্য; জ্ঞানতত্ব তাহার দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসংস্থান। আর সমস্ত শাস্ত্র আধিভৌতিক প্রয়োজনপূরক। আমি যে কখন মাটী কাটিতেছি, কখন আকাশ মাপিতেছি, কখন বা জাহাজ চালাইতেছি, সে কেবল আমার আধ্যাত্মিক আদর্শ কলে সাধন করিবার জন্য। যতক্ষণ আমার সেরূপ সাধন উদ্দেশ্য না হইবে, ততক্ষণ আমি কখনই সেই সেই কার্য্যে সুখ পাইব না বা রত হইব না। একথা শুনিয়া যেন এমন বুঝিও না যে, আধ্যাত্মিকভাব হইতে আধিভৌতিক ভাব হেয়। হেয় কেহই নহে। আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক উভয়ে পৃথক বস্তু নহে, একই বস্তুর দুই বিভিন্ন দিকমাত্র। ভৌতিক, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হইয়াছে; আত্মিক যাহা ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রত্যক্ষ হয় নাই, কেবল [illegible] দ্বারা প্রত্যক্ষ বলিয়া মানা যায়। এই ভৌতিক পৃথিবীতে স্থূলশরীরী হইবায়, আমাদের সমক্ষে, আত্মিক এবং ভৌতিক উভয়ে উভয়ের সাপেক্ষাধীন। সুতরাং উহাদের [illegible] সঙ্গতেই আমাদের জীবনগতির সৌন্দর্য্য ও তাহার পূর্ণতা। ইহার যে কোন দিকে ব্যতিক্রম ঘটিলেই বিপদ।

মূর্খ! খালি অতিশিক্ষিত [illegible] গান দেখিয়া নাচিলে কি হইবে; পায়ের সাহায্য না থাকিলে যাইবার উপায় [illegible] বুদ্ধি [illegible] আকাঙ্ক্ষা [illegible] তে

দেখিয়া থাক, তাহা হইতে একান্তেতর ধরিলে ক্ষতি নাই। ফলতঃ অনেকে, বিশেষ নাগ্য-ধর্ম্মাশীয় এবং অধুনাতন দুই একজন প্রচারকও, কেবল আধ্যাত্মিক ভাব ধরিয়া এইরূপে [illegible]হারে উদরপূর্ত্তি করিতে চেষ্টা করিয়া [illegible]ন। একটি ছাড়িয়া কেবল একটি ধরিলে, সামঞ্জস্য রহিল কোথায়? যেখানে সামঞ্জস্যের অভাব, সেখানে ফলেরও অভাব। স্ত্রীগুণ ও পুরুষগুণের একত্র সমাবেশ ভিন্ন [illegible]র উৎপত্তি নাই। আমাদের এই জীবনে আধিভৌতিক প্রয়োজন পুরুষ-গুণ। নাস্তিকে তাহা বুঝে না। এই জন্য ভৌতিক শাস্ত্রের যে অবধা গোড়া, সে [illegible] রসাদির সৌন্দর্য, কাব্যাদির [illegible] আহার হৃদয় শুষ্ক। [illegible] কাব্যাদিরও যে অবধা গোঁড়া, সে অন্যশাস্ত্রের মর্ম্মাবধারণে ও তাহাদের প্রয়োজন নিরাকরণে অক্ষম; তাহার হৃদয় রসশূন্য নহে; কিন্তু তথায় রসের আধিক্য হেতু সে বাহ্যবুদ্ধিতে বঞ্চিত। অতএব উভয়েরই উভয় দিকে অন্ধের মৃগয়া মাত্র।

কাব্যের অন্তঃ-ভাব (Subjective nature) ভৌতিক না হইয়া সর্ব্বদাই আত্মিক হওয়ায়, তদ্বিষয়ীভূত যে আদর্শবস্তু, তাহা সর্ব্বদাই মনুষ্যের অন্তঃপ্রকৃতিকে উত্তেজিত, [illegible] ও পরিশীলন করিয়া থাকে; এবং সেই অন্তঃপ্রকৃতিরূপ দ্বার দিয়া শেষে আধিভৌতিক উপকরণ সহযোগে কার্য্যরূপে ভৌতিক মূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়। কাব্যের বিষয়ীভূত সেই আদর্শই যথার্থ আদর্শ, যাহা ভাব-বিকাশক, ভাব[illegible] [illegible]

চর করিয়া দেয়। যে কাব্য এরূপ আদর্শ-প্রাণ, তাহাই যথার্থ কাব্য; তাহাই বহুকাল এ [illegible] জীবিত থাকিয়া, মঙ্গলসাধন করিয়া থাকে। যাহা এরূপ নহে, তাহা কাব্যও নহে; এবং তাহাদের জীবনকালের সংখ্যাও অতি সামান্য। কথা এই, যাহার যত দিন এ সংসারে প্রয়োজন, সে ততদিন বাঁচিবে; আর সেই বস্তুরই প্রয়োজন, যাহার অভাব। কিন্তু যাহা আমি জানি, তাহা যদি জানাইতে আইস; যাহা শুনিয়াছি, তাহা যদি শুনাইতে আইস; [illegible] আমি করিতেছি, তাহাই যদি করাইতে আইস; তাহা হইলে কেন আমি তোমাকে গ্রাহ্য করিব। এমনও কখন কখন হইতে পারে বটে যে, তুমি সেই সেই বিষয় নানা অলঙ্কারযুক্ত ও কৌশল-আবৃত করিয়া, আমার সমক্ষে নূতন বলিয়া পরিচয় দিয়া, ক্ষণেকের তরে আমাকে ভুলাইতে পার; কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য?—চেনা জিনিস চিনিতে কতক্ষণ লাগিয়া থাকে? একবার মাত্র চোখ্ চাহিয়া ভিতর পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিলেই তোমার জুয়াচুরি ফাঁক! বাহাবাস, এই জন্যই ঈশ্বরগুপ্ত "ব্যাপ্ত চরাচর, যাহার প্রভাবে প্রভা করে প্রভাকর" হইয়াও, এখন দেখ, একেবারে লুপ্তনাম! কলিকাতা এবং দেশশুদ্ধ বাবু সাহেবদের বাহবা পাইয়া, সৌভাগ্যের [illegible] বসিয়াও, ঈশ্বরগুপ্ত লুপ্তনাম, আর দেখ তোমার বিবাজয়-অনাহারী, দশ আড়িষান ও পাল্‌কের নৈবেদ্য[illegible] যুবক কবিকঙ্কণের দিকে চাহিয়া দেখ, কেমন জীবিত! যেন আজিকেরই কবিকঙ্কণ [illegible]ভিক্ষুক চণ্ডীপূজো এই দ্বারে উপস্থিত!

অতএব যথার্থ কাব্য যাহা, সে সর্ব্বদাই স্বীয় উৎপত্তি-সময় হইতে পূর্ব্বগামী। তাহার বিষয়ীভূত বস্তু এরূপ যে তাহার অঙ্কুর সেই কাব্যোৎপত্তি-সময়ে হইয়াছে; কিন্তু তাহার পূর্ণতা তদপেক্ষা দূরতর সময়ে নিহিত। বস্তু যত গুরুতর, তাহা সেই পরিমাণে দুরারাধ্য, এবং তাহার পূর্ণতাও তত দূরে। এই নিমিত্তই যথার্থ কাব্য যাহা, তাহা প্রায়ই, কোন কোনটি গুরুত্ব অনুসারে একেবারেই, স্বীয় উৎপত্তিসময়ে সমুচিত আদর প্রাপ্ত হয় না।—কাব্যের বিষয়ীভূত বস্তুর অঙ্কুর-মাত্র-সম্বল লোকে, কিরূপে তাহার সমগ্র মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হইবে? এবং মর্ম্ম যতক্ষণ না বুঝিবে, কেই বা আদর করিয়া থাকে। বাঙ্গারাম, জানত পূর্ব্বদেশের লোকে, আগে "ব্যাতন" কত তাহা জানিয়া, পরে বসিতে কিরূপ আসন দিবে, তাহা নিরূপণ করিয়া থাকে। এখন বুঝিতে পারিলে কি জন্য তোমার বড় বড় কবিরা সময়ে সমুচিত আদর পাইয়াছিলেন না। যে কবি আপন সময়েই সম্যক আদর পায়, তাহাপেক্ষা দুর্ভাগ্যবান কবি আর এ জগতে নাই।

বাঙ্গারাম, তুমি এবং তোমার ন্যায় পণ্ডিতেরা এতক্ষণ আমার কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতেছ,—"কাব্যের সঙ্গে মানবপ্রকৃতির ত সম্বন্ধ এই দেখিতেছি, কাব্য আদর্শ, আমরা তাহার অনুগামী। তাবৎ [illegible]-আকৃষ্ট হইবার, তদীয় মনেচ্ছাজনিত [illegible] আমাদের স্বপ্রবৃত্ত প্রবৃত্তিসকল [illegible] করিয়া, তদনুগামী উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন হইয়া, সেই আদর্শের সহায়ে, কাব্যালোকপ্রদিষ্ট বিষয় আকাঙ্ক্ষায়, তদভিমুখে ধাবমান হইব ও [illegible] সাধন করিব। ভাল তাহাই হউক। কিন্তু কাব্যেতে সৎ অসৎ উভয় বিধই বর্ণিত হইয়া [illegible], তবে অসৎ বিষয়কেও [illegible] অনুগমন করিতে হইবে [illegible] শিক্ষা এবং জীবন[illegible] উন্নতিও দেখি[illegible] চূড়ান্ত!" পণ্ডিত! [illegible] যতগুলি বলিয়া আসিলে সকলই সত্য, গোল কেবল যেখানে ভাবিয়াছ যে [illegible], সতের ন্যায় সমভাবে অনুগমন করিতে হইবে। শিক্ষা আমাদিগের [illegible], এক কি করিব, আর এক কি [illegible] সৎ অসৎ উভয়ে[illegible] আমাদের সদসৎ [illegible] যোগে একটিকে লইব, অপরটিকে [illegible] করিব। পরিহার করাইবার অভিপ্রায়েই কবির তাহা যোজনা; নতুবা নিজে, মন্দ-অঙ্কুরের আদোর পরিণাম বুঝিতে না পারিয়া, হয় ত ভাবিছিলো তদনুগমনে তাহাতে অমঙ্গল ঘটাইয়া ফেলিতাম।

যাহা হইলে কাব্য হয়, তাহা যথাযথ উপরে বিবৃত করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কাব্যে গল্প ও বস্তুনির্দ্দেশাদি এবং ছন্দোবন্ধ প্রকৃতিও লাগিয়া থাকে। কিন্তু সে সকল উপলক্ষ্য বা কাব্যরসের আনুষঙ্গিক উপকরণাদি মাত্র। অনেকে, বিভিন্ন কবিদ্বয়ে, গল্পের একতা, ছন্দের একতা, বা শব্দবিন্যাসের বা ভাবের একতা দেখিয়া মনে করিয়া থাকে যে, পশ্চাদ্বর্ত্তী কবি নিশ্চয়েই পূর্ব্ববর্ত্তী [illegible] সেই সেই বিষয় চুরি [illegible] কবি-

[illegible]নের কলক সমুপস্থিত। যাহারা এরূপ [illegible], তাহাদিগের ভাবনা, তাহাদিগেরই [illegible] থাকুক; তাহাতে আমাদিগের কোন [illegible]বার প্রয়োজন নাই। ফল কথা, [illegible] কাব্যের বিষয়, তাহা যাহার [illegible] কবি। সেক্ষপিয়ারের [illegible] রিচার্ড [illegible] নাটক, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিকৃত অ[illegible]কাজার পদ সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

এখন [illegible] কবি কাহারা। বলা বাহুল্য যে পূ[illegible] বর্ণনাগুলি কাব্যে যাহারা কৃতি, তাহারাই কবি। এই কবি [illegible] সকলেই। তবে প্র[illegible] সম্পত্তিতে নিজের [illegible]পরের কুলাইয়া [illegible] সংসারে যাহারা কবি বলিয়া বিখ্যাতনামা, তাঁহারা এই শেষস্থ শ্রেণীর লোক। বলা বাহুল্য যে ইহার মধ্যে যাহার মহাজনী যত অধিক ও মূল্যবান, তিনি সেই পরিমাণে এ সংসারে স্মরণীয় ও পূজ্য। আর প্রথম শ্রেণীস্থ তুমি, আমি, আর সকলে। আইস বাঙ্গালাম, তুমি আমি মনে করিয়াছিলাম, যে কাব্য এক আধখান লিখিয়া কবি হইয়া এ সংসারে নাম জাহির করিব; কিন্তু তাহা দেখিতেছি হইল না। যে সংসারে মরিবার জন্য বিষ প্রার্থনা করিলেও যখন বিনামূল্যে পাওয়া যায় না; তখন তোমার আমার কাব্য সেখানকার আদর কিনিতে পারিবে, এবং তুমি আমি যে আদরণীয় হইব, সে আশা বৃথা। মিছা গণ্ডগোলে কাজ নাই, অ[illegible] গোয়াল অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল। [illegible]

অতএব কবিদিগকে পাগল দেখিয়া থাক, পাগল ভাবিয়া থাক, এবং তাহাতেই কেবল আবদ্ধ হও, সে তোমার ভ্রম। যে পরবর্ত্তী বিষয় দেখাইতে আসিয়াছে, তাহার প্রকৃতিও পরবর্ত্তী সাময়িক। সুতরাং তাহার সাময়িক লোকের প্রকৃতিসহ মিল না হওয়ায় লোকে তাহাকে ভিন্নভাবে দেখিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ মনুষ্যস্বভাব সামাজিক, কবি স্বীয় সময় হইতে বিভিন্ন প্রকৃতি হওয়ায়, সেই সামাজিক সহানুভূতিতে বঞ্চিত। সমাজ বিশ্লিষ্ট হইলে মনুষ্যস্বভাব যেরূপ বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কবিতেও অংশত তাহা বর্ত্তে। সুতরাং আমরা কবিদিগকে যে যে রূপ ভাবি, সেইরূপে পাগল বলিয়া দেখিয়া থাকি। কিন্তু তাহাতে কাহার যায় আসে? কবি যে সে কবি, তুমি আমি গালি দিলেও সে কবি। অতএব মিছামিছে ভুলিও না, মিছামিছে মুখ নষ্ট করিও না। তাহা কেবল নিজের লোকসান!

অতঃপর আমরা কাব্যের শ্রেণিনির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইব। আমাদের এ নির্দ্দেশপ্রণালী পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিয়ম হইতে কিছু কিছু ভিন্নতর, সুতরাং আলঙ্কারিক মহাশয়েরা ইহাতে কি বলিবেন, বলিতে পারি না। মানবীয় [illegible]দনগতির নিত্য এবং নৈমিত্তিক অবস্থাবৈচিত্র্যসঙ্কুল হেতু কাব্যও নিত্য এবং নৈমিত্তিক, উভয়বিধ। নিয়ত প্রবর্ত্তিত কর্ম্মবিপাক দ্বারা নিরাকৃত হয়, তাহা নিত্য; এবং [illegible] ও যুগ[illegible]-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মবিপাক দ্বারা নিরাকৃত হয়, তাহা নৈমিত্তিক। প্রথমটির দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংরাজ সেক্ষপিয়র,

এবং দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহাদের না-মোল্লেখ মাত্র উল্লেখ করা গেল। অপ-রাপর কবিদিগকে পাঠকেরা. ইচ্ছা করিলে, আত্ম-বুদ্ধি অনুরূপ এতদুভয় শ্রেণীতে শ্রেণী-বদ্ধ করিয়া লইবেন। যাহা এতদুভয়ের মধ্যে না আসিবে, তাহা শঙ্কর কাব্য। শা-স্ত্রছাড়া এ পৃথিবীতে বস্তু নাই, তবে ন্যূ-নাধিক্যভেদে, আধিক্যের নামানুসারে নামিত ও খ্যাত হয়। বাস্তবিক, শঙ্করবস্তুও কখন কখন মূল বস্তু হইতে উৎকৃষ্টতর বলিয়া দেখা যায়। কিন্তু সে উৎকর্ষ, অধম পদা-র্থের উচ্চাংশ যেমন; আর অশঙ্কর বস্তুর অপকর্ষভাব,—যেমন উচ্চ পদার্থে নিচাংশ। তারতম্য বুঝিলে?

নিত্য, নৈমিত্তিক এবং শঙ্কর, এই ত্রিবিধ শ্রেণীনিবদ্ধ কাব্য আবার বিবিধ পর্য্যায়ে বি-ভক্ত। বলা বাহুল্য যে, মানবীয় জীবনগতি ও কর্ম্মবৈচিত্র হেতু, উহার পর্য্যায়ও অনন্ত হইবে। সুতরাং তদ্বর্ণন করিতে বাহুল্যে যাওয়া অনাবশ্যক। কেবল মাত্র, আমা-দিগের কাব্যনিচয়ের, পর্য্যায়ক্রম কথঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

প্রথম পর্য্যায় ধর্ম্ম। উহার কাব্য সর্ব্ব-শাস্ত্র চূড়া বেদবিদ্যা। কবি, বৈদিক ঋষি-গণ। এই সময়ে মনুষ্য কেবলমাত্র পাশব-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, মনুষ্য পদবীতে পদার্পণ করিতে শিখিয়াছে। আগে যে আত্মবল-সর্ব্বস্ব হইয়া, অজ্ঞ পাশবভাবে অব-লম্বনে, জীবন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসি-য়াছিল, কালপথে অগ্রসর হইবার জ্ঞানের আলোকে সে পাশবভাব এখন পরিবর্ত্ত-ইত। আত্মবল, এখন আর এক মহৎ অদৃষ্ট বলের সম্মুখীন হওয়ায়, এবং তাহার প্রখর প্রভাব অনুভব করায়, পদে পদে আত্মনূন্যতা অবলোকন করিয়া ম্রিয়মাণ হইতেছে। জীবনের পূর্ব্বাবলম্বন আত্মবল সর্ব্বস্বভাব, তাহা এইরূপে ছিন্ন ভিন্ন; অথচ নূতন অবলম্বন বস্তু এখনও কিছুই আসিয়া উপস্থিত হইতেছে না। বিষম কর্ম্মবিপাক উপস্থিত। দারুণ অন্ধকার! কালের তরঙ্গে মানবজীবন তরঙ্গায়িত, সহায় শূন্য, সাহস শূন্য, অবলম্বন শূন্য, উপায় জ্ঞান শূন্য; নিম্নে শান্তি নাই, উপরে সুখ নাই, অবস্থাসঙ্কুল দিক সমূহ বিকট তাড়নায় ভীতি উৎপাদন করিতেছে। কি ঘোর কর্ম্মবিপাক! এভাব [illegible] না হৃদয় শুষ্ক হয়; এভাব দেখিলে কোন কাল-[illegible] বা দয়া না হয়। সময় উপস্থিত, —করুণানিধান বৈদিক ঋষি দয়ার্দ্র হৃদয়ে, নবক নিবাসিত তিমিরজাল ভেদ স্বীকার করিয়াও গগণ আলোকিত করত, উর্দ্ধবাহু উর্দ্ধশিখা, পতিতগণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সুস্বর তান লহরী সমন্বিত বেদগান করিতে করিতে জগতক্ষেত্রে অবতরণ করি-লেন। বসন্ত আসিল, কুসুম ফুটিল, আকাশে সূর্য্যশশি দিক প্রকাশিয়া প্রসন্ন মুখে—গগ-সুন্দর প্রসন্নমুখে, প্রসন্ন হাসি হাসিলেন। বৈদিক ঋষি সমাগত। বুঝাইয়া দিলেন, দেখাইয়া দিলেন, তোমাদিগের এ কর্ম্মবি-পাক তোমাদিগের পশুত্বভাবের;—তোমা-দিগের আত্মবল নির্ভরতার দুর্দ্দশা মাত্র, তোমাদিগের পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে আসি-বার ইহা পূর্ব্বলক্ষণ! এখন আর আত্মবল-নির্ভরতায় ভুলিবেনা; যে অদৃষ্টবলবলে

বিপদগ্রস্থ বোধ করিতেছ, আত্মবল পরিত্যাগ করিয়া, সেই অদৃষ্ট বলের উপর আত্মনির্ভরতা স্থাপন কর, তাহাতেই আবার সম্পদগ্রস্ত হইবে; ইন্দ্রদেব তোমাদিগের মঙ্গল করিবেন, তাঁহার পূজা করিও। মানবজীবন অকূল সাগরে কূল পাইল; আত্মবল নির্ভরতা পরবশে ন্যস্ত করিয়া, মানব পশুত্ব মোচনে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইল। এই জন্যই বেদের এত আদর। তুমি যে তাহাতে গাছ পালার স্তুতি বলিয়া উপহাস করিয়া থাক, জানিও সেই গাছ পালার স্তুতিই তোমাকে মানুষ করিয়াছে; তাহারই প্রভাবে আজি আমি বলিতেছি, তুমি শুনিতেছ, নতুবা আজিও তোমার আমার সেই গাছ পালা সার হইত। এই জন্যই বেদবিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্রের শিরোভূষণ।

বাহাবাব, তুমি বলিতে পার যে তাহা হইলে ত বেদের শিক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে, তবে এখনও এপৃথিবীতে থাকিয়া ভট্টাচার্য্য ঠাকুরদের চাউল কলার পুটুলি বাঁধার সাহায্য করেন কেন। কথাটা জিজ্ঞাস্য বটে কিন্তু বেদের শিক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। ধর্ম্ম শিক্ষা প্রায় একরূপ বহুপরিমাণে শেষ হইয়াছে বলিতে হইবে কিন্তু এখনও অনেক শিক্ষা বাকি। বুঝিতে না পার, না হয় অন্ততঃ ইউরোপায় পণ্ডিতদিগের নিকট কিছু শুনিয়া লও। বিশেষ এ জগতে কোন বস্তুরই ধ্বংস নাই। যতদিন যাহার প্রয়োজন, সে তাহা পূরণ করিয়া; তদুপরি উদ্ভূত ও তদুত্তর-আগত বস্তুর ভিত্তিস্বরূপ হইয়া, অদৃশ্য মাত্র হইয়া [illegible] যখন তেমন [illegible]

হোমার [illegible] স্তোত্র সমূহ যেমন ইলিয়ডকে মজ্জাগত করিয়া তন্নিমে অদৃশ্য হইয়াছে; বেদেরও যে দশা সেইরূপ একদিন ঘটিবে, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। সকল কাব্য সম্বন্ধেই একথা বর্ত্তে। সুচতুর দৈবজ্ঞেরা এই সঙ্কেত ধরিয়া, ইচ্ছা করিলে, যে কোন কবি[illegible] জীবনকাল-নিরূপক ঠিকুজি কোষ্ঠী তৈয়ার করিতে পারেন।

দ্বিতীয় পর্য্যায় সামাজিক এবং গার্হস্থ্য; কাব্য জগতবিমোহক রামায়ণ, কবি বাল্মীকি। তৃতীয় পর্য্যায় বৈর্য্য এবং রা[illegible]তিক; কাব্য মহাভারত, কবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। বলা বাহুল্য যে মহাভারত নৈমিত্তিক শ্রেণীস্থ হইলেও শাকর্য্যবহুল। চতুর্থ পর্য্যায়ে ঐশ্বর্য্য এবং ভোগসুখ। ভারতীয়গণ জাতীয় জীবনের এক পর্য্যায় পূর্ণতায় আনিয়া, তাহার ফলভোগরূপ শান্তিসুখে প্রবৃত্ত। কবি ভারতীপুত্র কালিদাস। বিষম ভেদে ইহাদিগের প্রতি ভারতসন্তানগণের ভক্তিপ্রদর্শনক্রিয়াও অনুরূপ। বেদ অতিবৃদ্ধ পিতামহবৎ, লোকে প্রায় উদ্দেশে প্রণাম করিয়া অবসর। এমন বৃদ্ধের নিকট, নবাঙ্কুরাগী নবপন্থানুগামীর প্রবৃত্তিতৃপ্তিকর কথা শুনিবারও সম্ভব অতি অল্প, অথচ এমন নিষ্পাপ করুণাময় পিতৃপুরুষের উপর হৃদয়ের পূর্ণভক্তির উদ্ভবও অনিবার্য্য। রামায়ণ পিতৃমাতৃস্থানীয়, স্নেহময়, করুণাময়, আদরময়, যখনই নিকটে যাইবে, স্নেহরসে ভক্তিরসে হৃদয় আপ্লুত হইতে থাকিবে; যখনই নিকটে যাইবে, তখনই স্নেহমাখা মধুর কথা শুনিতে পাইবে, সুতরাং লোকে রামায়ণে আকৃষ্টও সর্ব্বদা, অথচ সর্ব্বদাই

ভক্তিসংযুত। আর, হাঁসারক আমাদিগের গুরু; অন্য যে সে গুরু নহে, শিক্ষা বা দীক্ষা গুরু। যখন নিকটে যাইবে, তখনই হাঁসি আছে বটে, কিন্তু তিলক ছটার মিশালে; যখন নিকটে যাও তখনই হরিনাম; যখন নিকটে যাও তখনই উপদেশের ছড়াছড়ি; এমন কি এক সময়ে শুনিতে শুনিতে প্রাণ ঝালা পালা হইয়া উঠে। লোকে সহজে সে দিকে ঘেঁসিতে চাহেনা, অথচ গুরুর প্রতি ভক্তি অপরিহার্য্য, কেননা তিনি উদ্ধারের সেতু। আর কালিদাস বন্ধু, কালিদাস ইয়ার; মনের কথা বল, মনের কথা শোন; যাহা মনে আসে তাই বল, যাহা মনে আসে তাই শুন; কালিদাসের সহবাসে সরসও বিরস হইয়া থাকে। কালিদাসের সহবাসে এই দুরন্ত দুঃখসঙ্কুল সাংসারও সুখের হইয়া যায়। কালিদাস কবির মধ্যে ঔষধের মকরধ্বজ। যেমন অনুপান দিয়া যে রোগে প্রয়োগ করিবে, সেখানেই সেই রোগের উপশম। সংস্কৃত কবিদিগের বিষয়ে, আরও ক্রমানুক্রমে পর্য্যায় আলোচনার, আবশ্যক রাখে না; তাহা অধিকন্ত হইবে। বাঞ্ছারাম, বুঝিতে পারিয়াছ, আমাদিগের এই নূতন অলঙ্কার শাস্ত্রমতে, কাব্যের পর্য্যায় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পর্য্যায়ের নামকরণটা, সমালোচক ও ভাবুকের স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে?

এই নিয়ম অনুসারে এক্ষণে বাঙ্গালি কবি মহাশয়দিগের পর্য্যায় আলোচনা কিঞ্চিৎ করা কর্ত্তব্য। স্বয়ং বঙ্গসন্তান সুতরাং লোকতঃ ধর্ম্মতঃ, উভয়তঃই তাহা কর্ত্তব্য। আমাদিগের আদি কবি, চণ্ডিদাস, ক্রন্দনের মালিক,—বিলাপের কবি। তখন আর বাঙ্গালিজীবনে আছে কি? স্বাধীনতা লোপ, ধর্ম্মলোপ, কর্ম্মলোপ, স্নেহ দয়া মায়া গৃহসুখ পর্য্যন্ত লোপ; লোকচরিত্র ভীষণ স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ, মায়া-মমতাশূন্য, বন্ধুত্বগুণশূন্য। বঙ্গ তখন আধ্যাত্মিক শ্মশান ভূমি; জীবন অনুকাশে অবলম্বন-শূন্য কালের তিমির-গহ্বরে নিপতিত, চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার যুগান্ত অন্ধকারবৎ; সামান্য মানব প্রাণ না কাঁদিয়া করে কি! চণ্ডীদাস কীর্ত্তনের জন্মদাতা। এই কীর্ত্তনচ্ছলে বঙ্গভূমি এই দীর্ঘকাল কাঁদিয়া আসিতেছে। ক্রন্দনে ফল আছে। সমলরক্ত অগ্নিদ্রব ভিন্ন রূপে নির্ম্মল হইয়া থাকে। অনেক ক্রন্দনে শোকের শান্তি হয়। দুঃখের অন্ত ভিন্ন সুখের উদয় হয় না। এই ক্রন্দন সেই দুঃখের সত্বরে পূর্ণতাসাধনকার্য্য;—গন্তব্য স্থানে যাইতে, শীঘ্রতার খাতিরে শ্বাপদ-সঙ্কুল বন পথের আশ্রয় গ্রহণ;—বিপরীত উপায়ে শীঘ্র অভিষ্ট লাভের আকাঙ্ক্ষা।

চণ্ডীদাসের পরে কবিকঙ্কণ। নিরাশ ক্রন্দনে যেমন চণ্ডীদাস, সআশ ক্রন্দনে তেমনি কবিকঙ্কণ। ইঁহারও আকাশ শোক মেঘে আচ্ছন্ন বটে, কিন্তু কোথাও কোথাও ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়া দুই একটি নক্ষত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস ও কাশিদাসে পূর্ব্বস্মৃতি। কৃত্তিবাসের পূর্ব্বস্মৃতি যেমন প্রলাপের উপর স্মৃতির উদয়; স্মৃতি উদ্ভূত হইয়াছে মাত্র কিন্তু কার্য্য করিতেছে না। কাশিদাসে সেই স্মৃতিতে চৈতন্য এবং আত্ম- ... ক্রমান্বয়ে

সমাজে ; এবং সমাজের শ্রেণিভেদ অনুসারে, সমাজস্থগণের নিকটে; কিরূপ আদৃত, ও তাহাদের মধ্যে কিরূপ আধিপত্য করিয়া আসিতেছেন, তাহা বঙ্গসন্তান মাত্রেই দেখিতে পাইতেছেন ; সুতরাং তদ্বিষয় আমূলতঃ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই, তাহা উপলব্ধি হইতে পারিবে। বহুকাল পরে তাপবিনত চিত্তকে উর্দ্ধে উথানে [illegible]ন। উৎসাহ, যন্ত্রণাপীড়ন-উদ্বেদ-সৃষ্ট তেজগর্ব্ব, এবং মানবীয় মনুষ্যোচিত ব্যক্তিত্বের ক্ষোভাশ্রু আকর্ষণে নবীনচন্দ্র। নবীনচন্দ্রের পরে যিনি কবি হইবেন, কোষ্ঠিরচনে ও ভবিষ্য দর্শনে তাঁহাকে আমি যতদূর দেখিতে পাইতেছি, যতদূর চিনিতে পাইতেছি, যতদূর বুঝিতেছি, তাহাতে বলিতে পারি যে তিনি যে দিন এই বঙ্গধরিত্রী-তলে অবতরণ করিবেন, তাহা বাঙ্গলার পক্ষে অত্যন্ত শুভদিন বলিয়া জানিও। বাঙ্গারাম, তাই বলিয়া ভাবিওনা যেন সে আজি কালি। তাহার এখনও বিলম্ব আছে, তখন বাঙ্গালিরা প্রায় দশ আনা ছ আনা মানুষ হইয়া আসিবে।

আমাদিগের নিত্য কবির অভাব বড়, কেবল একা মধুসূদন মাত্র প্রকৃত পক্ষে তৎস্থানীয়, কিন্তু তাহাও উচ্চ পর্য্যায়ের নহে। বঙ্গীয় নৈমিত্তিক কবিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবিকঙ্কণ ও নবীনচন্দ্র।

উপরে যে কয়টি বঙ্গ কবিদিগের বিষয় বলিয়া আসিলাম, তাহা অরণ্য মধ্যে কেবল কয়টি মহাবৃক্ষ মাত্র। ক্ষুদ্রবৃক্ষ, কাঁটা গাছ, ঘাস পাতাড়, ইহাদের কথা কিছুই বলি নাই, বলিবার তত আবশ্যকও রাখেনা। কবি[illegible] পাইকেড়ে কবি অনেক ;—সকল[illegible] সকল কবিরই পাইকেড়ে বা কড়ে আছে, তাহাদের শুধু মাত্র নাম লিখিতে গেলেও স্থানে কুলায় না। কিন্তু অন্য দেশের পাইকেড়ে আর বঙ্গভূমির পাইকেড়েতে কিছু প্রভেদ আছে। বাঙ্গালার পাইকেড়েরা বড় নচ্ছার, প্রায়ই কলিকাতার বাগবাজার বারাণ কেরিওয়ালা। সত্য বটে পৃথিবীর সকল বস্তুকেই আগে মলমুক্ত হইয়া তবে স্বস্বভাব ও স্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় উঠিতে হয়, সকল দেশের সকল সাহিত্যকেই আনুষঙ্গিক অসারমলমুক্ত হইয়া তবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে হয়। বঙ্গ সাহিত্যও যে সেই নিত্য নিয়মের বহির্ভূত হইবে এমন বলিতেছি না। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাগ্যে যে এত কুটিল জন্মিয়াছিল, এবং তাহাকে তাহাদের সেই পঙ্কতরাশি ভেদ করিয়া উঠিতে হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

যাহা হউক এই সারশূন্য নিপাতযোগ্য পাইকেড়ের দল হইতে কতকগুলি আছেন, যে তাহারা পাইকেড়ে মধ্যে পরিগণিত হইলেও, তাহাদের হইতে তাঁহারা স্বতন্ত্র এবং ইহাদের মধ্যে এমনকি, কেহ কেহ এরূপও আছেন, যে তাঁহাদিগকে প্রকৃত ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই শেষোক্ত শ্রদ্ধাস্পদ কতক কবিদিগের মধ্যে দুইটি নাম প্রধান, ও নামযোগ্য। প্রথমে ভারতচন্দ্র, দ্বিতীয়ে হেমচন্দ্র। কবিকঙ্কণের পাইকেড়ে ভারতচন্দ্র, মধুসূদনের হেমচন্দ্র। কবিকঙ্কণ, মধুসূদন,

...তদার; ইহা[illegible]দের মুদি: কিন্তু মুদির মধ্যে আবার [illegible] আছে। তার- কচন্দ্র, চকুমের [illegible] বাটের শামি রাখি ...নী। দোকানের জিনিস কিছু মন্দ নহে, কিন্তু মুদির চোখের জোরে, খরিদ- [illegible] এক টাকার জিনিসকে পাইটের কড়ি [illegible] চারিটাকার বলিয়া [illegible] করিয়া আইসে। আর হেমচন্দ্র ঢাকা সহরস্থ গন্ধবাবুদিগের মণিহারির দোকান। জিনিস জাগুয় মন্দয়, মন্দ নহে; সব টিকিট মারা দাম খরিদদারের কোন কৈফত নাই; ইচ্ছাহয় নাও, না হয় না নাও।*

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ।

পামারষ্টনের প্রথম যৌবন।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রী বিখ্যাত[illegible] মানো লর্ড পামারষ্টন অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমের সময়েও রাজকার্য্য এবং স্বজাতির সম্মান- [illegible] অন্যান্য নানাবিধ কার্য্যে অকাতরমনে অহোরাত্র পরিশ্রম করিতেন। পরিশ্রমেই তাঁহার একমাত্র স্ফূর্ত্তি ও তৃপ্তি ছিল, এবং তিনি আহার,নিদ্রা ও অবশ্যকীয় বিশ্রামের সময় ভিন্ন ক্ষণকালও বিনাপরিশ্রমে থাকিতে পারিতেন না। ইহা দেখিয়া তাঁহার এক জন পার্শ্বচর [illegible] এক দিন নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন [illegible]—'পুরুষের প্রথম যৌবন কত কাল থাকে?' পামারষ্টন তন্মুহূর্তেই উত্তর করিলেন,—'অশীতি তক।' [illegible] ক্ষণপরেই [illegible] ঈষৎ [illegible] সহকারে, যেন একটুকু ভাবিয়া,—একটুকু বিষণ্ণ হইয়া, পুনরপি বলিলেন,—'আমার বয়ঃক্রম এইক্ষণ অশীতি হইয়াছে; বোধ হয় আমি যৌবনের প্রথম সীমা একটুকু অতিক্রম করিয়াছি।' যিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তিনি পূর্ব্বে বিস্ময়াবিষ্ট ছিলেন; প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। যাঁহারা কর্ম্মী, কর্ম্মঠ ও সার্থক[illegible], পৃথিবীর কার্য্য যাঁহাদিগের জীবনের কার্য্য, যাঁহারা কার্য্যোৎসাহে সকল সময়েই উৎসাহযুক্ত রহেন এবং হৃদয়-নিহিত পৌরুষীশক্তির নিত্য নূতনবিকাশে আনন্দে পরিপূর্ণ থাকেন, তাঁহাদিগের জীবন ও যৌবন কখনও ফুরায় না।

---

* এই প্রবন্ধের অনেক কথা চিন্তনীয়, অনেক কথা পুনরালোচ্য, এবং বোধ হয় অনেক কথা বিশেষ প্রতিবাদযোগ্য। কিন্তু আমরা লেখকের "স্ফূর্ত্তিমতী" চিন্তাশক্তির সম্মান করি।

বান্ধব সম্পাদক।

মহম্মদের উত্তরাধিকারী[illegible]

(৪র্থ খণ্ড, ৫২৮ পৃষ্ঠার [illegible])

[illegible]র অধ্যায়।

[illegible] প্রচারক মহম্মদ পৃথিবীর সকল [illegible] লোকদিগকে আপনার প্রবর্ত্তিত নূত[illegible] দীক্ষিত করিতে সর্ব্বদাই যত্নশীল ছিলেন। তিনি জীবিত থাকা সময় তাঁহার ধর্ম্ম তত অধিক বিস্তার হই[illegible] নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ [illegible] হউক, বলে হউক, উপদেশ দ্বারা হউক, অন্য জাতীয় ব্যক্তিগণকে মুসলমান করা মুসলমানের সার ধর্ম্ম ও প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মহম্মদের নিকট সর্ব্বদাই উপদেশ পাইতেন; সুতরাং তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত রহিলেন। আবুবেকার আরবীয় জাতি সকলকে বশীভূত করিয়া ধর্ম্ম বিস্তারে ব্রতী হইলেন। সময় [illegible] তাঁহার অনুকূল হইল। কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাটগণের সহিত পারস্যাধিপতিদিগের দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহাতে এই দুই পরাক্রান্ত রাজকুল এক কালে হীনবল হইয়া পড়ে। সুতরাং যে কেহ সেই সময়ে সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ সকল আক্রমণ করুক না কেন, তাহার পক্ষে কৃতকার্য্য হওয়া বড় কঠিন ছিল না। রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে আবুবেকার, মহম্মদের জীবনের অপরাহ্ন সময়ের [illegible] কার্য্যটি সমাধা [illegible] হইলেন;—সীরিয়া জয় করণার্থ [illegible] দিগকে আদেশ দিলেন।

সীরিয়া অতি বিস্তীর্ণ প্রদেশ ছিল; পালেষ্টাইন, ফিনিসিয়া, মিশো[illegible]মিয়া, ক্যালডিয়া, আশিরিয়া প্রভৃতি তাহার অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত। এই প্রদেশ কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাট হিরাক্লিয়সের অধিকারভুক্ত ছিল। প্রদেশটি বিলক্ষণ শস্যবতী এবং আরবীয়গণের স্থল-বাণিজ্যের সর্ব্ব প্রধান স্থান বলিয়া, তৎকালে আরববাসিগণ তৎপ্রতি সর্ব্বদাই লোভের চক্ষে দৃষ্টিপাত করিত। এক্ষণে আবুবেকারের উৎসাহপূর্ণ ঘোষণায় সমরপ্রিয় আরবীয়গণের হৃদয় নাচিয়া উঠিল। অতি অল্প দিন মধ্যে অশ্ব, উষ্ট্র, তীর, তরবারি, ঢাল, বল্লম, প্রভৃতিতে চারি দিক পূর্ণ হইল। [illegible] পথ যেমন তেজস্বরূপে [illegible] কর্ষণে উল্লম্ফন [illegible]; আবুবেকারের [illegible], সৈন্যগণের তাদৃশ [illegible] তাহারা শস্যপূর্ণা সীরিয়া সমু[illegible], মরুপ্রদেশে কিরূপে স্থির ভাবে বসিয়া থাকিবে? পরিশেষে খলিফা, আবু[illegible]কে সেনাপতি করিয়া সৈন্যগণকে [illegible] হইতে আদেশ দিলেন। তিনি এক[illegible] যত্না

এই বলিয়া পূর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোমানস্ নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এবং বসরা হইতে স্থানান্তরে চলিয়া [illegible] জেলেম তাহাকে আন্তরিক যত্ন করিলে[illegible] যাহাতে তাহার সম্পত্তি লুণ্ঠিত না হইতে পারে, তজ্জন্য প্রহরী নিযুক্ত রাখিলেন।

ক্রমশঃ।

[illegible]

প্রতাপসিংহ।

(৫ম খ[illegible] পৃষ্ঠার পর।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[illegible]

বৈকালে মহারাণা প্রতাপসিংহ, [illegible] যুবরাজ ও মন্ত্রী ভবানীসিংহের কমলমীর দুর্গের উপরে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার এখনও বিলম্ব আছে। দূরে উদয়পুর নগরের সৌধশিরে ও মন্দির ধ্বজায় স্বর্ণ-বর্ণ সৌর কররাশি প্রতিভাত হইতেছে। ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার ন্যায় অর্ব্বলী পর্ব্বত চতুর্দ্দিকে উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া জগতের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে—মিবারের ভূত ঘটনাবলীর সাক্ষী দিতেছে।—কারণ তদপেক্ষা রাজবারার চঞ্চলা অদৃষ্টলিপির উৎকৃষ্টতর সাক্ষি আর কে আছে? অর্ব্বলীহৃদয়ে রাজবারার কতই উন্মাদকাহিনী অঙ্কিত আছে? রাজবারার উৎকৃষ্ট শোণিত বিন্দু সমস্ত অর্ব্বলীর স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে, অর্ব্বলী চিরকাল বক্ষ পাতিয়া রাজবারার প্রধানগণের পদচিহ্ন ধারণ করিয়াছে; অর্ব্বলীর গুহায় গুহায়, কন্দরে কন্দরে রাজবারার বীরকীর্ত্তির নিদর্শন আছে; অর্ব্বলী রাজবারার দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের, সুখ ও দুঃখের জীবন্ত সাক্ষী।

[illegible] বসিয়া [illegible] চিন্তা [illegible]ন। কি মনে হইল সহসা উঠিয়া মহারাণা পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি অতি দূরবর্ত্তী [illegible] এবং চিতোর নগরের ভগ্নচূড় দেবমন্দির, শ্রীভ্রষ্ট প্রাসাদ প্রভৃতি অবশেষ সমস্তে নিবদ্ধ হইল। তিনি এমনি উন্মনা হইয়া উঠিলেন যে, যেন দেখিতে লাগিলেন বিগলিত-কুন্তলা শ্রীহীনা ভবানী কল্যাণী দেবী ভগ্ন মন্দিরোপরে দাঁড়াইয়া বসনে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতেছেন। বহুক্ষণ এইরূপ দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেদিক হইতে চক্ষু ফিরাইলেন। সেই সময় একজন পরিচারক নিবেদিল,—

"অম্বাল নগরের চারণ দেবীসিংহ দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন।"

মহারাণা সকলের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—

"তাঁহাকে এই খানে লইয়া আইস।"

অচিরে দেবীসিংহ উপস্থিত হইলেন। মহারাণা ও অপর সকলে তাঁহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। দেবীসিংহ একে একে মহারাণা ও তদনুচরগণকে সম্মান জ্ঞাপন করিলেন।

দেবীসিংহের বয়স ষষ্ঠী অতিক্রম করিয়াছে। তাঁহার মস্তক বহুবারত শ্বেত উষ্ণীষে সমাবৃত—উষ্ণীষের পার্শ্বে দিয়া কয়েক গুচ্ছ ধবল কেশ প্রকাশিত। তাঁহার বদন শ্মশ্রু-বিহীন—শুভ্র নির্মল শ্বেত ও উভয় পার্শ্বে বক্ষ বিস্তৃত। ভ্রু ও চক্ষুর লোম সমস্ত ধবল বেশ ধারণ করিয়াছে। দেবীসিংহের দেহ শ্বেত সুল পরিচ্ছদে আচ্ছন্ন, পৃষ্ঠে একখানি [illegible] বক্ষে এক খানি তরবারি [illegible] কিরীট বিলম্বিত। দেবীসিংহের দেহ উন্নত—বদন চিন্তাক্লিষ্ট—মূর্ত্তি গম্ভীর। বয়স যতই কেন হউক না, স্বাভাবিক দৃঢ়তা তাঁহাকে অধীন করিতে পারে নাই। দেবীসিংহ মহারাণাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"এক্ষণে কি স্থির করিলেন?"

প্রতাপসিংহ বলিলেন,—

"যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধ করিব।"

দেবী। উত্তম।

ভবানী সহাস্যে বলিলেন,—

"কিন্তু কি ভরসা—আমাদের কি আছে?" বৃদ্ধ দেবীসিংহের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল; তিনি কহিলেন,—

"কাহার কি থাকে? আমাদের আমরা আছি। যদি না পারি তবে এরূপ কলঙ্কিত জীবন বহিয়া থাকা অপেক্ষা মরণে ক্ষতি কি?"

মহারাণা বলিলেন,—

"ঐ কথা ভবানী জানেন কেন এতদিন এ কলঙ্ক বহিলাম—ধিক্!"

দেবী। "মরে কি না হয়? তেজ, উদ্যম, ভরসা।"

মহারাণা কহিলেন,—

"দেব! আমার হৃদয় তেজ, উদ্যম বা ভরসা শূন্য নহে। আমি এখনও দেখিতেছি ঐ চিতোরের ভগ্নচূড় মন্দির মস্তক হইতে যেন শ্রীহীনা আলুলায়িত-কুন্তলা কল্যাণী দেবী আমায় অভয় দিয়া বলিতেছেন, 'বৎস! মিবারের পুনরুদ্ধার [illegible] তোমা হইতেই ঘটিবে।' মরি বা বাঁচি [illegible] মিবার থাকে কি না।"

দেবলবর রাজ বলিলেন,—

"যদি আপনার দ্বারা না হয়, তবে আর আশা নাই।"

দেবীসিংহের নয়ন আবার প্রদীপ্ত হইল, কহিলেন,—

"মানব যাহা করিয়াছে, মানব তাহা কেন পারিবে না? মিবারের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত হীন হইলেও ইহার আশা আছে। এইরূপ ঘোরান্ধকারে মিবার বার বার সমাচ্ছন্ন হইয়াছে—আবার সুখ সূর্য্যের উদয়ে আলোকিত হইয়াছে। এবারও কেন তাহা না হইবে? যদি তাহা না হয় তবে আমাদের হৃদয়ই নিন্দনীয়। হায়! পূর্ব্বে যে হৃদয় লইয়া রজঃপুতগণ জগৎ পূজিত ছিলেন, এক্ষণে আমাদের সে হৃদয় নাই—সে উদ্যম নাই, সে অদম্য স্পৃহা নাই, সে উচ্চ আশা নাই, সুতরাং এক্ষণে আমাদের এই হীনতা, এই দুর্দ্দশা, এই অপমান।"

[ব]লিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু রক্তবর্ণ [illegible] তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং [এই]ভাবে গাহিতে লাগিলেন,

"কোথায় সেদিন [illegible]নের গরবে *
হাসিত ভারত যেদিন সুখে?
কোথায় এখন স্বাধীনতা ধন?
পর নিপীড়ন, ভারত-বুকে।

"হায়! হায়! হায়! একি হেরি আজি
কাঙ্গালিনী বেশে রাজার মাতা
মলিন বসন, নাহিক ভূষণ।
[হা]য় হায়! জীবন-মৃত্যু!

[illegible] কি গাহিব আজি? গাহিতে কি আছে?
সকলি লুটেছে যবনদল।
ভারত এখন শ্মশান সমান
শুষ্ক মরুভূমি যাতনা স্থল।

"ঐ যে চিতোর আলু থালু বেশ,
কবরী বিহীনা নারীর মত,
ভূষণ বিহীনা শ্রীহীনা নবীনা,
বিধবা কামিনী রোদনে রত—

"উহার এদিন ভাবিলে সতত
কাঁদিয়া উঠেছে আকুল প্রাণ;—
সলিলে প্রবেশি [illegible] যাই,
আছাড়িয়ে মাথা [illegible] শত খান।"

মহারাণা উৎপৎস্যমান শোক-প্রবাহ প্রশান্ত করিবার নি[মিত্ত] বক্ষে হস্ত[illegible] বার বার পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। চারণ দেবীসিংহ সংক্ষুব্ধ স্বরে হস্তান্দোলন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—

"ভাবিয়ে দেখহে সেদিনের কথা
যেদিন চিতোর স্বাধীন ছিল,
সেই শুভদিন মনে কর সবে
যেদিন বাপ্পা জনম নিল।

"একুশের পদে নগেন্দ্র নগরে
খেলিতে বালক বাপ্পা যায়
বালক তখন তখন হইতে
যশের সৌরভ দিগন্তে [illegible]

"সে[illegible] ঝুলনি খেলিতে
ছয়শত সখী সঙ্গেতে লয়ে,
নাগ্র উপবনে মনের আনন্দে,
গিয়েছে চরণে [illegible] হয়ে।

"ঝুলনি খেলিবে নাহি কার দড়ি
ভাবিছে আকুল, মরমে মরে
গোপাল লইয়া দরিদ্র বাপ্পা
ছিল সেই মাঠে জীবিকা তরে।

"হাসিতে হাসিতে নগেন্দ্রনন্দিনী
বলিল তাহারে দড়ির কথা
বাপ্পা কহে 'তাহে কি ভয় তোমার?
দিতেছি দড়ি আনিয়া হেথা।

"'আগে হ'ক পরে বিবাহের খেলা,
ঝুলন্ ঝুল খেলা খেলিও শেষে।'
ভাবিয়া চিন্তিয়া বালিকার দল
ধরিল তাহার হাত হরষে।

* এই গীত ঠুংরি তাল জলদ রাগিণীতে গেয়।

'এমন সুদিন তবে
'বল আর কবে হবে?
'হাস আজি প্রাণ [illegible] সহচরিগণ,—
[illegible] শোক বিভাবসু—শোক বিনোদন।

'বিলম্বে কি প্রয়োজন,
'কর ত্বরা আয়োজন।
'চল সবে করি গিয়া অনলে শয়ন—
'কুসুমিত সুকোমল শয্যার মতন।

'ঐ শুন যবন রব,
'আসিছে ছুটিয়ে সব,
'আসিতে আসিতে হই অনলে মগন,
'জীবন যৌবন দেহ করুক গমন।

'দেখে সেই ভস্ম স্তূপ,
'বুঝিবে যবন ভূপ,
'জীবন ধর্ম্মের ভাব উথলে যখন,
'মানব অক্ষম হায়! রোধিতে তখন।

'সে পবিত্র ভস্মরাশি,
'উড়িবেক দিশি দিশি,
'করিবে মানব তেজে ধিক্কার প্রদান—
'যবনের বাসনায় বিদ্রূপ বিধান।

'ঢাল ঢাল হবি আর,
'চন্দন কাষ্ঠের ভার'
'পাবকে [illegible] মনের মতন,—
[illegible] ধন।

[illegible]থ,
[illegible] সাথ,

'মিলিয়া লভিব দেব! অক্ষয় জীবন,
'সেবিব মনের সুখে [illegible] চরণ।

'ঢাল ঢাল হবি আর
'চন্দন কাষ্ঠের ভার
'পাবকে প্রবল কর মনের মতন
'নাচুক অনল শিখা ভেদিয়া গগন।

'বম্ বম্! হর হর!
'উমানাথ! দিগম্বর!
'ভূতনাথ! ভোলানাথ! বিপদভঞ্জন!
'রক্ষ রক্ষ অবলায় শ্রীমধুসূদন!'

"এত বলি সব মহিলা রূপসী
ঝাঁপ দিলা ক্রমে অগ্নির মাঝে—
ভুবন মোহিনী নবীনা কামিনী
আবরিয়া কায় মোহিনী সাজে।'

"সুকুমার ফুল রূপের লতিকা
অকালেতে হায় খসিয়ে গেল।
পশিয়া অনলে, অনল বরণা
অনলে অনল মিশায়ে গেলো।'

"শত শত শত স্বরগ দুয়ার
তখনি আপনি খুলিয়া গেল;
নন্দন [illegible] সুরভির ভার
বহিয়া [illegible] মলয়ানিল।

"মধুর বাতাসে পূরিল বসুধা
প্রেমের আনন্দে নাইল ভরে;

এই স্থান হইতে শেষ পর্য্যন্ত পুনরায় তাল মৎ ও লগ্নি রাগিনীতে গেয়।

চেতনাচেতন জীব অগণন
ভাসিল অবশে সুখের সরে ।

"শত শত শত অপ্সরী কিন্নরী
নামিল ভূতলে ধরিয়ে তান—
পরম যতনে মহিলার দলে
লইয়া চলিল স্বরগ স্থান ।'

"ভাতিল স্বরগ দ্বিগুণ বিভায়
যেমন তাঁহারা পশিলা তথা ;
শত দিবাকর, শতেক নন্দন,
শত কল্পতরু দেখাল সেথা ।

" স্বয়ং পিণাকী হয়ে অগ্রসর
আশীষিলা সুখে বামার দলে ,—
' ভূতলে অতুল তোমাদের যশ,
' অমর তোমরা কীর্ত্তির বলে ;

" যতদিন ভবে চন্দ্র সূর্য্য রবে
' রবে ততদিন এই সুনাম ;
' সুখে রহ সবে নিজ পতি পাশে ;
' যাও সুলোচনে দিনেশ ধাম ।

" ' গাইবে স্বরগ, গাইবে বসুধা,
' জয় জয় জয় ভারত নারী
' ভূতলে অতুল তোমাদের পেয়ে
' ধন্য হলো আজি জগৎ পুরী ।'

" সুরভি কুসুম বিস্তারিয়া পথে,
দাঁড়া(ই)লা দুপাশে-অমরগণ,
মধুর গান দিয়া হাসিতে হাসিতে
[illegible] চলিলা রমণীগণ ।

"যেথা দিয়া তাঁরা চলিতে লাগিলা
গাইতে লাগিলা অসুর অরি ;—
' ভূতলে অতুল তোমরা লো সবে,
' জয় জয় জয় ভারত নারী ।' "

মহারাণা প্রতাপ সিংহের নয়নে আনন্দাশ্রু আবির্ভূত হইল । দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শৈলবর রাজ বলিলেন,—

" হায় ! সেই মিবার ! "

দেবীসিংহ আবার গাহিতে লাগিলেন,—

" চলিলেক আলা লইতে চিতোর,
দেখিলেক তাহা শ্মশান স্থল—
শোণিতে শবেতে পূরিতা নগরী,
নিহত সমরে বীরের দল ।

" যেদিকে নয়ন ফিরাইল আলা
পরিহাস তায় বারম্বার
করিতে লাগিল, জনহীন পুর,
প্রাণহীন দেহ, শোণিত ধার ।

" পশিলা বাদশা প্রাসাদ ভিতরে,
দেখিলা তখনও জ্বলিছে চিতা,—
পুড়িয়াছে যত মহিলামণ্ডলী
যবন-দৌরাত্ম্যে হইয়া ভীতা ।

" হু হু হু হু করি জ্বলিছে অনল
অনিলে ছুটিছে তাহার শিখা ;
কাঁপিয়া উঠিল যবন রাজন—
এমন কখন হয়নি দেখা ।

" ছুটিতেছে শিখা এদিক ওদিক
কভুবা আসিছে বাদশা পাশে ;
ভাবিল ভূপতি ধরিছে অনল

আমা…কই বুঝি গ্রহণ …

সভয়ে তখন … রাজন
দুই চারি পদ পিছায়ে গেলো ;—
স্থানের মাহাত্ম্যে পাষাণের হিয়া
আজিকে ভয়েতে আকুল হলো !

"দেখিলেক যেন চিতার মাঝারে
পড়িয়া রয়েছে অযুত দেহ ;—
সুকুমার কায়, দহেনি অনলে ;
গাইছে কেহবা, হাঁসিছে কেহ !

"তখনি দেখিলা নাহি সেইরূপ ;
পুরিয়াছে চিতা বিকৃত জীবে !
জ্বাল য যন্ত্রণায় অধীর হইয়া
ছুটাছুটী … ! করিছে সবে !

"পলাই পলাই ভাবিয়া ভূপতি
…রিয়া দেখিলা প্রাসাদ পানে ;
… খল্ খল্ ভয়ানক হাসি
চারিদিক হতে পশিল কাণে !

"শূন্য নিকেতন, মুক্ত গৃহদ্বার,
সে সব ভেদিয়া হাসির ধ্বনি,
কাঁপাইয়া দিল যবনের হিয়া—
চাপিলা দুকাণ, প্রমাদ গণি !

"বিকট ধ্বনিতে কহিলা তখন,
'কি দেখিছ ভূপতি ?' 'অদৃষ্টচর ;
চমকি উঠিল বিধর্ম্মী যবন
চাহিয়া…কায় দিগ্দিগন্তর !

… … ভুল ? ভাবিয়াছ মনে
'ক্ষমতা তোমার অটুট রবে ;
'বুঝিয়াছ মনে উৎপীড়ন স্রোতে
'ভাসিয়া যাইবে ক্ষত্রিয়গণ !

"'তাজিবে সম্মান, জাতীয় গৌরব,
'আশ্রিত হইবে চরণে তব ;
'হিন্দু সিমন্তিনী সেবিকা করিয়া
'সুখের সাগরে সাঁতার দিব !

"'না শুনে যদ্যপি হিন্দুরা একথা ;—
'অসি আছে হাতে কিসের ডর ?
'সমরে নাশিয়া, অধীন করিয়া
'বাসনা মিটাব হৃদয় ভরে !

"'ভ্রান্ত ম্লেচ্ছরাজ ! তোমার সিদ্ধান্ত
'নিতান্ত অসার, এখন দেখ !
'জ্ঞান উপার্জ্জন হয়না সহসা,
'এখন নরেশ ঠেকিয়া শেখ !

"'কোথায় পদ্মিনী, নবীনা কামিনী,
'যার কথা শুনে ক্ষেপিয়াছিলে ?
'যাহার কারণে শোণিতের স্রোতে
'বসুধা প্লাবিত করিয়া দিলে ?

"কোথায় এখন, হে ইন্দ্রিয়…!
'পদ্মিনী সুন্দরী কোথায় গেল ?
'জলের আশায় ছুটাছুটী করে
'আগুনে আসিয়া পড়িতে হলো !

"'দেখিছ যে চিতা, উহার অনলে,
'পড়িয়া পদ্মিনী হয়েছে ছাই…

হিন্দুর নিশান উড়িল আবার
চিতোর নগরে প্রাসাদ-শিরে।

"কত কত কত হইল রাজন,
ভুবনে অতুল তাঁদের যশ।
সাধি হিত কাজ, নাশি শত্রু কুল
মানবমণ্ডলী করিলা বশ।

"বলিতে হইলে সে সব কাহিনী
সপ্ত দিবানিশি বহিয়া যায়;
স্মরিলে তাঁদের নিরূপম কথা
অশ্রুবারি বক্ষ ভাসায়ে ধায়।

"তাঁদের প্রভায় সমস্ত মিবার-
হইয়া উঠিল উজ্জলতর;
হাসিল ভারত মনের আনন্দে,
পাইয়া সে সব কুমার বর।

কিন্তু হায়———
"কোথায় সে দিন মনের আনন্দে
হাসিত ভারত যেদিন সুখে?
কোথায় এখন স্বাধীনতা-ধন?
পর নিপীড়ন, ভারত বুকে।

"ঐ যে চিতোর আলু থালু বেশ,
কবরীবিহীনা নারীর মত,
ভূষণবিহীনা, শ্রীহীনা নবীনা,
বিধবা কামিনী, রোদনে রত।

"উহার এ দিন ভাবিলে সতত
কাঁদিয়া ... আকুল প্রাণ,
... হলাহল পাই,
... র মত খান্।

"ধিক্ উদিসিংহে তাঁহারই সময়ে
এঘোর——".

মহারাণা প্রতাপসিংহ চারণের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—

"না—ও কথায় আর কাজ নাই।"

বহুক্ষণ অবনত মস্তকে চিন্তা করিয়া মহারাণা অস্ফুটস্বরে কহিলেন,—

"উদয়সিংহ—পাপ—পাপ উদয়সিংহ না জন্মিলে আজ্ কাহার সাধ্য মিবারের এ দুর্দ্দশা করে?"

শৈলম্বর রাজ কহিলেন,—

"সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সায়ংকালীন উপাসনা করা হইল না।"

দেবীসিংহ ও দেবলবর রাজ বলিলেন,—

"বটেইত—চলুন।"

একে একে সকলে দুর্গের ছাদ হইতে অবতরণ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"সেই তুমি?"

সময়ে সময়ে দুই একটি ঘটনা চিত্তকে এমনি আক্রমণ করে যে, কিছুতেই তাহা হইতে মন অন্তরিত করা যায় না। তাহা হৃদয়ের সহিত এমনি মিশিয়া যায় যে, কিছুতেই তাহার ছায়া বিলুপ্ত হয় না; শয়নে, স্বপ্নে প্রতিকার্য্যে সেই ব্যাপার বিভিন্ন ভঙ্গীতে আসিয়া চিত্তক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। নাথদ্বার নগর সমীপে বুনাস্ নদী-তীরে সেই বীর-মনোমোহিনী কিশোরীর নিজ

পম মাধুরী ও তদীয় ... ...নীত ...ন্ততা অমরসিংহের চিত্তকে এরূপ উদ্বেলিত করিয়াছিল যে, এই কয়দিন মধ্যে তিনি সেই ব্যাপার একবারও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। পিতৃ-পার্শ্বে, মাতৃ-সকাশে, শত্রু-নিপাত-পরামর্শে সকল সময়েই সেই ভুবনমোহিনীর আশ্চর্য্য সাহস, অপরিসীম স্বদেশানুরাগ ও অসামান্য সৌন্দর্য্য সজীব চিত্রের ন্যায় মানস-চক্ষে সন্দর্শন করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি অমরসিংহ দেশের অবস্থা চিন্তনে উদাসীন ছিলেন? যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী—তজ্জন্য সতর্কতা বিধেয়—একথা শিশোদিয়া বংশাবতংস মহারাণা প্রতাপসিংহের পুত্র সম্পূর্ণই জানিতেন। কি দিবা কি রাত্রি সততই তাঁহারা সমরায়োজনে রত।

রাত্রি এক প্রহর। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী বিশ্বভূমে অবতীর্ণা। বহুদূরে কৃষ্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত গোগুণ্ডা দুর্গ আকাশ পর্য্যন্ত মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে; চন্দ্রালোকে দুর্গ যেন অর্ব্বলী পর্ব্বতের শাখা বিশেষ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। এই সময়ে যুবরাজ অমরসিংহ অশ্ব-পৃষ্ঠে গোগুণ্ডা দুর্গে গমন করিতেছেন। এখনও দুই ক্রোশ যাইতে হইবে। বেগগামী অশ্ব দ্রুতগতি চলিতেছে। হঠাৎ পার্শ্বস্থ বন মধ্য হইতে বিকট চীৎকার ধ্বনি উঠিল। অশ্ব উৎকর্ণ হইয়া পুচ্ছ আন্দোলন ও শব্দ করিল। অমরসিংহ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ব্যাপারটা কি না জানিয়া অগ্রসর হইতেও ইচ্ছা হইল না। তখন পশ্চাৎ হইতে শব্দ হইল,—

"...জ আর নিস্তার নাই। যদি জীবনের সাধ থাকে তবে বাদশাহের দাসত্ব স্বীকার কর।"

অমরসিংহ অশ্ব ফিরাইলেন। দেখিলেন, চারি জন মুসলমান তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ধনুকে তীর যোজনা করি... এক লম্ফে তাঁহার অশ্ব তাহাদের সম্মুখীন হইল। তাহাদের লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। তখন অমরসিংহ অসিদ্বারা পার্শ্বস্থ যবনকে আঘাত করিলেন। সে যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি করিয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেল। তিন জন মুসলমান অসি হস্তে অমরসিংহকে আক্রমণ করিল; তিনি কাহাকেও আক্রমণ করিতে অবসর পাইলেন না, কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। যবনেরা মনে মনে তাঁহার শিক্ষার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল। এরূপে কার্য্যসিদ্ধ হইবে না ভাবিয়া তাহারা এককালে অনেকদূর পিছাইয়া গেল। অমরসিংহ সেই অবসরে ধনুক হইতে তীর ত্যাগ করিলেন; সে তীর এক জনের হস্তবিদ্ধ করিল, সুতরাং সে অগ্রসর হইতে পারিল না। অপর দুইজন সবেগে আসিয়া এককালে সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক হইতে আক্রমণ করিল। বিচিত্র শিক্ষার প্রভাবে তিনি তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে লাগিলেন। অমরসিংহ নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন—ভাবিলেন, কিঞ্চিদ্দূরে না যাইলে জয়ের আশা নাই। ইঙ্গিতমাত্র অশ্ব কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দাঁড়াইল। অমর তখন ঘন ঘন তীর ছাড়িতে লাগিলেন। এক তীরের আঘাতে পূর্ব্বে যাহার হস্ত বিদ্ধ হইয়াছিল, এবার

তাহারি ও বিদ্ধ হইয়া গেল। ... নেই পঞ্চত্ব পাইল। তখন দুই জন মাত্র শত্রু অবশিষ্ট রহিল। একজন বেগে অগ্রসর হইয়া অমরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। আর এক জন দূরে ... রহিল। সেই ... স্বয়ং মহাবৎ খাঁ। অনিয়ত অসি চালনায় অমরসিংহ নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি বিশ্বময়ী ভবানীর চরণ স্মরণ করিয়া উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাবেত অলক্ষিত ভাবে, অমরের পশ্চাতে আসিল। অমর আগতপ্রায় বিপদের কিছুই জানিতে পারিলেন না। তখন জগৎহিতপরায়ণা দেবমাতার দৈববাণীর ন্যায়, মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রের ন্যায়, অকূল সিন্ধুনীর নিমগ্ন ব্যক্তির আশ্রয়ের ন্যায়, অতি দূর হইতে শব্দ হইল,—

"রাজপুত্র! ফিরিয়া দাঁড়াও! সাবধান!"

নিমেষমধ্যে রাজপুত্র ফিরিয়া দেখিলেন —জীবন গতপ্রায়—বিপক্ষের অসি উত্তো-লিত। দুই জনেই তখন অমরকে আক্রমণ করিল। সেই সময় সহসা একজন মুসল-মান দারুণ যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনি করিয়া অশ্ব-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল ও গতায়ু হইল। অমর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিলেন,—'ইহাকে কে মারিল?' কেবল মহাবেত জীবিত রহি-লেন। ... যুদ্ধ করা সৎপরামর্শ নহে বি-বেচনায় তিনি বিপরীত দিকে অশ্ব ফিরাই-লেন। অমর ঘন ঘন তীর ছাড়িতে লাগি-লেন ও তাঁহার পশ্চাতে অশ্ব চালাইলেন। ... পলাইতে পলাইতে কহিলেন,—

... ফিরিয়া যাও। তুমি আজি যে যুদ্ধে জয়ী হইয়াছ, তাহা বড় বড় বীরের পক্ষেও শ্লাঘার বিষয়; তুমি তো বালক। এই কয় মুসলমানের বীরত্বের কথা বাদসাহাও অব-গত আছেন। কিন্তু ভাবিও না, অমর! এ সৌভাগ্য প্রতিদিন ঘটিবে। যবনের দাসত্ব অবশ্যম্ভাবী বিধিলিপি; আজি না হয় কালি ফলিবে।'

অমর বলিলেন,—

'একবার আকবরকে আসিতে বলিও— বিধিলিপির অর্থ বুঝাইয়া দিব।'

অমরের অশ্বের ন্যায় মহাবেতের অশ্ব অধিক শ্রান্ত হয় নাই। অতএব সে বেগে ছুটিতে লাগিল, অমরের অশ্ব তাহার অনু-সরণ করিতে পারিল না। তখন অমর সং-হতাশ হইয়া অশ্ব ফিরাইলেন। ... ম-হাবেত তখন বনান্তরালে অদৃশ্য। শ্রান্তি পরিহারার্থ ক্ষণেক বসিবেন স্থির করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তখন সন্নিহিত বৃক্ষপার্শ্বে দেখিলেন, ধনুর্হস্তে শেতাম্বর বিশোভিতা ভুবনমোহিনী প্রতিমা! চন্দ্রালোকে রমণীর বদন দেখিতে পাই-লেন; সবিস্ময়ে কহিলেন,—

'সেই তুমি?'

কিশোরী সম্মান সহকারে অমরসিংহকে প্রণাম করিলেন। অমর আবার কহিলেন,—

'এতক্ষণে বুঝিলাম অদ্য তোমারই উ-পদেশে প্রাণ পাইয়াছি, তোমারই বাণে একজন যবন নিহত হইয়াছে। তোমার ঋণ ইহজন্মে শোধিতে পারিব না।'

সুন্দরী কহিলেন,—

'সে কি কথা—আমি কি করিয়াছি?'

যুবরাজ কহিলেন,—

'তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাতের আশায় নিতান্ত ব্যাকুল ছিলাম। তোমার গুণগ্রাম—তোমার—যে কখন ভুলিতে পারিব, তাহা বোধ হয় না।'

কিশোরী লজ্জায় বদন বিনত করিলেন। অমরসিংহ আবার বলিলেন,—

'তুমি আজি এখানে কেমন করিয়া আসিলে?'

সুন্দরী হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

'আমি কোথায় না থাকি? আপনি এখন কোথায় যাইবেন?'

অমরসিংহ বলিলেন,—

'আমি গোগুণ্ডা দুর্গে যাইব।'

কিশোরী বলিলেন,—

'আপনি শ্রান্ত হইয়াছেন, একটু বিশ্রাম করুন—পরে দুর্গে যাইবেন। আমি এক্ষণে প্রস্থান করি।'

'তুমি এখনই যাইবে? আমি তোমাকে কত কথা জিজ্ঞাসিব [illegible] করিতেছি। যাহার নিকট জীবন এত উপকারে বদ্ধ, তাহার সহিত নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় এত অল্প সাক্ষাতে মন তৃপ্ত হয় না।'

যখন অমরসিংহ কথা কহিতেছিলেন, সুন্দরী তখন অতৃপ্তনয়নে তাঁহাকেই দেখিতেছিলেন। কথা সাঙ্গ করিয়া অমরসিংহ তাঁহার বদনের প্রতি চাহিলেন; উভয়ের দৃষ্টি সম্মিলিত হইল। তখন সুন্দরী ব্রীড়াভরে মস্তক বিনত করিলেন। অমরসিংহ আবার বলিলেন,—

'তোমার সহিত হয়ত শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবে না।'

[illegible] মৃত্তিকা খনন করিতে [illegible] কহিলেন,—

'এ [illegible] রাজকুমারের অসামান্য অনুগ্রহ। [illegible] আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু—হয় [illegible] তেছিলেন, তাহা না বলিয়া আবার বলিলেন,—

'রাত্রি অধিক হইয়া উঠিল; আমি এক্ষণে বিদায় হই।'

যুবরাজ কহিলেন,—

'এ জীবনে আমার তোমার সহিত কবে সাক্ষাৎ হইবে?'

সুন্দরী বলিলেন,—

'সাক্ষাৎ সততই প্রার্থনীয়; কিন্তু যুবরাজ আমি কুলকামিনী—'

রাজপুত্র বলিলেন,—

'পথে শত্রুসমাকুল। অতএব চল আমি তোমার সঙ্গে যাই।'

'আমি বিপরীত দিকে যাইব।'

'দুর্গে না গিয়া আমি তোমার সঙ্গে বিপরীত দিকেই যাইতেছি।'

কিশোরী অবনত মস্তকে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—

'আপনার আশীর্বাদে, কুমারী উর্ম্মীলা কখন ভয়ে ভীতা হয় নাই।'

ধীরে ধীরে কুমারী উর্ম্মীলা অমরসিংহের নিকট হইতে চলিতে লাগিলেন। অবিলম্বে কিশোরী নেত্রপথের অতীতা হইলেন। অমরসিংহ বহুক্ষণ মুগ্ধের ন্যায় সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে দীর্ঘনিশ্বাসসহ গাত্রোত্থান করিয়া [illegible]

'কুমারী উর্ম্মীলা—[illegible] খনই মানবী নহে।'

অমরসিংহ অশ্ব আনয়ন করিয়া আরোহণ করিলেন। সেই গভীর রজনীতে সেই জনশূন্য অরণ্যপথে বীরবর অমরসিংহ একাকী চলিলেন। বাহ্যপ্রকৃতি তখন তাঁহার অন্তরে আর স্থান পাইতেছে না। সংসার, যুদ্ধ, যবন, ধর্ম্ম, স্বদেশ সে সকল তখন তিনি ভুলিয়াছেন। একই বিষয় চিন্তনে তখন তাঁহার অন্তর বিনিবিষ্ট। কুমারী ঊর্ম্মীলা সেই চিন্তার বিষয়। সেই দিন হইতে অমরসিংহের হৃদয়ে কি এক অননুভূতপূর্ব্ব চিন্তাবেগ সঞ্চালিত হইল; সেই দিন হইতে অমরসিংহ নিজ চিত্তের উপর প্রভুতা হারাইলেন।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য বর্ত্ম।

প্লিনি ও অপরাপর বৈদেশিক গ্রন্থকারেরা ভারতের প্রাচীন বাণিজ্যের বিষয় অনেক বিবরণ প্রকটন করিয়াছেন, তদ্বৃত্তান্তের আলোচনা বর্ত্তমান প্রস্তাবের লক্ষ্য নহে। কোন্ কোন্ প্রধান বর্ত্ম দ্বারা পাশ্চাত্য দেশসমূহের সহিত ভারতের বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদিত হইত, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ পাঠককে উপহার প্রদান করাই আমাদের অদ্যকার উদ্দেশ্য।

বিবিধ বর্ত্ম দ্বারা ভারতীয় বাণিজ্য সম্পাদিত হইত। তন্মধ্যে অগ্রে স্থল-পথের বর্ণনা করা যাইতেছে। স্থল-পথে বাণিজ্য সার্থবাহী-বণিক সম্প্রদায়ের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইত। এই বণিকেরা ভারতের পশ্চিম প্রান্তস্থিত শৈলময় সীমা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বেকট্রিয়া অভিমুখে গমন করিত। যাইবার সময় বাক্ নগরে ইহাদিগকে কিছুদিন অবস্থিতি করিতে হইত। সুতরাং বাক নগর [illegible] প্রধান বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠে। [illegible] গমন করিতে করিতে [illegible] দিয়া যাইতে হইত, সুতরাং বেবিলনও একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠে। এই বর্ত্ম অনুসরণ করিয়া, বণিকেরা প্রায় কাস্পিয়ন হ্রদের সন্নিকর্ষে গমন করিত; এই স্থান হইতে অর্ণব-যানে পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে একটি সুবিধা জনক স্থানে তৎসমুদয় পৌঁছাইত, এবং উক্ত স্থান হইতে স্থল-পথে বহন করিয়া কৃষ্ণসাগরে পুনর্ব্বার বাণিজ্য পোতে উহা বোঝাই করিত। এতদ্দ্বারা উক্ত সাগরের উপকূলস্থ বন্দর সমূহ এবং ভূমধ্য সাগরের তীরস্থিত নগর সকল ভারতের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে বিবিধ পণ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইত। বক্ষ্যমাণ বাণিজ্য-বর্ত্ম বেবিলন হইতে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া সৈকত-মরুভূমিস্থ পেলমিরা নগরে প্রবেশ করে, তথা হইতে বিস্তৃত হইয়া ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বাংশ লিবেণ্ট সাগরে যাইয়া পর্য্যবসিত হয়। [illegible] পূর্ব্বে একটি নগণ্য স্থান ছিল, [illegible] ভিজাত কোন দ্রব্যই দৃষ্টিগোচর [illegible] কিন্তু প্রাগুক্ত বর্ত্ম দ্বারা [illegible] রপ্তানি হওয়াতে উহা কালে একটি [illegible]

প্রসিদ্ধ নগর হইয়া উঠে; এবং প্রবল পরাক্রান্ত একটি রাজ্যের রাজধানী রূপে উহা পরিণত হয়। রণ-রঙ্গিনী বোয়াডেসিয়া এই রাজ্যের অধিশ্বরী ছিলেন, এবং তাঁহার বীর্য্যপ্রভাবে এই নগর ইতিহাসপাঠকদিগের অন্তঃকরণে অদ্যাপি অঙ্কিত হইয়া আছে। পেলুমিরা হইতে অনায়াসেই পণ্যবস্তু সিরিয়ার উপকূলে নীত হইত, এবং [illegible] তীরস্থ বন্দর সকলে ভারতবর্ষের [illegible] প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য সমুদায় ইয়োরোপ ও আফ্রিকাজাত পণ্যের সহিত বিনিময় হইত। এই প্রধান স্থল-পথ হইতে শাখা প্রশাখা বহির্গত হইয়া দূরবর্ত্তী স্থান নিচয়ে ভারতবর্ষের কৃষিজাত দ্রব্য সকল নীত হইত। সুতরাং এসিয়া, ইয়োরোপ, ও আফ্রিকা এই খণ্ডত্রয় এই স্থলপথ কর্ত্তৃক উপকৃত হইত।

উপরিউক্ত স্থল-পথ উপকারী হইলেও তত সুবিধাজনক ছিল না। প্রথমতঃ উষ্ট্র ব্যতীত পণ্যবহনের উপায়ান্তর ছিল না। দ্বিতীয়তঃ পণ্যবহনে প্রভূত অর্থব্যয়, [illegible] কষ্ট, এবং যথেষ্ট কালক্ষয় হইত। [illegible] বশতঃ দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের আবি[illegible] বহু পূর্ব্বে ভারত-মহাসাগরে [illegible] মৌসমি বায়ুর প্রকৃতি অবগত হইবামাত্র নাবিকেরা অর্ণবপথে পোতযোগে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। গ্রী[illegible] দক্ষিণ পশ্চিম মৌসমি বায়ু প্রবা[illegible] আরম্ভ করিলেই বণিকগণ বি[illegible] করিত, এবং হেমন্তের শেষ [illegible] পূর্ব্বোত্তর মৌসমি বায়ু বহিলেই স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করিত। অপ্রা-

সঙ্গিক হইলেও সাধারণ পাঠক বর্গের অবগতির জন্য মৌসমি বায়ু সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন হইবে না।

দেশ বিশেষে বৎসরের মধ্যে চারি পাঁচ মাস স্থির ভাবে অনবরত একদিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়; অপর চারি পাঁচ মাস বিপরীত দিক হইতে আবার ঐরূপ স্থির বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ুর নামই মৌসমি বায়ু। বঙ্গদেশে বর্ষা আরম্ভের পূর্ব্বেই দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব্বদিক হইতে বায়ু বহিতে আরম্ভ করে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ আষাঢ় মাসে মধ্য ভারতবর্ষ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং পঞ্জাব প্রদেশে যখন গ্রীষ্মের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হয়, তখন বিষুব রেখার অপর পার্শ্ব হইতে ভারতের উত্তরাভিমুখে প্রবলবাত্যা বহিতে থাকে, তৎসঙ্গে সমুদ্রজাত বারিসিক্ত বাষ্পকণাসমূহও নীত হয়। ইহাকেই আমরা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসমি বায়ু নামে অভিহিত করিয়াছি। পক্ষান্তরে পৌষ মাঘ মাসে যখন এদেশে সূর্য্যের উত্তাপ মন্দীভূত হয়, এবং পৃথিবী শীতল হয়, তখন অষ্ট্রেলিয়া ও বিষুব-রেখার [illegible] স্থান সকল ভয়ানক উষ্ণ হইতে [illegible] এবং ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তর দিক হইতে শীতল বাতাস বহিয়া উক্ত উষ্ণ স্থানসমূহে গমন করে, ইহাকেই আমরা পূর্ব্বোত্তর-মৌসমি আখ্যা প্রদান করিয়াছি। সংপ্রতি আমরা প্রস্তাবিত বিষয় বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মৌসমি-বায়ুর প্রকৃতি পরিজ্ঞান নিবন্ধন নৌ-বাণিজ্য ও পোত-চালনের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার

বহুপূর্ব্বেই ফিনিসীয় সাংযাত্রিগণ নৌ-পথে ভারতবর্ষের সহিত পরোক্ষভাবে বাণিজ্য করিতেছিল। টায়র নগরের ব্যবসায়ীগণ এই বণিগ্‌বৃত্তি প্রভাবে কুবেরতুল্য ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠে। তাহারা একদা এমন প্রবল হইয়াছিল যে সেকন্দরসাহ বল, কৌশল ও প্রভূত আয়াসের পর তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ফিনিসীয় বণিকেরা প্রথমে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিত না। মিসরীয় লোকেরা ভারতবর্ষ হইতে পণ্য সংগ্রহ করিয়া ফিনিসীয়দিগের সহিত বিনিময় করিত। কিন্তু কস্মিনকালে উভয় জাতির মনান্তর উপস্থিত হইলে ফিনিসীয়েরা ভারত-বাণিজ্যে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইবে, এই আশঙ্কায় তাহারা মিসরীয়দের প্রতি কেবল নির্ভর না করিয়া লোহিত সাগরের প্রবেশমুখে আরবদেশের উপকূলস্থ কতিপয় বন্দর হস্তগত করে। ভারতবর্ষ হইতে পোত যোগে পণ্য দ্রব্য এই সমস্ত বন্দরে আনয়ন করিত, পরে স্থলপথে তৎসমুদয় টায়রনগরে প্রেরণ করিত। এইরূপে বাণিজ্যকার্য্য [illegible] অতি কষ্টকর হইয়া উঠিল। কিন্তু উদ্যম ও অধ্যবসায়ের নিকট কোনরূপ প্রতিবন্ধকতাই তিষ্ঠিতে পারে না। প্রাগুক্ত অসুবিধা নিরাকরণ জন্য উদ্যমশীল ফিনিসীয় বণিক সম্প্রদায় ভূমধ্যসাগরের তটবর্ত্তী [illegible] নামা বন্দর অধিকার করে। এই বন্দর হইতে অনায়াসেই লোহিত সাগরের অপর পার্শ্বে রাখিয়া পোত যাইতে পারিত। ইহাতে একটি অসুবিধা উপস্থিত হয়।

অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে জলযানযোগে পণ্য দ্রব্য লোহিত সাগরে আনিত হইবার পর উহা তটে নামাইতে হইত; স্বার্থবাহী বণিগ্‌গণ উক্ত পণ্য বহন করিয়া সুয়েজ যোজকের অপর পার্শ্বে উপস্থিত করিত, তথা হইতে পুনরায় উহা পোতে বোঝাই করিয়া ভূমধ্য সাগর বাহিয়া টায়র নগরে নীত হইত। দুইবার পণ্য বোঝাই করা ও দুইবার নামাইতে যথেষ্ট কষ্ট [illegible] স্থলপথে বাণিজ্যের দুরূহ[illegible] তার সহিত তুলনা করিলে [illegible] অনেক সুবিধাই হইয়াছিল। বিশেষতঃ এই শেষোক্তপথে অপর্য্যাপ্তরূপে ও সুলভমূল্যে ভারতীয় পণ্য আমদানি হওয়াতে ফিনিসীয় বণিকেরা বিপুল অর্থশালী হয়, এবং ভারতীয় বাণিজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করে।

সেকন্দরসাহ কর্ত্তৃক টায়র নগর ধ্বংস হইলেও ভারতবাণিজ্যের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। সেকন্দর স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিবার মানসে নীলনদীর মুখে, আলেক্‌জেন্দ্রিয়া নগর স্থাপন করেন। টায়[illegible] রের পরিবর্ত্তে এই নগর অষ্টা[illegible] পর্য্যন্ত ভারতীয় বাণিজ্যে[illegible] ছিল। স্থাপয়িতা স্বীয় ন[illegible] সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধিশালিতা দেখি[illegible] পারেন নাই। কারণ এই নগর [illegible] অব্যবহিত কাল পরেই তিনি পরলোক গমন করেন। যাহউক, মৃত্যুর পূর্ব্বে এই নগর স্থাপনের উদ্দেশ্য [illegible] তদীয় কর্ম্মসচিব তোলে[illegible] গণকে রাখিয়া যান যে, তিনি মিসরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই আলেকজেন্দ্রিয়া নগরে স্বীয়

রাজধানী স্থাপন করেন। এবং নগরের প্রবেশস্থানে অর্ণবকূলে পোতচালনের সুবিধার জন্য এরূপ একটি আলোক-গৃহ স্থাপন করেন যে, তাহার শোভা ও শিল্পনৈপুণ্য বশতঃ পৃথিবীর অদ্ভুত সপ্তকীর্ত্তির * অষ্টম কীর্ত্তিরূপে উহা গণ্য হয়। তোলেমি লেগসের পুত্র তোলেমি ফিলাদেলফস্ পৈতৃক দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া ভারতীয় বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে তৎপর হন। তিনি [illegible] যোজক কর্ত্তন পূর্ব্বক একটি [illegible] করিতে বারবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তখন বিজ্ঞানের তাদৃক উন্নতি হয় নাই বলিয়া তাহাতে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই। পরিশেষে অপরবিধ সুবিধার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া লোহিত সাগরের পশ্চিম কূলে বেরিনিস্ নামে একটি নগর সংস্থাপন করেন। বেরিনিস্ হইতে হইতে কপ্টস্ নগর পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত বর্ত্ম নির্ম্মাণ করান, এই বর্ত্ম দ্বারা স্থলপথে পণ্যদ্রব্য প্রবাহিত হইত। ইহাতে যে সকল অসুবিধা ছিল, তাহা পরিহার করি[illegible] জন্য তোলেমি ফিলাদেল্ফস্ বিস্তর [illegible]ব্যয় করেন। কপ্টস্ হইতে নীল [illegible] একটি ক্ষুদ্র খাল খনিত হয়,

[illegible] সপ্তকীর্ত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে, [illegible] তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ মতের অনুবর্ত্তী হইয়া তাহাদের নাম করিতেছি যথা—বেবিলনের প্রাসাদ, রোডস্ দ্বীপের প্রকাণ্ড মূরদ, চৈনিক [illegible]প্রাচীর, আলেকজেন্দ্রিয়ার আলোক[illegible] মিসরে পিরামিড্, বেবিলনের দোলায়মান উদ্যান এবং আগ্রার তাজমহল।

ঐ খাল ও নদী [illegible] আলেক্জেন্দ্রিয়াতে অন্য সমস্ত পণ্য দ্রব্য নীত হইত।

ইয়োরোপ ও আফ্রিকাজাত বি[illegible] [illegible]ণিজ্যবস্তু লইয়া বেরিনিস্ নগর হইতে পোত গমন করিত, এবং আরব ও পারস্য উপকূলের নিকট দিয়া গমনপূর্ব্বক পোর্ত্ত একেবারে সিন্ধুনদমুখে উপস্থিত হইত। তথা হইতে দক্ষিণাভিমুখে বাণিজ্যতরী গমন করিত কি না তাহার কোন বিবরণ আমরা অদ্যাপি প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু দক্ষিণ দিকে যখন অনেক বহুমূল্য বাণিজ্যবস্তু জন্মাইত, এবং সিন্ধুনদের মুখ হইতে সেদিকে অর্ণবপোত পরিচালনের যখন কোন অন্তরায় দেখা যায় না, তখন ভারতের সমগ্র উপকূলবর্ত্তী নগরেই যে বৈদেশিক বাণিজ্যতরী যাতায়াত করিত তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই লাভজনক বাণিজ্য করিবার জন্য মিসরীয় ভূপতিগণ সর্ব্বদা বাণিজ্যতরীসমূহ সুসজ্জিত রাখিতেন, এবং এই বাণিজ্যবর্ত্ম সুগম করিতে তাঁহারা বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেলুকস নিকেতর একটি খাল খনন দ্বারা কাস্পীয়ন ও কৃষ্ণসাগর সংযুক্ত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, নানা কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩০ অব্দে রোমকর্ত্তৃক মিসর জয় হইলে পর, রোমবাসীরা ভারতীয় বাণিজ্যের সমধিক উন্নতি করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে বৈদেশিক বাণিজ্যতরী কূলের নিকট বাহিয়া লোহিত সাগর হইতে ভারতবর্ষে উপনীত হইত, ইহাতে অনর্থক অনেক

... প্রকৃতি ... মৌসমি-বায়ুর বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, ... বইচিত্তে ... পর্যন্ত তাহার গতি পর্যবেক্ষণ ক... হিপালস নামে একজন নাবিক প্রথমে ... অনুমান করেন যে, সমুদ্রের মধ্যভাগ দিয়া মৌসমির যুর সাহায্যে গমন করিলে অতি অল্পসময়ে লোহিত সাগর হইতে ভারতের উপকূলে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এবং তিনিই প্রথমে ঐ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হন। কিন্তু এই বিষয়টি এত সহজে অনুমেয় যে, হিপালাসের পূর্ব্বে কেহ ইহার আবিষ্কার করিতে পারেন নাই বলিয়া সহজে বিশ্বাস করা যায় নাই। প্রনিকৃত ভারতীয় নৌ-বাণিজ্যাবর্ত্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটন করিয়া আমরা প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। কিন্তু উক্ত গ্রন্থকার স্বরচিত প্রাকৃতিক ইতিহাস লিখিয়াছেন ভারতবর্ষে যে সকল বৈদেশিক পণ্যদ্রব্য রপ্তানি হইত, তাহা নীলনদে বাণিজ্যপোতে বোঝাই হইয়া কপ্টস্ নগরে নীত হইত। আলেকজেন্দ্রিয়া হইতে এই নগরের দূরত্ব ১৫১ ক্রোশ, এবং তথায় পৌছিতে বারস দিবস লাগিত। কপ্টস্ হইতে স্থলপথে নীত হইয়া বারস দিবসে বেরিনিস নগরে পণ্য পৌছিত। এই দুই নগরের ব্যবধান ১২৯ ক্রোশ ছিল। বেরিনিস হইতে জাহাজে পণ্য বোঝাই হইয়া ৩০ দিনে লোহিতসাগর অতিক্রম করিত, এবং ৪০ দিনে ভারতমহাসাগর অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের উপকূলে পৌছিত। সর্ব্বসমেত তিন ... চতুর্নবতি দিবসে এই নৌযাত্রা ... হইত। লোহিতসাগরে যে সময় ... হইত, তাহা আপাততঃ শুনিতে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু দুইটি কারণে অসম্ভব না হইলেও পারে। প্রথমতঃ, প্রতিকূল বায়ু ও প্রতিকূলতরঙ্গের জন্য উক্ত সাগর চিরপ্রসিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, পণ্যদ্রব্য সংগ্রহার্থ বোধ হয় স্থানে স্থানে পোত সংলগ্ন করিতে হইত। পৌষমাঘমাসে এই সকল বণিকেরা স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিত। শ্রীব—

চিত্তমুকুর।*

কাব্য মাত্রই চিত্তমুকুর। কারণ, মনুষ্যচিত্তে যাহা কিছু সুন্দর, মনুষ্যচিত্তে যাহা কিছু কুৎসিত, মনুষ্যের আনন্দ, অন্তর্বেদনা এবং ভক্তি, প্রীতি, ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রভৃতি ভাবের আলেখ্য প্রদর্শন কাব্যের এক প্রধান উদ্দেশ্য। যে সকল বর্ণনায় উল্লিখিত প্রকারের আলেখ্য সকল প্রদর্শিত হয় না, তাহা অন্যাংশে যার পর নাই ... বস্তু হইতে পারে, কিন্তু তাহা কাব্য নহে।

এই স্থলে এই এক প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, কাব্যের এইরূপ লক্ষণ নাটকাদি কাব্যেই প্রযুক্ত হইতে পারে;—গীতিকাব্যে অথবা গীতিকাব্যের অনুরূপ বর্ণন-কাব্যে ইহা প্রযুক্ত হইবে কেন? অভিজ্ঞানশকুন্তল পুরু-

* চিত্তমুকুর, পদ্যগ্রন্থ। কলিকাতা রায়যন্ত্রে শ্রীআশুতোষ ঘোষাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ষের পিপাসাকুল প্রেম, অবলার আধ মুকুলিত অমল অনুরাগ, মুকুলভাবা তাপসতনয়ার অকারকার্য্যহীন সরলচিত্তের সরলবিশ্বাস, ততোধিক [illegible] নির্ব্বিকার তপস্বীর নির্ব্বিকার স্নেহবাৎসল্য, ইত্যাদি মনোহর চিত্রে অলঙ্কৃত থাকিতে পারে ;—কিন্তু ঋতুসংহারে মানবচিত্তের কোন্ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে ? মেঘগর্জ্জনে ময়ুর ময়ুরী নৃত্য করিতেছে ;—সেই নয়নবিনোদন নৃত্যের কথায় মনুষ্যের কথা কোথায় থাকে ? হিমাচলের বর্ণনায় মনুষ্যচিত্তের সম্পর্ক কি ? জ্যোৎস্নাধৌত যামিনীর বর্ণ-চিত্রে মনুষ্যচিত্তের কোন্ আলেখ্য নেত্রগোচর হয় ?—এই প্রশ্নের অনেক প্রকার উত্তর সম্ভবে। কিন্তু আমরা তাহা না করিয়া প্রত্যুত্তরে আর একটি প্রশ্ন উপস্থাপন করিব।

ইহা সত্য বটে যে নাটকাদি কাব্যে মানব চিত্তের উচ্ছ্বাস, আবর্ত্ত, আলোড়ন ও অনন্ত পরিবর্ত্ত, মনুষ্যস্বভাবের অনন্ত মূর্ত্তি, [illegible] বৈচিত্র যেরূপ প্রদর্শিত হয়, বর্ণনকাব্যে তাহা কখনও হইতে পারে না। কিন্তু বর্ণনকাব্য কি ? উহা কি বিজ্ঞান, না দর্শন,—না কোন একটি দৃশ্য দর্শনে কি ঘটনা চিন্তনে মনুষ্যবিশেষের চিত্তবৃত্তিতে যে অপূর্ব্ব একটি ভাবের আবির্ভাব অথবা অননুভূতপূর্ব্ব একটি রসের আকস্মিক সঞ্চার হয়, তাহারই একখানি শব্দময় আলেখ্য ? তুমিও যে ফুলটি দেখিয়া প্রীত হইতেছ, আমিও সেই ফুলটি দেখিয়া প্রীত হইতেছি। কিন্তু উহা তোমার চিত্তে এক ভাব জন্মাইতেছে, আমার চিত্তে ঠিক তাহার বিপরীত আর একটি ভাবের উদ্দীপন করিতেছে। সকলেই তরঙ্গোচ্ছ্বাস [illegible] অথবা [illegible]স্মাবৃত অটবীর অপরূপ কান্তি দর্শন করে। কিন্তু সেই শোভা ও সেই কান্তি সকলের [illegible] ঠিক একই ভাব উৎপাদন করে না। ইংলণ্ডের কবি বাত্যাবিতাড়িত বৃষ্টিধারা, এবং তুষারসম্পাত ও তুষারসমাচ্ছাদিত শস্যক্ষেত্রাদি দর্শনে কোন্ ভাবে কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও দেখ ; এবং সেই বৃষ্টি, সেই ঝটিকা ও সেইরূপ তুষার-মূর্ত্তি দর্শনে ভারতীয় কবি কোন্ রসে [illegible] পড়িয়াছেন, তাহাও চিন্তা কর*। [illegible] ও কালিদাস উভয়েই হিমাচলের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কুমারসম্ভবে আমরা হিমাচলের যে সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া পরি[illegible] হই, কিরাতার্জ্জুনীয়ে সেই সৌন্দর্য্য, সেই মোহনচ্ছবি দেখিতে পাই না ; এবং কিরাতার্জ্জুনীয় হিমাচলের মহিমাময়ী মূর্ত্তি আমাদিগের চিত্তে যে ভাব ও যে রসের পরিস্ফুরণ করে, কালিদাসের হিমাদ্রি তাহা করে না†। ইহার কারণ কি ?—না, [illegible] আলেখ্যনিচয়ের একটিতে একজনের চিত্ত, আর একটিতে আর একজনের চিত্ত। উভয়ের চিত্তগত গঠন ও প্রকৃতিতে যে প্রভেদ, উল্লিখিত বর্ণনাচয়েও সেই প্রভেদ। সুতরাং বনের ফুল, বৃষ্টিধারা অথবা হিমাদ্রি-

* টমসনের [illegible]বর্ণনার সহিত [illegible]রের শীতবর্ণনা [illegible] পড়িলেই একথা অর্থগ্রহ হইবে [illegible]

† পাঠকবর্গ [illegible]মাদিগের অনুরোধে,—"[illegible]" ইত্যাদিক কবিতা নীচয়ের [illegible]মারের হিমাদ্রিবর্ণনার তুলনা করিবেন।

বর্ণনায় তাপসতনয়ার চিত্তের আলেখ্য প্রদর্শিত না হউক, উহা যে কবিচিত্তের তদানীন্তন ভাবের অকৃত্রিম আলেখ্য, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ হইতে পারে না। ওথেলোতে মানবচিত্তের যত প্রকার মূর্ত্তি, যত প্রকার পরিবর্ত্তের ছবি প্রদর্শিত হইয়াছে, বায়রণের সমগ্র জীবনের সমগ্র কবিতাতেও তাহা প্রদর্শিত হয় নাই। কিন্তু কি বোনাপার্টির বিনিপাতসাক্ষী ওয়াটর্লুর [illegible], কি গ্রীসের পুরাতন পর্ব্বতমালা, বায়রণের যে কোন বিষয়ের যে কোন বর্ণনা পাঠ কর, তাহাতেই তাঁহার তৎকালীন চিত্তের চিত্র দেখিবে; এবং তাহাতে [illegible] চিত্তের অনন্ত বৈচিত্র দেখিতে না পাও, অন্ততঃ একটি চিত্তের প্রকৃত প্রতিকৃতি দর্শনে অবশ্যই অন্তরে স্পষ্ট হইবে। এই হেতুই আমরা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, কাব্য মাত্রই চিত্তমুকুর;—এবং বোধ হয় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বর্ণনকাব্যও এক [illegible] মুকুর বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

কিন্তু [illegible]ও আমরা বলিয়াছি যে, বর্ণনকাব্য চিত্তমুকুর বলিয়া আখ্যাত হইবার [illegible] হইলেও বর্ণনা মাত্রই চিত্তমুকুর নহে। [illegible]টি বুঝাইবার জন্য একটি উদাহরণ [illegible]।

"গোর[illegible]লীবর্দ্দে[illegible]েন সঃ।
লাঙ্গুলং বিদ্যতে চাস্য [illegible] বিদ্যতে"

অর্থাৎ এই যে বলীবর্দ্দ দণ্ডায়মান, ইনি গো[illegible]পত্য; ইনি মুখে দাস খাইতে[illegible] [illegible]হার লাঙ্গুল আছে, ইহাঁর শৃঙ্গও বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই শ্লোকনিবদ্ধ শব্দমালাকে [illegible]ই বর্ণনা বলিতে পারি। কেন না, গোরুর [illegible]পত্য[illegible] বর্ণিত [illegible]ছেন। ইহা[illegible] কথা আছে, [illegible]র কথা আছে, তিনি যে মুখের [illegible] খাইতেছেন, তাহারও বর্ণনা আছে। তথাপি ইহা বর্ণনকাব্য নহে। কিন্তু কুমারের সপ্তমসর্গে মহাদেবের বৃষভের যে [illegible]না আছে, তাহাকে বর্ণনকাব্য বলি *। পূর্ব্বোদ্ধৃত বলীবর্দ্দ-বর্ণনা যাঁহার লেখনীপ্রসূত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, শেষোক্ত বৃষভবর্ণনাও তাঁহারই লেখনী হইতে নিঃসৃত। তথাপি, প্রথমোক্ত শব্দকয়টি শুধু শব্দ বলিয়াই গৃহীত হয়, এবং কুমারের বৃষভবর্ণনাকে লোকে কাব্য বলিয়া আদর করে।

আমাদিগের আজিকার সমালোচ্য 'চিত্তমুকুর' কাব্য বলীবর্দ্দবর্ণনার মত বর্ণনা মাত্রে পূরিত নহে। কাব্যগণনায় যে স্থানেই উহার স্থান হউক, উহা সর্ব্বথা বর্ণনকাব্য বলিয়া আদৃত হইবার উপযুক্ত। ইহাতে কবিচিত্তের কএকটি ভাব উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে;—কবি স্বজাতির দুঃখে কিরূপ দুঃখী, স্বদেশের অধঃপাত দর্শনে কিরূপ ব্যথিত, সদ্গুণান্বিত সুপুরুষের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধান্বিত এবং কুৎসিতস্বভাব কাপুরুষের প্রতি কিরূপ ঘৃণাযুক্ত, তাহা ইহাতে কবিতার অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। অতএব ইহা কাব্য মধ্যে গণিত হইবে। ইহাতে ভাবের সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য [illegible]

* "যে যেগণামী ককুদ্মান [illegible]
[illegible]"

ফুটিতে বিষয়ে যে কোন অভাব, অপূর্ণতা ও অপক্কতা পরিলক্ষিত হউক, যে ইহা পড়িবে [illegible] এই যথার্থ কবিতা বলিয়া [illegible]। আমরা [illegible] মতঃ [illegible] শোকাবহ বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। যদিও ভারতদুঃখী এবং ভারত গীতি, দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ, কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য অর্ব্বাচীনের গুঞ্জন ও কৌতুকস্পৃহার [illegible] হইয়া, অনেকের নিকটই পুরাণ কথা ও পুরাণ গীতের মত অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা তথাপি সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই মর্ম্ম স্পর্শ করিবে;—এবং যিনি ভারতমাতাকে অন্তরের অন্তরে আপনার জননী বলিয়া জানেন, বোধ হয় ইহার কোন কোন স্থান তাঁহার হৃদয়ে দগ্ধশলাকার ন্যায় বিদ্ধ হইবে।

গাঢ় অমাবস্যা-নিশি ঘোর অন্ধকার,
আচ্ছন্ন কালিমা মেঘে শূন্য চারিধার,
বদন বিস্তার ক'রে, গ্রাসিবারে বসুধারে,
মন্দ পদক্ষেপে যেন আসে দণ্ডধর।
ত্রাসে যেন সঙ্কুচিত বিশ্ব-চরাচর।

২

এহেন নিশীথে বসি প্রকোষ্ঠে আপন,
সর্ব্ব-সংহারিণী মূর্ত্তি করি দরশন,
চপলা বিকট হাসে, ভুবন চমকে ত্রাসে,
গম্ভীরে জলদ করে ভীম গরজন।
স্তব্ধ-বিশ্ব সেই রবে স্তম্ভিত পবন।

৩

[illegible]রি দুনয়নে সুধু অনন্ত আঁধার,
[illegible]র কালিমায় ঢাকা চারিধার,
[illegible]রাশি, ভেদিয়া সম্মুখে আসি,
দাঁড়াইল নারী এক অপূর্ব্ব রূপসী।
ফুলের কবরী শিরে, দেহে ফুলরাশি।

৪

[illegible] কমল দুটি মৃণাল সহিত,
চারু করতলে তার হয়েছে শোভিত,
[illegible] পুষ্পকণ্ঠমালা, বক্ষঃস্থলে পুষ্প ঢালা,
জীবন্ত যৌবন যেন কুসুমের বেশে।
দাঁড়া[illegible] কাছে মোর, মুখে মৃদু হেসে।

৫

সরমে শিহরি শেষে চিনিনু তাহায়,
বিজন-সঙ্গিনী মম প্রিয় কল্পনায়,
বদন গম্ভীর করে, কহিল বিষাদ-স্বরে,
আইস দেখিয়া এক দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
দেখিতে বাসনা যদি হও অগ্রসর।

৬

চলিনু কল্পনা-সাথে ঘোর ত্রিযামায়,
দেখিনু ভীষণ দৃশ্য, বিরাজে কোথায়
নদ নদী গিরি বন, কবি কত [illegible]
উপনীত দুইজনে বিস্তীর্ণ শ্মশানে—
[illegible] শূন্য—প্রাণিশূন্য—গৃহ-শূন্য [illegible]নে।

৭

শ্মশানের বক্ষঃস্থলে নেত্রপাত [illegible]
নিরখি ভীষণ দৃশ্য উঠিল শি[illegible]
উন্মাদিনী চিতাহাসে, দাঁড়ায়ে তাহার পাশে
সুন্দর আয়ত তনু যুবা [illegible]
রুক্ষ-কেশ [illegible]

একপার্শ্বে [illegible], অপর পশ্চাতে
অনতি [illegible] এক দণ্ড ধরি হাতে,
জলন্ত চিতার ক্রোড়ে, প্রবীণা রমণী পোড়ে,
নিবিড় চিকুর-জাল, বিস্তীর্ণ শিয়রে,
দুইখানি ক্ষীণ বাহু পড়ি দুই ধারে।

বস্তুতঃই দূষণীয় হইয়াছে। এটুকু পরিত্যাগ করিলে ইহার আর সকল স্থলই প্রশংসার্হ। কবি লিখিয়াছেন,—'শিহরিনু নিরখিয়া রমনীর মুখ;' তাঁহার ঐ স্থান পড়িবার সময়ে ভারতবাসী ব্যক্তিমাত্রই শোকাভিভূত হৃদয়ে, হৃদয়ের অজ্ঞাতসারে বলিয়া উঠিবে,—

'শিহরিনু নিরখিয়া জননীর মুখ।'

চিত্তমুকুরে ঠিক এইরূপ হৃদয়স্পর্শিনী বর্ণনা আর একটি না থাকিলেও, ইহার অন্যান্য কবিতা সকলও সুন্দর ও মধুর। আমরা দুই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক কবিতা হইতে দুচারি পংক্তি করিয়া সংক্ষেপ উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক, তাহা পড়িলেই কবির বর্ণনানৈপুণ্যের পরিচয় পাইবেন।

"কে গাহিল—কি মধুর—ওই যে আবার—
ছুটিল সঙ্গীত স্রোত ভাসায়ে গগন!
একি!—এ যে ভেসে যায় হৃদয় আমার
নিশীথে কে করে হেন সুধা বরিষণ!
আবার—আবার—গায়,
পুন চিত্ত ভেসে যায়,
নারী-কণ্ঠ!—বটে ভাই,
ছুটিয়া গবাক্ষে যাই
দেখিলাম—কি দেখিনু—কি বলিব হায়!
স্থির সৌদামিনী-লতা পড়িয়া ধরায়।" *

* এই পংক্তি কয়টির সহিত নবীনচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত প্রসিদ্ধ পংক্তি নিচয়ের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

"দেখিলাম,—দেখিব কি আর? দেখিলাম

* * *

"সজলদ সৌদামিনী আসিছে যেমন,

* * *

"দেখিলাম বিদ্যুদ্দাম গলায় আমার।"

* * *

"সুন্দর হইয়ে কেন হইল চপল।
বিদ্যুত মেঘের কোলে, আত্মাময়ী তনু ঢেলে
রহিতে পারিত যদি হয়ে অচঞ্চল;
সলিলের ধারা সনে ঝরিয়া পড়িত আলো,
কি সুন্দর বেশে তায় সাজিত ভূতলে!"

* * *

"নিবিড় তরুর তলে শ্যাম দূর্ব্বাদলে
পড়িয়া শীতল ছায়া শান্তি-স্বরূপিনী,
বৃন্তে বৃন্তে ফুলগুলি আনন্দে পড়েছে ঢলি,
অদূরে উঠিছে ধীরে মানবের ধ্বনি,
বোধ হ'ল যেন আজ নবীন ধরণী।"

* * *

"দেখিনু শিশির বিন্দু গোলাপের দলে
কিরণে উজ্জ্বল হয়ে ঢল ঢল করে,
গোলাপ পড়িল হেলে, শিশির পড়িল ফুলে,
দেখিতে দেখিতে বিন্দু ঝরিয়া পড়িল,
শূন্য বৃন্তে চারুপুষ্প নাচিয়া উঠিল।"

এসকল বর্ণনা কষ্টকৃত কিংবা আয়াসসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। কল্পনার সহিত মল্লযুদ্ধ না করিলে যাঁহার কবিত্বশক্তি স্ফূর্ত্তি পায় না, এবং ভাষার বক্ষঃস্থলে নিদারুণ আঘাত না করিলে যাঁহার শব্দ বাহির হয় না, তিনি শিশির বিন্দুর ন্যায় নির্ম্মল, শিশিরস্নাত কমল-দলের ন্যায় সুকোমল [illegible] য়কে শব্দে আঁকিয়া তুলিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। কিন্তু চিত্তমুকুর-রচয়িতা বহিঃপ্রকৃতির এসকল সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য বর্ণনায় যে প্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছেন, মানবজাতির অন্তঃপ্রকৃতির আভোগ ও আবেগ বর্ণনায় তাদৃশ ফললাভ করিতে পারেন নাই। শিশির-বিন্দু বালকিরণে [illegible] কিরণ

[illegible] করে, গোলাপ সমীরণের মৃদু হিল্লোলে কিরূপ হেলিয়া পড়ে [illegible] ফুল এবং তরুতলে শ্যাম দূর্ব্বা ইত্যাদি দৃশ্য বর্ণনে তাঁহার একপ্রকার [illegible] প্রশংসনীয় ক্ষমতা আছে। কিন্তু বাথিত অভিমান বাথিত ভুজঙ্গের ন্যায় কিরূপ অস্ফুট গর্জ্জন করে, মহত্ব মনোহারিত্ব মিশ্রিত হইলে কিরূপ সুন্দর দেখায়, মনুষ্যের নীচতা নীচদিকে কত দূর যায়, এবং অবলার প্রেম সেই নীচতার সম্মুখীন হইলে লজ্জায় কিরূপ মলিন হয়, তাহা তিনি সুকবির ন্যায় বর্ণনা করিতে পারেন নাই। তিনি যেখানে যেখানে মানবচরিত্রের দুই একটি গূঢ়চিত্র আঁকিতে গিয়াছেন, সেখানেই কিঞ্চিৎ অপকতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার 'কলঙ্কী জয়চন্দ্র'ই একথার প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

ভারত-কলঙ্ক জয়চন্দ্র ভারত-হৃদয়কে যবন ছুরিকায় বিদারণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া আপনা আপনি কহিতেছেন,—

"পাষাণের বক্ষ আর ক্ষত্রিয় হৃদয়,
এক উপাদানে দুই হয়েছে গঠিত।
পাষাণে অস্ত্রের লেখা অনন্ত অক্ষয়,
অপমান ক্ষত্রবক্ষে আজন্ম অঙ্কিত।
সমগ্র ভারত যদি হয় একত্তর,
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম করিব সাধন।
শুকাবে সাগর কিংবা লুটাবে ভূধর,
প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল মম হবে না কখন।
ক্ষত্রিয়ের গর্ব্ব আর লিপি বিধাতার,
ভবিতব্য দুই,—দুই সম-দুর্নিবার।"

যে বীর বল-দর্পে দৃপ্ত এবং ক্ষত্রগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আপনার প্রতিজ্ঞার উপর [illegible] ও অটলভাবে দণ্ডায়মান হয়, তাহাকে বীর-কুলের ললাটমণি এবং বীরের বংশধর বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু জয়চন্দ্র কিরূপ বীর ইতিহাসে তাহার পরিচয় আছে, এবং তাঁহার আর একটি স্বগত উক্তি ও প্রণয়িনীর মিষ্ট ভর্ৎসনায় চিত্রমুকুরেও তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। যে জয়চন্দ্র ঐ ভয়াবহ প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনিই আবার প্রতিজ্ঞার পর আর এক স্থানে বলিতেছেন,—

"তবে কেন ত্রাসে চিত্ত আনন্দবিহীন?
* * *
কি করিব কোথা যাব, কে আছে আমার
কে দিবে বলিয়া মোরে নিগূঢ় উপায়,
রমণীর বীর্য্যহীন হৃদয় যাহার,
হা বিধাতঃ! প্রতিহিংসা কেন এত তার!"

এইরূপ আবার তাঁহার প্রণয়াস্পদ রাজমহিষী বলিতেছেন,—

"ভাগ্যদোষে বীরপত্নী নহে অভাগিনী
কিন্তু ক্ষত্রিয়ের কুলে জনম আমার,
বীর কন্যা আমি নাথ, বীর-প্রসবিনী
রক্ষিব যেমনে পারি গর্ব্ব আপনার।"

আমাদিগের বোধ হয় গ্রন্থকার জয়চন্দ্রের মুখে যে প্রতিজ্ঞাটি আবৃত্তি করাইয়াছেন, তাহা তাঁহার ভার্য্যার মুখে ব্যক্ত করাইলেই স্বভাবের অবয়বগত সামঞ্জস্য অধিকতর রক্ষা পাইত। কেহ বাক্যে বলিতেছেন যে,—'হে চন্দ্র সূর্য্য, ও পৃথ্বীবাসী মনুষ্য, তোমরা দেখ আমি কেমন বীর, আমি পর্ব্বতের আঘাতে পর্ব্বত চূর্ণ করিব, —সমুদ্র শুষিয়া ফেলিব এবং প্রজ্বলিত বহ্নিশিখার মধ্য দিয়া চলিয়া যাইব, তথাপি আমার প্রতিজ্ঞা টলিবে না,'—অথচ সেই

সময়ে ভয়চকিতা হরিণীর মত বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দ শুনিয়া থর থর কাঁপিয়া উঠিতেছেন এবং ভাবিতেছেন, 'হায় কি বলিলাম,'—এইরূপ দৃশ্য অস্বাভাবিক।

জয়চন্দ্র অপেক্ষা জয়চন্দ্রের প্রণয়িনী শৈলবালা অনেক অংশে শ্রদ্ধাস্পদা এবং সুচিত্রিতা। [illegible]মাদিগের কবি তাঁহাকে ব্রুটসের পোর্শিয়া বানাইতে বিশেষ যত্ন পাইয়াছেন,—পোর্শিয়া ব্রুটসকে রাজনীতির গুপ্তমন্ত্রণায় অন্ধকারে বিচরণ করিতে দেখিয়া প্রণয়ের অভিমানে যেরূপ শাসন করিয়াছিলেন, শৈলবালাও জয়চন্দ্রকে সেইরূপ ভর্ৎসনা করিতেছেন, এবং ব্রুটস তাহাতে প্রত্যুত্তরে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, জয়চন্দ্রও শিক্ষিত শুকপক্ষীর ন্যায় সেই সকল অভ্যস্ত কথা বলিতেছেন। সেক্সপীয়রের এই চিত্রানুকরণে ও ভাবানুবাদে চিত্তমুকুর-প্রণেতা কৃতার্থ কি ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন তাহা সাহিত্যরসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রের তুলনা করিয়া দেখা আবশ্যক। তুরাচার জয়চন্দ্র গভীর নিশিতে, নির্জ্জন উদ্যানে, একা ভ্রমণ করিতেছেন—এমন সময়ে

অদূরে তরুর পার্শ্বে দাঁড়া'য়ে গোপনে
স্থির সৌদামিনীরূপা একটি রমণী,
বদন গম্ভীর, দৃষ্টি প্রখর নয়নে,
নীরবে শুনিতেছিল রাজার কাহিনী।
যন্ত্রণায় জয়চন্দ্র মুদিলে নয়ন,
অগ্রসরি দাঁড়াইল সম্মুখে তাহার,
স্থিরদৃষ্টে নিরখিয়া ডাকিল তখন
প্রাণেশ্বর!—
শিহরিয়া জয়চন্দ্র খুলিল নয়ন
হেরিল সম্মুখে তার রমণী রতন।

"শৈল তুমি কেন এই অনাবৃত স্থানে?
গভীর নিশায়—এই নিশীথ শিশির
জান না কি অপকারী,* দেখ দেহপানে
এখনও আরোগ্য নহে তোমার শরীর,
চল গৃহে" বলি হস্ত করিল ধারণ;
বিস্ফারি নয়ন, শৈল কহিল গম্ভীরে,
"আমা হ'তে মূল্যবান্ তোমার জীবন,
তোমার উচিত নহে ভ্রমিতে শিশিরে,
আমার হায় রে যাব সমুদ্রে শিবির
কি করিবে নাথ তার নিশির শিশির!

"যে অবধি বক্ষঃস্থলে [illegible] সে সকল,
বল প্রাণেশ্বর তব কি ভাবনা মনে?
[illegible] দিন কত [illegible]
নিদ্রা সত্বে তুমি গভীর চিন্তনে।
কারণ জিজ্ঞাসি যদি বিস্ফারি নয়ন†
আমার বদনে চাহ, পুনঃ জিজ্ঞাসিতে
ফিরায়ে নয়ন ভূমে প্রহারি চরণ
'কিছু না' বলিয়া উঠে দাঁড়াও ত্বরিতে,
তথাপি জিজ্ঞাসি যদি, সঞ্চালিয়া কর
বিরক্তে ইঙ্গিত কর হইতে অন্তর।

"ভাবিতাম পূর্ব্বে ইহা চিত্তের বিকার,
দিন দুই পরে চিত্ত হইবে সুস্থির;
দিনে দিনে বৃদ্ধি এবে হইছে ইহার,
বল নাথ কেন এত হইলে অধীর?"
"বলিয়াছি একবার বলি আর বার

* "Portia what mean you?" &c
† "And, when I asked you what the matter was,
You stared upon me" &c &c

"শরীর অসুস্থ মন বড়ই এখন *
এই প্রশ্ন শৈল মোরে করিও না আর
যাও তুমি নিজ গৃহে কাগে শয়ন।"
বেষ্টিয়া হৃদয়ে বাহু—কম্পিত নয়নে
ভ্রমিতে লাগিল জয় স্বমন্দ চরণে।

"অসুস্থ!—ইহা কি তবে ব্যবস্থা তাহার †
অনাবৃত স্থানে এই নিশীথ ভ্রমণ?
প্রগল্ভতা প্রাণেশ্বর ক্ষম অবলার
অবশ্য ইহার আছে অপর কারণ।
অন্তরের পীড়া ইহা মর্ম্মের যাতনা—"
জানু পাতি পতিপদ ধরিয়া বেষ্টন,
"সত্য করি বল নাথ ত্যজি প্রতারণা
কোন পাপ-ভাবনায় মগ্ন তব মন?
পত্নী যদি না বুঝিল পতির বেদন
সুধু কি তাহার কার্য্য সেবিতে শয়ন?"

"উঠ শৈল, কেন পড় চরণে আমার
জিজ্ঞাসিছ কিন্তু কিবা বলিব তোমায়,
রাজ-কার্য্যে চিত্ত মগ্ন সতত রাজার,
কেনা জানে-কেন পুনঃ জিজ্ঞাস আমায়?"

ইহার আদর্শচিত্র শেক্ষপীরে জুলিয়স সিজর নামক জগদ্বিখ্যাত নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে, ব্রুটস ও পোর্শিয়ার কথোপকথনে দৃষ্ট হইবে। যাহার প্রবৃত্তি হয় তিনি শেক্ষপীয়রের সেই অংশ পংক্তি পংক্তি করিয়া পুনরায় পড়িয়া লইতে পারেন।

অনুকৃতি কিম্বা অনুবাদ দোষের নহে। যিনি শেক্ষপীরের অনুকরণ কিম্বা অনুবাদ করিতে যত্নপর হন, তাঁহার সৎসাহসকে বরং ধন্যবাদ দেওয়াই কর্ত্তব্য। তবে কথা এই, সেই অনুকরণ অথবা অনুবাদ কোন্ স্থলে সম্ভব এবং কোন্ স্থলে অসম্ভব, কোন্ স্থলে সঙ্গত এবং কোন্ স্থলে অসঙ্গত তাহা অগ্রেই বিশেষরূপে বিবে[illegible] উচিত। ক্ষত্রসিমন্তিনী [illegible]বালা কবির অনুরোধে পোর্শিয়ার ভুবনমোহন পরিচ্ছদের দুই এক খানি ছিন্ন চীর অঙ্গে জড়াইয়া পোর্শিয়ার দুই একটা কথা কহিতে, কিংবা দুই একটি ভাবের অভিনয় করিতে অগ্রসর হইতে পারেন। কি[illegible] পোর্শিয়া সাজিবেন, তাহার কর্টার [illegible]? বঙ্গদেশের অনেক কুললঙ্গনাকে সীতা সাজাইয়া সমাজের বহির্ভাগে আনা যাইতে পারে। কিন্তু সীতা পাইলে হইবে কি? সীতানাথ হইবার উপযুক্ত রামচন্দ্র কৈ? যেমন্ রামের বামে না হইলে সীতামূর্ত্তি ফলায় না, তেমনই ব্রুটসের পার্শ্বে না দাঁড়াইলে কাহাকেও পোর্শিয়ার মত দেখায় না। আমাদিগের ব্রুটস কি ঐ জয়চন্দ্র?—ঐ দুর্বৃত্ত কুলাঙ্গার? ঐ নরাধম কাপুরুষ? যে ব্রুটস স্বজাতির স্বাধীনতার জন্য দিগন্তব্যাপ্ত রোমসাম্রাজ্যকে বিপ্লুত ও বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন, এইক্ষণ কি জাতীয় স্বাধীনতার চিরস্মরণীয় শত্রু জয়চন্দ্রের মুখে তাঁহার কথা শুনিতে হইবে?—যে ব্রুটসকে পৃথিবীর সমস্ত জাতি স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা ও পবিত্রমূর্ত্তি দেবতা বলিয়া পূজা করে, একটা পিশাচের দ্বারা তাঁহার অভিনয় করাইলে, সেই অভিনয়ে কি কাহারও তৃপ্তি জন্মিবে?

* "I am not well in health, and that is all."

† "Is Brutus sick? and is it physical To walk unbraced," &c

যাহা হউক এসকল দোষ লইয়া আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। থাকে এ সকল দোষ থাক্। এই সকল দোষ সত্ত্বেও চিত্তমুকুর একখানি উপাদেয় কাব্য। ইহা কাব্যশোভাকর বহুগুণে অলঙ্কৃত বলিয়াই আমরা যত্নসহকারে ইহার কএকটি দোষ দেখাইলাম। যদি ইহাতে গুণ-বাহুল্য না থাকিত, তাহা হইলে এ পরিশ্রমে আমাদের কখনও প্রবৃত্তি হইত না। গ্রন্থকার নবীন-বয়স্ক। এই তাঁহার প্রথম উদ্যম। আমরা তাঁহার প্রথম উদ্যমের ফল দেখিয়া অকুণ্ঠচিত্তে বলিতে পারি যে, তিনি যদি ব্রতধর্ম্ম পরিত্যাগ না [illegible] তাহা হইলে কালে যশস্বী হইতে পারেন। বঙ্গদেশের অনেক [illegible] যশস্বী হইতেছেন। আমরা এইরূপ [illegible] যশের কথা কহিতেছি না। যে যশ পুণ্যের মত পূজনীয় পদার্থ, সরস্বতীর প্রকৃত সাধক সেই যশের ভিখারী। চিত্তমুকুর-রচয়িতা যেরূপ সহৃদয় ও ভাবগ্রাহী ব্যক্তি, তাহাতে এইরূপ ভরসা করা যায় যে, তিনি সাময়িক যশ ও অপযশে দৃক্পাতও না করিয়া সেই অনাবিল যশের উপাসনায় চিত্তসমর্পণ করিবেন। এই বঙ্গবিপণিতে যখন ইচ্ছা তখনই বাজারের যশ ক্রয় করা যাইতে পারে; কিন্তু যাহার অন্তরে অভিমানের স্ফুলিঙ্গ মাত্রও প্রজ্বলিত থাকে, তাঁহার তাদৃশ যশে পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত নহে।

চাটুকার।

ভ্রমর যদি মধুরভাষী বলিয়া এত আদর পাইতে পারে, কোকিল, দয়েল, শ্যামা, বুলবুল, ইহারাও যদি শুধু মধুরভাষিতার জন্য রসিক ও প্রেমিক, ভাবুক ও বিলাসীর বিনোদ-কুঞ্জে কিংবা আদরের পিঞ্জরে স্থান পাইতে অধিকারী হয়, তবে মধুরভাষীর অগ্রগণ্য চাটুকারের প্রতি লোকের এত অশ্রদ্ধা ও এত অবজ্ঞার কারণ কি?

চাটুকারবর্গ নীতিকারবর্গের নিকট এইরূপ তর্ক করিতে পারে;—'দেখ, আমরা অপরাধী কিসে? তোমাদিগের ভ্রমর যেমন সতত গুণ-গুণ ধ্বনি করিয়া মধুপূর্ণ কুসুমের নিকট উড়িয়া বেড়াইতেছে, আমরাও সেইরূপ, যেখানে মধুর আশা, সেখানে মনের সুখে, সুমধুর নিঃস্বনে গুণ-গুণ ধ্বনি করিয়া ও গুণের কথা কহিয়া ভ্রমরের মত উড়িয়া বেড়াইতেছি। ভ্রমরকে তুমি পুনঃ পুনঃ তাড়াইয়া দেও, কুসুমে যদি মধু থাকে, ভ্রমর পুনরায় আসিয়া উড়িয়া বসিবে। আমাদিগকেও তুমি পুনঃপুনঃ তাড়াইয়া দেও, অথবা পদাঘাতে দূর কর: আমরা যে মধুর জন্য লালায়িত, তোমাতে সেই মধুর কণামাত্রও যতক্ষণ বিদ্যমান থাকিবে, লাঞ্ছিত হই, বিড়ম্বিত হই, আমরা ততক্ষণ তোমার নিকট পড়িয়া থাকিব। ভ্রমরও আর কোন গুণের সংবাদ লয় না,

ঐ এক [illegible] গুণে [illegible] ; আমরাও আর [illegible] ভুবনে সখী [illegible] না,—আর কোন [illegible] আছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করি না, ঐ এক মধু-গুণেই তোমার নিকট চির-বদ্ধ। মধু ফুরাইলে ভ্রমরের আর দেখা নাই ; মধু ফুরাইলে আমাদিগকেও দেখিবার আর প্রত্যাশা নাই। ভ্রমর তখন নূতন ফুলে, আমরাও তখন কোন এক নূতন স্থলে। ইহাতে আমাদিগের অপরাধ কি ?

‘দেখ, বসন্তের কোকিল, কুসুম-বিকসিত বৃক্ষবাটিকায় উপবিষ্ট হইয়া, উহার ঐ কল কূজনে যুবজনের হৃদয়কে কিরূপ উদ্ভ্রান্ত ও উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। কে উহার নিন্দা করে ? যাহার হৃদয় পূর্ব্বে পর্ব্বতের ন্যায় ধীর ও নিস্পন্দ ছিল, উহার ঐ উন্মাদিনী কণ্ঠসুধা [illegible]কে পতঙ্গের ন্যায় অধীর করিতেছে ;—যে ছলনা কাহাকে বলে তাহা স্বপ্নেও জানিত না, উহা তাহাকে ছলনা শিখাইতেছে ;—লাজুকের লজ্জা ভাঙ্গিতেছে ; মনে যে ভাব কোন সময়েও প্রবেশ-পথ পায় নাই, উহা সেই ভাবকে মনের মধ্যে প্রবেশ করাইতেছে ;—যেখানে শান্তির সুখ-নিদ্রা, সেখানে অশান্তির উদ্বেগ আনিয়া শয্যাকণ্টক বটাইতেছে ;—তৃপ্তিতে অতৃপ্তি সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যকে আকুলিত রাখিতেছে। কোকিল এত দোষে দোষী, তথাপি কে উহাকে নির্ব্বাসন করে ? তুমি [illegible]পর অটল হইয়া মনে মনে সংকল্প করিতেছ যে, প্রবৃত্তির আবিল পঙ্কে প্রাণান্ত হইলেও আর কখনও নিমজ্জিত হইবে না ;—কোকিল সেই সময়ে পঞ্চমে উঠিয়া কু উ কু বলিয়া, তোমায় উপদেশ দিতেছে যে, এমন কুৎসিত সংকল্পকে ক্ষণকালের তরেও মনে পুষিও না। তুমি হৃদয়ের অন্তর্জ্বালা আর সহিতে না পারিয়া,—হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ তুষানলে অন্তর্দ্দগ্ধ হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিতেছ যে, এ জীবনে আর কখনও কোন কারণে, নীতিবিগর্হিত কণ্টকাকীর্ণ বর্ত্মে পাদচারণা করিবে না ;—কোকিল পুনরপি সেই সময়ে, উহার সেই চিরপরিচিত মোহন কণ্ঠে কু উ কু বলিয়া তোমায় উপদেশ দিতেছে যে, এমন কুবুদ্ধির আশ্রয় লইয়া সকল সুখে বঞ্চিত হইও না,—বিবেক[illegible]ই নীরস কঠোর নির্ম্মম নীতিকে মুহূর্ত্তের তরেও চিত্তে স্থান দিও না। যে মহত্তার অনুকূলে নিত্য তোমায় এইরূপ মন্ত্রণা দেয়, তাহাকে তুমি ভালবাস, অথচ আমাদিগকে ঘৃণা করিতে চাও। ইহা কি অসঙ্গত নহে ? অনিন্দিত কোকিলে এবং নিন্দিত চাটুকারে প্রভেদ কি ? কোকিলও যেমন পরপুষ্ট, আমরাও তেমনই পরপুষ্ট ; উভয়েই উচ্ছিষ্টজীবী, আশ্রয়ত্যাগী, মিষ্টকথার বণিক্, আমোদতন্ত্রের অধ্যাপক এবং প্রমাদ ও মতিভ্রমের অগ্রনায়ক। আমরা চাটুভাষীরা কোকিল হইতে কোন্ দোষে তোমার নিকট অধিকতর দোষী হইব ? কোকিল বসন্তের সখা, আমরাও বিলাসের সখা। যখন বসন্তের পর ঝটিকা বহে, কোকিল তখন চলিয়া যায় ;—যখন বিলাসের পর বিপত্তির ঝঞ্ঝাবায়ু বহিতে আরম্ভ করে, আমরাও তখন চলিয়া যাই। তবে আমাদিগের মধ্যে এই ন্যায়বিরুদ্ধ তারতম্য কেন ?

'আরও দেখ;—এই সংসারের পণ্য-বীথিকায় কত কোটি লোক কাঞ্চন-মূল্যে কাচ বিক্রয় করিয়া কৃতার্থ হইতেছে! কে তাহাদিগের সহিত বিবাদ করে? কোথাও প্রেমের বিনিময়ে সুখ, কোথাও সৌহার্দ্দের বিনিময়ে সখ্;—কোথাও জ্ঞানের বিনিময়ে গর্ব্ব, কোথাও মানের বিনিময়ে মর্কটলীলা। যখন এইরূপে দৃষ্ট হইতেছে যে, বঞ্চনাই বাণিজ্যশাস্ত্রের মূলসূত্র, তখন আমরা সেই সূত্র অবলম্বনে নিজ নিজ সৌভাগ্যসঞ্চয়নে কি জন্য বঞ্চিত থাকিব? বাণিজ্য যাহাদিগের উপজীবা, বাজারের প্রকৃতিই তাহাদিগের ধর্ম্মনীতি। তাহারা লোকের রুচি বুঝিয়া রোচক যোগায়, প্রবৃত্তি বুঝিয়া প্রলোভন সংগ্রহে যত্নশীল হয়। আমরাও যখন চাটুভাষার বিপণি খুলিয়া এই নীতিতেই ব্যবসায় চালাইতেছি, তখন কি হেতু আমরা নীতিকারের নিকট বিশেষ রূপে নিন্দনীয় হইব?'

চাটুকারেরা ঠিক্ এই সকল কথা না বলুক, তাহারা স্ব স্ব চিত্তকে প্রায় এইরূপ কথা বলিয়াই প্রবোধ দিয়া থাকে; আর মনে করে যে, যে স্বভাবতঃ বিকলচিত্ত, তাহাকে বংশীধ্বনি শুনাইয়া কিংবা কন্দুক-কৌতুক দেখাইয়া বশীভূত রাখিলে,—যে যেরূপ মদিরার জন্য লালায়িত, ভাল হউক আর বিকৃত হউক, তাহাকে সেইরূপ মদিরা দিয়া তৃপ্ত করিতে পারিলে, অথবা মনুষ্যের মনোমোহনের জন্য ঐরূপ আর কোন মোহিনী প্রক্রিয়ার আশ্রয় লইলে, তাহা কি জন্য দোষ বলিয়া গণ্য হইবে এবং মনুষ্যজাতিই বা তাহাতে অকারণে কেন বিরক্তি দেখাইবে? [illegible] [illegible]নী নির্ম্মলা বুদ্ধি এসকল মধুর [illegible] [illegible] যান না। যাঁহারা মনুষ্যত্বের অস্বাভাবিক বিকৃতি ও অধোগতি দর্শনে [illegible] [illegible] দুঃখ অনুভব করেন, তাঁহারা সেই বিকৃতি ও সেই অধোগতির প্রবর্ত্তক ও প্রবোচক বলিয়া ঘৃণিত চাটুকারদিগকে কখনই অন্তরের সহিত ঘৃণা না করিয়া পারেন না।

ভ্রমরের গুণ-গুঞ্জন এবং [illegible]কিলের কুহুকূজন যাহার হৃদয়ে যে ভাব[illegible] [illegible]ভূত না হউক, ভ্রমর ও কোকিল যদি অপরাধী হয়, তাহা হইলে নিবিড় কৃষ্ণ জলদমালা, 'সজলদ সৌদামিনী,' শারদীয় গগনের পূর্ণচন্দ্র, চন্দ্রালোক-প্রফুল্ল প্রসন্নসলিলা তরঙ্গিণী, এ সকলও মনুষ্যের নিকট নিতান্ত অপরাধী। কারণ, সৃষ্টির এ সকল মনোহর দৃশ্যে মনুষ্যের মন স্বভাবতঃই উদ্বেল হয়। কিন্তু উদ্বেল হইলেই যে উহা আবিল হইবে, এমন কথা কে বলিয়াছে? ভক্তিতেও মনুষ্যের মন উদ্বেল হয়। কিন্তু ভক্তির মত নিরাবিল ভাব আর কি হইতে পারে? চাটুকার মনুষ্যের চিত্তকে উদ্বেল না করিয়া আবিল করে। এই জন্যই চাটুকার মানবীয় উন্নতির এক ভয়ানক কণ্টক। যাহারা একথার নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝেন না, বুঝাইলেও হয় ত তাঁহারা তাহা বুঝিবেন না। তথাপি বুঝাইবার জন্য একবার যত্ন করা কর্ত্তব্য।

মনুষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও চারিত্রবিকাশের প্রথম সোপান কি?—না, আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান বিনা কোন জ্ঞানেরই কিছুমাত্র মূল্য নাই। যে আপনাকে বুঝিতে

না পায়, আপনাকে চিনিতে না পারে,— [illegible] অশুদ্ধ, [illegible], [illegible] ও গুণ ভাল [illegible] জানিতে না পারে, তাহার [illegible] মাত্র ভরসা নাই। সে [illegible] ও আপনার [illegible] কেন [illegible] প্রবৃত্তির [illegible] স্রোত তাহাকে যেদিকে [illegible] সে সেই দিকেই ভাসিয়া যায়; [illegible] স্রোতের জলে তৃণ, তরঙ্গের গতিতেই তাহার [illegible]। ইয়ুরোপীয় তত্ত্ববিদ্যার প্রথম প্র[illegible] সক্রেতিস এই নিমিত্তই বলিয়া গিয়াছেন যে, আত্মজ্ঞানই সকল জ্ঞানের মূল। 'মনুষ্য! আপনাকে আগে জান, তাহা হইলেই সৃষ্টির সকল তত্ত্ব জানিতে পারিবে।' এই নিমিত্তই কবি উপদেশ করিয়াছেন যে, যদি আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত হও, তাহা হইলে অযুতকোটি দীপালোকেও জগতের গূঢ়তত্ত্ব দেখিতে পাইবে না। চাটুকার এই আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান পরিপন্থী। মনুষ্যের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপই তাহার একমাত্র ব্রত, এবং মনুষ্য আপনাকে যেন বুঝিতে না পারে, আপনাকে যেন জানিতে না পারে,—যে আপনি যাহা নহে, সে আপনাকে তাহা জানিয়া যেন মোহের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, ইহাই তাহার একমাত্র অভিলষিত। যে একবারে নিরক্ষর মূর্খ, সে তাহাকে মহিমান্বিত পুরুষ বলিয়া সম্মান করে; যে রূপে মদনমুখের অবতার, সে তাহাকে কন্দর্পের কাণ্ডবিগ্রহ বলিয়া ব্যাখ্যা [illegible]; এবং দুষ্কৃতির দুর্গন্ধ ভিন্ন আর কিছুতেই যাহার মতি যায় না ও তৃষ্ণা পূরে না, সে তাহাকে 'সৌখীন' বলিয়া বর্ণনা করে। তাহার অভিধান ভাষার প্রচলিত অভিধান হইতে সর্ব্বাংশে পৃথক্। উহাতে আলোকের নাম অন্ধকার, অন্ধকারের নাম আলোক; ধর্ম্মের নাম অধর্ম্ম, অধর্ম্মের নাম ধর্ম্ম; বিষের নাম অমৃত, অমৃতের নাম বিষ। সত্যের এইরূপ অবমাননা মনুষ্যের অসহনীয়, মনুষ্যজাতির অনিষ্টকর।

যেমন তরুলতার পরিবর্দ্ধনের জন্য সূর্য্যের আলোক, তেমনই মনুষ্যহৃদয়ের পরিস্ফূর্ত্তি এবং মনুষ্যশক্তির পরিবর্দ্ধনের জন্য সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ। তরুলতা যেমন সূর্য্যের উত্তাপময় আলোকে বঞ্চিত হইলে, শুষ্ক, শীর্ণ ও বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়; মনুষ্য-হৃদয়ও [illegible] মানুষী শক্তিও সত্যের সন্তাপনী দীপ্তিতে বঞ্চিত হইলে, ঠিক সেইরূপ রুগ্ন, শীর্ণ ও বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে অবস্তু মধ্যে পরিগণিত হয়। ইহা প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। কিছুতেই ইহার অন্যথা নাই। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সত্যের দ্যুতি, আপাতত যারপর নাই দুর্ব্বিষহ হইলেও পরিণামে মনুষ্যের প্রাণপ্রদ বলিয়া স্পৃহনীয়, এবং যাহারা চাটুকারের জঘন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সেই সত্যকে ঢাকিয়া রাখে, অথবা মনুষ্যকে আত্মজ্ঞান সম্পর্কে সেই সত্যে বঞ্চনা করে, তাহারা আপাততঃ যারপর নাই প্রীতিকর হইলেও [illegible]মুখ বিষকুম্ভের ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

'ত্যাজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়োপ্যাসীদঙ্গুলীবোরগক্ষতা' দুষ্টজন যদি নিতান্ত প্রীতিভাজনও হয়, তাহাকে [illegible] অঙ্গুলির ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। [illegible] সমস্ত শরীর যদি

পারে। যথা পাঁচজনের যাহাতে আনন্দ, তাহার নাম পঞ্চানন্দ :—অথবা, পাঁচটি টাকা পাইলেই যাহার আনন্দ, তাহার নাম পঞ্চানন্দ। পঞ্চানন্দের অগ্রিম বার্ষিক দক্ষিণা পাঁচ টাকা। ইহাতে বোধ [illegible] যে, যিনি ইঁহার নামকরণ করিয়াছেন, অর্থবাদ অর্থাৎ বাদার্থশাস্ত্রেও তিনি অপ্রাংপন্ন নহেন। অতএব যে রূপেই অর্থ কর পঞ্চানন্দ অর্থগৃধ্নু এবং কোন না কোন একটি ক্ষণে যখন ইঁহার জন্ম হইয়াছে, তখন অবশ্যই ক্ষণজন্মা। পঞ্চানন্দ আত্মপরিচায় এইরূপ বলিয়াছেন,—

"পঞ্চানন্দ চায় কি? চায়,—পাঁচজনকে দেখিতে শুনিতে, পাঁচজনে মিলিয়া মিশিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে; চায় পাঁচ রকম বলিতে কহিতে, সুতরাং পাঁচটা কথা সহিতে; চায় দশে পাঁচে দেখা করিতে, পাঁচটি করিয়া টাকা লইতে।"

আমরাও বলি, তথাস্তু। পঞ্চানন্দ আত্ম পরিচয়ে পুনরপি প্রশ্ন করিয়া উত্তর করিতেছেন;—

"পঞ্চান[illegible] ?—যৎসামান্য। পাঁচ জনের মা[illegible] গালাগালি। তবে অমনি অমনি খায় না, বদান্যতা আছে; পাঁচজনকে না দিয়া খায় না।"

আমরা এবারও বলি, তথাস্তু। কিন্তু ভরসা করি, পঞ্চানন্দের নিকট এইরূপ উপরোধ করিলে কোন অপরাধ নাই যে, তিনি যেন বান্ধবের মাথা খাইতে অগ্রসর হইয়া অবান্ধবতার পরিচয় দেন না। খাও ত বঙ্কিমের মাথা খাও; আত্মারাম সরকারের মাথা খাও; অথবা যাহারা দেশের অন্নে প্রা[illegible] কে[illegible] নি[illegible] না, [illegible] ব[illegible] মনুষ্য বলিয়া গণনায় [illegible] মাথা খাও। যদি তাহাতেও [illegible] না হয়, তাহা হইলে যাঁহারা গৃহিণীর মনোরঞ্জনের [illegible] বাঙ্গালা ভাষার মাথা খাইয়া আম[illegible] [illegible] পাতন করিতেছেন, সেই গজপতি [illegible] দিগ্[illegible]দের মাথা খাও। কি[illegible] পঞ্চানন্দ! তুমি সুহৃৎ স্বজনের [illegible] মুণ্ড বাদদান করিলে 'মহিম্নঃ[illegible] তোমার [illegible] পাঠ করিবে [illegible]।

যখন মহিমা কীর্ত্তনই এই সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন পঞ্চিতবর পঞ্চানন্দ ক[illegible]তা রচনায় কিরূপ পারদর্শী, তাহাও প্রদর্শন করা আবশ্যক। বিশেষতঃ বঙ্গদেশের যে সকল রসিক পাঠক ভূচর শ্রেণীর জীব বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন, কবিতার মধুগন্ধ না পাইলে তাঁহারা পঞ্চানন্দের আদর করিবেন কেন? পঞ্চানন্দ এই নিমিত্ত আত্মগুণ কীর্ত্তন করিয়া কবিতাচ্ছলে কহিতেছেন;—

"পাইয়া প্রিয়ার কাছে দশানন নাম *
কীর্ত্তিকল্পতরু ফল—স্বর্গে অমরতা †
করি লাভ। সুপ্রসন্ন বিধি যার প্রতি,
ধরিলে ধূলির মুষ্টি, সুবর্ণে তখনি
পরিণ[illegible] তাহা।—[illegible]ংশে তখন [illegible]"

* অর্থা[illegible]

[illegible] খিলে [illegible] (বান্ধব)

যাহারা সভার প্রতিষ্ঠাতা ও শ্রোতা, তাঁহারা সাধারণের ধন্যবাদার্হ।

৯। 'সোপান। প্রথমস্তর। (নীতি বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ [...]চন্দ্র, বিরাজমোহন ও সন্ন্যাসী প্রণেতা কর্ত্তৃক বিরচিত।' —সোপান-প্রণেতা তাঁহার সকলগুলি পুস্তকই দয়া করিয়া আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। আমরা তাঁহার উপন্যাসনিচয় এখন পর্য্যন্তও পড়িয়া উঠিতে না পারিয়া অপরাধী আছি। সুতরাং আজি আমাদিগকে সোপানের প্রথমস্তরেই [...] হইবে।

"সোপান নীতি বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট [...]। গ্রন্থকার [...]নীতিপরায়ণ, সুরুচিসম্পন্ন, সৎশিক্ষানুরাগী ও স্বদেশবৎসল [...] আকাঙ্ক্ষা উন্নত, তাঁহার উদ্দেশ্য মহান্। কি সামাজিক রাজনীতি, কি নিত্যাঙ্গানুষ্ঠিনী সমাজনীতি, তিনি ইহার যে কোন বিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ের কথা; এবং এই নিমিত্তই তাঁহার লেখা সাধারণতঃ হৃদয়গ্রাহিণী। কিন্তু উক্ত হৃদয়গ্রাহিতা গুণে যেরূপ প্রশংসনীয়, সেরূপ প্রসাদ, পারিশুদ্ধ ও পরিপক্ক [...] গ্রন্থের ৮৫ পৃষ্ঠায়,—

"জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি [...] বিবেচনা শক্তি যখন চিন্তার সহিত ঐকমত্য হইয়া পড়ে, তখনই এই সকল অভাব উপস্থিত হয়।

'চিন্তার সহিত ঐকমত্য হইয়া পড়ে' এরূপ প্রয়োগ ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ; এবং বিচারক্ষম পাঠক অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে, উদ্ধৃত বাক্যটি উহার সকল অবয়বেই অবোধ্য ও তাবার [...]বিরুদ্ধ। আমরা শুধু রীতি-লঙ্ঘনের [...] একটি উদাহরণ দিব। গ্রন্থের [...]ম পৃষ্ঠায় এক স্থলে আছে,—

"যদি ভারতে [...]জিনীর ন্যায় কোন সত্যপরায়ণ বীরের উত্থান হয়, তাপিত বক্ষ শীতল করি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া।"

[...]নে 'আলিঙ্গন করিয়া' এই [...] ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি [...] অসহনীয়। সোপানে এইরূপ দোষ অনেক আছে। ভরসা করি ইহার দ্বিতীয় স্তরে এরূপ পরিহৃত হইবে। সোপান-[...]ণেতা, আধুনিক বহু লেখকের ন্যায়, কোন একটি বিশেষ ভাবের উদ্দীপনা করিয়া [...] আকুল, চিন্তা[...] এবং তাবার [...] প্রতি [...] নহেন। কিন্তু বোধ হয়, চিন্তার পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ দৃঢ় শৃঙ্খল ও ভাষার পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ দৃঢ়বন্ধনি বিনা কোন ভাবই সম্যকরূপে পরিস্ফুট হয় না; এবং যেখানে ভাবের ঐরূপ সম্যক্ দীপ পরিস্ফুটতা নাই, উদ্দীপনাও সেখানে পূর্ণমাত্রায় খেলাইতে পারে না।

সোপানের কোন কোন প্রবন্ধ পড়িয়া বোধ হইল যে, গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসেন। যদি জাতীয় ভাষার প্রতি তাঁহার তথাবিধ অনুরাগ ভক্তি না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে [...] আমরা আব[...] তাঁহার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার [...];—বঙ্গীয় সামাজিক জীবনের যে, আর [...]উন্নতি হইবে, সে বিষয়ে কিছুই সন্দেহ নাই।

১০। 'ভারতে দুর্ভিক্ষ। শ্রীমনোরঞ্জন

...নীতির ...কারিকা

পাঁচ আর একশত পাঁচ।

অথবা

রাজনৈতিক প্রীতি ও স্বার্থসম্বন্ধ।

এ জগতে যে সবল, সে স্বভাবতঃই দুর্ব্বলের নিপীড়ক, নিহন্তা অথবা বিবিধ বিঘ্ন বিপত্তির নিদান। তাহাকে কেহ শিখায় না, কেহ মতি দেয় না, কেহ প্ররোচনা দিয়া প্রবৃত্ত করায় না; কিন্তু তথাপি সে সমীপবর্ত্তী ক্ষীণ প্রাণ বস্তুর আপদ ও অনিষ্ট উৎপাদন করে। তাহার মহত্ত্ব ও দয়াদাক্ষিণ্য, সাধুতা ও সারল্য থাকিতে পারে; কিন্তু তাহার বর্দ্ধমানা শক্তি, বর্দ্ধমানা বহ্নিশিখার ন্যায়, তথাপি সমীপবর্ত্তিনী ক্ষীণের শক্তিকে ভস্ম করিয়া ফেলে অথবা আত্মসাৎ করিয়া লয়। ইহা নিসর্গসিদ্ধ ও নিত্য-প্রত্যক্ষ।

যে স্থানে একটি বট বৃক্ষ দিনে দিনে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুলতা নিচয় অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। লতা লতার বন্ধনে শুকাইয়া যায়, অন্যান্য পাদপ সকলও সবলের ঐ বিষাক্ত ছায়াতেই মৃত্যুমুখে ঢলিয়া পড়ে। বট এখানে উপলক্ষণ মাত্র। বস্তুতঃ, বৃহজ্জাতীয় বৃক্ষ মাত্রেরই এই ধর্ম্ম। ঐ সকল বৃক্ষ বহুসহস্র প্রাণীকে প্রীতির অযাচিত আশ্রয়-দানে শীতল করে, —শাখা বিহঙ্গের বাসস্থল হইয়া আনন্দের কোলাহলে অহোরাত্র কলকলিত রহে; কিন্তু উহাদের জাতি-হিংসা ধর্ম্মে, আপনা হইতে কেবল, অন্যান্য উদ্ভিদমাত্রেরই প্রাণরস শোষণ করে। এইরূপ, কোন অটবীর মধ্যে বৃহৎ কোন জন্তু প্রবিষ্ট হইলে, তত্রত্য ক্ষুদ্র জন্তু-সমূহ প্রথমতঃ ভয়ে আকুলিত হয়, তাহার পর ইতস্ততঃ পলাইতে থাকে, পরিশেষে একটি একটি করিয়া নিহত অথবা সকলেই সদল-বলে বিলুপ্ত হইয়া যায়। যে জলাশয়ে কোন বৃহৎ কলেবর মৎস্যের প্রবেশ হয়, সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যের জীবন অথবা সংখ্যা বৃদ্ধির আর ভরসা থাকে না; যেখানে কুম্ভীরের সঞ্চার হইতে থাকে, সেখানে কোনরূপ জলচরেরই কল্যাণ বিষয়ে আর প্রত্যাশা করা যায় না।

মনুষ্য-সমাজেও সবল ও দুর্ব্বলের পরস্পর সান্নিধ্যে সর্ব্বত্রই এই দশা। এই কাহিনীই রাজা, রাজপুরুষ, রাজ্য ও সাম্রাজ্যনিচয়ের প্রধান ইতিহাস,—ইহারই নাম শক্তি-সঙ্ঘর্ষ, ইহা লইয়াই রাজনীতির লীলা চাতুরী অথবা বিঘ্ন-সঙ্কুল কূটকারিত্ব, এবং ইহা হইতেই রাজ্যের উত্থান ও বিলয়। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য কিংবা উপরাজ্য

সৌহার্দ্দ ও অসৌহার্দ্দে [illegible] রহে; —একের দ্বারা অপরের বিশেষ কোন ইষ্ট অথবা বিশেষ কোন অনিষ্ট না হউক, কেহই কাহাকেও কুক্ষিগত করিতে পারে না বলিয়া পরস্পর পরস্পরের অস্তিত্বের পুষ্টি-সাধন করে;—কিন্তু যেই তাহাদিগের মধ্যে একটি প্রবলতর শক্তির অভ্যুদয় হয়, অমনি তাহারা আপনা হইতে বিশুষ্ক ও বিশীর্ণ হইয়া সেই শক্তির ক্ষুধিত-গ্রাসে গড়াইয়া পড়ে।

আমেরিকার আদিম নিবাসীরা আপনাদিগের সুরক্ষিত বাস্তুভূমিতে আপনা আপনি চিরদিন কি নিরাপদে অবস্থিত ছিল! তাহারা ছিল কি না, পৃথিবীর কেহ তাহা জানিত না; এবং পৃথিবীর কোথায় কি [illegible] পরিবর্ত্ত ঘটতেছে [illegible] জানিত না। প্রকৃতির [illegible] তাহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, সমুদ্রের উত্থান-পতন তাহাদিগের শিক্ষাগুরু,—পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গ তাহাদিগের প্রীতির স্বর্গ, এবং বাহুবলে বৈর নির্যাতন ও স্নেহ-বলে পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজন-বর্গের পরিরক্ষণই [illegible] আকাঙ্ক্ষার শেষ। তাহাদিগের [illegible] সামাজিকতা, সুখদুঃখের [illegible] পার্থক্য লইয়া বিচার করিতে না জানিলেও, স্বাভাবিক সুখলালসার তৃপ্তি বিধান করিত; তাহারা ধর্ম্মের নামে ধ্বজা তুলিয়া, শান্তি পাঠের জন্য শস্ত্র প্রয়োগ ও অশ্রুজলের সুরে অগ্নি-নির্ব্বাণ করিতে না-শিখিয়া থাকিলেও, সেই এক প্রকার অর্দ্ধ-বিক[illegible] অপরিমার্জ্জিত, ভয়ভক্তিমিশ্রিত উগ্র ধর্ম্মের ভজনা করিত; এবং পার্লিয়ামেণ্টের আশ্রয় বিনাও পঞ্চায়তের সাধারণ মতেই রাজ-নিয়োগ, ও রাজনীতির, বল-মর্য্যাদা [illegible] পরস্পর-বিরোধের মীমাংসা করিত। [illegible] ঐ ভাবেই থাকিয়া যাইত, [illegible] তাহাদিগের মধ্যে কোন না কোনরূপ অভিনব সভ্যতার যে বিকাশ হইত না, তাহা কে বলিতে পারে? আবর্ত্তনেই সামাজিক বিকাশ, * এই আধুনিক সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অবশ্যই এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমেরিকার সেই আদিম অসভ্যেরাও সামাজিক জীবনের ক্রমিক আবর্ত্তনেই ক্রমে সুসভ্য হইয়া বিশ্বজনীন মানব-সমাজের অঙ্গীভূত হইত; কিন্তু তাহাদিগের অস্তিত্বের ইতিহাস পঞ্চদশ শতাব্দীর অবসান হইতে অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে কেন কিরূপ পরিবর্ত্তিত অথবা পরিসমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, তাহারই আলোচনা কর।

প্রসিদ্ধনামা কৃষ্টফর কলম্বস, পঞ্চদশ শতাব্দীর অবসান-সময়ে, অতিথির পবিত্র পরিচ্ছদে, আমেরিকার প্রান্ত-বেলায় প্রথম উপনীত হন; এবং অতিথি-ছলোচিত অভ্যর্থনাতেই দেশের বলাবল বুঝিতে সমর্থ হইয়া, সেই নূতন-দৃষ্ট স্থানকে হিস্পানোলিয়া অর্থাৎ নূতন স্পেন নামে স্পেন-রাজের অধিকার-ভুক্ত করিয়া লন। স্পেনের পর ফরাসি, ফরাসির পর বৃটন এবং বৃটনের পর পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি তদনুবর্ত্তী সমৃদ্ধ জাতীয়েরাও তথাবিধ আতিথ্য-লাভের জন্য ক্রমে ক্রমে আমেরিকায় গিয়া উঠিয়া পড়েন;—এবং সকলেই বলে কি কৌশলে

* The Theory of Evoluti[illegible]

ধ্যান, ধারণা, আরাধনা ও তপস্যা প্রভৃতি কতিপয় মানস-কার্য্য ভিন্ন মনুষ্য-সাধ্য সমস্ত কার্য্যই একতার উপর নির্ভর করে। এই নিষ্ঠুর জড়-প্রকৃতির নিকট তুমি আত্ম-দুঃখের ইতিবৃত্ত লইয়া একাকী বিলাপ ও পরিতাপ কর, প্রকৃতি তোমার দিকে ফিরিয়া চাহিবে না। তোমার ক্ষুধায় অন্ন মিলিবে না, শীতে বস্ত্র ঘটিবে না, এবং জল অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি ভূতনিচয়ের কেহই তোমার কোনরূপ অনুরোধ ও উপরোধ রাখিবে না। কিন্তু যখন একীভূত মনুষ্য শক্তি জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া প্রভুর ন্যায় আজ্ঞা-প্রচারে প্রবৃত্ত হয়, প্রকৃতি তখন পাষাণের কঠিন বক্ষ হইতে শস্য-রাশি উপহার যোগায়, জল অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি ভূতনিচয়কে মনুষ্যের সেবা কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত করিয়া রাখে, বালুভূমে বাণিজ্যের জন্য জল-পথ খুলিয়া দেয়, এবং বিজ্ঞানকে কবি কল্পনার সৃষ্টি হইতেও অধিকতর অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাইয়া অমৃত মুখে একতার মহিমা কীর্ত্তন করে।

সমাজ শোধন, শিক্ষা বিধান, ধর্ম্ম প্রচার ও সাহিত্যের বিকাশ ইত্যাদি কার্য্য[illegible] একতা সাপেক্ষ। যিনি আপনার চরিত্র বলে বহুলোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে অসমর্থ, তিনি অসাধারণ বাগ্মী হইলেও সমাজ শো[illegible]। যিনি আপনার হৃদয় বলে [illegible] আকর্ষণ করিয়া লইতে [illegible] আপনি অতি পবিত্র-ভক্তিপ্রেমী হইলেও ধর্ম্মের প্রচার কার্য্যে অপটু। এইরূপ শিক্ষা বিধানে,— এইরূপ সাহিত্যের গঠনে। ইহার কোন কার্য্যই বহুলোকের একযোগ বিনা সম্পাদিত হয় না। কিন্তু রাজনৈতিক জাতি-গঠনে একতা শুধু উপায় নহে। একতাই সেখানে উদ্দেশ্য, অথচ একতাই সেখানে উপায়। একতার রাজনৈতিক মাহাত্ম্য বর্ণনার অতীত। যেমন শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে একতার নাম শারীরিক [illegible], সেইরূপ রাজ্যের ভাগে ভাগে ও অঙ্গে অঙ্গে একতার নাম রাজনৈতিক জীবন। উল্লিখিত রূপ জাতীয় একতা অথবা রাজনৈতিক বন্ধন কিরূপে সংসাধিত হইতে পারে, এই একটি প্রশ্নের আলোচনাই এই প্রবন্ধের মুখ্য অভিপ্রায়।

মনুষ্যের সহি[illegible] ব্যক্তিগত পৃথক্ পৃথক্ সম্বন্ধেই একতা যখন দুর্লভ বলিয়া প্রতীত হয়, তখন জাতি-বিচ্ছিন্ন মনুষ্য-সমাজের এক শাখার সহিত আর এক শাখার একতার পথে কতরূপ অন্তরায় থাকিতে পারে, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যায়। জাতীয় একতা প্রধানতঃ কিরূপ অন্তরায় দ্বারা বিঘ্নিত হইয়া থাকে, অগ্রে তাহারই আলোচনা করা যাউক।

মনুষ্য সমাজ প্রায় প্রত্যেক জনাকীর্ণ রাজ্য অথবা প্রায় প্রত্যেক সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডেই জাতি, বর্ণ, ধর্ম্মভেদ ও ভাষাভেদ, নদ নদী ও পর্ব্বতাদির ব্যবধানজাত সঙ্কীর্ণতা, সামাজিক আচার ও ব্যবসায় বৈভবাদির পার্থক্য এবং আরও বহুবিধ কারণে বহুভাগে বিভক্ত রহিয়াছে,—এবং কেবল বিভক্ত রহিয়াছে, এমন নহে, ইহার প্রত্যেক বিভাগের সহিতই অন্তর্বর্ত্তী [illegible] বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ লইয়া গুরুতর অভ্যন্তরীণ বিরোধ চলিয়া আসিতেছে।

যতক্ষণ সমান স্বার্থ, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় কিম্বা দেশের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগেও ততক্ষণই ঐক্যের ... ; এবং যে মুহূর্ত হইতে স্বার্থের ... সেই মুহূর্ত হইতেই ... বিনাশ ... একতার বিলোপ। ইতিহাসের অতীত ও আধুনিক উভয় পরিচ্ছেদেই এই সিদ্ধান্তের অসংখ্য উদাহরণ,—এবং এই জাতি স্বার্থ, বর্ণ স্বার্থ, ধর্ম্ম-স্বার্থ ও ভাষা-ভেদ প্রভৃতি কারণমূলক বিবিধ সংপ্রদায়িক স্বার্থই যে রাজনীতির অভীপ্সিত একতার প্রধান ... পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাহার অসংখ্য ...

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই আর্য্য-বংশোদ্ভব,—আর্য্য-কীর্ত্তির আশ্রয়-স্তম্ভ। যখন আর্য্য প্রবাহ, পাশ্চাত্য প্রাচীর ভেদ করিয়া, ভারতে আসিয়া প্রবাহিত হয়, এবং ভারতের পুরাতন জাতিসমূহকে স্রোতের প্রবল ঘাতে সমূলে নাশ কি দূরে অপসারণ করিয়া ভারত-ক্ষেত্রের দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়ে, তখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই পরস্পরের প্রণয়-বন্ধ ও স্বার্থের সুদৃঢ় শৃঙ্খলে পরস্পর সম্পৃক্ত। কি মৈত্রী! কি সৌহার্দ্দ! কি আশ্চর্য্য একতা! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বুদ্ধি-স্বরূপ, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের বাহু-বল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ভক্তি নির্ভরে বিষয় চিন্তায় নিশ্চিন্ত রহিয়া বেদ বিধি ও দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনা ... করিতেছেন;—ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের উপর সমাজ রক্ষার ... ভার সমর্পণ করিয়া সামাজিক সাম্রাজ্য আহরণে ব্যাপৃত রহিতেছে। কেহ ব্রাহ্মণের অবমাননা করিলে, ক্ষত্রিয় তাহার প্রতিশোধার্থে ... পরিত্যাগ করিতেও বদ্ধপরিকর;—কেহ ক্ষত্রিয়ের অপমান করিলে, ব্রাহ্মণ তৎক্ষণেই তাহার প্রতিশোধের জন্য অভিসম্পাতের ভয়াবহ অস্ত্র লইয়া দণ্ডায়মান। ক্ষত্রিয় সিংহাসনে,—ব্রাহ্মণ রাজার উপরে রাজা, শরীরের উপরে পুরোহিত-চক্ষু, অথবা মস্তকের উপরে মুকুট-মণির মত সেই সিংহাসনেরও উচ্চদেশে;—ক্ষত্রিয় রণ-ক্ষেত্রের অগ্রভাগে, ব্রাহ্মণ সেই রণ-ক্ষেত্রের মধ্যগৃহে;—হরিহরের ন্যায় এক আত্মা, অভেদ-মূর্ত্তি ও সর্ব্বত্র অভিন্নগতি। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের এই মৈত্রী কত কাল? না, যত কাল স্বার্থের মেল! যখন ভারতের পূর্ব্বতন অধিবাসীরা,—সেই বেদ-বর্ণিত অসুর ও দস্যু জাতীয়েরা, আর্য্যজাতির সমবেত প্রভাবে পরাভূত হইয়া, গিরিগুহা, গহন-বন ও শত্রুর অগম্য অন্যান্য স্থানে পলায়ন করিল, তখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বন্ধন-রজ্জু ধীরে ধীরে শিথিল হইতে লাগিল; এবং বাহ্য পরকীয় আক্রমণের আশঙ্কা উন্মূলিত, ও পরের সহিত বিরোধ বিগ্রহের সম্ভাবনাও তিরোহিত হইয়া গেল, তখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ স্বার্থের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

স্বার্থের এই পার্থক্য হইতে অবধি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে,—ব্রাহ্মণেরা পরশুরামের মত প্রচণ্ড বীরকে পুষ্টবল করিয়া ভারত-মাতাকে ক্ষত্রিয়ের রক্তে কত বার স্নান করাইয়াছে, এবং ক্ষত্রিয়েরা শরীরে পুনর্ব্বার শোণিত-সঞ্চারের পর প্রত্যুত্তরে ব্রাহ্মণদিগকে বিষম নির্য্যাতন করিয়াছে, এবং ... পুরাণাদিতে তাহার বহু

বিস্তৃত বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক-জাতি-সম্ভূত ও এক-ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও শাস্ত্রকল্পিত ও সমাজ-শাসনে ব্যবস্থাপিত কৃত্রিম জাতি-পার্থক্যে কিরূপ স্বার্থ-পার্থক্য ও ভয়ঙ্কর বিরোধ ঘটে, ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের আত্মকলহকে তাহার উদাহরণ বলা যাইতে পারে। এইক্ষণ ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় পুনরায় প্রায় এক! কারণ, এইক্ষণ সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই,—সে ব্রাহ্মণও নাই, সে ক্ষত্রিয়ও নাই;—জগতে উভয়েরই ছায়ামাত্র বিদ্যমান। ছায়ার সহিত ছায়ার বিরোধ সম্ভবে না, এবং বিরোধের সম্ভাবনা থাকিলেও শক্তিতে তাহা কুলায় না। কিন্তু শক্তির পুনরুদ্রেক হইলেও যে এই নির্জ্জীব একতা এমনই সুরক্ষিত রহিবে, সে আশা অদূরদর্শীর আকাঙ্ক্ষা মাত্র।

বর্ণগত পার্থক্যের বিরোধ বিষয়ে আধুনিক আমেরিকায় নিহিত কলহকাণ্ডই প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল বলিয়া পরিগণনীয়। আমেরিকা সর্ব্বাংশে সৌভাগ্যশালী হইয়াও এই এক বিষয়ে নিতান্ত দুর্ভাগ্যযুক্ত। আমেরিকার এক ভাগ অমল শ্বেত কান্তি, আর এক ভাগ কৃষ্ণবর্ণ। এই বর্ণ পার্থক্য শ্বেতাঙ্গদিগের চক্ষে সহে না, এবং যাহার সহিত তাঁহাদিগের বর্ণগত বিভিন্নতা আছে, সে যদি জ্ঞানে তাঁহাদিগের শিষ্য, ধর্ম্মে তাঁহাদিগের শরণাগত, ও সেবায় তাঁহাদিগের দাসানুদাস হইয়া রহে, তথাপি তাহার স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটাইতে, তাহার সুখের পথে কাঁটা দিতে, তাহাকে পশুবৎ নিপীড়ন করিতে, তাঁহাদিগের সুশিক্ষিত দয়া ও সুমার্জ্জিত বিবেক অনুরাগের বাধক হয় না। [illegible] ললনা, উপন্যাস পাঠের সময় [illegible]কার কল্পিত-বিরহ-বেদনায় বাষ্প-মোচন করিয়া যুবজন-সমাজে যার পর নাই যশস্বিনী হন; এবং উপন্যাস-পাঠাবসানে, তাঁহারাই আবার, পিতা কি পতির কৃষিক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া, কৃষ্ণ-কায় সেবক-বর্গের নিরাবৃত পৃষ্ঠে অনবরত কশাঘাত করিতে আরম্ভ করেন। ইহা দেখিয়া অবশ্যই এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, পুরুষের স্বার্থানুসারিণী বিষয় বুদ্ধির ন্যায়, অবলার স্বাভাবিক স্নেহশীলতাও বর্ণ বৈষম্যের অনুসারিণী; নতুবা তাঁহারা এইরূপ নীতি বিগর্হিত অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিবেন কেন?

কোন রাজ্য অথবা সমাজ এইরূপ বিভিন্নবর্ণ মনুষ্যের বাসভূমি হইলে তাহার অঙ্গে অঙ্গে সমবেদনা ও সকল অঙ্গে রাজনৈতিক একতা থাকা সম্ভব কি না, তাহা আমেরিকার শেষ অভ্যন্তর-দুর্ঘটনা* সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৮৬১ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টীয় সন পর্য্যন্ত আমেরিকায় যে ঝটিকা বহিয়াছে ও মুহুর্মুহুঃ যে ভূকম্প হইয়াছে, উল্লিখিত স্বার্থদ্বয়ের একত্র সমাবেশই তাহার একমাত্র কারণ। ইহারই জন্য ঘোর অনর্থ রেখাঙ্কিত আবগামিতা,—ইহারই নিমিত্ত চ্যানিঙ, পার্কার ও গ্যারিসন প্রভৃতি প্রধান পুরুষদিগের অঙ্গ-ত্যাগ, এবং ইহারই অনুরোধে লোক-বিশ্রুত আব্রাহাম লিঙ্কনের উপ[illegible]। কিন্তু এই বর্ণ পার্থক্যের বি-

---

* [illegible]story of the late In-[illegible]r of America.

[illegible] তদ্ধাপি একবারে পরিচালিত [illegible] ও [illegible] শক্তির স্ফুরণ-বনে ও প্রয়োজনে [illegible] এ[illegible]নোর নিকটবর্ত্তী হইতে [illegible] সহিয়া লইতে [illegible] এই দুই কি এখনও [illegible]?

ধর্ম্ম-ভেদে বিরূপ [illegible] নাই, পৃথিবীর যে দিকে চাও সেই দিকেই তাহার উদাহরণ পাইবে; এবং ধর্ম্ম জন্য বিরোধ যে বর্ণ-পার্থক্যের বিরোধ হইতেও অধিকতর ভয়ঙ্কর, বোধ হয় সকলেই ইহা এক-বাক্যে স্বীকার করিবে। ধর্ম্মকে অমূলক অভ্যাস, অন্ধ বিশ্বাস অথবা মানব-প্রকৃতির নৈসর্গিক শ্বাস-প্রশ্বাস, ইহার যাহা কিছু বলিতে কেন গ্রহণ কর না, ধর্ম্ম হইতে মনুষ্যের প্রিয়তর বস্তু আর নাই। যে পুত্র আশার অবলম্ব যষ্টি, আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি-স্থল ও জীবনের প্রধান সম্বল,—যাহাকে ক্ষণকাল না দেখিলেই সংসার শূন্য বোধ হয়, ধর্ম্ম ভ্রান্ত মনুষ্য সেই পুত্রকে অকাতর প্রাণে পরিত্যাগ করে; এবং ধর্ম্ম এমন উপদেশ করেন যদি এই বলিয়া তাহার প্রতীতি জন্মে, তাহা হইলে সে সেই পুত্রের মস্তক কাটিয়া বলি স্বরূপ উপহার দেয়। যে জননী শৈশবে স্তন্য দানে ও বাল্যে অন্ন দানে লালন ও পরিবর্দ্ধন করেন,—যাঁহা হইতে জীব-স্রোতের প্রথম তরঙ্গ ও জীবনের প্রথম সুখ, সর্ব্বস্ব দিয়াও যাঁহার সেবা করা কর্ত্তব্যসঙ্গত ও ন্যায়-সঙ্গত, ধর্ম্ম ভ্রান্ত মনুষ্য সেই জননীকে জীর্ণ-বস্ত্রের মত অবহেলায় [illegible] দেয়; এবং ধর্ম্ম এমন [illegible] যদি এইরূপ তাহার বিশ্বাস জন্মে, [illegible] যে তাঁহার মর্ম্ম-কন্দরেও আলোক-সঞ্চারে সমর্থ হয় [illegible] যে ভার্য্যা চক্ষুর আনন্দ, চিত্তবৃত্তির চিরবিনোদ ও প্রাণের প্রিয়তম সঙ্গিনী,—যাঁহার বিরহে সুখ সুখ বলিয়া গণ্য হয় না, সারস্বত সম্পদও মনকে আকৃষ্ট রাখিতে পারে না,—প্রাণ-ত্যাগে মতি হইলেও যাঁহাকে পরিত্যাগ করা কঠিন জ্ঞান হয়, ধর্ম্ম-ভ্রান্ত মনুষ্য তাঁহাকেও পথের কাঙ্গালিনী করিয়া দূরে চলিয়া যায়; এবং ধর্ম্ম ইহা চান যদি এই প্রকার তাহার সংস্কার জন্মে, তাহা হই[illegible] যিনি কণ্ঠের হার ও হৃদয়ের কৌস্তুভ ছিলেন, সেই প্রাণাধিক প্রিয়তমাকেও সে কালসর্পবৎ পদ তলে দলন করিতে প্রস্তুত হয়। অথবা পুত্র কলত্র ও জনক জননী আর অধিক কি,—মনুষ্য যখন ধর্ম্মের জন্য আপনার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলায়, বু[illegible] বিবেককেও বিড়ম্বিত করে এবং প্রকৃতিকেও অপ্রাকৃত করিয়া তুলিতে যত্নশীল হয়, তখন ধর্ম্মার্থিতে সে না করিতে পারে, এমন কোন কার্য্যের কল্পনা করাও কঠিন।

আমাদিগের এ সকল কথায় ধর্ম্মের নিন্দা হইতেছে না, প্রকৃত ধর্ম্ম প্রবৃত্তির মহীয়সী ক্ষমতারই পরিচয় হইতেছে। ইহাই এস্থলে প্রধানতঃ আমাদিগের বক্তব্য যে, ধর্ম্ম-বিষয়ক বিশ্বাস ভ্রান্ত হউক আর অভ্রান্ত হউক, মনুষ্য-হৃদয়ের উপর উহার আধিপত্য অসীম; এবং সুতরাং মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের মধ্যে যখনি মত-ভেদ হয়, সেই বিভিন্ন মতাবলম্বীরা, পরস্পর অতি নিকট-সম্পর্কিত হইলেও কার্য্যতঃ সেই হইতেই একে অন্যের পর ও স্বার্থে পৃথক। এইরূপ বিরোধী

-দিগের মধ্যেও কি একতার প্রত্যাশা করা যায়? খৃষ্টধর্ম্ম ও মুসলমান-ধর্ম্ম, [illegible]দুদিগের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম, অথবা পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মই কি ইতিলিখিত স্বার্থভেদ-রূপ অনর্থকর অধর্ম্মের সজীব সাক্ষী নহে? ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ইতিহাস যে রক্তাক্ষর-লিখিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, এই স্বার্থ-বিরোধ ভিন্ন তাহার আর কি কোন কারণ সম্ভবে?

ইহুদী ও খৃষ্টীয়ান উভয়েরই মূল অবলম্ব এক;—উভয়েরই ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবল,—আদি গুরু মোজেস্, ও গন্তব্য পথ পবিত্রতার দিকে। কিন্তু ইহুদীরা অগ্রে খৃষ্টীয়ানদিগের উপর কিরূপ অত্যাচার করিয়াছে তাহাও লিপিবদ্ধ আছে; এবং খৃষ্টীয়ানেরা পশ্চাৎ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া ইহুদীদিগকে দেশে দেশে কিরূপ উৎপীড়ন করিয়াছে ও কত অকথ্য যন্ত্রণা দিয়াছে, তা[illegible] প্রামাণিকতার সহিত লিখিত রহিয়াছে। আবার খৃষ্টীয়ান ও মুসলমান উভয়ই একেশ্বরবাদী, উপধর্ম্ম-বিরোধী ও অবতার-ভক্ত,—পৌত্তলিকতার প্রতি উভয়েরই সমান বিদ্বেষ এবং পারলৌকিক জীবনেও উভয়েরই সমান বিশ্বাস। কিন্তু কি বিচিত্র, এত বিষয়ে সাম্য সত্ত্বেও এই উভয়েরই পরস্পর সম্পর্কে প্রধান ধর্ম্ম পরস্পরের মুণ্ডপাত। খৃষ্টীয়ান, ইয়ুরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক দেহে উত্থিত হইয়া, মুসলমানের শিরশ্ছেদে ও শক্তিরোধে প্রাণপণ করিয়াছে;—মুসলমান, খৃষ্টীয় রাজ্য-নিচয়ের রমণীয় নগর-মালায় বজ্র-শলাকার ন্যায় প্রবেশ করিয়া, যে স্থান দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই স্থানই একবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে।

[illegible]ান ও মুসল[illegible] বহ্নি ক্রুজেডের সময়েই [illegible] —রিচার্ড ও সালাদীন প্রভৃতি [illegible]েরা এই বহ্নিতে নিজ নিজ পৌর[illegible]মার পরীক্ষা দেন, এবং উভ[illegible] উপাধ্যায়বর্গ এই বহ্নিতে [illegible] [illegible]াসে উচ্চ আকুল[illegible]রাবণের চিতা—[illegible] বিরোধ-বহ্নি কি এখনও নির্ব্বাণ [illegible]? যদি এ অনলই নির্ব্বাণ হইয়া [illegible] তবে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের সোরীয় বিপ্ল[illegible] লক্ষ খৃষ্টীয়ান ও বহুলক্ষ মুসলমা[illegible] দগ্ধ হইল কেন? যদি এই [illegible] হইয়া থাকিবে, তবে এ[illegible] ও বোস্‌নিয়া, মল্‌ডেভিয়া ও ওয়ালেশিয়া প্রভৃতি উপরাজ্য কিংবা খণ্ডরাজ্যসকল থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠে কেন?—এবং যে তুরুক ইয়ুরোপের পার্শ্বদেশে পর্ব্বতের মত অটল ছিল, যাহার পদাঘাতে অস্ট্রিয়া কম্পিত থাকিত, রুশ পরের শরণাগত হইত, ও সমস্ত ইয়ুরোপ ভয়ে [illegible] সেই তুর্ক, সেই রুশ্ বাহুর দর্প [illegible]র্জিত রহিয়াও, আজি স্বরাজ্য[illegible] গৃহের মত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে[illegible] ইহা সত্য বটে যে বৌদ্ধ ও [illegible] হিন্দু আর্য্যাবর্ত্তের পবিত্রভূমিতে [illegible]র মত পরস্পর পরস্পরের প্রতিকূলাচারী হয় না; ইহাও সত্য বটে যে, ভারতীয় হিন্দু ও ভারতীয় যবন, শাক্ত ও বৈষ্ণবের মত, একে অন্যের [illegible]কার্য্যবিদারণের অভিপ্রায়ে আর সে ভাব[illegible]রে না। কিন্তু ইহার এমন অর্থ নয় হয়, ইহাদিগের ধর্ম্মগত স্বা-

শত্রু হইয়া দাড়ায়ক। এই স্বার্থ-বিরোধের ভীষণ বিলোড়নেই ফরাসি রাষ্ট্র বিপ্লব, এবং ইহারই মৃদু-হিল্লোলে আয়র্লণ্ডের বর্ত্তমান বিপদ। [illegible] পৃথিবীর কোন দেশ এইরূপ কি [illegible] করিয়াছে? বিরোধি- [illegible] নাম লর্ড ও পীসন্, [illegible] নাম ভূস্বামী ও প্রজা, [illegible] স্বেচ্ছাচার রাজ-পুরুষ ও প্রাকৃত [illegible] বিচ্ছিন্ন, আর এক স্থলে তাঁহারা বণিক্ ও কৃষক, অথবা [illegible] ও যোদ্ধা বলিয়া পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। কিন্তু বিরোধের আকৃতিতে এইরূপ প্রভেদ থাকিলেও প্রকৃতি ও গতি সর্ব্বত্রই সমান।

এই প্রকারে দৃষ্ট হইবে যে, মানব-জাতির ভাগে ভাগে বিভিন্ন স্বার্থ এবং সেই স্বার্থভেদই তাহাদিগের একতা-সিদ্ধির প্রধান অন্তরায়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, একতা অথবা জাতীয় এক-প্রাণতাই বিপন্ন দুর্ব্বলের প্রাণ-বল লাভের একমাত্র উপায়। কিন্তু এইরূপ স্বার্থ-বিরোধে,—স্বার্থের আঘাত-প্রতিঘাতে কোন্ মন্ত্রে মনুষ্য মিলিত হইবে? যাহারা একে অন্যের শত্রু বলিয়া স্পষ্ট পরিচিত, কোন্ সূত্রে তাহারা প্রয়োজনের সময়ে প্রাণে প্রাণে গ্রথিত রহিবে? জগতে এমন কি আছে, যাহার প্রভাবে অহি-নকুল এবং শার্দ্দূল ও মহিষ, আর্য্য [illegible] অনার্য্য এবং শ্বেত-কৃষ্ণ সমান-উদ্দেশ্যে বদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের শক্তি বর্দ্ধন করিবে?

ধর্ম্মের নিকট এই কূট-সমস্যার সদুত্তর [illegible] ধর্ম্ম আপনি অভিন্ন হইলেও মনুষ্যের নিকট অভিন্ন [illegible] অসমর্থ। মনুষ্যের ধর্ম্ম সম্প্রদায়-বদ্ধ [illegible] পৃথিবীর [illegible] মি[illegible] শ্রিত [illegible] যে, সেই জন্যেই [illegible]। যে ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক নামে [illegible], সাম্প্রদায়িক পতাকায় পরিশোভিত, এবং সাম্প্রদায়িক ঢক্কায় প্রচারিত, তাহা কি কখনও জাতি-বিশেষের ভিন্ন ভিন্ন স[illegible] [illegible] বাঁধিতে পারে? [illegible] আশা [illegible] এক অলৌকিক অসা[illegible]? তাদৃশ বাহ্যাকরজ[illegible] [illegible] মূঢ়া লোকে কোথায় [illegible] এইরূপ দেখা যায় যে, [illegible] কোন কোন ধর্ম্ম, উহার প্রথম-প্রচার-সময়ে একতার একটি আশ্চর্য্যভাব সৃষ্টি করিয়া ও কতকগুলি মনুষ্যের মনঃপ্রাণ এক-সূত্রে গাঁথিয়া লইয়া, যাহা অসাধ্য বলিয়া আকাঙ্ক্ষার বাহিরে ছিল, সেই নূতন একতার নূতন বলে তাহা অবলীলায় সংসাধন করিয়াছে, এবং যে সকল প্রতিবন্ধক পর্ব্বতের ন্যায় দুর্লঙ্ঘ্য প্রতীয়মান হইত, পতঙ্গের মত তাহা নখরে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, কিংবা তৃণের মত তাহা ভাসাইয়া নিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মবন্ধনের এক জাতীয়তা কোন্ দেশে কতকাল স্থায়ী রহিয়াছে? কোন্ ধর্ম্মের উপাসকেরা আপনাদিগের অভীষ্টবস্তে দীর্ঘকাল ঐরূপ জাতীয় একতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছে?

[illegible] যখন মহাত্মা শাক্যসিংহ ভারতের সকল ধর্ম্মকে ভাঙিয়া চুরিয়া একধর্ম্ম করিবার অভিলাষে বৈদিকধর্ম্ম, পৌরাণিকধর্ম্ম ও আরও বহুবিধ উপধর্ম্মের উপর বজ্রের মত আঘাত করিতে লাগিলেন, এবং সেই বজ্রাঘাতের প্রতিধ্বনিতে ভারত-ভূমি কাঁপিয়া উঠিল, তখন সকলেরই মনে আশা হইল যে, এত

দিনে [illegible] -ভার-তের [illegible] সাম্রাজ্যে অসংখ্য জাতি এক জাতিতে পরিণত হইয়া আত্ম-কলহ ও স্বগৃহ-বিরোধের মূল পর্য্যন্ত উৎসারণ করিবে ;—আর, এই ধর্ম্ম-গত একতাই রাজনৈতিক একতার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গিরি-নদী-সমুদ্র-রক্ষিত ভারত-বক্ষকে শত্রুর দুরধিগম্য দুর্গ করিয়া তুলিবে। কিন্তু কোথায় সেই বৌদ্ধ-একতা ও একীভূত শক্তির অবতার স্বরূপ বুদ্ধ-শিষ্য অশোক ; আর কোথায় শোক-জর্জ্জরিত, শতধাভিন্ন ভারত-সাম্রাজ্য ? কোথায় সেই অহিংসার অভেদ-জ্ঞান, আর কোথায় হিংসা-জনিত শত শাখা, শত সম্প্রদায় ? বৌদ্ধধর্ম্মের সেই ভাবের কিছুই কি আর আছে ? পৃথিবীর সমস্ত বৌদ্ধ অথবা ভারতের সমস্ত বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী কি এইক্ষণ এক-জাতি বলিয়া পরিগণিত হয় ? যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাণপ্রদ সহানুভূতিতে এক-রাজ্যবৎ [illegible] হইয়াছিল, তাহারা কি স্বার্থে ও শক্তিতে এখনও এক ? তাহাদিগের একটি যখন বিনষ্ট কি নির্যাতিত হয়, আর একটি কি তখন তাহার উদ্ধারের জন্য হস্তাবলম্ব প্রদান করে ? অথবা, তাহারা একে যখন প্রবলতর প্রতাপের শাসনে অন্যের প্রতিকূলে চালিত হয়, ধর্ম্মের বন্ধন কি তাহাতে এক-টুকুও প্রতিবন্ধকতা দেয় ?

যখন সাধক-সমাজের শীর্ষ স্থানীয় দীন-সখা খৃষ্ট, ইহুদীয় শৈল-শিখরে স্বর্গাগত দেবতার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া, বাহু তুলিয়া উপদেশ দিলেন যে, সাধু অসাধু, ধনী ও নির্দ্ধন, সবল ও দুর্ব্বল, সম্রাট্ ও ভিখারী, সকলেই জগদীশ্বরের সমান সন্তান, তখন জগতে এক যুগান্ত উপস্থিত হইল ; এবং পৃথিবীর অসংখ্য জাতি সেই জীবন্ত উপদেশে উন্মাদিত হইয়া, জাতি-নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খৃষ্টের চিরস্মরণীয় নামে আপনাদিগকে এক-জাতি করিয়া তুলিল। যে খৃষ্টধর্ম্ম পর্ব্বতে উপদিষ্ট ছিল, তাহা সর্ব্বত্র আ[illegible] জিত হইতে লাগিল ; যাহা দরিদ্রের [illegible] কুটীরেও স্থান পাইত না, [illegible] রাজার প্রাসাদ অধিকার করিয়া লইল,—রাজ-মুকুটের মধ্য-স্থলে ক্রুশ চিহ্নে শোভা পাইল। কিন্তু খৃষ্ট ও সেই খৃষ্টীয় একতা এইক্ষণ কোথায় ? খৃষ্ট ধর্ম্মের এইক্ষণকার এই অনন্ত অবান্তর-ভেদ এবং সেই ভেদ-জন্য বিভিন্ন স্বার্থ কোথা হইতে আসিল ? ধর্ম্ম যদি সত্য সত্যই কতকগুলি জাতিকে স্বার্থে এক, এবং দীর্ঘকালের জন্য এক জাতি করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে, তাহা হইলে খৃষ্টীয় ইয়ুরোপের প্রত্যেক জাতিই প্রত্যেক জাতির প্রতিকূলে অহর্নিশ সশস্ত্র রহিয়াছে কেন ? যে স্থানের উপাসনা-গৃহে শান্তিমূলক একতার উপদেশ, সেই স্থানের আকাশ-মণ্ডল কেন অশান্তির অনলে নিত্য-ধূমিত ? যে শাস্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরেই ভ্রাতৃভাব ও প্রেমের অমৃত, সেই শাস্ত্রের প্রত্যেক কার্য্যেই কেন [illegible] বিদ্বেষ ও গরলের উদ্গার ?

ধর্ম্মের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মই পার্থিব রাজ-নীতির ধর্ম্ম (?) বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। উহা প্রীতি ও পবিত্রতার অংশে যে পরিমাণে হীন, রাজনীতির একতার অংশে সেই পরিমাণে উজ্জ্বল। কিন্তু মুসলমানধর্ম্মও আত্ম-পর-ভেদে, তথাবিধ একতা সম্পূর্ণরূপে

রক্ষা করিতে পারে নাই। মুসলমানেরা শিয়া ও সুন্নি এই দুই সম্প্রদায় অথবা দুই পৃথক্ জাতিতে বিভক্ত হইয়া পরস্পর একটু দুর্ব্বল হইয়াছে, এবং এই দুই প্রধান সম্প্রদায় হইতে আরও বহু অপ্রধান নূতন সম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হইয়া মুসলমানদিগকে, [illegible] ইতিহাস কীর্ত্তিত আতঙ্কজনক শক্তিকে অধঃপাতের দিকে টানিতেছে। সুতরাং পূর্ব্বে যেরূপ প্রস্তাবিত হইয়াছিল, বোধ হয় সেই রূপই প্রমাণিত হইয়াছে যে ধর্ম্ম, অধ্যাত্ম উন্নতি, সমাজ-শুদ্ধি ও মুক্তিপথের অদ্বিতীয় সহায় হইলেও, এক-জাতীয়তার দৃঢ় ভিত্তি নহে,—এবং ধর্ম্ম-জনিত একতা কিয়ৎকালের জন্য প্রমত্ত বহ্নি-শিখার ন্যায় প্রজ্বলিত রহিলেও উহা ঝটিতিই আবার নিভিয়া যায় বলিয়া স্বার্থমাত্র-পরায়ণা চির-ক্ষুধাতুরা রাজনীতির উপযোগিনী নহে।

ধর্ম্ম যাহা পারেন নাই, আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান কি তাহা সংসাধন করিতে পারিবে? সরোবরের শীতল জলেও যে তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি হয় নাই, দার্শনিক মরু-ক্ষেত্রের মৃগতৃষ্ণিকায় কি তাহা পূর্ণ হইবে? ফলতঃ যে সমাজ-বিজ্ঞান যাজক ও পূজক, কৃষক ও বণিক, যোদ্ধা ও পণ্যজীবী, রাজা ও প্রজা এবং অভাব ও প্রভাবকে এক-স্বার্থে সম্মিলিত করিবে, সে সমাজ-বিজ্ঞান এখনও সৃজিত হয় নাই। যে সমাজ-বিজ্ঞান তামিলী ও তৈলঙ্গী, মাগধী ও মহারাষ্ট্রী, নেপালী ও ব্রজবুলী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষাকে এক ভাষায় মিশাইবে,—শাক্ত ও বৈষ্ণব, শৈব ও গাণপত্য, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ এবং হিন্দু ও যবনকে এক উদ্দেশ্যে চালনা করিবে,—যে সমাজ[illegible] তেজ উন্মূলন করিয়া সর্ব্ববি[illegible] সর্ব্বপ্রকার স্বার্থকে এক-বন্ধনে বান্ধিয়া লইবে, তাহা এখনও মনুষ্য-বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় নাই।

ধর্ম্ম ও সমাজ-বিজ্ঞানের পর রাজনীতি। স্বার্থের সূক্ষ্মার্থদর্শিনী রাজনীতি এই একতা বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে অন্যরূপে উত্তর করিয়াছেন। রাজনীতি জাতি, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম্ম, পর্ব্বতাদির ব্যবধান ও ব্যবসায়াদির পার্থক্য জনিত স্বার্থের পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লইয়াছেন; এবং এইরূপ পৃথক পৃথক্ স্বার্থ রূপান্তরে পরিবর্ত্তিত হইলেও যে একবারে বিলুপ্ত হইবে না, ইহা স্বীকার করিয়া, সমান স্বার্থের সমন্বয়ের জন্য স্বার্থের মধ্য হইতে অন্য এক পথ দেখাইয়াছেন। যখন চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব দুর্য্যোধনকে সপরিবারে বন্ধন করিয়া আপনার অধিকারে লইয়া যাইতে উদ্যোগী হয়, তখন ক্ষণিক রূপী[illegible]পাণ্ডবদের শিরা, রাজনীতি বিশারদ যুধিষ্ঠির তাঁহার অনুজবর্গকে দুর্য্যোধনের পরিত্রাণার্থ এই স্মরণীয় কারিকায় উপদেশ দেন যে,—

"বয়ং পঞ্চ বয়ং পঞ্চ-বয়ং পঞ্চ শতানিচ।
পরেষু প্রতিপন্নেষু পঞ্চোত্তর শতানিচ॥"

অর্থাৎ আমরা যে পাঁচ, আমরা পাঁচই আছি, এবং দুর্য্যোধনেরা যে একশত, তাহারাও ঐ একশতই থাকিবে; কিন্তু যখন পরের সহিত বিরোধ ঘটে, তখন আর আমরা পাঁচ ও একশত এইরূপ পৃথক্ নহি;—তখন আমরা উভয়ে মিলিয়া একশত পাঁচ।

এই প্রসিদ্ধ কারিকাটি আত্ম-পর, শত্রু-মিত্র ও বিচ্ছিন্ন স্বার্থের সাম্য-বিধায়িনী।

আমরা এই হেতু ইহাকে সাম্য-কারিকা বলি। আর, ইহাতে দয়ার কথা, ধর্ম্মের কথা, স্বার্থত্যাগ অথবা উদারতার কথার গন্ধমাত্রও নাই বলিয়া আমরা ইহাকে কণিক-নীতি নামে নির্দ্দেশ করি। যাহার প্রত্যেক বাক্য তুষানলের মত হাড়ে হাড়ে জ্বলিতেছে, ইহাতে তাহার [illegible] প্রেম! যাহার নিপাত-কল্পে স্থির-সংকল্প, ইহাতে তাহার সহিত মৈত্রীর বিধি। জগতে বাল্মীকির সময়ে এ নীতি প্রচলিত ছিল না;—বাল্মীকি এবং বাল্মীকির আদর্শ পুরুষ রামচন্দ্র ইহা স্বপ্নেও ভাবিয়া যান নাই। খলতার প্রতিমূর্ত্তি লঙ্কাধিপতি, খলতাতেও এমনই সরল ছিল যে, এ নীতি তাঁহার মুখ হইতেও বাহির হয় নাই। ইহা সর্ব্বাংশে কলিযুগের উপযুক্ত, এবং যে সময়ে কণিক নীতির ক্রীড়ারম্ভ, সেই সময়েই ইহার প্রথম উদ্ভাবনা। এই উপদেশ কথা আ[illegible] সাধারণ নীতি-কথার ন্যায় [illegible] লেও ইহার প্রকৃত অর্থ অতি [illegible] যদি ব্যক্তিগত উদাহরণ যোগে অর্থ করা যায়, তাহা হইলে ইহার এইরূপ অর্থ হয় যে,—কৌরব ও পাণ্ডব নিকট-সম্পর্কে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, এবং তাহাদের এই বিচ্ছেদ কিছুতেই বিলুপ্ত হইবে না; অতএব তাহাদের স্বার্থের পার্থক্য ও পার্থক্যের বিরোধ যেমন আছে, তেমনই থাকুক। কিন্তু যখন কুরুপাণ্ডবের উভয় হইতেই পৃথক্ কোন প্রবলতর শক্তি তাহাদিগের একটিকে কবলিত করিবার জন্য মুখ-ব্যাদান করে,—যখন ঐরূপ কোন প্রবলতর শক্তির আকস্মিক আক্রমণে তাহাদিগের একতর পক্ষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন কৌরব ও পাণ্ডব সাধারণ-স্বার্থে এক।

ব্যক্তিগত উদাহরণ পরিত্যাগ করিয়া সার-নিষ্কর্ষ করিলে উল্লিখিত নীতি-কারিকার [illegible] স্বীকার হয় যে, যাহারা জাতির পার্থক্য, ধর্ম্মের পার্থক্য অথবা স্বার্থের অন[illegible] পার্থক্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া একত্র অবস্থান করে, তাহারা নিজ নিজ পৃথক্ স্বার্থ-সম্বন্ধে কখনও এক হয় নাই, এবং একের দ্বারা অন্যে সর্ব্বতোভাবে অভিভূত না হইলে, সেকসন ও নরমাণের মত একে অন্যের অঙ্গীভূত হইয়া না গেলে, কখনও এক হইবে না। তাদৃশ পার্থক্যের অবস্থায়, পরস্পর পৃথক্ সম্পর্কে, আত্মবলই তাহাদিগের আত্মাবলম্ব, এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি পূজনীয় সাধনযোগে সেই বলের দিনদিন বৃদ্ধিতেই তাহাদিগের স্বতন্ত্র পুষ্টি ও প্রাণ। কিন্তু যখন ঐরূপ বিচ্ছিন্ন পৃথক্ পৃথক্ স্বার্থ [illegible]র পর স্বার্থের গ্রাসে পড়ে, তখন সেই অংশে সমান বলিয়া ঐ সকল অসমান স্বার্থ এক,—এবং অসমানের এইরূপ সাম্য কিংবা সমন্বয় সাধনই রাজনৈতিক প্রীতি ও সমষ্টিগত অস্তিত্ব রক্ষার পথ। আমরা ইতঃপূর্ব্বে যে সকল অসভ্যজাতির অস্তিত্ব লোপের উদাহরণ দিয়াছি, যদি সেই সকল জাতিও এই কণিক-নীতির উপদেশে অসভ্য তাতার ও অসভ্য টিয়ুটনদিগের ন্যায় অঙ্গে অঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ রহিত, তাহা হইলে [illegible] হারা কখনও সমূলে বিনষ্ট হইত? পৃথুরায় ও জয়চন্দ্র এই নীতি বুঝেন নাই বলিয়াই এ দেশে সাহাবুদ্দিনের অধিকার; এবং সুইজরলণ্ডের ক্যাণ্টনসমূহ এই নীতি বুঝিয়াছিল

[illegible]রিয়াই, সমুদ্রের মধ্যে শৈলশৃঙ্গের মত, আজি পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত।

পৃথিবীর মধ্যে ইয়ুরোপই ইদানীং সজীব রাজনীতির বিহার-ভূমি। [illegible] দেশে গ্রাস আছে, মুক্তি নাই। ইয়ুরোপে গ্রাস ও মুক্তি উভয়ই আছে, এবং উভয়েরই পৃষ্ঠদেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সজীব-তরঙ্গ ক্রীড়া করিতেছে। ইয়ুরোপে যাহাকে শক্তিসাম্য* বলে, তাহা এইরূপ স্বার্থ-সমন্বয় অথবা রাজনৈতিক প্রীতির নামান্তরমাত্র। প্রথিতনামা রিসলু, স্বয়ং ক্যাথলিক কার্ডিনাল হইয়াও, এই নীতির অনুরোধে জর্ম্মণির প্রটেষ্টাণ্টদিগকে অষ্ট্রিয়ার [illegible]চার হইতে রক্ষা করেন; ইহারই শাসনে চতুর্দ্দশ লুইর দর্প-নাশ; এবং অদ্যাপিও এই নীতিরই বিহিত ব্যবস্থা ইয়ুরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যনিচয়ের [illegible]ক্তি-রক্ষা ও সমগ্র ইয়ুরোপের শান্তি-[illegible]র বীজ। ইয়ুরোপের রাজবর্গ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে এই নীতি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সেই বিস্মৃতির প্রায়শ্চিত্ত ষোড়শ লুইর শিরশ্ছেদে। কিন্তু যখন বিপ্লব-নায়ক বোনাপার্ট ইয়ুরোপের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত রাজ্যকেই শোষণ ও উদরসাৎ করিবার অভিলাষে জিহ্বা প্রসারণ করেন, তখন ইয়ুরোপের শত্রু মিত্র, কৌরব পাণ্ডব, বিভিন্ন-ভাষাবাদী, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সকলেই আবার এক; এবং সেই একতাবদ্ধ স্বার্থ-সমন্বয়,—[illegible] রাজনৈতিক প্রীতির প্রভাবে ওয়াটর্লুর [illegible]ত-পূর্ব্ব ফল। রুস ও জর্ম্মণিতে চির-বিদ্বেষ, অথচ শিবাস্তপুলে উভয়ে উভয়ের পরম সুহৃৎ;—এবং জর্ম্মণি ও অষ্ট্রিয়া স্যাডোয়ার শক্তি-পরীক্ষার পরক্ষণ হইতেই পরস্পর পরস্পরের প্রাণ-সখা। রুশ ও বৃটন উভয়ই খৃষ্টধর্ম্মের উপাসক, এবং প্রাচীন প্রথানুসারে তুর্ক ও আফগান এই উভয় উভয়ের সমান শত্রু। কিন্তু তথাপি এই নীতির অনুশাসনে খৃষ্টীয় রুশ তুর্কের বিপক্ষ ও আফগানের স্বপক্ষ, এবং খৃষ্টীয় বৃটন তুর্কের স্বপক্ষ ও আফগানের বিপক্ষ। ‡

পুরাতন গ্রীকরাজ্য যখন জীবিত ছিল, তখন স্পার্টা ও এথেন্স প্রভৃতি খণ্ডরাজ্যনিচয়, স্বগৃহে পরস্পরবিরোধি রহিয়াও, পররকীয় শক্তির প্রতিরোধ-সময়ে রাজনৈতিক প্রীতির বন্ধনে এইরূপ এক হইয়া যাইত; এবং এখনও যে সকল রাজ্য জীবিত আছে, —অথবা নূতন জীবন লাভ করিতেছে, এই প্র[illegible] একতাই তাহাদিগের জীবনী-[illegible]ণ হইয়া রহিয়াছে। রাজনৈতিক [illegible]জাতীয়তা লাভের আর কোন উপায় আছে কি না, ইতিহাস তাহা জানে না;—পাঁচ আর একশত পাঁচ এই গণনা ভিন্ন আর কোন গণনায় সন্ধি-বিগ্রহ ও শান্তি-বিপ্লবে সকলের স্বার্থ একস্বার্থে মিশে কি না, বুদ্ধিও তাহা অবধারণ করিতে পারেনা। ইহা বিশুদ্ধ-নীতির বিশুদ্ধ বিচারে যত কেন দূষিত হউক না, সংসারের কুটিল-চক্রে এই কণিক-নীতিই রাজনীতির একমাত্র গতি!

---

* Balance of Power. ইহাকে শত্রু-মিত্র-বিচার নাই; বিচার একমাত্র তৎকালীন স্বার্থের।

‡ আজি কালি যে বাতাস একটুকু ফিরিয়া আসিতেছে, তাহার অন্য কারণ আছে।

প্রতাপসিংহ।

(৫ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা, ১২০ পৃষ্ঠার পর।)

নবম পরিচ্ছেদ।

পরিচর্য্য।

সন্ধ্যাকালে চাঁদেরী নদীতীরস্থ দৈত্য দুর্গদ্বারে যুবরাজ অমরসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। চাঁদেরী নদী সুপ্রশস্ত, কিন্তু প্রতাপের কঠিন শাসনে তদুপরি এক খানি নৌকা নাই। চতুর্দ্দিক জনশূন্য। জনশূন্য নদীতীরে চতুর্দ্দিকস্থ বনারণ্য মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত দুর্গ ভয়ানক দৃশ্য প্রদর্শন করিতেছে। সেই দুর্গ সংস্করণ ও তাহার যথাবশ্যক ব্যবস্থা করিবার ভার অমর সিংহের উপর অর্পিত হইয়াছে। কুমার দুর্গদ্বারে সমাগত হইবামাত্র দুর্গরক্ষকেরা সসম্মানে আলোক জ্বালিয়া তাঁহাকে দুর্গাভ্যন্তরে লইয়া গেল। দুর্গ মধ্যে প্রবেশিয়া অমরসিংহের বিস্ময় জন্মিল। তিনি দেখিলেন, পার্শ্বে একখানি শিবিকা, কতকগুলি বাহক ও কয়েকজন রক্ষক বেশধারী পুরুষ রহিয়াছে। তিনি সবিস্ময়ে দুর্গরক্ষকগণকে জিজ্ঞাসিলেন,—

‘এ সকল কি?’

দুর্গরক্ষকেরা বিষম বিপদে পড়িল। তাহারা প্রভুর অজ্ঞাতসারে দুর্গমধ্যে কাহাকেও স্থান দিয়াছে; তজ্জন্যে প্রভুপুত্র বিরক্ত হইতে পারেন বিবেচনায় নিস্তব্ধ রহিল। কুমার পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—

‘এ কি ব্যাপার আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তোমরা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছ কেন?’ সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ রক্ষক অগ্রসর হইয়া কর[illegible] কহিল,—

‘অজ্ঞা[illegible]র্য্য হইয়াছে, ক্ষমা করিবেন। নাথদ্বার নগরস্থ রাজা রঘুবর রায়ের দুহিতা শৈলবর গমন করিতেছেন। এই স্থানে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, অথচ নিকটে আর থাকিবার স্থান নাই। তাঁহাদিগকে এইরূপ বিপদাপন্ন দেখিয়া আমরা এই দুর্গে তাঁহাদের রাত্রিযাপন করিতে দিয়াছি। তাঁহারা এক প্রান্তে আছেন।’ অমরসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—

‘তাঁহারা কয়জন আছেন?’

‘একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক ও একজন সঙ্গিনী মাত্র।’

‘রাজা রঘুবর রায়’ এই শব্দটি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিয়া [illegible] অমরসিংহ দুর্গের দক্ষিণ দিকস্থ এ[illegible] প্রবেশ করিলেন। তথায় উপ[illegible] মনন করিলেন,—‘রাজা [illegible] রঘুবর ইদানীং মিবারের রা[illegible] অনুগত ছিলেন না।’ [illegible]

ভাবিলেন,—'বিশেষ শত্রুও ছিলেন না; কিন্তু তিনি তো এখন আর এ জগতের লোক নহেন।' তাহার পর কুমার প্রধান দুর্গরক্ষককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিলে দুর্গ সম্বন্ধে যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহার পরামর্শ করিলেন এবং পরদিন প্রাতেই যাহাতে আবশ্যকীয় কার্য্য সমস্ত আরব্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিতে করিতে ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। তাহার পর রক্ষক ভৃত্যাদিকে বিদায় দিয়া কুমার শয়ন করিলেন। কিন্তু গ্রীষ্মাতিশয্য হেতু নিদ্রা আসিল না। অনর্থক নিদ্রার সাধনা করা ...পুতজাতির স্বভাব নহে। কুমার গাত্রোত্থান করিয়া বায়ুসেবনার্থ ছাতের উপর আসিলেন। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকার নাই। বিমল জ্যোৎস্না এখন তরল জ্যোতিঃ ঢালিয়া সমস্ত পদার্থ 'মলমা অম্বরে' আবরিত করিয়াছে। প্রকৃতি শান্ত। সম্মুখে চাঁদেরী নদী গৈরিক উপকূল বিধৌত করিতে করিতে চন্দ্রমা ও অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জের ছায়া বক্ষে ধারণ করিয়া অবিশ্রান্তভাবে ধাইতেছে। অমরসিংহ সেই ছাতের উপর পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন নাথদ্বার-নগরনিবাসিনী কুমারী উর্ম্মিলার চিন্তায় তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট; সুতরাং কোন দিকেই তাঁহার দৃষ্টি নাই। একবার তিনি ... ...নেত্রপাত করিলেন। সেই ... ...রমণীর মূর্ত্তি বহন করিয়া ... করাইল। সে বলিলেন,— ...লোক। বুঝিলেন—দুর্গা... ...ধুরের কন্যা বায়ু সেবনার্থ বেড়াইতেছেন। তখন অমরসিংহের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিল—'কুমারী উর্ম্মিলাও তো নাথদ্বারনিবাসিনী। তবে তিনিই কি রঘুবরের কন্যা?' মীমাংসা হইল—'হইতে পারে।' তাহার পর আশঙ্কা,—'তবে কেন? পিতা রঘুবরের নামে সন্তুষ্ট নহেন।' অমরসিংহের হৃদয় শুষ্ক, অন্তর শূন্য হইয়া গেল। তাহার পর ভাবিলেন—'অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে,—আমি সে দেবীমূর্ত্তি হৃদয় হইতে অন্তরিত করিব না।' কে যেন তাঁহাকে বলিয়া দিল,—'ঐ রমণী উর্ম্মিলা।' তাঁহার চরণ যেন অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে সেই দিকে লইয়া চলিল। অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইয়া কুমার বুঝিতে পারিলেন—তাঁহার আশঙ্কা সত্য—সেই কামিনী উর্ম্মিলা! অমরসিংহের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, পৃথিবী শূন্য বোধ হইতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বে দুইবার কুমারী উর্ম্মিলার সহিত পাঠক মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে দুইবারই উর্ম্মিলা যোদ্ধৃবেশে সজ্জিতা ছিলেন। অদ্য তাঁহার বেশ অন্যবিধ। শেল, অসি, চর্ম্ম প্রভৃতির পরিবর্ত্তে হীরকখচিত স্বর্ণালঙ্কার সমস্ত অদ্য তাঁহার শরীরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। তাঁহার বদনে এক্ষণে শান্তি, সরলতা, পবিত্রতা ও অসামান্য বুদ্ধি ক্রীড়া করিতেছে। কোমলতা তাঁহার সকল অঙ্গে মাখা। কে বলিবে, এই ভুবনমোহিনী গম্ভীর রজনীতে, একাকিনী, ঘনারণ্য মধ্যে বর্শাহস্তে ভ্রমণ করিতে পারেন; অথবা কে বলিবে যে, এই কোমলাঙ্গীর কমনীয়া কায়ার অলঙ্কার অপেক্ষা রণায়ুধ অধিক শোভা পায়?

বহুক্ষণে অমরসিংহ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—

'কুমারি! অদ্য এস্থানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।'

ঊর্ম্মিলা ধীরে ধীরে বলিলেন,—

'আপনি এখানে ছিলেন, তাহা তো কেহই বলে নাই।'

'তোমরা দুর্গে আগমন করার পর আমি আসিয়াছি। তোমার সহিত সাক্ষাতের আশায় আমি কতই কষ্ট করিয়াছি কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, কিছুতেই কৃতকার্য্য হই নাই।'

ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—

'আপনি যে কৃপা করিয়া আমাকে মনে রাখিয়াছিলেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।'

অমরসিংহ বহুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বলিলেন,—

'এতদিনে বুঝিতে পারিলাম, তুমি স্বর্গীয় রঘুবররায়ের দুহিতা। কিন্তু তুমি যাহারই দুহিতা হও, মিবারের তুমি পরম হিতৈষিণী।'

সুন্দরী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর কহিলেন,—

'যুবরাজ! আমি তো আপনাদের চক্ষে পতিতা; কারণ আমি ৺রঘুবর রায়ের দুহিতা। জনসাধারণের বিশ্বাস, আমার পিতা মিবারের রাজশ্রীর অনুকূল ছিলেন না; সুতরাং মহারাণা তাঁহাকে পতিত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু সাধারণে যাহাই বলুক এবং আপনারা যাহাই ভাবুন, আমার বিশ্বাস আমি মুক্তকণ্ঠে জগতকে জানাইব। আমার বিশ্বাস যে, পিতৃদেবের হৃদয়ে রাজভক্তি বা মিবারের কল্যাণকামনার কিছুই ত্রুটি ছিল না। সাধারণে যাহাকে দেশহিতৈষিতা বলে, পিতার তাহা তদপেক্ষা দশগুণ অধিক ছিল। তবে তাঁহার এক বিষম ভ্রান্তি ছিল। তিনি জানিতেন, শত চেষ্টাতেও আর মিবারের অভ্যুদয় হইবে না; মিবারের পতন আরম্ভ হইয়াছে, ইহার চরমে অবসান হইবে। এ সময়ে ইহার প্রতিকূল চেষ্টা করা, বালির বন্ধন দ্বারা প্রখর স্রোতস্বিনীর গতিরোধ করার ন্যায় বিড়ম্বনা মাত্র। এই ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সকল চেষ্টায় উদাসীন ছিলেন। অদৃষ্টের গতিতে যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে তিনি তাহারই নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিষম বিশ্বাসই তাঁহার ঔদাসীন্যের হেতু এবং মহারাণার সহিত মনোমালিন্যের কারণ। কিন্তু এ কথা এখন কাহাকে বলিব? কে এখন এই কথা বিশ্বাস করিবে?'

কুমার বলিলেন,—

'কেনই বা না বিশ্বাস করিবে? আমি কখন শুনি নাই, বা কেহ কখন শুনে নাই যে, তিনি আমাদের কখন কোন অনিষ্ট করিয়াছেন।'

কুমারী ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—

'লোকে বিশ্বাস করিবে না—মহারাণা এ কথায় কর্ণপাত করিবেন না। কিন্তু এই ক্ষুদ্রকায়া পিতৃহীনা কুমারী এ বিশ্বাস বিস্-

...বেই করিবে। এই মনোবাদিনা ... আমার দ্বারাই অবসিত হইবে। আমি দেশের জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ বিক্রীত করিয়াছি, দেশের হিতার্থে আমি সকল ভোগবাসনা বিসর্জন দিয়াছি, ব্রহ্ম-চর্যই আমি জীবনের সারব্রত করিয়াছি; এবং শাণিত লৌহই এদেহের প্রধান ভূষণ বলিয়া স্থির করিয়াছি। যুবরাজ! ইহাতেও কি মহারাণা বুঝিবেন না; ইহাতেও কি তিনি সদয় হইবেন না। যদি ইহাতেও তাঁহার করুণা লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে তাঁহার চরণে এই ক্ষুদ্রপ্রাণ বিসর্জন দিয়া অদম্য রাজভক্তির প্রমাণ দিয়া যাইব। রাজপুত্র! তখনও কি লোকে বলিবে না যে, রঘুবর রায়ের দুহিতার দেহে অতি পবিত্র রাজভক্ত শোণিত প্রবাহিত ছিল?'

অমরসিংহ বলিলেন,—

'যখন তোমার এই অনির্ব্বচনীয় গুণগ্রাম মহারাণার গোচরে আসিবে, তখন তোমাকে তিনি আরাধনা করিবেন। এরূপ অকৃত্রিম রাজভক্তি, এরূপ আন্তরিক স্বদেশানুরাগ কে কবে কোথায় দেখিয়াছে? আমি জানি তুমি মানবী নহ, তুমি দেবী। তোমার যে সকল উচ্চ মনোবৃত্তি ঈশ্বরে... আমার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে, রাজপুতের নিকট তাহা অতি আদরের ধন। ঊর্ম্মিলে! আমি আমার কথা বলিতেছি—আমি তোমাকে আজীবন কাল পরম শ্রদ্ধা করিব এবং তোমার ঐ মূর্ত্তি আমি যাবজ্জীবন হৃদয়ে বহন করিব।'

কুমারী লজ্জাহেতু বদন বিনত করিয়া নীরব রহিলেন। অমরসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—

'... তোমার ... আমি ... নাই। ... তোমাদের ... প্রকার উচ্ছেদ করিয়াছিলেন বলিলেই হয়। এখনও কি তাঁহার সেই ভাব আছে?'

কুমারী বলিলেন,—

'যে কারণে তাঁহার মহারাণার বিরাগের ভয় সে কারণই আর এ জগতে নাই, সুতরাং মাতুলের আর সে ভাবও নাই। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর হইতে মাতুল আমার অভিভাবক। আমার প্রতি তাঁহার স্নেহের সীমা নাই। তিনি নিঃসন্তান। আমি মাতুল ও মাতুলানীর বাৎসল্যের একমাত্র স্থল। আমি এক্ষণে তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে সেই স্থানেই গমন করিতেছি।'

অমরসিংহ আহ্লাদসহ কহিলেন,—

'ভালই হইল, তোমাকে যে অতঃপর সময়ে সময়ে দেখিতে পাইব, তাহার ভরসা হইল। মহারাণার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ শৈলেশ্বররাজ আমাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকেন। তাঁহার আবাস আমি পরের আবাস বলিয়া ভাবি না।

ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—

'কুমারের এত অনুগ্রহ থাকিবে কি? কুমার কি কখন মনে করিয়া এ অভাগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন?'

কুমার বিস্মিতের ন্যায় কহিলেন,—

'এ কি আশঙ্কা ঊর্ম্মিলে? আমি কি মানুষ নহি? তোমাকে ভুলিব?'

তখন ঊর্ম্মিলা উৎকণ্ঠের সহিত বলিলেন,—

[illegible] কর্তব্যকার্য্য, ক্ষত্র হিয়ের [illegible] অনুরাগ [illegible] সকল কর্ত্ত [illegible] এ [illegible] কল্ল-মিনী কোথায় ডুবিয়া থাকিবে।'

'শত কার্য্য, শত অনুরাগ একদিকে আর কুমারী ঊর্দ্মিলা একদিকে।'

উভয়ে নীরব। বাক্যস্রোতকে আর অগ্রসর হইতে দিতে উভয়েরই সাহস নাই।

রাত্রি অবসান প্রায় হইল। পিঙ্গল উষা আসিয়া রজনীকে দূর করিয়া দিতে লাগিল। পক্ষীগণ সেই পরিবর্ত্তনে আনন্দিত হইয়া চারিদিক হইতে শব্দ করিতে লাগিল।

তখন ঊর্দ্মিলা কহিলেন,—

'যুবরাজ! দেখিতে দেখিতে রাত্রি অবসান হইয়া গেল। আমার বাড়ীর সময় উপস্থিত, অতএব আমি এক্ষণে বিদায় হই।'

যুবরাজ বলিলেন,—

'তোমাকে বিদায় দেওয়া সহজ নহে কিন্তু বিলম্বে অসুবিধা হইতে পারে। ভগবান্ ভবানীপতি তোমায় সুখে রাখুন। জানিও, তোমার নাম এই হৃদয়ে ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় স্থাপিত রহিল।'

কুমারী ঊর্দ্মিলা একটি কথা বলিবেন ভাবিয়া মস্তক উন্নত করিলেন, একবার অধরোষ্ঠের স্পন্দন হইল। কিন্তু কোন শব্দ বাহির হইল না। তিনি প্রস্থান করিলেন।

অমরসিংহ সংজ্ঞাহীনের ন্যায় অনেকক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুর্গরক্ষকগণের 'বম্ বম্, হর হর' শব্দে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি মনে মনে ভাবি-লেন,— [illegible] তিনি বিরুদ্ধ [illegible] অত্যাচারী যুবক, তাহা [illegible] এ যুবরাজের [illegible] তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ঊর্দ্মিলা যুবরাজের নিকট হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার কোন দিকে লক্ষ্য নাই, অন্য কিছু মনে নাই। সহসা তাঁহার প্রৌঢ়বয়স্কা সঙ্গিনীকে দেখিয়া বলিলেন,—

'কে ও তারা? আমার ভয় লাগিয়াছিল।'

কিন্তু তারার তখন আপাদ মস্তক জ্বলিয়া গিয়াছে। সে কুমারীকে শয্যায় না দেখিয়া তাঁহার সন্ধানার্থ ছাতের উপর আসিয়াছিল। দেখিল কুমারী ঊর্দ্মিলা একজন অপরিচিত পুরুষের সহিত গাঢ় আলাপে মগ্ন। তাহার চক্ষুকে সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। অবশেষে তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

ঊর্দ্মিলার কথা শুনিয়া ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিল। বলিল,—

'যে রাজপুতরমণী গোপনে রাত্রিকালে পরপুরুষের সহিত আলাপ করিয়া পিতা মাতার বংশ কলঙ্কিত করিতে পারে, তাহার আবার ভয়?'

ঊর্দ্মিলা অতি শৈশবাবস্থায় মাতৃহীনা। তারা সেই কাল হইতে তাঁহাকে মাতৃবৎ যত্নে লালন-পালন করিতেছে। সুতরাং তাঁহার দোষ দেখিলে তারার শাসন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তারা-কৃত ঘোর অপমান ঊর্দ্মিলার পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও চারুহৃদয়ে আঘাত করিল। তারার উপর তাঁহার সহজে

... ক্রোধ হইল।
... বলিলেন,—

'যাহাকে যখন ... ভাবিবে, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া বলিও। না জানিয়া কথা বলায় সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে।'

তারা বলিল,—

'আমি না জানিয়া কি বলিয়াছি? স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিয়াছি। তুমি কি ভাবিয়াছ আমার ধর্ম্মকাইবা না-রিবে? যে কার্য্য করিয়াছ ইহার ফল ঈশ্বর গিয়া পাইবে। যাও, তোমার সহিত আমার আর কথা কহিবার প্রয়োজন নাই। যাহার স্বভাবে এত দোষ, আমি তাহার সহিত আলাপ করিতে চাহি না। তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও—যাহার সহিত ইচ্ছা রাত্রি কাটাইয়া আইস।'

তারা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। ঊর্ম্মিলা কহিলেন,—

'বলি শুন। তাহার পর রাগ করিতে হয় করিও।'

তারা দাঁড়াইল কিন্তু কথা কহিল না। ঊর্ম্মিলা বুনাস্ ... তীরে যুবরাজের সহিত প্রথম সাক্ষাতাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত কথা বলিলেন। তারা শুনিতে শুনিতে ক্রমে পিছিয়া দাঁড়াইল, ক্রমে ঊর্ম্মিলার মুখের প্রতি তাকাইল। সমস্ত শুনিয়া বলিল,—

'এত হইয়াছে, কৈ বল নাই কেন?'

ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—

'আরও বলি শুন। তুমি যাঁহাকে পর-পুরুষ বিবেচনা করিতেছ, তিনি আপাততঃ ... তিনি এই হৃদয়ের রাজা—তিনি আমার স্বামী। আমি ভবানী গৌরীর নামে শপথ করিয়াছি যে, যুবরাজ অমরসিংহ ভিন্ন আর কাহাকেও এ হৃদয়ে স্থান দিব না। আমি জানি, আমার এ আশা নিতান্ত দুরাশা; আমি জানি, আমার এ বাসনা চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি তারা! আমি এই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি। ইহাতে যদি আমার দোষ হইয়া থাকে, আমি সে দোষের জন্য কাতর নহি। আমি না বুঝিয়া নিরাশ-প্রণয়-সাগরে ডুবিয়াছি বলিয়া যদি তোমরা আমাকে ঘৃণা করিতে ইচ্ছা কর, বা মানবসমাজ আমাকে কলঙ্কিত মনে করে, তাহা হইলে—তারা—তোমার ঘৃণা বা মানবসমাজের কলঙ্ক কুমারী ঊর্ম্মিলা ভ্রুক্ষেপও করে না।'

তারা আর কথাটিও না কহিয়া ঊর্ম্মিলার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

বেলা অপরাহ্ণ। আগরা নগরের অতি মনোহর শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত রাজভবনের স্বর্ণ-চূড়ায় অস্তোন্মুখ সূর্য্যের স্বর্ণময় কররাশি পড়িয়া ঝলসিতেছে। প্রাসাদোপরিস্থ পতাকা পবন-হিল্লোলে একবার বক্র ও একবার ঋজু হইতেছে। প্রাসাদ অর্দ্ধক্রোশ পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু তাহার অথবা পুরী ও প্রকোষ্ঠ মধ্যে নেত্রপাত করিবার এক্ষণে প্রয়োজন নাই।

[illegible]শাহ আকবর প্রতি[illegible] দরবার-গৃহে, ওমরাহগণের সহিত [illegible] করেন এবং প্রকাশ্য রাজকীয় কার্য্যসমস্তের আলোচনা করেন। বৈকালে তিনি মন্ত্রণাগৃহে উপবেশন করিয়া বিশেষ বিশেষ লোকের সহিত নিগূঢ় বিষয়ের পরামর্শ করিয়া থাকেন। এক্ষণে বাদশাহ বাহাদুর মন্ত্রণাগৃহে বসিয়া আছেন। আমাদের অধুনা সেই গৃহেই প্রয়োজন।

মন্ত্রণাগৃহ একটি বিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠ। তাহার মধ্যে তুরুষ্ক হইতে সমানীত একখানি অতি চমৎকার গালিচা বিস্তৃত। সেই গালিচার উপরে হীরকখচিত স্বর্ণময় সিংহাসনে সম্রাট-কুলতিলক আকবর উপবিষ্ট। তাঁহার পার্শ্বে [illegible] একজন [illegible] রাজপুত [illegible] বিকানীরের কুমার পৃথ্বীরাজ। সুকৌশলী আকবর জানিতেন যে, রাজপুতগণ এই ভারতের মুখস্বরূপ। তাঁহারা সাহসে অতুল, [illegible] অদ্বিতীয় এবং বুদ্ধিতে অজেয়। অতএব সেই রাজপুতগণকে স্বপক্ষ করিতে না পারিলে ভারতে মুসলমান রাজ্যের ভদ্রস্থতা নাই। বলা বাহুল্য যে, আকবরের এই বিশ্বাসই তাঁহার অভ্যুন্নতির মূল। তিনি কৌশলে রাজপুতপ্রধানগণের সহিত মিত্রতা স্থাপনে প্রবৃত্ত হন এবং যোগ্য রাজপুতগণকে অতি মান্য রাজপদসমূহে প্রতিষ্ঠিত করেন। ধর্ম্মবৈপরীত্য হেতু, বা প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ নিবন্ধন বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কদাচ রাজপুতগণকে অপমান, বা অনাদর [illegible] করিতেন না। এই জন্যই অন্যান্য [illegible] কৌশলসম্পন্ন রাজপুরুষগণ [illegible] আশ্রিত হইতে [illegible] বিজিতভাব ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল; [illegible] রাজপুতগণ কৃতজ্ঞ [illegible]; তাঁহারা অতুল সম্মান লা[illegible] নাদিগকে তাঁহার কর্ম্মে ব্রতী [illegible] লাগিল; সুতরাং মোগলরাজশ্রী অবিলম্বে সমুন্নত গৌরব-পদবীতে সমারূঢ়া হইল।

কু[illegible]র পৃথ্বীরাজ আম্বররাজ্যের স্বাধীনতা সংরক্ষণে অক্ষমতা হেতু বিজয়ী আকবরের শরণাগত হইয়াছিলেন। আকবর তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তাঁহার এক অসাধারণ শক্তি ছিল, তিনি মুখে মুখে অনর্গল কবিতা রচনা করিতে পারিতেন এবং পত্রাদি যাহা লিখিতেন, সমস্তই [illegible] রচনা করিতেন। [illegible] আকবর তাঁহার এই অসাধারণ গুণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে 'রাজকবি' নাম প্রদান করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে সমাদরে সঙ্গে রাখিতেন। পৃথ্বীরাজ যদিও কোনরূপ সম্রাটপ্রসাদেই বঞ্চিত ছিলেন না, তথাপি তিনি আম্বররাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই বলিয়া আপনাকে আপনি অতি ঘৃণার্হ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেন। তিনি মহারাণা প্রতাপসিংহের বড়ই অনুরাগী ছিলেন; কারণ মহারাণা মিবারের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত যেরূপ যত্ন করিতেছিলেন, অন্য কোন রাজপুতই তাহা করে নাই।

অদ্য বাদশাহ আকবরের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ। কারণ যোধপুর জয়ের সংবাদ অদ্য তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে। তিনি পৃথ্বীরাজকে বলিতেছেন,—

'কেমন রাজ...! মানসিংহের ন্যায় রণনিপুণ ও অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি বোধ করি ... দ্বিতীয় নাই।'

...রাজ বলিলেন,—

'... না স্বীকার করে? বাদশা-হের ন্যায় ... দ্বিতীয় প্রতিভাশালী ব্যক্তির অভিপ্রায়ানুসারে যাহারা কার্য্য করে, তাহাদের কার্য্যমাত্রই সফল হওয়া বিচিত্র কথা নহে। মানসিংহ তো অসাধারণ যোদ্ধা।'

বাদশাহ বলিলেন,—

'মানসিংহ আমার দক্ষিণ হস্ত। মানসিংহ বীর-চূড়ামণি। বোধ করি তুমি মহারাজ মানসিংহের ন্যায় কর্ম্মঠ ও অধ্যবসায়ী দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম করিতে পার না।'

...রাজ বলিলেন,—

'...বাদশাহ বোধ করি এ কথাটি হৃদয়ের সহিত বলেন নাই। মহারাজ মানসিংহ যে অসাধারণ বীর এ কথায় কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু বাদশাহ স্মরণ করিলে জানিতে পারিবেন যে, এখনও রাজপুত-কুলে এমন বীর আছেন, যাঁহারা অম্বরেশ্বরকে তৃণজ্ঞান করেন এবং তাঁহাকে এখনও অসি চালনার উপদেশ দিতে পারেন। তাঁহারা বিক্রমে অতুল, প্রতিজ্ঞা পালনে দৃঢ়ব্রত এবং রণকৌশলে অনির্ব্বচনীয়। সেরূপ অসামান্য ব্যক্তির অপেক্ষাও যে মানসিংহ শ্রেষ্ঠ একথা এ অধম স্বীকার করিতে পারে না।'

বাদশাহ ক্ষণকাল চিন্তার পর বলিলেন,—

'আমার বোধ হইতেছে যে, শিকারের প্রতাপসিংহকে তুমি লক্ষ্য করিয়া এত কথা বলিতেছ। আমি স্বীকার করি, প্রতাপ অসাধারণ বীর ও অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু তুমি কি ভাবিয়াছ যে, প্রতাপের এই তেজ থাকিবে? মানসিংহের দ্বারাই প্রতাপের গর্ব্ব খর্ব্ব করাইব। এইবার তাহার বিক্রমের পরীক্ষা হইবে।'

পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—

'বাদশাহ! আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আমি যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে আমি এই বলিতে পারি যে, প্রতাপসিংহকে অবনত করা সহজ হইবে না—কখন ঘটিবে কি না সন্দেহ। মানসিংহের ন্যায় যোদ্ধা প্রতাপের কি করিবে? সে অদম্য বিক্রম-প্রবাহে মানসিংহ রূপ প্রবল মাতঙ্গও ভাসিয়া যাইবে।'

...তাহার পর মনে মনে বলিলেন,—

'...! তোমার শক্তি ... কিন্তু সমুদ্রে বাণ ডাকিয়াছে, সব ভাসিয়া যাইবে; যে ঝড় উঠিয়াছে, সব উড়িয়া যাইবে! নিস্তার নাই! তথাপি দেখা ভাল। দেখ, যদি কোন উপায় হয়। কেন দেখিবে না।'

বাদশাহ কিয়ৎকাল নিস্তব্ধতার পর কহিলেন,—

'প্রতাপের বীরত্ব যে অতুল তাহা আমি জানি এবং সে জন্য আমি তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করি। কিন্তু সে সিংহ যদি জালে না পড়ে, তবে আমার কিসের কৌশল? সে দর্প যদি চূর্ণ না হয়, তবে আমার কিসের গৌরব? সে বীর যদি অধীন না হয়, তবে আমার কিসের বল? আমার এই রাজপুত যোদ্ধাগণ পৃথিবীর ... সুবর্ণ-... ঘুরাইয়া ফেলিতে ...

একজন মনুষ্যকে অবনত [illegible] পারি-বেনা ?'

পৃথ্বীরাজ অবনত মস্তকে বলিলেন,—

'জাঁহাপনা! জয় ও পরাজয় সমস্তই বিধি-নিয়োজিত ফল। বল বা প্রতাপদ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাদশাহের সহিত তুলনা করিলে প্রতাপসিংহত গণনায় আইসে না। আবুলফজেল যাঁহার মন্ত্রী, টোডরমল্ল যাঁহার সচিব, কৈজি যাঁহার পার্শ্বচর, মানসিংহ যাঁহার অনুগত, এবং মহাবেত খাঁ, রাজা বীরবলসিংহ, সাগরজি, মৌতালসিংহ প্রভৃতি বীরেরা যাঁহার আশ্রিত; যাঁহার রাজ্য আসমুদ্র বিস্তৃত, যাঁহার সৈন্য সংখ্যা [illegible], যাঁহার প্রতাপে ভারত [illegible] মিবারের ধনজন [illegible] তুলনা হয় না।

[illegible] একজন কর্মচারী তথায় আগমন করিয়া সসম্ভ্রমে নিবেদিল,—

'জাঁহাপনা! [illegible] মানসিংহ বাহাদুর আমার [illegible] পর্যন্ত আসিয়াছেন।'

বাদশাহ অতিশয় সন্তোষের সহিত কর্ম[illegible]কে বিদায় করিয়া দিয়া জিজ্ঞাসিলেন [illegible] কিন্তু কি [illegible]

[illegible] বাদশাহ ক্ষুদ্র বা মহৎ কাহারও [illegible] পরামর্শ গ্রহণ [illegible] অপমান মনে করিতেন না, বা তাঁহার সংস্কারের বিরুদ্ধ মত সমর্থিত হইলে বিরক্ত হইতেন না। এই জন্যই প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে পৃথ্বীরাজের অভিপ্রায় কি এবং তাঁহাকে জয় করার পক্ষে পৃথ্বীরাজের মনে কি কি আপত্তি [illegible] তাহা বাদশাহ আগ্রহের সহিত শুনি[illegible] অথচ এমনি ভাব প্রকাশ করিতেছেন যে যেন তিনি পৃথ্বীরাজের ভ্রমভঞ্জন ও তাঁহার কুসংস্কার দূরীভূত করিবার বাসনাতেই এত কথা কহিতেছেন। যে সকল ব্যক্তি সতত তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন ও প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁহাদের প্রিয়ভাবদ্বারা বাদশাহের মনস্তুষ্টি করিতে হইত না। তাহাকে [illegible] হইতেন না। সুতরাং তাঁহারা নিঃসংকোচে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন। এই জন্যই পৃথ্বীরাজ বলিতে সাহস করিলেন যে,—

'কিন্তু প্রতাপের প্রতাপ আছে। যতদিন [illegible]তাপ আছে, কাহার সাধ্য তাঁহাকে জয় করে। এ দীনের এই বিশ্বাস, প্রতাপসিংহ কখনই নত হইবে না। [illegible]হের চেষ্টা সফল হইবে না।'

বাদশাহ চিন্তা করিতে [illegible] আবার সেই কর্মচারী আসিয়া [illegible] নিবেদিল,—

'মহারাজ মানসিংহ বাহাদুর এই দিকে আসিতেছেন।'

কর্মচারী বিদায় হইল। তখন নকিব চীৎকার করিতে লাগিল,—

'অম্বররাজ, বিশ হাজারী মনসব্‌দার, অতুল-প্রতাপ বাদশাহ বাহাদুরের অনুগ্রহভাজন, রাজপুত-চূড়ামণি, মহারাজ মানসিংহ বাহাদুর উপস্থিত।'

বাদশাহ উঠিয়া দ্বারসমীপে [illegible] তথা হইতে হাসিতে হাসিতে [illegible] আসিতে সঙ্কেত করিলেন। মানসিংহ [illegible] স্পর্শ করিয়া সেলাম করিতে করিতে মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে [illegible] করিয়া বলিলেন,—

[illegible] ঝড়জল দেখিয়া [illegible] তেছিলে, তাহা [illegible] ময় প্রদেখি, ও তা- [illegible] তমোনাশক ঝড়জল, এই সর্ব্বজনীন অসৎ ও সতের কার্য্যমাত্র। বস্তুভেদে [illegible] ভেদে, ভিন্নরূপ দেখাইতেছিল, তাহা [illegible] চিনিতে পার নাই। যদি অজ্ঞানতা বশতঃ চিনিতে না পারিয়া থাক; ভাল, এখন একবার দেখ দেখি চিনিতে পার কি না। কিন্তু আর এক তামাসা দেখিয়াছ এবং উপরেও তাহা আভাসিত করিয়াছি [illegible] যে অসৎকে, যে অশুভ, বা যে অবনতিকে আমরা বস্তুতঃ অসৎ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি; এবং তাহা স্মরণ করিয়া তজ্জন্য অনুতাপ-বশতঃ মুগ্ধ হইয়া থাকি; কখন কখন কতই বিলাপ-ব্যাকুলিত হই, তাহা বস্তুতঃ অসৎ নহে।—এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে এবং দৈবকৃত মহাশক্তি [illegible] গামী হইয়াই চলিতেছে, পশ্চাৎ হটিতে [illegible] না, সু- [illegible] অবস্থা হইতে উচ্চতর অবস্থার মধ্যে 'অন্তরতা' ভাবের অস্তিত্ব হেতু, দূর অর্থাৎ উচ্চ বা অগ্রস্থিত অবস্থায় গতিমাত্র। যে অবস্থার যখন যাহাকে আমরা হ্রাস বলিয়া গণনা করিতেছি, সে অবস্থার তখন তাহা বস্তুতঃ উচ্চপথে গতিক্রিয়া মাত্র। মৃত্যুজন্মের যুগপৎ একত্র সমাবেশ। তুমি এখনই বলিবে যে, এই কতক্ষণ যে ঝড়-জল প্রলয় উৎপাতে ভীত বিরক্ত জড় সড় হইলাম, তাহা কি তোমার অবস্থান্তর হইতে উচ্চ অবস্থায় যাওয়ার গতিক্রিয়া? তাহা হইলে তোমার [illegible] সুও উচ্চ অবস্থাই বা কেমন, এবং তাহার গতিক্রিয়াই বা কোথায় সুসিদ্ধ হইল, তাহাও ভাবিয়া ঠিক পাই[illegible] তোমার ঠিক পাইবার [illegible] নহে। যদি [illegible] হইত, তাহা [illegible] তোমার দশাই বা এমন হইবে[illegible]; এবং তাহা হইলে কি তুমি ভয়ে এত জড়সড় হইয়া এমন করিয়া কাঁপিতে? নির্ব্বোধ! ইহাতে অধিকতর শুভের যদি আর কিছু দেখিতে না পাও, অন্ততঃ ইহাও ত দেখিতে পাইবে যে আজিকার দিনে যে গ্রীষ্মদগ্ধ হইতেছিলে, কালিকার দিন তাহা অপেক্ষা অনেক শীতল হইবে! যে কোন বর্ত্তমান ঘটনা, তাই সামান্য এবং নগণ্য হউক, জানিও নিশ্চয়ই তাহা সমগ্র ভবিষ্যতকে উত্তেজিত ও আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

তবে কি এ জগতে, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, সুখ বা শুভই সর্ব্বস্ব; দুঃখ বা অশুভ যাহা তাহা স্বপ্ন? সুখ হইতে সুখান্তর-উচ্চে নীত হওয়ার গতিক্রিয়ার নাম যদি দুঃখ হয়, তবে দুঃখ শব্দ সম্বন্ধে আমাদিগের যে বো[illegible]ব আছে, তাহার অস্তিত্ব কোথায়? [illegible] এখন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। এই যে দুঃখ দেখিতেছি ইহা এখন প্রার্থনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। এখন দেখিতেছি যে এ দুঃখের অস্তিত্ব না থাকিলে হয়ত দুঃখে মরিয়া যাইতাম। নির্ব্বোধ! সত্য সত্যই তাহাই। মঙ্গলময় মহা-উৎস হইতে যাহার উৎপত্তি, সে মহাশক্তি যেরূপেই গতিশীল হউক না কেন, তাহা কি অমঙ্গলময় হইতে পারে? মঙ্গলময় মনীষা হইতে অমঙ্গলময় কামনার সম্ভব কোথায়? তুমি ইচ্ছা করিলে, আত্মবুদ্ধি[illegible] আপনি কখন কখন মানুষ খু[illegible] ত পাব, কিন্তু নিয়ন্তা নি[illegible] কখনই তাহা

...নাম ধরিয়া চলিলে কো-... উচ্চতর মনুষ্যত্বে যাওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ... বিস্তার-ক্রিয়া যাহা, যাহাকে আমরা শুভ বা সৎ বলি, তাহা অনন্ত; ঐরূপ বিপর্য্যয় যাহা, যাহাকে আমরা অশুভ বা হ্রাস বলি, তাহা অন্ত। এই নিরন্তর অবিচ্ছিন্ন অনন্ত অন্ত সংগঠন, পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড-ক্রিয়া। এই ... অনন্তকে ... তান বলিয়া ... কল্পনা করিয়াছে ... আর্য্যঋষি ইহাকে মিথ্যা ... মিথ্যাদৃষ্টিই বটে, নতুবা ... কারণ-... শুভ-হইতে ভীত ও সঙ্কুচিত হইব ...

এই গেল আমিত্ব বাদে; কিন্তু ... যুক্তে ?*

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গে পাশ্চাত্যসভ্যতা।

"ফরাসী সভ্যতা আয়ত্ত করিতে, ফরাসী রীতি নীতি অনুকরণ করিতে রুশযুবকেরা উন্মত্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য-সভ্যতার সংস্পর্শে যে সকল বিপত্তি উদ্ভূত হয়, তৎসমুদ-য়ই অধুনা রুশরাজ্যে দেদীপ্যমান। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে ইউরোপীয় উচ্চতম জ্ঞা-নালঙ্কারে বিভূষিত। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 'অর্দ্ধ-শিক্ষা মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষেপ করে, পূর্ণ শিক্ষা মনুষ্যকে পুনরায় ঈশ্বর-সন্নিধানে লইয়া যায়।' অর্দ্ধশিক্ষা যে সকল রুশ যুবককে স্পর্শ করিয়াছে, তাহারা নাশ পাই-য়াছে।" লোকে কহে 'রুশযুবক শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া, জাতীয়কাফ্তান' ত্যাগ করিয়া কোট ধরিলেই জানিবে সে অধঃপাতে গিয়াছে।' কথাটি ঠিক সত্য নহে। তবে, রুশযুবকেরা সহসা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিলে অনেকেরই স্বাভাবিক গুণ সমূহ লোপ পাইয়া থাকে; তাঁহাদের ধর্ম্ম ও নীতি, সরলতা ও সাত্ত্বিকতা বিনষ্ট হয় এবং কেবল জীব-সাধারণ প্রবৃত্তিগুলিই তাহাদের চরিত্রে অবশিষ্ট থাকে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্রোড়ে যাঁহারা আজন্ম লালিত, উহার বিষে তাঁহাদের তত অপকার করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু সেই বিষ রুশ-যুবকের মনুষ্যত্ব হরণ করে।"

পরিব্রাজক-প্রধান হাক্সৌসেন—যিনি রুশ রাজ্যে গ্রামসংঘের অস্তিত্ব প্রথম নির্দ্ধা-

---

* এই সকল প্রবন্ধ মধ্যে অদ্ভুত-নূতন অসংলগ্ন, অসম্বদ্ধ, অনেক কথা আছে। কিন্তু আমার প্রিয়শ্রোতা বাঙ্গালীদের সঙ্গে ওরূপ কথা অনেক হইয়া থাকে। অতএব বঙ্গসাহিত্য পাঠক ... উহাদিকে বড় একটা কাণ দিবেন না। এবং যাহাতে উঁহারা কাণ না ... সমকক্ষ ভাবে তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া কোন কথা বলিতে ...

[illegible] আচার ও সামাজি[illegible] জীবন দেখিয়া তিনি এই মত ব্যক্ত করি[illegible]ছিলেন। তিনি যে বিষ-বৃক্ষের অঙ্কুর মাত্র স্তম্ভ দেখিয়া আসিয়াছিলেন, অদ্য সেই বৃক্ষ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া সমুদয় রুশরাজ্য অধিকার করিয়াছে।" উহারই ছায়ায় সর্ব্বোচ্ছেদকেরা (Nihilists) পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া এখন রুশরাজ্যকে কম্পমান এবং রুশরাজকে প্রাণভয়ে ব্যাকুলিত করিয়া তুলিয়াছে। যাঁহারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বীয় স্বত্ব সংস্থাপনের জন্য প্রাণ-হস্তে দণ্ডায়মান হন, তাঁহারা সমগ্র মানব জাতির শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র; কিন্তু যাহাদিগের রক্ত-পিপাসা, রাজাকে কিঞ্চিৎ ভয় প্রদর্শনের জন্য, শতসহস্র ব্যক্তির প্রাণবধে কুণ্ঠিত হয় না, তাহারা মানব মূর্ত্তিতে পিশাচ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজকেরা বক্তৃতা কালে যেরূপ একটি বচন ধরিয়া ধর্ম্মনীতির ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নানা কথার অবতারণা করেন আমরাও উদ্ধৃত হাক্সৌসেনের সার-গর্ভ বাক্য গুলির তদ্রূপ ব্যবহার করি[illegible] ধরিয়া আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে বঙ্গে যে যে বিষময় ফল উদ্ভূত হইতেছে তাহার প্রধান প্রধান কএকটির আলোচনা করিব, এবং সেই সভ্যতার কোন্ ভাগ আমাদের গ্রহণীয় তাহাও অনতি-বিস্তারে নির্দ্দেশ করিতে যত্নশীল হইব।

পাশ্চাত্য সভ্যতার নিন্দা করায় হাক্সৌসেনের কিছুমাত্র স্বার্থ ছিল না, বরং তাঁহার সেই সভ্যতার পক্ষপাতী হওয়াই সম্ভব। এই জন্য তাঁহার বাক্যগুলির বিশেষ গুরুত্ব [illegible]

[illegible] সেইরূপ [illegible] যুবককে নষ্ট করিতেছে। [illegible] কহে 'বঙ্গ-যুবক শ্মশ্রুধারী হইয়া [illegible] পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া হেট কোট ধরিলেই জানিবে সে অধঃপাতে গিয়াছে।' হাক্সৌসেনের সহিত আমরাও এক বাক্যে কহি কথাটি ঠিক সঙ্গত নহে। হেট কোটে এমন কি গরল আছে যে, তাহা পরিলেই অধঃপাতে যাইতে হইবে? তবে ইউরোপীয় হেট কোটে বঙ্গযুবার যে আপত্তি, তাহা জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ইচ্ছায় ও সুবিধার অনুরোধে।

কিন্তু কে বলিতে পারে যে বঙ্গযুবকের যে কএকটি স্বাভাবিক গুণ ছিল, তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে অক্ষুন্ন রহিয়াছে; এবং কেই বা সাহস করিয়া কহিবে বঙ্গযুবক পাশ্চাত্য সভ্যতার দোষ-ভাগ বর্জ্জিয়া গুণ-ভাগ গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে? সভ্যতার রাগে সুরঞ্জিত হইয়া যে সমস্ত কুহক বঙ্গযুবককে ভুলাইতে[illegible] তন্মধ্যে নিরীশ্বরতা অতি [illegible]

"কণ্ঠ [illegible]

[illegible]

কণ্ঠয়া [illegible] যে যুড়াইয়া
উপরে ঢুকে পুর॥"

পাশ্চাত্য নিরীশ্বরতা বিজ্ঞানের বর্ম্মে আবৃত বলিয়া অভিমান করিত। কিন্তু যে দুইটি স্তম্ভের উপর উহারি ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তদুভয়ের [illegible] উপরেই বিজ্ঞান এক্ষণে সবলে

[illegible] । এই [illegible]

[illegible] ([illegible]

[illegible] প্র[illegible]

[illegible]) [illegible]

প্রাণ শব্দ [illegible] অর্থে প্রয়োগ করিলাম। এই অর্থে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। প্রাণের [illegible] অর্থ এই যে অপ্রাণ জড় পদার্থ হইতে প্রাণী স্বতঃসম্ভূত হইতে পারে। মাংস পচিয়া পোকা পড়িল, [illegible] জলপূর্ণ স্থানে পোকা ছিল না পোকা হইল, বোধ হয় এই সম[illegible] এইমত প্রথম পরিব্যক্ত হইয়া[illegible] কিন্তু [illegible]জ্ঞান একণে সাব্যস্ত করিয়াছে যে, [illegible] প্রাণীর জন্ম হওয়ার কিছুমাত্র প্র[illegible] নাই। পচা মাংসে যে পোকা হয় সেও অন্য প্রাণীর ডিম ফুটিয়া; প্রাণি-কারণ ব্যতীত প্রাণীর জন্ম হইতে কুত্রাপিও দৃষ্ট হয় নাই। প্রাণীর ক্রমবিকাশসূত্র এই—"উদ্ভিদ ক্রমশঃ উন্নত ও বর্দ্ধিত হইয়া জন্তু হয়। উহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, উদ্ভিদ নিশ্চল, জন্তুর চলিবার শক্তি আছে। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের ও সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর জন্তুর মধ্যে পার্থক্য [illegible] নিম্নশ্রেণীর জন্তু প্রা-[illegible] বর্দ্ধিত ও উন্নত হইয়া [illegible] নানা রূপ ত্যজিয়া শেষে [illegible] বানর হইতেই মনুষ্যের উৎপত্তি। এই উন্নতি ও বৃদ্ধি হইতে সহস্র সহস্র যুগ লাগিয়াছে।" প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পৃথিবীর স্তরে স্তরে পরীক্ষা করিয়াছে, কিন্তু কোথায়ও এই সূত্রের বিন্দুমাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; পৃথীকুক্ষিহইতে বিনিষ্ক্রান্ত অস্থিসমূহে কোথায়ও এক প্রাণী[illegible]

[illegible]পর প্রাণীতে পরিণত হওয়ার মধ্যাবস্থা পরিদৃষ্ট হয় নাই। মিসরদেশীয় [illegible] ও নিনেভার খনিত ধ্বংসাবশেষ [illegible] করিতেছে যে, মানবশরীর পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল, এখনও তাহাই আছে। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে বৈজ্ঞানিকেরা আর নিরীশ্বতা লইয়া অভিমান করেন না এবং উভয় দেশেই নিরীশ্বতার স্রোত পরাবৃত্ত হইতেছে।* সেই স্রোত একণে আসিয়া বঙ্গে লাগিয়াছে। আমাদের আশা এই যে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যেরূপ একণে বৈজ্ঞানিক অভিহিত নিরীশ্বরতার স্রোত কাটাইয়া উঠিতেছে, ভারতভূমি যেরূপ অনেকবার নানা প্রকার নিরীশ্বরতার স্রোত কাটাইয়া উঠিয়াছে, বঙ্গদেশও সেইরূপ আধুনিক অর্দ্ধশিক্ষার বা পাদশিক্ষার নিরীশ্বরতার স্রোত কাটাইয়া উঠিবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বিতীয় [illegible] নীতি-প্রত্যাখ্যান। নীতিপ্রত্যাখ্যান ও নিরীশ্বরতা এক নহে। নিরীশ্বরবাদীরা নীতিপ্রত্যাখ্যান করে সত্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরবাদীদের মধ্যেও এক সম্প্রদায় আছে যাহারা নীতি মানে না। বঙ্গদর্শনে সে দিন লিখিত হইয়াছে যে, বঙ্গে এক নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে। প্রস্তাবলেখক এই সম্প্রদায়ের বঙ্গপন্থী নাম দিয়াছেন। আমরা ইহাদিগের নূতন নামকরণের প্র-

* এই বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও নিরীশ্বরতা কমিয়া আসিতেছে। একদল আছে তাহারা অবেদী (Agnostics)। অবেদীদিগের মতে মনুষ্য ঈশ্বর-সম্বন্ধে কিছুই জানে না ও জানিতে পারে না।

[illegible] দেখি না। [illegible]গকে দেশীয় [illegible]নয় না দিলে, কোমতের প্র-পরা-অপ [illegible] বলিলেই চলিতে পারে। বঙ্গপল্লী-দের ধর্মসূত্র কি তাহা প্রস্তাবলেখক সমগ্র কহেন নাই। কিন্তু তাহাদের মতের এই কএকটি কথা পাওয়া যাইতেছে যে, তাহারা কহে ঈশ্বরের পুজা অনাবশ্যক, পাপ ও পুণ্য মিথ্যা। প্রস্তাবলেখক আরও কহেন তা-হাদের আর একটি মত এখনও পরিস্ফুট হয় নাই; তাহা এই ' মনু[illegible] ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা ক্রমে ঘুচিবে। [illegible]র স্বতন্ত্রতা ঘুচিয়া সমুদ্র হইয়াছে, মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা ঘুচিয়া সেইরূপ কি একটা হইবে।' এই 'কি একটা' কোমতের Humanity র অস্ফুট ছায়া, না নির্ব্বাণমুক্তির মূর্ত্যন্তর প-রিগ্রহ তাহা সুবিজ্ঞ পাঠক মীমাংসা করি-বেন। অর্দ্ধশিক্ষা বঙ্গপল্লীকে নষ্ট করিয়াছে [illegible] স্বাভাবিক ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান লোপ করিয়াছে এবং তাহার মনুষ্যত্ব হরণ করি-য়াছে। শকুনের যেরূপ পূতিগন্ধময় শব-মাংসেই তুষ্টি ও তাহারই সে যেরূপ সন্ধান করে, বঙ্গপল্লীও সেইরূপ খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোমতদর্শনের যে টুকু ভ্রমপ্রমাদ সেই টুকুই গ্রহণ করিয়াছে। কোমতদর্শনের গুণ-গরিমা তাহার বুঝিবার শক্তি নাই এবং সে তাহা বুঝি-তেও চাহে না। কিন্তু কোমতের অধর্ম্ম সে গ্রহণ করিয়াছে এবং হয়ত কোমতজীবনের অন্ত কোন ভাগ সে অনুকরণ করিতে সমর্থ না হইলেও তাহার কারাবদ্ধ অপরাধী প-ত্নীকে নির্জ্জনে প্রীতিদান অনুকরণ করিতে [illegible]পর। আত্মার স্বাধীনতা অস্বীকার ক-[illegible] পৈতৃক অদৃষ্ট-বাদ তাহাকে শিখাই-য়াছিল, সে আর এক পদ অগ্রসর হইল, আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার [illegible] বসিল। কিন্তু পৈতৃক পাপ-পুণ্য[illegible] ধর্ম্মজ্ঞান এতদিন তাহাকে রক্ষা করিতে-ছিল, সে তাহাও বিসর্জ্জন দিয়া বসিল। স্থির করিল পাপ ও পুণ্য মিথ্যা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম মিথ্যা। অহো কি শোচনীয় দৃশ্য! অদৃষ্ট-বাদের ক্রোড়ে বঙ্গযুবক আজন্ম লা-লিত, [illegible]বে তাহার পাপ-পুণ্য-জ্ঞান ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান বিলোপ করিতে পারে নাই। কিন্তু কোমতের [illegible] যে তাহার মনুষ্যত্ব হরণ [illegible]র প্রস্তাব লেখক [illegible] কোমতের অপূর্ণিমা[illegible] ভবিবা হিন্দু-[illegible] অঙ্কুর [illegible] না করিয়া উহাকে বঙ্গ[illegible] [illegible] পথ মনে করি। আমরা উহাকে সমাজের সাধারণ শত্রু ব-লিয়া জ্ঞান করি এবং যে কেহ এই ধর্ম্ম [illegible] অধর্ম্ম বৃক্ষের মস্তকে পদাঘাত করিয়া উহার শক্তি বিনাশ করিবেন, তাঁহাকে বঙ্গের পরম সুহৃদ্ বলিয়া আদর করিব।

বাঙ্গ অঙ্গ যে সকল কুফল পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রসূত হইতেছে, তাহার প্রায় [illegible] গুই নিরীশ্বরতা ও নীতি-প্রজ্ঞাধানের অন্ত-তরের বা উভয়ের [illegible] মাত্র। আমরা আলো-চনায় প্রস্তাব দীর্ঘ না করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার কোন্ ভাগ বাঙ্গালির অনুকরণীয় তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলাম। এই প্রশ্ন মীমাংসা করিতে বাঙ্গালি চরিত্রের মূলগত অভাব কি, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতায় সেই অভাব মোচনের উপকরণ বিদ্যমান আছে কি না, তাহাই দেখা আবশ্যক।

... গৌরব করিয়া থাকেন ; বৎসরান্তে গ্রিন্‌উইচ্‌ বা ব্লাক্‌-ওয়ালের মৎস্য ভোজ না হইলে পার্লেমেন্টের সভা আরম্ভ হইতে পারে না। মানব, তুমি একথা বলিতে পার মৎস্য তোমার জন্য, মৎস্যের জন্য তুমি নহ ? যেহেতু অনেক মাছ ধরিয়া তুমি খাও। কিন্তু ইহাতে ... মাছ ছোট হইল না। তোমার দুর্ভিক্ষ হইলে, মৎস্য আত্মত্যাগ করিয়া তোমার প্রাণ বাঁচায়, ইহাতে তাহাদের আর একটি ফল হয় ; ফল এই হয় যে, সংখ্যা কমিয়া যায়, নহিলে অত বড় সমুদ্রেও তাহাদের স্থান হইত না। তুমি লোকসংখ্যা কমাইবার জন্য উপনিবেশ সংস্থাপনের চেষ্টা পাও এবং কত উপায় চিন্তা কর—এ বিষয়ে বরাবর মৎস্যের নিকট তুমি উপদেশ পাইবার যোগ্য।

মৎস্যগণের বংশবৃদ্ধি অতি আশ্চর্য্যজনক, অথচ তুমি ক্ষুদ্রমানব, একটি সন্তানের জন্য কত কামনা কর। দেখ দেখি তুমি কি নির্লজ্জ ... সন্তানকে ধরিয়া তোমার পিতা ... । চিরপ্রিয় প্রতিবেশীর উপকার ... এক বালক দ্বারা ঐশ্বর্য্য ন... লীউ এণ্ডহোক সাহেব বলেন, একটি সামান্য ক্ষুদ্রমৎস্যের একবারে ২০০০০০০ ডিম্ব হয়, একটি ...ত মৎস্যের ১০০০০০০, একটি বাটিকার ৫০০০০০ এবং ক্ষুদ্র একটি রূপসী মৎস্যের ১০০০০ ডিম্ব একযোগে হয়। এবং ইহার সমস্ত গুলিনই অবশেষে বড় মৎস্য হইয়া দাঁড়ায়। বংশবৃদ্ধি সম্বন্ধেও ইহারা তোমাপেক্ষা বড়।

শুধু যে বংশবৃদ্ধিগুণে মাছ তোমা হইতে বড় তাহা নহে, শারীরিক..., শক্তি প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই উহারা তোমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। উহারা অনায়াসে স্রোতের প্রতিকূলে দ্রুতবেগে যাইতে পারে এবং কোন কোন বৃহৎ মৎস্য বিনাকষ্টে গতিবান্ এক... জাহাজকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে, এবং তেলার লেজের বাড়ি দিয়া শত শত আরোহী সহিত অতি বৃহদাকারের জাহাজকেও ডুবাইয়া দিতে পারে। টুনী, গ্রিস্টহেড্, ও সালমন নামে এক জাতীয় মৎস্য আছে, উহারা তীর হইতেও অতি দ্রুতবেগে জলমধ্যে গমনাগমন করিয়া থাকে।

ক্ষণস্থায়ী মানব, ... কি ৮০ বৎসর বাচিলেই মনে ক... মৎস্যের দীর্ঘজীবনের বিষ... রা দেখ। বাক্‌ল সাহেব ব... মৎ... দেড় শত বৎসর বা... অন... মাছ দুই শত বৎসর... অধিক কাল বাচিয়া থাকে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১৪৯... কৈসরল... নামক স্থানে একটি মৎস্য ধৃত হইয়াছিল। ঐ মৎস্যের পাখনায় বিদ্ধ এক... অঙ্গুরী পাওয়া যায়, উহা... শ্লোক লিখিত ছিল। তা... জানা যায় যে, ... মৎস্য ধৃত হয়, তাহার ২৬৭ বৎসর পূর্ব্বে ইহাকে নদী হইতে পুকুরে আনি... হয়। কিন্তু তিমির দীর্ঘজীবন ... ইহাও অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ... লণ্ডনে একটি তিমিকঙ্কাল প্রদর্শিত হইয়াছিল ; একজন শারীরবিদ্যাবিশারদ-পণ্ডিত তাহা পরীক্ষা ... বলিয়াছেন, ঐ তিমি

ভারতশক্তির [illegible]

যেমন অন্ধকার আর আলোক প্রকৃত-রূপে মিশিতে পারে না, সেইরূপ রাজনীতির সহিতও প্রীতির পরিমিশ্রণ হয় না। ইহা প্রকৃতিসিদ্ধ ও চিরপ্রসিদ্ধ, এবং সহজেই লোকের হৃদয়ঙ্গম হয়। কারণ, যে প্রীতি আত্মোৎসর্গে কুণ্ঠিত, আত্মনিগ্রহে পরাঙ্মুখ, সে প্রীতি প্রীতি নহে;—যে প্রীতি ক্ষতিলাভগণনা ও পরকীয় শক্তির অভিভব-বাসনাতেই অধীর রহে, সে প্রীতি প্রীতি নহে;—যে প্রীতি সারল্যের নির্ম্মলবর্ত্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্পের কুটিলগতি অবলম্বন করে, কুসুমের সুকুমার মাধুরীতে উদাসীন হইয়া প্রভুত্বের প্রমাদিনী মদিরার জন্য লালায়িত হয়, এবং নিখিল সংসারকে একটি বৃত্তস্বরূপ কল্পনা করিয়া আপনাকে তাহার কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া [illegible] সে প্রীতি প্রীতি নহে। কিন্তু প্রীতির সহিত পরিমিশ্রণ হয় না বলিয়া কবিতার সহিতও যে রাজনীতির মিশ্রণ হইতে পারে না, ইহা ভ্রান্তির কথা।

কবিতা প্রীতির মত কুসুম-বিলাসিনী, অথচ রাজনীতির মত বজ্রবিহারিণী; কবিতা ফুলে ফুলে [illegible] অথচ বিদ্যুতের আছে বজ্র [illegible] বিদ্যুতের ন্যায় দ্রব হইয়ে [illegible] হইয়া শৈলে শৈলে ও আরক্তিম মেঘমণ্ডলে বিদ্যোতিত হইয়া [illegible] অথচ [illegible] গিরি[illegible] [illegible]সের ন্যায় ভয়বিধায়িনী। কবিতা কখনও বিনোদমালায় বিভূষিত, কখনও [illegible]মালায় অলঙ্কৃত। উহাতে বিরহিণীর অপরিস্ফুট বিলাপ ও ভুজঙ্গের পরিস্ফুট গর্জ্জন উভয়ই সমানভাবে প্রকাশিত হয়। উহা শিশুর ন্যায় হাসিতে জানে, কাঁদিতে জানে; অথচ [illegible] অভিমানের অন্তস্তলস্থ অনল-রাশি [illegible]ও অসমর্থ নহে। উহাতে কখনও '[illegible] নিষ্কম্প' দীপশিখা, অথবা নিবাত যোগীর [illegible] কখনও [illegible] সমুদ্রের [illegible] কল্লোল[illegible];—কখনও বিনতি, কখনও বিদ্বেষ, কখনও অশ্রুমোচন, কখনও শোণিত-বর্ষণ। বস্তুতঃ কবিতা এই উভয় ধর্ম্ম-শালিনী। উহার এক নাম ললিত-বনিতা, আর এক নাম কালভৈরবী। উহার ভুবন-মোহন মুখমণ্ডলের এক ভাগে বিভ্রম-বিলাস, আর এক ভাগে ভ্রূকুটিভঙ্গি। উহার সহিত প্রীতির যেরূপ এক-প্রাণতা আছে, রাজনীতিরও সেইরূপ এক-প্রাণতা রহিয়াছে;—এবং যাহারা এই নিগূঢ় সত্য উপলব্ধি করিতে চাহেন, অথবা যাহারা প্রেমের

আলাপ ও বিরহ-বিলাপে বিমুগ্ধ হইয়া... নৈতিক কবিতার উজ্জ্বল ... অমৃতগুঞ্জনা শ্রবণে অভিলাষী হন, ... শক্তির শারদীয় মহোৎসব-স্বরূপ ত্রিলোক-দুর্লভ 'দৃশ্য কাব্য' তাঁহাদিগের হৃদয়কে আকর্ষণ ও হৃদয়-তৃষ্ণার উদ্দীপনের জন্য নির্জীব ভারতক্ষেত্রকে দুন্দুভিনাদে নিনাদিত করিতেছে।

যাহারা মূর্খ ও শিক্ষালোকে বঞ্চিত,—পুরোহিতের অনুরোধ ও প্রতিবেশীর অনুশাসন বিনা আর কোন কারণ যাহাদিগের মনের উপর কার্য্য করিতে পারে না, তাহারা যে এই রাজনৈতিক কাব্য অথবা জাতীয় কাব্যোৎসবের অর্থগ্রহ করিতে পারে না, ইহা বিস্ময়কর নহে। তাহারা তাহাদিগের সুচিক্কণ-বস্ত্রাবৃত ও সুগন্ধি তৈল-সেবিত স্থূল দেহ লইয়া দীর্ঘজীবী হউক। কিন্তু যাঁহারা সুশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন,—যাঁহারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া ... তাঁহারাও যে এই মহোৎসবের মর্ম্মার্থ ... অসমর্থ, ইহা যেমনই বিস্ময়কর, তেমনই দুঃখজনক। ইহার প্রধান কারণ এই, তাঁহারা যখন কবিতার কুঞ্জে প্রবেশ করেন, তখন রাজনীতির ভৈরব গর্জ্জন ভুলিয়া যান; যখন রাজনীতির ভৈরব গর্জ্জনে বিভ্রান্ত হইয়া উঠেন, ... কবিতার কণ্ঠমাধুরী বিস্মৃত হন। ভারতবাসীর এই জাতীয় উৎসব, ইতিহাস-বিশ্রুত অন্যান্য বিখ্যাত জাতির জাতীয় উৎসবের ন্যায়, সামান্য উৎসব নহে। ইহা জাতিবিশেষের প্রাণগত কবিতা ও প্রাণসঞ্জীবনী রাজনীতির অপূর্ব্ব মিশ্রণ। যিনি কবিতার আলোকে রাজনীতি ও রাজনীতির দীপ্তিতে কবিতা পাঠ করিতে না পারিবেন, এ উৎসব তাঁহার জন্য নহে। ইহাতে জীবন্মুক্তি অথবা নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রভৃতি কোনরূপ মুক্তির কথা নাই। আছে এক মাত্র শক্তিনিষ্ঠ সৌন্দর্য্যের কথা। যিনি জাতীয় শক্তির আরাধনায় কবিতার মহিমাময় সৌন্দর্য্য দেখিতে না পান, এ উৎসব তাঁহার জন্য নহে।

এই কাব্যোৎসবের অধিষ্ঠান ভারতীয় আর্য্যের পৌরাণিক কাব্য;—এবং সংস্কৃত যাঁহাদিগের শিক্ষাপ্রদীপ, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, সেই সরস পৌরাণিক কাব্যকানন জাতির প্রথমোদ্ভাত কবিকল্পনার প্রমোদকুঞ্জ। সেখানে সকলই সুন্দর, সকলই মধুর। সেখানে মলয়-মারুত মধুর গন্ধ বহন করিয়া মৃদু হিল্লোলে প্রবাহিত হয়; বিহগাবলী মধুর কণ্ঠে গাইয়া গাইয়া মধুর স্ফূর্ত্তিতে উড়িয়া বেড়ায়;—মধুকর ও মধুকরী, ফুলের মধু ও প্রেমের সুধায় উন্মাদিত হইয়া, ত্রিতন্ত্রীর মৃদুগুঞ্জনের ন্যায় মধুরগুঞ্জনে মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লয়। সেখানে তরঙ্গ ধীরে খেলে, তরঙ্গিণী ধীরে বহে;—চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কৌমুদী সরোবরের স্বচ্ছসলিলে ডুবিয়া ডুবিয়া নৃত্য করে, অথবা তরুলতার শ্যামলচ্ছায়ায় আচ্ছাদিত হইয়া লজ্জার সজীব মাধুরী ছড়াইয়া দেয়। সেখানে শোভা ও সৌরভ মিলিত হইয়া সম্মিলনের সার্থকতা জন্মায়,—সেখানে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য যেন প্রাণে প্রাণে জড়িত হইয়া নিত্য নূতন বিলাসে বিলসিতেছে। কিন্তু কাব্যের এই বিশাল নিকুঞ্জকাননের মধ্যে একটি নিভৃত ছায়ামণ্ডপ আছে। সেখানেও

সৌন্দর্য্য আছে ; কিন্তু সে সৌন্দর্য্য মধুর নহে ; উহা রৌদ্ররসে রঞ্জিত, রৌদ্রভাবাম্বিত, ভয়ঙ্কর। পতনোন্মুখ কুলিশ-কান্তিতে যে সৌন্দর্য্য, উহা সেই সৌন্দর্য্য। দামিনীর ক্ষণিক ভাতি অথবা দাবানলের নৈশ আলোকে যে সৌন্দর্য্য, উহা সেই সৌন্দর্য্য। উহা শরৎশশীর জ্যোৎস্নার ন্যায় শীতল কিংবা সুখপ্রদ নহে, প্রখর-মার্ত্তণ্ডদ্যুতির ন্যায় দুর্ব্বিষহ। সেখানে ভ্রমরের গুঞ্জন কিংবা স্রোতস্বিনীর কল-নিঃস্বন শ্রবণগোচর হয় না ; কিন্তু উন্মত্ত স্রোতের উন্মাদন-ধ্বনি শ্রুতি নিপীড়ন করে,—এবং যে সকল চিন্তা হৃদয়কে উগ্রভাবে উদ্বেল করিয়া তুলে, ভয়ানকের প্রতি অনুরক্ত করায় এবং বহ্নির লেলিহান জিহ্বা ও বিষ-সর্পের বিস্তারিত ফণা লইয়া ক্রীড়া করিতে মতি জন্মায়, তাহাই অন্তরের অন্তরে আসিয়া আহত ও প্রত্যাহত হয়। সেই স্থানই ভারত-শক্তির ভজনাগৃহ, এবং আমরা যাহাকে শারদীয় উৎসব অথবা ভারত-শক্তির মহোৎসব বলিয়া অভিনন্দন করি, সেই স্থানেই সেই উৎসবের আদি উৎসব ;—আরাধ্য দেবতা জাতীয় শক্তি, আরাধনা শক্তির বিকাশ ও শক্তির উচ্ছ্বাস। কবিতা আপনি সেখানে যোগিনী সাজিয়া শক্তির রাজনৈতিক মূর্ত্তিকে কবোষ্ণ রুধির-ধারায় তর্পণ করিতেছে, এবং—বরং দেহি, বরং দেহি, জয়ং দেহি ভয়হরি—এই বলিয়া বরাভয়-করা মূর্ত্তিমতী শক্তির নিকট শক্তি যাচিতেছে।

উৎসবের প্রথম অনুষ্ঠান ‘ বোধন ’। কিন্তু বোধন কাহার ? মা, শক্তির। শক্তি নিদ্রাগত, নিদ্রামুগ্ধ ;—অতএব শক্তির উ- [illegible] । [illegible] হে অগ্নির ন্যায়, সু- [illegible] তের ন্যায়, অথবা ধাতব-পিণ্ডে [illegible] তির ন্যায়, শক্তি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া শয়ান রহিয়াছে ;—অতএব শক্তির নিদ্রাভঙ্গে যত্নশীল হও। শক্তিই জগৎ-যন্ত্রের নিয়ামিকা, নিয়তির [illegible], অদৃষ্টের দৃষ্টি, অসাধ্যের সাধনী,—শক্তির স্পর্শ হইলে অন্ধ দিব্যনেত্র লাভ করে, বধির শ্রুতি পায়, পঙ্গু পর্ব্বত-লঙ্ঘনে সমর্থ হয়, এবং লতার কোমল আঘাতে বটবৃক্ষের কঠিন কলেবর কিংবা পর্ব্বতশৃঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া যায় ;—অতএব শক্তির [illegible] নে ব্রতী হও। এই বিঘ্নসঙ্কুল [illegible] রের উর্ম্মিমালায় শক্তিই একমাত্র ভেলা,—দুর্ব্বলের বল, বিপন্নের বন্ধু, এবং ত্রাণার্থীর আশ্রয় স্থল; শক্তি বিনা জ্ঞানে জ্যোতি নাই, আর্ত্তনাদে মুক্তি নাই, অশ্রুজলে দয়ার দৃষ্টি-পাত-সম্ভাবনা নাই ;—অতএব শক্তির আবাহন [illegible]

[illegible] সেই আবাহন,—সেই অকাল-বোধন কিসের জন্য ? মনুষ্য যে দেবতার আরাধনা করে, তাহার মুখ্য প্রয়োজন চিত্তের শান্তি, চিত্ত-বৃত্তির সংযম, ক্রোধাদি কলুষিত ভাবের প্রশমন এবং আত্মার শোধন। কেন না, হৃদয়ের [illegible] সকল যদি সংযত না হয়, [illegible] শান্তির অমৃত-নীরে অবগাহন না করে, অন্তরের মলিনতা ও আবিলতা যদি প্রক্ষালিত হইয়া না যায়, তাহা হইলে সে আরাধনার মূল উদ্দেশ্য কখনও সংসিদ্ধ হয় না। এই নিমিত্তই [illegible] খ্যাত প্রধান সাধকেরা [illegible] ও [illegible] ন যত্নে সেবন করিতে বলিয়া-

...এবং ঔদাসীন্য ধর্মের ... জানিয়া সংসারের সুখ-সম্পদ-তা... দিয়াছেন। এই নিমিত্তই তপস্যার পথপ্রদর্শক ঋষিতাপসেরা নিরুদ্যম নির্বীহ জীবনকেই জীবনের শান্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—শত্রুমিত্রকে সমান জানিয়াছেন;—এবং যে হৃদয়ে অরুন্তুদ আঘাত দেয় ও সর্বস্ব কাড়িয়া নেয়, এই নিমিত্তই তাঁহারা তাদৃশ মর্ম্মান্তিক শত্রুরও মঙ্গলকামনার জন্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এ বোধনে সকলই ইহার বিপরীত। ইহার প্রবর্ত্তক-ধর্ম্ম ত...র ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। ইহা ঔদাস্যের পরিবর্ত্তে আধিপত্য, শান্তির পরিবর্ত্তে শৌর্য্য ও সংযমের পরিবর্ত্তে রাজনৈতিক সম্পদের জন্য আরাধনা করে;—এবং যে প্রতিবিধিৎসাকে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম পার্থিব পঙ্কিলতা জ্ঞানে পরিত্যাজ্য বলিয়াছেন, ইহা সেই ...বিধিৎসাকেই জীবন-সংগ্রামের অবলম্ব জ্ঞান করিয়া অগ্রে শক্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা, এবং পশ্চাৎ সেই অনুপ্রাণিত শক্তির নিকট শত্রুসংহারের সংকল্প করে।—

"রাবণস্য বধার্থায়, রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্তয়ি কৃতঃ পুরা॥
অহমপ্যশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়ামি বৈ।
শক্রেণাপি চ সংবোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে॥
তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি
বিভূতিরাজ্যপ্রতিপত্তিহেতোঃ।
যথৈব রামেণ হতো দশাস্য-
স্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি॥" *

...বণের বধের জন্য এবং রামের প্রতি অনুগ্রহ প্রদানের জন্য ব্রহ্মা একবার অকালে তোমার বোধন করিয়াছিলেন। আমিও আজি আশ্বিনী ষষ্ঠীর সায়ংসময়ে সেইরূপ তোমার বোধন করিতেছি। স্বর্গাধিপতি শক্র তোমারই বোধন করিয়া সুরলোকের রাজা হইয়াছেন; আমিও সেই হেতু রাজ্য, বৈভব ও প্রতিপত্তি বাসনায় তোমারই বোধনে কৃতসংকল্প হইব, এবং রামচন্দ্র যেমন দশাননকে নিধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ তোমার স্ফূরণে শত্রুর নিপাত সাধন করিব।

উপাসনার এ ভাব ভয়াবহ, উপাসকের এইরূপ সংকল্প আতঙ্কজনক। ইহার অন্তর্মূলে ঘনীভূত বেদনা, ঘনীভূত বিক্ষোভ, ঘনীভূত স্পর্দ্ধা ও ঘনীভূত পুরুষকার। কিন্তু এইরূপ সংকল্পই পুরুষকে পার্থিব জীবনের উপযোগী অজেয় গরিমা প্রদান করে; ইহাই ইচ্ছাকে লালসা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দৃঢ় ও বলসম্পন্ন করিয়া তুলে, এবং ইহারই প্রসাদাৎ ভীরু সিংহের বিক্রমে বিক্রান্ত হয় ও কর্দ্দম হইতে কালাগ্নি উঠে। মনুষ্য একদিনে মনুষ্য হয় না। তাহাকে একদিকে ভয়, আর একদিকে ভাবনা এবং তৃতীয়দিকে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ও কোমল সুখের উদ্ধৃত হইতে পারে। যথা,—

"ওঁ ... গৃহে দেবি শক্তিভিঃ ... সহ।
পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ সর্ব্বকল্যাণকারিণি।
এহ্যেহি ভগবত্যম্ব শত্রুক্ষয়-জয়প্রদে।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং দেহি দেবি নমোঽস্তু তে॥
চণ্ডি ... চণ্ডরূপাসি সুরতেজোমহাবলে।
প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞেঽস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহম্॥"

* কালিকাপুরাণ। শক্তির ...বাহন বিষয়ক কবিতার কএকটি পংক্তি ...

[illegible] এবং যে [illegible] এইরূপ বিপত্তিতে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ পতিত হয়, ও পুনঃপুনঃই পুনরুত্থানের জন্য যত্ন পাইয়া থাকে। এইরূপ বিপত্তিতে সংকল্পের দৃঢ়তাই মনুষ্যের অদ্বিতীয় বল। সুতরাং মনুষ্য যখন ভক্তির আসনে উপবিষ্ট হইয়া উপাসনার গম্ভীরভাবে সংকল্প করে যে, সে ভয়-ভাবনা ও হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া মনুষ্য হইবে,—পতিত ব্যক্তির পশুভাব ও পাদ-দলিত অবস্থা হইতে পুনরুত্থিত হইয়া পুরুষের মত দণ্ডায়মান হইবে, এবং আরাধনার মন্ত্র শক্তিলাভে কৃতার্থ হইয়া নিজ জীবন কিংবা জাতীয় জীবনের উচ্চ-ব্রত উদ্যাপনে কায়মনঃপ্রাণে রত হইবে,—তখন তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা করা অনুচিত নহে। সংকল্প স্বভাবতঃই শক্তির প্রস্রবণ। মনুষ্য যে বিষয়ে কেন প্রগাঢ় চিত্তে সংকল্প করুক না, অসাধ্য হইলেও তাহা ক্রমে সুসাধ্য হইয়া আইসে। যদি ঐ সংকল্প আবার অন্তর্গূঢ় বেদনা কর্ত্তৃক প্রণোদিত এবং উপাসনার ভাবে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে পরিগৃহীত হয়,—যদি প্রয়োজন উহার চালনা করে, এবং কাব্য অথবা কবিত্বানল খড়্গ উহাকে অবলম্ব দেয়, তবে উহা কিরূপ সামর্থ্য প্রদান করিতে পারে, তাহা কল্পনা করাও কঠিন।

যৌবন ও সংকল্পের পর একবার এই উৎসবের উপাস্য দেবতার প্রতি দৃষ্টিপাত কর;—সেই কল্পিত শক্তিমূর্ত্তি কবিহৃদয়ের প্রদীপ্ত প্রতিভায় উজ্জ্বল হইয়া রূপের ছটায় কিরূপ ঝলসিয়া পড়িতেছে,—রূপ ও তেজ তরঙ্গ-তরঙ্গে সূর্য্যকিরণের ন্যায় কিরূপ বি[illegible] [illegible] নিষাদ[illegible] অতি[illegible] অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা, স্ফুরিতাসিতাননা, তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা, দানবশক্তির সাক্ষাত সিংহপৃষ্ঠে কি অনির্ব্বচনীয় ভীষণ-শোভায় শোভা পাইতেছে,—এবং শক্তির মৃণালায়ত দশবাহু, দশদিকে প্রসারিত হইয়া, খড়্গ-খেটক, চক্র-ত্রিশূল ও পাশাঙ্কুশ প্রভৃতি প্রহরণের প্রভায় কি ভয়ানক দৃষ্ট হইতেছে। আরও দেখ, দক্ষিণে ও বামে সম্পদ ও সারস্বত-বৈভবের প্রতিমাস্বরূপ লক্ষ্মী ও সরস্বতী,—তদুভয়ের উভয় পার্শ্বে সেনানায়ক ও গণনায়ক, * চতুষ্পার্শ্বে উগ্রচণ্ডা ও প্রচণ্ডা প্রভৃতি অষ্টশক্তির অষ্টনায়িকা, †—পদতলে রক্তরক্তীকৃতাঙ্গ, রক্তবিস্ফুরিতলোচন, শূল-নির্ভিন্ন মহিষাসুর, এবং ঊর্দ্ধে,—শক্তিসাধকের শিক্ষা, দীক্ষা ও আদর্শস্থলে নীল-মেঘ-বলয়িত শ্বেত-পর্ব্বতের ন্যায় নিপীত-কালকূট নীলকণ্ঠ ভাবুকের হৃদয়কে কত ভাবে আকুল করিয়া উঠাইতেছে। কি অপূর্ব্ব কাব্য! কি অপূর্ব্ব

* গণনায়ক শব্দের ইংরেজী অনুবাদ Leader of the People অথবা Representative of [illegible] Popular Power.

† এই অষ্টশক্তির সঙ্গে অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিকালে অথবা গভীর নিশীথে চামুণ্ডার যে আবাহন হয় তাহার ধ্যান এইরূপ—

"ওঁ কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা।"

দৃশ্য! কি মনোহরচ্ছবি! যে ইহা দেখিয়াও উৎফুল্ল না হয়,—শৌর্য্য ও সৌন্দর্য্যের একত্র এইরূপ সমাবেশ দেখিয়া [illegible] সজীব-শক্তির আরাধনায় অনুরাগী না হয়, তাহার মৃৎপিণ্ডসদৃশ অসার হৃদয়কে ধিক্। সৃষ্টিনৈপুণ্যেই কবিত্বের চরম পরীক্ষা ও পরমোৎকর্ষ। যিনি এই পট আঁকিয়া রাখিয়াছেন, এই দৃশ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, কবিত্বের কল্প-তুলিকা লইয়া রাজনীতির এই রমণীয় আলেখ্য লিখিয়া দেখাইয়াছেন;—যিনি মনুষ্যকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার আকাঙ্ক্ষায় আপনার কল্পনাসমুদ্রের অন্তর্নিহিত রত্নখনি হইতে এই জ্যোতির্ম্ময়ী রত্নমালা উদ্ধার করিয়া স্বজাতিকে উপহার দিয়াছেন, তাঁহার অতুল সৃষ্টিচাতুরীকে অভিবাদন করি।

এই দৃশ্যপটের চিত্রনিবেশে অতিগম্ভীর চিন্তা ও অসামান্য ভাবুকতার পরিচয় রহিয়াছে। ইহাতে শক্তির একদিকে জ্ঞানদার, এবং আর একদিকে কমলার মূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া স্পষ্টা[illegible] উপদেশ করা হইয়াছে যে,—জ্ঞান বল [illegible] পৃথক্ পৃথক্‌রূপে আদরণীয় ও পৃথক্ পৃথক্‌রূপে [illegible] নীয় হইলেও জাতীয় শক্তি[illegible]নার সময়ে জ্ঞান-বল বিনা ধন-বলের [illegible] হয় না, এবং ধন-বল বিনা জ্ঞান-বলে স্থায়ীফল ফলে না। অপিচ, এই পটের একপ্রান্তে সেনা[illegible] এবং আর একপ্রান্তে গণনায়কের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পুনরপি বলা হইয়াছে যে, সামাজিক বলের এই দুই প্রধান প্রতিনিধিকে এক[illegible] রাখিতে না পারিলে, শক্তির সার্ব্বজনীন মূর্ত্তি কিছুতেই কদাচ[illegible]

আবির্ভূত হয় না। কিন্তু এই মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে নীলকণ্ঠই এই দৃশ্যপটে সাধকের শিক্ষাগুরু। ঐ নিষ্কলঙ্কছবি,—নিমীলিত নেত্র সাধক-বৃন্দকে ধীর গম্ভীর বাক্যে উপদেশ করিতেছেন যে, যদি শক্তিসাধনায় সিদ্ধ হইতে চাও, তাহা হইলে ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া হিমাচলের ন্যায় অটল হও;—যদি প্রাকৃত-শক্তির প্রমত্ত প্রভাবের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পুরুষের মধ্যে পুরুষ ও দেবতার মধ্যে দেবতা হইতে চাও, তাহা হইলে উদ্গীর্ণ হলাহলপানে প্রস্তুত হও; যাহারা ক্ষুদ্রজীব ও ক্ষুদ্রদেবতা, তাহারা মুক্তাপ্রবাল, মণিরত্ন ও অমৃতের জন্য লালায়িত রহুক। কিন্তু যিনি সুরাসুর সকলের পূজ্য, তাঁহার ভাগ্যে বিষ। যে যেকোন দুষ্কৃত করুক, তিনি তাহার ভার বহন করিবেন; এবং শক্তিসমুদ্রের বিলোড়নে যাহা কিছু অপ্রিয়, অপ্রীতিকর ও দুঃখজনক সমুদ্ভূত হউক, তিনি তাহাই গণ্ডূষজলের ন্যায় পান করিয়া ফেলিবেন। এ শিক্ষা ও এই অচিন্তনীয় দৃশ্য ভুলিবার নহে। যে সংসারে অমিশ্রসুখ ও অমিশ্রসম্পদ দুর্লভ পদার্থ,—কুসুম কণ্টক-জালে বেষ্টিত ও মণি ফণিরক্ষিত;—যে সংসারে প্রভুত্ব ও [illegible] পত্তি হিংসায় জড়িত এবং মহত্ত্ব ও গৌর[illegible] বিদ্বেষের বিষ-দৃষ্টিতে সতত অভিভূত—[illegible] সংসারে শক্তির সংবর্দ্ধন হইলেই অগ্নিজলে এবং অমৃতের জন্য সিন্ধু মন্থন করিলেও গরল উঠে, সেই সংসারে ঐ নীলকণ্ঠ-মূর্ত্তির প্রতি স্থির দৃষ্টি না রাখিলে,—কণ্টকের আঘাত, সর্পের দংশন, অগ্নি ও বিষের জ্বালা [illegible] হইতে সামর্থ্য উপার্জ্জন না করিলে, সাধনায়

পক্ষে একপদও উন্নত কিংবা অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে।

ইহার পর উপাসনা। একথা না বলিলেও অনুমিত হইতে পারে যে, দেবতা যেমন বীরারাধ্যা, উপাসনাও সেইরূপ বীরভাবে আতটপূর্ণা ও টলটলায়মানা। এই উপাসনার অবতরণিকা হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই বীররসের উচ্ছ্বসিত বেগ,—বীরভাবের ভীম-ভঙ্গি ও লীলালহরী। ইহা উল্লাসময়, আড়ম্বরময়, ঘনঘটাপূর্ণ, ও ঝঙ্কারমান। যে উপাসনায় অশ্রু ঝরে, স্তুতিরূঢ় হরিতানলে হৃদয় দহে, ইহা সে উপাসনা নহে। যে উপাসনায় মন বিষয়-তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত হইয়া নির্ব্বেদ কিংবা বৈরাগ্যের আশ্রয় লয়, ইহা সে উপাসনা নহে। ইহাতে,—

"ধর্ম্মায় নমঃ, অধর্ম্মায় নমঃ,—জ্ঞানায় নমঃ, অজ্ঞানায় নমঃ,—বৈরাগ্যায় নমঃ, অবৈরাগ্যায় নমঃ,—খড়্গায় নমঃ, পাশায় নমঃ,—জয়ায়ৈ নমঃ, বিজয়ায়ৈ নমঃ।"

ইহার বহুসকলও এইরূপ অদ্ভুত ও অভাবনীয়।—

"খাদয় খাদয়,—ছেদয় ছেদয়,
হন হন, দহ দহ, মারয় মারয়।

খড়্গের এইরূপ মূর্ত্তি কল্পনা দৃষ্ট হয়।

...কং পিনাকপাণিক কালরাত্রিস্বরূপিণং।
উগ্রং রক্তাস্যনয়নং রক্তমাল্যানুলেপনং।
রক্তাম্বরধরঞ্চৈব পাশহস্তং কুটুম্বিনং।
পিবমানঞ্চ রুধিরং ভুঞ্জানংক্রব্যসংহতিং।"

পুনশ্চ।

"ওঁ অসির্বিশসনঃ খড়্গস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।
শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপাল নমোহস্তুতে।"

ছিমি ছিমি—তিমি তিমি,—
কিলি কিলি—চিকি চিকি,
শিব শিব কমিরং।"

এই প্রকার রোমহর্ষণ শব্দনিবহেই এই উপাসনার আরাধনা ও প্রার্থনা, এবং শক্তিবিকাশের চিরপরিপন্থি কামাদি বৃত্তির উচ্ছেদনস্বরূপ পশুবলির পর, শত্রুসংহারের বিচিত্র অভিনয় ও বিজয়-হলহলাতেই ইহার সমাপ্তি ও বিসর্জ্জনা।

তবে কথা এই, ভারতে এই বীররস-বিলাস জাতীয় উৎসবে উৎসাহিত হইবার যোগ্য লোক এইক্ষণ কৈ? যে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিই; শক্তির উপাসনায় উপেক্ষা করিয়া, অবলাজনোচিত সুখের স্রোতে ফুলের মত ভাসিয়া যাইতেছে,—সিংহের কুলে জন্মধারণ করিয়া শৃগাল-বৃত্তিতে ক্ষুৎপিপাসার চরিতার্থতা সাধন করিতে শিখিয়াছে;—অসি ভাঙ্গিয়া বাঁশি বানাইয়াছে, রুদ্রবেশ বিসর্জ্জন করিয়া রমণী সাজিয়াছে, এবং ঝটিকার ঘোর গর্জ্জনে ভীত হইয়া অঞ্চল-বায়ু নিবেদনে অঙ্গের বেদনা ঘুচাইতেছে, সেই জাতিতে শক্তির এই উল্লাসময় উৎসবে উল্লসিত হইবার উপযুক্ত পুরুষ এইক্ষণ কোথায়? ইহা স্বীকার করি, এই উৎসবের আদ্যোপান্ত সমস্তই একটি রূপক মাত্র,—ইহা কবির সৃষ্ট ও কল্পবৃক্ষ। কিন্তু যে কল্পনা, তাড়িতের তরল স্রোতের ন্যায়, জাতীয় হৃদয়ের রক্তে রক্তে প্রবাহিত হইতে পারে,—যে কল্পনা শক্তির প্রতি ভক্তি জন্মাইয়া আশা ও আকাঙ্ক্ষার উচ্চতা [illegible] করে,—যে কল্পনা বৃক্ষ লইয়া দৈত্য [illegible] তে শিক্ষা দেয়,

সেই [illegible] [illegible] প্রতি [illegible] এ দুঃখের দিনে এইরূপ অবহেলা ও অবজ্ঞা কেন? এই ভারত কোন দিন সজীবশক্তির আবাহন করিয়া ষোড়শোপচারে তাহার পূজা করিয়াছে,—এবং উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব্ব পশ্চিমে,—শৈল-শৃঙ্গে, সাগর-বক্ষে,—গ্রামে ও বনে, স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্রই শক্তির জয় শঙ্খ বাজাইয়া ও জয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া জাতীয় শক্তির পরিচয় দিয়াছে। তখন হিমাদ্রির অভ্রভেদী মস্তক ভারতশক্তির বন্দনা করিত, সমুদ্রের তরঙ্গরাজি সেই শক্তির গভীর হুঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠিত,—ভারতীর কর-ধৃত বীণা দীপক ও হিন্দোল প্রভৃতি বিবিধ উদ্দীপক [illegible] তাহার স্তুতিগীত গাইত,—এবং [illegible] সকলেই তাঁহার সম্ভজনীয় নামে [illegible] হইতে প্রমত্ত হইত। এইক্ষণ সেই দিন আর নাই। সেই সুখ-সৌভাগ্য, সম্পদ-গরিমা সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে;—সেই প্রতাপসূর্য্য অস্ত গিয়াছে। এইক্ষণ ভারতীয় নভোমণ্ডল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, ভারতের সুখ চন্দ্রমা বিষাদে মলিন। যদি কল্পিতার কল্পিত উৎসবও এই অন্ধকারকে ক্ষণকালের তরে শক্তির আলোকে আলোকিত করে, সহৃদয় ভারতসন্তানের আশাপূর্ণ অধীর প্রাণ তাহাতে আলোড়িত ও উদ্বোধিত হইবে না কেন?

রাজপুতানার ইতিবৃত্ত।

উপক্রমণিকা।—

প্রথম অধ্যায়।

ভূগোলবেত্তারা ভারতবর্ষকে পৃথিবীর প্রতিকৃতি বলিয়া থাকেন। [illegible]গোলবিদ্যা-বিষয়িণী বিষয়পরম্পরার [illegible] সমাবেশ সন্দর্শনে তাঁহারা যে আমাদের ভারতবর্ষকে একটি ক্ষুদ্র পৃথিবী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কোন অংশেই যুক্তি বিরুদ্ধ হয় নাই। তাঁহারা পৃথিবীর স্থানে স্থানে নানাবিধ চমৎকার জনক পদার্থ-দর্শন করিয়া পরিশেষে আমাদের অধিষ্ঠানভূতা ভারত ভূমিকে সেই সকল নয়ন-তৃপ্তিকর সম্পত্তি সম্পন্না দেখিয়া প্রীতি সহকারে উক্তরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা কোন হিম-প্রধান প্রদেশে তুষার-ধবলিত শৈলশৃঙ্গ দর্শন করিয়া পরম পুলকিত চিত্তে সর্ব্বেশ্বর জগদীশ্বরের অতুল কীর্ত্তির ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন;—গিরিনন্দিনী নির্ঝরিণীর [illegible] নিক্ষিপ্ত নির্ম্মল সলিলের কল্ কল্ পতন-ধ্বনি পুলকিত হইয়া বিভুর গানে মত্ত হইয়াছেন;—বিজন গহন কাননে সিংহ, ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদের ঘন ঘোর গভীর গর্জ্জন শ্রবণে ভীতিসবলিত, চমৎকার রসে আপ্লুত হইয়া মনে মনে ভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়াছেন;—বালুকাময় [illegible] মরুস্থলে জীবন রক্ষার উপ-

[illegible] পর্বতের গহ্বরের দর্শনে কত [illegible] অপার কষ্টরাশি বারংবার অঙ্গীকার করিয়াছেন ;—কোনস্থানে উন্নত-পর্বত-শিখর উচ্চে গগন ভেদ করত শূন্যে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক মধ্যাহ্ন সূর্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছে দর্শনে পরম পুলকিত হইয়াছেন ;—প্রবলসলিলা স্রোতস্বতীর তরঙ্গাভিঘাতে কত কত আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়ন গোচর করিয়াছেন ;—ভূগর্ভ খনন করিয়া স্তর হইতে স্তরান্তরে গমন পূর্ব্বক কতই অদ্ভুত পদার্থের কঙ্কাল মাত্র দর্শন করিয়াছেন। কেবল যে তাঁহারা এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়াই আপনাদিগের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন এমন নহে, ভূগোল-বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের পত্রে পত্রে প্রকটন করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য জাতির নয়ন সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। কোন্ জাতি বা সভ্যতাশিখরের উন্নত শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া নিম্নচারী অসভ্যমণ্ডলীর প্রতি উপহাস প্রকাশ করিতেছে ;—কোন জাতি বা করে শাণিত অসিনিকর ধারণ পুরঃসর বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া পৃথিবীতে প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বলিয়া আস্ফোট করিতেছে ;—কোন্ জাতি বা বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়ে দিগ্বিজয়ী হইবার জন্য সুতীব্র যন্ত্র সহকারে পৃথিবীর গতি, সূর্য্যের আকার, নক্ষত্রমণ্ডলের সঞ্চার প্রভৃতির গণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ;—কোন্ জাতি বা বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন [illegible] জনগণের প্রতি উপহাস করিয়া [illegible] অবিরাম [illegible] উপাসনা [illegible] আপনাদিগের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় [illegible] উচ্চভাবে বিচরণ করিতেছে, এ সকলও তাহাদিগের গ্রন্থ পত্রে মুদ্রিত হইয়া স্তরে স্তরে ভ্রমণ করিতেছে। তখন পর্য্যন্তও ভারতবর্ষ তাহাদিগের চরণস্পর্শে কৃতার্থতা লাভ করে নাই। ভারতের চিত্তচমৎকারিণী শোভা তখনও তাঁহাদিগের নয়ন গোচর হয় নাই। তাঁহারা পৃথিবীর বহুলাংশ পরিভ্রমণ করিয়া যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেন, তখন দেখিলেন,—উত্তরে গিরিকুলসর্ব্ব ভূধর হিমালয়, দক্ষিণে সাগর-সলিল-সম্পৃক্ত কন্যাকুমারী, পশ্চিমে পঞ্চনদ-পরিমুক্ত পঞ্চাল-দেশ এবং পূর্ব্বে গিরিগহন-সমন্বিত প্রাগ্জ্যোতিষ, এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তিনী ভারতভূমি পৃথিবীর যাবতীয় রমণীয়তার আধার। তখন তাঁহারা ভারতের গুণ-গরিমা প্রকটিত করিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর সমুদায় বর্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; এমন কি, দেবতারাও এখানে আসিয়া বাস করিতে ইচ্ছা করেন। যথা ;—

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥
কর্ম্মাণ্যসংকল্পিততৎফলানি
সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মভূতে।
অবাপ্য তাং কর্ম্মমহীমনন্তে
তস্মিন্ লয়ং যে ত্বমলাঃ প্রয়ান্তি॥
জানীম নৈতৎ ক্ব বয়ং বিলীনে
স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি দেহবন্ধম্।
প্রাপ্স্যাম ধন্যাঃ খলু তে মনুষ্যা-

যে ভারতেদেশ্চ্রিয়বিপ্রহীনাঃ ॥ ”

বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ, ৩য় অধ্যায়, ২৪। ২৫। ২৬ শ্লোক।

“দেবগণ এইরূপ গান করিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষীয় লোকেরা দেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও ধন্য, কারণ তাঁহাদের জন্মভূমি ভারতভূমি, স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের অবলম্বন। নির্ম্মল নিষ্পাপ লোকেরা এই কর্ম্মভূমিতে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক ফল-কামনা-বিমুখ হইয়া যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহা তাঁহারা, পরমাত্মাস্বরূপ অনন্ত বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়া তাঁহাতেই বিলীন হন। আমরা ইহা বলিতে পারি না যে, কবে আমাদের স্বর্গপ্রদ পুণ্য ক্ষয় হইবে এবং কবে আমরা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্ম পরিগ্রহ করিব, কারণ যাঁহারা সমুদায় ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে জন্ম লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য।”

এখন আর এ সকল পৌরাণিক বাক্যে সকলে তৃপ্তিলাভ করেন না। রামায়ণ-বর্ণিত বানররাক্ষসসংগ্রামজনিত বিবিধ বীভৎস ব্যাপার স্মরণে কেহ আর পুলকিত হন না। ভারতযুদ্ধ আর্য্যদিগের একটি চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উহাকে যেরূপ চিত্রে রঞ্জিত করিয়াছেন, যদি তাহার শাখা পল্লবাদি পরিত্যাগ করিলে কেবল সারভাগের মধ্যেও কিয়দংশ সত্যরূপে পরিণত হয়, তাহা হইলেও ভারতীয় আর্য্যগণ বীর-কুল-গৌরব তাহার মধ্যে নাই। পৃথিবীর কোন অংশেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ন্যায় আর যুদ্ধ ঘটে নাই। তত [illegible] আর কখনই একত্রিত হয় নাই। সেই জন্যই কহিতেছি—ভারত-যুদ্ধব্যাপার মনে হইলে আর্য্য-শোণিত [illegible] হইয়া উঠে। রামায়ণ-বর্ণিত ব্যাপারের বহুকাল পরে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল।* প্রথমটি ত্রেতাযুগে, এবং দ্বিতীয়টি দ্বাপরযুগের শেষে সংঘটিত হয়।† ভারত ইতিহাসে একতার সেই এক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল, তাহার পর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কেবল গৃহবিচ্ছেদ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সবিতা এককালে অস্তমিত হই-

* হুইলার সাহেব একথা, স্বীকার করেন না। তিনি কহেন কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের অনেক পরে রামচন্দ্রের লঙ্কা বিজয় হইয়াছে। তিনি ‘আপনার গড়া ষোল আনা’ প্রমাণ করিবার জন্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে গুলি সাহেবদিগের ভাল লাগিতে পারে; আমাদের ত কোন মতেই ভাল লাগিল না। ভাল লাগিল না বলিতেছি, কিন্তু কোন্ দিন বা আমরা ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত লিখিতে বসিয়া ঐ কথাই লিখিয়া ফেলিব; কারণ অনুবাদ ভিন্ন আমাদের যে কোন ক্ষমতা নাই!

† আমাদিগের শাস্ত্রে সত্যত্রেতাদি যুগের যে কালের সংখ্যা লিখিত হইয়াছে, আমি তাহা মানিতে বলিতেছি না। [illegible] দ্বিতীয় [illegible] হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যত [illegible] কাল পাওয়া যায়, তাহাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া দ্বিতীয় ভাগে রামরাবণের যুদ্ধ ও তৃতীয় ভাগের শেষে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ধরিলে পৌরাণিক কথার সত্যতা [illegible] বজায় থাকে।

যাইবেন, আর উঠিবের সম্ভাবনা নাই। এ জন্ম যে হারাইল ?—আমরা আপনারাই। আমরা গৃহবিচ্ছেদে আনাতল হইয়া, শত্রুর প্রতি দ্বেষপরবশ হইয়া, আপনাদিগের সর্বনাশ আপনারাই করিলাম, বিজাতীয় বিপক্ষকে ভারতের গুপ্ত দ্বার দেখাইয়া দিলাম। ধনরত্নপরিপূর্ণ পেটিকার কুঞ্চিকা বিপক্ষের হস্তে প্রদান করিলাম, তাহাকে ভারতের সিংহাসনে বসাইয়া স্বহস্তে তাহার করে রাজদণ্ড ও মস্তকে মুকুট প্রদান করিয়া অবনত মস্তকে যুক্ত করে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম। তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিলাম।—অধিক কি কহিব, তাহার আজ্ঞায় স্বজাতিশোণিতে কর রঞ্জিত করিতে ত্রুটি করি নাই। এখন যে আমরা, আমাদিগকে ধিক্কার চীৎকারে বার বার গালি প্রদান করি!

ভারতবর্ষে না ছিল কি? আমাদিগের কিসের অভাব ছিল? ভারতবাসিগণ পৃথিবীকে যাহা দেখাইয়াছে, যাহা উপদেশ দিয়াছে, তাহা পৃথিবীর অপর কোন স্থানেই পাওয়া যাইবে না। বিদ্যাবুদ্ধি ধর্মবীরত্ব প্রকৃতি পুরুষকার ভারতমধ্যে ঘরে ঘরে বিদ্যমান ছিল। পৃথিবীর এখন অনেক জাতিই সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু যখন পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতি নিতান্ত অসভ্যাবস্থায় কালাতিপাত করিত, নিরক্ষরতাবশতঃ কথাবার্ত্তা কহিত, বন্যপশুর ন্যায় অবস্থায়ুক্ত খাদ্যে উদর পূরণ করিয়া বস্তুই থাকিত, উলঙ্গ হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিত, বলিতে কি, বন্যজন্তু অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইত না,—তখন আমাদের ভারতবর্ষ সভ্যতার উন্নতশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ইয়ুরোপকে কে সভ্য করিল?—ভারতবর্ষ। যে সকল বিদ্যাপ্রভাবে ইয়ুরোপ একণে সভ্যতাশিখরে আরোহণ করিয়াছে, বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সে সকল বিদ্যার যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে। গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্র ভারতবর্ষ হইতেই ইয়ুরোপে নীত হইয়াছে, এ কথা এখন অনেকেই স্বীকার করিতেছেন। ফলতঃ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সে গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আমরা পাঠকবর্গকে যে ইতিবৃত্ত উপহার দিবার জন্য দীর্ঘ প্রস্তাবনার অবতারণা করিলাম, একণে তাহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমরা আমাদের ভারতবর্ষ লইয়া যত কিছু স্পর্দ্ধা করি, রাজপুতানা তাহার মূলভিত্তি। রাজপুতানা যথার্থই বীরপ্রসবিনী। আমরা অধিক দিন পূর্ব্বের কথা বলিতেছি না, মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে রাজপুত বীরমণ্ডলী যে প্রকার বীরত্ব দেখাইয়াছেন, যদি কএক জন রাজপুতকুলগ্লানি কাপুরুষ, মুসলমানদিগের সহিত বৈবাহিকসূত্রে কুটুম্বত সংস্থাপন করিয়া তাহাদিগের পদানত না হইত, তাহা হইলে ভারতের রাজলক্ষ্মী এত দিন কাহাকে আশ্রয় করিতেন বলিতে পারি না। কেবল জাতিবিরোধ ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই রাজপুতানার পতন হইয়াছে। বীরজননী রাজপুতানার ইতিবৃত্ত অবশ্য পাঠকবর্গের মনোজ্ঞ হইবে বলিয়াই আমরা এই দুঃসাহসিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করিলাম। রা-

[illegible] মহাভারতের বর্ণিত হয় [illegible] বীর বীরগণের বংশধরেরা কে কোথায় গিয়া বাস করিলেন, কে কোন্ নগর সংস্থাপন করিলেন, কে পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন, এগুলি জানিবার জন্য কাহার চিত্ত না কৌতূহলোদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। অদ্যাপিও যে তাঁহাদের বংশ একেকালে লোপ প্রাপ্ত না হইয়া ভারতের স্থানে স্থানে বিরাজ করিতেছে, ইহা জানিলেও মনে আনন্দরসের উদয় হয়।" রাজপুতের সাহস, রাজপুতের বিক্রম, রাজপুতের বীরত্ব, রাজপুতের স্বদেশহিতৈষিতা, রাজপুতের ধনসম্পত্তি ও তাহার সদ্ব্যবহার, এসকল লিপিবদ্ধ করিতেও শরীর পুলকিত হইয়া উঠে। মোগল সম্রাটেরা স্ব স্ব জীবনবৃত্তমধ্যে আপনাদিগের প্রবল শত্রু রাজপুতগণের বীরবত্তা ও সাহসিকতার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল মহাত্মা টড্ সাহেব রাজস্থানের পুরাবৃত্ত নামে যে এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকায় নিম্ন লিখিত কতিপয় পংক্তি লিখিয়া আমাদের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। যথা ;—

"The little exact knowledge that Europe has hitherto acquired of the Rajpoot states, has probably originated a false idea of the comparative importance of this portion of Hindusthan. The splendour of the Rajpoot Courts, however, at an early period of the history of that country, ma- [illegible] [illegible] have begun. Northern India was rich from the earliest times; that portion of it situated on either side the Indus form the richest satrapy of Darius. It has abounded in the more striking events which constitute the materials for history; there is not a petty state in Rajsthan that has not had its Thermopylæ, and scarcely a city that has not produced its Leonidas. But the mantle of ages has shrouded from view what the magic pen of the historian might have consecrated to endless admiration: Somnath might have rivalled Delphos; the spoils of Hind might have vied with the wealth of the Lybian king; and compared with the army of the Pandus, the army of Xerxes would have dwindled into insignificance. But the Hindus either never had, or have unfortunately lost, their Herodotus and Xenophon."

ধন্য মহাত্মা টড্! তুমি [illegible] [illegible] হইতে [illegible], ও [illegible] [illegible] করিয়া [illegible]। তোমারই [illegible] [illegible] পরিচয় পাওয়া যায়। [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ইতিবৃত্ত লিখিয়া [illegible] স্থানের গৌরব করিল। সহজ কথায় এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, টড্ সাহেব কহিয়াছেন "এমন দেখি নাই, দেখিব না; [illegible] নাই, হইবেও না।" আমাদের এ কথায় কেহ [illegible] করিবেন না। থার্ম্মপিলির ন্যা[illegible] এবং লিওনিডাসের ন্যায় রাজ[illegible] বীরপুরুষ জগতে দুর্লভ। ভারতীয় কুরুক্ষেত্র সদৃশ থার্ম্মপিলিক্ষেত্রের জগদ্বিখ্যাত যুদ্ধ ও লিওনিডাসের কীর্ত্তিনির্ণয় বলিয়া ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তা কীর্ত্তন করিয়াছেন। যখন মহাত্মা টড্ সাহেব রাজপুতানার প্রত্যেক প্রদেশে থার্ম্মপিলির ন্যায় স্মরণীয় স্থান এবং নগরে নগরে লিওনিডাসের ন্যায় স্মরণীয় ব্যক্তি ছিল বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তখন পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন্ স্থান রাজস্থানের সমতুল্য হইতে পারে! টডের এই কথাগুলি স্বর্ণাক্ষরে বিন্যস্ত করিয়া আপন সম্মুখস্থ প্রাচীরে সযত্নে রক্ষা করা স্বদেশহিতৈষী হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। একণে আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি।

আমরা ভারতবর্ষের যে বিভাগের বিবরণ লিখিতেছি, তথাকার প্রচলিত ভাষায় তাহাকে রাজোয়ারা এবং সাধুভাষায় রাজস্থান কহে, এবং বোধ হয় এই শেষোক্ত শব্দ হইতেই ইহার নাম রাজস্থান হইয়াছে। আমাদিগের [illegible] মনোহারিণ [illegible] ভিন্ন ভিন্ন নষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন; সুতরাং তাঁহাদিগের অনুকরণে আ[illegible] রাজস্থানকে রাজপুতানা বলিতে [illegible]

[illegible] পূর্ব্বোক্ত [illegible] পশ্চিমে সিন্ধু নদী, পূর্ব্বে [illegible] [illegible]যে শতদ্রুনদীর [illegible] ও বালুকাভূমি এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় একলক্ষ চতুরস্র ক্রোশ হইবে। রাজপুতানার মধ্যে মিবার বা উদয়পুর, মাড়োয়ার বা যোধপুর, বিকানীর, কিষনগড়, কোটা, বুঁদী, অম্বর বা জয়পুর এবং জসলমীর এই কয়টি সুবিখ্যাত প্রদেশ সন্নিবেশিত আছে। যথাক্রমে তাহাদের বিবরণ করা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজপুতগণের বংশবিবরণ ও নগর সংস্থাপন।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে ক্ষত্রিয়দিগের দুইটি বংশ বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে। একণে তাহার অনেক শাখা প্রশাখা ভারতবর্ষ মধ্যে বিস্তারিত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক শাখাই বিলুপ্তপ্রায়, রাজস্থানে এখন ষট্ত্রিংশ মাত্র বর্ত্তমান আছে। ইহারা তথায় 'ছত্রিশ রাজকুল' নামে বিখ্যাত। যে দুই আদিম বংশ হইতে ইহাদের অধিকাংশই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহা সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ নামে পরিচিত। সূর্য্যপুত্র বৈবস্বত মনু হইতে সূর্য্যবংশ এবং চন্দ্রপুত্র বুধ হইতে চন্দ্রবংশ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তাহার পর আবার সূর্য্যবংশ হইতে [illegible] কচ্ছুতি এবং চন্দ্র-

বংশ হইতে গহ্ন প্রভৃতি বংশ এবং প্রসিদ্ধ শাখা চতুষ্টয়-সমন্বিত-অগ্নিকুল একত্রিত হইয়া ক্রমে ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুলের উৎপত্তি হইয়াছে। এই ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুলের মধ্যে কতকগুলি নানা শাখা প্রশাখায় বি[illegible]ভক্ত, যে গুলির আদৌ বিভাগ নাই, তাহাদিগের নাম 'এক'। নিম্নে ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুলের নাম লিখিত হইল।* যথা ;—

১ সূর্য্য, ২ চন্দ্র; ৩ গ্রাহিলোট্‌ বা গুহিলোট্, ৪ যদু, ৫ তুয়ার; ৬ রাঠোর, ৭ কচ্ছবহ, ৮ প্রমর, ৯ চাহমান, বা চোহান, ১০ চালুক বা শোলাঙ্কি, ১১ পরিহার, ১২ চাউরা. ১৩ তাক বা তক্ষক, ১৪ জিঠ্, ১৫ হন্ বা হুন্, ১৬ কাট্টী, ১৭ বল, ১৮ ঝাল[illegible] ১৯ জৈৎবা বা কমারী, ২০ [illegible], ২১ সারব, ২২ সিলার, ২৩ [illegible], ২৫ দোদা বা দর, ২৬ গহরবাল, [illegible], ২৮ বেদর, ২৯ সেঙ্গরবাল, ৩০ বৈসি, ৩১ দাহিয়া, ৩২ জোহিয়া, ৩৩ মোহিল, ৩৪ নিকুম্প, ৩৫ রাজপালী, ৩৬ ডাহির্ম।†

১ সূর্য্য।— হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, তৎপুত্র কশ্যপ, তাঁহার পুত্র সূর্য্য, সূর্য্যপুত্র বৈবস্বত মনু। বৈবস্বতের নব পুত্র ও ইলা

---

* রাজপুত ইতিবৃত্ত সংগ্রহকার মহানুভব টড্ সাহেব বংশাবলির পরিচয় লাভের জন্য পাঁচ ছয় খানি তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে যেখানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহাতে ছত্রিশকুলেরই নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু নামগুলি অন্যান্য তালিকার সহিত ঠিক মিলন হয় না। ইহাতে বোধ হয়, ক্রমে নামও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয় তালিকা বিখ্যাতনামা চাঁদ কবির গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত, উহাতে রাজপুতদিগের ছত্রিশকুল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু নামোল্লেখ সময়ে কবি ত্রিশটির অধিক করেন নাই। 'কুমার পাল চরিত' গ্রন্থে দুইটি কুলতালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সংস্কৃত তালিকায় সাতাইশটি এবং গুজরাটী তালিকায় তেত্রিশটির অধিক নাম পাওয়া যায় না। রাজপুত্র কুলজ্ঞ মগজী নামক সুপ্রতিষ্ঠিত কবির তালিকায় সম্পূর্ণ ছত্রিশটি নামই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহাও নামে নামে ঠিক মিলন হয় না। সৌরাষ্ট্র দেশের তালিকাই সমধিক প্রামাণ্য বোধে টড্ সাহেব অন্যান্য তালিকার সহিত মিলন করিয়া এবং রাজপুতানার [illegible]দেশীয় নৃপতিনিচয়ের রাজধানীতে যে সকল নিদর্শন বর্ত্তমান আছে তাহা দেখিয়া যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাই এখন আমাদের অনুকরণীয় হইয়াছে। কারণ তদপেক্ষা প্রামাণ্য নিদর্শন আর আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। টড্ সাহেব ছত্রিশ রাজকুল বজায় রাখিয়া কহিয়াছেন যে, এতদ্ভিন্ন হুল ও দাহি নামক আর দুইটি কুল আছে।

† ইংরেজীতে প্রকাশিত দেশীয় শব্দের যেরূপ উচ্চারণগত বিভিন্নতা হয় তাহা পাঠকবর্গের অগোচর নাই। ইংরেজীই যখন আমাদের আদর্শ তখন এই নামগুলি শুনিয়া [illegible] রাজপুতবর্গ কষ্টই হাসিবে। করি কি—আমাদের উপায়ান্তর নাই। সাহেবেরা যিনি যে রকম পারিয়াছেন সেই মত লিখিয়াছেন, আমরাও যে রকমে লেখা সুবিধা হয় তাহাই করিতেছি।

নারী এক কন্যা। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ইক্ষ্বাকু হইতে শাখাবহুবিশিষ্ট সূর্য্যবংশ প্রাদুর্ভূত হয়। ইক্ষ্বাকুর দুই পুত্র, বিকুক্ষি ও নেমি; বিকুক্ষি হইতে অযোধ্যার সুপ্রতিষ্ঠিত সূর্য্যবংশ অবতীর্ণ হয়। অযোধ্যানগর ইক্ষ্বাকু কর্ত্তৃক সংস্থাপিত। ইক্ষাকু হইতে রামচন্দ্র পর্য্যন্ত [illegible] পঞ্চাশং পুরুষ। এই বংশের বিখ্যাত [illegible] হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত কর্ত্তৃক রোহি[illegible] রোটাস নগর এবং তদীয় পৌত্র চম্পাদ্বারা চম্পাপুরী সংস্থাপিত হয়। রাম-তনয় লব হইতে সৌরাষ্ট্রীয় সূর্য্যবংশ এবং মিবারের শিসোদিয়া রাজগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। কুশ সন্তান হইতে জয়পুরের কূর্ম্ম বা কচ্‌বহ্‌ বংশ অবতীর্ণ হইয়াছে। বৈবস্বত মনুর তৃতীয় পুত্রের তৃতীয় দৌহিত্র আনর্ত্ত কর্ত্তৃক আনর্ত্তরাজ্য ও তদন্তর্গত কুশস্থলী দ্বারকা সংস্থাপিত হয়। ইক্ষ্বাকুর দ্বিতীয় পুত্র নেমি হইতে মিথিলা দেশস্থ সূর্য্যবংশ প্রাদুর্ভূত হয়। নেমিপুত্র মিথি হইতে ঐ দেশের নাম মিথিলা হয়। এক্ষণে উহার নাম ত্রিহুত।

২ চন্দ্র। সূর্য্যবংশ অপেক্ষা চন্দ্রবংশ সমধিক বিস্তৃত। ব্রহ্মার অপর এক পুত্রের নাম অত্রি, তাঁহার পুত্র সমুদ্র, সমুদ্রপুত্র চন্দ্র, তাঁহার পুত্র বুধ। বৈবস্বতমনুকন্যা ইলার সহিত বুধের গান্ধর্ব্যবিধানে বিবাহ হয়। ইঁহাদেরই সন্তানপরম্পরা চন্দ্রবংশ নামে বিখ্যাত। বুধপুত্র পুরূরবা, তাঁহার পুত্র আয়ু, আয়ুর নহুষ, তাহার পুত্র যযাতি হইতে তিনটী বৃহৎশাখা বহির্গত হইয়াছে। যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর চতুর্থ পুত্র ক্রহ হইতে [illegible] পুরুষ রাজা শশবিন্দু চেদিদেশ সংস্থাপন পূর্ব্বক তথায় স্ববংশবিস্তার করেন, তাহাতে শিশুপাল নামে সুবিখ্যাত রাজার জন্ম হয়। চেদিদেশ সম্ভবতঃ এখনকার [illegible] হইতে পারে। যদু হইতে চত্বারিংশ পুরুষ সাত্বতের তিন পুত্র, ভেসনি, দেববৃদ্ধ এবং অন্ধক। অন্ধক হইতে যে দুইটি শাখা বিস্তৃত হয়, তাহার প্রথমটিতে কংস ও দ্বিতীয়টিতে বাসুদেবকৃষ্ণ জন্মপরিগ্রহ করেন। এই শেষোক্ত শাখার শূর ও সেনী নামে দুই রাজা ছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহাদের উভয়ের নামেই মথুরা প্রদেশ শৌরসেনী নাম গ্রহণ করিয়াছে। যদুর ষষ্ঠ পুত্র সত্যজিৎ হইতে হৈহয়বংশের উৎপত্তি। এই বংশে সহস্রবাহু অর্জ্জুন ও তালজঙ্ঘ প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত নৃপবর্গ জন্মগ্রহণ করেন। যযাতির দ্বিতীয় পুত্র পুরু হইতে বিংশ ও একবিংশ পুরুষ দুষ্মন্ত ও ভরত। ভরতের অতি-বৃদ্ধ-প্রপৌত্র হস্তি দ্বারা হস্তিনাপুর সংস্থাপিত হয়। হস্তির তিন পুত্র, অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় এবং পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের চারি পুত্র, শান্তি, জন, ঋক্ষ, বৃহদিষু। শান্তি হইতে চতুর্থ পুরুষ হর্য্যশ্বের পাঁচ পুত্র, কাম্পিল্য, প্রবীর, বৃহদিষু, শ্রীঞ্জয় ও মুদ্গল। এই পঞ্চভ্রাতা একত্রে পঞ্চালরাজ্য সংস্থাপন করেন, এবং জ্যেষ্ঠের নামানুসারে রাজধানীর নাম কাম্পিল্যনগরী হয়। কনিষ্ঠ মুদ্গলের বংশে [illegible]রাজা জন্মপরিগ্রহ করেন। অজমীঢ়ের দ্বিতীয় পুত্র জন হইতে চতুর্থ কুশিকের পুত্র গাধী ও পৌত্র বিশ্বামিত্র। অজমীঢ়ের তৃতীয় পুত্র, ঋক্ষের পৌত্র কুরু, কুরুর দুই পুত্র, সুধনু ও পরীক্ষিৎ। জ্যেষ্ঠের বংশে বিশাল পরাক্রম জরাসন্ধ জন্মগ্রহণ করেন।

[illegible] ও [illegible] নামে [illegible]

হয়। শান্তনুর পৌত্র ধৃতরাষ্ট্র [illegible] এবং বাহ্লীকের পৌত্র শল্য। দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র এবং যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব; এই পঞ্চভ্রাতা পাণ্ডুর পুত্র। অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু, পৌত্র পরীক্ষিৎ এবং প্রপৌত্র জন্মেজয়। অজমীড়ের চতুর্থ পুত্র বৃহদিষুর ষোড়শ পুরুষ পরে বল্লভের পুত্রগণ হইতে পার্ব্বতীয় ভীল জাতি প্রাদুর্ভূত হয়। হস্তির দ্বিতীয় পুত্র দ্বিমীঢ়ের বংশে রিপুঞ্জয় ও বাহরীত প্রভৃতি রাজগণ জন্মলাভ করেন। যযাতির তৃতীয় পুত্র উরু হইতে অষ্টম পুরুষ বিকৃতের আট পুত্র, তন্মধ্যে ক্রহ্য ও বক্র হইতে দুইটি শাখা প্রাদুর্ভূত হয়। ক্রহ্যবংশীয় প্রচিত উত্তরে ম্লেচ্ছ দেশের রাজা হইয়াছিলেন। এই বংশে কর্ণ্নরাজের চারি পুত্র, কালিঞ্জর, কেরল, পাণ্ড্য ও চোল। এই ভ্রাতৃচতুষ্টয় স্ব স্ব নামানুসারে চারিটি রাজ্য সংস্থাপিত করেন। বক্র বংশীয় অঙ্গ কর্ত্তৃক অঙ্গদেশ ও অঙ্গবংশ সংস্থা-

[illegible] হেতু [illegible] তাঁর সংহরণ পূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিশ্বজিৎ হইতে [illegible] পুরুষ [illegible] পাল স্বীয় মন্ত্রী কর্ত্তৃক নিহত [illegible] মন্ত্রী [illegible] রাজসিংহাসনে আরোহণ [illegible] প্রদ্যোতকের পৌত্র বারবর্ম্মী হইতে [illegible] পুরুষ রিপুঞ্জয় পৃথুবন-কর্ত্তৃক নিহত ও সিংহাসনচ্যুত হন। পৃথুবনের বৃদ্ধ প্রপৌত্র নন্দিবর্দ্ধন। শিশু নামক হিমালয় প্রদেশস্থ নাগবংশীয় রাজা নন্দিবর্দ্ধনের সিংহাসন অধিকার করেন। শিশুনাগ হইতে দশম পুরুষ মহানন্দ। ইনি প্রমর বা মোরী বংশীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক সিংহাসন চ্যুত হন। বিখ্যাতনামা অশোক রাজা চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক হইতে সপ্তম পুরুষ রাজা বৃহদ্রথ মগধ হইতে দূরীভূত হইয়া মধ্য ভারতবর্ষে [illegible] প্রদেশে গমন পূর্ব্বক তথায় বসতি বিস্তার করেন।

(ক্রমশঃ।)

[illegible] মুসলমানসৈন্যের বড় [illegible] অপেক্ষা [illegible] ছিল না। যদি [illegible] প্রত্যাগত হইয়া দেখিতেন বিপক্ষের লক্ষ সৈন্য খালেদ কর্তৃক এই অল্প সময়ে পরাজিত হইয়াছে, খালেদের সৈন্যসংখ্যা এক তৃতীয়াংশ হইবে। একদলের পর অন্যদল, তৎপর আর একদল, এইরূপে খালেদ রোমীয় সমগ্র সৈন্য পরাজয় করিয়াছেন। অধিকাংশ সৈন্য রণক্ষেত্রে নিদ্রিত! যে পলাইতে অবসর পাইয়াছে, খালেদ রণরঙ্গে তাহার অনুসরণ করিয়া পথিমধ্যে তাহাকে সমাহিত করিয়াছেন।

খালেদের সৈন্য রণক্লান্ত এবং লুণ্ঠনদ্রব্যে পূর্ণ হইয়া ডামাস্কস্ নগরী অবরোধার্থ অগ্রসর হইল। অস্ত্র শস্ত্র, অশ্ব, অশ্বতর, স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতির আর অভাব রহিল না।

এদিকে সম্রাট্ হিরাক্লিয়স্ ওয়ার্ডানের লক্ষসৈন্য পরাজয়ের সংবাদ শ্রবণে আপনার সাধের সাম্রাজ্য রক্ষার্থ আন্টিয়কের সিংহাসনে থর থর কম্পিত হইতে লাগিলেন। শীঘ্র শীঘ্র সপ্ততিসহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আজিনাদিনে ওয়ার্ডানের অধীনে প্রেরণ করিলেন। এবং আদেশ দিলেন, এই সময় মুসলমানসৈন্য দুর্বল এবং সংখ্যায় ক্ষীণ আছে, অবিলম্বে তাহাদিগকে আক্রমণ কর।

খালেদ আবু ওবিদার সহিত পরামর্শ করিয়া কিয়ৎকালের জন্য অবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্যসহ আজিনাদিনে [illegible] হইতে [illegible] হইলেন, এবং নি-[illegible] সৈন্য, সংখ্যায় অল্প দেখিয়া নিকটস্থ [illegible] মুসলমান [illegible] সৈন্য [illegible] আনিয়া [illegible] শিবির হইতে [illegible] ঘোষণা প্রচার করিলেন। [illegible] আবুবক্‌ ইবিন আম্র আসকে এই [illegible] লিখিলেন;—

‘খালেদ ইবিন ওয়ালিদ, আমরু ইবিন্ আল আসের নিকট।—করুণাময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে, তিনি তোমার মঙ্গল করুন। সপ্ততিসহস্র গ্রীক ঈশ্বরের আলোক নির্ব্বাপণে উদ্যত, তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে মুসলমান ভ্রাতৃগণ আজিনাদিনাভিমুখে যাত্রা করিল। আল্লা অবশ্যই ঐশতেজ রক্ষা করিবেন। তোমার সমগ্র সৈন্যসহ আজিনাদিনে আসিয়া উপস্থিত হও, ঈশ্বরানুগ্রহে সেখানে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।’

এই সংবাদ পাঠাইয়া খালেদ ডামাস্কস্ হইতে সমগ্র সৈন্য লইয়া আজিনাদিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি আবু ওবিদাকে প্রধান সেনাপতির পদে বরণ করিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি খালেদ বর্ত্তমানে তাঁহার প্রধান সৈনাপত্য শোভা পায় না। সুতরাং আবু ওবিদা সৈন্য সম্পত্তি, অস্ত্র শস্ত্র, স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার এবং লুণ্ঠনদ্রব্যাদি রক্ষায় নিয়োজিত রহিলেন।

সমস্ত সৈন্য ডামাস্কস্ হইতে অপসারিত হইবামাত্র, পিটার এবং পল নামক দুই ভ্রাতা নগরী হইতে বাহির হইল। পিটারের অধীনে ষণ্ঠসহস্র পদাতিক এবং পলের অধীনে ছয়সহস্র অশ্বারোহী ছিল। তাহারা মুসলমানদিগকে পশ্চাদ্দিক হইতে

[illegible] করিলেন। যদি না করেন করিয়া
[illegible] কলঙ্ক হইবে না।'
কৌলা নাম্নী একজন সাহসিকা রণরঙ্গিনী
এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তাহার বাক্যে
অন্য সকলে সম্মত হইয়া প্রত্যেকে এক এ-
কটি দণ্ড হস্তে লইল। কৌলা বলিলেন
'এস সকলে চক্রাকারে দণ্ডায়মান হই, এ-
কটি প্রাণীও যেন আমাদের মধ্যে প্রবেশ
করিতে না পারে। বিপক্ষের অস্ত্রাঘাত ব্যর্থ
করিয়া আপন আপন দণ্ডদ্বারা তাহাদের
মস্তকে গুরু আঘাত করিবে।'

দিরারের যেমন বাক্য ও কার্য্যে দূরত্ব
ছিলনা; যেমন বলিতেন তেমনই তৎক্ষণাৎ
অনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন, কৌলার
স্বভাবও সেইরূপ ছিল। তাঁহার বাক্য স-
মাপন হওয়া মাত্র একজন গ্রীক আসিয়া
সেখানে উপস্থিত হইল; কৌলা তাহাকে
একাঘাতে মস্তকচূর্ণ করিয়া হত করিলেন।

এই গোলযোগে আমোদপ্রমোদলিপ্ত
সৈনিকগণ বস্ত্রগৃহ হইতে বাহির হইল। তা-
হারা রমণীগণকে বেষ্টন পূর্ব্বক মিষ্টবাক্যে
প্রবোধ দিতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু যে
কেহ সমীপস্থ হইল তাহার আর প্রবোধ
পাইতে বিলম্ব হইল না। পিটার দেখিল
কৌলা রণরঙ্গিনী বেশে সগৌরবে দণ্ডায়-
মানা, যে কেহ নিকটস্থ হইতেছে তাহাকেই
সংহার করিতেছেন! সুন্দরীর সেই সময়ের
সেই মনোহর ভয়ঙ্কর রূপমাধুরী দেখিয়া
সে একবারে মোহিত হইল। তাঁহার যেন
কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ না করে এই বলিয়া
ঘোষণা প্রচার পূর্ব্বক মৃদুবাক্যে কৌলার
[illegible] ভীষণ ভাব প্রশমিত করিতে পিটার
[illegible]। পুনরায়
আর, [illegible] তাহার দি[illegible]
উপার্জন [illegible]। [illegible] তাঁহার প্রাণদণ্ড
দ্বারা [illegible] ও বৈরিক [illegible]
র্মক, গায়ক, কুকুর, নরঘাত, নাস্তিক [illegible]
শব্দে তাহার প্রতি অবজ্ঞাবর্ষণ [illegible]
লাগিলেন। তখন নিজার ক্রুদ্ধ হইয়া সৈ-
ন্যগণকে নারীহত্যায় প্রবৃত্ত হইতে আদেশ
দিলেন। তাহারা আজ্ঞা মাত্র তরবারি
হস্তে আক্রমণ করিল। এই অসমযুদ্ধ শী-
ঘ্রই শেষ হইয়া যাইত, কিন্তু এমন সময়
খালেদ ও দিরার সেই স্থানে দ্রুত অশ্বচা-
লনে উপস্থিত হওয়াতে তাহা হইল না।
খালেদ অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিলেন। কিন্তু
দিরারের অশ্বপৃষ্ঠে জিন পর্য্যন্ত ছিলনা, তিনি
বল্লম হস্তে উপস্থিত হইলেন।

এইরূপ অভাবনীয় ঘটনায় পিটারের
হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে তখন ললনা-
গণকে নিরস্ত্র প্রত্যার্পণ করিয়া যশোলাভে
লোলুপ হইল। সে তাহাদিগকে বলিল
'আমাদেরও স্ত্রী এবং ভগ্নী আছে, তো-
মাদের সাহস ও আত্মরক্ষা প্রণালীদৃষ্টে
সম্মান করি। তোমরা নির্বিঘ্নে তোমাদের
স্বদেশীয়গণের নিকট গমন কর।'

এই বলিয়া পিটার অশ্বের মস্তক অন্য-
দিকে ফিরাইবা মাত্র কৌলা একাঘাতে অশ্ব-
পদ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, অশ্ব আরোহিসহ
ভূতলে পতিত হইল। দিরার তৎক্ষণাৎ বল্লমে
তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন; এবং অশ্ব
হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার মস্তক দেহ
বিচ্ছিন্ন করিয়া বল্লমে বিদ্ধাবস্থায় সকলকে
দেখাইলেন। অনন্তর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

মরুপ্রদেশ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নগরীতে পলায়ন করিল। তাহারা মুসলমান শিবির হইতে যে সমস্ত দ্রব্য অপহরণ করিয়াছিল তদতিরিক্ত তাহাদের আপন অশ্ব, অশ্বতর, অস্ত্র এবং সমগ্র ভাণ্ডার মুসলমানগণের হস্তগত হইল।

বৃদ্ধ বসানেংপন খালেদের শিবিরে নীত হইল। খালেদ তাহাকে তাহার ভ্রাতা পিটারের মস্তক দেখাইয়া বলিলেন, 'এই মুহূর্ত্তে যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না কর, তোমার পরিণামও এইরূপ হইবে।' পর ভ্রাতার মস্তক দর্শনে ক্রন্দন পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিল; এবং বলিল অতঃপর আর তাহার বাচিয়া থাকার বাসনা নাই। খালেদ বলিলেন, "বিলক্ষণ!" তখন সঙ্কেত করা মাত্র গলের শিরশ্ছেদ হইল।

মুসলমান সৈনা মূল শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া দেখিল আবু ওবিদা সমস্ত সৈনা উপযুক্ত রূপে সমাবেশপূর্ব্বক শিবিরের রক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত আছেন। ঐ স্থান হইতে ওয়ার্ডান এবং তাঁহার সৈনাগণ কত দূরবর্ত্তী ছিল তাহা জ্ঞাত ছিলেন না বলিয়া আবুওবিদা তাদৃশ সতর্কতা অবলম্বন করেন। এক্ষণে জয়ী সৈন্যগণ রণক্লান্তির পর বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অতীত যুদ্ধের ফল, বিগত বিপদ এবং ললনাগণের প্রশংসনীয় শৌর্য্য তাঁহাদের আলাপের প্রধান বিষয় হইল।

শ্রী ব্র:—

গ্রীক এবং হিন্দু।*

১২৮৩।

প্রথম প্রস্তাব।

ফলদ্বয় একই বৃক্ষে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন গতিদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে দোষ কাহার?—ফলের দোষ কি? কার্য্য কারণ সংযোগে যাহা ঘটিবার, তাহাদের ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। অতএব নিয়তি প্রবলা। কৃত আয়োজনের উপার্জ্জিত ফলের নাম নিয়তি। ইহার অন্যতর আখ্যা ভাগ্য। নিয়তি আর্য্যজাতীত দোষ-গুণবিহীন, পক্ষপাত বিচ্ছিন্ন, নিত্য স্বভাবে প্রভাবুবী। যৎকর্ত্তৃক যে ভাবে ও যেরূপে অঙ্কিত হয়েন, তাহার নিকট সেইরূপ ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। অতএব উপস্থিত গুতা-

* এই প্রবন্ধের প্রথম ৮।১০ পৃষ্ঠা একবার আর্য্যদর্শনে প্রকাশ হয়; কিন্তু প্রকাশের অবিলম্ব পরেই ইহাতে এত পরিবর্ত্তন হয় যে, প্রকাশিত অংশের সহ এক্ষণে সেই অংশের সাদৃশ্য অতি অল্পই। এই প্রবন্ধ ১২৮১ সালে লিখিতে আরম্ভ হইয়া ১২৮৩ সালে শেষ হয়। চিন্তাশক্তির প্রথম উদ্রেক কালে যাহা লিখিত হইয়াছে, বর্ত্তমান [illegible]

...ত্তের জীবন অর্জনা প্রণালীকে বলিতে হইবে, নিয়তি নহেন। বৃক্ষ ফল—জড়বস্তু, সে অর্জনার উপর স্বেচ্ছাবিহীন, সুতরাং অপরের ইচ্ছার চালিত। কিন্তু মনুষ্য অজড় জ্ঞানময়, তাঁহারা স্বয়ং না অন্যের ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া থাকে? এ জগতে বহুবিধ মহামহোপাধ্যায়গণ সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া, এ বিষয়ের যথাশক্তি মীমাংসা করিয়া, এবং গ্রহণীয় সত্যজ্ঞানে তাহা মানবগণকে গ্রহণ জন্য শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। দেশভেদে, লোকভেদে, বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র, এ বিষয়ে নিজ নিজ মীমাংসা, স্বয়ং ঈশ্বর-কৃত মীমাংসা জ্ঞানে, আজি পর্য্যন্ত এ জগতে প্রচার করিয়া ফিরিতেছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এত মীমাংসার একটি মীমাংসাও আজি পর্য্যন্ত জন-সমাজ সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত গ্রহণ করিয়া, নবানুসন্ধানে ক্ষান্ত হইতে পারিল না। কেমন করিয়া হইবে?—হইবার কথা নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া ইহাও মনে ভাবিওনা যে মীমাংসা-প্রচারকগণ মিথ্যাবাদী, এবং জ্ঞানপূর্ব্বক আপনাপন মত প্রচারের দ্বারা সমা[illegible] উপর জুয়াচুরি চালাইয়া গিয়াছেন! তাহা নহে। তাঁহারাও স্ব স্ব সীমায় যথাসম্ভব সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছে,—হইতে পারে, সে সত্য তোমার

[illegible] জীবন-প্রবাহে অনুকূল হইতে পারিবে[illegible]। বাইবেল শাস্ত্রানুসারে মনুষ্য যে-[illegible]ময়, স্বভাবতঃ যাহা কিছু, তাহার নিজ ইচ্ছা চালনের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রুতি অনুসারে, কর্ম্মসূত্র মানবীয় ইচ্ছার পরিচালক; কিন্তু এ কর্ম্মসূত্রের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বাধীন ইচ্ছাই প্রবলা। অতএব কথিত শাস্ত্রদ্বয়ের মতে বলিতে হইবে যে, মনুষ্য যথেচ্ছা নিয়তির অর্জনা করিয়া যথাসম্ভব ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু আমার সম্বন্ধে দেখিলাম সে কথা সমগ্র খাটিতেছে না। দিনেকের তরেও জগৎ-সৃষ্টির দিন হইতে ইচ্ছাবশে অদৃষ্টপূর্ব্ব ফল লাভে সামর্থ্য দেখিলাম না, তবে কি এ স্বেচ্ছা আকাশ-কুসুম, কল্পনা মাত্র? শ্রুতির মতে যে কর্ম্ম-সূত্রের মূল স্বাধীন ইচ্ছা, সাংখ্যকারের মতে তাহার 'মূলে মূলাভাবাৎ অমূলং মূলম্।' একথা নিতান্ত মন্দ নহে। ফলতঃ স্বে[illegible] অস্তিত্ব থাকিলেও, তাহা চিরনিয়ন্তৃ ইচ্ছা [illegible] সমক্ষে অন্ধ, স্বয়ং কর্ম্মক্ষম নহে; কর্ম্মসূত্র প্রবলা, এবং আপাতদৃষ্ট স্বেচ্ছা কর্ম্মসূত্ররূপ কারণের কার্য্য মাত্র। যে কর্ম্মসূত্র-বশে জড়বস্তু ফল চালিত হইয়া থাকে, অজড়বস্তু জ্ঞানময় মনুষ্যও তাহার দ্বারা পরিচালিত

পালীর সহ যে তাহার কিছু রূপান্তর দৃষ্ট হইবে, তাহাতে কিছু মাত্র বৈচিত্র নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমি আমার বর্ত্তমান চিন্তাপ্রণালীর অনুবর্ত্তী হইয়া নানা কারণে তাহা সংশোধন করিতেও প্রস্তুত নহি। তা যাহাই হউক, পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগে পর্ব্বত, সমুদ্র, বন, নদী, গুহা, যতই কেন থাকুক না, [illegible] ভুবন-সমগ্র দেখিতে যাইবে, দেখিতে পাইবে, পৃথিবী ফলতঃ গোলাকার। পাঠক, আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিও, [illegible] আমার প্রিয়শ্রোতা বাঙ্গালাদের সঙ্গে পরিচয় হয় নাই।

হয়;—জড় অজড় সকলেই কর্ম্মসূত্র[illegible] দৃষ্ট বা অদৃষ্টপূর্ব্ব যথাযথরূপ ফল লাভ [illegible]রিয়া থাকে। কিন্তু এ[illegible] কি? আ[illegible]পাততঃ এই পর্য্যন্ত বলিলেই [illegible]প্ত হইবে যে, নিয়ন্তা নিয়োজন অনুরূপ প্রাপ্ত-শক্তি-প্রকৃতি হইতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও প্রাকৃতিক ক্রিয়া। স্বর্গে নক্ষত্রমণ্ডল, মর্ত্ত্যে পার্থিব বস্তু নিকর, এক কথায় এই বিশ্বস্থিত পরমাণুটি পর্য্যন্ত সেই মোহমন্ত্রে পরিচালিত।

যে কর্ম্মসূত্রকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও প্রকৃতিকা ক্রিয়া বলিয়া উপরে ব্যাখ্যা করা গেল, তাহার আবার মূলানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সেই কর্ম্মসূত্রের মূল নিয়ন্তৃ-নিযুক্ত নিয়ম, এবং উহা তাহার বাহ্য প্রচার মাত্র। যে হেতু উদ্দেশ্য হইতে নিয়মের উদ্ভব, অতএব নিয়ম এবং তৎপ্রচারণারূপি কর্ম্মসূত্র, সেই উদ্দেশ্যানুরূপ কর্ম্মসাধন জন্যই গতিশীল হইয়া থাকে। এখন বলা বাহুল্য যে কেবল ব্যক্তি[illegible] মানবজীবন নহে, সমগ্র মানবীয় জীবন সমষ্টিও, অখণ্ডিত একত্র ভাবে নিয়ন্তৃসম্ভব কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কর্ম্মসূত্রবশে নির্দ্দিষ্টপথে অবিরত গতিশীল হইয়া ছুটিতেছে। সেই মহদুদ্দেশ্যের বিভিন্ন ভাবযুক্ত বিভিন্ন দিক বা অংশসমূহের ক্রম-পূর্ণতা সাধন করিয়া, সম্পূর্ণ পূর্ণতা অভিমুখে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সেই মানবীয় জীবন সমষ্টি, তত্তৎ অংশ সাধ্যানুসারে, খণ্ডে খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। জীবন সমষ্টির সেই খণ্ড সমূহের প্রতিখণ্ড, এক একটি বিভিন্ন জাতীয় জীবন। সেই জাতীয় জী[illegible] যাহারা অনুসরণ করিয়া থাকে বা করিতে বাধ্য, তাহাদের যে সমষ্টি তাহাকেই জাতি বলা যায়। এই জাতিসমূহের যে যেমন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া থাকে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও প্রাকৃতিক ক্রিয়া, অর্থাৎ কর্ম্মসূত্র, তাহার অনুকূল;—অথবা কার্য্যক্ষেত্রে আদিষ্ট কার্য্য হইতে যাহাতে বিচলিত হইয়া পলাইতে না পারে, কর্ম্মসূত্র তৎপক্ষে একরূপ নিগড় স্বরূপ। প্রকৃতি তাহার অনন্ত বিস্তৃত স্বরে নিরন্তরই এই ঘোষণা করিতেছে যে, তুমি যে কার্য্যক্ষেত্রে উদ্ভব হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, সর্ব্বান্তঃকরণে সেই কার্য্যক্ষেত্রের অনুসরণ কর, যেহেতু তজ্জন্যই তোমার উৎপত্তি; যদি ব্যতিক্রম করিতে চাও তবে ধ্বংস হইবে,—ধ্বংস ভিন্ন তোমার আর গত্যন্তর নাই। আমি ভারতীয় ব্রাহ্মণসন্তান, সহস্র গো উদরসাৎ, বা সর্ব্বাঙ্গ জামা টুপিতে ঢাকিয়া ফেলিলেও, আমার ভারতীয় প্রকৃতি ঘুচাইয়া ইয়ুরোপীয়ত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবনা? প্রত্যুত ধ্বংস-পথে কেবল সেই পরিমাণে অগ্রসর হইয়া আসিব [illegible] একেবারে পরিবর্ত্ত—একেবারে ধ্ব[illegible] সংসারে এক জাতির যদি জাত্যন্তর পরিগ্রহণে সমর্থ থাকিত, বলিতে পারিনা, এমগতে কত জাতি বিনিময় হইত, তাহার সংখ্যা হইতে পারিত কিনা। বোধহয় বিনিময় কার্য্য এতই বাহুল্যযুক্ত হইত যে, তাহার জন্য অসংখ্য বাণিজ্যাগার না খুলিলে কার্য্য চলিত না। কিন্তু তাহা হইবার নহে।*

* এক্ষণে যে এই প্রবন্ধ লেখকের স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব লোপ [illegible]

অতএব এ সংসারে সমগ্র মানব জাতির প্রতি অবলোকন করিলে, যতক্ষণ যাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা না হইবে, ততক্ষণ তাহার কাহাকেই ফেলিবার যো নাই। ফেলিবার সময় হইলে তোমাকে আমাকে তজ্জন্য ক্লেশ পাইতে হইবে না, তাহারা আপনা হইতেই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইবে। অতএব কার্য্য কল যাহার, তাহার নিকট সকল কর্ম্মকারকই সমান্ ব্যাথার বস্তু। এই কথা মনে রাখিয়া জাতীয় জীবন সমালোচনা করিলে, ইহাই আলোচ্য যে কোন্ জাতি কিরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার কার্য্য কি, এবং সে কার্য্যসমাধায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। কোন্ জাতি সাংসারিক ব্যাপারে ছোট, কোন্ জাতি বড়, এ আলোচনা উহা হইতে স্বতন্ত্র; এবং এরূপ আলোচনায় যে মীমাংসা তাহা কেবল পাগলেরই তুষ্টিকর হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্য শরীরী হওয়ায় কিয়দংশ পাগল বলিতে হইবে; অতএব সেই পাগলামির তৃপ্তি করিয়া, তুষ্ট[illegible] শাস্তাবী গাম্ভীর্য্য ও গুরুকর্ম্মানুসরণ [illegible]নে উদয় করাই- [illegible] নির্দ্দিষ্ট [illegible] আবশ্যক হ[illegible]য়া থাকে [illegible]টি বড়, তত্তৎকার্য্যের গুরুত্ব [illegible] যেমন একজন মনস্তত্ত্ববিদ্ ও একজন শিল্পকার, উভয়ই সমাজের পক্ষে সমান আবশ্যকীয় বটে, কিন্তু তথাপি কার্য্যের গুরুত্ব হেতু মনস্তত্ত্ববিদের প্রথম আসন, দ্বিতীয় আসন শিল্পকারের। জাতীয় ছোটত্ব ও বড়ত্বও তদ্রূপ। আমাদিগের প্রস্তাবিত জাতিদ্বয়ের মধ্যে কে ছোট কে বড়, তাহা পাঠকেরা আপনাপনি আলোচনা দ্বারা স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে মীমাংসা করিয়া লইবেন। তৎপক্ষে আমাদিগকে কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই।

একবংশজ সত্ত্বেও, হিন্দু এবং গ্রীক জাতির অবস্থাগত বৈষম্য, এই কর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ম্মসূত্রবশে উদ্ভূত। আদিতে আমি এবং একজন গ্রীক পৃথক ছিলাম না। আমার এবং একজন গ্রীকের পিতৃভূমি স্বত[illegible], বাইবেল-ভূমিও নহে। পিতা মাত[illegible] বা আদম্ ও ইবও নহে। কুলপতি স্বতন্ত্র বা মুসা নহে। রাজা স্বতন্ত্র বা দাউদ নহে। আমাদিগের উভয়েরই পিতৃস্থান সেই

"সপ্তর্ষিণাং স্থিতির্যত্র যত্র মন্দাকিনী নদী।
দেবর্ষি চরিতং রম্যং যত্র চৈত্ররথং বনং॥"

এবম্ভূত সর্ব্বসুখপ্রদ স্বর্গসম উত্তরকুরুবর্[illegible] মূর্ত্তিমান্ সৌম্যরূপে যথায় সপ্তঋষি বাস [illegible]রিতেছেন, যথায় সুধাস্রাবী কলনাদিনী [illegible]কিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে, [illegible] দেবর্ষিচরিতে পরিবেষ্টিত, এবং যথা[illegible] রথ কানন দেব-গন্ধর্ব্ব-বিলাস যোগ্য প্রা[illegible]তিক-মাধুর্য্য পূর্ণভাবে বিস্তার করিতেছে, সেই স্বর্ণসম উত্তরকুরুবর্ষ, আমাদিগের [illegible]

হইতেছিল, এখন দেখা যাইতেছে যে সে লোপ বস্তুতঃ নহে, কেবল একদেশ দর্শন অনুরোধে। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে স্বাধীন ইচ্ছা আছে, নতুবা আমাদের আত্মধ্বংসের ক্ষমতা আসিল কোথা হইতে। ফলতঃ আত্মধ্বংসের ক্ষমতা যদি [illegible] লেখক অস্বীকার করিতেন, তাহা হইলে আমি বড়ই চটিতাম, কারণ তাহা [illegible] যে সয়তানের ঘর বেবন্দোবস্ত হইয়া [illegible] ইতি। —বাহারাম। ১২৮৭।

[illegible] তুর মানস
পুত্র স্বায়ম্ভুব, এ[illegible] অনু-
রূপা। কুলপতি সপ্তঋষি, অদ্যাপি যাঁহারা
জ্যোতির্ময় গগনে জ্যোতিঃ বিস্তার করি-
তেছেন। স্বায়ম্ভুবের প্রিয়ব্রত, সকাননা
সাগরাম্বরা সসপ্তদ্বীপা পৃথিবীর উপর তাঁ-
হার আধিপত্য। মধুস্রাবী একই ভাষা,
যুগযুগান্ত গত হইয়াছে, তথাপি আর্য্যপ-
র্য্যন্ত ভাষাদ্বয়ে শাব্দিক ও বৈয়াকরণিক ঐ-
ক্য তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এইরূপে
একস্থানে, এক পিতৃদেবতার বশবর্ত্তিতায়,
একদেবতাপূজক হইয়া, গ্রীক এবং হিন্দু
গণ একজাতি থাকিয়া, একই ভাবে ও একই
বৃত্তিশালী হইয়া, আহার বিহার বিলাস বি-
স্তার পূর্ব্বক কালযাপন করিতেন। ভিন্নতার
নামমাত্রও পরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু কোন
সংযোগই চিরদিনের নহে! পিতাপুত্রে পৃ-
থক্ হইয়া থাকে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় পৃথক্ হ-
ইয়া থাকে, সুতরাং এ সংযোগও চিরদিন
থাকিবার নহে। সংযোগে পালনযোগ্য
ন্যস্ত-কার্য্য সমাপ্ত হইলেই, একক হউক-বা
[illegible]পর নবসংযোগে হউক, নূতন আদিষ্ট কার্য্যে
প্রবৃত্ত হইতে হইবে। পূর্ব্বসংযোগ আর
রক্ষা হইবার কথা নহে। কালবশে ইঁহাদে[র]
[illegible] সংমিলন ভাঙ্গিল, মহদুদ্দেশ্যক অভাবের
[illegible] হইল, স্বস্থান প্রচুর বোধ হইল না;
[illegible]বা যে কোন কারণের উপস্থিতিতেই হ-
[illegible]ক যেরে, পার্থক্য অবলম্বন
[illegible] স্বপ্নলালসায় স্বস্থান পরি-
[illegible] পূর্ব্বক যদৃচ্ছা অভিগমনে প্রবৃত্ত হ-
[illegible] হিন্দুগণ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই হ-
[illegible], হস্তে পদ্মযোগ, বিশাল হিমাদ্রিচূড়া
লঙ্ঘন করিয়া, [illegible] ভারতবর্ষে এবং
[illegible]দের [illegible], অবতীর্ণ হইলেন। অন্য
দিকে গ্রীকগণ বহুতর নদ নদী পর্ব্বত বন-
দেশ অতিক্রম করিয়া, বহুকষ্টভোগে, বহু-
কাল ও বহুশ্রমে, বহুদূরে ভ্রমণান্তে, সমুদ্র-
তীরবর্ত্তী হেলাসভূমিতে পদার্পণ করিলেন।
স্ব স্ব উপনিবেশস্থলে পদার্পণ মাত্রেই শা-
ন্তিলাভ উভয়ের মধ্যে কাহারই ভাগ্যে বি-
ধাতা লিখেন নাই। উভয়েই উভয় দেশে
পদার্পণ মাত্র দেখিলেন যে, তত্তৎস্থানের
আদিম অধিবাসিগণ উভয়েরই নিকট প্র-
তিদ্বন্দ্বিভাবে দণ্ডায়মান।—ভারতে প্রতি-
দ্বন্দ্বী, দৈত্যকুল; হেলাসে পিলাসগি। উভ-
য়েই উভয়কে দমন করিয়া, এবং দাসত্বপদে
আনিয়া, আপনাপন প্রভুত্ব স্থাপনের সূত্র-
পাত করিলেন। বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থা-
সঙ্কুল ঘটনাতিক্রমের বিভিন্নতা পরিত্যাগ
করিলে, উভয়জাতির মধ্যে ছাড়াছাড়ি হ-
ইয়া দূরান্তরে পতিত হইলেও, বৃত্তির এখ-
নও একতা ব্যত্যয় ঘটিয়া উঠে নাই বলিতে
হইবে। কিন্তু এ একতা আর অধিকক্ষণ
থাকে না। স্ব স্ব [illegible] কর্ম্মক্ষেত্রে ইহা-
দের প্রকৃত আরম্ভ হইল।

হিন্দু এবং গ্রীক, এতদুভয় জাতি যৎ
কালে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, স্ব স্ব গন্তব্য
এবং অধিকৃত দেশদ্বয়ে পদার্পণ করিয়াছিল,
সেই সময়ে, সেই স্মৃতিবহির্ভূত সময়ে, স-
মস্ত জগৎ ঘোর মূর্খতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন
ছিল। পার্থিব প্রাণির সমস্ত জগৎ একরূপ
পাশববৃত্তি অবলম্বন করিয়া বনে বনে,
গিরি-গহ্বরে, সমুদ্রবেলায়, স্বচ্ছন্দে আ-
হার লালসায় যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া বেড়া-

...। মিসর এবং ...ীয় সভ্যতার তি- ...লোক তখনও প্রস্ফুটিত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। যদি হইয়া থাকে, তবে তাহা বোধ হয় তত্তৎ দেশমধ্যে আবদ্ধ, এবং দেশবহির্ভাগের যে কোন বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কবিরহিত ছিল। সুতরাং হিন্দু এবং গ্রীক উভয় জাতিই স্বীয় স্বীয় গন্তব্যপথের পরিচালক বন্ধু বা শক্রস্বরূপ দ্বিতীয় কাহাকে প্রাপ্ত হয়েন নাই।

মানবচিত্ত শৈশবে বিচারবিহীন, বিকারবিহীন, দুগ্ধমথিত সদ্যনবনীতবৎ নির্মল, কোমল, টল টল করিতেছে, পিপীলিকাটি পর্যন্ত তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেলে, তাহাতে পায়ের দাগ বসিয়া থাকে। চক্ষু নলিন, নবীন, পূর্ব্বদর্শনশূন্য, অকপট। যে যে ভাবে নয়নসমক্ষে উপস্থিত হইতেছে, চিত্ত তাহাকে বিনা বাক্যব্যয়ে অবিকল সেই ভাবে গ্রহণ করিতেছে। এ সময়ে যে কোন বস্তু, ইচ্ছা করিলেই সেই নেত্র এবং চিত্তসমক্ষে, রোষ, তোষ, ভয়, বিস্ময়, মোহ প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা তাহাই উৎপাদনে সমর্থ হয়। এ সময়ে অবস্থা সহকারে যে যে ভাবে সেই চিত্তকে আকর্ষণ করিবে, উহা যথানিষ্ঠরূপে সেই ভাবে আকর্ষিত হইয়া অনুরূপভাবে শিক্ষিত হইবে। গ্রীক জাতি এবং হিন্দুরা উভয়েই সেই প্রাচীনকালে যদিও ব্যক্তিগত বলবীর্য্য, সাহস ও বীরদর্প প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণে পরিপূরিত ছিল, কিন্তু সে সকল গুণ মানবীয় গুণগণনায় নিকৃষ্ট শ্রেণীতে অবস্থান করে। যে গুণের উৎকর্ষে মনুষ্যত্ব বোধ হয়, যে জ্ঞানের প্রাচুর্য্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশ ও দীপ্তিমান হইয়া থাকে, সেই ... জ্ঞানের আধারস্বরূপ মানবীয় ... তাহাদের এই শৈশবকাল। চিত্ত অনুরূপ শৈশবে ছিল। এ সময়ের দর্শনশক্তির একমাত্র ...ই ভৌতিক ব্যাপার। কাজেই বাহ্য জগত যে সময়ে যে ভাবে যে মূর্ত্তিতে চিত্ত আকর্ষণ করিবে, উহা সেই ভাবে আকৃষ্ট, তাহাতে পূর্ণ ও শিক্ষিত হইবে। এই শিক্ষা বর্ত্তমান এবং প্রায় ভাবী জীবনপ্রবাহেরও পরিচালক হইয়া থাকে, বহুযত্নেও তাহার মোহ পরিত্যাগ করিতে কদাচিৎ সমর্থ হয়।

কিন্তু এস্থলে এক কথা বলা কর্ত্তব্য। উপরে যে মত প্রকাশিত হইল, তদ্দ্বারা যেন এরূপ বিবেচিত না হয় যে, একমাত্র বাহ্য জগৎই মানবজীবনের পরিচালক। স্থূলসম্পাদনপক্ষে বলবতী, অথবা মানবপ্রকৃতি আত্মস্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহ্যজগতের অধীন হইয়াছে। এস্থলে একটি বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা কর্ত্তব্য। আমরা এ প্রবন্ধে স্থানে কোথাও প্রকৃতি, কোথাও বাহ্যজগৎ, কোথাও বা মনুষ্যপ্রকৃতি, এবম্বিধ শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, কিন্তু এই উক্তোক্ত শব্দ কি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? প্রকৃতি অর্থে যাহার নির্ব্বাচন ও ক্রিয়া ফলে কর্ম্মসূত্রের উৎপত্তি; যাহা কেবল নিয়ন্তার পরবর্ত্তী, কিন্তু আর সকলের আদি; যাহা নিয়ন্তার আজ্ঞাবশে যথানিষ্ট কর্ম্মসূত্র নির্ম্মাণে নিরত রহিয়াছে; যাহা সর্ব্বব্যাপিনী, এবং যাহার আদি অন্ত কেবল নিয়ন্তার সন্নিহিত, তাহাই কেবল প্রকৃতিপদে বাচ্য। তদ্ব্যতীত প্রকৃতিস্থ আর সমস্ত

অর্থাৎ গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান—তাহা বাহ্যজগৎ। আবার বাহ্যজগৎ এবং মানবপ্রকৃতি উভয়ে স্বতন্ত্র পদার্থ। বাহ্যজগৎ নিয়ন্তৃ-ইচ্ছা পরিচালিত, আর মনুষ্য প্রকৃতি সেই [illegible] ইচ্ছার অনুগামী হইলেও [illegible] [illegible]নে কিয়ৎ পরিমাণে [illegible] কিন্তু মানব প্রকৃতি [illegible] পরি[illegible] শক্তি[illegible] হইলেও, বিনা অবলম্বনে [illegible] গাকরণে অক্ষম ; বাহ্যজগতের মুখাপেক্ষী, তাহার সহিত সংযোগ ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না। অন্তর, মন, অহঙ্কার, প্রজ্ঞা, মেধা, মতি, মনীষা, জুতি, স্মৃতি, ক্রতু, ইচ্ছা ইত্যাদি বৃত্তিনিচয় মনুষ্যপ্রকৃতির পৈতৃক সম্পত্তি, বাহ্যজগৎ হইতে প্রাপ্ত হয় নাই। চার্ব্বাক বা ডারবিনশিষ্যগণ বলিতে পারেন যে, আদিমকাল হইতে চেতনাচেতন উভয়ের ক্রমান্বয় সংঘাতে উক্ত সমস্ত বৃত্তি উদ্ভাবিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহা হইলে হইতে পারে, এবং যে তাহা গ্রহণ করিতে চাহে, তাহারই পক্ষে গৃহীতব্য। আমার পক্ষে, বিশ্বক্রিয়ার সহিত সহজে যাহা সামঞ্জস্য সাধক, এবং যাহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয় এবং গ্রহণীয়। যাহা হউক ঐ সকল বৃত্তি মনুষ্যপ্রকৃতির আছে বটে, কিন্তু বাহ্যজগতের সংস্রববিরহে ঐ সকল বৃত্তি অকার্য্যকর। উহারা শাণিত অস্ত্র স্বরূপ, কর্ত্তনযোগ্য দ্রব্য পাইলে কার্য্য করিল, এবং সেই কার্য্যে যত্ন পূর্ব্বক প্রয়োজিত করিলে, হয়ত ধারেরও বৃদ্ধি হইল ; কিন্তু যদি তাহা না পাইল, তবে অকার্য্যকর হইয়া অবয়বটি মাত্র লইয়া পড়িয়া থাকে, এবং অব্যবহারে হয়ত মরিচা পড়ায় ধা[illegible] একেবারে ধ্বং[illegible]। বাহ্যজগতের সহিত সম্পর্ক [illegible] [illegible], বৃত্তি লইয়া কি করিব ? [illegible] [illegible]ছে কিন্তু কি স্মরণ করিব ? [illegible] কোথায় ? আমার মনীষা আছে, কিন্তু কি লইয়া তাহা খাটাইব ?—যে [illegible]কিক বস্তু[illegible] অবলম্বন ভিন্ন পারলৌকিক বস্তু অনুভবের সম্ভব শরীরীর অসাধ্য, সে বস্তু কোথায় ? আমার অহঙ্কার আছে, কিন্তু কাহার সহিত পার্থক্য দর্শাইয়া এই বোধের ভাব সম্যক উপলব্ধি করিব ?—তুলনীয় বস্তুর অভাব। আর আর বৃত্তি সম্বন্ধেও তদ্রূপ প্রকার। এই সকল বৃত্তি নিয়োগ বা অনিয়োগে, উৎকর্ষ বা অপকর্ষভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমরা সাধারণ মানবীয় কার্য্যসমূহেও ইহা নিত্য প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি। ফলতঃ বৃত্তিসমস্ত যদি বাহ্যজগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, এবম্ভূত অকার্য্যকর হয় যে, তাহা হইলে মানবপ্রকৃতি অস্তিত্ব সত্বেও বৃত্তিবিহীনতা অপেক্ষা অধমভাব প্রা[illegible], অতিশয় অবাঞ্ছনীয় এবং হেয়তম হইয়া উঠে। কিন্তু সর্ব্বদর্শী নিয়ন্তার তাহা অভিপ্রেত নহে।

অতএব মানবপ্রকৃতি বাহ্যজগতের সংযোগ ভিন্ন কার্য্যারম্ভে সম্পূর্ণ অসমর্থ। আমরা যাহা করি, আমরা যাহা বলি, বা আমরা যাহা ভাবি, সে সকলেরই ভাব অগ্রে আমরা বাহ্য জগৎ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি ; নতুবা সে সকল নিষ্পন্ন করিতে পারিতাম না। মানবচিত্তের সহ বাহ্য জগতের সংযোগ, প্রথমটি দ্বিতীয়টির বিভাবে বিভাবিত হওয়া মাত্র, যদ্রূপ কৌমুদ বর্ণ

স্বস্থান পরিত্যাগান্তে বহুদূর অতিক্রম করিতে গিয়া, গ্রীস অপেক্ষা ভীষণতর জাগতিক মূর্ত্তিকে উপহাস করিতে করিতে সমাগত হইয়াছে, তাহাদের নিকট ইনি কি ভয় প্রদর্শন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন? ইহার প্রাণ স্বল্প, শক্তিও স্বল্প। দর্শনসম্পন্ন দৃঢ়তাযুক্ত মানবচিত্তকে মোহাভিভূত করিয়া, নিয়ত ভয়বিস্ময়ের অধীন রাখা ইহার কার্য্য নহে। ভারতে যেমন জাগতিক মূর্ত্তি দর্শনে মানবচিত্ত, বাহ্যজগতের নিকট আত্মপরাধীনতা স্বীকার করিয়া দাসবৎ রহিল, গ্রীকেরা তেমনি জাগতিক ভীষণতার অভাবে সাহস লাভ করিয়া, তদধীনতাস্বেও তাহার উপর প্রভুরস্থায়ে কার্য্য করিতে লাগিল। [illegible] জাগতিকমূর্ত্তি উচ্চ অবে সামান্য-প্রা[illegible] সুতরাং, তাহার অসামান্য ভাবে ত কখনই নহে, যদিও বা অপরিচিততায় তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া ক্ষণমাত্র বিস্মিত হইয়াছিল; কিন্তু পরক্ষণেই ফিক্রসের উপন্যাসষ্ট ভেককুল যেমন জুপিতুরের নিকট গাড়প্রা করায়, তৎকর্ত্তৃক একখণ্ড কাষ্ঠখণ্ড তাহাদিগকে রাজা স্বরূপ প্রদত্ত হইলে, ভেকেরা তদাগমনে কিয়ৎক্ষণ ভীত, কিন্তু পরক্ষণেই যেমন সেই ভয়ের অপনয়নে, রাজার উপর আরোহণপূর্ব্বক টিটিকারে নৃত্য এবং তাহাতে মনস্তুষ্টি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দেবতার নিকট আর একটি রাজার প্রার্থনা করিয়াছিল; গ্রীকেরাও তদ্রূপ পরক্ষণেই সেই ভয়ের কারণসকলের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, সদর্পে বাহ্যজগৎকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,"আর তোমার কি বিভীষিকা আছে উপস্থিত কর, ইহাতে কিছুই হইল না। পূর্ব্বে যে কিছু একটু ভয় ছিল, তোমার নিকট পর্য্যন্ত আসিতে বহু ঘটনায় তাহা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে তোমার একটু ভয়প্রদর্শনে সুখ বোধ হইল, নির্ভয়তা আরও বাড়িল। তুমি ভাবিয়াছ, আমাদের জীবন-উপায় পদার্থ সমস্ত লুকাইয়া রাখিবে, তাহা পারিবে না; তোমাকে চিনিয়াছি, আমরা তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিব।'

এখান হইতে সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে যে গ্রীক এবং হিন্দু, এতদুভয় জাতির চিত্তবেগ, পূর্ব্বে যাহা একই দিকে প্রবাহিত হইত, এখানে তাহা যথা-প্রকৃতি বিচালিত হইয়া, দ্বিধাভাবে বিপরীতদিকগামী হইতে লাগিল। হিন্দুরা নিকটস্থ অন্নপূর্ণা বসুমতী হইতে স্বচ্ছলতা প্রাপ্ত হইয়া, মনুষ্য-পদবীতে পদার্পণ করিয়া পাশবীয় ইতরবৃত্তি সমূহ হইতে অবসর পাইলেন বটে, কিন্তু জাগতিকমূর্ত্তিতে [illegible] এবং স্তম্ভিত হইয়া, এবং তন্নিকটে [illegible] দে লাঘবতর আত্মদীনতা দর্শন ক[illegible] ভক্ত্যুপবিহ্বল পূর্ব্বক যে অবলম্বন, এই মহাজগৎ কে,—কোথা হইতে ইহার এরূপ অদ্ভুতমূর্ত্তি,—উহার সঙ্গে সম্বন্ধ কি,—উহাই বা কোথায় যাইবে,—আমরাই বা কোথায় যাইব,—উহা কেন অথবা কাহার আজ্ঞাবশে আমাদের উপর এই প্রভুত্ব প্রচার করিতেছে,—এবং আমরাই বা কাহার নিয়মনিগড়ে আবদ্ধ হইয়া সেই প্রভুত্ব সহ্য করিয়া [illegible]সিতেছি," ইত্যাদি পারলৌকিক তত্ত্বে বাধিত [illegible] সেই তত্ত্বে [illegible] সমাহিত পূর্ব্ব[illegible] করি[illegible]। আর

কেরা প্রতিকূল বসুমতীর কোপে পতিত হইয়া, ইতরবৃত্তিনিচয়ের বশবর্ত্তিতায়, বাহ্য জগতের সহ মল্লযুদ্ধ এবং ক্রমে সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিবায়, পূর্ব্বসঞ্চিত আত্মনির্ভরতা গুণ আরও দৃঢ়তর হওয়ায়, সেই পরিমাণে পারলৌকিকতত্ত্বে আস্থাশূন্য হইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয়েরা একপক্ষে আত্মন্যূনতার আধার, আর একপক্ষে গ্রীকেরা আত্মসর্ব্বস্বতার আধার হইয়া উঠিল। এরূপ আত্মন্যূনতা এবং অলৌকিক শক্তির উপর আত্মনির্ভরতার গুণ,—ধর্ম্মবিষয়ে এবং চিন্তাবিষয়ে প্রাধান্যলাভ; এবং আত্মসর্ব্বস্বতার গুণ,—পার্থিব বিষয়ে প্রাধান্যলাভ ও তৎপরিমাণ অনুরূপ অলৌকিক শক্তি[illegible]র আস্থাশূন্যতা। এই উভয়বিধ[illegible] জাতিদ্বয়ের স্ব স্ব কি সাংসারিক [illegible], কি ধর্ম্মবিষয়, জীবনের সমস্ত কার্য্যেই প্রকাশমান দৃষ্ট হয়। ইতি প্রথমঃ প্রস্তাবঃ।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতাপসিংহ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।*

যুবক যুবতী।

বেলা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর। ঘোরসন্তপ্তা মেদিনী যেন চম্ চম্ করিতেছে। প্রচণ্ড রবিকিরণ প্রজ্বলিত বহ্নিবৎ প্রতীত হইতেছে। এইরূপ সময়ে কুমার রতনসিংহ দেবলবর নগরের রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে মহারাণা বা তাঁহার অধীনগণ দেবলবর রাজের সহিত সৌহার্দ্য রাখেন নাই। নানাকারণে মহারাণা বৃদ্ধ দেবলবর রাজের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার যাহাতে বিরাগ তাঁহার অনুগতগণেরও তাহাতেই বিরাগ। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহাদের মনোমালিন্য বিদূরিত হইয়াছে; মহারাণা এক্ষণে বৃদ্ধ রাজার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে সহচররূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি এক্ষণে আর কাহারও বিরাগভাজন নহেন। মহারাণার অপ্রীতি জন্মিবার পূর্ব্বে রতনসিংহ কখন কখন দেবলবর আসিতেন, কিন্তু যে পাঁচ বৎসর মহারাণা বৃদ্ধের উপর বিরক্ত ছিলেন, সে কয় বৎসরের মধ্যে কাহারও সা-

* পাঠকবর্গ [illegible]য়ের অপদেবতার কথা শুনিয়াছেন। আমরা এবার মুদ্রাযন্ত্রের অপদেবতা কর্ত্তৃক প্রকৃতই নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াছি। প্রতাপসিংহের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ বান্ধবের তৃতীয় সংখ্যায় পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং এই সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদ চতুর্থ সংখ্যায় মুদ্রিত হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না হইয়া তৎস্থলে ৯ম ও ১০ম পরিচ্ছেদ মুদ্রিত হইয়াছে। অতএব নিবেদন, যাঁহারা এই উপন্যাসটির আনুপূর্ব্বিকতা রক্ষা করিয়া পাঠ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ইহার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের পর এই দুই পরিচ্ছেদ পাঠ করিবেন, [illegible] চতুর্থ সংখ্যার মুদ্রিত অংশ [illegible]ঃ

হয় যে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখিবে। অদ্য পাঁচ বৎসর পরে রতনসিংহ আবার দেবল[illegible] নগরের রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া দৌবারিককে জিজ্ঞাসিলেন,—

'[illegible] কোথায়?'

[illegible]রিক সবিনয়ে নিবেদিল,—

'তিনি গত তিন দিবসাবধি বাটী নাই,—কোথায় আমরা জানি না।'

কুমার বলিলেন,—

'তিনি আজি আসিবেন কথা ছিল। কেন আইসেন নাই বুঝিতেছি না।'

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবার বলিলেন,—

'আমি আপাততঃ কিয়ৎকাল এখানে বিশ্রাম করিব।'

দৌবারিক বলিল,—

'অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সহিত আসুন।'

কুমার রতনসিংহ ভবনমধ্যে প্রবেশিলেন। দেবলবর রাজের প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাকে পরম সমাদরে সঙ্গে করিয়া একটি প্রকোষ্ঠমধ্যে লইয়া গেলেন। সেই প্রকোষ্ঠে একখানি কুশাচ্ছাদিত পালঙ্ক ছিল; রতনসিংহ তাহার উপর উপবেশন করিলেন। দুইজন ভৃত্য বায়ুবীজন করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে কুমার সেই খট্টোপরি গভীরনিদ্রাভিভূত হইলেন। অপরাহ্নকালে কুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন [illegible]লেন, সন্ধ্যা উপস্থিত প্রায়; আর এখানে অবস্থান করা বিধেয় নহে, বিবেচনায় সত্বর মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একজন দাসী আসিয়া নিবেদন করিল,—

'কুমারী যমুনাদেবী মহাশয়কে জানাইতে বলিলেন যে, তাঁহার পিতা দেবলবর রাজ কার্য্যানুরোধে এখানে উপস্থিত নাই। মহাশয়ের পদার্পণে তাঁহাদের ভবন প[illegible] হইয়াছে, কিন্তু মহাশয়ের সমুচিত অভ্যর্থনা তিনি কিছুই জানেন না। অতএব তাঁহার প্রার্থনা যে, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।'

কুমার জিজ্ঞাসিলেন,—

'কুমারী যমুনা এখন কেমন আ[illegible]'

'ভাল আছেন।'

রতনসিংহ বলিলেন,—

'কুমারীর সৌজন্যে আমি পরম প্রীত হইলাম। আমাদের আজি কালি কিরূপ অবস্থা তাহা অবশ্যই দেবলবররাজতনয়ার অবিদিত নাই। আমি সেই জন্যই সম্প্রতি তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছি।'

দাসী প্রস্থান করিল এবং অনতিবিলম্বে পুনরাগমন করিয়া নিবেদন করিল,—

'[illegible] অদ্য সন্ধ্যা উপস্থিত [illegible] অন্ধকারে [illegible] গমনে [illegible] এজন্য কুমারীর প্রার্থনা যে, [illegible] দিনান্তে পরমানন্দিত [illegible] গৃহে তাঁহাদিগকে [illegible]

কুমার কি[illegible] চিন্তা করিলেন; [illegible]

'তাহাই হইব[illegible] দেবলবররাজভবনেই [illegible] করিব বিশেষ যমুনা দেবীর যে [illegible]'—

দাসী বলিল,—

'[illegible] কুমারী যে কেবল আপ[illegible]তেছেন, তাহা নহে;

অতিথিসৎকার তাঁহার নিতান্ত প্রিয়কার্য্য। তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ। রাজার অর্দ্ধাধিক বৈষয়িক কার্য্য কুমারী নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। রাজ্যস্থ দীন, দুঃখী, মহৎ ভাবতে তাঁহাকে লক্ষ্মীস্বরূপা বলিয়া জ্ঞান করে।'

রতনসিংহ বলিলেন,—

'না হইবে কেন? দেবলবররাজ যেমন ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহার দুহিতাও অবশ্যই তদ্রূপ হইবে। কুমারী যে এত গুণবতী হইয়াছেন ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। কুমারী আমার অপরিচিতা নহেন; পূর্ব্বে আমার এখানে সতত যাতায়াত ছিল। গত পাঁচ বৎসর এখানে আসি নাই। কেন আসি নাই তাহা কুমারী অবশ্যই জ্ঞাত আছেন।'

দাসী করযোড়ে কহিল,—

'এ দাসীরও তাহা অবিদিত নাই।'

দাসী প্রস্থান করিল; কিছুকাল পরে [illegible] হইয়া নিবেদিল,—

'[illegible] সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত; [illegible] আগমন করুন।'

[illegible] তাঁহার অনুসরণ [illegible]

[illegible] উপযোগী আ[illegible] [illegible]মার তথায় গিয়া [illegible] জলসেচ। অতঃপর [illegible] দাসীরা নানাবিধ সুখাদ্য দ্রব্য আনিয়া দিল। অনতিবিলম্বে কুমারী যমুনা তথায় আগমন করিলেন। যমুনার বয়স ষোড়শবর্ষ। তাঁহার দেহ[illegible] সুকুমার—সর্ব্বত্র টলটলিত। [illegible] উজ্জ্বল ও গৌর। কেশরাশি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মুক্তামালবিজড়িত বেণী পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত। নয়নযুগল—টানা, স্থির, প্রশান্ত, উজ্জ্বল ও অসামান্য বুদ্ধির পরিচায়ক। তারাদ্বয় নিবিড়কৃষ্ণ। নাসিকা উন্নত[illegible] [illegible] চিক্কণ[illegible] নাসা বিদ্ধ, তা[illegible] বান মুক্তা[illegible] একটি নোলক লম্বমান। কর্ণদ্বয়ে দুই হীরকখচিত দুল বিলম্বিত। কণ্ঠ স্তরে স্তরে চিত্রিত, তাহাতে অনন্ত প্রস্তরখণ্ডপূর্ণ সৌবর্ণচিক পরিশোভিত। হস্তদ্বয় স্থূল, গোল ও সুকুমার। প্রকোষ্ঠে হীরকখচিত স্বর্ণবলয় এবং বাহুতে তদ্বিধ তাড়। তাঁহার পরিধানে অতি মনোরম ও স্বর্ণোজ্জ্বল পরিচ্ছদ।

যমুনা দেবলবর রাজের একমাত্র সন্তান। শতপুত্র হইলেও দেবলবররাজ যে আনন্দ না পাইতেন, এই কন্যা হইতে তদধিক আনন্দলাভ করিতেছেন। রাজকুমারী পিতার রাজকার্য্যের সহায়, আনন্দের হেতু, বিপদের বুদ্ধি ও গৃহকর্ম্মে কর্ত্রী। যখন যমুনা পঞ্চবর্ষ বয়স্কা, সেই সময় যমুনার মাতৃবিয়োগ হয়। দেবলবর রাজ আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। একে মাতৃহীনা, তাহাতে একমাত্র সন্তান, তাহাতে আবার একাধারে এত গুণ, সুতরাং যমুনা পিতার অসামান্য স্নেহের পাত্রী।

কুমারী যমু[illegible] [illegible]নে তথায় আগমন করিলেন, [illegible]সিংহ মোহিত হইলেন। দেখিলেন, তিনি তাঁহার পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে যাহাকে একাদশবর্ষীয়া বালিকা দেখিয়াছিলেন, সেই যমুনা এখন পূর্ণাঙ্গী। সে এখন যৌবনের সুসমৃদ্ধিপূর্ণ

...পথে প্রবেশ করিতেছে। আর সে ...কার সে তরলহাসি, সে তরলভাব নাই; ...জ্জা এখন তাহার সকল অঙ্গে মাখা। ...রতনসিংহ? রতনসিংহও এখন তেমন ...ড়াশীল বালক নহেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ...ড়ায় যাহার প্রধান আ...ল, আজি সে দেশের স্বাধীনতার জন্য...। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাহাদের বালক ও বালিকা বলা যাইত, আজি তাহারা যুবক ও যুবতী।

যমুনা অবনত মস্তকে লজ্জা-জনিত পরম রমণীয়ভাব সহকারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রকোষ্ঠ মধ্যস্থ প্রদীপজ্যোতিঃ তাঁহার কর্ণস্থ দীক্ষফ, নাসিকাস্থ মুক্তায়, কণ্ঠস্থ প্রস্তরে প্রতিভাত হইয়া জ্বলিতে লাগিল ও স্বভাব-সুন্দরীর শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত করিল। রতনসিংহ কি জন্য সে স্থলে বসিয়া আছেন তাহা ভুলিয়া গেলেন; কুমারী কি জন্য সেখানে আসিয়াছেন তাহা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। চিরপরিচিত ব্যক্তিদ্বয়ের আজি এই নূতন ভাব! উভয়ের সময়ের আগার হইতে পাঁচটি বৎসর চুরি গিয়াছে। সেই অপ্রকৃলতা উভয়ের এখন এই ব্যবহার শিখাইয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে যাহারা বালক ও বালিকা ছিল এখন তাঁ...রা যুবক ও যুবতী হইয়াছেন।

প্রথমে রতন...কহিলেন। জিজ্ঞাসিলেন,—

'কুমারি! আমাকে ...পারিতেছ না?'

যমুনা মস্তকে বলিলেন,—

'আপনি অনেক দিন আসেন নাই।'

'সেই জন্যই কি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ?'

কুমারী একটু হাসির সহিত মিশাইয়া বলিলেন,—

'আপনিই বরং আমাদিগকে ভুলিয়াছেন। আগে তো আপনাকে এখানে থাকিবার নিমিত্ত এত বলিতে হইত না।'

'আমাদের এখন যে সময় তাহা তো তুমি জান।'

'তাহা হইলেও একবার দেখা না করিয়া যাইবার কথা বলা নিতান্ত অপরিচিতের ব্যবহার।'

দোষ কুমারের সুতরাং তাঁহারই পরাজয় হইল। এমন সময় সেই দাসী তথায় আসিল। তখন যমুনা তাহাকে বলিলেন,—

'কুসুম! পিতা বাটী নাই সুতরাং কুমারের ন্যায় ব্যক্তির যথোচিত অভ্যর্থনা হইতেছে না। উনি হয়ত কষ্ট বোধ করিতেছেন।'

রতনসিংহ বলিলেন,

'তুমি আমার সহিত অত্যন্ত শিষ্টাচার আরম্ভ করিয়াছ; ইহা আমার পক্ষে এখানে এক প্রকার নূতন অভ্যর্থনা ব...'

'নূতন কেন? ...পরিচিত নূতন লো...'

আবার তাঁহা... সিংহ বলিলেন,—

'পাঁচ বৎসর এ... আসি নাই; কঠাৎ আসিলে বলি চিনিতে না পার—'

রাজকুমারী বাধা দিয়া কহিলেন,—

'যাহারা আপনার আত্মীয়তা ... বলিয়া জানে, তাহারা পরের আ... দূর বলিয়া মনে করিতে পারে না। আ...

নাকে পাঁচ বৎসর পরে দেখিয়া চিনিতে পারিব না ?'

কুমারের তিনবার পরাজয় হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, কুমারীর সহিত এতকাল পরে প্রথম সাক্ষাৎ দেবলবর-রাজের সম্মুখে হওয়াই বিধেয়। কারণ এই কালের মধ্যে কুমারীর বয়সের পরিবর্তনের সহিত হয় ত তাঁহার মনেরও অনেক পরিবর্তন হইয়া থাকিবে। হয় ত বালিকা যমুনার সহিত যুবতী যমুনার মানসিক ভাবেরও অনেক বৈষম্য হইয়াছে। দেবলবর-রাজ বাটী না থাকায় কুমার সাক্ষাতের প্রস্তাব করেন নাই এবং সেই দোষে উপলক্ষেই তাঁহাকে যমুনা অন্য এতাদৃশ অপ্রতিভ করিলেন। তখন কুমারী বলিলেন,—

'আপনি জল খাউন। আবার রাত্রির আহারো প্রায় প্রস্তুত।'

রতনসিংহ ভাবিলেন, যমুনা আমাকে যথেষ্টই লজ্জা দিয়াছেন, কিন্তু আমিও তাঁহাকে একটা বিষয়ে শোধ দিতে পারি। ছাড়িব কেন ? প্রকাশ্যে বলিলেন,—

'দেবলবররাজকুমারী যে রাজধানীর সমস্ত নিয়ম জানেন না বা জানিয়াও পালন করেন না, ইহা আশ্চর্য্য !'

কুমারী স্নিগ্ধ(?)ভাবে কুমারের মুখের প্রতি চাহিলেন। তাঁহার হীরকখচিত কর্ণাভরণ দুলিতে লাগিল। কুমার দেখিলেন—অপূর্ব্ব ! বলিলেন,—

'আমরা মহারাণার আদেশক্রমে পা[illegible]র আর কিছুর উপর আহার করি[illegible] কি তুমি জান না ?'

[illegible] কুমারী চমকিত হইয়া দুইপদ পিছাইয়া গেলেন এবং উচ্চে দৃষ্টিপা[illegible]রিয়া গদ্গদস্বরে কহিলেন,—

'ভগবন্ ভৈরবেশ ! তুমিই জান এ [illegible] দয়ে মহারাণার আদেশের কি মূল্য। [illegible] মার এই ক্ষুদ্রজীবনের বি[illegible]য়ে মহারা[illegible] আজ্ঞালঙ্ঘনপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।'

আবার কুমারের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—

'সর্ব্বনাশ ! কুমার আমাকে মার্জ্জনা করুন। আমার দোষে এভুল ঘটে নাই। কুসুমের অমনোযোগিতায় ইহা ঘটিয়াছে। যাহারই জন্য হউক, আমিই অপরাধিনী,— আমাকে মার্জ্জনা করুন।'

কুমার সানন্দে দেখিলেন, এই কুসুম-সুকুমারীর কোমল অন্তরেও কেমন রাজভক্তি ও স্বদেশানুরাগের তাড়িতলহরী খেলিতেছে। ভাবিলেন, 'এ দেশ কখনই অধঃপতিত থাকিতে পারে না।'

কুসুম ব্যস্ত সহ একখানি পাতা আনিয়া দিল এবং যমুনা খাদ্যদ্রব্য সমস্ত সেই পাতার উপর স্থাপন করিলেন এবং সেই স্বর্ণ-পাত্র দূর করিয়া ফেলিয়া দিলেন। আবার সন্ধ্যা হইলে রতন সিংহ রাত্রে আর আহার করিতে অস্বীকৃত হইলেন। বলিলেন,—

'বহুকাল [illegible] তোমাকে আজি দেখিয়া মন বড় [illegible]ল।'

কুমারী কথার [illegible] উত্তর দিলেন না। একবার মুখ তুলিয়া [illegible] দৃষ্টিতে রতন সিংহের মুখের প্রতি চাহিলেন। সে দৃষ্টি কত কথারই কার্য্য করিল !

আবার রতনসিংহ কহিলেন,—

'আমি তো কালি প্রত্যুষেই গমন করিব। হয় ত তোমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না।'

'কেন?'

'যে বিষম সমরায়োজন হইতেছে তাহাতে কে বাঁচিবে, কে মরিবে, কে বলিতে পারে?'

সুন্দরী অনেক নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—

'ভবানী করুন শিবার যেন জয়ী হয়।'

কুমার গাত্রোত্থান করিলেন। কুসুম তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বহিঃস্থ প্রকোষ্ঠে আসিবামাত্র প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন এবং এক সুবিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শয়নার্থ একখানি তৃণাচ্ছাদিত খট্টা দেখাইয়া দিলেন। কুমার তথায় উপবেশন করিলে কর্ম্মচারী নিম্নে বসিয়া মহারাণা, যুদ্ধ, যবন ইত্যাদি নানাবিষয়ক আলাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। কর্ম্মচারী বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কুমার শয়ন করিলেন—নিদ্রার জন্য, না চিন্তার জন্য? চিরকাল যাঁহাকে দেখিয়া আসিতেছেন, তাহাকে পাঁচ বৎসর পরে আজি একবার দেখিয়া এই অসিজীবী যুবকের হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল; আজি তাঁহার শয্যা চিন্তার নিকেতন হইল; আজি তিনি সংসার নূতন চক্ষে দেখিতে লাগিলেন; আজি কুমারী যমুনা তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করিতে লাগিলেন। কুমারের রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না। আরও একটি নিরীহ প্রাণীর নিকট সে রাত্রি নিদ্রা ভাল করিয়া দেখা দেন নাই। তিনি যমুনা।

অতিপ্রত্যূষে রতনসিংহ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং গমনার্থ প্রস্তুত হইলেন। যখন তিনি প্রকোষ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন তখন দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে যমুনা, তৎপশ্চাতে কুসুম। বিদায় [illegible] বিদায় গ্রহণ সমাপ্ত হইল। ইতি[illegible] হাঁর বৃত্তান্ত লেখা নাই বটে, কিন্তু আমরা শুনিয়াছি যে, সেই বিদায়কালে রতনসিংহ 'পত্তন নগর যাইব' বলিতে 'প্রতাপসিংহ নগর যাইব' বলিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং পথে ভুলক্রমে অশ্বকে অনেকক্ষণ বিপরীত পথে চালাইয়াছিলেন। আর কুসুম লোকের নিকট গল্প করিয়াছিল যে, রতনসিংহ চলিয়া যাওয়ার পরে চারি পাঁচ দিন যমুনা তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে 'কুমার' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রিয় হরিণশিশুকে [illegible] দিন আহার দেন নাই। কিন্তু এ সকল অমূলক লোকের কথা,—আমরা ইহার কোন প্রমাণ রাখি না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মস্তক বেদনা।

উদয়-সাগর বেষ্টন করিয়া যে অত্যুচ্চ প্রস্তরপ্রাচীর আছে, তাহার উত্তর ধারে পঞ্চাশটি পটমণ্ডপ স্থাপিত হইয়াছে। দুইটি বস্ত্রগৃহ অত্যুৎকৃষ্ট বনাতে রচিত। তাহার উপরিস্থ স্বর্ণকলস রবিকিরণে ঝলসিতেছে এবং উহার উচ্চদেশে বাদসাহের নিশান উড়িতেছে। অবশিষ্ট পটমণ্ডপগুলি

তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। বাদসাহ আকবরের প্রধান সেনানায়ক মহারাজ মানসিংহ সোলাপুর জয় করিয়া আসিতেছিলেন। উদয়পুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মহারাণা প্রতাপসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা জন্মে। ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তিমা- [illegible]বগত আছেন যে, মানসিংহ বাদ- [illegible]বরের পুত্র সেলিমের সহিত আপনার ভগিনীর বিবাহ দেন। এজন্য তিনি তেজীয়ান্ রাজপুতদিগের চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার পদপ্রতিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ হইলেও স্বজাতীয়েরা তাঁহাকে পতিত ও কলঙ্কিত বলিয়া নিন্দা করিত। অসাধারণ বুদ্ধিমান্ মানসিংহ লোকের মনোভাব বুঝিতে অক্ষম ছিলেন না। এই কলঙ্ক বিদূরিত করিবার কেবল একই উপায় ছিল। সে উপায়—মহারাণা প্রতাপসিংহের অনুগ্রহ। মহারাণা রাজপুতকুলের চূড়া। তাঁহার কার্য্যের বা ইচ্ছার দোষ উল্লেখ করে, এত সাহস বা সেরূপ মতি কাহারও নাই। অতএব প্রতাপসিংহ যদি তাঁহাকে কৃপা করেন, যদি দয়া করিয়া তাঁহার সহিত একত্রে আহার করেন, তবে আর কাহার সাধ্য তাঁহাকে ঘৃণা বা পতিত বলিয়া ধিক্কার দেয়। এই জন্য মহারাজ মানসিংহ স্থির করিলেন যে, মহারাণার ভবনে অতিথিস্বরূপে উপস্থিত হইলে তিনি অবশ্যই অনুকম্পা করিবেন। মানসিংহ অদ্য স্থির প্রতিজ্ঞ। প্রতাপের করুণালাভ করিতেই হইবে—এ অপমান আর সহিব না।

মানসিংহ শিবিরনিবেশ পূর্ব্বক সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি মহারাণার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষী এবং অদ্য তাঁহার দ্বারে অতিথি। প্রতাপসিংহ পুত্র অমরসিংহসহ সমাগত হইয়া মানসিংহকে সমাদর করিলেন। এই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের সাক্ষাৎ হইল। একজন গৌরব ও তেজ বিক্রয় করিয়া ধন, [illegible]দ্ ও ক্ষমতা লাভ করিয়া আনন্দিত; আর একজন ধন, সম্পদ্ ও ক্ষমতা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আপনার অসীম গৌরব ও তেজের বলে বলীয়ান্ ও আনন্দিত; একজন অমিত প্রতাপ বাদসাহের দক্ষিণ হস্ত—তাঁহার বিপদে সহায়, আনন্দে সুহৃৎ, মন্ত্রণায় সচিব ও অভ্যুদয়ের মূল; আর একজন, তাঁহার পরম শত্রু—তাঁহার পদের অবমাননাকারী, তাঁহার প্রতাপে অকাতর, তাঁহার দর্প হরণে চেষ্টান্বিত। একজন অযথা সম্পৎশালী, অত্যুন্নত পদ প্রতিষ্ঠাভাজন ও অসাধারণ সমরনিপুণ হইলেও বাদসাহের অধীন; আর একজন ধনজনগৃহশূন্য পথের ভিখারী হইলেও এ জগতে কাহারও নিকট মস্তক নত করেন না,—কাহারও অধীন নহেন। একজন রাজপুতকুলের চক্ষে ভ্রষ্ট ও পতিত; আর একজন তাহাদের চক্ষে স্বর্গের দেবতার ন্যায় ভক্তিভাজন ও তদ্রূপ সমাদরে পূজিত। একজন যাহা হারাইয়াছেন তাহা এ জীবনে আর পাইবার আশা নাই; আর একজন যাহা হারাইতেছেন, তাহা পুনরুদ্ধার করিবার শত সহস্র উপায় আছে। অদ্য এই দুই জন বিভিন্ন-অবস্থাপন্ন, বিভিন্ন-স্বভাবশালী, এবং বিভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিদ্বয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। অদ্য বাদসাহ আকবরের প্রধান সেনাপতি, অম্বর রাজ্যের

অধীশ্বর মহারাজ মানসিংহ, রাজ্যহীন, ... রণ্যবাসী, দরিদ্র প্রতাপসিংহের দ্বারে অতিথি—তাঁহার কৃপার ...।

সাক্ষাৎ, শিষ্টাচার ... সমাপ্ত হইল। তখন মানসিংহ বলিলেন,—

'মহারাণা রাজপুতকুলের চূড়ামণি। আপনাকে দেখিলেই মনে যেন কেমন অতুল আনন্দের উদয় হয়।'

মহারাণা ...স্বরে বলিলেন,—

'এ ধন-জন-শূন্য দুর্ভাগাকে দেখিয়া দিল্লীশ্বরের প্রধান সেনানায়ক ও অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর অম্বররাজের আনন্দের কোনই কারণ নাই।'

মহারাজ মানসিংহ একটু অপ্রতিভ হইলেন, বলিলেন,—

'তুচ্ছ ধনসম্পত্তি ভূমণ্ডলে ছড়াছড়ি আছে, কিন্তু মহারাণা যে ধনে ধনী তাহা কয়জনের ভাগ্যে মিলে?'

প্রতাপসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—

'সকলে এ কথা বুঝে কি?'

'যে না বুঝে সে মূঢ়।'

'আপনি যখন এতদূর বুঝেন, তখন অবশ্য ইহাও বুঝেন যে, আমার যাহা আছে তাহা সকলেই ইচ্ছা করিলে রাখিতে পারিত।'

সুচতুর মানসিংহ দেখিলেন কথা ক্রমেই তাঁহাকেই আক্রমণ করিতেছে। কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। বদন একটু একটু লজ্জিত ভাব ধারণ করিল। কিন্তু তিনি অদ্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ; তিনি অদ্য অপমানও হাসিয়া উড়াইবেন; তিনি অদ্য ক্রোধের বশীভূত হইয়া কার্য্যহানি করিবেন না। বলিলেন,—

'যে পথে কেহ নাই সে আপনিই ... ...।—এখন মহারাণা আর কত দিন এমন করিয়া থাকিবেন?'

'যত দিন জীবন। নচেৎ উপায়ই বা কি?'

'উপায় কি নাই?'

মহারাণা ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

'আছে—আপনাদের অনুসরণ করিতে পারিলে উপায় হয়। কিন্তু সে উপায় কখনই প্রতাপসিংহের গ্রহণীয় হইবে না।'

আবার মানসিংহের বদনমণ্ডল গম্ভীরভাব ধারণ করিল। তাঁহার ললাট দিয়া ঘর্ম্ম বাহিরিতে লাগিল এবং তাঁহার চক্ষু ঈষদশ্রু আবির্ভাব হেতু একটু উজ্জ্বল হইল। কিন্তু তিনি অদ্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ। বহুক্ষণ পরে আবার বলিলেন,—

'আপনি ভাবিয়া দেখুন কি কর্ত্তব্য। বলুন আর কি উপায় আছে? আপনি কি উপায়ে মান রক্ষা করিবেন?'

প্রতাপসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—

'যুদ্ধ করিব, জয় করিব। সাহসে কি না হয়?'

'স্বীকার করি, সাহসে অনেক ... কার্য্য হয়, কিন্তু মহারাণা সময়টা একবার বিবেচনা করুন।'

'সময় যে মন্দ সেও আপনাদের জন্য। আপনারা যদি আমাদের পক্ষ ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে ক্ষুদ্র আকবরকে আমরা তৃণের ন্যায় উড়াইয়া দিতাম। আজকে আকবরের যত শ্রীবৃদ্ধি, আপনার হস্তের পরাক্রমই অধিকাংশ স্থলে তাহার কারণ। অম্বররাজের সেই পরাক্রান্ত হস্ত বিধর্ম্মী য-

বনলে[illegible] নিয়োজিত না হইলে, আকবর-বুদ্বুদ সময়-সলিলে মিশিয়া যাইত; তাহার নিদর্শনও থাকিত না।'

মানসিংহ বলিলেন,—

'যাহা হইয়াছে তাহা তো আর ফিরিবে না; এখন—'

মহারাণা বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

'এখন কি আপনি সকল শৃগালকেই লাঙ্গুলহীন দেখিতে ইচ্ছা করেন?'

মানসিংহ নীরব ও অধোমুখ। কিন্তু তিনি অদ্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ। বহুক্ষণ পরে আবার বলিলেন,—

'মহারাণার বীরত্ব বাদসাহ বাহাদুরের অবিদিত নাই। তিনি নিয়তই মহারাণার প্রশংসা করিয়া থাকেন।'

প্রতাপসিংহ বলিলেন,—

'যবনভূপালের গুণগ্রাহিতায় আপ্যায়িত হইলাম। কিন্তু আমি তাঁহার নিকট সমগ্ররূপে আমার ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারিতেছি না, ইহাই দুঃখ।'

'কিন্তু মহারাণা! বাদসাহের পক্ষ যে-[illegible] বলবান্, তাহাতে এ পক্ষে জয়ের [illegible] সর্ব্ব অনিশ্চিত নয় কি?'

মহারাণা বলিলেন,—

'জয় না হইলেও মানের আশা আছে। যে গৌরব এত দিন শিশোদিয়াকুল রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহা কাহার সাধ্য নষ্ট [illegible]'

'এ কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু সে গৌরব রক্ষা করিতে যে আয়োজন চাই, তাহা মহারাণার আছে কি?'

'আমার যদি কিছু[illegible]কে, তথাপি আমার [illegible] আমি থাকিব, [illegible] অটুট থাকি[illegible]

[illegible] প্রার্থনা করি, তাহাই হউ[illegible]হারাণা যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ রাজপুত জাতির ভরসা আছে। কিন্তু মহারাণাও তো চিরদিন নহে[illegible]।'

'[illegible] কি হইবে [illegible] না। সম্ভবতঃ তখন এ গৌরব বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু সে পাপে কখনই প্রতাপসিংহ পাপী নহে।'

মানসিংহ বলিলেন,—

'অবশ্য। কিন্তু আমি বলি যাহা থাকিবে না জানিতেছেন, তাহার জন্য এত ক্লেশ কেন করিতেছেন?'

প্রতাপসিংহের চক্ষু উজ্জ্বল হইল, অথচ তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

'এ কথা আপনাদের মুখে ভাল শুনায়। মিবারের প্রতাপসিংহ ওরূপ কথায় কর্ণপাত করে না।'

আবার মহারাজ মানসিংহ নীরব। তিনি হস্তে বদনাবৃত করিয়া অধোমুখ হইলেন। কিন্তু তিনি অদ্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

একজন কর্ম্মচারী আসিয়া সম্বাদ দিল,—

'আহার্য্য প্রস্তুত।'

প্রতাপসিংহ মানসিংহের মুখের প্রতি চাহিলেন।

মানসিংহ বলিলেন,—

'ক্ষতি কি?'

প্রতাপসিংহ বলিলেন,—

'আমি স্বয়ং একবার দেখিয়া আসি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

বহুক্ষণ [illegible] অমরসিংহ আসিয়া সংবাদ দিলেন,—

'মহারা[illegible]

মানসিংহ অমরসিং[illegible] রি-লেন।

রাজ-প্রাসাদের সন্নিহিত এ[illegible] রম্য স্থান এই রাজ-অতিথির সৎকারার্থ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তথায় স্বর্ণ-পাত্রে অন্নাদি খাদ্য সমস্ত বিন[illegible]ইয়াছে; এবং বৃক্ষপত্রে তথাবিধ আহার্য্য সমস্ত পরিবেশিত রহিয়াছে। মানসিংহ দেখিয়াই বুঝিলেন, পাতারি মহারাণার উদ্দেশেই পাতিত হইয়াছে। অতএব এত অপমান সহ্য করা নিষ্ফল হইবে না। চতুর্দ্দিকে চাহিলেন—মহারাণা সেখানে নাই। মনে একটু আশঙ্কা জন্মিল। বলিলেন,—

'রাজপুত্র! তোমার পিতা কোথায়?'

অমরসিংহ তাঁহাকে সেই স্বর্ণ পাত্র দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—

'মহারাজ উপবেশন করুন,—পিতা আসিতেছেন।'

মানসিংহ বলিলেন,—

'মহারাণা বৃক্ষ পত্রের উপর আহার করিবেন, আমাকে স্বর্ণ পাত্র কেন?'

অমরসিংহ বলিলেন,—

'তাহাতে হানি কি? মহারাণা যেরূপ কারণে বৃক্ষপত্রে আহার করেন মহারাজের সেরূপ কোন কারণ নাই।'

মানসিংহ পাত্র সমীপস্থ হইয়া উপবেশন করিলেন। বলিলেন,—

'যুবরাজ! মহারাণা কি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত আছেন?'

অমরসিংহ বলিলেন,—

'আপনি আহার করিতে আরম্ভ করুন—আমি তাঁহার সন্ধান করিতেছি।'

মানসিংহ বলিলেন,—

'তাহা কিরূপে হইবে? তাঁহাকে ফেলিয়া আমি কিরূপে আহার করিতে পারি? তুমি তাঁহার সন্ধান কর।'

অমরসিংহ প্রস্থান করিলেন এবং অনতি বিলম্বে প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন,—

'মহারাণা অনুমতি দিলেন—আপনি আহার করিতে পারেন। তিনি আসিতেছেন। একটু বিশেষ প্রয়োজন হেতু তিনি পার্শ্বস্থ প্রাসাদে গমন করিলেন। শীঘ্রই আসিবেন।'

তখন মানসিংহের মন সন্দেহে আকুল হইল। বুঝি বাসনা সফল হ[illegible] তখন ভাবিলেন, মহারাণার নি[illegible]রের স্থান করা হইয়াছে, সেটা [illegible] চার ও কৌশল; আমাকে বুঝাইবার উপায় যে, তাঁহার স্থানে পাতান্ন করা হইয়াছিল আহারে আপত্তি ছিল না, কেবল একটা অন্য গুরুতর কার্য্যের প্রতিবন্ধকতায় আসিতে বিলম্ব হইয়া পড়িল। হায়! এত অপমান সহিয়া, দ্বারে আসিয়া উপযাচক হইয়া আশার সফলতা হইল না। তিনি, আচমন করত, অন্নদেবতার উদ্দেশে সমস্ত আহার্য্য উৎসর্গ করিয়া অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। প্রতাপসিংহ আসিলেন না। খাদ্য সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—

'কুমার! প্রাসাদ তো অধিক দূর নহে। তুমি আর একবার যাও—দে-

খিয়া আইস কেন তাঁহার বিলম্ব হই-তেছে।'

অমরসিংহ পুনর্ব্বার গমন করিলেন এবং অনতিকাল মধ্যে প্রত্যাগত হইয়া কহিলেন,—

'মহারাজ! পিতা শিরোবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। সুতরাং তিনি যে এখন শীঘ্র আসিতে পারিবেন এমন বোধ হয় না। অতএব মহারাজ আর অপেক্ষা না করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করুন।'

মানসিংহ বুঝিলেন, প্রতাপসিংহ তাঁহার সহিত একত্রে আহার করিলেন না। মস্তক বেদনা ওটা তো ছলনা। অপমান সার হইল, মনোরথ পূরিল না। এত দৈন্য, [illegible]তা সকলই বৃথা হইল। স্থির [illegible]ল করিল না। তিনি অনেক-[illegible]ভাবে বসিয়া রহিলেন। অমরসিংহ দেখিলেন সেই জগজ্জয়ী, বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজ মানসিংহের নয়ন জলভারাক্রান্ত হইল। একবার ভাবিতেছেন, 'এ অপমানের প্রতিশোধ দিব।' অমনি ক্রোধে তাঁহার বক্ষঃস্থল ফুলিয়া উঠিতেছে। আবার তখনই অসাধারণ ধীরতা সংকারে সে রাগ নিবারণ করিতেছেন। বহুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর মানসিংহ বলিলেন,—

'কুমার! তুমি অশেষ বুদ্ধিমান্ হইলেও বালক। তুমি বুঝিতেছ না মহারাণার কেন মস্তক-বেদনা উপস্থিত। কিন্তু মহারাণার বুঝিয়া দেখা উচিত, যাহা হইয়াছে তাহার আর চারা নাই; আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি আর ফিরিবার উপায় নাই; যে ভ্রম ঘটিয়াছে এক্ষণে তাহার সংশোধন করা অসম্ভব। তিনি রজঃপুত জাতির চূড়া; সেই জন্যই আমি আশা করিয়াছিলাম যে মহারাণা [illegible] জাতিদান করিবেন। কারণ তাঁহার কার্য্যের উপর আপত্তি করে এমন ব্যক্তি কে আছে? মহারাণা যদ্যপি আমার সহিত একত্রে আহার করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তাহা হইলে আর কে আমার সহিত আহার করিবে? আর ভাবিয়া দেখ, ইহাতে মহারাণার লাভই বা কি হইল? মানসিংহের সহিত মিত্রতা অপেক্ষা শত্রুতা করা সুবিধা নহে। মানসিংহের ক্ষমতা মহারাণার অগোচর নাই। অদ্য তাঁহাকে এতদ্রূপে অপমানিত না করিলে সেই মানসিংহ তাঁহার চরণের দাস হইয়া থাকিত। সুতরাং দিল্লীশ্বরের সহিত কি রোনিতার ইচ্ছানুরূপ অবসান হইয়া যাইত, এবং রাণার সৌভাগ্য তাঁহার অঙ্কতলে আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিত। আর এখন? এখন মর্ম্মপীড়িত, অপমানিত, চরণদলিত মানসিংহ মহারাণার আত্মীয় নহে। তাহার যাহা হউক মানসিংহ তাহা দেখিবে না। তাহা হইলে কি হইতে পারে, তাহার চিত্র দেখাইতে আমার বাসনা নাই।'

মানসিংহ নীরব হইলেন। এখনও মানসিংহের সহিষ্ণুতা প্রশংসনীয়। এখনও তাঁহার কথায় ক্রোধ অপেক্ষা দুঃখের ভাগই প্রবল। এই সময় একজন উন্নত কর্ম্মচারী তথায় প্রবেশিয়া কহিলেন,—

'মহারাজ! মহারাণা আমাকে বলিতে বলিয়া দিলেন, যে তিনি আসিতে না পারায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন। তাঁহার

শিরঃপীড়া অত্যন্ত প্রবল। আর তিনি বলিতে বলিলেন যে'—

কর্ম্মচারী চুপ করিল। মানসিংহ বলিলেন,—

'কি বলিতে বলিলেন, বলুন।'

'আর তিনি বলিতে বলিলেন যে, যে ব্যক্তি যবনের সহিত স্বীয় ভগ্নীর বিবাহ দিয়াছে এবং সম্ভবতঃ যবন কুটম্বের সহিত একত্রে আহার করিয়া থাকে, তাহার সহিত শিশোদেশ্বর কখন একত্রে আহার করিতে পারেন না; এবং তাহারও এরূপ দুরাশাকে মনে স্থান দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে।'

এতক্ষণে মহারাজ মানসিংহের সহিষ্ণুতার বন্ধন শিথিল হইয়া গেল। আর তিনি ক্রোধ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইল। লোচনযুগল আরক্ত হইল। তিনি জাতীয় রীত্যনুসারে অভুক্ত উচ্ছিষ্ট অন্নের কিয়দংশ স্বীয় উষ্ণীষ মধ্যে রক্ষা করিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। যাইবার সময় কহিলেন,—

'অমরসিংহ! তোমার পিতাকে বলিও যে, আমরা দুহিতা ভগ্নী প্রভৃতিকে যবন-অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছি বলিয়া অদ্যাপি তাঁহাদের সম্মান সংরক্ষিত হইতেছে। কিন্তু আমরা কি করিব? প্রতাপসিংহ স্বীয় শুভাসুধ্যানে অন্ধ। বুঝিলাম, এ দেশে আর হিন্দুজাতির জয়ের আশা নাই। যবন-প্রতাপসমীপে সকলকেই নত হইতে হইবে। ভগবানের ইচ্ছা কে খণ্ডাইতে পারে?'

মহারাজ মানসিংহ অশ্বে আরোহণ করিলেন এমন সময় মহারাণা প্রতাপসিংহ তথায় আগমন করিলেন। মানসিংহ তাঁহাকে দেখিয়া সাহঙ্কারে বলিলেন,—

'প্রতাপসিংহ! নিশ্চয় [illegible] মান প্রতিশোধিত হইবে। [illegible] র্ম্মের যথোচিত প্রতিফল না পাও, তাহা হইলে জানিও আমার নাম মানসিংহ নহে।'

প্রতাপসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—

'মানসিংহ! তুমি কি আমায় ভয় দেখাইতেছ? জানিও বাপ্পা রাওয়ের বংশধর ভয় কাহাকে বলে জানে না। যে মুহূর্ত্তে তোমার ইচ্ছা হয় আসিও, প্রতাপসিংহ সর্ব্বদা সংগ্রামার্থ প্রস্তুত থাকিবে।'

প্রতাপসিংহের পশ্চাতে দেবলবর রাজ দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

'পার যদি, তবে তোমার আকবর ফুফাকেও সঙ্গে লইয়া আসিও।'

মানসিংহ সহিত আর যে যে সে স্থলে উপস্থিত ছিল, সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। মানসিংহের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তিনি অশ্ব ফিরাইলেন। আবার কি ভাবিয়া আবার অশ্ব ফিরাইলেন। নিমেষের মধ্যে অশ্ব অদৃশ্য হইল। অমরসিংহ বলিলেন,—

'মানসিংহ যৎপরোনাস্তি [illegible] হইয়াছে। আমার বোধ হয়, ইহার পরিণাম আমাদের পক্ষে কখনই শুভকর হইবে না।'

প্রতাপসিংহ [illegible]

'অমর! [illegible]

'পিতঃ! [illegible]

বোধ হয় মান[illegible]

র্থ প্রাণপণে চেষ্টা ক[illegible]

'ভালই [illegible] দেবলবর রাজ, তুমি বেশ বলিয়াছিলে। ক্ষুদ্রহৃদয় মানসিংহ [illegible] পাইয়াছে।'

[illegible] যে স্থানে মানসিংহ আহার করিতে বসিয়াছিলেন তাহা পবিত্র গঙ্গা জল দ্বারা বিধৌত করা হইল এবং হল দ্বারা কর্ষিত হইল। যে যে ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন এবং গঙ্গাজল সংস্পর্শে পরিশুদ্ধ হইলেন। ধন্য জাতিগৌরব! ধন্য তেজ! চণ্ডাল সংস্পর্শে যত অপবিত্রতা না জন্মে, এই অসীম সাহসী, অসাধারণ বুদ্ধিমান্ যবন কুটম্বের সহিত একস্থানে উপস্থিতি ও কথোপকথন হেতু এই রাজপুতকুলপুঙ্গবেরা আপনাদিগকে তদধিক অপবিত্র মনে করিলেন।

রঘুনন্দন গোস্বামী।

কবিবর কৃত্তিবাস পণ্ডিতের নাম প্রায় বঙ্গদেশীয় প্রত্যেক ব্যক্তির কণ্ঠে এবং তদীয় রামায়ণ প্রত্যেকের হস্তে বিরাজিত, কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, কবিবর রঘুনন্দন গোস্বামীর নাম বা শ্রীরামরসায়ন আজি পর্য্যন্ত সেরূপ অধিকার প্রাপ্ত হইল না। ইহা বঙ্গদেশের এবং বাঙ্গালির নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। বঙ্গদেশ যে দেশে নবেল, নাটকের ক্ষেত্রভূমি এবং বাঙ্গালির গৃহ যে সেই নবেল, নাটকের বজ্রা হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও গণ্ডবর্গের অজ্ঞাত ছিল। ইহার শেষে আবার যে এখানে কি ফল ফলিবে, তাহা ভবিষ্যতই জানে। তা যাই হউক, এক্ষণে [illegible] হইবার, [illegible] অন্যথা করিতে [illegible] ভাল ভাল [illegible], দেশের লোকের [illegible], তাহার উপায় কি? বাঙ্গালি কি জন্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতেছে? আমরা ইহার প্রকৃত উত্তর চাই। বাঙ্গালির জাতীয় ভাষা কি?—সুখদুঃখের ভাষা কি? স্বাভাবিক ভাষা কি? এবং এমন কি, স্বপ্নেরও ভাষা কি?—না,—বাঙ্গালা। তবে বাঙ্গালা ভাষার এত অনাদর কেন? একজন পরসম্পর্কীয়া অনাথা ভিখারিণীও বিপদে পড়িয়া কোথাও না কোথাও আশ্রয় পায়, কিন্তু আমাদের আজীবন সম্পত্তি বাঙ্গালা ভাষার এরূপ দুর্দশা কেন? ইহার প্রকৃত উত্তর বাঙ্গালি দিবে, না একজন সাহেবের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে? রঘুনন্দনের শ্রীরামরসায়ন মহাকাব্য বাঙ্গালা না ইংরাজি?—উত্তর, বাঙ্গালা। তবে, ভাই বাঙ্গালি! তুমি উহা পড় না কেন? কই, উত্তর দিলে না যে? যদি বল, ইচ্ছা নাই—থাকিলেও রুচি নাই, তাই পড়ি না। তাহা হইলে তোমার প্রকৃতরূপ উত্তর দেওয়া হইল না।

রূপ অসার উত্তর বরং এক দিন একজন বঙ্গদেশবর্জ্জিত লোকের মুখে শোভা পায়, কিন্তু তোমার মুখে কলঙ্কের উপর কলঙ্করেখা অঙ্কিত করিয়া দেয়। যাই হউক, তোমাকে আর বেশী বলিব না। সকলের মুখে শুনিতে পাই যে, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালিই বড় বুদ্ধিমান্। তবে এ বিষয়ে যেন তোমার তীব্র বুদ্ধিই উত্তর দেয়—যথার্থ উত্তর দেয়। নহিলে সকলে যাহা বলে, তাহা অন্যথা, কিংবা "অতি বুদ্ধির—"

যাই হউক, তুমি নিতান্তই যদি রঘুনন্দনের রামরসায়ন না পড়, তবে দয়া করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি একবার পাঠ কর। পাঠ করিলে কিছু না কিছু লাভ করিবে এবং আমিও আমার পরিশ্রমের ফল প্রাপ্ত হইব।

রঘুনন্দন গোস্বামী কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন এবং কোন্ সময়েই বা তাঁহার সুবিস্তীর্ণ শ্রীমদ্রামরসায়ন গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহা আপাততঃ আমরা অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারি নাই। তদীয় গ্রন্থের কোন স্থানেও তাহার কিছুরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি যে কৃত্তিবাসপণ্ডিতের পরবর্ত্তী কবি, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক পরে আমরা ইঁহার এবং ইঁহার রামরসায়নের সময় নিরূপণ করিয়া বান্ধবের পাঠকমহোদয়গণের ঔৎসুক্য নিবারণ করিতে চেষ্টা করিব।

কবিবর রঘুনন্দন, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্য নিত্যানন্দের বংশোদ্ভূত। তিনি তাঁহার রামরসায়নের সমাপ্তিবিভাগে লিখিয়াছেন। নিম্নের বংশতালিকায় অর্থাৎ কুলজীতে তাঁহা বিবৃত হইল।

নিত্যানন্দ
|
বীরভদ্র।
|
বল্লভ।
|
রামগোবিন্দ।
|
বিশ্বম্ভর।
|
রামেশ্বর।
|
নৃসিংহ।
|
বলদেব।
|
রামমোহন বংশীমোহন কিশোরীমোহন
|
বিশ্বরূপ সঙ্কর্ষণ মধুসূদন রঘুনন্দন

এই কুলতালিকানুসারে দেখা যাইতেছে যে, রঘুনন্দনের পিতার নাম কিশোরীমোহন গোস্বামী এবং অগ্রজ তিন সহোদরের নাম বিশ্বরূপ, সঙ্কর্ষণ এবং মধুসূদন। রঘুনন্দন সর্ব্বকনিষ্ঠ। রঘুনন্দনের মাতার নাম উমা, বিমাতার নাম মধুমতী এবং চারিজন বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নাম ক্রমান্বয়ে রামমোহন, নারায়ণ, গোবিন্দ এবং বীরচন্দ্র। এতদ্ব্যতীত ইঁহার তিনটি ভগিনী ছিল। ইঁহার পিতা কিশোরীমোহন গোস্বামী ইঁহার রাশিনাম অনুসারে আর একটি নাম রাখিয়াছিলেন।

"পিতা রাশিঅনুসারে, আর এক নাম মোরে,
ভাগবত বলিয়া অর্পিল।"

উত্তরকাণ্ড—১৮শ অধ্যায়।

'রঘুনন্দনের মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত বংশীমোহন গোস্বামী ইহাঁকে এবং ইহাঁর ভ্রাতৃগণকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি ইহাঁর দীক্ষাগুরু।'

'শ্রীলালমোহন আর, শ্রীবংশীমোহন তাঁর,
কনিষ্ঠ শ্রীকিশোরীমোহন।
শ্রীমধ্যম প্রভু ত্রয়, কৃপা করি মো সবায়,
করাছেন মন্ত্র সমর্পণ॥—(ঐ)

রঘুনন্দনের পিতাও একজন উৎকৃষ্ট গ্রন্থকার ছিলেন। তিনি চৈতন্যদেব সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

কনিষ্ঠ সম্পূর্ণ ধাম, ভুবনে বিখ্যাত নাম,
বেদশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত।
অদ্বিতীয় ভাগবতে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমতে,
করিলা যে গ্রন্থ সুবিদিত॥
সেই প্রভু মোর পিতা, উষা নাম মোর মাতা,
বিমাতা শ্রীমতী মধুমতী।'—(ঐ)

বর্দ্ধমানের সন্নিকটে মাড় নামক গ্রামে রঘুনন্দনের নিবাস ছিল।

'বর্দ্ধমান সন্নিধান, গ্রাম মাড় অভিধান,
তাহাতেই আমার নিবাস।'—(ঐ)

গোস্বামিবংশীয়েরা ৺রাধাকৃষ্ণ ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের উপাসক। ইহাঁরা যে চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের কলিযুগীয় অবতার বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং রঘুনন্দন গোস্বামীও তাহাই। বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার [illegible] ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। [illegible] রামরসায়ন গ্রন্থের আদ্যকাণ্ডের [illegible] এ বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাধাশ্যাম, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি গৃহদেবতার ন্যায় রঘুনন্দন গোস্বামীর গৃহেও ৺রাধামাধব নামে বিগ্রহ ছিলেন।

" শ্রীরাধামাধব বন্দো ঘরের ঠাকুর।
যাঁর কৃপালেশে হয় সব দুঃখ দূর।"
আদ্যকাণ্ড—১ম অধ্যায়।

এক এক জন পণ্ডিত বা গ্রন্থকার যেমন, নিজ গুণে গর্ব্বিত হইয়া ধরাকে সরাখানা দেখেন, রঘুনন্দন সেরূপ ধাতুর লোক ছিলেন না। তিনি সহৃদয়ওয়ালা চৌকষ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ বৃথা অহঙ্কার বা ঔদ্ধত্যে নির্ম্মিত হয় নাই। তিনি যেমন বিজ্ঞ—তেমনি বিনয়ী ও নম্র; যেমন কবি—তেমনি সহৃদয়, সরল ও উদার ছিলেন। রামরসায়নের যেখানে সেখানে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন রহিয়াছে। আমরা তন্মধ্য হইতে একটি নিদর্শন নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

'কৃতাঞ্জলি হয়ে করি ব্রাহ্মণে প্রণাম।
যাঁহাদের কৃপালেশে পূর্ণ হয় কাম॥
বৈষ্ণবচরণে মোর নতি অসংখ্যান।
কৃপা করি শুন সবে রামলীলা গান॥
যদ্যপিহ আমি হই কুমতি অধম্য।
তবু শুনিবারে যোগ্য রামলীলাশ্চর্য্য।
নীচ জনে যদি জল জাহ্নবীর আনে।
সাধুর অন্তরে কেবা না দেয় বদনে॥
রামলীলা অসংখ্য অপার সীমা নাই।
আমি তাহে মহামূর্খ যথাশক্তি গাই॥'
আদ্যকাণ্ড—১ম অধ্যায়।

রঘুনন্দনের শিক্ষাগুরুর নাম গণেশ বিদ্যালঙ্কার। তিনি তাঁহার নিকট সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন তদীয় রামরসায়নের সপ্তকাণ্ডের

প্রত্যেক কাণ্ডের প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে রামগুণ এবং রামায়ণ সংক্রান্ত অপরাপর বিষয় লইয়া এক একটি সংস্কৃতভাষার শ্লোক রচনা করিয়া বসাইয়াছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশ শ্লোকই সুমিষ্ট ও ভাবপূর্ণ। রঘুনন্দন যাঁহার নিকট সংশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এরূপ শ্লোক রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, গ্রন্থমধ্যে এক স্থানে তাঁহাকেও প্রণাম করিয়া ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে ভুলেন নাই।—

'বন্দিয়ে গণেশ বিদ্যালঙ্কার চরণে।
জ্ঞান যোগ হয় যাঁর কৃপাবলোকনে॥'
আদিকাণ্ড—১ম অধ্যায়।

সকল সভ্যদেশেই দেখা যায় যে, অনেকে গ্রন্থ রচনা করিয়া ভক্তি, প্রীতি বা স্নেহের পাত্রকে উপহার দিয়া থাকেন। এক্ষণে বঙ্গদেশেও এ প্রথার বহুল শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বেও যে ছিল না এমন নহে। তাহার অন্যতর সাক্ষী কবিবর রঘুনন্দন। তিনি তাঁহার রামরসায়ন অন্য কাহাকে অর্পণ না করিয়া, তাঁহার গৃহদেবতা ৺রাধামাধব জীউকে ভক্তিভাবে অর্পণ করিয়াছেন।

'এই ত হইল পূর্ণ রামরসায়ন।
বল সবে হরি হরি মঙ্গল বচন॥
করিলাম যেই রামবিলাস বর্ণন।
শ্রীরাধামাধবে ইহা করিনু অর্পণ॥
যেহেতুক শ্রীচরণ যুগল তাঁহার।
জীবনে মরণে গতি হয় ত আমার॥
ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি
উত্তরকাণ্ড—১৮শ অধ্যায়।

তবে এখানে একটি কথা উত্থিত হইতে পারে। কথাটি এই,—আজ কাল বঙ্গীয় পুস্তকের প্রথমে উপহারপত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু উহা রামরসায়নের শেষে কেন? এ কথার উত্তর এই,—রঘুনন্দনের সময় ইংরাজির দৌড়দার ঘটা ছিল না। কাজেই দেশীয় ধরণে রামরসায়ন ৺রাধামাধবের চরণে অর্পিত হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা রঘুনন্দনের শ্রীমদ্রামরসায়ন সম্বন্ধে কিছু বলিব।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ মহাকাব্যের কথা সকলেই অবগত আছেন। সেই রামায়ণ অবলম্বন করিয়া অনেকে অনেক কাব্য, নাটক লিখিয়াছেন এবং কেহ কেহ উহার মর্ম্ম লইয়া, কেহ কেহ অনুকরণ করিয়া এবং কেহ কেহ বা অনুবাদ করিয়া রামায়ণ সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা বজায় রাখিয়াছেন। আমাদের বঙ্গদেশের মধ্যে পূর্ব্বকালের দুইজন প্রসিদ্ধ বঙ্গকবিকে দেখিতে পাই যে, তাঁহাদের মধ্যে একজন বাঙ্গালা ছন্দে বাল্মীকীয় রামায়ণের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এবং অপর জন বেশীর ভাগ অনুবাদ এবং কমের ভাগ স্বীয় কল্পনা ও কবিত্বমিশ্রিত করিয়া এক একখানি রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। উপরিউক্ত দুই জনের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি কৃত্তিবাস এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি রঘুনন্দন।

কৃত্তিবাস নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি কথকদিগের মুখে রামায়ণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তদীয় রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। কথকেরা শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনার্থ মূল ছাড়া অনেক উপকথা সংযোগ করিয়া কথকতা করেন, এবং এক গ্রন্থের এ-

[illegible]ের অন্যান্য পুরাণাদি হইতেও গ্রহণ [illegible] মূলাতিরিক্ত করিয়া গেলেন। সুতরাং কৃত্তিবাসকেও অধিক স্থলে মূলছাড়া বিষয় লইয়া তদীয় রামায়ণের মধ্যে সন্নিবেশ করিতে হইয়াছে। তাহাতে আবার তিনি সংস্কৃত ভাষায়, বোধ হয়, অনভিজ্ঞ থাকায় মূলাংশ বজায় রাখিবার পক্ষে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়া গিয়াছে। নিজে যদি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া বাল্মীকীয় রামায়ণের অনুবাদ করিতেন, তাঁহা হইলে, তাহার রামায়ণ মূল হইতে ব্রাহ্মণ শূদ্র তফাৎ হইত না। যাই হউক, তিনি মূলরক্ষার পক্ষে যেমন অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, কবিত্ব বিষয়ে তাহা হন নাই। তাহা হইলে বিভ্রাটের উপর বিভ্রাট ঘটিত। তাঁহার ভাষা গ্রাম্যদোষে দূষিত, এবং ছন্দোগতি অনেক স্থলে স্খলিত হইয়া থাকিলেও তাঁহার সুকবিত্ব বজায় রহিয়াছে। আমরা তাঁহার কবিত্বের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িবার সময় আমরা মহর্ষি বাল্মীকিকে অনেক স্থানে ভুলিয়া যাই, কিন্তু সেই ভুলিয়া যাইবার দুঃখ টুকু কৃত্তিবাসের কবিত্বের গুণে কতকটা উপশমিত হইয়া যায়। কৃত্তিবাসের পসারের পক্ষে একাদশ বৃহস্পতির আশাতীত শুভদৃষ্টি পড়িয়াই আছে—নড়েও [illegible] ড়িবেও না। ঈশ্বর করুন, নড়িয়া [illegible] নাই। কিন্তু বড় দুঃখ রহিয়া গেল যে, বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধবনিতাগণের মধ্যে প্রায় বার আনা লোক কৃত্তিবাস পড়িয়া পড়িয়া তাঁহাকেই একপ্রকার বাল্মীকি জানিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকট আসল মহাজনের খোঁজ খবর নাই, কেবল জোরে জুলুমের জোরে তাঁহাকেই মহাজন বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। এই বার আনা লোক কিরূপে প্রকৃত মহাজনকে একবার ভাল করিয়া চিনিতে পারে, সে বিষয়ে কি কেহ একবার যত্ন করিবেন না? বলা যায় না, সময়ে ইহারা তাঁহাকে চিনিলেও চিনিতে পারে। কিন্তু তবু কএকজন ভাল ভাল সেথোর বড় দরকার হইয়া উঠিয়াছে, নহিলে মহাজন কি কথা বলিয়াছেন, কোড়ে তাহা ঠিক করিয়া না বলিয়া আপনার কথায় বুঝাইয়া দিলে মহাজন এবং এই বার আনা খরিদ্দারের প্রায় ষোল আনা ক্ষতি।

রঘুনন্দন গোস্বামী সংস্কৃত ভাষা জানিতেন, সুতরাং তিনি কথকদিগের নকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া, নিজের হস্তে বৃদ্ধ বাল্মীকির সংস্কৃত পুথি ঘাঁটিয়া বাঙ্গালা ভাষায় নানাবিধ ছন্দোনিবদ্ধ পদ্যে শ্রীমদ্রামরসায়ন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এইজন্য রামরসায়ন পাঠ করিতে বসিলে প্রাচীন আচার্য্য বাল্মীকি মুনিকে সম্মুখে দেখিতে পাই। কিন্তু তা বলিয়া যে ইনিও দুই এক আনা অংশে কৃত্তিবাস নহেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কৃত্তিবাস যেস্থলে আট আনা হিসাবে আসল মাটী করিয়াছেন, রঘুনন্দন সেস্থলে বড় জোর আট পাই। কৃত্তিবাস যেখানে আট পাই, হয় ত রঘুনন্দন সেখানে দুই পাই বা শূন্য ছাড়িয়াছেন। রঘুনন্দনের এরূপ করিবার তিনটি কারণ লক্ষিত হয়।—

প্রথম কারণ—এক ভাষার জিনিস অপর ভাষার ছন্দে লিখিতে গেলে কিছু না কিছু মূ-

নাতিরিক্ত হইবেই হইবে। যখন গদ্যেই এপ্রকার হইয়া থাকে, তখন পদ্যের ত কথাই নাই। এবিষয়ে কৃত্তিবাসের আসল মূলের স্থলে যে সকল ন্যূনাতিরিক্ত সংযোজন ও বিয়োজন ঘটিয়াছে, তাহাতে আমরা দোষ দিতে পারিনা—দোষ দিতে গেলে আমাদিগকেই দূষিত হইতে হইবে।

দ্বিতীয় কারণ—কল্পনা ও কবিত্ব। গদ্যে অনুবাদ করিতে গেলে, এই দুই পদার্থের প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু পদ্য লিখিতে গেলে প্রায়ই কবির মনে কেমন একটা ইচ্ছা আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। কিন্তু তা বলিয়া খোদার খোদ গিরির বাড়া বাড়ি বড় ভাবনায়। আমরা রঘুনন্দনকে একরূপ খোদগিরি সম্বন্ধে কত কটা বাড়া বাড়ির টানের মুখে ভাসিয়া যাইতে দেখিতে পাই। তা যাই হউক তিনি স্বীয় কল্পনা ও কবিত্বের এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গিয়া একেবারে মূলে ভাবাৎ করেন নাই। উদ্ধাধঃ চাহিয়া দেখিলে মূল স্থানে লক্ষিত হয়।

তৃতীয় কারণ—পরকীয় বস্তু ও ভাবসংকলন। আমরা রামরসায়ন পড়িতে পড়িতে দেখিতে পাই যে, রঘুনন্দন স্থানে স্থানে মহর্ষি বাল্মীকির বাম পার্শ্বে ভক্তকবি তুলসীদাসকে বসাইয়া, যেন বাল্মীকির অভিমতি-অনুসারে, তুলসীদাসের নিকট হইতে কোন কোন সামগ্রী, পসন্দ করিয়া, চাহিয়া লইয়াছেন। তিনি তাহা কোন কোন স্থানে স্বীকার করিয়াছেন, এবং কোন কোন স্থানে করেন নাই। আ-

মরা স্বীকৃত স্থলের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"এই স্থানে এক কথা করিব বর্ণন।
অনুগ্রহ করি শুন সব ভক্তগণ॥
শ্রীমান তুলসীদাস নিজ রামায়ণ।
উত্তর কাণ্ডেতে ইহা করেন বর্ণন॥
ভুরণ্ডী নামেতে কাক আছিল অমর।
মহৎ কল্পজীবী রামচন্দ্র ভক্তবর॥
সুমেরু পর্ব্বতে নীল পর্ব্বত উপরি
চিরকাল ধরে বরে সেই থাকে বাস করি॥
রাম অবতার কথা করিয়া শ্রবণ।
দেখিতে আইলা তিঁহ অযোধ্যা ভুবন॥
প্রভুর সুন্দর রূপ করি নিরীক্ষণ।
হইলা ভক্তাস্তু সুখ সমুদ্রে মগন॥
নানা বেশে দরশন কার সুখ পাই।
কিছুকাল বাস করি রহিলা তথাই॥
সর্ব্বদা থাকেন তিঁহ প্রভু সন্নিধান।
প্রভু তার সঙ্গে খেলা করেন বিধান॥
* * *
এক দিন প্রভু নিজ ছায়া নিরখিয়া।
ক্রন্দন করিলা বড় সাধ্বস পাইয়া॥
তাহা দেখি ভুরণ্ডী সংশয়যুক্ত মন।
* * *
তাহা দেখি শ্রীহরি কৌতুক মনে করি।
তাহাকে ধরিতে প্রভু চলে চরি চরি॥
ধরিবার উদ্যম দেখিয়া কাক [illegible]
ভীত হৈয়া পলায়ন কৈলা [illegible]ত্বর॥
* * *
কিন্তু যেই স্থানে কাক করয়ে গমন।
পশ্চাতে রামের কর করেন দর্শন॥
* * *
এইরূপে বহুকাল করিয়া ভ্রমণ

...পবনে কাক করিলা গমন ॥
ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি
আদ্যকাণ্ড—৩য় অধ্যায়।

রঘুনন্দন তুলসীদাসের রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের যে স্থান হইতে ইহা প্রকৃতানুবাদ ও ভাবানুবাদের মিশ্রণে গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা সে স্থান দেখিয়া জানিতে পারিলাম বৃদ্ধবায়সবর ভুষণ্ডী গরুড়ের নিকট রামের বাল্যলীলা বর্ণনচ্ছলে ঐশ্বরিকী শক্তি সম্বন্ধে এই কথা বলিতেছেন। নিম্নে তাহারও কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম।

'তৈসহিঁ বিনু হরিভজন খগেশা।
মিটে ন জীবনকের কলেশা ॥
হরিসেবকহিঁন ব্যাপ অবিদ্যা।
প্রভু প্রেরিত তেহি ব্যাপে বিদ্যা ॥
ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি
উত্তরকাণ্ড, ৩৫-৩৫ পৃষ্ঠা।

পাঠকবর্গ রামরসায়ন ও তুলসীদাস কৃত গ্রন্থে উক্ত অংশের অবশিষ্ট ভাগ পাঠ করিয়া মিলাইয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে ঘটনা ও ভাবগত সাদৃশ্য অনেক বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু বলিতে কি; অদ্ভুত রস বর্ণনায়, তুলসীদাস বেশী পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যাই হউক, আমরা এই স্থল দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, রঘুনন্দন হিন্দী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। তবে এখন [illegible] যাইতেছে যে, তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দি এই তিনটি ভাষা জানিতেন। এতদ্ব্যতীত পারসী বা উর্দু জানিতেন কিনা তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার সময়ে নবাবী আমল ছিল। তাহাতে বোধ হয়, হয় ত ঐ দুইটি ভাষায় কিছু না কিছু জানিতেন।

এস্থলে আর একটি কথা বলিব। রঘুনন্দন বাল্মীকিকে বজায় রাখিয়া তুলসীদাসের নিকট হইতে যেমন মনোমত কতকগুলি সামগ্রী চাহিয়া লইয়াছেন, সেইরূপ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-কৃত অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতেও কতক কতক গ্রহণ করিয়াছেন। রামরসায়নের আদ্যকাণ্ড ও অযোধ্যাকাণ্ডেই উহার অধিকাংশ দৃষ্ট হয়। বাল্মীকি রামলক্ষ্মণাদির বাল্যলীলা প্রায় বর্ণনা করেন নাই বলিলেই হয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁহার অধ্যাত্মরামায়ণের বালকাণ্ডে তাহা বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তুলসীদাস ও রঘুনন্দন উভয়েই সেই অংশ গ্রহণ করিয়া এবং তাহার সহিত আপনাপন কল্পনাপ্রসূত বর্ণনা মিশাইয়া দিয়া রামের বাল্যলীলা লিখিয়াছেন। এই জন্য উভয়েরই রামায়ণের প্রথমকাণ্ডে ঐ অংশ কতকটা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কৃত্তিবাসও রামচন্দ্রের বাল্যলীলা বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ইহাদিগের ন্যায় তত সুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। তাহাতে গ্রাম্যবালকদিগের ক্রীড়ার ছায়া অনেকটা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। রাজকুমারের খেলাধুলা সাধারণ বালকদিগের অপেক্ষা দামী হয়।

তুলসীদাস ও রঘুনন্দন অধ্যাত্মরামায়ণের যে অংশ লইয়া রামের বাল্যলীলা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। পাঠক মহাশয় মিলাইয়া দেখিবেন। আমাদের উপর সমস্ত ভার দিলে চলে কই?

মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ সচরাচর তিন প্রকার [illegible]। কাশী, বোম্বে

[illegible] এবং দাক্ষিণাত্য-প্রচলিত বাল্মীকীয় রামায়ণ। তন্মধ্যে বোধ হয়, বোম্বে বা পাশ্চাত্য বাল্মীকীয় রামায়ণই অপর গুলির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আমাদের বিবেচনায় ঐ রামায়ণে অপর গুলির ন্যায় ভেল প্রবেশ করিতে পারে নাই। আমরা পাশ্চাত্য রামায়ণের সহিত বঙ্গীয় রামায়ণ মিলাইয়া দেখিয়াছি যে, উভয়ের মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক মতভেদ ও ঘটনাবিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাশ্চাত্য রামায়ণ গদ্যে অনুবাদ করিতেছেন। আমি ও সেই পাশ্চাত্য রামায়ণ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিতেছি। আদিকাণ্ড হইতে সুন্দরাকাণ্ড পর্য্যন্ত পদ্যানুবাদ করিয়া আনিলাম, কিন্তু এই পাঁচ কাণ্ডের মধ্যে, বঙ্গীয় রামায়ণের সহিত অনেক স্থানে অনেক প্রকার মতভেদ পরিদৃষ্ট হইল। মদনুবাদিত পদ্য রামায়ণের মধ্যে টীকায় এই সকল মতভেদ যথাসাধ্য প্রদর্শন করিয়াছি।

রঘুনন্দন গোস্বামীর শ্রীমদ্রামরসায়ন পড়িয়া দেখিলাম, উহা বঙ্গীয় বাল্মীকীয় রামায়ণ হইতে পদ্যে অনুবাদিত হইয়াছে। সুতরাং পাশ্চাত্য বাল্মীকীয় রামায়ণের সহিত ভিন্নরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তা যাই হউক, উহাত মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ বটে।

পূর্ব্বেই [illegible] হইয়াছে যে, রঘুনন্দন স্থানে স্থানে বি[illegible] কাণ্ড ও অযোধ্যাকাণ্ডে অধ্যাত্মরামায়ণ ও তুলসীদাসী রামায়ণের নির্ব্বাচিত স্থলগুলি [illegible] [illegible] [illegible] আ কা[illegible] [illegible] পত হইতে[illegible] [illegible] শ্রীমদ্রামরসায়ন নিখু[illegible] [illegible] তগুলি বাছিয়া লওয়াতে [illegible] বই ফেলনার হয় নাই, তবু উহা বাল্মীকির নয় বলিয়া রামরসায়নের পাঠকগণকে মধ্যে [illegible] ধাঁধায় পড়িতে হইবে। [illegible] বলি, রামরসায়নে বাল্মীকির [illegible] আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের ন্যায় ই[illegible] হাতে বেজায় কাণ্ড [illegible] নাই।

মহর্ষি বাল্মীকির অলৌকিক রামায়ণ (১) বাল বা আদি, (২) অযোধ্যা, (৩) অরণ্য বা আরণ্য, (৪) কিষ্কিন্ধা বা কিস্কিন্ধ্যা, (৫) সুন্দর বা সুন্দরা, (৬) লঙ্কা বা যুদ্ধ এবং (৭) উত্তর বা উত্তরাকাণ্ড, এই সাত কাণ্ডে বিভক্ত। তুলসীদাস, কৃত্তিবাস এবং রঘুনন্দন তিন জনেই এই সাতটি কাণ্ড বজায় রাখিয়াছেন। তবে কি না নামকরণের একটু আধটু প্রভেদমাত্র লক্ষিত হয়। যথা—তুলসীদাসের বালকাণ্ড, কৃত্তিবাসের আদিকাণ্ড এবং রঘুনন্দনের আদ্যকাণ্ড। পদ্মপুরাণে যে রামচরিত বর্ণিত আছে, তাহাতে অযোধ্যাকাণ্ড বাদ দিয়া ছয় কাণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। উহাতে বাল ও অযোধ্যাকাণ্ড একত্র করিয়া বালকাণ্ড বলিয়া লিখিত আছে। *

বাল্মীকীয় সংস্কৃত রামায়ণের এক এক কাণ্ডে ৭০, ৮০, ১১৯ এবং তদধিক সর্গ আছে। কিন্তু রঘুনন্দন তাঁহার রামরসায়নে ঠিক তেমন করিয়া সর্গবিভাগ করেন নাই। তিনি প্রত্যেক কাণ্ডের আকারের

* মদনুবাদিত পদ্যরামায়ণের বালকাণ্ডের চতুর্থ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

'সীতায়া বনবাসোহথ শোচতা লক্ষ্মণেনহি।
প্রাচেতসাশ্রমপ্রাপ্তিঃ সীতায়াঃ পরিপালনম্॥
তাপসীভিস্ততো জন্ম কুশস্য চ লবস্য চ।
লবেন সহ যুদ্ধে তু কালজিন্মস্তকচ্ছিদা॥
শত্রুঘ্নস্য সসৈনাস্য যুদ্ধায়োদ্যম উত্তমঃ॥
পুষ্কলস্য ততো মূর্চ্ছা মারুতেঃ পতনংছলাৎ।
শত্রুঘ্নস্যাদি মূর্চ্ছাথ পুনর্মূর্চ্ছা লবস্য চ॥
লবং বদ্ধা রথে স্থাপ্য শত্রুঘ্নগমনং ততঃ।
জানক্যাঃ শোচনং তত্র কুশস্যাগমনং ততঃ॥
সৈন্যানাং পতনঞ্চৈব জয়ঃ শ্রীরামপুত্রয়োঃ।
মারুতেঃ কপিরাজ্যেঽপি বদ্ধানয়নমাশ্রমে।
সীতায়া বরদানাচ্চ সৈন্যানাং জীবনং পুনঃ।
কুশয়োর্বন্ধনান্মুক্তির্হয়স্য চ বিমোক্ষণম্॥'

ইত্যাদি।

এই অংশের সঙ্গেও কৃত্তিবাসের স্থানে স্থানে মতবৈপরীত্য লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস লঙ্কাকাণ্ডে রাবণপুত্র মহীরাবণবধ বলিয়া একটি আখ্যান লিখিয়াছেন। ঐ আখ্যানটি কৌশলময় হইলেও বাল্মীকির নহে। বাল্মীকির রামায়ণে উহা একেবারেই নাই। ইহা ছাড়াও, কৃত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ডে বিভীষণপুত্র তরণীসেনবধ, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক অকালে দুর্গোৎসব এবং মন্দোদরীর নিকট হইতে ছদ্মবেশে হনুমৎকর্ত্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন প্রভৃতি কএকটি বিষয় লিখিয়াছেন। উহার সমস্তগুলি বা কতকগুলি কোন কোন পুরাণে বর্ণিত আছে; কিন্তু বাল্মীকিতে নাই। মহর্ষি বাল্মীকি লিখিয়াছেন, রামচন্দ্র ব্রহ্মাস্ত্রে রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন গোস্বামী বাল্মীকির মতানুসারে রামরসায়ন রচনা করিয়া তুলসীদাস বা কৃত্তিবাসের [illegible] সকল [illegible] বিষয় [illegible]হণ করেন নাই।

এইবার আমরা রঘুনন্দনগোস্বামিবিরচিত শ্রীমদ্রামরসায়ন মহাগ্রন্থের সংক্ষেপে দোষ গুণ বিচার করিয়া এই প্রস্তাবের [illegible]পসংহার করিব।

প্রথমতঃ ভাষা।—কৃত্তিবাসের ভাষা [illegible]রূপ প্রাঞ্জল; ইহাঁর [illegible]ভাষা স্থলে স্থলে [illegible] [illegible]রূপ নহে। বো[illegible], বেশী প[illegible] সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া রঘুনন্দন স[illegible] স্থলে বাঙ্গালা ভাষার প্রাঞ্জলতা রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহার ভাষা [illegible] সেবন্ধায় বহুল পরিমাণে গ্রাম্য[illegible]দূষিত নহে। ব্যাকরণ ও ভাবজ্ঞান থাকাতে রঘুনন্দন রামরসায়নকে অনেকাংশে বিশুদ্ধ করিয়াছেন। ভাষার প্রাঞ্জলতা সম্বন্ধে রঘুনন্দন কৃত্তিবাসের ন্যায় পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও, একেবারে কঠিনভাষী নহেন। আমরা যদৃচ্ছাক্রমে নিম্নে কএকটি অপ্রাঞ্জল এবং প্রাঞ্জল লেখা তুলিয়া দিলাম।—

অপ্রাঞ্জল পদ্য।

'আছিলা জটায়ু নিদ্রাসুখে প্রব[illegible]'

আরণ্য—৫ম অং।

'অর্দ্ধ অর্দ্ধ শ্লোকেতে করেন [illegible]'

সুন্দর—[illegible]

'রামদেহ অবেধ্য আচ্ছন্ন শাপে কয়।'

'কাক কঙ্ক গৃধ্র ঊর্দ্ধ কণ্ঠে রক্ত খায়।'

আরণ্য—৩য় অং।

'নিশাবিজয় বজ্রদংষ্ট্র প্রেজল প্রবল'

লঙ্ক—১৮শ অং।

[illegible]ল পদ্য।

'কিবা রঘুপতি, [illegible] মূরতি,

... রূপগুণ অভিরাম।
ইন্দ্রনীলমণি, জলধর জিনি,
অসিত চিকণ ধাম॥
অতি সুকোমল, চরণ কমল,
তাহাতে নূপুর বাজে।
করিকর জিনি উরুর বলনী,
পীত পটে কটি সাজে॥' ইত্যাদি।
আদ্য—৭ম অঃ।

'... হায় কি হইল, ক্রূর বিধি কি করিল,
প্রাণাধিক ভাই নিল হরি।
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে তারে পাব,
তা বিনে কিরূপে প্রাণ ধরি।'
লঙ্কা—১১শ অঃ।

'তবে অতি প্রভাতে উঠিয়া রঘুপতি।
বায়ুপুত্রে ডাকিয়া কহেন তাঁর প্রতি॥
বাপধন শুন তুমি আমার বচন।
যাহ অতি শীঘ্র করি অযোধ্যা ভবন॥'
ঐ—৩০শ অঃ।

'ইহা দেখি বড় রোষি অতিকায় অরি।
এড়ি বাণ ধনুখান কাটিলেন তারি॥'
'রঘুবীর তিন তীর পুন ছাড়ি আঁটি।
... চারিখণ্ড করিলেন কাটি॥'
ঐ ৮ম অঃ।

...র, করিতে সমর,
... তে মগন হইয়া।
অতি সুকোমল, তরুর বাকল,
পরিলা কটিতে আঁটিয়া॥
... জটিল ... পটল,
... বেড়িয়া বেড়িয়া।
... কঠিন কবচ,
শরীরে ...
আরণ্য ... অঃ।

এইরূপ আর কত উদ্ধার করিব? আমরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া অপ্রাঞ্জল পদ্যপংক্তি কএকটি উদ্ধার করিয়াছি; তাহার প্রমাণ এক এক পংক্তি ব্যতীত উপর্য্যুপরি দুইটি বা ততোধিক দেখিতে পাই নাই। কিন্তু প্রাঞ্জল পদ্যপংক্তির জন্য তাহা করিতে হয় নাই। ফল কথা, রামরসায়নের মধ্যে প্রাঞ্জলাংশ এত আছে যে, তাহা পাঠ করিয়াই আশা পরিপূর্ণ হইয়া যায়, অপ্রাঞ্জলাংশের দিকে তত লক্ষ্য হয় না।

দ্বিতীয়তঃ ছন্দঃ।—কৃত্তিবাসের রামায়ণে ছন্দঃপ্রণালী অপুষ্ট, অমার্জ্জিত ও বিকলাঙ্গী, কিন্তু রামরসায়নের তাহা নহে। রামরসায়ন এ ঐশ্বর্য্যে সৌভাগ্যশালী। কৃত্তিবাসের পয়ারে ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ এবং ১৯টি পর্য্যন্ত অক্ষর দেখা যায়, কিন্তু রঘুনন্দনের পয়ারে ১৪টির কম বা বেশী নাই। এতদ্ব্যতীত ইঁহার লেখনী নানাবিধ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ছন্দোভূষণে রামরসায়নকে বিভূষিত করিয়াছে। কিন্তু কৃত্তিবাসের লেখনী তাহা পারে নাই। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে দোষী বলিতে পারি না। কেননা একেত তিনি সংস্কৃত ভাষা জানিতেন না, তাহাতে আবার রঘুনন্দনের অপেক্ষা অনেক প্রাচীন কবি। শুনিয়াছি, রঘুনন্দন নাকি এই ঊনবিংশতি শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কবি।

রামরসায়নে যত প্রকার ছন্দঃ বিন্যস্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহাদিগের কেবল নামোল্লিখিত হইল, প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে উদাহরণ তুলিয়া দিতে পারিলাম না। ছন্দঃ যথা—পয়ার, দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী, ললিত ত্রিপদী, চতুষ্পদী, তোটকাদ্যক্ষরী কাব্যে মঞ্জরী,

ষোড়শাক্ষরী মনর্ক্রাপ, আদি যমক, মধ্য যমক, আদিমধ্যান্ত যমক, আদ্যন্তক যমক, আদিমধ্যযমক (আদি মধ্যান্ত যমকের সহিত ইহার পার্থক্য আছে), মধ্যান্ত যমক, স্বার্থ শব্দান্তক যমক, ললিত চতুষ্পদী, তোটক, মনর্ক্রাপ (মালর্ক্রাপ,) 'ষোড়শাক্ষরী, নব চতুষ্পদী, জাতি, অন্ত্যাদি যমক, নর্ত্তক ত্রিপদী, কাঞ্চী যমক, দোধক, মাত্রাবৃত্তি, চতুষ্পদী, তোটকে কাঞ্চী যমক, একাদশাক্ষরা উপজাতি, কবিরচ্ছন্দঃ, ষোড়শাক্ষরী, অন্ত্যাদি যমক, প্রকারান্তর মাত্রাবৃত্তি, ঝটিকা, চামর, মাত্রাবৃত্তি চতুষ্পদী, সমক আর্দ্ধ পয়ার, মাত্রাবৃত্তি গীতচ্ছন্দঃ, ভুজঙ্গপ্রয়াত, ইত্যাদি। এই সকল ছন্দের মধ্যে পয়ার দশ আনা, ত্রিপদী চারি আনা এবং অন্যান্য ছন্দঃ দুই আনা, এই পুরা ষোল আনা হইবে। এই সমস্ত ছন্দের মধ্যে দুই চারি প্রকার ছন্দঃ সকল স্থানে ঠিক থাকিতে পায় নাই। যমক প্রভৃতি কএক প্রকার ছন্দঃ লিখিতে কবিকে অনেক চিন্তা ও শব্দ সম্পত্তির দিকে মনোযোগ করিতে হইয়াছে। সময়ান্তরে রামরসায়নের অন্তর্গত ছন্দঃসমূহের উদাহরণ সমেত উহার রীতি-প্রণালী সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিয়া বান্ধবের পাঠকমহোদয়গণকে উপহার দিবার চেষ্টায় রহিলাম।

তৃতীয়তঃ। অলঙ্কার।—(১) রামরসায়নের মধ্যে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার দুইই বিশেষরূপ আছে। কবি নিজের প্রতিভায় এবং প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের সাহায্যে অনেকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট উপমাদি অলঙ্কারে রামরসায়নকে সাজাইয়াছেন। (২) আদি,

[illegible]

এ বিষয়ে [illegible]

আর ইচ্ছা আ[illegible]

চতুর্থতঃ ব্যাকরণ। [illegible] ব্যাকরণের ধার ধারেন না বটে, কিন্তু একেবারে [illegible] কাব্যের ধার কতকটা ছোঁড়া করিয়া [illegible]। রামরসায়নের কবি ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় [illegible] নাম ও ক্রিয়ার দিকে বার আনা ঠিক, কিন্তু চারি আনা বেঠিক। নিম্নে যদৃচ্ছোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে কবির এই দোষ প্রদর্শিত হইল :—

'পরিবারে কৈলুঁ* চীর বসন অর্পণ।'

অযোধ্যা—১ম অঃ।

'কিন্তু তোমাদের† দেখি আকার প্রকার।'

কিষ্কিন্ধ্যা—১ম অঃ।

'শুন শুন প্রধান প্রধান সেনাপ[illegible]
কর তোমা শতবলী সঙ্গেতে প[illegible]
যত্ন করি জানকী করিবে অ[illegible]
না করিবে কদাচ আলস্য আ[illegible]

ঐ—৮[illegible]

'না পাইলে রামে মুই‡ খাইব গরল।'

---

* কৈলুঁ, করিনু বা করিলাম।

† তোমাদের। আমরা আজিও বৃদ্ধদের মুখে এইরূপ 'তোমাদের' [illegible] দের' শব্দ শুনিতে পাই, কিন্তু রঘুন[illegible] এরূপ শব্দ জানিতেন—

'তোমাদের হবে ইথে নানাবিধ দুঃখ।'

'তাহাদের কাছে নাহি করিও প্রণাম।'

কিষ্কিন্ধ্যা—৮ম অঃ।

‡ মুই—[illegible] ইহা হিন্দী মৈঁ (উচ্চারণ ম্যায়)।

[illegible]ব্যের অপকর্ষসাধন করে তাহারাই কাব্যের দোষ-শব্দে বাচ্য। [illegible] দুঃশ্রাব্য বর্ণনা, অশ্লীল বর্ণনা, অনুচিতার্থ প্রয়োগ, অপ্রযুক্ত শব্দ প্রয়োগ, অবাচকশব্দ প্রয়োগ, গ্রাম্যতা প্রভৃতি কাব্যের অনেক দোষ আছে, তৎসমুদয়ের এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন না থাকায় উল্লিখিত হইল না। কাব্যের গুণ ত্রিবিধ; মাধুর্য্য, তেজস্বিত্ব এবং প্রসাদ। যে রচনা পাঠ করিলে সহৃদয় পাঠকের চিত্ত আর্দ্রপ্রায় এবং আহ্লাদপূর্ণ হয়, সে রচনার মাধুর্য্য গুণ আছে। এই মধুর রচনাতে অতি অল্প সমাস ঘটিত থাকে। যে রচনা পাঠ করিলে চিত্ত বিস্তৃত এবং প্রদীপ্ত হয়, সে রচনা তেজস্বিনী। ইহাতে সমাসের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। অলঙ্কার শাস্ত্রে এই গুণের নাম ওজোগুণ। যে রচনা পাঠমাত্র [illegible]চিত্ত একবারে ব্যাপ্ত হয় তাহা প্রসাদগুণবিশিষ্ট রচনা। ইহার অর্থ-[illegible] [illegible] এবং চমৎকারিত্ব একবারে সহৃদয় হৃদ[illegible] আকর্ষণ করে। এতদ্ভিন্ন সৌকুমার্য্য [illegible]দার্য্য প্রভৃতি অনেক গুণ আছে [illegible] দ্বারা কাব্যের উৎকর্ষ সাধন করে এই নিমিত্ত ইহাদিগকে কাব্যের গুণ কহে। উক্তির বিচিত্রতার নাম মাধুর্য্য, অর্থের বিমলতার নাম প্রসাদ, সান্দ্রপ্রায়তার নাম ওজঃ, পরুষবর্ণনারাহিত্যের নাম সৌকুমার্য্য এবং গ্রাম্যতার অভাবের নাম উদারতা।

এক্ষণে কাব্যবিভাগ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। কাব্য দৃশ্য এবং শ্রব্যভেদে দ্বিবিধ। অভিনয়াদির দ্বারা যে কাব্য দর্শনের যোগ্য তাহাকে দৃশ্য কাব্য বলে। দৃশ্য কাব্য অভিনয় যোগ্য এবং রূপক নামে অভিহিত। রূপক দশবিধ, তন্মধ্যে নাটক, প্রকরণ, প্রহসন প্রভৃতি সচরাচর চলিত। এ প্রবন্ধে নাটক আমাদিগের প্রতিপাদ্য নহে। ইহাতে কেবল মাত্র শ্রব্য কাব্যের আলোচনা করা যাইবেক, অতএব এস্থলে নাটকের বিষয় আলোচনা করিতে আমরা [illegible] প্রবন্ধান্তরে অথবা দৃশ্যকা[illegible] আলোচনা করিব।

[illegible]শ্যকাব্য [illegible] শ্রব্যকাব্য। [illegible] পাঠ এবং শ্র[illegible] অভিনয়ের নিমিত্ত নহে। [illegible] গদ্যময় ভেদে দ্বিবিধ। [illegible] পদ্যময় [illegible] কাব্যের ভেদ বিবিধ; মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষ। গদ্য কাব্যের ভেদও দ্বিবিধ, কথা, আখ্যায়িকা, আখ্যান। [illegible] কাব্যের নাম চম্পূকাব্য। [illegible] বিবিধ-ভাষা বিনির্মিত কাব্যের নাম [illegible]। এবংবিধ অনেক প্রকার ভেদ আছে, তাহা পৃথক্ লক্ষিত করিবার প্রয়োজন নাই। এই সমস্ত ভেদের লক্ষণ যথাস্থানে নিবেশিত হইবেক।

অতঃপর আমরা সংক্ষেপে আর্য্যজাতির কাব্য শাস্ত্রের পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত এস্থলে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ঋগ্বেদ সংহিতা আর্য্যভূমির প্রাচীনতম কাব্য গ্রন্থ। ঋগ্বেদ সংহিতার তুল্য প্রাচীন গ্রন্থ জগতে আর নাই। আর্য্যভূমির কাব্যোদ্যানের সর্ব্ব-প্রথম প্রস্ফুটিত অক্ষয় কুসুম নিচয় ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রহিয়াছে—তাহার সৌরভে সমস্ত ভারত সৌরভিত। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রতিমন্ত্রে প্রাচীন

...লোপ্যোগী সরলতা, উদারতা এবং বৈদেশিক গভীর ভাব বিরাজমান। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, আদিত্য, সোম, বায়ু প্রভৃতি ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহের আরাধ্য দেবতা। অনেক মন্ত্রে চিন্তাশীলতা, দার্শনিকভাব, তত্ত্বজিজ্ঞাসা প্রভৃতিও পরিস্ফুট দৃষ্ট হয়। বেদরচয়িতা বিদ্বান্ মেধাবী ঋষিগণ অতি সরলভাবে তাঁহাদিগের স্তোত্রসমূহ রচনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদ সংহিতা আর্য্যদিগের কবিত্বের প্রাচীনতম আদর্শ [illegible] শক্তির প্রাচীনতম কীর্ত্তিস্তম্ভ। কাব্যের রীতি এবং প্রণালী এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু ছন্দ [illegible] কবিতার উৎপত্তি হইয়াছে। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রতিমণ্ডলে বিবিধ প্রকার ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার এক প্রকার উৎকর্ষসাধিত হইয়াছে এবং সমাজের অবস্থা অনেক উন্নত হই[illegible] বৈদি[illegible] এবং আধুনিক সংস্কৃত ভা[illegible] বি[illegible]। বৈদিক অনেক শব্দ, উপস[illegible] এক্ষণে অপ্রচলিত হইয়াছে। [illegible] ক্রিয়াবাচক ধাতুর রূপ অনেক বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। অনেক নিপাত অর্থাৎ অব্যয় শব্দ আর এক্ষণে ব্যবহৃত হয় না। ঋগ্বেদের সময় যে উচ্চারণ প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাঁহা এক্ষণে আর সমাদৃত হয় না। উচ্চারণ প্রণালীর নিয়মানুসারে কোন কোন মন্ত্রের দুই তিন প্রকার ছন্দ হইতে পারে। বৈদিকশিক্ষা এবং নিরুক্তগ্রন্থ ব্যতিরেকে বেদপাঠ দুঃসাধ্যাতীত। ঋষিগণ ধন, ধান্য, পশু, নিরাপদ, বিজয়, শত্রুনাশ প্রভৃতির নিমিত্ত দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহা[illegible] রচনা করিয়াছেন। [illegible] অতি[illegible], আড়ম্বরহীন এবং স্বাভাবিক, কিন্তু বৈদিক প্রক্রিয়া না জানা থাকিলে অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়।

ঋগ্বেদের সময় কাব্যের রীতি ও প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই। রীতি ও প্রণালীর পরিচয় আমরা রামায়ণে প্রথম দেখিতে পাই। ইহাতে সূর্য্যবংশের রাজগণের বর্ণনা। সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের রাজধানী সরযূনদীতীরস্থ অযোধ্যানগরী ছিল। রামায়ণ কবিকুলগুরু বাল্মীকির রসময়ী লেখনীমুখ বিনির্গত। ভারত সরোবরে কবিত্বকমলের আদিকবি বাল্মীকি। যৎকালে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষা তখন উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরূঢ়। বেদচতুষ্টয় সর্ব্বশাস্ত্রোপরি শোভমান, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন সর্ব্ব[illegible], নৈষয়িক বিদ্যোপযোগি অর্থশা[illegible] [illegible] প্রচারিত এবং সাহিত্যাদির বিস্তর [illegible]চার। রামায়ণ যে সময়ের কাব্যগ্রন্থ [illegible] কালে সাহিত্যের বিষয় বলা বাহুল্য [illegible] রামায়ণের কাব্যরসতরঙ্গ নাচিতে নাচিতে অনেকদূর উপস্থিত হইয়াছিল। ইয়ুরোপে গ্রীসদেশের আদিকবি হোমারের হৃদয়ে প্রতিঘাত করিয়া তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী বাজাইয়াছিল। ভবভূতির প্রণীত উত্তরচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মর্ষি বাল্মীকি একদা মধ্যন্দিন সময়ে তমসা নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে কোন ব্যাধ বনচর ক্রৌঞ্চদ্বয়ের একটিকে বাণবিদ্ধ করিল। তৎক্ষণাৎ বাল্মীকির মুখ হইতে অকস্মাৎ স্বয়ং প্রকাশমান অনুষ্টুপ্ ছন্দে এ-

...নির্গত হইল, সে ...টি এই
"...া নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ...শ্বতীঃ
সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকং অবধীঃ কামমো-
হিতং॥"

এতদ্দর্শনে ভূতভাবন ব্রহ্মা বাল্মীকিকে বলিলেন 'হে মহর্ষে তুমি বাক্যব্রহ্মে প্রবুদ্ধ হইয়াছ, তোমার আর্ষচক্ষু অব্যাহতজ্যোতি হউক। তুমি আদিকবি হইলে অতএব তুমি রামচরিত প্রণয়ন কর।' আর একস্থলে লিখিত আছে যে বাল্মীকির মুখ হইতে অকস্মাৎ 'পাদবদ্ধোক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ' ...ক্য নির্গত হইয়াছিল। প্রাতিশাখ্য না... ...ক বেদের শিক্ষাগ্রন্থে বাল্মীকি নামক জনৈক বৈয়াকরণের নাম আছে। সে বাল্মীকি যে রামায়ণকর্ত্তার অনেক ঊর্দ্ধতন ... আর কোন সন্দেহ নাই। সংস্কৃত ...গুণসদৃশ প্রাঞ্জল এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট পদ্যগ্রন্থ অতি বিরল। মধ্যে মধ্যে চিত্তহারিণী ও চমৎকারিণী রচনা অনেক আছে। রামায়ণের রচনাপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলেই ইহার প্রাচীনতা প্রতীত হইবেক।

বেদব্যাসের মহাভারত ইহার পরবর্ত্তী। মহাভারত অতি বৃহৎ গ্রন্থ। সভাপর্ব্বের চমৎকার বর্ণনা এবং স্ত্রীপর্ব্বের করুণরসাশ্রিত রচনা প্রকৃত কাব্যের নিদর্শনস্থল। কিন্তু সাধারণতঃ ইহার রচনা রামায়ণের ন্যায় প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণবিশিষ্ট এবং পরিষ্কৃত নহে। ... সকল স্থল বুঝিতে পারা যায় না। ...ভারতের আদিপর্ব্বে এবং বনপর্ব্বে নীতি... এবং ...োপদেশপরিপূরিত প্রস্তাব অনেক আছে। ...কাব্যে পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে এবং আনুষঙ্গিক নানা পৌরাণিক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহার রচনা-প্রণালী আলোচনা করিলেই রামায়ণ অপেক্ষা ইহার আধুনিকত্ব স্ফুট হইবে।

উপরি উল্লিখিত রামায়ণ এবং মহাভারত কাব্যগ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে, কিন্তু ঐতিহাসিকগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। ...দ্বয় হইতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বহুল পরিমাণে সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

কালিদাস, ভট্টি, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির হস্তে সংস্কৃত কাব্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। যদিও ভবভূতি কোন কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, কিন্তু তাঁহার মালতীমাধব, বীরচরিত এবং উত্তরচরিতে কবিত্বের ... পরিচয় দিয়াছেন। কালিদাস সংস্কৃ... ...কবিশিরোমণি বলি... ...আছে ক... ...মূর্খ ছিলেন। পরে এক... ...নময় হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া কোন নদীর জলে অবগাহন করিলে পর সরস্বতী দেবীর প্রসাদে এইরূপ আকাশবাণী হইল যে, তুমি তোমার হস্তস্থিত পাত্র জলে পরিপূর্ণ করিয়া সেই জল পান কর। কালিদাস তাহাই করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল কবিত্ব নির্গত হইতে লাগিল। তৎপরে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ স্ত্রীকে বলিলেন "অস্তি কশ্চিৎ বাগ্‌বিশেষঃ" কোন বিশেষ কথা আছে? তদনন্তর তাঁহার স্ত্রীর অনুরোধে তিনখানি

আয়ুর্বেদ।

১২৮৩ সনের ফাল্গুণ চৈত্র মাসের বান্ধবে আয়ুর্বেদ শীর্ষক যে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে আয়ুর্বেদের পূর্ব্বতন অবস্থা ও বর্ত্তমান অবনতির কারণ এবং কি কি উপায়ে উহার পুনরুন্নতি হইতে পারে, তদ্বিবরণ সংক্ষেপতঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং পূর্ব্বতন আয়ুর্বেদাচার্য্যগণ যে মৃত শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া শিষ্যদিগকে শারীরতত্ত্বের শিক্ষা প্রদান করিতেন তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রাচীন আর্য্যগণ শারীরতত্ত্বে কিরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন, এবং অস্ত্র চিকিৎসা বিষয়ে কতদূর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্যান্য বিষয়েই বা কিরূপ কৃতী ছিলেন, তাহা অনেকেই অনবগত। অত এব আমরা আয়ুর্বেদোক্ত শারীরতত্ত্ব, ধাত্রীবিদ্যা, শিশুপালনবিধি, খাদ্য পানের নিয়ম, ও অস্ত্রচিকিৎসা প্রণালী প্রভৃতি কতিপয় অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় সাধারণের অবগতির নিমিত্ত মূল প্রমাণসহ ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। আর্য্যগণ শারীরতত্ত্বে কিরূপ পারদর্শী [illegible] ক্রমশঃ প্রদর্শিত [illegible]

[illegible] যে [illegible] প্রমাণ উদ্ধৃত হইবে, তন্মধ্যে [illegible] দেখিবেন যে মহামতি ভাবমিশ্র [illegible] "ভাবপ্রকাশ" গ্রন্থ হইতেই অধিকাংশ প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

পাঠকগণের ইহাও বুঝিতে হইবে যে, ভাবপ্রকাশ গ্রন্থ চরক সুশ্রুত প্রভৃতি মূল প্রাচীন গ্রন্থের সম্পূর্ণ মতানুসারী। ইহাতে বিশেষ এই যে, চরক ও সুশ্রুত প্রণীত মূলগ্রন্থে নানাস্থানে বিশৃঙ্খল ভাবে যে সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে, ভাবমিশ্র তাহা শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক সুশৃঙ্খল ভাবে একত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। এবং উক্ত মূল গ্রন্থ সমূহে যে সমস্ত বিষয় অস্পষ্ট ভাবে লিখিত হইয়াছে, ভাবমিশ্র তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই নিমিত্তই আমরা ভাব প্রকাশ হইতেই অধিকাংশ প্রমাণ গ্রহণ করিব। ইহাতে পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন না যে, ভাবপ্রকাশ গ্রন্থ অনেক পরবর্ত্তী বলিয়া তাহার প্রমাণ অগ্রাহ্য। কারণ ভাবপ্রকাশ গ্রন্থ পরবর্ত্তী হইলেও চরক সুশ্রুত প্রভৃতি মূল গ্রন্থেরই ছায়া, কচিৎ কচিৎ সামান্য বৈলক্ষণ্য আছে। এমন কি ভাবপ্রকাশে মূলগ্রন্থের অনেক বচন অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

পাঠকবর্গের নিকটে আমাদিগের ইহাও বিজ্ঞাপ্য যে ভাব প্রকাশ গ্রন্থে উদ্ধৃত চরক সুশ্রুত গ্রন্থের অনেক বচন ভাবপ্রকাশের অন্যান্য কথার সহিত সংযুক্ত আছে বলিয়া

[illegible]। উহার প্রমাণস্থলে কেবল তাহা[illegible]শেরই নাম নির্দ্দেশ করিব। অনেকস্থলে [illegible] প্রমাণ বাক্যের একাংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া 'ইত্যাদি' শব্দে শেষ করিব, পাঠকগণ উহা বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিলে তত্তৎ গ্রন্থ দেখিলেই জানিতে পারিবেন।

পরিশেষে ইহাও বিজ্ঞাপ্য যে আমাদিগের অবলম্বনীয় গ্রন্থমধ্যে কোন কোনস্থলে যাহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয় নাই, তাহা আমরা আবশ্যক বোধে পাঠকবর্গকে বিশদরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত স্বীয় বোধানুরূপ যুক্তির অনুসরণ করিব। সুতরাং ঐ লেখাটুকু গ্রন্থের অতিরিক্ত হইবে।

শারীর-তত্ত্ব।

অঙ্গ ও উপাঙ্গ বিভাগ।

পূর্ব্বতন শারীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ, শরীরকে প্রধানতঃ আট অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার এক এক অংশকে এক একটি অঙ্গ বলা যায়। যথা—

অঙ্গ

১। মস্তক। ২ গ্রীবা। ৩ বাহু। ৪ বক্ষঃ। ৫ উদর। ৬ পার্শ্ব। ৭ পৃষ্ঠ। ৮ [illegible] (উরু মূল অবধি পাদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত [illegible])। *

উপাঙ্গ।

কেশ, মস্তলুঙ্গ (মস্তিষ্ক) ললাট, ভ্রূ, নেত্র, নৈত্রান্তর্গত তারকা, দৃষ্টিভাগ, কৃষ্ণগোলক, শ্বেতভাগ, [illegible], পক্ষ্ম, অপাঙ্গ

* আদাবঙ্গং শিরঃ প্রোক্তং শুক্লপাকানি-কুন্তলা[illegible] তস্যান্তর্মস্তলুঙ্গঞ্চ ললাটং ভ্রূযুগং তথা। [illegible] তয়োরধর্ব্বন্তে [illegible] নীনিকে। [illegible] কৃষ্ণগোলৌ শ্বেতভা-[illegible] বর্ত্মনী। [illegible]পাঙ্গৌ শঙ্খৌচ কর্ণৌ [illegible]কুলীদ্বয়ং। পালীদ্বয়ং কপোলৌ চ নাসিকা চ প্রকীর্ত্তিতা। ওষ্ঠাধরৌচ সৃক্কণৌ মুখং তালু হনুদ্বয়ং। দন্তাশ্চ দন্তবেষ্টশ্চ রসনা চিবুকংগলঃ। দ্বিতীয়মঙ্গং গ্রীবাতু যয়া মূর্দ্ধা বিধার্য্যতে। তৃতীয়ং বাহুযুগলং তদ্গতাঙ্গ-ক্রথ ক্রবে। তত্রোপরি মতৌ কক্ষৌ প্রগণ্ডৌ ভবতস্তথা। কফোণিযুগং তদধঃ প্রকোষ্ঠযুগ্মস্তথা। মণিবন্ধৌ ততো হস্তৌ তয়োশ্চাঙ্গুলয়োদশ। নখাশ্চ দশ তে স্থাপ্যা দশচ্ছেদ্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ। চতুর্থমঙ্গং বক্ষস্তু তদ্গতাঙ্গান্যথ ক্রবে। স্তনৌ পুংসস্তথানার্য্যা বিশেষ উভয়োরয়ং। যৌবনাগমনে নার্য্যা পীবরৌ ভবতস্তনৌ। গর্ভবত্যাঃ প্রসূতায়াস্তাবেব ক্ষীরপূরিতৌ। হৃদয়ং পুণ্ডরীকেণ সদৃশং স্যাদধোমুখং। জাগ্রতস্তদ্বিকশতি স্বপতস্তু নিমীলতি। আশয়স্তত্তু জীবস্য চেতনাস্থানমুত্তমং। অতস্তস্মিংস্তমোব্যাপ্তে প্রাণিনঃ প্রস্বপন্তি হি। কক্ষয়োর্ব্বক্ষসঃ সন্ধী জত্রুণী সমুদাহৃতে। কক্ষে উভে সমাখ্যাতে তয়োঃ [illegible] বংক্ষণৌ। উদরং পঞ্চমং চাঙ্গং ষষ্ঠং পার্শ্বদ্বয়ং মতং। সপৃষ্ঠবংশং পৃষ্ঠন্তু সপ্তমং স্মৃতং। উপাঙ্গানিচ কথ্যন্তে তানি জানীহি যত্নতঃ। শোণিতাজ্জায়তে প্লীহা ইত্যাদি। * [illegible] পাদানিচ, [illegible] [illegible] যে যুক্তিকে [illegible] [illegible] [illegible])

(নেত্রপ্রান্ত) শঙ্খস্থান (ভ্রূপুচ্ছের উপরিভাগে কর্ণ ও ললাটের মধ্যবর্ত্তি স্থান) কর্ণ, কর্ণরন্ধ্র, কর্ণপালী, গণ্ডস্থল, নাসিকা, ওষ্ঠ, অধর, সৃক্কণী (ওষ্ঠপ্রান্ত) মুখ, তালু, হনু, দন্ত, দন্তবেষ্টক মাংস, জিহ্বা, চিবুক, ... দেশ, এই সমস্ত মস্তকের উপাঙ্গ।

স্কন্ধ, প্রগণ্ড (স্কন্ধের নিম্ন অবধি কনুইর উপরিভাগ পর্য্যন্ত স্থান), কফোণী (কনুই), প্রকোষ্ঠ (কনুইর নিম্ন হইতে মণিবন্ধের উপর পর্য্যন্ত), মণিবন্ধ (প্রকোষ্ঠ ও হস্ত তলের মধ্যবর্ত্তি স্থান), হস্ত, হস্ততল, হস্তাঙ্গুলি, নখ, এই সমস্ত বাহুর উপাঙ্গ।

স্তন, স্তনবৃন্ত, জত্রু (কক্ষা ও বক্ষঃস্থলের সন্ধিদ্বয়), কক্ষা (বগল), কক্ষাবক্ষণ (বক্ষঃস্থল ও কক্ষার মধ্যস্থল), এই সমস্ত বক্ষঃস্থলের উপাঙ্গ।

প্লীহা, ফুস্ফুস্, যকৃৎ, ক্লোম (জলবাহি শিরাসমূহের মূল স্থান), বৃক্ক (উদরস্থমেদঃ ধারক যন্ত্র), অন্ত্র, কটী, উণ্ডুক (পক্কাশয়স্থ মলধারক যন্ত্র), ত্রিক (পৃষ্ঠবংশের নিম্নস্থ অস্থিখণ্ড), বস্তি (মূত্রাশয়), বঙ্ক্ষণ (... স্থান), মেঢ্র, যোনি, বৃষণ (অণ্ডকোষ), পায়ু (মলদ্বার), নিতম্ব, কুকুন্দর, এই সমস্ত পৃষ্ঠের উপাঙ্গ।

উরু, জানু, জঙ্ঘা, ঘুণ্টিকা, পাষ্ণি, পাদপার্শ্ব, পাদতল, পাদাঙ্গুলি, এইসমস্ত সক্থির উপাঙ্গ।

গ্রীবা, উদর ও পার্শ্বের কোন উপাঙ্গ নাই।*

উপরোক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গমধ্যে, মস্তক, উদর, পৃষ্ঠ, নাভি, ললাট, মেঢ্র, যোনি, বক্ষঃ, জিহ্বা, তালু, চিবুক, বস্তি, গ্রীবা প্রভৃতি এক এক সংখ্যক। হস্ত, পদ, নাসিকা, ভ্রূ, কর্ণ, নেত্র, হনু, শঙ্খ, স্কন্ধ, গণ্ড, কক্ষা, জত্রু, স্তন, বৃষণ, পার্শ্ব, স্ফিক্ (নিতম্ব), জানু, জঙ্ঘা, বাহু, উরু প্রভৃতি দুই দুই সংখ্যক।*

শারীরযন্ত্র—বিবরণ।

হৃৎপিণ্ড।

ইহা শ্বেতবর্ণ পদ্মসদৃশ মাংসপিণ্ড, বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে অধোমুখে অবস্থিত। রক্তপরিপূর্ণ, জীব ও চৈতন্যের অধিষ্ঠান। পদ্ম যেরূপ বিকসিত ও সঙ্কুচিত হয়, হৃৎপিণ্ডও তদ্রূপ সময়ে সময়ে বিকসিত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। ইহার বিকাশ অবস্থায় প্রাণিগণ সচেতন থাকে। সঙ্কুচিত অবস্থায় অচৈতন্য থাকে। নিদ্রাবস্থায় হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।‡

প্লীহা।

ইহা রক্তজ, হৃৎপিণ্ডের অধোভাগে বাম দিকে অবস্থিত। ইহা রক্তবাহি শিরাসমূহের মূল।‡

ফুস্ফুস্।

ইহা রক্তফেনজ, হৃৎপিণ্ডের অধোভাগে

---

* মস্তকোদরপৃষ্ঠনাভিললাটচিবুকবস্তিগ্রীবা ইত্যেতা একৈকাঃ। কর্ণনেত্রনাসাভ্রূশঙ্খাংসগণ্ডকক্ষস্তনবৃষণপার্শ্বস্ফিক্জানুবাহূরুপ্রভৃতয়ো দ্বে দ্বে। (সুশ্রুতঃ)

‡ পুণ্ডরীকেণ সদৃশং হৃদয়ং স্যাদধোমুখং। জাগ্রতস্তদ্বিকসতি স্বপতশ্চ নিমীলতি। হৃদয়ং চেতনাস্থানমুক্তং সুশ্রুত দেহিনাং। তমোহভিভূতে তস্মিংস্তু নিদ্রা বিশতি দেহিনাং। (সুশ্রুতঃ)

‡ শোণিতাজ্জায়তে প্লীহা বামতো হৃদয়াদধঃ। রক্তবাহিশিরাণাং সমূলং খ্যাতো মহর্ষিভিঃ। (ভাবপ্রকাশঃ)

পশ্চিমদিকে অবস্থিত। ইহা শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা দূষিত বায়ু নিঃসরণ ও বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করতঃ সর্ব্বদা রক্ত পরিষ্কার করে। * ইহার মধ্যে কণ্ঠনালী সংযুক্ত।

যকৃৎ।

ইহা রক্তজ, হৃৎপিণ্ডের অধোভাগে দক্ষিণদিকে অবস্থিত। ইহা রঞ্জক নাম পিত্তের অধিষ্ঠান। †

ক্লোম।

ইহাও হৃদয়ের অধোভাগে দক্ষিণদিকে অবস্থিত, ইহাই জলবাহিশিরাসমূহের মূল ও তৃষ্ণানিবারক। ‡

বৃক্ক।

ইহা দ্বিসংখ্যক। মেদ ও রক্তের সারভাগ হইতে সমুৎপন্ন। ইহা জঠরস্থ মেদের পুষ্টিকারক। উদরের দুই পার্শ্বে দুইটি অবস্থিত। §

উণ্ডুক।

ইহা পক্বাশয়মধ্যস্থ মলধারক যন্ত্র। ¶

বস্তি।

ইহা নাভি, পৃষ্ঠ, কটী, পায়ু, মেঢ্র ও বংক্ষণ স্থানের মধ্যভাগাভ্যন্তরে অধোমুখে অবস্থিত, একদ্বারবিশিষ্ট, স্নায়ুসমূহে নিৰ্ম্মিত। ইহা মূত্রাশয়। *

নাভি।

ইহা আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যবর্ত্তী, শিরাসমূহের মূলস্থান ও শিরা দ্বারাই নির্ম্মিত। †

গর্ভাশয়।

যেমন শঙ্খনাভি ত্রি আবর্ত্ত (পেচ) বিশিষ্ট, তদ্রূপ স্ত্রীলোকের যোনিদেশও ত্রি আবর্ত্ত বিশিষ্ট। উহার অভ্যন্তরস্থ তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভাশয় অবস্থিত। ইহা পিত্তাশয় অগ্ন্যাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যবর্ত্তী। গর্ভাশয়ের আকৃতি রোহিত মৎস্যের মুখের ন্যায়, মুখবিবর সূক্ষ্ম ও মধ্যস্থান বৃহৎ, কিন্তু গর্ভাশয়ের মুখবিবর সূক্ষ্ম হইলেও ইহা সময়ে সময়ে বিস্তৃত হইয়া থাকে। ‡

---

* হৃদয়স্য বামতোধশ্চ ফুস্ফুসোরক্তফেনজঃ। (ভাবপ্রকাশঃ)

† অধোদক্ষিণতশ্চাপি হৃদয়াৎযকৃতঃ স্থিতিঃ। তত্তু রঞ্জকপিত্তস্য স্থানং শোণিতজং মতঃ। (ভাবপ্রকাশঃ)

‡ অধস্তু দক্ষিণে ভাগে হৃদয়াৎ ক্লোম তিষ্ঠতি। জলবাহিশিরামূলং তৃষ্ণাচ্ছাদনকৃন্মতং। (ভাবপ্রকাশঃ)

§ মেদ শোণিতয়োঃ সারাৎবৃক্কয়োর্যুগলং ভবেৎ। তৌ তু পুষ্টিকরৌ প্রোক্তৌ জঠরস্থস্য মেদসঃ। (ঐ)

¶ যকৃৎসমস্তাৎ কোষ্ঠঞ্চ তথান্ত্রাণি সমাশ্রিতা। উণ্ডুকঞ্চ বিজানতে মলঞ্চ মলধরা কলা। (সুশ্রুতঃ)

* বস্তির্নাভিপৃষ্ঠকটীমুষ্কগুদবংক্ষণশেফসাং। মধ্যে বস্তিস্তথৈক এবদ্বারোঽধোমুখঃ। (ভাবপ্রকাশঃ)

† যাবত্যস্তু শিরাঃ কায়ে সম্ভবন্তি শরীরিণাং। নাভ্যাং সর্ব্বানিবদ্ধাস্তাঃ প্রতন্বন্তি সমন্ততঃ। নাভিস্থাঃ প্রাণিনাং প্রাণাঃ প্রাণান্নাভির্ব্যুপাশ্রিতা। শিরাভিরাবৃতা নাভিশ্চক্রনাভিরিবারকৈঃ॥ (সুশ্রুতঃ)

‡ শঙ্খনাভ্যাকৃতির্যোনি, স্ত্র্যাবর্ত্তা সা প্রকীর্ত্তিতাঃ। তস্যাস্তৃতীয়ে ত্বাবর্ত্তে গর্ভশয্যা প্রতিষ্ঠিতা। যথা রোহিতমৎস্যস্য মুখং ভবতিরূপতঃ তৎসংস্থানাং তথারূপাং গর্ভশয্যাং বিদুর্বুধাঃ॥ (সুশ্রুতঃ)

মেঢ্র।

ইহা পৌরুষচিহ্ন, বীর্য্য ও মূত্রবাহী, গর্ভাশয়ে বীজপ্রবেশক। ইহা গ্রীবা ও হৃদয়নিবন্ধনী অধোভাগগতকণ্ডরাসমূহের প্ররোহ। *

বৃষণ (অণ্ডকোষ)।

ইহা মেদ ও কফরক্তের সারাংশ সম্ভূত। বীর্য্যবাহিশিরাধারক ও পৌরুষাবহ। †

পায়ু।

ইহা মাংসনির্ম্মিত, সার্দ্ধচতুরঙ্গুলপরিমিত, শঙ্খাবর্ত্তসদৃশ ত্রিবলি-বিশিষ্ট। ইহার আভ্যন্তরিক প্রথম বলি সার্দ্ধাঙ্গুলি প্রমাণ, প্রবাহিণী নামে খ্যাত। তদধোভাগে দ্বিতীয়বলি সার্দ্ধাঙ্গুলি প্রমাণ, উৎসর্জ্জিনী নামে খ্যাত। তদধোভাগে তৃতীয়বলি একাঙ্গুলি প্রমাণ, সম্বরিণী নামে খ্যাত। তদধঃ অর্দ্ধাঙ্গুলিপরিমিত স্থানকে পায়ুমুখ বলা যায়। ইহাই মলনিঃসরণ পথ। ‡

যোনি।

ইহা স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়, শঙ্খনাভি সদৃশ ত্রি-আবর্ত্তবিশিষ্ট। ইহাই শুক্রগ্রহণ ও আর্ত্তবশোণিত নির্গমনের পথ।

স্থূল অন্ত্র।

গলনালী হইতে পায়ুমুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত উদরব্যাপী যে একটি অতি স্থূল নাড়ী আছে, তাহাকেই স্থূল অন্ত্র বলে। ইহা পুরুষের সার্দ্ধত্রিব্যাম পরিমিত এবং স্ত্রীলোকের ত্রিব্যাম পরিমিত। এই স্থূল অন্ত্র মধ্যেই ভাগে ভাগে সমস্ত আশয়াদি অবস্থিত আছে। এই স্থূল অন্ত্রের ঊর্দ্ধমুখ গলনালী সংলগ্ন ও অধোমুখ পায়ুমার্গ-সংলগ্ন। •

এতদ্ভিন্ন সূক্ষ্ম অন্ত্র অনেক আছে।

শিরা প্রভৃতি-বিবরণ।

শিরা।

ইহা সন্ধিসমূহের বন্ধনী, এবং বায়ু, পিত্ত, কফ ও রসরক্তাদি ধাতু বহন করিয়া থাকে। ইহাদের মূলস্থান নাভি, যেমন পদ্মকন্দ হইতে সমুৎপন্ন মৃণালপ্রতানসমূহ জলমধ্যে বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ নাভিমূল হইতে সমুৎপন্ন শিরাপ্রতানসমূহ সমস্ত শরীরে ব্যাপিত হইয়া থাকে। যেমন জলপ্রণালী দ্বারা ক্ষেত্রস্থ ধান্য পরিপুষ্ট হয়, তদ্রূপ সারবাহিশিরাসমূহ দ্বারা সমস্ত শরীর পরিপোষিত হয়। প্রসারণ ও আকুঞ্চনাদি কার্য্যে ইহার বিশেষ উপযোগিতা। বৃক্ষপত্রমধ্যে যেরূপ বিস্তৃত শিরা দেখা যায়, শরীরস্থ মাংসমধ্যেও শিরার আকৃতি তদ্রূপ।

---

* কণ্ডরাণাং প্ররোহঃ স স্থানং শুক্রমূত্রয়োঃ। সএব গর্ভাধানং কুর্য্যাৎ গর্ভাশয়ে স্থিয়াঃ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

† বৃষণো ভবতঃ সারাৎ কফাসৃঙ্মাংস মেদসাং। বীর্য্যবাহিশিরাধারৌ তৌ মতৌ পৌরুষাবহৌ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

‡ অর্দ্ধমাত্রাং সমস্য সার্দ্ধং সার্দ্ধচতুরঙ্গুলং। তস্য বলিত্রয়ঞ্চ শঙ্খাবর্ত্ত নিভাস্ততাঃ॥ প্রবাহিণী ভবেৎপূর্ব্বা সার্দ্ধাঙ্গুলমিতা মতা। উৎসর্জ্জিনী তদধঃ সা সার্দ্ধাঙ্গুল সম্মিতা। তস্যাধঃ সম্বরিণী স্যাৎ একাঙ্গুল সমামতা। অর্দ্ধাঙ্গুলপ্রমাণং তু বুধৈঃ পায়ুমুখং মতং। মলোৎসর্গস্য মার্গোহয়ং পায়ুর্দেহে বিনির্ম্মিতঃ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

* সার্দ্ধত্রিব্যামানান্ত্রাণি পুংসাং স্ত্রীণাম ব্যামহীনানি। (সুশ্রুতঃ)

১। সন্ধিবন্ধনকারিণ্যো দোষধাতুবহাঃ

*তন্মধ্যে মূল শিরা ৪০ চত্বারিংশৎ। যথা —বাতবাহিনী ১০, পিত্তবাহিনী ১০, কফবাহিনী ১০, রক্তবাহিনী ১০। উক্ত বাতবাহিনী মূল শিরা ১০টি হইতেই ১৭৫টি শিরা উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে সক্থিদ্বয়ে ৫০, বাহুদ্বয়ে ৫০, পায়ু ও মেঢ্রাশ্রিত ৮, পার্শ্বদ্বয়ে ৪, পৃষ্ঠে ৬, উদরে ৬, বক্ষঃস্থলে ১০, গ্রীবাতে ১৪, কর্ণদ্বয়ে ৪, জিহ্বাতে ৯, নাসাতে ৬, নেত্রে ৮।

পিত্তবাহিনী মূলশিরা ১০টি হইতেও ১৭৫টি শিরা উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার বিভাগও বাতবাহিনী শিরার বিভাগের ন্যায়, কেবল নেত্রদ্বয়ে ৮ স্থানে ১০, এবং কর্ণদ্বয়ে ৪ স্থানে ২, এই মাত্র প্রভেদ।

কফবাহিনী মূলশিরা ১০টি হইতেও ১৭৫ শিরা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার বিভাগও বাতবাহিনী শিরা বিভাগের ন্যায়, কেবল গ্রীবাতে ১৪ স্থানে ১৬, কর্ণে ৪ স্থানে ২।

রক্তবাহিনী মূলশিরা ১০টি হইতেও ১৭৫টি শিরা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার বিভাগও বাতবাহিনী শিরা বিভাগের ন্যায়। সর্ব্বসমষ্টি শিরা সংখ্যা ৭০০ শত।

দূষিত বাতবাহিনী শিরা অরুণ বর্ণ হইয়া থাকে। এবং দূষিত পিত্তবাহিনী শিরা নীলবর্ণ এবং দূষিত কফবাহিনী শিরা শ্বেতবর্ণ ও শীতল, এবং দূষিত রক্তবাহিনী শিরা রক্তবর্ণ ও নাতি উষ্ণনাতি শীতল হইয়া থাকে। *

শিরাঃ। নাভ্যাং সর্ব্বা নিবদ্ধাস্তাঃ প্রতন্বন্তি সমন্ততঃ। শরীরং সকলৈকৈতচ্ছিরাভিঃ পোষ্যতে সদা। প্রণালীভিরিবারামাঃ কুল্যাভিঃ ক্ষেত্রধান্যবৎ। প্রসারণাকুঞ্চনাদিক্রিয়াভিঃ সততং তনৌ। শিরাএবোপকুর্ব্বন্তি, তাঃ স্যুঃ সপ্তশতানি তু। যথা ক্রমদলে সাক্ষাৎ দৃশ্যন্তে প্রততাঃ শিরাঃ। তথৈব দেহিনো-দেহে বর্ত্তন্তে সকলে শিরাঃ॥ (ভাব-প্রকাশঃ)

ব্যাপ্নবন্ত্যভিতোদেহং নাভিতঃ প্রসৃতাঃ শিরাঃ। প্রতানাঃ পদ্মিনীকন্দাৎ বিসাদীনাং যথা জলং॥ তাসাং মূলশিরাশ্চত্বারিংশত্তাসাং বাতবাহিন্যোদশ কফবাহিন্যোদশ দশরক্তবাহিন্যঃ। তাসান্তু বাতবাহিনীনাং বাতস্থানগতানাং পঞ্চসপ্ততিশতং ভবতি। তাবত্য এব পিত্তবাহিন্যঃ পিত্তস্থানে কফবাহিন্যশ্চ কফস্থানে রক্তবাহিন্যশ্চ যকৃৎপ্লীহ্নোঃ এবমেতানি সপ্তশিরাশতানি ভবন্তি। তত্র বাতবাহিন্যঃ শিরা একস্মিন্ সক্থ্নি পঞ্চবিংশতিঃ। এতেনেতরসক্থি বাহূচ ব্যাখ্যাতৌ। বিশেষতস্তু কোষ্ঠে চতুস্ত্রিংশত্তাসাং গুদমেঢ্রাশ্রিতাঃ শ্রোণ্যামষ্টৌ দ্বে দ্বে পার্শ্বয়োঃ, ষট্‌পৃষ্ঠে, তাবত্য এবচোদরে, দশ বক্ষসি। একচত্বারিংশজ্জত্রুণঃ ঊর্দ্ধং, তাসাং চতুর্দ্দশ গ্রীবায়াং কর্ণয়োশ্চতস্রঃ। নবজিহ্বায়াং, ষট্ নাসিকায়াং, অষ্টৌ নেত্রয়োঃ এবমেতৎ পঞ্চসপ্ততাবিংশশতং বাতবহানাং শিরাণাং ব্যাখ্যাতং। এবএব বিভাগঃ শেষাণামপি। বিশেষতস্তু পিত্তবাহিন্যো নেত্রয়োঃ দশ কর্ণয়োর্দ্বে। শ্লেষ্মবহাস্তু ষোড়শ গ্রীবায়াং কর্ণয়োর্দ্বে। এবমেতানি সপ্তশিরাশতানি সবিভাগানি ব্যাখ্যাতানি॥ (সুশ্রুতঃ)।

* তত্রারুণা বাতবহাঃ পূর্য্যন্তে বায়ুনাশিরাঃ। পিত্তাদুষ্ণাশ্চনীলাশ্চ শীতাগৌর্য্যঃ স্থিরাঃ কফাৎ। অসৃগ্বরাস্তুতারক্তা নাত্যুষ্ণশীতলাঃ। (সুশ্রুতঃ)

স্নায়ু।

ইহা শিরার প্রকারান্তর মাত্র। বিশেষ এই শিরা মৃদুপাক, স্নায়ু খরপাক, শিরাই অধিকাংশ মেদের স্নেহযুক্ত হইয়া স্নায়ু রূপে পরিণত হয়। ইহা মাংস, অস্থি, মেদ, ও সন্ধির বন্ধনকারিণী। এবং শিরা হইতেও অধিক সুদৃঢ়। *

স্নায়ুর সংখ্যা ৯০০ শত, তন্মধ্যে শাখাগত (হস্তপদাদি, গত) ৬০০ শতকোষ্ঠগত (পার্শ্বপৃষ্ঠ প্রভৃতিগত) ২৩০, গ্রীবার ঊর্দ্ধ ভাগগত ৭০।

শাখাগত-স্নায়ুর বিশেষ সংখ্যা।

প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে ৬। ৬ হিসাবে ৬০। পাদতল, কূর্চ্চ (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলির মধ্যস্থান), ও গুল্ফ স্থানে ৬০। জঙ্ঘাদ্বয়ে ৬০। জানুদ্বয়ে ২০। ঊরুদ্বয়ে ৮০। বঙ্ক্ষণদ্বয়ে ২০। সর্ব্ব সমষ্টি ৩০০ শত।

প্রত্যেক হস্তাঙ্গুলিতে ৬। ৬ হিসাবে ৬০। হস্ততল, কূর্চ্চ ও মণিবন্ধে ৬০। প্রকোষ্ঠদ্বয়ে ৬০। কফোণীদ্বয়ে ২০। প্রগণ্ডদ্বয়ে ৮০। কক্ষাদ্বয়ে ২০। সর্ব্ব সমষ্টি ৩০০ শত।

কোষ্ঠগত—স্নায়ুর বিশেষ সংখ্যা।

কটীদেশে ৬০। পার্শ্বদ্বয়ে ৬০। পৃষ্ঠে ৮০। বক্ষঃস্থলে ৩০। সর্ব্ব সমষ্টি ২৩০।

গ্রীবার ঊর্দ্ধভাগগত স্নায়ুর বিশেষ সংখ্যা।

গ্রীবাতে ৩৬। মস্তকে ৩৪। সর্ব্ব-সমষ্টি ৭০।

স্নায়ু চতুর্ব্বিধ।

প্রতানবতী, বৃত্তা, পৃথু, শুষির।

সর্ব্বাঙ্গে ও বাহুদ্বয়ে প্রতানবতী স্নায়ু। সমস্ত সন্ধিস্থানে বৃত্তাস্নায়ু। আমাশয়, পক্বাশয় ও বস্তিস্থানে শুষির (মধ্যেচ্ছিদ্রযুক্ত) স্নায়ু। পার্শ্ব, বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, ও মস্তকে পৃথুলা স্নায়ু। *

কণ্ডরা।

ইহাও স্নায়ুর প্রকারান্তর মাত্র। মহৎ স্নায়ু সমূহকেই কণ্ডরা বলা যায়। প্রসারণ ও আকুঞ্চনাদি কার্য্যে ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা। ইহার সংখ্যা ১৬ ষোড়শ। †

---

* মেদসঃ স্নেহমাদায় শিরাস্নায়ুত্বমাপ্নুয়াৎ। শিরাণাং তু মৃদুঃ পাকঃ স্নায়ুনাঞ্চ ততঃ খরঃ। স্নায়বো বন্ধনানি স্যুর্দেহে মাংসাস্থিমেদসাং। সন্ধীনামপি যত্তাস্ত শিরাভ্যঃ সুদৃঢ়াঃ স্মৃতাঃ। * * শতানি নব জায়ন্তে শরীরে স্নায়বো নৃণাং। তাসাং বিবরণং ক্রমঃ শিষ্যাঃ শৃণুত যত্নতঃ। শাখাসু ষট্‌শতানি স্যুঃ কোষ্ঠে ত্রিংশত্ শতদ্বয়ং। গ্রীবায়াং মূর্দ্ধদেশে তু স্নায়ুনাং সপ্ততিঃ স্মৃতাঃ। ইত্যাদি। (ভাবপ্রকাশঃ)।

* স্নায়ুশ্চতুর্ব্বিধা বিদ্যাত্তাস্তু সর্ব্বা নিবোধমে। প্রতানবত্যো বৃত্তাশ্চ পৃথ্ব্যশ্চ শুষিরাস্তথা। প্রতানবত্যঃ শাখাসু সর্ব্বসন্ধিষু চাপ্যথ। বৃত্তাস্তু কণ্ডরাঃ সর্ব্বা বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈরিহ। আমপক্বাশয়ান্তেষু বস্তৌ চ শুষিরাঃ খলু। পার্শ্বোরসি তথা পৃষ্ঠে পৃথুলাশ্চ শিরস্যপি। (সুশ্রুত)

† মহত্যঃ স্নায়বঃ প্রোক্তাঃ কণ্ডরাস্তাস্তু ষোড়শ। প্রসারণাকুঞ্চনয়োর্দৃষ্টাস্তাসাং প্রয়োজনং। চতস্রো হস্তয়োস্তাসাং তাবন্ত্যঃ পাদয়োঃ স্মৃতাঃ গ্রীবায়ামপি তাবন্ত্যস্তাবত্যঃ পৃষ্ঠসংশ্রিতাঃ।

* তত্র পাদহস্তগতানাং কণ্ডরাণাং নখাঃ প্ররোহাঃ। গ্রীবাদিনিবন্ধনানামধোভাগগতানাং প্ররোহো মেঢ্রঃ। পৃষ্ঠনিবন্ধনানাং প্ররোহাঃ নিতম্ব মূর্দ্ধোরুবক্ষোহংসাদয়ঃ পিণ্ডাঃ। (ভাবপ্রকাশঃ)

তন্মধ্যে হস্তদ্বয়ে ২। ২ হিসাবে ৪, পাদদ্বয়ে ৪, গ্রীবাতে ৪ এবং পৃষ্ঠে ৪।

হস্তপাদগত কণ্ডরার প্ররোহ নখ। গ্রীবানিবদ্ধ অধোভাগগত কণ্ডরার প্ররোহ মেঢ্র। পৃষ্ঠনিবদ্ধ কণ্ডরার প্ররোহ নিতম্ব, মস্তক, ঊরু, বক্ষঃ, স্তনপিণ্ড।

ধমনী।

ইহাও শিরাবিকৃতি। স্থূল শিরা সমূহই ধমনী নামে খ্যাত। যেমন পদ্মমৃণাল মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, তদ্রূপ ধমনী মধ্যেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। ইহার মূলস্থান নাভি। *

মূল ধমনীর সংখ্যা ২৪ চতুর্ব্বিংশতি। তন্মধ্যে উর্দ্ধগত ১০, অধোগত ১০, তির্য্যগ্‌গত ৪।

উর্দ্ধগত ধমনী সমূহ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, জৃম্ভা (হাই), ক্ষুৎ (হাঁচি), হাস্য, কম্প, বাক্য, রোদন ও প্রীত্যাদি বহন করে। এই ধমনীসমূহই হৃদয়গত হইয়া প্রত্যেকে তিনভাগে বিভক্ত হওত ত্রিশসংখ্যক হইয়াছে।

তন্মধ্যে বাতবাহিনী ২, পিত্তবাহিনী ২, কফবাহিনী ২, রক্তবাহিনী ২, রসবাহিনী ২। শব্দ, স্বাদ, রূপ ও গন্ধবাহিনী ৮, বাগ্বাহিনী ২, শব্দকারিণী ২, নিদ্রাজননী ২, জাগরণকারিণী ২, অশ্রুবাহিনী ২, এবং স্ত্রীলোকের স্তনাবাহিনী ও পুরুষের স্তনমূলে শুক্রবাহিনী ২। এই ধমনীসমূহই নাভির উর্দ্ধভাগে উদর, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ, স্কন্ধ, গ্রীবা ও বাহু ধারণ ও পোষণ করে। অধোভাগগত ধমনীসমূহ বাত, মূত্র, বিষ্ঠা, শুক্র ও আর্ত্তবশোণিত প্রভৃতিকে অধোদিকে বহন করে। নাভির অধোভাগগত এই ধমনীসমূহ পিত্তাশয় (অগ্ন্যাশয়) গত হইয়া প্রত্যেকে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া ত্রিশসংখ্যক হইয়াছে।

তন্মধ্যে বাতবাহিনী ২, পিত্তবাহিনী ২, কফবাহিনী ২, রক্তবাহিনী ২, রসবাহিনী ২ স্থূল অন্ত্রপ্রতিবদ্ধ অন্নবাহিনী ২, জলবাহিনী ২, বস্তিগত মূত্রবাহিনী ২, স্ত্রীলোকের আর্ত্তববাহিনী ও পুরুষের শুক্রবাহিনী ২। স্ত্রীলোকের আর্ত্তবনিঃসারিণী ও পুরুষের শুক্রনিঃসারিণী ২। স্থূলান্ত্র প্রতিবদ্ধ মলনিঃসারিণী ২। এই বিংশতি। এতদ্ভিন্ন অবশিষ্ট ৮টি ধমনী তির্য্যগ্‌গত ধমনীসমূহকে স্বেদাদি অর্পণ ক্রিয়া দ্বারা আনুকূল্য বিধান করে। এই অধোভাগগত ত্রিশসংখ্যক ধমনী নাভির অধোভাগস্থ পক্বাশয়, কটী, মূত্র, পুরীষ, পায়ু, বস্তি, মেঢ্র ও সক্থি প্রভৃতিকে ধারণ ও পোষণ করে।

তির্য্যগ্‌গত ধমনী চতুষ্টয় শত শত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, ইহার সংখ্যা অনির্দ্দেশ্য। এই ধমনীসমূহ দ্বারা সমস্ত শরীর সচ্ছিদ্র, জালযুক্ত গবাক্ষবৎ ব্যাপিত। এই ধমনীসমূহের মুখ প্রত্যেক রোমকূপ সংলগ্ন। ইহাদিগের মুখ দ্বারাই ঘর্ম্মনির্গত হয়। এবং ইহারাই চর্ম্মোপরিস্থিত তৈলাদি, অভ্যঙ্গ, পরিষেক, অবগাহন ও আলেপনাদির বীর্য্য

---

* ধমন্যোনাভিতোজাতাশ্চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যয়া। দশোর্দ্ধগা দশাধোগা শেষাস্তির্য্যগ্‌গতাঃ স্মৃতাঃ। তত্রোর্দ্ধগা ইত্যাদি। (ভাবপ্রকাশঃ)

যথাস্বভাবতঃ খানি মৃণালেষু বিসেষুচ। ধমনীনাং তথা খানি রসোযৈরুপচীয়তে। (সুশ্রুতঃ)

অভ্যন্তরে প্রবেশ করায়। এবং ইহা দ্বারাই স্পর্শবোধ হইয়া থাকে।

স্রোতঃ। *

ইহাও এক প্রকার শিরাবিকৃতি। ইহা দ্বারা মনঃ, প্রাণ, অন্ন, পানীয়, বায়ু, পিত্ত, কফ, রসরক্তাদি ধাতু, উপধাতু, ধাতুমল, মূত্র, পুরীষ ও স্তন্য প্রভৃতি শরীরমধ্যে সঞ্চরণ করে। ইহা অসংখ্য। তন্মধ্যে প্রাণবহ ২, ইহার মূলস্থান হৃদয় ও রসবাহিনী ধমনীসমূহ। অন্নবহ ২, ইহার মূলস্থান আমাশয় ও অন্নবাহিনী ধমনীসমূহ। জলবহ ২, ইহার মূল তালু ও ক্লোম স্থান। রসবহ ২, ইহার মূল হৃদয় ও রসবাহিনী ধমনী। রক্তবহ ২, ইহার মূল যকৃৎ, প্লীহা ও রক্তবাহিনী ধমনী। মাংসবহ ২, ইহার মূল স্নায়ু, ত্বক্ ও রক্তবাহিনী ধমনী। মেদোবহ ২, ইহার মূল কটী ও বৃক্কদ্বয়। মূত্রবহ ২, ইহার মূল বস্তি ও মেঢ্র। পুরীষবহ ২, ইহার মূল পক্কাশয় ও পায়ুস্থান। শুক্রবহ ২, ইহার মূল স্তন ও বৃষণস্থান (অণ্ডকোষ)। আর্ত্তববহ ২, ইহার মূল গর্ভাশয় ও আর্ত্তববাহিনী ধমনীসমূহ। †

জাল। ‡

ইহা নিরন্তর সূক্ষ্মরন্ধ্র বিশিষ্ট পরিচ্ছ জালাকৃতি পটল (পড়্দা) বিশেষ। শরীর মধ্যে ইহার সংখ্যা ১৬ ষোড়শ। তন্মধ্যে শিরাজাল ৪, স্নায়ুজাল ৪, মাংসজাল ৪, অস্থিজাল ৪। ইহা মণিবন্ধ ও গুল্ফস্থানাশ্রিত। যথা —এক এক মণিবন্ধে ও এক এক গুল্ফে শিরাজাল ১, স্নায়ুজাল ১, মাংসজাল ১, অস্থিজাল ১।

রজ্জু। *

পৃষ্ঠবংশের উভয়দিকে বিস্তৃত চারিটি মাংসরজ্জু থাকে। ইহা দ্বারা পেশীসমূহের বন্ধনকার্য্য সম্পাদিত হয়।

সেবনী। (সেলাই) †

ইহা বিশ্লিষ্ট চর্ম্মদ্বয়ের সংযোগকারিণী, সংখ্যা ৭। তন্মধ্যে মস্তকে ৫। মেঢ়ে ১। জিহ্বাতে ১।

রন্ধ্র। ‡

শরীর মধ্যে ইহার সংখ্যা ৯। যথা নেত্রে ২, নাসিকাতে ২, কর্ণে ২, মুখে ১, পু-

---

* মূলং প্রাণান্নপানীয়দোষধাতুপথাশ্রবঃ। শকৃন্মাঞ্চ মলামূত্রং মলস্থিতাদয়ঃ তনৌ সঞ্চরন্তি হি যৈর্মার্গৈস্তানি স্রোতাংসি সঞ্জগুঃ। বহুনি তানি সংখ্যায় শক্যন্তেনৈব ভাষিতুং। (ভাবপ্রকাশঃ)

† তত্র প্রাণবহেদ্বেতয়োর্মূলং হৃদয়ং রসবাহিন্যশ্চধমন্য ইত্যাদি। (সুশ্রুতঃ)

‡ নিরন্তররন্ধ্রাণি কররুপিতানি সমূহিতানিচ জালানীব জালানি। জালানিতু শিরাস্নায়ুমাংসাস্থ্যমুদ্ভবন্তিহি। তানি চত্বারি চত্বারি সর্ব্বাণেব চ ষোড়শ॥ তানি মণিবন্ধগুল্ফসংস্থতানি ইত্যাদি। (ভাবপ্রকাশঃ)

* মহত্যোমাংসরজ্জবশ্চতস্রঃ পৃষ্ঠবংশমুভয়তঃ পেশীনিবন্ধনার্থং। দ্বে বাহ্যে আভ্যন্তরেচ দ্বে। (সুশ্রুতঃ)

† সপ্তসেবন্যঃ শিরসিবিভক্তাঃ পঞ্চ জিহ্বাশেফসোরেকৈকা। তাঃ পরিহর্ত্তব্যাঃ শস্ত্রেণ। (সুশ্রুতঃ)

‡ শ্রবণনয়নবদনঘ্রাণগুদমেঢ়ানি নবস্রোতাংসি নরাণাং বহির্মুখানি এতান্যেব চস্ত্রীণাং অপরাণিচ ত্রীণি দ্বে স্তনয়ো রক্তবহঞ্চৈকং। (সুশ্রুতঃ)

কুম্ভের মেঢ্রে ও স্ত্রীলোকের প্রস্রাবদ্বারে ১। পায়ুমার্গে (মলদ্বারে) ১।

এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকের আরও তিনটি রন্ধ্র অধিক আছে, যথা—স্তনদ্বয়ে ২ ও যোনিমার্গে ১।

সন্ধি। *

সন্ধি দ্বিবিধ, চেষ্টাবন্ত ও স্থির। তন্মধ্যে সক্থিদ্বয়, বাহুদ্বয়, হনুদ্বয়, ও কটীদেশে চেষ্টাবন্তসন্ধি। তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানে স্থিরসন্ধি।

শরীর মধ্যে অস্থিসন্ধি, পেশীসন্ধি, স্নায়ুসন্ধি, ও শিরাসন্ধি আছে। তন্মধ্যে পেশী, স্নায়ু ও শিরার সন্ধি অসংখ্য। অস্থিসন্ধির সংখ্যা ২১০। যথা—

এক এক পাদাঙ্গুলিতে ৩। ৩ হিসাবে ২৪। পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে ২। ২ হিসাবে ৪। গুল্ফদ্বয়ে ২, জানুদ্বয়ে ২, বঙ্ক্ষণদ্বয়ে ২।

এক এক হস্তাঙ্গুলিতে ৩। ৩ হিসাবে ২৪, হস্তাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে ২। ২ হিসাবে ৪, মণিবন্ধদ্বয়ে ২, কূর্পরদ্বয়ে ২, কক্ষধরদ্বয়ে ২।

কটীদেশে ৩, মেরুদণ্ডে বা পৃষ্ঠবংশে ২৪, পার্শ্বদ্বয়ে ২৪, বক্ষঃস্থলে ৮, গ্রীবাদেশে ৮, কণ্ঠে ৩, হৃৎপিণ্ড, ক্লোম ও ফুপ্ফুসনিবদ্ধ নাড়ীসংযুক্ত ১৮, দন্তমূলে ৩২, কণ্ঠমণিতে ১, নাসিকাতে ১, নেত্রকোষে ২, ভ্রূর উপরে ২, শঙ্খের উপরে ২, হনুদ্বয়ে ২, গণ্ডদ্বয়ে ২, কর্ণদ্বয়ে ২, শঙ্খদ্বয়ে ২, মস্তককপালে ৫, মস্তকে ১।

মর্ম্মস্থান। *

যেস্থানে অনেক শিরা, স্নায়ু, অস্থি ও সন্ধির সম্মিলন হইয়াছে, তাহাকে মর্ম্মস্থান বলাযায়। উহা পঞ্চপ্রকার যথা—

১। মাংসমর্ম্ম। ২ শিরামর্ম্ম। ৩ স্নায়ুমর্ম্ম। ৪ অস্থিমর্ম্ম। ৫ সন্ধিমর্ম্ম। তন্মধ্যে মাংসমর্ম্ম ১১ একাদশ। শিরামর্ম্ম ৪১ একচত্বারিংশৎ। স্নায়ুমর্ম্ম ২৭ সপ্তবিংশতি। অস্থিমর্ম্ম ৮ অষ্ট। সন্ধিমর্ম্ম ২০ বিংশতি।

মাংসমর্ম্ম—যথা

তলহৃদয় (হস্ততল ও পাদতল) ৪। ইন্দ্রবস্তি (জঙ্ঘার অধ্যস্থান ও প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থান) ৪। পায়ু ১। স্তনরোহিত (স্তনদ্বয়ের উর্দ্ধভাগে দ্বিঅঙ্গুলি পরিমিত স্থান) ২।

শিরামর্ম্ম—যথা—

নীলা (কণ্ঠনালীর উভয়দিকস্থিত ৪টি ধমনী), মাতৃকা (গ্রীবার উভয়দিকস্থিত ৮টি শিরা), শৃঙ্গাটক (নাসিকা, কর্ণ, চক্ষুঃ ও জিহ্বার সন্তর্পণকারিণী ৪টি শিরা), অপাঙ্গ, স্থপনী (ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থান), ফণ (নাসারন্ধ্রের উভয়দিকস্থিত শিরা), স্তনমূল (স্তন

---

* সন্ধয়স্তু দ্বিবিধাশ্চেষ্টাবন্তঃ স্থিরাশ্চ। শাখাসু হন্বোঃ কট্যাঞ্চ চেষ্টাবন্তস্তু সন্ধয়ঃ। শেষাস্তু সন্ধয়ঃ সর্ব্বে বিজ্ঞেয়াহি স্থিরাবুধৈঃ। সংখ্যাতস্তু দশোত্তরে দ্বে শতে। তেষাং শাখাস্বষ্টষষ্টিরেকোনষষ্টিঃ কোষ্ঠে গ্রীবাং প্র-

...র্দ্ধং ত্র্যশীতিঃ। একৈকস্যাং পাদাঙ্গুল্যাং ত্রিত্যাণি × × × অস্থাং সন্ধয়োহ্যেতে কেবলাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। পেশীস্নায়ু শিরাণাস্তু সন্ধি সংখ্যা ন বিদ্যতে। (সুশ্রুতঃ)

* সন্নিপাতঃ শিরাস্নায়ুসন্ধিমাংসাস্থিসম্ভবঃ। মর্ম্মাণি তেষু তিষ্ঠন্তি প্রাণাঃ খলু বিশেষতঃ। সপ্তোত্তরশতং সন্তিদেহে মর্ম্মাণি দেহিনাং। তান্যেকাদশ মাংসেষু ...... সন্ধিষু। সন্ধীনাং বিংশতিস্তানি ইত্যাদি। (ভাবপ্রকাশঃ)

বক্ষের অধোভাগে দ্বিঅঙ্গুলপরিমিত স্থান), অপলাপ (স্কন্ধদেশের অধোভাগে ও পা[illegible]পার্শ্বভাগে যে স্থান), অপস্তম্ভ (বক্ষঃস্থলের উভয়দিকবর্ত্তি-বাতবাহিনী নাড়ীদ্বয়), হৃদয়, নাভি, পার্শ্বসন্ধি, উর্ব্বী (উরুর মধ্যভাগ), লোহিতাক্ষ (উর্ব্বীর উর্দ্ধভাগ ও বঙ্ক্ষণসন্ধির অধোভাগে উরুমূলে অবস্থিত), বৃহতী (স্তনমূল হইতে পৃষ্ঠবংশ পর্য্যন্ত)।

স্নায়ুমর্ম্ম। যথা,—

অণি (জানুর উর্দ্ধভাগে ত্রিঅঙ্গুলি পরিমিত স্থান), বিটপ (বঙ্ক্ষণ ও বৃষণের মধ্যভাগ), কক্ষধর (বক্ষঃস্থল ও কক্ষার মধ্যভাগ), কূর্চ্চ (অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলির মধ্যভাগের উর্দ্ধভাগ), কূর্চ্চশির (গুল্ফসন্ধির অধোভাগ ও মণিবন্ধের অধোভাগ), বস্তি, ক্ষিপ্র (অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলির মধ্যভাগ, স্কন্ধদেশ, বিধুর (কর্ণপৃষ্ঠের অধোভাগ), উৎক্ষেপ (শঙ্খস্থানের উপরিভাগ হইতে কেশান্ত পর্য্যন্ত)।

অস্থিমর্ম্ম। যথা,—

কটীকতরুণ ২০ (পৃষ্ঠবংশের উভয়দিকে শ্রোণীকাণ্ডস্থ অস্থিদ্বয়), নিতম্ব ২। অংসফলক ২। শঙ্খস্থান ২।

সন্ধিমর্ম্ম। যথা,—

জানু। কূর্পর (কনুই), সীমন্ত (মস্তকমধ্যস্থ ৫টি সন্ধি), অধিপতি (মস্তকের মধ্যস্থানস্থ রোমাবর্ত্ত), গুল্ফ, মণিবন্ধ, কুকুন্দর (নিতম্বের উপরে নাভিনিম্ন যে স্থান আছে) কৃকাটিকা (গ্রীবা ও মস্তকের সংযোগস্থান), আবর্ত্ত (ভ্রূর উপরিভাগ ও নিম্নভাগ)।

এই সমস্ত মর্ম্মস্থানের প্রতি অস্ত্রচিকিৎসকদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে বলিয়াই ইহার পৃথক্ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ এই সমস্ত মর্ম্মস্থান কোনরূপে আহত হইলে নানাবিধ অনিষ্ট হইতে পারে, এবং কোন কোন মর্ম্মস্থানে তীব্র আঘাত লাগিলে সদ্য প্রাণনষ্ট হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীহঃ—

কৃষ্ণরাম দাস।

বঙ্গীয় সাহিত্য যতই পর্য্যালোচনা করা যায় ততই তাহার মধ্য হইতে নূতন নূতন অবশ্য-জ্ঞাতব্য নানাবিধ বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়; ততই নব নব কবির নূতন নূতন তান আমাদের কর্ণকুহরকে পরিতৃপ্ত করে—কাহারও রচনাচাতুর্য্য—কাহারও ভাবমাধুর্য্য—কাহারও মনোহর শব্দবিন্যাস আমাদের কর্ণে সুধাধারা বর্ষণ করিতে থাকে; বঙ্গীয় ভাষা একটি কুল কুল নিনাদিনী, ধীরবাহিনী স্রোতস্বতী; দুর্গম গিরিগহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া নানাবিধ রমণীয় স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে—কোথাও বা সুন্দর স্বভাবজাত অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া আপনার মোহন নিনাদ

আপনিই শ্রবণ করিতেছেন; নিকটে কোন প্রাণীর সমাগম নাই —কুহক আপনার ত-টেই প্রতিহত হইতেছে—আপনার মোহন ধ্বনি [illegible] শুনিয়াই মুগ্ধ হইতেছেন; যদি কেহ পথভ্রমে, কিংবা তৎস্রোতাভি-মুখে গমন করিয়া সেই দুর্গম অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করেন তাহা হইলে তিনি সেই বি-জন বনে—সেই গম্ভীর বিপিনে সেই বীণা-ঝঙ্কারবৎ মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ ক-রিয়া মোহিত হইবেনই সন্দেহ নাই। কিন্তু কয়জন সেই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, —কেই বা সেই বিনোদরব শুনিয়া আপ-নাকে ধন্য জ্ঞান করেন,—করিয়া ইন্দ্রি-য়ের সার্থকতা সম্পাদন করেন? দুই এ-কজনকে তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত দেখা যায়; কিন্তু কই তাঁহারা ত কেহই দুর্গম অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করেন নাই; যতদূর সহজে যাওয়া যায় তাঁহারা ততদূর পর্যন্তই গিয়া-ছেন—সেস্থান হইতে যাহা দেখিবার তা-হাই দেখিয়াছেন—কিন্তু সেই ঘোর অন্ধ-কারময় নিবিড় কাননে প্রবেশ করিতে কেহই সাহসী হন নাই—সেই কানন কি-রূপ তাহা তাঁহারা অবগত নহেন;—তাঁহারা কেবল বহুদূর হইতে সেই কণ্টকেত বিজন বনের সীমান্তরেখা দর্শন করিয়াছেন মাত্র—করিয়া তাহাতেই প্রীত হইয়াছেন—তাহা-তেই মুগ্ধ হইয়াছেন, আর অধিক দেখি-বার কষ্ট স্বীকার করেন নাই। কিন্তু এই বন বিজন হইলেও হিংস্রশ্বাপদ-সঙ্কুল নহে—ইহাতে নানাবিধ সুন্দর মহীরুহ আছে—সুন্দর বিহঙ্গকুল সর্বদাই বিচরণ ক-রিতেছে; দেখিতে আরও সুন্দর আরও

[illegible] ; ইহাতে [illegible] কোন কাঠিই নাই। তবে বিস্তৃত অরণ্যানী তাহাতে মনুষ্যের গমনাগমন নাই; সুতরাং নানাপ্রকার ঝোপঝাড় ও কণ্টকতরু জন্মিয়া তাহার পথ আরও দুষ্প্রবেশ্য করিয়াছে; প্রবেশ করিতে হইলে সময়ে সময়ে সেই সকল কণ্টকে শরীর ক্ষত বিক্ষত হইতে পারে; সুতরাং এই সামান্য যন্ত্রণার জন্য অনেকে তৎপ্রবেশ সুখকর বিবেচনা করেন না। কিন্তু তাহার মধ্যে একবার কোন রূপে প্র-বেশ করিতে পারিলে আর ফিরিতে ইচ্ছা হইবেনা—অধিক অগ্রসর হইতে ইচ্ছা জ-ন্মিবে; সেই স্থান তখন সুখময় শান্তিনিকে-তন বলিয়া জ্ঞান জন্মিবে; একে সেই নি-বিড় বন স্বভাবজাত বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ, তাহাতে সেই ধীরবাহিনী প্রবাহিণীর ম-নোমুগ্ধকর সঙ্গীতধ্বনি,—কেনা তাহাতে প্রীত হইবেন,—কাহার না হৃদয়ে আনন্দ-স্রোত বহিতে থাকিবে! বলিয়াছি বঙ্গীয় সাহিত্য এইরূপ কুল কুল নিনাদিনী নাতিবেগশালিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী; ইহার উত্তাল তরঙ্গমালা নাই, গম্ভীর নির্ঘোষ নাই, প্রবল ঘূর্ণীবারি নাই; ইহার তরঙ্গ অতি ধীর, নির্ঘোষ শ্রবণ-সুখকর রমণীয় গীতি। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ইহার গিরিপ-হ্বর; কাশীরাম, কৃত্তিবাস ইহার তটস্থিত পুণ্যতীর্থ; মুকুন্দরাম, ঘনরাম, রূপরাম, কৃষ্ণরাম, প্রাণরাম, রঘুনন্দন, ইহার তীর-স্থিত সেই স্বভাব-জাত-বৃক্ষপরিপূর্ণ দুষ্প্রবেশ অরণ্যানী; রামপ্রসাদ ইহার স্বভাবের বৈ-চিত্র্যময় সুন্দর পল্লীগ্রাম; ভারতচন্দ্র মনোহর কারুকার্যখচিত সুরম্য হর্ম্যমালা-সমূহ

বিত মনোহর নগর ; এবং অধুনাতন কবিগণ ইহার সমুদ্রসঙ্গম স্থল ; কোথায় ইহার শেষ হইবে কে বলিতে পারে।—একণে অনন্ত সমুদ্রসহ মিশ্রিত হইতে চলিল, আমরা ইহার তটস্থিত সেই অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেদিন ননরামকে পাঠক সমক্ষে ধরিয়াছি ; অদ্য কৃষ্ণরামকে লইয়া তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত।

আমরা অদ্য শীর্ষদেশে যাঁহার নাম প্রদান করিয়াছি, সেই কৃষ্ণরাম দাস একজন সামান্য কবি নহেন: কিন্তু ইনি অনেকেরই নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত—তাঁহার কৃত গ্রন্থ অনেকেরই অপঠিত। ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। আমরা অধুনা কোন কবির একটি সামান্য কবিতা মাত্র পাঠ করিলেও তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকি ; কিন্তু এরূপ গ্রন্থ অপঠিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেনাপতি উল্ফ্ (General Wolfe) কুইবেকের যুদ্ধের পূর্ব্বদিন ইংরাজী কবি গ্রে প্রণীত এলিজি (Elegy written in a country church yard) নামক কবিতাটি পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, কল্য যুদ্ধে শত্রু দিগকে জয় করা অপেক্ষা এরূপ কবিতার রচয়িতা হওয়া আমি অধিক প্রার্থনীয় বিবেচনা করি ; উঃ কবিগণের কি উচ্চ আসন—তাঁহাদের সিংহাসন কি মহান্—ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত রাজপুরুষ বা বলদর্পিত সেনাপতি সকলেই এই শ্লাঘনীয় আসন প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রত্যাশা করিয়া থাকেন ; কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে না। আবার কি পরিতাপের বিষয় এই সুধাসম আসন যাঁহারা অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই একপ্রকার সাধারণ্যে অপরিচিত, তাঁহাদের নাম অশ্রুত। কৃষ্ণরাম সম্বন্ধেও তাহাই, তাঁহার কৃত বিদ্যাসুন্দর একণে দুষ্প্রাপ্য। পাঠক, [illegible] দুইখানি বিদ্যাসুন্দরেরই পরিচয় জানিতাম ; প্রথম ভারতচন্দ্রের ও দ্বিতীয় রামপ্রসাদের কৃত ; কিন্তু তাহাই সম্পূর্ণ নহে। বঙ্গভাষায় আরও দুইখানি বিদ্যাসুন্দর আছে। ইহার এক খানি কৃষ্ণরাম প্রণীত ও অপর খানি প্রাণরাম চক্রবর্ত্তি বিরচিত। তাহা হইলেই সর্ব্ব সমেত চারি খানি বিদ্যাসুন্দর বর্ত্তমান আছে। হয়ত আরও আছে, আমরা তাহার কোন সংবাদই জানি না ; তবেই পাঠক, দেখুন দেখি আমাদের অনুসন্ধান কত সামান্য, কত অকিঞ্চিৎকর। অদ্য আমরা কৃষ্ণরাম-বিদ্যাসুন্দর সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ বলিব ; প্রাণরামের পুস্তক সম্বন্ধে পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর তৎপ্রণীত কালিকামঙ্গল নামক গ্রন্থের অন্তর্গত ; ভারতচন্দ্রেরও এইরূপ অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত ; প্রাণরামের সুন্দরও তাঁহার প্রণীত কালিকামঙ্গলের অন্তর্নিবিষ্ট, কৃষ্ণরামের গ্রন্থের প্রথমেই গণেশ-বন্দনা। যথা,—

"নমো গণেশায়।

সর্ব্বগত মহামতি, স্থূল তনু খর্ব্ব অতি
প্রণমহ দেবগণরায়।
স্তুতি করি করপুটে, তরনা মঙ্গল ঘটে,
পতিত পাবন বরদায়॥" ইত্যাদি

তৎপরে নানা দেবদেবীর বন্দনা আছে। এই সমুদায় বন্দনা পরিসমাপ্তির পর বিদ্যাসুন্দরের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে। যথা ;—

'সুন্দর স্বপনে নারে রাহার বন্দন।
পূজিয়া পরমদেবী করিল গমন ॥
স্বপনে শিবার কথা সত্য মনে লয়।
পাইব [illegible] আনন্দ হৃদয়॥
জনকেরে না কহিল না জানে জননী।
একাকী করিল গতি কাব্যবিনোদবিধি॥'

ইত্যাদি।

এইস্থলে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর হইতে ইহা কিছু বিভিন্ন হইতেছে; কৃষ্ণরামের সুন্দর স্বপ্নে দেবী কালীর আদেশ পাইয়া বিদ্যা লাভার্থ জনক জননীকে কিছুই না বলিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করেন; কিন্তু ভারতচন্দ্রের সুন্দর বীরসিংহ-প্রেরিত ভাটের নিকট হইতে সর্ব্বপ্রথম বিদ্যা জ্ঞাত হইয়াছিলেন এবং বিজনে তাহার নিকট হইতে বিদ্যার সমাচার পাইয়া জনক জননীকে না বলিয়া বর্দ্ধমানাভিমুখে প্রস্থান করেন; ভারতচন্দ্রের সুন্দর ছয় মাসের পথ ছয় দিনে নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণরামের সুন্দর সেরূপ সুবিধা পান নাই;—তাঁহাকে নানা বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; কেন না কালিকা-দেবী তাঁহার প্রতি সুন্দরের কি প্রকার ভক্তি অবগত হইবার জন্য মায়াজাল বিস্তার করিয়া নানাবিধ দুর্গম বন, নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুন্দর যাইতেছেন; সম্মুখে এক ভয়ঙ্কর নদী; নদী পার হইবার কোন উপায় নাই, তিনি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে একজন ঋষি তথায় আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন কালী মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, শিবমন্ত্র গ্রহণ করুন; তাহা হইলে আপনার সকল বাধাই নিবারণ হইবে; সুন্দর কালীর [illegible] প্রকাশ করিলেন, মায়ানদী ইত্যাদি [illegible] হইল—এবং তৎক্ষণাৎ

'হইল আকাশবাণী শুন কবিবর।
কুতূহলে যাও বীরসিংহের নগর॥'

সুন্দর গন্তব্য স্থানের অনুসরণ করিলেন; এবং নির্ব্বিঘ্নে অভিলষিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; পথের এরূপ ঘটনা আর কোন বিদ্যাসুন্দরে নাই।

তৎপরেই পুরপ্রবেশ; পুরপ্রবেশ করিলে, ভারতচন্দ্র যেরূপ তাঁহার বর্ণন ও নাগরিকগণের বিবরণ দিয়াছেন, কৃষ্ণরামও সেইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন; এবং এ বিষয়ে উভয়ের বর্ণনা প্রায় একই প্রকার। আমরা এই স্থলের বর্ণনা উভয় গ্রন্থ হইতেই কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

'প্রথম গড়েতে কালা গোরের নিবাস।
ইঙ্গরাজ, ওলন্দাজ, ফিরিঙ্গি, ফরাস॥
দিনামার, এলামান করে গোলন্দাজী।
সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী॥
দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত মুসলমান।
সৈয়দ, মল্লিক, সেখ, মোগল পাঠান॥'

ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর।

'ঠাঁই ঠাঁই দেখে তথা, বুরুজে কামান পাতা,
ঝন বাজে শের বসে গুলি।
থাকে দিবা বিভাবরী, বাহিরে বিক্রম করি,
পরিচ্ছদ নানা অস্ত্রপাণী॥
উড়ে কত লাল মুনা, প্রথমে পাঠান সেনা;
ঘোড়াদানী মোগল সকল।
সোণার বরণ তনু, পৌণ দাড়ী গোঁফে ঘন,
যেন মুখে মাখিল চামর।' ইত্যাদি

কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দর।

তাঁহার পরে সুন্দরের বকুল তলার মূলে বিশ্রাম; এবং তাঁহার অনুপম রূপরাশি নিরীক্ষণ করিয়া নারীগণের আপনাপন পতিনিন্দা উভয়েই বর্ণন করিয়াছেন; তবে কৃষ্ণরামের রচনা অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের রচনায় কিঞ্চিৎ রসবাহুল্য; তৎপরেই মালিনী-সাক্ষাৎ; কৃষ্ণরামের মালিনী হীরা নহে,—ইহার নাম বিমলা।

ভারতচন্দ্রের হীরা বৈকালী ফুল তুলিতে আসিয়া দূর হইতে হঠাৎ সুন্দরকে দেখিয়া ফেলে; তাঁহার বিষয়ে পূর্ব্বে আর কাহারও নিকট হইতে শ্রবণ করে নাই। যথা—

'মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া।
তুলিতে বৈকালে ফুল আইল সে পাড়া॥
হেরিয়া হরিল চিত্ত বলে হরি হরি।
কাহার বাছনি রে নিছনি লয়ে মরি॥'
ইত্যাদি।

'কিন্তু কৃষ্ণরামের বিমলা পূর্ব্বেই লোকমুখে সুন্দরের আগমনবার্ত্তা পাইয়াছিল; যথা;—

'মালিনী বিমলা নাম, গিয়াছে বিদ্যার ধাম,
দিতে পুষ্প যোগান নিয়ম।
সদনে আসিতে পথে, শুনিল লোকের মুখে,
তরুতলে রূপ মনোরম॥' ইত্যাদি।

কবিরঞ্জনের হীরাও এইরূপ লোকমুখে প্রথমে সুন্দরের পরিচয় পাইয়াছিল। যথা—

'মালাকার যায়া হীরে, পুষ্প দিয়া ঘরে ফিরে,
যেতে পথে শুনে লোকমুখে॥'
ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্রের হীরা অধিক বুদ্ধিসম্পন্না, সুচতুরা; ছল করিয়া আপনার মনোভাব গোপন করিতে জানে; কিন্তু কবিরঞ্জন বা কৃষ্ণরামের মালিনী তেমন নহে। গুণাকরের হীরা সুন্দরকে দেখিয়া আপনা ভুলিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু আপনার মনের ভাব অধিক প্রকাশ করে নাই। এদিকে কবিরঞ্জন ও কৃষ্ণরামের মালিনী সুন্দরকে দেখিয়াই আপনা ভুলিয়া তাহাদের মনে যাহা ছিল, তাহাই তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিল।—বিদ্যাসংক্রান্ত যাবৎ বিষয়ই অজিজ্ঞাসিত হইলেও অম্লানবদনে সেই তরুতলেই বলিয়া ফেলিল। কিন্তু ভারতচন্দ্রের হীরা কেমন উপযুক্ত সময়ে; কেমন চতুরতা সহকারে তাহা ব্যক্ত করিয়াছে। কৃষ্ণরামের সুন্দর এই কদম্বতলেই

'প্রতিজ্ঞা করিল এই নৃপতির বালা।
যেজন বিচারে জিনে তারে দিবে মালা॥'
ইত্যাদি।

বিদ্যাসংক্রান্ত যাবৎ বিষয়ই অবগত হইয়া পরে বিমলা মালিনীর আবাসগৃহে উপনীত হইলেন; আমাদের বিবেচনায় এই স্থলে গুণাকর যথার্থ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন ও তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

কৃষ্ণরামের সুন্দর বিমলার গৃহে আসিয়াই নদীতীরে কালীপূজা করিতে গিয়াছিলেন; তৎপরে পুষ্পময় শ্লোক রচনা, মালা গ্রন্থন ইত্যাদি। সুন্দর মালিনীকে হাটে প্রেরণ করিয়া নিজে মালা গাঁথিতে বসিলেন, পরে বেশাতির হিসাব; গুণাকরে এই বেশাতির হিসাব ইহার অনেক পূর্ব্বে আছে, এই স্থলের রচনা উভয়ের প্রায় একই প্রকারের। আমরা উভয় হইতেই কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।—

'আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি।

অন্য লোকে দুরা দেয় ভাগো আনি চিনি॥
দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল।
সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল॥'
ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর।
'অগুরু চন্দন চুয়া চাইতে চাইতে।
চক্ষু ঠিকুরিয়া যায় আছে কি পাইতে॥
জায়ফল লবঙ্গ প্রসাদ মাত্র নাই।
আনিয়াছি কিন্তু কিছু, আমি বলি তাই॥'
ইত্যাদি।
কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দর।

তৎপরে সুন্দররচিত মালা লইয়া বিমলার বিদ্যার মন্দিরে গমন; সুন্দরের পরিচয় প্রদান বিদ্যাসুন্দরের পরস্পর দর্শনের পরামর্শ ইত্যাদি বর্ণিত আছে; তাহা ভারতচন্দ্রের বর্ণনার মত মনোহর না হইলেও অপ্রীতিকর নহে। তৎপরে সুড়ঙ্গ খনন; উভয়েরই কালীর প্রসাদে; সেস্থলের রচনা এইরূপ;—

'হইল আকাশবাণী সদয়া অভয়া।
সুখে গিয়া কর বিভা রাজার তনয়া॥
বিদ্যার মন্দির আর বিমলার ঘর।
হইল সুড়ঙ্গ পথ অতি মনোহর॥
চন্দ্রকান্ত মণি কত জলে ঠাঁই ঠাঁই।
রজনী দিবার পর অন্ধকার নাই॥'
ইত্যাদি, কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দর।

ইহার পরেই বিদ্যার বিরহ এবং সুন্দরের তথায় উপস্থিত; তৎপরে পরিচয় ও বিচার। পরস্পর সাক্ষাতের পরেই নানা প্রকার কথোপকথন হইতেছিল—উভয়েই কি করেন মনে মনে আঁচাআঁচি করিতেছিলেন এমন সময়

'গিরি মাঝে দৈব যোগে
ময়ূর ডাকিল হেন কালে॥' কৃষ্ণরাম

বর্দ্ধমান রাজবাটীর নিকটে গিরিশিখরে শিখীর কেকারব অপ্রাসঙ্গিক; কেন না বর্দ্ধমানে কোন পর্ব্বত বা শিখর নাই; তবে কৃষ্ণরাম এই পর্ব্বতের অস্তিত্ব কোথা হইতে সূচনা করিলেন। সুন্দর এই স্থলের প্রশ্নের যে সংস্কৃত উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে পর্ব্বতের উপরে শিখী ডাকিতেছে এইরূপ থাকায়, প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা-সময়ে (সেই সংস্কৃত উত্তরের অনুরোধে) 'হেন কালে পর্ব্বতশিখরে শিখী ডাকিল.' এইরূপ লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। সুন্দরের উত্তর সেই সংস্কৃত শ্লোক এইরূপ;—

'গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে
সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাং।
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা
নদন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ॥'

এইরূপ আর একটি উত্তর আছে, তাহাতেও এই পর্ব্বতশিখরের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণরাম এইজন্য এইরূপে পর্ব্বতের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন। যথা;—

'হেনকালে পর্ব্বত শিখরে শিখী ডাকে॥
হাস্যযুতা সখী প্রতি কহে কমলিনী।
সুলোচনা! সুধাও কিসের রব শুনি॥'

ভারতচন্দ্রও এই সংস্কৃত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সময়ে পর্ব্বতের উপরে ময়ূর ডাকিল এরূপ লেখেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন;—

'হেন কালে ময়ূর ডাকিল গৃহ পাশে।
কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে।

প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী তৎপ্রণীত বিদ্যাসুন্দরে এইস্থলে ভারতচন্দ্রেরই অনুসরণ করিয়াছেন। যথা;—

'বুঝিয়া বিদ্যার মনে বাড়িল আহ্লাদ।
হেনকালে ময়ূর করিল কেকানাদ॥
সুন্দর কেমন কবি বুঝিতে পদ্মিনী।
সখীরে জিজ্ঞাসা করে কি ডাকে সজনী॥'

তদনন্তর গান্ধর্ব্ববিবাহ, ইত্যাদি প্রায় সকলেই একই প্রকার লিখিয়াছেন। তৎপরে গর্ভপ্রকাশ ও চৌরধরণ; চৌরধরণ বৃত্তান্ত ভারতচন্দ্রে কিরূপ তাহা সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু কৃষ্ণরাম, কবিরঞ্জন ও প্রাণরামের চোরধরা পালা স্বতন্ত্র ও তিনজনেরই এক প্রকার। তাহা এইরূপ—বিদ্যার মন্দিরে সিন্দূর লেপন করিলে তদ্দাগে রঞ্জিত বসন রজকালয়ে প্রাপ্ত হইয়া চোরধরা হইল। কৃষ্ণরাম চোর ধরিবার আর একটি কৌশল বিস্তার করিয়াছিলেন; যথা—কোটাল কলাবতী নাম্নী এক ব্রাহ্মণতনয়াকে ঔষধপ্রদানচ্ছলে বিদ্যার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া তাঁহার নিকট হইতে সমুদয় রহস্য প্রাপ্ত হইবার জন্য পাঠাইয়া দেয়; কিন্তু বিদ্যা তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেন। সুতরাং কোটাল তাহাতে বিফলমনোরথ হয়। কবিরঞ্জনও এইরূপ বিপ্র ব্রাহ্মণীকে বিদ্যার মন্দিরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু রজকগৃহে বস্ত্র ধরিয়াই মালিনীর গৃহে চোরের সন্ধান, তৎপরে তথা হইতে সুড়ঙ্গপ্রকাশ ইত্যাদি ঘটনাগুলি সকল বিদ্যাসুন্দরেই প্রায় একরূপ। তবে কৃষ্ণরামের সুন্দরকে একবার নারীবেশ ধরিয়া আপনাকে গোপন করিতে হইয়াছিল, এইটিই অধিক।

কৃষ্ণরাম-প্রণীত বিদ্যাসুন্দরের স্থূল বৃত্তান্ত পাঠকের নিকট উপস্থিত করিলাম; এক্ষণে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

এইবার আমরা মহা গোলযোগে পতিত হইলাম; তিনি গ্রন্থমধ্যে কোথাও তাঁহার বিশেষ বিবরণ দিয়া যান নাই। কৃষ্ণরাম কোন্ সময়েই বা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন সুন্দর উপায় নাই। তিনি কোন রাজার নাম পর্য্যন্তও স্বীয় গ্রন্থমধ্যে উল্লেখ করেন নাই যে, তাঁহার সময় ধরিয়া তাঁহার সময়ের কথঞ্চিৎ নির্ণয় হইবে। কেবল তাঁহার বাসস্থান কোথা ছিল, তাহা একাধিক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন ও একস্থলে তাঁহার পিতার নামও উল্লেখ করিয়াছেন; যথা:—

'নিমতা গ্রামেতে বাস, নামে ভগবতী দাস,
কায়স্থ কুলেতে উৎপত্তি।
হইয়া যে একচিত, রচিল কালীর গীত,
কৃষ্ণরাম তাঁহার সন্ততি॥'

ইহাতে জানা যাইতেছে তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন; ভগবতী দাস তাঁহার পিতা এবং নিমতা গ্রাম তাঁহার বাসস্থান ছিল। এই নিমতা কোথায় তিনি তাহা ও একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা;—

'ভাগিরথী পূর্ব্বকূলে ডাকপাক নাম।
কলিকাতা, বন্দিনু নিমতা যথা ধাম॥
ভবানীর পাদপদ্ম হৃদে সদা ভাবি।
রচিল পাঁচালী ছন্দে কৃষ্ণরাম কবি॥'

তাহা হইলেই নিমতা গ্রাম ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে—কলিকাতার নিকট। বরাহনগর নামক উপনগর কলিকাতার সন্নিহিত এবং বরাহনগরের ঠিক পূর্ব্বদিক সংলগ্ন নিমতা গ্রাম; এই গ্রামেই আমাদের কবির

জন্মস্থান , পূর্ব্বতন কবি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় কেহই আপনার সুন্দর পরিচয় প্রদান করেন নাই, সুতরাং আমাদিগকে নানা প্রকার গোলযোগে পতিত হইতে হইয়াছে। আমরা যত কবি দেখিয়াছি তন্মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম এবং কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, এমন আর কেহই করেন নাই। তন্মধ্যে কবিকঙ্কণ আপনার দেশের অবস্থা ও কবিরঞ্জন আপন পরিবারের অবস্থা সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন ; রামপ্রসাদ, পরিবারের যে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা এত পরিষ্কার যে এই স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। দুঃখের বিষয় অন্য কোন কবিই সেরূপ করেন নাই।"

'ধন হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধ মূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট, শান্ত, দয়াবন্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী ॥
সেই বংশ সমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্বগুণযুত,
ছিল কত কত মহাশয়।
অনুচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরলহৃদয় ॥
তদগ্রজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তার, কহে পদে কালিকার,
কৃপাময়ী ময়ি কুরু দয়া ॥'

কবিরঞ্জন-বিদ্যাসুন্দর।

ইহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বর্ণনা ; অন্যস্থলে,—

'জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ-লক্ষ্মীদেবী।
যাঁর আদপদ্ম আদি রাত্রি দিবা সেবি ॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মী নারায়ণ-দাস।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস ॥
ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ, কৃপারাম।
আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম ॥
সর্ব্বাগ্রজা ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা।
তাঁর দুঃখ দূর কর জননী কালিকা ॥
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
তাঁরে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা জগন্মাতা ॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া ॥'

অন্যস্থলে,—

'শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সুতা।'

কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর।

পাঠক ইহাতেই দেখিবেন কবিরঞ্জন কেমন সুন্দর রূপে আপনার পরিবারের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, অপর কোন কবিই এরূপ করেন নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক কৃষ্ণরাম কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ; তিনি স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে কোন স্থানেই কোন প্রকার শক কিংবা কোন রাজা বা প্রবল জমীদারের নাম পর্য্যন্তও উল্লেখ করেন নাই। আমরা মুসলমান শাসন-সময়ের যত কবি দেখিতে পাই তাঁহারা প্রায় সকলেই কোন না কোন রাজা বা কোন প্রবল জমীদারের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ দেখি। সুতরাং তাঁহারা নিজ গ্রন্থ মধ্যে কোন প্রকার শকের উল্লেখ না করিলেও সেই কবির আশ্রয়স্থানীয় রাজা বা জমীদারের সময় ধরিয়া তাঁহাদের সময় নির্ণয় করা যাইতে পারে ; এবং সে প্রকার নির্ণয় সর্ব্বথা ভ্রমসঙ্কুল না হইতেও পারে। রাজ-

প্রসাদ আপনার গ্রন্থমধ্যে পরিবারের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন শকের উল্লেখ করেন নাই; অথচ তাঁহার আশ্রয়-স্থানীয় রাজার নাম অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় ধরিয়া লইলেই তাঁহার সময়ের অনেকটা নিরূপণ হইল। কিন্তু কৃষ্ণরাম সম্বন্ধে তাহার কোন সুযোগই পাওয়া যাইতেছে না; নিমতা গ্রামে অনুসন্ধান করিলে, তাঁহার নাম পর্য্যন্তও শুনা যায় না; কিংবা সঠীক কোন সংবাদই প্রাপ্ত হওয়া যায় না; তবে ইহার উপায় কি? পাঠক, একটি অপ্রশস্ত উপায় আছে, সেইটি একবার দেখুন; প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার প্রণীত কালিকা মঙ্গলের একস্থলে লিখিয়াছেন;—

'বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ।
বিরচিল কৃষ্ণরাম নিমতা যাঁর বাস॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদা মঙ্গলে।
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥'

প্রাণরাম বিদ্যাসুন্দর।

তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইতেছে বিদ্যাসুন্দর রচনায় প্রাধান্য কৃষ্ণরামের; কারণ তিনিই প্রথমে বিদ্যাসুন্দর প্রণয়ন করেন; তাঁহার পরে রামপ্রসাদ ও পরিশেষে ভারতচন্দ্র। ইহা যদি গণ্য করিতে হয় তাহা হইলে ইহাও স্বীকার্য্য যে কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বগামবর্ত্তী কবি। ভারতচন্দ্র ১৬৭৪ শকে বা ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অন্নদামঙ্গল রচনা সমাপ্ত করেন; তাহা হইলে কৃষ্ণরাম এই সময়েরও পূর্ব্বে আপনার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। অপর ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য সময়ে ও কৃষ্ণরাম তাহার প্রথম সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, এইরূপ হইতেছে। কৃষ্ণরাম যে সময়ে জীবিত ছিলেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় হয়ত সে সময়ে দেশবিখ্যাত হন নাই, কিংবা দেশীয় কবিগণের সমাদর করিতে তখনও আরম্ভ করেন নাই—কেন না তাহা হইলে কবি কৃষ্ণরাম কখনই তাঁহার সুনাম আপনার গ্রন্থে সংযুক্ত করিয়া গৌরবান্বিত হইবার সুযোগ পরিত্যাগ করিতেন না;—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অকলঙ্ক নাম আপনার গ্রন্থে সংযুক্ত করিয়া পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিতেনই সন্দেহ নাই। আবার এদিকে গুণগ্রাহী, রাজা কৃষ্ণরামের মত কবি প্রাপ্ত হইলে কখনই তাঁহাকে উপেক্ষা করিতেন না, তাঁহার সম্বর্দ্ধনা অবশ্যই করিতেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে না তাঁহার সভায় কোন কৃষ্ণরাম কবির অস্তিত্ব দেখিতে পাই না। ইহাতেই বিশেষরূপে অনুমিত হইতেছে যে, কৃষ্ণরাম, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন না; তিনি কাহারও আজ্ঞায় পুস্তক রচনা করেন নাই, তাহা কৃষ্ণরাম একাধিক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা;—

নিমতা নামেতে গ্রাম।
বৈকুণ্ঠ সমানধাম।
স্বপনে যেমন; কহিলা তেমন
রচিল ক্রিগুণরাম॥

তাহা হইলেই তিনি কাহারও আজ্ঞায় ইহা রচনা করেন নাই; স্বপ্নের আদেশে রচনা করিয়াছেন মাত্র। কৃষ্ণরাম সম্বন্ধে আর

ন্দরের বৃত্তান্ত কোন ক্রমেই সংগ্রহ করিতে পারিলাম না; যদি কখন তাহা লাভে কৃতকার্য্য হই তাহা হইলে পুনরায় তৎসমস্ত পাঠকবর্গকে উপস্থিত করিব ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

বিবিধ।

প্রণয়ের ইজারা।

A Question of Law.

এ পৃথিবীতে প্রণয়ের কায়েমী পত্তন অর্থাৎ স্থায়ী বন্দোবস্ত বড় অল্প দৃষ্ট হয়। তাদৃশ প্রণয়ের দাতা ও গৃহীতা,—মালিক ও দখলকার উভয়ই সৌভাগ্যবান্। সাধারণতঃ সর্ব্বত্র যে প্রণয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা প্রণয়ের ইজারা মাত্র। যেমন ইজারা মহাল বৎসরে বৎসরে অথবা দু চারি পাঁচ বৎসরের অন্তরে নূতন বন্দোবস্তের অধীন হয়, ঐরূপ প্রণয় মহালেরও বৎসরে বৎসরে, অথবা দু চারি পাঁচ বৎসর পরে নূতন পত্তন হয়,—এবং ইজারার বিলি বন্দোবস্তে যে সকল নিয়ম দেখা যায়, প্রণয়ের বিলি বন্দোবস্তেও ঠিক্ সেই সকল নিয়মই অবলম্বন করা হয়।

ইজারা বন্দোবস্তের এক নিয়ম ডাকপত্তন। মালিক কিংবা মালিকের প্রতিনিধি মহালের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া নিলাম ডাকিতে বসেন,—এবং যে আসিয়া সকাপেক্ষা উচ্চ মূল্য ডাকে, তাহার নিকটই মহাল পত্তন করেন। প্রণয়-মহালেরও এইরূপ। সেখানেও মালিক কিংবা মালিকের কোন খনিষ্ঠ স্বজন ঐরূপ নিলাম ডাকিতে থাকেন; এবং যে ব্যক্তি সাহস করিয়া সকলের উপর উচ্চ ডাক দেয়, তৎকালের জন্ম তাহার হাতেই মহাল তুলিয়া দেন। নয়সো রূপায়া এক,—নয়সো রূপায়া দো,—দেখ যায়;—বড় সস্তা যায়;—এইরূপ অল্প জমায় প্রণয়ের এমন মহাল আর পাইবে না,—নিবেত এই বেলা লেও, এমন সুখের মহাল সকল সময়ে ঘটিবে না,—এইরূপে ডাক হইতে থাকে এবং যে আসিয়া 'নয়সো রূপায়া তিন' বলে, সেই মহালের দখলকার হইয়া বসে।

নয়সো রূপায়া একটা কথার কথা; কিন্তু কল কথা এই যে, যেমন কোন না কোন রূপ সেলামি বিনা সায়র মহালের পত্তন হইতে পারে না, সেইরূপ কোন না কোন রূপ সেলামি বিনা প্রণয়ের ইজারা মহালেরও পত্তন হয় না। প্রভেদ যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহা সেলামির প্রকার-ভেদে। কোন মহালের সেলামি পাকা কলা, কোন মহালের সেলামি পাদ-লেহন; —কোন মহালের সেলামি স্তুতির ভেট, কোন মহালের সেলামি স্বর্ণাভরণ। মাতালের প্রণয় পাট্টা করিলে ইজারার সেলামি মদ, এবং গেঁজেলের প্রণয় পাট্টা করিলে ইজারার সেলামি গাঁজা। আর, সরল-মতি শিশুদিগের প্রণয় মহাল ইজারা লইলে সেখানকার সেলামি

মধুর কথা, মিঠাই মণ্ডা, অথবা দুই একখানি মনোহর খেলেনা। এই শেষোক্ত মহালে মুনাফার অতি অল্প প্রত্যাশা [illegible]কিন্তু ঝঞ্ঝাট বড় কম এবং কোন রূপ জ্বালা যন্ত্রণা ও বাক্সে জমা নাই।

ইজারা বিলির আর এক নিয়ম কর্ণাকর্ণি। মালিক মহালের ডাক করিতে সাহস পান না, এই জন্য প্রার্থীদিগের সহিত কর্ণাকর্ণি করেন; এবং কে কত বেশী বলে, তাহা কর্ম্মচারীর মুখে গোপনে শুনেন। তৃতীয় নিয়ম ধ'রে গছানো। মহালে কোন রূপ খুঁত কি খতরা আছে; কেহ প্রকাশ্য রূপে মহাল ডাকে না, গোপনেও নিতে চায় না। এইরূপ স্থলে মালিক আপনিই প্রার্থী হইয়া,—সেলামি ও মালিকানার মাত্রা কমাইয়া, কোন না কোন ব্যক্তিকে কিছু কালের জন্য মহাল গছাইয়া দেন। প্রণয়ের ইজারাতেও এই দুই নিয়মের প্রচলন আছে। ইহাতেও স্থলবিশেষে ঐপ্রকার কর্ণাকর্ণি হয়, এবং স্থলবিশেষে ঐরূপ ধ'রে গছানো দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে দিকেই যেরূপ নিয়ম খাটাও, প্রণয়ের ইজারা বিলি মালিকের যেমন অনিষ্টকর, ইজারাদারেরও তেমনই ক্ষতিকর। জমা জমির ইজারাতে ইজারার মূল জিনিসটা পুনরায় প্রায় পূর্ব্বের অবস্থাতেই ফেরত পাওয়া যায়। প্রণয়ের ইজারার মূল জিনিসটা হৃদয়; হৃদয়টিকে ইজারার ম্যাদের পর ঠিক পূর্ব্বের অবস্থায় পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। কোন ইজারাদার উহাতে একটুকু কালি ঢালিয়া দেয়, তাহা আর উঠে না; কেহ উহার ফুলের বাগান বিনাশ করিয়া আপনার প্রয়োজনে কাঁটাবনের সৃষ্টি করে, তাহার আর উন্মূলন হয় না। সুতরাং মালিক শেষে মহাল লইয়া বিপদে পড়েন। ইজারাদারের অনিষ্ট ইহা অপেক্ষাও অধিক। তুমি ইজারাদার, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া পাঠ্য কলা যোগাইতেছ, কিংবা মনুষ্যত্বের সর্ব্বস্বে জলাঞ্জলি দিয়া পাদলেহন করিতেছ। কিন্তু মহাল যে দুদিন পরেও তোমার হাতে থাকিবে, তাহা কে বলিতে পারে?—তুমি ইজারাদার, মালিকের মন পাইবার জন্য, কখনও বানর সাজিয়া নৃত্য করিতেছ, কখনও বিদূষকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কাহার কথায়ও খিলখিল করিয়া হাসিতেছ,—কখনও জুতির ভেট মাথায় লইয়া দ্বারে পড়িয়া রহিয়াছ, কখনও ভেটের বোঝায় জাতি মান ও কুল-ধর্ম্ম প্রভৃতি তোমার যাহা কিছু ছিল, তাহা বোঝাই করিয়া ঘাটে পড়িয়া আছ। কিন্তু মহাল যে দুমাস পরেও তোমার হাতে থাকিবে, তাহায় বিশ্বাস কি? এমন অবস্থায় ঐ পদলেহন প্রভৃতি শোষনী ক্রিয়া এবং সর্ব্বস্ববিক্রয়ই কি তোমার শেষ দক্ষিণা নহে? দেখ কত লোক ঐরূপ ইজারা লইয়াছে এবং ইজারাদারি করিয়া পরিশেষে দেউলিয়া বনিয়াছে ও কেইল হইয়াছে। তোমার কি দেউলিয়া হনিতে ও একবারে ফেইল হইতেও দুঃখ কিংবা লজ্জা বোধ হয় না?

এই ভবের হাটে সময়ে সময়েই এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, অমুকের সহিত অমুকের পূর্ব্বে বড় প্রণয় ছিল, এইক্ষণ সে প্রণয় বিলুপ্ত হইয়াছে। এই সংবাদে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। কিন্তু যাহারা

বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্, তাঁহারা এইরূপ সংবাদে বিস্মিত হন না। তাঁহারা জানেন যে ঐপ্রকার স্থলে প্রণয়ের স্থায়িবন্দোবস্ত ছিল না; শুধু প্রণয়ের ইজারা ছিল। ইজারার মেয়াদ ফুরাইয়াছে ও প্রণয় ভাঙিয়াছে;—জলরেখা জলে ধুইয়া গিয়াছে।

গ্রাম্যসভ্যতার সরঞ্জাম।

নাগরিক সভ্যতার সরঞ্জাম সমূহ সকলেরই চক্ষে পড়ে, সুতরাং সকলেই তাহা জানেন। কিন্তু গ্রাম্য সভ্যতার সরঞ্জাম বিষয়ে নগরবাসী সভ্যদিগের সেইরূপ অভিজ্ঞতা নাই। সেই সরঞ্জামের তালিকা করিলে তন্মধ্যে এই কয় পদ সামগ্রী বিশেষরূপে পরিগণিত হইতে পারে।—

১নং গরনেটের একটি চায়নাকোট* অথবা হাল ফ্যাশনের একটি তেজকাটা ওয়েষ্টকোট।—২নং এক জোড়া রঙিন মোজা। ৩নং একখানি পিচের লাঠি।—৪নং এক জোড়া বাঁকানে' ফুলনীর এলবার্টা তেড়ি।—৫নং তিনখানি মেয়েলো উপন্যাস।—৬নং দুখানি সৌখীন নাটক—এবং ৭নং একখানি স্ত্রীশিক্ষা অথবা স্ত্রীর প্রতি উপদেশ বিষয়ক গ্রন্থ। যেখানে এই সাতটি সামগ্রীর সমন্বয় দেখিবে, জানিবে সেখানেই গ্রাম্য সভ্যতার আলোক পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে দুই এক পদ মাল কাংথাকিলেও কষ্টে সৃষ্টে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। কিন্তু কোনরূপ একখানি নাটক না হইলেই চলে না; কারণ অন্তঃপুরে বসিয়া, বৎসর ভরিয়া অভিনয় শিক্ষা গ্রাম্য সভ্যতার একটা প্রধান লক্ষণ;—আর, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ের একখানি পুস্তকও একান্ত অপরিহার্য্য; কারণ পুথি পত্র চর্চ্চা ও লেখা পড়ার ভার প্রায়শঃই পুরসুন্দরীর প্রতি। যাঁহারা একটুকু বেশী সভ্য, তাঁহাদিগের হাতে চারি পাঁচ মাসের পুরাতন একখানি ছেঁড়া খবরের কাগজ,—খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য একখানি প্রেরিতপত্রের সপ্তম বারের মুশাবিদা, অথবা একখানি চাঁদার কর্দ্দও পরিলক্ষিত হয়।

* Vide IndraNath's Kalpataru.

গ্রাম্যদেবতা।

কালে গ্রাম, নগর, জনপদাদির অবস্থান্তর হয়; কালে শব্দাদিরও অর্থান্তর ঘটে। যথা, 'সন্দেশ' শব্দের প্রাচীন অর্থ বার্ত্তা কিংবা সংবাদ, আধুনিক অর্থ মিঠাই। গ্রাম্যদেবতা শব্দেরও এইরূপ অর্থান্তর ঘটিয়াছে। গ্রাম্যদেবতা বলিলে আগে বুঝাইত গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী প্রাচীনতম বট-বৃক্ষের শাখারোহী ভূত;—উহার এইক্ষণকার অর্থ গ্রামের দলপতি, কুবুদ্ধির মন্ত্রগুরু ও কুচক্রের মন্ত্রনায়ক। বঙ্গের অধিকাংশ গ্রামেই ইদানীং এইরূপ দুই একটি গ্রাম্যদেবতার অধিষ্ঠান আছে। লোকের সহিত লোকের বিবাদ সৃষ্টি,—যেখানে মিত্রতা আছে সেখানে শত্রুতার উৎপাদন, মিথ্যা মোকদ্দমা, মিথ্যা দুর্নাম রটনা,—সমক্ষে স্তুতি, পরোক্ষে নিন্দা, প্রজার প্রতিকূলে জমিদারকে ও জমিদারের প্রতিকূলে প্রজাবর্গকে পরিচালন করা, গ্রাম্যদেবতার নিত্যকর্ম্ম। কিন্তু ইহা ছাড়া কতকগুলি নৈমিত্তিক কর্ম্ম আছে। তাহার উল্লেখ শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। মহাত্মা

জ্ঞানানন্দ বলিয়াছেন যে, ঘেঁটু ঠাকুর * ও অয়াসুরের যেমন পূজা হয়, গ্রামের উপকণ্ঠস্থিত চণ্ডাল-শ্মশানে শনিমঙ্গলের অমানিশায় গ্রাম্যদেবতারও সেইরূপ পূজা হওয়া উচিত। নহিলে উপদ্রবের নিবৃত্তি নাই, এবং গ্রামেও শান্তির আশা নাই। পূজার উপকরণ ছেঁড়া চুল, ছিন্ন নখ, গোময়াদি পঞ্চগব্য, অর্দ্ধদগ্ধ অন্ত্যজ-শবের গলিত মাংস এবং নীলদর্পণের শ্যামচাঁদ।

* ইহার সংস্কৃত নাম ঘণ্টাকর্ণ অথবা ঘণ্টেশ্বর। ইনি মঙ্গলের পুত্র এবং খস খুঁজলী ও পাঁচরা রোগের দেবতা।

সংক্ষিপ্তসমালোচন।

১। 'প্রভাত-প্রতিভা, কাব্য। শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও প্রকাশিত।'—প্রভাত-প্রতিভা গ্রন্থকারের প্রথম রচনা হইলেও ইহাতে ভাবুকতা এবং রচনানৈপুণ্যের বিশিষ্ট পরিচয় আছে, এবং লেখক কালে প্রশংসিত হইবেন বলিয়া আমাদের আশা হইয়াছে। ইহার একটি কবিতা এইরূপ,—

"হাসলো বিজলি!— নাচলো বিজলি!
নীরদের কোলে ছুলি ছুলি ছুলি
চম্পক চরণে নাচলো বালা।
অধর ফুটিয়া, হৃদয় ফাটিয়া
সোনার হাসিটি আসুক ছুটিয়া
সরায়ে হৃদির তামসজালা।"

এই প্রকার মধুর রচনা ও সরস পদাবলী এই গ্রন্থে অনেক আছে। কিন্তু গ্রন্থকারের একটি বড় লজ্জাজনক দোষ দেখিয়াছি এবং তাঁহারই উপকারার্থ তাহা দেখাইয়া দেওয়াও উচিত মনে করিতেছি। লোকে আপনা হইতে উচ্চতর ব্যক্তির ভাব ও লিখন-ভঙ্গীর অনুকরণ করে। তিনি অনুকরণের সঙ্গে স্থানে স্থানে শব্দাদিও অপহরণ করেন। এরূপ অনুকরণ অসহনীয় এবং যিনি প্রভাত-প্রতিভার মত উপাদেয় কাব্য রচনা করিতে পারেন, তাঁহার সম্পর্কে আরও অযোগ্য। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

"হায়! ভ্রান্ত আমি—চিন্তিনু কি কথা!
আর্য্যবংশ আর আছে কি ভারতে?
আর্য্য—আখ্যা এবে অলীক বচন!
আর্য্য ভারতের সুদূর স্বপন!
* * *
'হায়! কি কহিলি স্মৃতি পাগলিনি!
আর্য্য নাম কেন ধ্বনিলি ভারতে'?"

নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"আর্য্য! আজি এ ভারতে
নিষ্ঠুর! এ নাম কেন ধ্বনিলে আবার?"
ইত্যাদি।

পাঠকবর্গ এই দুইটি কবিতা মিলাইয়া পড়িতে পারেন। পুনশ্চ, নবীনচন্দ্রের প্রেমোন্মাদিনী নামক কবিতায় আছে,—

"প্রিয়তম,
দুইটি বছর আমি কুল-পিঞ্জরের পাখী
করেছি তপস্যা তব কুল-পিঞ্জরেতে থাকি"

আমাদিগের গ্রন্থকার 'দুইটি'র স্থলে 'কয়টি' করিয়া লিখিয়াছেন,—

"প্রিয়তমে!
...টি বছর আমি থাকিয়া পিঞ্জরে!
কারছি তপস্যা কত—"

নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"আন ছুরি চিরি বক্ষঃ দেখাই তোমারে,
আন ছুরি চিরি বক্ষ,
দেখাই স্মৃতির কক্ষ"

গ্রন্থকারও পুনঃপুনঃই লিখিয়াছেন,—

"আন ছুরি চিরি বক্ষ
দেখাই হৃদয় কক্ষ" (ইত্যাদি।)

এইরূপ নকলনবিশীতে কবিত্বের স্বাভাবিক স্ফূর্তি বিনষ্ট হয়। কবিত্ব যদি হৃদয় হইতে আপনি উৎসারিত না হয়, তবে উহা কবিত্বের আবৃত্তি মাত্র। যখন কেহ আপনার হৃদয়ের আবেগে অধীর হইয়া এইরূপ বলে যে,—' আন ছুরি, চিরি বক্ষ, দেখাব তোমায়'—তখন সেই আবেগ,সেই অসহ্য বেদনা অন্তরীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু যখন কেহ ঐ কথা কটি কণ্ঠস্থ করিয়া বিনা আবেগেও ঐরূপ বলে, তখন হৃদয়ে বিরক্তি বিনা আর কোন ভাবেরই সঞ্চার হয় না।

২। 'ভারতে দুঃখ। প্রথম খণ্ড'। শ্রীহরবন্ধু দত্ত প্রণীত।'—ইহা পুপ্‌বাস ও মামুদঘোরীর ইতিহাস প্রসিদ্ধ যুদ্ধ অবলম্বনে লিখিত একখানি নূতন কাব্য; এবং যদিও ইহার তিনটিমাত্র অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু লেখক যে একবারে অকর্মণ্য লোক নহেন, এই তিন অধ্যায়েই তাহার নিদর্শন আছে। এখানির রচনা প্রভাত-প্রতিভার মত মিষ্ট নহে, কিন্তু অধিকতর প্রাঞ্জল। আমরা যে এই দুখানি কাব্যের এক সঙ্গে সমালোচনা করিলাম, তাহার বিশেষ কারণ এই যে, এই উভয়েরই আদর্শ এক। প্রভাত-প্রতিভা অবকাশ-রঞ্জিনীর অনুকৃতি, এখানি পলাসির যুদ্ধের অনুকৃতি; অনুকরণ চিহ্নও উভয়েই মাত্রাভেদে পরিলক্ষণীয়। পলাসির যুদ্ধের আরম্ভে আছে,—

"দ্বিতীয় প্রহর নিশী নীরব অবনী,
নিবিড় জলদাবৃত গগণ মণ্ডল;"—

ভারতদুঃখের আরম্ভেও ঐরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"গভীরা তামসী নিশি আঁধার সকল,
বিভীষণ ঘনঘটা বিস্তৃত গগণে,"

কাব্যের আরম্ভ হইতে শেষ সর্ব্বত্রেই এইরূপ অনুকরণ। ইহার যুদ্ধবর্ণনা যে পলাসিযুদ্ধের যুদ্ধবর্ণন সম্মুখে রাখিয়া লিখিত হইয়াছে,সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"পাখীগণ কলরব করি' ব্যস্ত মনে,
পশিল কুলায়ে উড়ি;
গাভীগণ ছুটে রড়ে,
বেগে গৃহদ্বারে গিয়া হাম্বাল সঘনে।"

ইহাতে আছে,—

"ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে উড়িল গগনে,
ত্যজি নিজ নীড় পাখী,
কাননের যত পাখী,
ছুটিলেক ভীতচিতে বনচরগণে।"

নবীন,—

"আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন।
কাঁপাইয়া ধরাতল
বিদারিয়া রণস্থল,
উঠিল যে ভীমরব কাটিয়া গগন।"

গ্রন্থকার,—

"আবার ভীষণ স্বরে গর্জ্জিল কামান,

বৈঠে রাজ-অন্তঃপুরে,
রজনীর অন্ধকারে,
নীরব কাননগিরি করি কম্পমান।"

পলাসির যুদ্ধে যুদ্ধাবসানে সিরাজ-সেনাপতি মোহনলালের বক্তৃতা, এই গ্রন্থে পৃথুরাজ-সেনাপতি বীরধ্বজের বক্তৃতা। সেই বক্তৃতায়ও যেখানে যে কথা, এই বক্তৃতায়ও সেখানে সেই কথা। কেবল এই মাত্র প্রভেদ;—পলাসির যুদ্ধ অতি উচ্চশ্রেণির কাব্য, এখানি তাহা নহে।

৩। 'যুব-রঞ্জিনী। প্রথম ভাগ, খণ্ড-কাব্য। শ্রীতারিণীচরণ সেন প্রণীত। শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র মৈত্রকর্তৃক প্রকাশিত।'—এখানি অনুকৃতির অনুকৃতি, কিন্তু অনুকরণ যে সকল স্থলেই নিন্দনীয় হইয়াছে, এমন নহে। ইহার কোন কোন কবিতায় যুবরঞ্জনের উপযোগী ভ্রমরগুঞ্জন আছে। যথা,—

"সে মুহূর্ত,—
সে মুহূর্ত নিদাঘের, সান্ধ্যসমীরণ
　　*　　*　　*　　*
"সে কাহিনী
শুনিয়া লজ্জার রেখা প্রেয়সী-অধরে
দেখা দিল; নতমুখে কহিল আমারে"
　　*　　*　　*
"সে মুহূর্ত
"যুঝেছিল রঘুশ্রেষ্ঠ, মৈথিলীর সনে।"

ইহার আদর্শ কবিতাটি এইরূপ,—

"সে মুহূর্ত
মানব জীবনে সে যে কহিনূর মণি,
সে মুহূর্ত জীব[...]বিবা রজনী,
সে মুহূর্ত [...] আমি,
কোথা ছিনু নাহি জানি
সে মুহূর্ত নহে এই মানবজীবন,
আহা সেই মাদকতা,—আত্মবিস্মরণ।"

কিন্তু আদর্শ কবিতায় একটি মাত্র শ্লোকে তিন চারিবার সে 'মুহূর্ত' আছে, ইহাতে 'সে মুহূর্ত' ও 'যে মুহূর্ত' ন্যূনতঃ অষ্টাদশবার উল্লিখিত হইয়াছে।

৪। 'দেশাচার। মূল্য দুই আনা। কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।—ইহাও একখানি কাব্য। যথা—

"ধন্য দেশাচার!
কত যে মহিমা তব কে বলিতে পারে?"

লেখকের আকাঙ্ক্ষা প্রশংসনীয়া; তাঁহার দুই একটি কবিতাতে কোন কোন স্থলে প্রশংসার সামগ্রীও আছে।

৫। 'কমল-কলিকা। প্রথম ভাগ। জনৈক বঙ্গ-মহিলা কর্তৃক প্রণীত। শ্রীহরকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।'—শিক্ষার স্বাদ মাত্রে পুলকিতা পুর-ললনার পক্ষে এ উদ্যম মন্দ নহে। গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার অভিভাবক দিগের নিকট উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে, কালে ছোট ছোট পদ্য লিখিতে পারিবেন। তিনি গ্রন্থের আরম্ভে সরস্বতী স্তোত্রের এক স্থলে লিখিয়াছেন,—

'তালেশা, রাগেশী বাণী, সুবীণা বাদিনী।'

প্রকাশক নিম্নে ইহার টীকা দিয়াছেন,—

(১) 'তাল-ঈশা—তালেশী; তালের ঈশ্বরী'
(২) 'রাগ-ঈশী—রাগ-কর্ত্রী।' 'রাগসৃষ্টিকারিণী'

কমল-কলিকা বলিয়া আখ্যাত কোমল কবিতায় এইরূপ টীকার প্রয়োজন বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু বালিকার কি দোষ?

৬। 'ফুলবালা। গীতি কাব্য, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। প্রথম খণ্ড।'—এ-

খানি কাব্য বটে। ইহার কল্পনা চিত্তহারিণী,—রচনা সেইরূপ না হইলেও প্রীতিদায়িনী। কবি গোলাপ, কদম্ব, কৃষ্ণকেলি, সূর্য্যমুখী ও রক্তজবা প্রভৃতি কুসুম কল্পনার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, এবং ইহার প্রত্যেকটিকেই কল্পনার বর্ণতুলিতে আঁকিতে যত্ন পাইয়াছেন। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই কিঞ্চিৎ নূতনত্ব আছে। দুই একটি বর্ণনা সংস্কারযোগ্য।

৭। 'লুক্রেশিয়া। খণ্ডকাব্য। শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত।'—ইহা একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। ইহার রচনা প্রগাঢ়, রসভাবের [illegible]পনাও পরিস্ফুট। আমরা গ্রন্থকারের সহৃদয়তার পরিচয়ার্থ নিম্নে দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

[illegible] হইল শেষ
অস্তাচলে গেল দিনমণি।
[illegible] আপন অপরূপ বেশ
ধীরে ধীরে শ্যামাঙ্গিনী আসিল রজনী।
ঝিল্লী পেচকাদি যত নিশাচর
প্রকাশিল নিজ কণ্ঠস্বর
ক্রমে দিক্ সমুদয়
হইল আঁধার ময়
গম্ভীর নূতন সাজে সাজিল ধরণী
[illegible]।

নীরব [illegible]
বহিতেছে মৃদু সমীরণ।
পরশে তাহার কাঁপে তরুরাজি
প্রকৃতি কি চারু শোভা করেছে ধারণ!
বসে লুক্রেশিয়া কক্ষে আপনার,
একাকিনী অর্গলিত দ্বার
প্রফুল্ল বদনশশী
নীরবে আছেন বসি
কল্য পতি আসিবেন করিয়া শ্রবণ,
আনন্দ অপার।"

কালীপ্রসন্ন বাবু কোন কোন স্থলে পাপের চিত্রে পদ্মকান্তি ঢালিয়াছেন। ইহা না করিলেই ভাল ছিল।

৮। 'নীতি-কবিতাবলী। বয়স্কদিগের নিমিত্ত বিরচিত।'—গ্রন্থের আবরণপত্রে রচয়িতার আত্মপরিচয় নাই, কিন্তু ইহা যে শ্রীযুক্তবাবু ঈশানচন্দ্র বসুকর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে, স্থানান্তরে তাহার পরিচয় আছে। ইহা সুরুচিসম্পন্ন সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের বাঙ্গালা গ্রন্থালয়ে স্থান পাইবার যোগ্য এবং বিদ্যালয়ে প্রচলনার্হ। বাঙ্গালার ছাত্রশিক্ষার জন্য এইরূপ কবিতাপুস্তক অধিক আছে কি না, সে বিষয়ে আমাদিগের গভীর সন্দেহ। ঈশান বাবু প্রতিভান্বিত কবি নহেন, কিন্তু বড় পরিপক্ব লোক; তিনি যাহা করেন তাহাই সুন্দর হয়; তাঁহার প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থই লোকের উপকারে আসিবে। এখানিও নিশ্চয়ই লোকের উপকারে আসিবে। ইহার অনেক কবিতা নূতন,—যে গুলি পুরাতন, সে গুলিও নূতন পরিচ্ছদে পরিহিত, নূতনবৎ প্রীতিপ্রদ।

আমরা এই গ্রন্থের উৎসর্গপত্র পড়িয়া এক ফোটা চোখের জল ফেলিয়াছি। সর্ব্বদুঃখসংহারিণী বীণাপাণি গ্রন্থকারের দগ্ধহৃদয়ে শান্তির অমৃত [illegible]করুন।

এবং গগনোদ্যান ... সৃষ্ট।

ভারতবর্ষের প্রকৃতি বহুবিধ বিভিন্নাকারের ও বিভিন্ন স্বভাবের বটে, কিন্তু সমগ্র ধরিতে গেলে, মিসরকে যে শ্রেণীতে, ইহাকেও সেই শ্রেণীতে গণনা করা যায়। ইহাও উত্তপ্ত ও সজল, এবং অধিকন্তু ইহা অন্যান্য দেশাপেক্ষা অধিকতর উর্ব্বরতা গুণ-সম্পন্ন। আবশ্যকীয় দ্রব্যের অভাব নাই, এজন্য অতি অল্পদিনেই ধনসঞ্চয়, এবং নিম্নশ্রেণীর অবস্থাও পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে আরও নিম্নতর, এবং উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ধনবৈষম্য বিপুলভাবে জন্মিয়াছিল। আর্য্যেরা আপন অভীষ্ট পরিপূরণার্থে, আপনাদের স্বদলস্থ নিম্নশ্রেণী ব্যতীত, আর একদল দাসবৎ লোক পদানতভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহারা ভারতের আদিম অধিবাসী, আর্য্যভুজতেজে বশ্যতায় আসিয়া দাসপদে নিয়োজিত হইয়াছিল। এই সময়ে সমস্ত জগৎ পশুবৎ লোক দ্বারা অধিবেসিত থাকায়, বহিঃশত্রু হইতে নির্ভাবনায়, এবং তদ্রূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট দেশের রীতি অনুসারে আর্য্যসন্তানেরা সজল গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীদিগের অলসভাব প্রাপ্ত এবং অবসরপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন বটে; কিন্তু এমন অবস্থায় মানবের যে পরিমাণে বিলাসরত, এবং ... ব্যাবিলনের গগনোদ্যান প্রভৃতির ... অদ্ভুত বিলাসবস্তুর উদ্ভাবন হওয়া যে... সম্ভব, এ সকল হইতে পায় নাই। তাহার কারণ আছে। চিন্তা-উত্তেজক বাহ্যজগৎ-পরিবৃত আর্য্যদিগের চিত্ত পারলৌকিক বিষয়ে ... পরিমাণে সমাহিত থাকায়, ... এবং চিন্তাশক্তি কেবল বিলাসসম্ভোগ ও বিলাসপোষক দ্রব্যের উদ্ভাবনে ব্যয়িত না হইয়া, মনস্তত্ত্ব বা তথাবিধ আনুসঙ্গিক বিষয়ে, সম বা তদধিক পরিমাণে ব্যয়িত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত প্রথম হইতেই ভারতের সভ্যতায় বিলাসজনিত শিল্পকার্য্য, সমতাযুক্ত হইয়া বা তদপেক্ষাও নিম্নতর পরিমাণে, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানাদিসহ পাশাপাশিভাবে, একত্রে উদ্ভাবিত ও অল্পদিনেই পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সহসা উদিত সভ্যতার বিষয় আলোচনার পূর্ব্বে, অগ্রে গ্রীকদিগের প্রকৃতিভেদে সভ্যতার উদয় বিষয়ে আলোচনা কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্য।

বাহ্য প্রকৃতি সম্বন্ধে, ভারত যদ্রূপ বহুমূর্ত্তি বিশিষ্ট, গ্রীকদিগের অধিবাসিত ভূমি তদপেক্ষা যদিও বহুলাংশে ন্যূন, কিন্তু সঙ্কীর্ণ স্থান মধ্যে তাহাদের সন্নিবেশ বহু গাঢ়তা পূর্ণ, এবং বৈচিত্র্যের আধিক্যরূপে প্রতীয়মান হয়। ইহার উৎপন্ন ফলও তদ্রূপ হওয়ার কথা। যাহা হউক এই সামান্য আয়তনের মধ্যে ইহার ভাববৈচিত্র্য এত অধিক যে, তাহার তুলনায়, দূরবিক্ষিপ্ততা হেতু ভারতীয় বৈচিত্র্যও যেন কেমন মলিন বোধ হয়, যদিও বস্তুতঃ তাহা নহে, বরং বহুগুণে আধিক্যশালী। এই ক্ষুদ্র সীমান্তবর্ত্তী ভূভাগ ক্রমান্বয়ে পর্ব্বত, নদী, সমতল ক্ষেত্র, উপত্যকা, অধিত্যকা প্রভৃতিতে বিভাজিত হইয়া বহুতর ভিন্ন ভিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশমালায় বিভক্ত হইয়াছে। এই সকল প্রদেশের প্রত্যেকে এত ক্ষুদ্র যে, ইহাদের পরিমাণফল কয়েক বর্গক্রোশের

... না। বে'ধ হয় আমাদের এক ...গণও স্থানবিশেষে তাহাদের অপেক্ষা বৃহৎ হইবে। এই সকল প্রদেশের মধ্যে উত্তরে থেসালি ও এপিরুস, উভয়ে পিন্দুস নামক পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা বিভক্ত। থেসালি চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমধ্যে আবদ্ধ সমতল ক্ষেত্র, মধ্যস্থলে একটি নদী প্রবাহিত, ভূমি উর্ব্বরা। এপিরুস উত্তর দক্ষিণে পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা আকৃষ্ট, ভূমিতল বর্দ্ধুর এবং অনুর্ব্বরা। এতদুভয় দেশের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী ক্রমাগত দক্ষিণ পূর্ব্বমুখে প্রধাবিত হইয়া মধ্যগ্রীসকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিতেছে, উহার পশ্চিমভাগে ইটোলিয়া ও আর্কানিয়া নামক প্রদেশদ্বয়। ইহাদের মধ্য দিয়া আকিলৌস নামক গ্রীসদেশীয় সর্ব্বপ্রধান স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়া করিন্থ সাগরাভিমুখে গমন করিতেছে। এ উভয় দেশ পর্ব্বত ও বনময়, এবং সভ্যতা বিস্তারের পক্ষে সম অনুকূল না থাকায়, বহুকাল পর্য্যন্ত ইহা দস্যুবর্গের দ্বারা অধিবেশিত ছিল।

এই মধ্যদেশের পূর্ব্বভাগ, গ্রীকবিদ্যা-বুদ্ধি ও বীরত্বের আকরস্থল। সে পর্ব্বতমালা ইহাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিতেছে, তাহা পূর্ব্বদিকে সমুদ্র হইতে অদূরবর্ত্তীভাবে প্রধাবিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং থেসালি হইতে পূর্ব্ব-মধ্যদেশে আসিতে হইলে, ঐ পথের এক পার্শ্বে অত্যুচ্চ পর্ব্বত ও অপর পার্শ্বে সমুদ্র। এই পথ দিয়া আসিতে হইলেই, বিখ্যাত গিরিসঙ্কট থার্ম্মপলি অতিক্রম করিতে হয়। এই পূর্ব্বভাগের পূর্ব্ব উপকূল চাপিয়া লোক্রিয়া নামক প্রদেশ। লৌক্রিয়ার পশ্চিমে ডোরিস এবং ফোকিস নামক প্রদেশদ্বয়। ফোকিস প্রদেশের মধ্য দিয়া পার্ণাস্থস নামক পর্ব্বতশ্রেণী। ইহারই উপরে গীতিবিষয়িণী অধিনায়িকা দেবীগণের অবস্থান, এবং পর্ব্বতের পাদদেশে বিখ্যাত ভবিষ্যদ্-জ্ঞাপক আপলো দেবের মন্দির। ফোকিসের দক্ষিণে বিওতিয়া নামক প্রদেশ। ইহা চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালায় আবদ্ধ, এবং জলনির্গমনের পথশূন্য। এ নিমিত্ত ভূমি সর্ব্বদা সলিলসিক্ত থাকায় তাহা উর্ব্বরতা গুণবিশিষ্ট, এবং তাহা হইতে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু বায়ু সর্ব্বদা সজল ও কুজ্ঝটিকাময়। বিওতিয়ার দক্ষিণে আটিকা প্রদেশ। এতদুভয় প্রদেশের মধ্যভাগে পর্ব্বতশ্রেণী। আটিকার পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিমে সমুদ্র। এখানকার বায়ু শুষ্ক ও ভূমি নির্জ্জল, কোন প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় না, কিন্তু বিবিধ প্রকার ফলের উৎপাদন পক্ষে উপযোগী। আটিকার পশ্চিমে মিগারিস। এখান হইতে দক্ষিণ দেশে যাইতে হইলে, করিন্থ যৌজক দিয়া যাইতে হয়; কিন্তু এই পথে পর্ব্বতের বাধা এত অধিক যে, স্থলপথ অপেক্ষা দক্ষিণ দেশে যাইতে জলপথই অধিক সুগম।

উত্তরদেশ অপেক্ষা দক্ষিণ দেশ নদীবিরল ও পর্ব্বতময়। ইহার উত্তরে আর্গোলিস।* এই আর্গোলিস প্রদেশ আবার বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। এই সামান্য স্থানের মধ্যেই আবার প্রকৃতিবৈচিত্র এত যে, কোথাও কলবা কমলা প্রভৃতি লেবু পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়, আবার কোথাও কিছুই উৎপন্ন হয় না। ইহার পশ্চিমে আর্কেডিয়া

[illegible]ডিয়া; চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণী [illegible] ন্যায় বেষ্টন করিয়া, অন্যান্য [illegible]ইতে ইহাকে ছিন্নসম্বন্ধ করিতেছে। দক্ষিণে মেসিনিয়া ও লাকোনিয়া নামক প্রদেশদ্বয়। এতদুভয় দেশ যদিও পর্ব্বতময়, কিন্তু অনুর্ব্বরা নহে। মেসিনিয়া প্রদেশে খর্জ্জুর প্রভৃতি ফল এবং বিবিধ শস্যাদি জন্মিয়া থাকে। এই প্রদেশেই সুবিখ্যাত স্পার্টা নগরী, ইউরোতস নামক নদীর তটে অবস্থিত ছিল। আর্কেডিয়ার পশ্চিমে ইলিস নামক প্রদেশ। এই প্রদেশের মধ্যে বিখ্যাত অলিম্পিয়া ক্ষেত্রের অবস্থান।

গ্রীসদেশের এই প্রকৃতিবৈচিত্রে লক্ষিত হইবে যে, এই ক্ষুদ্রায়তন দেশের মধ্যে প্রদেশভেদে কতই স্বভাববিভিন্নতা। কোন প্রদেশ হয় ত একেবারে প্রায় চতুর্দ্দিকে সমুদ্রবেষ্টিত; আবার তদ্বিপরীতে কোন কোন স্থান নিরবচ্ছিন্ন পর্ব্বতমালায় আবদ্ধ, বহির্ভাগের আর সমস্ত স্থান হইতে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন, বহুদূর অতিক্রম না করিলে সমুদ্রের মুখ দেখিবার যো নাই। গ্রীসের প্রত্যেক প্রদেশ যেন স্বভাব কর্ত্তৃক বিভাজিত হইয়া, প্রত্যেকে আত্মস্বাতন্ত্র্যসহ নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে পরস্পরের যেরূপ আকৃতিভেদ, গুণভেদও তদ্রূপ। কোন প্রদেশ একেবারে উর্ব্বরতা গুণ বিশিষ্ট, শস্য প্রচুর, ফলরসজলে পরিপূর্ণ। আবার কোন প্রদেশ একেবারে সে সকল বিষয়ে বঞ্চিত, জীবন ধারণের সমস্ত পদার্থের জন্যই, তাহার অধিবাসীদিগকে অন্যের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। কোথাও নিবিড় বনভূমি, কোথাও কর্করপূর্ণ সমস্তক [illegible] কোথাও বা [illegible] সকল বায়ুবিয়োগে ক্রীড়া [illegible]বার সর্ব্বত্রই [illegible] গিরিশ্রেণী এই সকলকে পরস্পরের মধ্যে বিভক্ত করিতেছে। এই পর্ব্বতশ্রেণী ও বহুমূর্ত্তিবিশিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ অতিক্রম করিয়া গতায়াত করিতে হয় বলিয়া, গতায়াতের পক্ষে স্থলপথ দারুণ কষ্টকর; সুতরাং জলপথ অতিশয় সুগম।

স্থলভাগ ছাড়িয়া জলভাগের প্রতি নেত্রপাত কর। পশ্চিম ও দক্ষিণস্থ সমুদ্র দেখ ধীর, মৃদু, মন্থরগতি। গ্রীসের অভ্যন্তরে প্রায় সর্ব্বত্রেই ইহা এতদূর প্রবেশ করিয়াছে যে, গ্রীস বহুপ্রদেশে বিভক্ত হইলেও কেবল আর্কেডিয়া ভিন্ন, আর সকল প্রদেশেরই সমুদ্রতটে একটি না একটি বন্দর স্থাপিত থাকায় সমুদ্রে গমনাগমন পক্ষে তাহাদের সুবিধার অভাব ছিল না। এই সমুদ্রের সর্ব্বত্র দ্বীপশ্রেণীতে এরূপ আকীর্ণ যে, তাহার জন্য সমুদ্রের অস্থিচর্ম্ম অবশেষ। ঐ সকল দ্বীপ অধিকাংশ পর্ব্বতময়, আবার কোনটি অতি উর্ব্বরা, কোনটি বা মধ্যমপ্রকৃতি, কিন্তু সকলেই রম্যদর্শন ও বাসযোগ্য। ঐ সকল দ্বীপ আয়তনে বৃহৎ নহে, আকৃতিতে ক্ষুদ্র, এবং পরস্পর পরস্পরের এত সন্নিকটে অবস্থান করে যে, একটিতে উত্তীর্ণ হইয়া, তাহা দেখিতে দেখিতে আর একটিতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। এইরূপে ইউরোপখণ্ডে গ্রীস হইতে নির্গত হইয়া স্বচ্ছন্দে আসিয়া খণ্ডে উপনীত হইতে পারা যায়। এবং এই গতায়াতের সুবিধাকল্পে, অতি অনুকূল বাণিজ্যবায়ু, হেলাসপন্ট হ-

হইতে গ্রীটদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া থাকে। গ্রীসের পূর্ব্ব উপকূলের অনুকূল মূর্ত্তিবশতঃ, তথায় [illegible] ও নানাবিধ পোত রক্ষার্থে সুন্দর সুন্দর বন্দর সকল সংযুক্ত। পশ্চিম সমুদ্রও [illegible] সংযুক্ত, কিন্তু পূর্ব্বসমুদ্রের ন্যায় নহে। পূর্ব্বসমুদ্র অপেক্ষা উহা আয়তনে বৃহৎ, স্বভাবও অপেক্ষাকৃত উগ্র। উপকূলভাগ পূর্ব্ব উপকূলের ন্যায় অনুকূল নহে। ইহা উচ্চ এবং দুরারোহ পাহাড়ে আবৃত; সমস্ত উপকূলভাগ ভ্রমণ করিলে কদাচ একটি সুন্দর বন্দর পাওয়া যায়।

এক্ষণে গ্রীসের পার্শ্বস্থ দেশসমূহের প্রতি নিরীক্ষণ কর। এই ক্ষুদ্র সমুদ্র অতিক্রম করিলে, একদিকে সুসভ্য ও বিক্রমশালী মিসর, এবং উত্তর আফ্রিকার উপকূলস্থ বলসম্পন্ন কার্থেজ প্রভৃতি অন্যান্য স্থান; অন্য দিকে সমুদ্রপ্রিয় ফিনিসীয় এবং আসিয়াস্থ অন্যান্য ধন, সৌভাগ্য ও বলসম্পন্ন প্রদেশনিচয়। অপর পার্শ্বে নবপরাক্রম-বিস্ফুরিত শিশু ইতালী। গ্রীসের অধিবাসীদিগের পক্ষে যেরূপ সমুদ্র গতায়াতের সুবিধা, এই সকল প্রতিবেশী দেশসমূহেরও তদ্রূপ। এবং গ্রীসে যে যে কারণে মনুষ্যকে মনুষ্যপদবীতে স্থাপন করিতে পারে, এ সকল দেশেও বিষয়-বিশেষের বৈচিত্র-সাধক কারণ-বিশেষের ক্ষীণতা বা পুষ্টতার প্রতি লক্ষ্য না করিলে, সেই সেই কারণের নিতান্ত ন্যূনতা ছিলনা।

জনৈক ফরাসিস বিজ্ঞপ্রবর ব্যক্তি এরূপ কহিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যে কোন দেশের মানচিত্র প্রদান করিলে, এবং তদ্দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যজাত ও পদার্থনিচয় কীর্ত্তন করিলে, তিনি বলিয়া দিতে [illegible] সেই দেশবাসীরা কিরূপ [illegible] হইয়া কিরূপ কার্য্যফল প্রসব করিবে, এবং মানবীয় ইতিহাসের কোন্ পর্য্যায়ে অবস্থান এবং কিরূপ গণনায় আসিবে। একথা যদি সত্য সত্য সম্ভব হয়, পাঠক বলিতে পার যে, গ্রীসের ন্যায় প্রকৃতি বিশিষ্ট দেশের অধিবাসীবর্গ কিরূপ অবস্থা-সম্পন্ন হইবে?

প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে এরূপ স্বভাব বিশিষ্ট দেশের প্রদেশসমূহ, পরস্পর পরস্পর সম্বন্ধে এরূপ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করে যে, যেন কাহারও সঙ্গে কাহারও সংস্রব নাই, সকলেই স্ব স্ব প্রধান এবং স্বতন্ত্র। প্রদেশদ্বয়ের মধ্যে দুর্গম ব্যবধানের অভাবে, উভয় প্রাদেশিক অধিবাসীদিগের মধ্যে গতায়াত সুগম, এবং তাহা হইতে স্বত উৎপন্ন ঘনিষ্ঠতা-সূত্রে, উভয়ে যেমন একসূত্রে বদ্ধ এবং একপ্রকৃতি বিশিষ্ট ও একপ্রকৃতিযুক্ত হইয়া, একজাতিতে পরিগণিত হয়; এখানে প্রদেশপরস্পরের ব্যবধানদুর্গমতা হেতু, এক প্রদেশের অধিবাসীদিগের সঙ্গে অপর প্রদেশের অধিবাসীদিগের তদ্রূপ গতায়াতের সুগমতা এবং তাহা হইতে উৎপন্ন ঘনিষ্ঠতা, এতদুভয়ের অভাব নিবন্ধন, প্রত্যেক প্রদেশ প্রথমকাল হইতেই স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্থাপিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর প্রদেশ সমূহ যেন ভিন্ন সীমা বিশিষ্ট ভিন্ন দেশ রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। প্রাদেশিক এইরূপ স্বাতন্ত্র্য হইতে, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যভাবও পরিবর্দ্ধিত এবং তদুৎপন্ন অহঙ্কার বোধ প্রকৃষ্টরূপে হইয়া থাকে। [illegible] বাহুল্য

...কারণোৎপন্ন অহঙ্কারবোধই ...পার্থিব ...বের ভিত্তিস্বরূপ।

দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, গ্রীসের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট দেশে ... ভূমির উর্ব্বরতা গুণ সর্ব্বত্র সমান ... কোন স্থানে আবশ্যকাধিক জীবনোপায় বস্তু সমূহ উৎপাদিত হইয়া থাকে, ... কোথাও বহুশ্রমেও যৎকিঞ্চিৎ পাওয়া দুষ্কর। অতএব কালে লোকবৃদ্ধিসহ লক্ষিত হইবে যে, কোন কোন প্রদেশ বহুপরিবারবৃদ্ধি সত্বে, আহারপ্রাচুর্য্যে অত্যন্ত সচ্ছলতাযুক্ত। আবার কোন কোন দেশকে হয় ত তদভাবে একেকালে উপবাসে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। এমন অবস্থায় স্ব স্ব দেশজাত যে কোন বস্তু, যাহা অপরের নিকট লোভনীয়, তদ্দ্বারা বিনিময় ও ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তন ব্যতীত, সকলের সমভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এজন্য অন্যান্য দেশের সহ তুলনায়, এখানে প্রত্যেক প্রদেশ অধিনিবেশিত হওয়ার অপেক্ষাকৃত অল্পকাল পরেই, পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। প্রদেশসমূহ পরস্পরের মধ্যে যেরূপ স্বতন্ত্র, তাহাতে এই বাণিজ্যসূত্রে, দূরদর্শীতা, বিজ্ঞতা এবং লোকচরিত্র-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিদেশবাণিজ্যের যে সকল আনুসঙ্গিক ফল, সেই সকল ফললাভ হইয়া থাকে। ক্রমে লোকবাহুল্যতায় যখন বাণিজ্যের আধিক্য হয়, তখন এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাইতে দুর্গম স্থলপথের ক্লেশ বিশেষরূপে অনুভূত হইতে থাকে; এবং সেই অনুভবশক্তি হইতে প্রতিকার স্বরূপ জলপথে গমনাগমন প্রবর্ত্তনা হয়, এবং এই প্রবর্ত্তনের ক্রম-পুষ্টতায় তদ্রূপ গমনাগমনের ক্রমে অথচ ... বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ... ও সম্ভ্রবে পরস্পরের ... হইয়া, সকল ... অন্তরে স্বতন্ত্র ... তাকে ... ভিত্তির আকার ধারণ করে। ... রীতিনীতি পথে পূর্ব্বশিক্ষানুযায়ী প্রাদেশিকদিগের মধ্যে, একের রীতিনীতি ... দ্বারা বিচালিত, একের ধর্ম্ম ... অপরেরদ্বারা গৃহীত, সহজে এবং বিনাযত্নে আপনা হইতে হইয়া থাকে। যাহা হউক, তাহা হইলেও, বহুকাল ধরিয়া অবলম্বিত যে মানবীয় মনের স্বাতন্ত্র্য প্রিয়তা, তাহা তদ্দ্বারা অপলোপ হইতে পায় না; প্রত্যুত উহার স্বাতন্ত্র্য ভাবের মলভাগ পরিত্যক্ত হইবায়, তাহা মার্জ্জিত হইয়া থাকে। এজন্য বাহ্যিকে একজাতিত্বভাব দৃষ্ট হইলেও ভিতরে ভিতরে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয়ভাব বিরাজ করিতে থাকে।

বাণিজ্যদ্বারা এবম্ভূত আহার স্বচ্ছলতা সাধিত হইলে, পরিমাণ অনুসারে ক্রমে লোক বৃদ্ধি হইয়া, দেশের মধ্যে যখন স্থানসঙ্কীর্ণতা উপস্থিত হয়, তখন, দেশত্যাগ পূর্ব্বক দেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। এরূপ উপনিবেশ স্থাপন পক্ষে ঘন-সন্নিকটস্থ ঘন-সন্নিবিষ্ট দ্বীপাবলী এবং অপরাপর, ভূখণ্ড যেরূপ অগ্রে মনোনীত হওয়ার সম্ভব, সেরূপ অন্য স্থান নহে। এজন্য ক্রমে সেই সকল উপনিবেশিত, কালে তদ্রূপ উপনিবেশ সমূহের বিস্তার সাধন, এবং তজ্জন্য নূতন নূতন

[illegible] সকল [illegible]নোনীত করা হইয়া থাকে। এবং ইহা হইতে [illegible] বিস্তার, এবং তজ্জনি[illegible] সাধন হয়। [illegible] এই দেশ শ্রীবৃদ্ধি [illegible] প্রতিবেশিবর্গেরও [illegible] তাহাদেরও [illegible]কই সময়ে [illegible] সঞ্চয় ও [illegible]দ্ধি [illegible]ওয়ার সম্ভব। অথবা যদি [illegible] ন্যূনতা হয় অথচ সে পূর্ণতার [illegible]াছে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অপরের ক্ষতিকরণ ভিন্ন আকাঙ্ক্ষার আশু পূরণের উপায়ান্তর নাই। যেহেতু আপনার হীনতা দর্শনে অপরের অপরিমিত ধন দ্বারা আত্ম পরিপোষণ করার প্রবৃত্তি, পার্থিব-সুখ-বিমোহিত মানবের মনে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু এক পক্ষে হীনতা না থাকিলেও, তদ্রূপ মানবের মনে ঐ প্রবৃত্তির ক্রীড়া লক্ষিত হওয়ার অসম্ভাব নাই; অতএব প্রতিবেশীবর্গের নিকট হইতে সর্ব্বদা আক্রমণের সম্ভাবনা। এমন অবস্থায় প্রত্যেক প্রদেশ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বী হইলেও এবং আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যে কোনসূত্রে বিবাদ বিসম্বাদের সম্ভাবনা থাকিলেও, বাহ্য শত্রুর পক্ষে প্রতিযোগিতায়, এক এক প্রদেশ স্বতন্ত্রভাবে প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হেতু, সকলে সংমিলিত হইয়া একযোগ হওয়া কর্ত্তব্য। এই একতা ক্ষণিক নহে, সর্ব্বদা আবশ্যক, সুতরাং তৎসাধন একমাত্র কথার আড়ম্বরে এ চলচিত্ত-সময়ে সুসম্পন্ন হয় না। অতএব একতা বহুলোপযোগী বস্তুর আবশ্যক, এতন্নিমিত্ত কোনরূপ সর্ব্বোপলক্ষে আ[illegible]তার সুসংমিলন আবশ্যক হয়। তথাপি প্রতিবেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বীগণের বহ্বায়তন হেতু, ইহারা প্রতিযোগিতায় উদ্দেশে একতা স[illegible]ত্বাতে সামান্য গণনায় আইসে। [illegible] প্রতিবেশীরা যেরূপ পার্থিব-সুখ সর্ব্বস্বতা হেতু দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী, ইহারাও [illegible] পার্থিব-সুখসর্ব্বস্বতা হেতু আত্মধন রক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এমন স্থলে সংখ্যায় যেমন সামান্য, তাহার পরিপূরণার্থে একমাত্র বীরকার্য্যে পারদর্শিতা এবং বীরত্বে খ্যাতিলাভ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বাহিরের শৈত্যগুণে অন্তরস্থ তাপ যেমন ঘণিভূত হইয়া থাকে, তেমনি যত বৈদেশিক প্রতিবেশিরা ইহাদের উপর আক্রমাচরণ করিবে; এবং তন্নিমিত্ত ইহারা যত বিদেশীয়দিগের উপর [illegible] হইবে, ততই ইহাদের আত্মস্বত্বের উপর মমতা এবং স্বদেশ রক্ষণে [illegible] প্রতিভাবিত হইতে থাকিবে। মানব চিত্ত অনেক সময়ে বিস্মৃতিযুক্ত হয়, আপন ভাব, স্বভাব ও প্রবৃত্তি, সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জড়বৎ থাকে, কিন্তু বিষয় বিশেষ অনুসারে কবিদ্বারা সেই ভাব, স্বভাব ও প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দিলে সে জড়তা তিরোহিত হইয়া, মানব সতেজ ও উৎসাহিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এবম্ভূত দেশমধ্যে বীরকীর্ত্তি ও স্বদেশ-প্রিয়তা মনোমধ্যে উদ্রেক করার যত আবশ্যক, তত অন্য বিষয়ের নহে। যে দেশের যেরূপ মতি গতি, তাহাদের হইতে প্রকৃতি সেইরূপ বস্তুই উৎপাদন করাইয়া থাকেন; সুতরাং সাহিত্য-কাব্যাদি অভূতপূর্ব্ব ময়ূরমুখ প্রচারিত দেববাক্য হইলেও, এখানে তাহা

শান্তি হয় । কখন বা আবার রাজা-প্রজা-সংমিলনে দেশমধ্যে সুখের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে থাকে । এরূপ স্থানে প্রজামাত্রেই অল্প বিস্তর রাজনীতি-বিশারদ ; তন্মর্ম্মজ্ঞ এবং তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আস্থাযুক্ত হইয়া, আপনাপন কার্য্যকলাপ পরিশোধিত করিয়া থাকে ।

গ্রীকদিগের অবস্থা অবিকল এইরূপ । ইহার প্রত্যেক প্রদেশ এক এক বিভিন্ন দেশ স্বরূপ ; এবং প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসী এক এক বিভিন্ন জাতি স্বরূপ । কেহ কাহার [illegible] সম্বন্ধযুক্ত নহে । ভারতীয়দিগের অবস্থা তদ্রূপ নহে । আর্য্যেরা যে সময়ে সপ্তসিন্ধুতটমাত্র স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন ; এবং যথা হইতেই তাঁহাদের ভাবী অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয় ; সেই স্থান এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ, যথায় কালে বংশবিস্তারে ক্রমোপনিবেশিত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বত্রেই প্রায় একপ্রকৃতি যুক্ত হওয়ায়, গ্রীসের ন্যায় স্বাতন্ত্র্যযুক্ত প্রদেশবিভাগের কল্পনা করিতে পায় নাই । উপনিবেশিত স্থানসমূহ সর্ব্বত্রেই গতায়াত-সুগম, এবং ঘনিষ্ঠতাযুক্ত । এই ঘনিষ্ঠতা আবার দস্যুবর্গের ভয়ে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল । ভারতে যেরূপ আদিম অধিবাসী দৈত্যবর্গদ্বারা উত্যক্ত হইয়াছিলেন, গ্রীসেও তদ্রূপ প্রতিদ্বন্দ্বী দৈত্যবর্গ না [illegible]মন নহে । কিন্তু গ্রীস যেমন সঙ্কীর্ণায়তন, তাহারাও তেমনি সঙ্কীর্ণসংখ্যক, সুতরাং গ্রীকেরা অতি অল্পশ্রমেই তাহাদের সমগ্র বল চূর্ণ করিয়া পদাবনত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । কিন্তু ভারতীয় দৈত্যেরা, সংখ্যায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী বালুকারাশির ন্যায় অপরিমিত এবং অভেদ্যস্থান ব্যাপিয়া বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে । আর্য্যেরা কিয়দংশের বলচূর্ণ করিয়া পদাবনত করিয়াছিলেন বটে, তথাপি অবশিষ্ট এত ছিল যে, তাহাদের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হইত । এই আত্মরক্ষার প্রয়োজন হেতু যিনি যেখানে অবস্থিতি করুন না কেন, সকলকেই অখণ্ডিত একতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে হইত । এই সূত্র আমূলত পরিচালিত বলিয়া, হিন্দুসন্তানমাত্রেই কি ভিতরে কি বাহিরে সর্ব্বত্রই সর্ব্বপ্রকারে প্রথমকালে একজাতি ছিলেন । গ্রীকেরা তদ্বিপরীতে প্রথমকাল হইতেই প্রদেশভেদে সম্পূর্ণই বিভিন্ন [illegible] হইয়াছিল । আবার গ্রীকেরা যখন [illegible] জাতিবর্গের আকার ধারণ করিল, [illegible] চির প্ররূঢ় স্বাতন্ত্র্যভাব অন্তরে অন্তরে বিরাজ করিতে লাগিল । তখন, [illegible]তীয়েরা বংশ-বাহুল্যতায়, [illegible] বিভিন্ন প্রদেশে অধিবেশন ও বিভিন্ন রাজ্যস্থাপন পূর্ব্বক যেন স্বতন্ত্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন, তথাপি চির-প্ররূঢ় একতাজ্ঞান তাঁহাদের হৃদয় হইতে অপলোপ হইল না । এ নিমিত্ত গ্রীকদিগের যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভাবী গৌরবের সোপানস্বরূপ, ভারতীয়েরা সে স্বাতন্ত্র্যভাব প্রাপ্ত হইলেন না ; এবং অহঙ্কার-বোধেও অতি হীনতা প্রাপ্ত হইলেন, —যেহেতু এতদ্যোগের প্রথম বালকতা বাহ্যজগতের নিকট আত্মখর্ব্বতা জ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ নিরন্তর বাহ্যশত্রুভয়ে, স্বতন্ত্রতাবোধ ও তদ্রূপে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের অভাব । একতার আবশ্যক প্রধানতঃ ব[illegible]কে এবং স্বাধীনতা

রক্ষণে ; একতার আবশ্যক-উপযোগীতা সর্ব্বকালে সর্ব্বসময়ে নহে ; সুতরাং একতা অধিক যদি আর সমস্ত কার্য্যকরী গুণের অভাব না থাকে, তবে প্রদেশপরম্পরায় মিত্ররাজ্যরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই একতার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। অতএব হিন্দু ও গ্রীকচরিত্রে একতা এবং স্বাতন্ত্র্যাবিনয়িনী কথিত ভাবদ্বয় সম্বন্ধে ইহাদিগের বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অন্তরস্থ একতার অভাব গ্রীকদিগের মধ্যে তত অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে নাই, যত ভারতীয়দের মধ্যে লৌকিক মহত্বের ভিত্তিস্বরূপ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের অভাব ও অহঙ্কার-বোধের ক্ষীণতা অনিষ্ট উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রত্যুত গ্রীকদিগের পক্ষে এখানে ক্ষতি অপেক্ষা লাভের ভাগই অধিক।

গ্রীসের ভূমি, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উর্ব্বরতা গুণে সর্ব্বত্র সমান নহে। কোন স্থানে আবশ্যকীয় জীবনোপায় বস্তুসমূহ অপরিমিতভাবে উৎপন্ন হয়, কোথাও বা একেবারে নগণ্য। যে সকল ভূমিও উর্ব্বরতা গুণবিশিষ্ট, তাহা যদি ভারতবর্ষীয় ভূখণ্ডের তুলনায় আনা যায়, তাহা হইলে গ্রীসের উর্ব্বরতা গুণকে অনুর্ব্বরতার মধ্যে গণ্য করিতে হয়। এজন্য ভূমির উর্ব্বরতাগুণ উপলব্ধ করিতে, গ্রীকদিগকে বহুবুদ্ধি ও বহুশ্রমব্যয় এবং বহুকাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এই বহুবুদ্ধি ও বহুপরিশ্রমব্যয় হেতু, এতদুভয়ের অভাববিশিষ্ট ভারতীয়দের অপেক্ষা, গ্রীকদিগের উদ্ভাবনীশক্তি ও শ্রমসহিষ্ণুতা, এতদ্গুণদ্বয় দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং বহুকাল তদর্থে অতিবাহিত করিবার ফলে, ভারতীয়দের অপেক্ষা গ্রীকদিগের অবসর, তদুৎপন্ন চিন্তা, তজ্জাত উদ্ভাবনী শক্তি এবং তজ্জনিত সভ্যতা বহুকাল পরে উদিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ভূমির এই নিকৃষ্ট উর্ব্বরতা হইতে ফললাভের উপযুক্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এবং তজ্জনিত যে দর্শন ও দৃঢ়তা, তাহা লাভ হইলেও, দেখা যাইতেছে যে, তথাপি দেশমধ্যে সমস্ত প্রাদেশিকগণকে, যদি কেবল আপনাপন প্রাদেশিক উৎপাদিকা শক্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে অনেককে অনাহারে থাকিতে হইবে। পুনশ্চ শীতপ্রধান দেশের আহারও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ন্যায় সামান্য নহে ; একে ভূমি উৎপাদিকাশক্তিতে এমত হীন, তাহাতে আবার আহারীয় যাহা আবশ্যক তাহা গুরুতর ও শ্রমসাধ্য। এমন অবস্থায় স্ব স্ব দেশজাত লোভনীয় যে কোন বস্তুর সহ বিনিময় ও বাণিজ্য ব্যতীত, একের আহার বিষয়ক অভাব, অপরের তদতিরিক্ত অপরাপর আবশ্যকীয় বস্তুর অভাব, এতদুভয় অভাব নিবারণ না হওয়ায়, সকলের সমভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত মানবীয় স্বভাবে ক্ষুৎপিপাসা, আকাঙ্ক্ষা অনুরূপ নিবারণবাঞ্ছার প্রথম উদ্রেকেই, এবং সভ্যতাসূর্য্যের উদয়কালেই বলিতে হইবে, গ্রীকেরা প্রদেশপরম্পরায় বিনিময় ও বাণিজ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এবং এই সকল প্রদেশ, পরস্পরের মধ্যে আদিমকালে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন থাকায়, এই বাণিজ্য তৎকালে বিদেশবাণিজ্যের আকার

...ধারণ করিয়াছিল। ... হইতে ... বিদেশবাণিজ্য হইতে আনুষাঙ্গিক... ভাবে ফললাভ হইবার কথা, এই সূত্রে গ্রীকেরা সেই ফল কিয়ৎপরিমাণে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এস্থলে যদি ভারতীয়দের সহ তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, একপ একরূপ কারণের অভাবে, প্রথম অবস্থায় তাহাদের কোনরূপ বহির্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই। যখন কালসহকারে বিলাসের বৃদ্ধি হইয়াছিল, তখনই প্রদেশ পরম্পরায় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। এ বাণিজ্য প্রধানতঃ বিলাসবস্তুর খাতিরে, সুতরাং তজ্জন্য আগ্রহ গাঢ়তায় আহার্য্য-বস্ত্র-বাণিজ্য অপেক্ষা ন্যূন। আবার এখানে প্রদেশসমূহ পরস্পরের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠতা-যুক্ত, তাহাতে এবম্ভূত বাণিজ্য কখনই বৈদেশিক বাণিজ্যের আকার ধারণ করিতে পারে নাই। ভারতীয়েরা কখনও স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া বাণিজ্য করিতেন কি না, তাহা এখানে আলোচ্য নহে; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, প্রথমকালে কখনই নহে। পরবর্ত্তী সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদেশের দ্রব্য ভারতে আনীত, এবং ভারতের দ্রব্য বিদেশে নীত হইতেছে। কিন্তু ইহার মূলানুসন্ধান করিলে প্রতীত হইবে যে, এরূপ বিনিময় ভারতীয়েরা স্বয়ং সর্ব্বদা বিদেশে গমনাগমনের দ্বারা সম্পন্ন করিতেন না। বিদেশীয়েরাই তাঁহাদের দেশে আগমন পূর্ব্বক সমাধা করিয়া যাইত।

যে অভাবসূত্রে গ্রীকদিগের প্রথম বাণিজ্যের উদ্ভব, তাহাতে মূল হইতেই সেই বাণিজ্যের বিস্তৃত আকার ধারণ করিবার কথা; এবং লোক বৃদ্ধি সহকারে যে তাহা আরও বিস্তার প্রাপ্ত হইবে, তাহা এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী। এই বাণিজ্য নিত্য ব্যাপার স্বরূপ, সুতরাং গ্রীসের ন্যায় দুর্গম স্থলপথে ইহা সমাধা করা ক্রমে অতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠে; আবার অন্যদিকে ... সমুদ্র সর্ব্বদা প্রলোভিত করিয়া থাকে। একদিকে ক্লেশ, অন্যদিকে সুবিধা যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে মানবচিত্তের উদ্ভাবনীশক্তি সুবিধাকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত উপায় উদ্ভাবনে তেজস্বিনী হইয়া থাকে। কাজেই বাণিজ্য প্রবর্ত্তনার অল্পকাল পরেই গ্রীকদিগের মধ্যে সমুদ্র গমনাগমনের আরম্ভ হয়। এই নিমিত্ত প্রাচীনকালের অতি দূরতর সময়েই আমরা দেখিতে পাই যে গ্রীকেরা সমুদ্র গমনাগমন পক্ষে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। হিন্দুদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থাবলীতে যদিও সমুদ্র যাত্রার দুই একটি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাহা যে গ্রীকদিগের ন্যায় পুষ্টতা-সম্পন্ন তাহা কখনই নহে। গ্রীকেরাই যে অতি প্রাচীন কাল হইতে সমুদ্র যাত্রার পক্ষে অতিশয় দূরদর্শিতা লাভ করিয়াছিল, তাহা নহে। হোমারের সময়ে দেখা যায় যে, জাহাজের আকৃতি সামান্য ছিল; এবং সন্নিকটস্থ দ্বীপ ও উপকূলভাগে যাতায়াত ছিল মাত্র, কৃষ্ণসাগরের পার্শ্বস্থ স্থানসমূহ পরিজ্ঞাত ছিলনা, এবং মিসর কেবল জনশ্রুতিতে পরিজ্ঞাত ছিল মাত্র। কিন্তু যে-কোন বিষয়েরই নিয়ত ব্যবহারে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয়, গ্রীসে তন্নিমিত্ত অচিরকাল মধ্যেই সমুদ্র যাত্রার

উৎকর্ষ [illegible] হইয়াছিল, [illegible] [illegible] [illegible] যে কিছু [illegible] প্রচলিত ছিল, তা[illegible]তি হী[illegible]বেই বর্ত্তমান ছিল, এ[illegible] অতি, অমই উৎকর্ষ সাধিত হয়। [illegible] লক্ষিত হইবে যে সামুদ্রিক বাণিজ্যে কেবল গ্রী[illegible] যে [illegible]দেশ মধ্যে আপনাপনি লিপ্ত থাকিত [illegible] নহে, ইহাদের প্রতিবেশী ফিনিসীয় প্রভৃতি জাতিরাও অতি প্রাচীন কাল হইতে সমুদ্র যাত্রায় প্রবৃত্ত হওয়ায়, গ্রীসে আসিয়া সর্ব্বদা বাণিজ্যাদি করিত। ইহাদের সহিত গ্রীকেরা পোত-চালনের কৌশল ও বাণিজ্যের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ে, তৎ তৎ পক্ষে উৎকৃষ্ট কৌশল সকল অধিক প্রকারে শিক্ষা করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অস্ত্রচালন ও পার্থিব চতুরতার শিক্ষাও এ সূত্রে নিতান্ত অল্প হয় নাই। কারণ [illegible]ইয়ো, মিডিয়া প্রভৃতি গ্রীহর্ষপবৃত্তান্ত ও তদানুসঙ্গিক ঘটনাবলী তৎপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভারতের আদিমকালে দেশমধ্যে এরূপ বৈদেশিক গমনাগমন একেবারে ছিল না বলিতে হইবে।

ক্রমে লোকবৃদ্ধিসহকারে দেশমধ্যে স্থান সঙ্কীর্ণ হইলে, ভারতীয়েরা যেমন ব্রহ্মর্ষি হইতে ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে মধ্যদেশ, ক্রমে সমগ্র উত্তরদেশ, পরে দক্ষিণাবর্ত্তেও জনস্থান স্থাপন পূর্ব্বক উপনিবেশিত করিয়াছিলেন; গ্রীকেরাও তদ্রূপ দেশমধ্যে স্থান-সঙ্কীর্ণ হইলে, ক্রমে ক্রমে সন্নিকটস্থ দ্বীপাবলী, তাহাতেও সঙ্কুলান না হইলে, আসিয়া মাইনর প্রভৃতি দূরতর স্থানে উপনিবেশ স্থাপনে বাধ্য হয়েন। গ্রীকেরা যখন এইরূপ ছড়া[illegible] [illegible] হইলেন, এবং এ[illegible] বেশি[illegible] [illegible] [illegible]স্রোতে আত্মোন্নতি করিবার অভিপ্রায়ে ইহাদের উপর শত্রুতাসাধন করিতে লাগিল, তখন সাধারণ শত্রুর প্রতিযোগিতায় ই[illegible]দিগকে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইল। এইরূপ একতাবন্ধনের নিমিত্তই অলিম্পিক, ইস্থমি[illegible] [illegible]র সৃষ্টি। এবং শত্রুর অপেক্ষা অল্পসংখ্যক হওয়ায়, সামর্থ্যে তাহাদের প্রতি উপযুক্ত প্রতিযোগিতার নিমিত্ত, ঐ ঐ পর্ব্বসময়ে শরীর-পরিচালক ও বলবিধায়ক ক্রীড়া কৌতুকের অভিনয় হইল। এই নিমিত্তই সর্ব্বত্র বলের অর্চ্চনা, সর্ব্বত্রই সামাজিক নিয়মাবলীর মধ্যে বল প্রতিপোষক নিয়মাবলীর প্রাধান্য। এই নিমিত্তই স্পার্টানগরে লাইকার্গসের অদ্ভুত নিয়মাবলীর উদ্ভাবন হয়; উহা দৈহিক বলবাহুল্য উৎপাদনের অনুরোধে, প্রাকৃতিক বৃত্তিনিচয়কেও ধ্বংশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই; —উহার প্রভাবে জননী সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়াছে, পুরুষ আপন স্ত্রীকে আত্ম-অপেক্ষা বলিষ্ঠ পুরুষের সহবাস করিতে অকুণ্ঠমনে উপদেশ দিয়াছে। এই বলের উত্তেজনা সাধন হেতু, হোমারের চিরনূতনত্ব মহাকাব্য; —এবং ইহারই পরিপোষকরূপে [illegible] প্রভৃতি কবিগণের গীতি কাব্যের উ[illegible]। ইহার তুলনায় ভারতীয় কাব্য পর্য্যালোচনা কর, যদিও কোনস্থানে বীররস ক্ষণিক উত্তেজিত হয়, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা করুণরসের ও বৈরাগ্যভাবের অসীমস্রোতে কোথায় যে ভাসিয়া যায়, তাহার আর ঠিকানা পাওয়া যায় না। আবার দৈশ

... সিংহাসনে আরোহণ ... নামে একটি রাজধানী ... ষষ্ঠশতাব্দীতে তথাকার সূর্য্য-বংশীয় রাজা শিলাদিত্য সপরিবারে যবনগণ-কর্ত্তৃক রাজ্যবহিষ্কৃত হন। শিলাদিত্যের মৃত্যু সময়ে তদীয় মহিষী গর্ভবতী ছিলেন। সেই গর্ভে গ্রহাদিত্যের জন্ম হয়। এই পুত্র ইদরনামক একটি ক্ষুদ্রতম রাজ্যের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় নামানুসারে আপনার বংশের গ্রাহিলোট নাম প্রদান করেন। ক্রমে এই বংশ অহর * নগরে আপনাদি-... সিংহাসন স্থাপন করেন, সেই সময় হইতেই ইহাদিগের নাম অহর্য্য হয়। চিতোর নগর এই সময়েই ইহাদিগের অধিকারভুক্ত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই বংশীয় রাহপ ও মাহপ দুই সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাহপ চিতোরসিংহাসনের সত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রমরবংশীয় নরপতি বিশেষের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার রাজধানী ঙ্গর-পুর অধিকার করেন। কনিষ্ঠ মাহপ শিশোদা নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া অহর্য্য ও গুহলোট † নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিশোদী নাম গ্রহণ করেন। এক্ষণে শিশোদী বলিলে গ্রাহিলোটকুল বুঝায় বটে, কিন্তু সমগ্র গ্রাহিলোটের অংশবিশেষ বলিয়া ইতিহাসে ... পাওয়া যায়। গ্রাহিলোট ... বিভক্ত ... যথা—

১ ... ২ মাঙ্গুলি, ৩ শিশোদী, ৪ পিপর, ... ৬ গোহর, ৭ ..., ৮ গোদা, ৯ মুগরাজা, ১০ ভিমলা, ১১ কামকোটক, ১২ কোটিচা, ১৩ সোরা, ১৪ উহর, ১৫ উজির, ১৬ নিরূপ, ১৭ নাদোরী, ১৮ নাধোত, ১৯ উ..., ২০ কুচ্‌রা, ২১ দোসদ, ২২ বাটেবার, ২৩ পহা, ২৪ পুরোত। ইহার মধ্যে ... অহর্য্য, আরণ্য প্রদেশে মাঙ্গুলি, মিবারে শিশোদী এবং মাড়োয়ারে পিপরগণের অবস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায়। কালুম হইতে নিরূপ পর্য্যন্ত দ্বাদশশাখা স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে অতি অল্প পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সপ্তদশ হইতে চতুর্বিংশ শাখা লুপ্তপ্রায়।

৪ যদু।—চন্দ্রবংশ হইতে যত শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোনটিই যদুকুলের ন্যায় প্রতিভাশালী নহে। শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রস্থানের পর বলদেব ও যুধিষ্ঠির দ্বারকা ও ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে সিন্ধুনদের অপর তীরে গমন করেন। তাঁহারা কলেবর পরিত্যাগ করিলে কৃষ্ণসন্তানেরা কিছুদিন পঞ্চনদের নিকটবর্ত্তী স্থানে * থাকিয়া শেষে জাবুলিস্থান পর্য্যন্ত গমন করেন। তত্রত্য অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পুনর্ব্বার সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিয়া তথায় শালবাহনপুর নামে এক নগর সংস্থাপন করেন। আবার তথা হইতে বিদূরিত হইয়া শতদ্রু ও গারা নদী পারে বিখ্যাত ভারতীয় মরুস্থলে উপনীত হইয়া তত্রত্য লঙ্গা, জোহিয়া, মো-

* ... নামান্তর ... অহর। রাণাদিগের মুক্তি ... রাজধানী উদয়পুর অহরের ... নি-... স্থাপিত।

† মিবার-বিবরণে বিশদরূপে বিবৃত হইবে।

* এখানে চারিদিকে গিরিসংকট ... অদ্যাপি ... যদুকা ডাঙ্গা ...

হিলা প্রভৃতি ...জাতিদিগকে দূরীকর... র্বক ১১৫৭ ...ব্দে ক্রমান্বয়ে তারোট... রবল ও জসলমের নগর * সংস্থাপিত করিলেন। এই শেষোক্ত নগর যদুভট্টীদিগের বর্ত্তমান রাজধানী। ভট্টীরা ...নদীর দক্ষিণ পারস্থিত বহুবিস্তীর্ণ জনপদ ...অধিকার করিয়া প্রবলপরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিল। রাঠোরদিগের অভ্যুদয়ে ভট্টীগণ হতবীর্য্য হইয়া পড়ে। ভট্টীরাই যদুকুলের অষ্টশাখার মধ্যে প্রধান। ইহাদিগের পরই জারিজগণ সমধিক গণনীয়। ইহারাও সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। কৃষ্ণের একটি নাম শ্যাম, সেই জন্য ইহারা আপনাদিগকে শ্যামপুত্রও বলিয়া থাকে। সিন্ধুদেশে কতকগুলি শ্যামপুত্র আছে, তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিলে তাহাদিগকে মুসলমান ভিন্ন আর কিছু বোধ হয় না। ইহারা আদি পুরুষের নাম ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা আপনাদিগের বংশ পরিচয়ে কহে যে পারসীক জাম হইতে তাহাদের বংশ আবির্ভূত হইয়াছে। ইহাদিগের এক ক্ষুদ্র রাজার উপাধি এখন পর্য্যন্ত জামরাজ বলিয়া পরিচিত আছে। কিরোলীর রাজগণ যদুবংশীয় বলিয়া পরিচিত। ইহারা আপনাদিগের পৈত্রিক নিবাস সৌরসেনীর সীমা অতিক্রম করিয়া যায় নাই। সুপ্রসিদ্ধ বিয়ানা দুর্গ ইহাদিগেরই অধিকারভুক্ত ছিল; ক্রমে তথা হইতে বিদূরিত হইয়া ইহারা চর্ম্মেণ্বতী (চম্বল) নদীর পশ্চিম পা... রোলী ও পূর্ব্বপারে সুবলগড় সং... ...সুবলগড়ের অধিকারভুক্ত প্রদে... ...নাম যদুবাটী ছিল। পরে উহা সিন্ধিয়া ...কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। কিরোলীর অধিকারস্থ গ্রামশূন্য অতিদেব অতি ক্ষুদ্র স্বাধীন ভূমিখণ্ড যদুবংশীয়দিগের হস্তগত আছে। যদুকুল অষ্টশাখায় বিভক্ত। যথা;—১, যদু (কিরোলীর রাজা), ২ ভট্টী (জসলমেরের রাজা), ৩ জারিজ (কচ্ছ ও ভুজের রাজা...) ৪ সুমরচা (সিন্ধুদেশীয় মুসলমা... ...রচা, ৬ বিদমন, ৭ বুদ্দা, ৮ ... শোক্ত শাখা চতুষ্টয়ের কোন ... যায় না।

৫। তুয়র।— চন্দ্রবংশের শাখাবিশেষ হইতে তুয়ার কুল সমুদ্ভূত হইয়াছে। রাজপুত কুলজ্ঞেরা কহেন পাণ্ডবদিগের শাখাবিশেষ হইতে এই কুল সমুৎপন্ন। রাজকীয় ষটত্রিংশৎ কুলের মধ্যে ইহা যে একটি গণনীয় শাখা তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বিক্রমাদিত্য এই কুলেরই প্রদীপ ছিলেন।* এতদ্ভিন্ন তুয়ারদিগের আরও অনেক পরিচয়ের স্থল আছে। যুধিষ্ঠিরাদির পর ৮... বৎসর পর্য্যন্ত ইন্দ্রপ্রস্থ জনশূন্য ও ধ্বংসপ্রায় ছিল; ৭৯২ খৃঃ অব্দে অনঙ্গপাল তুয়ার এ নগর পুনঃ নির্ম্মাণ করিয়া প্রজা সংস্থাপন করেন। তাঁহার পর ক্রমান্বয়ে ত্রিংশতিজন তুয়রবংশীয় রাজা রা... ...তে, ১১৯৩

* এই নগর ভট্টীদিগের রাজ... ...যার পূর্ব্বে লোদরওয়া প... রাজধানী...

* ভারতের ইতিহাস... ...অনেকে ...বিক্রমাদিত্য পাইয়া থাকেন... ...ইহাদিগের, অদ্যাপি বিক্রমা... ...ত পারেন নাই। সৌভাগ্যে... ...বিক্রমাদিত্য গুলিই তো... ...প্রতিষ্ঠ।

পুনঃ অম্বে তুয়ার-বংশীয় দ্বিতীয় অনঙ্গপাল সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহার পুত্র সন্তান ছিল না. চোহান বংশীয় জগদ্বিখ্যাত পৃথ্বীরাজ ইহাঁরই দৌহিত্র। এই পৃথ্বীরাজ মাতামহের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তুয়ারদিগের এসকল গৌরব আর কিছুমাত্র নাই, অধিকন্তু কোন বীর্যবান তুয়ারকেও আর এখন দেখিতে পাওয়া যায় না *। চর্ম্মোণ্বতী নদীর দক্ষিণপারে তুয়ারগড় এবং ভর্ত্তপুরের অন্তঃপাতী তুয়ারবতী পত্তন ভিন্ন আর কোন অধিকারই এখন তাহাদের হস্তে নাই।" এ দুটিও অন্যান্য রাজপুত রাজ্যের ন্যায় স্বাধীন ভাবাপন্ন নহে।

৬। রাঠোর।—রাঠোরের আদিপুরুষ লইয়া অনেক বিবাদ বিসম্বাদ আছে। তাহাদিগের বংশাবলী পত্রে রামের দ্বিতীয় পুত্র কুশ হইতে রাঠোর বংশ সমুৎপন্ন বলিয়া লিখিত আছে। তাহা হইলেই তাহারা যে সূর্য্য বংশীয় বলিয়া যে পরিচয় দেয় তাহা অসঙ্গত নহে। রাজপুত কবিগণ কহেন রাঠোরেরা কশ্যপ বংশীয়। কশ্যপের ঔরসে অসুর জননী দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যের জন্ম হয়; রাঠোরগণ সেই বংশ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। আমরা এই উভয় মতের কোনটিরই পোষকতা করিতে পারি না। ইতিবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যাইতেছে, কান্যকুব্জ বা গাধীপুরে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে তাহারা সিংহাসনাধিষ্ঠিত ও অষ্টাদশ নরপতি [illegible] চন্দ্রবংশীয় জয়চাঁদের পঞ্চম নি[illegible] কুশিক, তাঁহার পুত্র গাধী, এবং তৎপুত্র বিশ্বামিত্র। গাধীপুর ইহাদিগের রাজধানী। কুশিক হইতে তদ্বংশীয়েরা কৌশিক নাম ধারণ করিয়াছে। রাঠোরেরা এই কৌশিক বংশ বলিয়াই অনেক বিজ্ঞ স্থির-নিশ্চয় করিয়াছেন। পরে কোশল রাজ্যস্থিত সূর্য্যবংশীয়দিগের সহিত ইহাদিগের বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপিত হইয়াছিল। মুসলমানদিগের ভারতবর্ষ আক্রমণের কিছু কাল পূর্ব্বে ভারতের একচ্ছত্রিত্ব লইয়া তুয়ার, রাঠোর, ও চোহান বীরগণ পরস্পরে যে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই সকলের সর্ব্বনাশ হয়। বলিতে কি সেই আত্মকলহে ভারতবর্ষ মুসলমানদিগের কর-কবলিত হয়। প্রসিদ্ধ রাঠোর বীর জয়চন্দ্রের পতনে কান্যকুব্জের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইলে তদীয় পুত্র মাড়োয়ার প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই পুত্রের নাম শিবজী; এই শিবজী হইতে রাঠোরদিগের পূর্ব্ব প্রতিপত্তি পুনঃস্থাপিত হয়। মন্দোরের অগ্নিকুল-সম্ভূত পরিহারদিগের পতনে মাড়োয়ারের সিংহাসন রাঠোরদিগের করতল-গত হয়। মোগল সম্রাটেরা যত যুদ্ধে জয় লাভ করেন, তাহার অর্দ্ধেক গুলি রাঠোর বীরবর্গের সহায়তাবলে সম্পাদিত হইয়াছিল। "লাখ তলবার রাঠোরাণ" বাক্যে অনুমিত হয় যে, সম্রাট সৈন্য মধ্যে লক্ষ রাঠোর সেনা সন্নিবেশিত [illegible]। [illegible]ন্দুল, জাবাইল, চাম্পাবৎ, গোকরা, [illegible]দেব, কত্রি, মাণ্ডলা, মনবৎ, [illegible], যোগাদেব, জয়সিংহ, জোধা [illegible]সিংহোত্তি শাখায় রাঠোর কুল

* অনেক মহারাষ্ট্রীয় বীরের [illegible] ক্ষত্রিয় জাতীয়।

বিভক্ত। মাড়োয়ার বিবরণে রাঠোরদিগের বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত হইবে।

৭। কচ্‌বহ।—ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কচ্‌বহেরা রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কুশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই বংশীয়দিগের দ্বারাই নরবররাজ্য সংস্থাপিত হইয়া মুসলমানাধিকার সময় পর্য্যন্ত হস্তগত ছিল, এক্ষণে উহা সিন্ধিয়া রাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ইহাঁরা দশম শতাব্দীতে মিনা প্রভৃতি অসভ্য লোকদিগকে পরাজয় করিয়া অম্বর রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন। তৎপরে বৃগুজরদিগের নিকট বারজার প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া আপনাদিগের রাজ্য বিস্তার করেন। দিল্লির চোহান রাজ সভায় কচ্‌বহেরা বহুকাল সম্মানের সহিত প্রভুত্ব করিয়াছেন। মোগল সম্রাটদিগের সময়েও অম্বরেশ্বরগণ সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কচ্‌বহ কুলে পৃথ্বীরাজ নামে এক অমিত পরাক্রম নরপতি ছিলেন, পৃথ্বীর সপ্তদশ পুত্র, তন্মধ্যে ৫ জন শৈশবাবস্থায় কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়। অপর দ্বাদশ পুত্রকে তিনি অম্বরের অন্তর্গত দ্বাদশটি প্রদেশ প্রদান করেন; দ্বাদশ কোটরী বলিয়া তাহারা বিখ্যাত *। পৃথ্বীরাজের পূর্ব্বে ঐ বংশীয় [illegible] পুত্র পিতৃ আলয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমৃতশীর নামক স্থানের অধিকার গ্রহণ করিয়া রাজত্ব করেন। উদয়কর্ণের পৌত্র শেখজী * হইতে যে বংশ প্রাদুর্ভূত হয়, তাহার নাম শেখাবৎ। ইহাদের সংস্থাপিত রাজ্যের নাম শেখাবতী †।

৮। প্রমর।—প্রমরবিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে পুরাণপ্রথিত সুবিখ্যাত অগ্নিকুলের সংক্ষেপ ইতিবৃত্তের প্রয়োজন। যখন আমাদিগের দেশে বৈদিক ধর্ম্মের দিন দিন ক্ষীণ অবস্থা হইতে লাগিল, তখন বিপ্রশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মের উদ্ধার জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সেই যজ্ঞে আর্য্যধর্ম্মদ্বেষী দৈত্যদিগের বিনাশ সাধনের জন্য যে সকল বীর সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশ পরম্পরা ভারতে অগ্নিকুল বলিয়া প্রথিত। রাজপুতানার মধ্যবর্ত্তী পবিত্র আবু পর্ব্বতের উপরি এই যজ্ঞ ও রাক্ষস বৌদ্ধাদিগের যুদ্ধ হয় ‡। অদ্যাপি সে অগ্নিকুণ্ড বর্ত্তমান আছে। অগ্নিকুল চারিভাগে বিভক্ত, প্রমর, চোহান, শোলাঙ্কি ও পরিহার। প্রমর সমধিক খ্যাতিপ্রতিপত্তিসম্পন্ন। ইহা যে

* বারো কোটরী বলিয়া খ্যাত; পৃথ্বীর দ্বাদশ পুত্র হইতে এই দ্বাদশ শাখা সমুৎপন্ন হয়। ইহারা অম্বরের অধীন এক একটি প্রদেশের অধ্যক্ষতা করেন, এবং প্রয়োজন হইলে বিপক্ষগণকে যুদ্ধযাত্রা করেন।

* একজন মুসলমান ফকিরের স্মরণার্থ এই নাম হয়।

† আমরা জয়পুরবিবরণে শিখাবতী লিখিয়াছি, কিন্তু তাহা শেখাবতী হইবে।

‡ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলন হওয়ায় বৈদিকধর্ম্মের লোপ হয়। বৌদ্ধেরা নাগ বা তক্ষকবংশ বলিয়া প্রথিত আছে। বৌদ্ধ তীর্থঙ্কর পরেশনাথের পতাকায় সর্প অঙ্কিত থাকে। বৌদ্ধদিগকে বিনাশের জন্য অগ্নিকুলের সৃষ্টি; কিন্তু অগ্নিকুলসম্ভূত অনেক লোক যে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মাবলম্বী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ বুঝা যায় না।

ষট্‌ত্রিংশৎ শাখা বিস্তার করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকেই স্থানে স্থানে রাজত্বলাভ করিয়াছিল। তাহাদিগের এই রাজ্য-বিস্তৃতি বিষয়ে "পৃথিবী ই প্রমরের" এইরূপ একটি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত ছিল। "নকোট মরুস্থলী" নামে তাহাদের অধিকার প্রথিত হইত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সিন্ধু হইতে যমুনা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ নবভাগে বিভক্ত হইয়া প্রমরদিগের অধিকারস্থ থাকে। প্রমরেরা যে সকল নগর সংস্থাপন বা অধিকার করে, তন্মধ্যে মাহিষ্মতী, ধার, মাণ্ডু, উজ্জয়িনী, চন্দ্রভাগা, চিতোর, আবু, চন্দ্রাবতী, মৌ, মইদানা, পরমাবতী, অমরকোট, বেখর, লদর্ভ এবং পত্তন এই কয়টি সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রমরগণ অনহলবারার শোলাঙ্কিদিগের ন্যায় ধনসম্পন্ন অথবা চোহানদিগের ন্যায় বীর্য্যবান্ ছিলনা বটে, কিন্তু তাহাদিগের অপেক্ষা সুবিস্তৃত রাজ্যভোগ করিত। তাহাদিগের জ্ঞাতি পরিবারেরাও প্রমরদিগের নিকট করদরূপে আপনাদিগের অধিকার রক্ষা করিত। হৈহয়বংশীয় রাজাদিগের আদিম নগরী মাহিষ্মতী প্রমরদিগের প্রথম রাজধানী হয়, তাহার পর বিন্ধ্যপর্ব্বতক্রোড়ে ধারানগর ও মাণ্ডু সংস্থাপিত হয়। উজ্জয়িনীও তাহাদিগের দ্বারা সংস্থাপিত। গ্রাহিলোটদিগের অধিকারের পূর্ব্বে চিতোর নগর প্রমরদিগেরই হস্তগত ছিল। রামপ্রমর যখন তিলঙ্গনার্থে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, সুপ্রসিদ্ধ কবি চাঁদ সে সময়ের অত্যন্ত শ্লাঘনীয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি কহেন, "রামপ্রমর ভারতবর্ষে একছত্রী ছিলেন, ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুলকে তিনি ভূমি দান করিয়াছিলেন; কেহরকে কটাইর, রায়পাহাড়কে সিন্ধু উপকূল, তুয়ারকে দিল্লী, চাটরাকে পত্তন, চোহানকে সম্বর, কামধ্বজকে কানাকুব্জ, পরিহারকে মরুদেশ, চারণকে কচ্ছদেশ ইত্যাদি প্রকার দানের দ্বারা রামপ্রমর বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন।" যত দিন পর্য্যন্ত জগতে হিন্দুসাহিত্যের নাম জাগ্রত থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত ভোজপ্রমর* ও তাঁহার নবরত্নময়ী সভার নাম কেহই বিস্মৃত হইবে না। মোরিরাজ চন্দ্রগুপ্ত এবং বিক্রমবিজয়ী শালিবাহন প্রমরবংশীয়†। সেরসাহের নিকট পরাজিত হইয়া মোগলসম্রাট হুমায়ুন প্রাণভয়ে পলায়ন করত যাহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং যাঁহার গৃহে গুণিগণাগ্রগণ্য আকবর জন্মগ্রহণ করেন, সেই অমরকোটেশ্বর প্রমরবংশীয়। প্রমরবংশীয় বিজোলি রাও মহারাণা সভাধিষ্ঠিত ষোড়শ সম্মানার্হ অধ্যক্ষের মধ্যে এক জন ছিলেন। পঞ্চত্রিংশতি প্রমরশাখার মধ্যে প্রধান গুলির বিষয় বিবৃত হইতেছে। ১ মোরি—চন্দ্রগুপ্ত এবং চিতোরের পূর্ব্ব রাজগণ এই শাখা সমুৎপন্ন। ২ সোডা—গ্রীক ইতিহাসবেত্তাদের মতে সগদি; ধাত নগরীয় রাজগণ এই কুলসম্ভূত। ৩ সঙ্কলা—পুগলরাজগণ এবং মাড়োয়ার নিবাসীদিগের মধ্যে এই শাখা দৃষ্ট হয়। ৪ খীর—ইহাদিগের রাজধানী খীরালু। ৫ উমরা—৬ সুমরা—পূর্ব্বে আরণ্যপ্রদেশে বাস ছিল, একণে ইহারা মুসলমান হইয়া গিয়াছে। ৭ বিহিল—চন্দ্রাবতীর রাজগণ। ৮ মৈপাবৎ

* ইনিও এক বিক্রমাদিত্য।

† ইনি বিক্রমাদিত্য নামে প্রথিত।

—মিবারের অন্তর্গত [illegible]রাজ। ৯ বলহার—উত্তর মরুস্থলীতে দৃষ্ট হয়। ১০ অমৃত—মালবের অন্তর্গত অমৃতবর প্রদেশের রাজগণ। ১১ কাবা—পূর্ব্বে সৌরাষ্ট্রে ছিল এখন সিরোহী প্রদেশে দৃষ্ট হয়। ১২ রেহার, ১৩ ধুন্দা, ১৪ মোকভী, ১৫ হরেয়ার—ইহারা মালব প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে আধিপত্য করে। নিকুম্ভ, দেব, ধুন্দ, কাহোরী, পুনী, কোহিলা, খেজুর, চাওড়া প্রভৃতি অবশিষ্ট গুলির মধ্যে কোন কোনটি একবারে বিলুপ্তপ্রায়, আর কোন কোনটি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া গিয়াছে।

৮। চোহান—ব্রাহ্মণেরা বৈদিকধর্ম্মবিলোপকারী ভ্রষ্টাচারদিগকে বিনাশ করিবার জন্য দেবদেব মহাদেবের প্রীত্যর্থে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্ঞাগ্নি হইতে প্রথমে যিনি আবির্ভূত হইলেন, তাঁহাকে যোদ্ধার লক্ষণশূন্য বোধ হওয়ায় ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাগারের দ্বাররক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই প্রতিহারী হইতে প্রতিহার বা পারিহার বংশের উৎপত্তি। ব্রাহ্মণেরা দ্বিতীয়বার আহুতি প্রদান করিলে তাঁহাদিগের চলু অর্থাৎ গণ্ডূষে এক বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন। চালুক বলিয়া তাঁহার নামকরণ হইল। অগ্নিকুণ্ডসম্ভূত তৃতীয় জনের নাম প্রমর। কিন্তু কেহই ধর্ম্মদ্বেষী দৈত্যদিগের বিনাশ সাধনে কৃতকার্য্য না হওয়ায়, মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ পুনর্ব্বার দেবারাধনায় নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। এবার তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ হইল। যজ্ঞাগ্নি হইতে দীর্ঘ কলেবর, উন্নত-ললাট, কৃষ্ণকেশ, ঘূর্ণিত নয়ন, প্রশস্তবক্ষ, বীভৎসদর্শন, অসিচর্ম্ম-শর-শরাসনসমন্বিত চতুরঙ্গ বিশিষ্ট অনল (অনল) নামা চৌহান বীর সমুদ্ভূত হইলেন। সিংহবাহিনী শক্তিদেবী আবির্ভূতা হইয়া চোহান বীরকে "রণজয়ী হও" বাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন; "আশাপূর্ণা"* দেবী "তোমার সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হউক" বলিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। দৈত্যপতি নিধন প্রাপ্ত হইল, অসুরবর্গ পাতাল তলে পলায়ন করিল, ব্রাহ্মণেরা নিষ্কণ্টক হইলেন। কুলপত্রিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আদিপুরুষ অনল চোহান হইতে দিল্লীর রাজাধিরাজ পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত উনচত্বারিংশ পুরুষ। অজমীরে চোহানবংশীয়দের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। উক্তবংশীয় অজয়পালনামা জনৈক বিখ্যাত বীরপুরুষ কর্ত্তৃক অজমীরদুর্গ সংস্থাপিত হয়। সম্বর হ্রদের তীরবর্ত্তী সম্বর নগরে চোহান বংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন। ইঁহারা সম্বরী রাও নামে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। পৃথ্বিরাজ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে চোহানেরা ক্রমে ক্রমে সেই প্রদেশেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পুরাবৃত্তপাঠে চোহানদিগের রণকীর্ত্তির ভূয়োভূয়ঃ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মাণিক রায়ের রণদক্ষতায় ওয়ালিদ সেনাপতি কাসিমকে রণসজ্জা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। গজনীপতি মামুদ যখন আজমীরের মধ্য দিয়া সৌরাষ্ট্র প্রদেশ জয় করিতে যাইতেছিলেন, তখন আজমীরের অধীশ্বর ধর্ম্মধীরাজ তাঁহাকে এরূপ প্রবল পরা-

* চোহানদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম আশাপূর্ণা। ইনিও ভগবতীর মূর্ত্তি বিশেষ মাত্র।

ক্রমে আক্রমণ করিয়াছিলেন যে, ভারতের চিরশত্রু মামুদকে পরাজিত হইয়া লজ্জায় পলায়ন করিতে হইয়াছিল। ধর্ম্মধীরাজের পুত্র বিশালদেবও একবার ধর্ম্মদ্বেষী যবনদিগকে আপনার বলবীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজের কথা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র. ইতিহাসপাঠকের হৃদয়ে তাহা স্তরে স্তরে অঙ্কিত রহিয়াছে। চোহানদিগের মধ্যে অনেকেই স্বীয় ভূমি সম্পত্তি রক্ষার জন্য ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছে। পৃথ্বীরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বর দাসই প্রথমে পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। চোহানেরা চতুর্ব্বিংশতি শাখায় বিভক্ত। যথা ;— চোহান, হর, খিচি, সনিগরুরা, দেওরা, পাবিয়া, সাঙ্কোরা, গোয়েলোয়াল, ভাত্তরিয়া, নর্ভান, মলানী, পূর্ব্বিয়া, সুরা, মদরেচা, সংক্রেচা, ভুরেচা, বালেচা, তসেরা, চাচেরা, রোসিয়া, চুণ্ড, নাকুম্প, ভাওয়ার, বাংকট। ইহার মধ্যে কোটা, বুঁদী ও সাম্ভোরের চোহান, গাগ্রোণ ও রঘুগড়ের খিচি, সিরোহির দেওরা, ঝালোরের সনিগরুরা, ইহারাই সমধিক প্রসিদ্ধ, অদ্যাপি ইহাদিগের শিরায় চোহানশোণিত প্রবাহিত বলিয়া বোধ হয়।

১০। চালুক বা সোলাঙ্কি—প্রমর ও চোহানদিগের যতদূর পর্যন্ত প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়, চালুকদিগের ততদূর পাওয়া যায় না। ইহারা যে সে সময়ে খ্যাতিপ্রতিপত্তিসম্পন্ন ছিল না এমন নহে, কেবল নিদর্শনপত্রের অভাবেই ইহাদের প্রাচীন কীর্ত্তি সকল সাধারণের অগোচর রহিয়াছে। রাজপুতগণের কবিরা কো অবগতি হইতেছে যে, রাঠোরদিগের কান্যকুব্জাধিকারের পূর্ব্বে চালুকেরা খ্যাতিলাভ করিয়াছে। কুলপত্রিকা পাঠে অবগতি হয়, লকোট (লাহোর) নগরে চালুকদিগের বাস ছিল। ভট্টীরা যখন পঞ্চনদ সমীপবর্ত্তী প্রদেশে উপনিবেশ সংস্থাপনোদ্দেশে উপনীত হয়, তখন মুলতান ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিখণ্ডে লাঙ্গা * ও তোগ্রা জাতি বাস করিত, তাহারা ভট্টীদিগের প্রতি যার পর নাই শত্রুতা করিয়াছিল। ইহারা মলবর উপকূলস্থিত কল্যাণ প্রদেশের রাজবংশসম্ভূত। অদ্যাপি তথায় ইহাদের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা সোলাঙ্কিবংশসম্ভূত। অহুলবর পত্তনের চাওরাবংশে সোলাঙ্কিবীজ পতিত হইয়া তথায় তাহাদিগের বংশবিস্তার হয়। জয়সিংহপুত্র সৌলাঙ্কি যুবক মূলরাজ কল্যাণ হইতে অহুলপত্তনের অধীশ্বর ভোজরাজের নিকট আগমন পূর্ব্বক আশ্রয় গ্রহণ করেন। কালে ভোজ-দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অপুত্রক ভোজরাজের মৃত্যু হইলে ৯৩১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জামাতা মূলরাজ সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক অষ্টপঞ্চাশৎ বর্ষ রাজ্য পালন করেন। এই ভোজরাজ ছত্রিশ রাজকুলের মধ্যে চাওরা বংশীয় ছিলেন। মূলরাজের পুত্র চামুণ্ডের রাজত্ব সময়ে চিরশত্রু গজনীপতি মামুদ অহুলবর পত্তনের যাবতীয় ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করে। ইহার ন্যায় ধনসম্পত্তিশালী নগর ভারতে আর দ্বিতীয় ছিল না। ইহার বাণিজ্য অতি বি-

* লাঙ্গাদিগকে মালখানী কহিত। ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ কেহ মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মালখাঁ নাম ধারণ করে।

যুক্ত ছিল, সুতরাং লক্ষ্মী সর্ব্বদা বিরাজমানা ছিলেন। অনহলপত্তন দুর্দ্দান্ত যবনকরে উৎসৃষ্ট হইয়া কিছুকাল নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন থাকে; তৎপরে মূলরাজ হইতে সপ্তমপুরুষ সিদ্ধরায় জয়সিংহ * যখন সিংহাসনাধিকারী হইয়া রাজত্ব ভোগ করেন, সে সময়ে অনহল-বর পত্তন পুনরায় পূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া ভারতবর্ষের মধ্যে ধনরত্নসম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নগর হইয়া উঠে। ধনসম্পত্তি সম্বন্ধে ইঁহাদিগের যেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, যদি বীর্য্যবত্তার তাহার কিয়দংশও হইত, তবে ইঁহারা ভারত মধ্যে ধনে, মানে, কুলে সুকল জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিত তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দ্বাবিংশতি সংখ্যক ক্ষুদ্র প্রদেশের উপর সিদ্ধরায় জয়সিংহের আধিপত্য ছিল। এই প্রদেশগুলি কর্ণাট হইতে হিমালয়ের পাদমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সিদ্ধরায়ের অযোগ্য উত্তরাধিকারী কোন কারণবশতঃ পৃথ্বীরা[illegible] চোহানের বিষনয়নে পতিত হইয়া অধি[illegible]ট হন। চোহানবংশীয় কুমারপাল সিংহাসন অধিকার করিলেন। ইনিও বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠবল ছিলেন। সাহেবুদ্দিনের [illegible]তিনিধিবর্গ কুমারপালরাজত্বের শেষ-স[illegible] হইতেই, দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে। কু[illegible]পালের উত্তরাধিকারী বল মূলদেব হই[illegible] অনহলবরে চোহান রাজত্ব বিলোপ [illegible]প্ত হয়। ইহার পরেই পুনর্ব্বার শো-লাঙ্কিবংশ সিংহাসনে সংস্থাপিত হইল। সং-বরাও নামে সিদ্ধরায়ের এক পুত্র হইতে বাঘেল বংশের উৎপত্তি হয়। উক্তবংশীয় বিশালদেব অনহলের সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক যবনকরবিনষ্ট দেবমন্দিরাদির সংস্কার আরম্ভ করিলেন। সোমনাথের মন্দির আবার পূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। অনহল-বর পত্তন ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে দুর্দ্দান্ত নর-পিশাচ আলাউদ্দিন সকল সুখ হরণ করিল। এই দুর্ব্ব[illegible] দুরাচারবর্গ লোভপরবশ হইয়া গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রের অনেক সমৃদ্ধিশালি নগর ও জনস্থান একেবারে উৎসন্ন করিয়া ফেলিল। বৌদ্ধদিগের গিরি পর্ব্বত শত্রু-ঞ্জয় শিখরে যে আদিনাথের মন্দির ছিল, তাহা বিনষ্ট করিয়া তথায় মুসলমান ধর্ম্মাব-লম্বিদিগের আরাধনার জন্য মসজিদ প্রস্তুত হইল; বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি দূর করিয়া দিল, এবং ধর্ম্ম পুস্তক সমূহ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। অনহলবরের প্রাচীর ভূমিসাৎ করিয়া দুরাচারেরা তাহার ভিত্তি পর্য্যন্ত খনন করত দেবমন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ট প্রস্তররাশি দ্বারা তাহা সংপূরণ করিল। এই সময়ে বৌদ্ধেরা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। প্রায় একশত বর্ষ পর্য্যন্ত অনহলবরের সিংহাসন শূন্যপ্রায় থাকার পরে, কোন অনির্দ্দিষ্ট-পূর্ব্ব কারণে শোলাঙ্কিবংশীয় এক ব্যক্তি উক্ত রাজাসনে আসীন হইলেন। পুস্তকে লিখিত হইয়াছে শোলাঙ্কি বংশীয় কোন কোন শাখা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, মজঃফর নামক ঐ বংশীয় মুসলমান গুজরাটের সিংহাসন অধিকার

* এল এদ্রেষী নামক নিউবিয়া দেশীয় ভূগোলবেত্তা সিদ্ধরায় জয়সিংহের সভায় আগমন করিয়াছিলেন, তিনি জয়সিংহকে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াছেন।

দিয়াছে এবং দিবার [illegible] দেখিতে পাই, সেই সূর্য্যের [illegible] জানিতে পারা গিয়াছে তাহাই এস্থলে [illegible]।

সাধারণতঃ [illegible] বোধ [illegible] যে, এ কটি নিষ্কলঙ্ক জ্যোতিপূর্ণ মণ্ডল। এবং সেই জ্যোতিঃকণিকার নিয়ত আমাদের এই দিগে রহিয়াছে, বহু চেষ্টার ফলে জানা গিয়াছে যে, সূর্য্য ঠিক ঐরূপ নহে। এবং উহার সকল স্থান সমান বা একরূপও নহে। সূর্য্য ও পৃথিবীর আবর্ত্তন প্রণালী ঠিক একই রীতি অনুসারে হইয়া থাকে। তবে বিভেদ এই মাত্র যে, পৃথিবীর ন্যায় [illegible] ঘণ্টায় উহার কক্ষাবর্ত্তন না হইয়া পঞ্চবিংশতি দিবসে নিষ্পন্ন হয়।

সূর্য্যশরীরে কতকগুলিন কাল কাল দাগ দেখা যায়, ঐ সকল দাগকে সাধারণতঃ সূর্য্য কলঙ্ক বলে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, চন্দ্রের ন্যায় সূর্য্যও কলঙ্কলাঞ্ছিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ সকল কলঙ্ক কোন সময় বড় বড় ও কোন সময় ছোট ছোট দেখা গিয়া থাকে এবং উহা সর্ব্বদা এক রকম থাকে না। আবার কখনও বা দেখা যায় ঐ সকল দাগ যেখানে ছিল, সেখান হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন সূর্য্যের পরিবর্ত্তন [illegible] বিষদৃশ লক্ষিত হয়। ফলতঃ সূর্য্য কলঙ্ক সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন, অদ্যাপি ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অপ্রকাশিত রহিয়াছে। এবং পণ্ডিতগণ তাহা জানিবার জন্য বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছেন।

সূর্য্য-আলোকমণ্ডল এবং উহার শরীরের চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া এক উজ্জ্বল পদার্থ আছে। ঐ পদার্থ হইতে সূর্য্য ও পৃথিবীর দিগে আলোক এবং কিরণ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। উহারই নাম (Photosphere) আলোক চক্র। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে গ্লাসগো-নিবাসী উইলসন সাহেব এই স্থির করিয়াছিলেন যে, ঐ আলোকচক্রের স্থানে স্থানে ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্র দিয়া সূর্য্যের প্রকৃত কৃষ্ণ শরীর দেখা গিয়া থাকে। এখনকার পণ্ডিতগণের মতানুসারে উইলসন সাহেবের এ সিদ্ধান্ত একেবারে অপ্রামাণ্য নহে।

উল্লিখিত কালদাগ আবার সকল সময় দেখা যায় না। সময় সময় উহার মধ্য দিয়া মশালের (Faculae) আলোকের মত এক প্রকার ভয়ঙ্কর আলোকজিহ্বা ধক্ ধক্ করিয়া বাহির হয়। এই কৃষ্ণগহ্বর সকল সূর্য্যের গতির সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন করে। এক দিনের মধ্যে এমন কি ঘণ্টায় ঘণ্টায় ইহার বিষম বৈলক্ষণ্য দেখা গিয়া থাকে। কখন কখন এই গহ্বর-কলঙ্কের আকার এরূপ প্রকাণ্ড হয় যে, পঞ্চাশ হাজার মাইলও তাহার বিস্তৃতির তুলনায় সামান্য। এই পৃথিবীর ন্যায় কতকগুলি পৃথিবী এক যোগে ঐ বিশাল গহ্বরে ফেলাইয়া দিলেও অনায়াসে ডুবিয়া যাইতে পারে।

সূর্য্যগ্রহণ সময়ে যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ পরিদর্শনে জানা গিয়াছে যে সূর্য্যের উপরিভাগ সমান নহে। যখন চন্দ্রশরীর সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে, তখন দেখা গিয়াছে যে, আলোক-চক্রের চতুষ্পার্শ্ব হইতে বিশাল পর্ব্বত প্রমাণ লোহিত বর্ণাত্মক কোন পদার্থ ঊর্দ্ধে ও চারি দিগে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আলোক-চক্রের প্রজ্বলিত রশ্মিরাজি চাপা

পড়িলেই উহা দেখিতে পাওয়া যায়। এক জন ফরাসি জ্যোতির্বিৎ এই অবস্থায় একটি ফটোগ্রাফ্ তুলিয়াছিলেন। উহাতে গ্রহণ কালীন সূর্য্য ও আলোক ঢাকা পড়িলে যে আলোকের প্রতিবিম্ব চারিদিগ দিয়া ছড়াইয়া পড়ে, তাহার সুন্দর চিত্র উঠিয়াছে। তিনি ঐ সময় ইহাও দেখিয়াছিলেন যে, প্রভূত আলোক ও অগ্নিস্রোত মহাবেগে উর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রায় সহস্র সহস্র মাইল দূরে উঠিতেছে। এবং ঐ সকল রক্তবর্ণ অনলজিহ্বা যেন সূর্য্যগাত্র বিদীর্ণ করিয়া আগ্নেয়গিরির তপ্ত উচ্ছ্বাসের ন্যায় প্রভূত বেগে নিঃসৃত হইতেছে। এরূপ অনুমিত হইয়াছে যে, ঐ বিপুল অনলশিখা আলোক চক্র ছাড়াইয়াও ৭২০০০ মাইল উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে। একজন জর্ম্মণ পণ্ডিত বলেন যে, যদিও ইহা অগ্নিস্রোত বা অগ্নিশিখার ন্যায় দেখা যায়, ফলতঃ উহাতে দহনক্রিয়া একবারেই নাই। উহা কতকগুলিন তেজোজ্জ্বল বাষ্প সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেখানে অক্সিজেন কি অন্য বায়ু দাহন ক্রিয়ার পোষকতা করে, সেই স্থানেই আগুন ধরিতে পারে। সুতরাং ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, ঐ স্থানে হাইড্রোজান ব্যতীত আর কোন বায়ু নাই। তাহা না হইলে ঐ অনলশিখা সমস্ত পুড়িয়া ছারখার করিয়া ফেলিত।

আলোক-চক্র অবিশ্রান্ত তরঙ্গ-সঙ্কুল। যেন প্রবাহিত মহাসাগর প্রচণ্ড ঝড়ে আন্দোলিত হইয়া প্রতিনিয়ত বিশাল আগ্নেয় উর্মিমালা উদ্গীরণ করিতেছে। এই তরঙ্গায়িত আলোকদাম সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে এবং অন্যান্য নক্ষত্রবৃন্দকে উজ্জ্বল করিতেছে। নিরন্তর তরঙ্গ প্রবাহে আলোক এবং তাপ ইহা হইতেই জন্মিতেছে। কি কি অনু[illegible] আলোক-চক্র প্রভৃতি রচিত হইয়াছে [illegible] আবিষ্কৃত এক প্রকার বিশ্লেষণ (Spectroscope) যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে। আশ্চর্য্য এই ইহাদ্বারা সূর্য্য প্রভৃতির ন্যায় যে কোন জ্যোতিষ্ক শরীর পর্য্যবেক্ষিত হউক, উহা যতদূরেই কেন থাকুক না, অনায়াসে বলিয়া দিতে পারা যায় যে, উহা কি কি দ্রব্যের সংমিশ্রণে গঠিত। সুতরাং এই উপায়ে জানা গিয়াছে যে সূর্য্যে সোডিয়াম্ (Sodium) ম্যাগ্নেসিয়াম্ (Magnesium) বেরিয়ম্ (Barium) ও লৌহের প্রভূত বাষ্প বিরাজিত রহিয়াছে। এবং তন্মধ্যে হাইড্রোজান্ (Hydrogen) বায়ুও একটি প্রধান উপকরণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

আলোক-চক্রের অব্যবহিত পরেই এক স্তর তেজোজ্জ্বল হাইড্রোজান বায়ু আছে। তাহার নাম (Chromosphere) বর্ণ-চক্র। যে সকল মহাশিখার কথা বলা গিয়াছে বর্ণচক্রই তাহার উদ্ভব-স্থান। ইহার পরেই ধাতব বাষ্প এবং উহা হইতে সঞ্চিত মেঘচূর্ণ-ময় আর একটি প্রশস্ত স্তর আছে। এই স্তর হইতে আলোক নির্গত হয়। উত্তাপ মন্দীভূত হইলে আলোক নির্গম হয় না। এই জন্যই আলোক চক্রে নিয়ত বিষম তরঙ্গ হইতেছে।

* ঐ তরঙ্গের আবেগে যাহা উষ্ণ তাহা নিরন্তর উর্দ্ধগত হইতেছে এবং শীতল পদার্থ বেগে নীচে আসিয়া পড়িতেছে। [illegible] কলকে যে সময় [illegible] মশালের ন্যায় বিশাল

প্রজ্বলিত শিখা দৃষ্ট হয়, তাহা ঐ তরঙ্গ প্রবাহে উদ্ভূত উদজান বায়ু বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। যাহা কাল দেখা যায় উহাও ঐ তরঙ্গ-বিতাড়িত কিরণপুঞ্জ,—বর্ণচক্র হইতে আলোক-চক্রের পরিধির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

এখন দেখা যাউক সূর্য্য ও উহার সকীয় গ্রহ মণ্ডলী কিরূপে এবং কি কি উপাদানে সৃষ্ট হইয়াছে।

সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থেই লিখিত আছে, পৃথিবী সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। একথা এক প্রকার সত্যই। যাহা কঠিন বা ইন্দ্রিয়-বোধগম্য নহে, তাহাকে সাধারণতঃ 'কিছু না' ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন, আদিতে কিছুই ছিল না। শুদ্ধ কতগুলিন নিহারিকায় (Nebulae) অনন্ত শূন্যরাজ্য ব্যাপিত ছিল। কোন কোন পণ্ডিত এই সকল নিহারিকা বা মেঘচূর্ণকে নক্ষত্রাণু বলিয়া থাকেন। কেন না, উহাই নক্ষত্র সকলের শরীরোপকরণ। এই নিহারমালা বা নক্ষত্রাণুরাশি কতিপয় প্রাকৃতিক শক্তি যোগে বহুকালে ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া একত্রীভূত হয়। এই যে স্থল জল ধাতু পর্ব্বত জীব শস্য, এমন কি যে বায়ু আমরা গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করি, ইহাও ঐ নিহারিকা সমষ্টিভূত—অবস্থা এবং শক্তি ভেদে মাত্র রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে তাহা বুঝা যায়।

এই নিহারিকা রাশির সংখ্যা কত ও আদিতে উহার কি পরিমাণ বিস্তৃত ছিল কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। সমস্ত বিশ্ব-সংসার ইহাতে পূর্ণ হইয়া থাকাও অসম্ভব নহে, অদ্যাপি ইহা সংসারে থাকিয়া বহুল নূতন নক্ষত্ররাজি গঠন করিতেছে। হর্শেল সাহেব ইহাদিগের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। তিনি দূরবীক্ষণ দ্বারা পাঁচহাজার হইতেও অধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নূতন নক্ষত্র বা নক্ষত্রাণুর ক্ষুদ্র সমষ্টি আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে হর্শেল সাহেবের আবিষ্কারের বিবরণ এস্থলে কিছু লিখিব না।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি জ্যোতির্ব্বিদ্ ডাক্তর প্লে, তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রহতত্ত্বে * লিখিয়াছেন যে, নিহারিকার সমষ্টি সংঘটনা কেবল মাধ্যাকর্ষণের ফল। তাঁহার মতে—প্রথমতঃ কতকগুলিন নক্ষত্রাণু সমষ্টিভূত হইয়া প্রকাণ্ড একটি পিণ্ড হয়। পরে ক্রমে আরও নক্ষত্রাণুরাশি সংযুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ডাকারে তাহার শরীরের চারিদিগ ঘেরিতে থাকে। ঐ সমস্ত পিণ্ডরাশি প্রবল আকর্ষণ বশতঃ বিষম ঘূর্ণিত হইতে থাকে এবং অবশেষ তাহা হইতে চক্রাকারে কতগুলিন বিচ্ছিন্ন এবং ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এই বিক্ষিপ্ত চক্র ভাঙ্গিয়া এবং ছড়াইয়া পড়িয়াই গ্রহ নক্ষত্র হইয়াছে। তিনি বলেন শনিশ্চক্রই ইহার সুন্দর উদাহরণ স্থল। সূর্য্য, চক্রেশ্বর হইয়া প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে উহাদিগকে চারিদিগে রাখিয়া চালাইতেছেন।

প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিতেন যেরূপ

* Mecanique Celeste Par. La. Place.

পৃথিবী, এইরূপ আর মাত্র সাতটি গ্রহ আছে। কিন্তু বাস্তব এইরূপ গ্রহই একশত চৌত্রিশটির ন্যূন নহে। ইহাদের নাম পর্যন্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর ছোট ছোট যে কত আছে, তাহার সংখ্যা করা সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহার কোন কোনটা পৃথিবীর আকর্ষণে পড়িয়া ছুটিয়া পড়ে। ইহাকেই সাধারণতঃ উল্কাপাত বলিয়া থাকে, এই গুলি উপগ্রহ বলিয়া বাচ্য।

একরূপ নিশ্চিত হইয়াছে যে, এই পৃথিবী সূর্য্যগাত্রের অংশ বিশেষ *। সূর্য্যে যাহা আছে ইহাতেও তাহা আছে। ইহা সূর্য্যগাত্র হইতে যদিও ছুটিয়া পড়িয়া শীতল হইয়া গিয়াছে, তথাপি পূর্ব্বতাপ অদ্যাপি ইহার শরীর হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। আগ্নেয় পর্ব্বতাদি ইহার নিদর্শন স্থল।

আর একটি কথা বলিয়া আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

আমরা যে তাপের কথা বলিলাম, এবং যে তাপ কার্য্যে আছে, ইহার উৎপত্তি কিরূপে হইল? উত্তর, শক্তি বা আকর্ষণই ইহার কারণ। অণুরাশি পরস্পরায় ভয়ঙ্কর সংঘাত উপস্থিত হইলেই তাপের উৎপত্তি হয়। অনন্ত রাশি প্রমাণ নিহার-সাগরের প্রচণ্ড হিল্লোলেই সূর্য্যকে নিয়ত উত্তাপ যোগাইতেছে, সূর্য্য আবার তাহা অনুবর্ত্তী গ্রহ উপগ্রহ গুলীকে যোগাইতেছে।

যখন যে ভাবেই উত্তাপের উৎপত্তি হউক না কেন এ উত্তাপ আর কাহারও নহে "সূর্য্যের"। খনিজ কয়লা উদ্ভিজ্জ হইলেও সূর্য্য উত্তাপ উহাতে পূর্ণ থাকে। আমরা অগ্নি দ্বারা সেই উত্তাপ তাহা হইতে মাত্র বিযুক্ত করিয়া থাকি।

* পৃথিবী ও সূর্য্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে অসংখ্য প্রাচীন অদ্ভুত ও রহস্যজনক মতামত গ্রীক্, ফরাসি, জর্ম্মণ, কালডিন, লাটিন, মোগল, হিন্দু ও মুসলমান পুরাণাদি হইতে সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে।

শঙ্করেশ্বরার ইতিহাস ২য় খণ্ড।

মানসিক অপরিপাক।

দৈহিক বিকাশের ন্যায় আমাদিগের মানসিক বিকাশও ক্রম-পরিপাক-সাপেক্ষ। আমাদিগের দৈহিকতন্ত্রসমূহ ও চিন্তা-পরম্পরা সম-প্রণালীতে সংগঠিত হইয়া থাকে। ব্যবহারক্ষম হইবার পূর্ব্বে উভয়েরই অপক্ক উপাদান গুলিকে প্রকৃত প্রস্তাবে একই প্রকার প্রক্রিয়ার বশবর্ত্তী হইতে হয়।

আমাদিগের দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ পাকক্রিয়ার জন্য পৃথক্ বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যেকটি তাহার নিজের নির্দিষ্ট ক্রিয়া নির্ব্বাহের পক্ষে, অর্থাৎ যে জাতীয় অশন প্রস্তুত কর[illegible] প্রতিপাদনে, এবং যে[illegible] প্রত্যেকের উপ[illegible] অস্থি,

মাংস অথবা অস্থিক্ষেত্রপর বস্তু (চিন্তাদি) স্বরূপে পরিণত হইবার যোগ্য হয় তদুৎপ্রবর্তনে, সম্যক্ উদ্যোগী। উভয়েরই নির্মাণপ্রণালী অতি সূক্ষ্ম এবং উভয়েই বিশৃঙ্খলা ও ব্যাধির অধীন।

সাধারণতঃ আমরা আমাশয় বা জঠরকেই একমাত্র পরিপাকাগ্র বলিয়া জানি। বস্তুতঃ পাকপ্রণালী বলিতে কতকগুলি যন্ত্রসমষ্টি সমন্বিত শরীরাপেক্ষা পঞ্চগুণ দীর্ঘ একটি প্রণালীকে বুঝায়।

এই সমুদায় যন্ত্রের প্রত্যেকটি স্বস্ব অধিকারে অপর কোনটির অপেক্ষা অপ্রধান নহে। তাহারা সকলে ভুক্ত দ্রব্য জারণে সহায়তা করে, উহার সারাকর্ষণ সু-করক্রিয়া দেয়, এবং দৈহিক তন্তু সমূহের অনবরত উপচয়ের মধ্যে স্বাস্থ্যোপযোগী সামঞ্জস্য রক্ষার্থ অবশ্যপ্রয়োজনীয় পরিবর্তন পরম্পরার সুসাধ্যতা সম্পাদন করে।

সূক্ষ্মতা ও শক্তির কি এক অদ্ভুত একত্র সংস্থানদ্বারা এই সকল যন্ত্র নির্মিত ও পরিচালিত হইয়াছে তাহা মনে ধারণা করা যায় না। ইহারা প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ মণ্ডলের মিলনদ্বার। প্রস্তুত ভুক্তদ্রব্যকে আয়ত্ত করিয়া তাহার দ্রবীকরণ করে, তন্নতন্ন করিয়া উহার জারণ মারণক্রিয়া নিষ্পন্ন করে, যে উপাদান যে দেহবিধানের হিতকর তাহা নির্বাচন করে, এবং পরিশেষে তাহাদিগকে গড়িয়া পিটিয়া আমাদের শরীরাবয়ব-বিশেষে পরিণত করে। অপিচ এই সংযুক্ত ক্রিয়া [illegible]জনক যে প্রকৃতি জনন[illegible]দিগের আক্রান্তির ধ[illegible] কার্য[illegible]ছেন, যেন পাছে প্রক্রিয়া আরম্ভ হইলে আমরা কোনরূপ ব্যাঘাত উৎপন্ন করি বলিয়া নিবারণ করিবার জন্য।

আহারের পর শরীরের উৎকৃষ্ট শোণিতাংশ আকৃষ্ট হইয়া দ্রাবক রস, (অর্থাৎ যদ্দ্বারা ভুক্তদ্রব্য দ্রবীকৃত হয় সেই সকল রস) যে যে উপাদানে নির্মিত তত্তদুপাদানসংযোগ হইতে থাকে। আমরা যখন নিদ্রিতাবস্থায় থাকি তখনও সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র 'গ্রন্থি' এই রীতি সূক্ষ্ম-সংযোগ-জাত রস সমূহের চয়নক্রিয়ায় ব্যস্ত থাকে। আমরা আপন আপন কর্ম্মে যাই, আর এই জীবনবৃক্ষের ক্ষুদ্র শিকড়গুলি দেহাভ্যন্তরে থাকিয়া দৈহিক বৃদ্ধির উপকরণগুলিকে একবার উদরসাৎ করে আর বার উগরাইয়া দিতে থাকে। আমরা বড় বড় মৎলব আঁটিতেছি, বিশ্ববিদ্যালয় ও রেলপথ গড়িতেছি, নগর উপনগরের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছি, আর ওদিকে যে পরার্দ্ধকোটি কোষাণু সমষ্টিতে আমাদের শরীর নির্মিত, তাহারা নিঃশব্দে আমাদের আত্মার ভৌতিক আশ্রয়স্থলের কত ঠাই গড়িতেছে, কত ঠাঁই মেরামত করিতেছে, এবং কাল ও ব্যাধির আক্রমণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে।

স্নায়ুকেন্দ্র সমূহে আগমনবার্তা না জানাইয়া বহিঃপরিমিত খাদ্যও এই দেহপোষক প্রণালীর প্রবেশমুখ অতিক্রম করিতে পারে না। উহা আস্বাদনরূপ সঙ্কেত করিবামাত্র [illegible] উহাকে গ্রহণ ও ধারণ করিবার জন্য সমগ্র হইয়া উঠে। পরিপাকযন্ত্র যখন দম-যুক্ত হইয়া চলিতে থাকে তখন [illegible] আনন্দ অনুভূত

হয়, এবং এই আনন্দ আমাদের জীবনের উপভোগ্যতার মাত্রা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। স্বচ্ছন্দ আহারের পর অবয়বে যে প্রসন্নতা লক্ষিত হয়, যে সস্ফূর্ত্তি বলাধান ও উৎসাহের সমাবেশ হয়, তাহা আমাদিগের অভ্যন্তরীণ অদ্ভুত যন্ত্র পরম্পরার ক্রিয়াশীলতার পরিচায়ক। তখন নাড়ী দ্রুতগামিনী হয়, দেহোত্তাপ বর্দ্ধিত হয়, কোন ক্রিয়ারই ক্রিয়ান্তরের সহিত সঙ্ঘর্ষণ হয় না —চক্রের মধ্যে চক্র ঘুরিতে থাকে, এবং সমস্ত দেহযন্ত্রে সুর বাঁধা থাকে। সর্ব্বত্রই সুমিল, এবং সেই সুমিলের ফল স্বাস্থ্যময়ী সংস্কার-ক্রিয়া।

সেইরূপ, উচ্চতর পরিপাক-ক্রিয়া সম্বন্ধেও এই সদৃশ-ন্যায় বর্ত্তমান। মস্তিষ্ক আমাদিগের মানসিক খাদ্যের সুবৃহৎ আধার। ইন্দ্রিয়গণ যে কোন উপকরণ সংগ্রহ করে, জারণ, মারণ ও সারাকর্ষণ জন্য তৎসমস্তকেই মস্তিষ্কমধ্যে বহন করিয়া থাকে। পরন্তু এই পরিপাক যন্ত্রের একটি মুখ না হইয়া পাঁচটি মুখ। সর্ব্বপ্রকার ভুক্তদ্রব্যের গমনার্থ একটি মাত্র দীর্ঘ প্রণালী না হইয়া এই উর্দ্ধতন জঠরের অনেকগুলি মার্গ। অধিকন্তু প্রত্যেক বাহকেন্দ্রিয় স্বায়ুরূপ অশন মাত্র শোধনাধারে বহন করে। চক্ষুর শব্দগ্রাহিতা নাই; কিংবা কর্ণের তেজোগ্রাহিতা নাই। যে স্বরগ্রামে ... বোধশক্তির উপহারস্বরূপ যাহা বহন করিতে প্রবাহিত হইবে, তাহা যদি যথাযথ না হয় তাহা হইলে উহা প্রবেশ করিতে পাইবে না।

অতএব মানসিক পরিপাক ক্রিয়ার পক্ষে পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রত্যেকেই সহায়কারী। যে ইন্দ্রিয় যে জাতীয় অশন বহন করিয়া সাধারণ ভাণ্ডার পূর্ণ করে, সেই জাতীয় অশনকে নির্ব্বাচন করাই তাহার বিশিষ্ট কার্য্য। দর্শন, শ্রবণ, রসনা, ঘ্রাণ ... ইহারা সকলেই আমাদিগের ... শক্তি, গুণ ও ধর্ম্মের সহিত বিশিষ্ট সম্বন্ধ রাখে। বাহ্য জগতের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে ইহারা অপরিহার্য্য। মস্তিষ্ক না থাকিলে মনঃ-পদার্থ থাকিত না। যদি ইন্দ্রিয়গ্রাম বিলুপ্ত হইত তাহা হইলে মস্তিষ্কের কিছুই করিবার থাকিত না। চিন্তার উপাদান-সামগ্রী এই পাকযন্ত্রে প্রক্ষিপ্ত না হইলে ইহার ক্রিয়া কার্য্যতঃ রহিত হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়গুলিকে রুদ্ধ কর, ভাববিকাশ স্তম্ভিত, অথবা তৎপ্রায় হইবে, ঠিক্ যেমন ডিম্বের উপর একস্তর প্রলেপ দিলে জীবন-সূত্রার স্থগিত হইয়া ... ক্ষিণী তাহাতে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ... লেও তাহার শাবক কখনো ডিম্বটী ... করিবে না।

এবম্প্রকারে উপযোগ গৃহীত হইয়া পরে তাহার পরিপাক সম্পন্ন হয়। একবার যথারীতি চিন্তার উপকরণ গুলি আহৃত হইলে আস্থাশালী মস্তিষ্ক তাহাদের রক্ষাভার গ্রহণ করে। অপিচ এই পাচন ক্রিয়াও ভৌতিক পরিপাকের ন্যায় আনন্দজনক। সরূপক মানসচর্চ্চার আমোদের সহিত কোন আমোদেরই তুলনা হয় না। শোণিতস্রোতঃ শিরোদেশে উন্নীত এবং মস্তিষ্কের কুটিল-বাহিনী নাড়ী সমূহে প্রবাহিত হইয়া উহার ক্রিয়াকারিতার পক্ষে প্রথম প্রয়োজন পূরণ করে। চিত্তবৃত্তি

...পরিস্ফুট হয়, এবং ভাবপ্রবাহ বহিতে থাকে। পুরাতন উপাদানচয়ের নূতন নূতন সংযোগ আপনা হইতে উদিত হয়। চিন্তার কলিকাগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দিকে সুগন্ধ বিস্তার করে। আবেগগুলি ইচ্ছা ও বুদ্ধির সহিত কতই রঙ্গ করে। মন কবিতাশ্রয়ে উড্ডীন, কিংবা দর্শনের ক্রোড়ে স্থিরাসীন হয়। স্বাস্থ্যোপযোগী মস্তিষ্ক চালনা মানবোপভোগ্য আনন্দের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ—উহা সম্মোহক, উদ্দীপক, ও এমন কি উন্মাদক।

যদি এই দুই প্রকারের পরিপাকক্রিয়া বিশৃঙ্খলার বশবর্ত্তী না হইত, তাহা হইলে আমাদের সুখের সমষ্টি সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইত। কিন্তু ইহাই নিয়ম যে, যে দৈহিক যন্ত্র যত সুকুমার, এবং মানবীয় সৌখ্যের পরিধি তাহার সম্বন্ধসীমা যত বিস্তৃত, তাহার ব্যাধি-প্রবলতাও তত অধিক; এবং উক্ত দ্বিবিধ পরিপাক যন্ত্রের সম্বন্ধেও এ নিয়মের ব্যভিচার নাই।

অপেক্ষাকৃত অতি অল্প লোকেই ন্যূনাধিক পরিমাণে অপাক রোগে ভুগিয়া সমস্ত আয়ু কাটাইতে পারে। যদিও স্বীকার করা যায় যে তাবৎ শিশুই নির্দ্দোষ জঠর লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। তাহা হইলেও দেখিতেপাই যে দন্তোদ্গমকালে অজীর্ণ লক্ষণাক্রান্ত না হইয়া শতের মধ্যে দশটির বেশি উতরায় না। ভোজনক্ষম হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের ভুক্ত-পাচক প্রণালী বিপর্যস্ত হইয়া বসিয়া থাকে। আর মানসিক অপাকের কথা যদি বল, যেসকল বালক কিছু কাল বিদ্যালয়ে গিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই ভুক্তভোগী। ফলতঃ সূতিকাগৃহের বিপদাশঙ্কা বহুতর হইলেও, ইহা প্রমাণ করা কঠিন নহে যে "বাল্যশিক্ষা" যাহার আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তাহার উপার্জ্জন নিমিত্তক বিপদাশঙ্কা তদপেক্ষাও অধিকতর। কারণ অল্পকালে অর্দ্ধ বিকশিতমাত্র বাল-মস্তিষ্ক অতি ধীরে ধীরে তাহার বৃত্তিনিচয়ের পরিস্ফুটতা প্রাপ্ত হয়, এবং তদবস্থ বৃত্তিগুলি সুতরাং দুর্ব্বল ও বিশৃঙ্খলাপ্রবণ থাকে।

যদি সমাজের গুরুতর মর্ম্মস্থান ও শক্তিবিকাশের সহিত উপস্থিত বিষয়ের সম্পর্ক না থাকিত, তাহা হইলে আমরা ইহার আন্দোলন করিতাম না। কিন্তু যখন তাহা রহিয়াছে তখন আমরা এই মানসিক অপাকের হেতু ও ফল-পরম্পরার অনুসন্ধান না করিব কেন? যদি অন্য কোন ব্যাধি ইহার অর্দ্ধেক পরিমাণে প্রবল হইত তাহা হইলে আপনারা কেহ বা শুশ্রূষাকারী, কেহ বা রোগী হইতেন, আর আমি বা হয়ত প্রবন্ধ না লিখিয়া স্বীয় চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতাম।

মস্তিষ্কের ক্রিয়ার যথাযথতা রক্ষার পক্ষে সর্ব্বাদৌ উহার স্বাস্থ্যভাব প্রয়োজনীয়। স্বাস্থ্য সংযোগ বর্জ্জিলে, পরে দ্রষ্টব্য উহার আহারের [illegible] গুণের উপযোগিতা। রুচি, বুভুক্ষা [illegible] জীর্ণশক্তির বিচার করিতে হইবে। [illegible] অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য সম্বন্ধে যেমন অভিজ্ঞতা ও আনুষঙ্গিক নিয়ম কর্ত্তব্য, মানসিক আহার সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যবহার ও অনুধাবন প্রণালীর নিয়ম স্থিরীকরণ নিতান্ত আবশ্যক। মন যখন স্বাস্থ্য ভাব...

না; এবং যাহার উপভোগে অক্ষম, এমন কোন গ্রন্থ, সে যতই কেন ভাল হউক না, পাঠকরা, আর অন্নশয়কে রুচিবিরুদ্ধ ন্যক্কারাকর্ষক পদার্থরাশি দিয়া বোঝাই করা, এ দুইই সমান। উক্ত পদার্থের মূলোপাদানগুলি হয়তো হিতকারী হইতে পারে, কিন্তু ওরূপ করিয়া অমন সময়ে, দেহতন্ত্রের উপর জবরদস্তি করিয়া চাপাইলে পদার্থ সমূহের মধ্যে যে অখণ্ডনীয় যোগাযোজ্যতার নিয়ম আছে, তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা হয় না।

আমাদের সকলেরই বিশেষ বিশেষ প্রকারের মানসিক অন্নের জন্য প্রজ্ঞা-বা-সহজজ্ঞান-সম্ভূত অভিলাষ বর্ত্তমান থাকে; উহা বিকৃতিপ্রাপ্ত না হইলে, ত্বরায় হউক, বিলম্বে হউক, বিকশিত হয়, এবং কি প্রকার জ্ঞান আমাদিগের হিতকর হইবে তাহার নির্দ্ধারণে সহায়তা করে। যদি স্বেচ্ছাপ্রবর্ত্তিত ও অপ্রাকৃত শাসনের দ্বারা সেই প্রজ্ঞাকে নির্য্যাতন করি, তবে নিশ্চয়ই আমাদিগকে মানসিক অপাক রোগ-গ্রস্ত হইয়া ভুগিতে হইবে। এই প্রজ্ঞা কেবল ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে না, পরন্তু একই পাত্রে কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্ত হয়। আমরা কেহই সর্বপ্রকার গ্রন্থ একাসনে বসিয়া, কিম্বা এক মাসের মধ্যে পড়িতে পারি না—নানা রকমের অন্নব্যঞ্জন এক ভোজনে খাইতে পারি—কিন্তু, তথাচ, কৌমার ও বার্দ্ধক্যের মধ্যে কোন না কোন সময়ে, হয় তো, সকলগুলিই আমাদিগের উপভোগ্য ও ব্যবহার্য্য হইতে পারে।

নিতান্ত ব্যাধিবিকৃত না হইলে বুভুক্ষা-নিয়ামিকা প্রজ্ঞা সুস্থরূপে পরিপাক-যন্ত্রের প্রতি, ও জীবতন্ত্রের মুখ্য অভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। এবং এ কথা অন্নাশয়ের পক্ষে যেমন, মস্তিষ্কের পক্ষেও তেমনই খাটিবে।

জীবনের গতির সহিত যেমন আমাদের পরিস্থিতিবর্গের পরিবর্ত্তন হয়, তেমনি মানসিক সংস্কারেরও দিন দিন পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যাহাকে আ'জ কা'ল "ফেশন" বলে, এই পরিবর্ত্তনের কিয়দংশ নিঃসন্দেহ তন্মূলক, কিন্তু ইহা নির্বিচ্ছিন্নভাবে খেয়াল বা আকস্মিক ঘটনার উপর নির্ভর করে না। যে সকল বাহ্যশোভা সম্পাদক গুণ আমরা প্রথমতঃ অন্বেষণ করি, তাহা চিরদিন আমাদিগকে সন্তুষ্ট রাখে না, ও রাখিতে পারে না। দুষ্ট ক্ষুধাই উহাতে তৃপ্ত থাকিতে পারে। আমাদের অন্তর্ভূত ভাব-রাশির যে সকল চিন্তা ও অনুভূতি অলঙ্কারসাধন মাত্র নহে, কিন্তু ব্যবহারোপযোগীও বটে, তাহাদের পরিস্ফুরণ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শিশুদিগের দুগ্ধ দুগ্ধই যথেষ্ট, কিন্তু পূর্ণবয়স্ক নরনারীর অন্য প্রকার ভোজ্য দ্রব্য চাই।

মনুষ্যসমাজে যাঁহাদিগের উপর গুরুভার অর্পিত আছে, এবং যাঁহারা ইহার কর্ণধার-পরিচালকতার দায়িত্ব রাখেন, তাঁহাদের দেখা উচিত যে আমাদিগের দ্বারা যেমন যেমন প্রয়োজন সাধন করাইতে চাহেন, তেমনি তেমনি প্রকারের আমাদের মানসিক ভোজনের আয়োজন করিয়া দেন; অধিকন্তু আমাদের পরিবর্ত্তনশীল ক্ষুধা-অবস্থা পরি-

...তার প্রতিও দৃষ্টি রাখেন। এসকল ...দের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া আমাদের ...জন পাত্র সাজাইয়া দিয়া, তার পরে যদি আশা ভরসা করেন যে, আমাদিগের অবিবেচনার ফল তাঁহাদিগকে ভুগিতে হইবে না, তবে সে দুরাশা মাত্র। সকল মনের অভাব ও প্রয়োজন একই প্রকারের ভাবিয়া তাঁহাদিগকে এক শ্রেণীভুক্ত করা যেমন বিকৃতবুদ্ধির চিহ্ন, তেমনি অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায়, সংকল্পে ও বিনিয়োগে, আমাদিগের মানসিক যোগ্যতা যে নিত্য নিত্য নূতনভাব ধারণ করে, এই প্রত্যক্ষ সত্যের অপলাপ করাও অনন্ত দূষণীয়। যদি এই তুলা সাম্যকে লক্ষ্যস্থলে না রাখিয়া আমরা অধ্যয়ন ও অনুধাবনের কোনরূপ ব্যবস্থা বা আচরণ করি, তাহা হইলে মানসিক অপাক ও তদানুষঙ্গিক অহিত ফল-পরম্পরা অবশ্যম্ভাবী।

অপিচ, চিন্তার আকরস্থান সকল পরিবর্ত্তিত না করিলে বৃত্তি নিচয়ের মধ্যে স্বাস্থ্যোপযোগী সাম্য রক্ষা হইয়া উঠে না। যদি আমরা নিয়তই একই গ্রন্থকর্ত্তার রচনাবলী পাঠ করি, আর একই উৎস হইতে ...জ্ঞান আহরণ করি, তাহা হইলে ...দের মস্তিষ্ক এক-চাক্ষুষ জ্ঞানে ও অর্দ্ধ... সত্যেতেই পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ...কারে উহার ভাবশ্রেণী কেবল খর্ব্বীকৃত ও অতৃপ্ত হয়, এমন নহে, পরন্তু অবশিষ্ট বৃত্তিগুলিও চালনাভাবে অশক্ত ও ...র্য্য হইয়া পড়ে। সুতরাং শরীরের পক্ষে যেমন, মনের পক্ষেও যথাসম্ভব সেইরূপ বিবিধ খাদ্যের নিতান্ত আবশ্যকতা।

রীতিশিক্ষা বা কারনার অনুরোধে যে সমস্ত বিদ্যা উপার্জ্জিত হয়, তাহাদের মূল্যবত্তার বিষয়ে প্রামাণিক বর্গের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। রীতিশিক্ষার দ্বারা মনের বলাধান হয়, তাহাতে সংশয় নাই, যেমন ব্যায়ামচর্চ্চা দ্বারা ভৌতিক পরিপাক-শক্তি ও দৈহিক স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক লোকের সম্বন্ধে ইহাতে ইষ্টনিষ্টের সম্পূর্ণ অভাব প্রতীয়মান হয়। কেবলই রীতিশিক্ষাতে যাঁহাদের শিক্ষা পর্য্যবসিত হয়, এবং সুতরাং জ্ঞানবৃক্ষের কতকগুলি নীরস কলমূলে চিত্তভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়, তাঁহাদিগের সহিত সেই গল্লোক্ত ভেকের তুলনা হইতে পারে যে সীস্‌কন্দুক খাইয়া হজম করিতেও পারে নাই, অথচ তাহার ভারে লাফাইতেও পারিত না।

মস্তিষ্কচালনা দ্বারা মস্তিষ্কের সমধিক পরিস্ফুরণ হয়, এবং উহার পরিপাক-শক্তি উত্তেজিত হয়। কিন্তু তথাবিধ চালনাকালে উহার স্বাস্থ্যোপযোগী ক্রিয়া-নির্ব্বাহের পক্ষে যে সকল ভৌতিক উপকরণের প্রয়োজন তাহা যোগান আবশ্যক। জ্ঞানের কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি হওয়া চাই, অন্যথা বিদ্যার্থী কেবল শাস্ত্র-মল্ল হইতে পারিবেন, শাস্ত্রপ্রণেতা হইতে পারিবেন না।

বিনি আনন্দিক মল্লকৌশলসাধনে অতিরিক্ত পরিমাণে রত থাকেন, তিনি কখনই বাদানুবাদরূপ ব্যায়ামের উপর নির্ভর করিয়া মনের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারেন না। কারণ অতিভোজন ও প্রমাদতা দ্বারা যেমন মানসিক অপাক জন্মিবার সম্ভাবনা, অল্পভোজন ও গ্রন্থ-বাহুল্যেও সেইরূপই জেয়।

এক দিবস একটি ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক একপ্রকার অতি কষ্টপ্রদ ও দুর্দ্দম্য শিরঃপীড়ার চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসিয়াছিল। এই শিরঃপীড়া কএক মাস ধরিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে উপস্থিত হইত, এবং অপরাহ্ণ দুইটা পর্য্যন্ত থাকিত। আমি জিজ্ঞাসিলাম, "তুমি স্কুলে পড় কি?" উত্তর "হাঁ"। "কত দিন যাবৎ স্কুলে পড়িতেছ?" "তিন বৎসর।" "এখন তোমাকে কয়খানা পুস্তক পড়িতে হয়?" "আটখানা।" এটি মানসিক অপাকের রোগস্থল; অতিভোজন ও চাপাচাপির দরুণ অপাকের উৎপত্তি। সে পীড়াগ্রস্ত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? যদি আট রকমের আটখানি ভোজনপাত্র, সময় নাই, অসময় নাই, খাবার ইচ্ছা থাকুক বা নাই থাকুক, জোর করিয়া জঠরের ভিতর পুরিতে থাকা যায়, তাহার ফল কি হইবে?

এস্থলে মানসিক অন্নরাশি পরিগৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু অঙ্গীভূত হয় নাই। পরিধি বালকের মনের উপর একটি বোঝা চাপিয়াছিল, যাহা অপরিপাচ্য, এবং তাহার বুদ্ধিচয়ের সম্পূর্ণ প্রতীপগামী।

মস্তিষ্ক তাদৃশ ব্যবহারের প্রতিবাদী হইয়াছিল, এবং তাহার সাময়িক শিরোবেদনা টেশনের লাল নিশানের ন্যায়, পুরোবর্ত্তী বিপদের সঙ্কেতচিহ্নমাত্র। সুতরাং তাহার চিকিৎসা তাহাকে স্কুল হইতে তফাৎ করা, এবং সময়িক বুদ্ধি-সঙ্গত খাদ্যপানের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। বালক দুই সপ্তাহেই আরোগ্যলাভ করিল।

যেমন খাবার ইচ্ছা কিয়ৎপরিমাণে থাকিতে থাকিতে খাওয়া ক্ষান্ত করাই ভাল, মনের পুষ্টিসাধন উদ্দেশে ধীশক্তির যে ভোজন ব্যাপার তৎসম্বন্ধেও সেইরূপ করাই শ্রেয়ঃ। যদি আমরা নানাবিধ বিষয় অথবা নানা গ্রন্থকর্ত্তার রচনা, কিংবা প্রতিনিয়তই পাঠ বা অধ্যয়ন করিতে থাকি; তাহা হইলে মনঃসংযোগ ক্রমশই শিথিল হইয়া আইসে, আগ্রহের ক্রমেই হ্রাস হইতে থাকে, এবং চিন্তা আর চিন্তার উপকরণ বস্তু-সমূহের প্রতি ততটা লালসা দেখায় না। যাহাতে বুভুক্ষা রাজী নয়, তাহাতে পাকক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায়। স্বাদগ্রহের অভাব পরিপূর্ণতার পরিচায়ক। অতএব মস্তিষ্ক-কর্ম্মও যথাসময়ে আরম্ভ করিবে, এবং যথা সময়ে বর্জ্জন করিবে।

সুবিখ্যাত ডাক্তর বেঞ্জামিন রশ রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে পাঠ করিবার নিয়মকে প্রশস্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কারণ তাহা হইলে সুষুপ্তিকালে ভাবসমুদয় সুজীর্ণ হইতে পারে। অনেকের পক্ষে এ অভ্যাস মন্দ নয় বটে।

কিন্তু অনেকের মানসিক অপাক এই রাত্রিতে পাঠ জন্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর এই একটু বিশেষ দেখিবেন যে, ওসময়ে অল্প পাঠেতেই লোকের অসুখ উৎপন্ন করে। একটি বুদ্ধিমতী কুলযুবতী এক বৎসর ধরিয়া কষ্টকর প্রাতঃকালিক শিরোবেদনায় ভুগিতেছিলেন। রাত্রি চারিটার পর তাঁহার আর ঘুম হইত না, রুচি পূর্ব্বক আহার করিতে পারিতেন না, এবং কিছুই ভাল লাগিত না। তিনি রুগ্ন বা বিষণ্ণ হয়েন নাই, অথচ অত্যন্ত দুর্ব্বল ও সর্ব্বদাই ক্লিষ্টভাব।

তাঁহার স্বাভাবিকী স্ফূর্ত্তি শিরঃপীড়ায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল, কিন্তু নির্ব্বাণ হয় নাই। সকল প্রকার ঔষধ দিয়া দেখা হইল, কিন্তু কিছুতেই উপকার হইল না। অবশেষ অনুমান করা গেল, অবশ্যই ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে। অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ পাইল, তিনি প্রত্যহ রাত্রিতে গৃহকর্ম্ম সারিয়া শয়ন করিবার পূর্ব্বে কোন দিন এক ঘণ্টা, কোন দিন দুই অথবা তিন ঘণ্টা পাঠাভ্যাস করিতেন; তাহার পর শুইতেন, এবং প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিতেন মাথা ধরিয়াছে। তাঁহার স্বামী কলিকাতায় কর্ম্ম করিতেন, প্রতি শনিবারে বাটীতে আসিতেন। তিনি রবিবারে তাঁহার পাঠ লইতেন, এবং যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া যাইতেন, রমণীটি সপ্তাহ ধরিয়া সেই পাঠ অভ্যাস করিতেন।

তখন এই অভ্যাসকেই অনিষ্টের মূল স্থির করা গেল। তাঁহার মস্তিষ্ক এই অসময়ের খোরাক হজম করিতে পারে নাই। সেই জন্য মানসিক অপাক এবং তাহারই ফল এই সকল রোগ লক্ষণ। পরিপাক সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে হইলে অনেকের পক্ষে মানসিক ভোজনটা নিদ্রা যাইবার কিছুকাল পূর্ব্বে হওয়াই ভাল।

• ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক শাস্ত্রবিশেষের আলোচনা দ্বারা যেমন সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। শাস্ত্রীয় বুদ্ধির পুষ্টি সাধনার্থে বিশেষ শাস্ত্রের অনুশীলনই সর্ব্বাধিক উপযোগী,—এমন বিশেষ শাস্ত্র,মন বাহারে খাদ্য গ্রহণে ও আত্মীভূত-করণে বিশিষ্টরূপ যোগ্যতা রাখে। কিন্তু এই শক্তি ও তাহার বিকাশের পক্ষে সাধারণ-বিষয়ক বোধ সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয়। যেমন প্রকৃতির সর্ব্বত্র, তেমনি মানব চেষ্টিতের সর্ব্ববিভাগেও অগ্রে সাধারণ, পরে বিশেষ। যদি আমরা এই নিয়মের বৈপরীত্য উপস্থিত করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে প্রক্রিয়া-ভ্রংশ ও উন্নতি-প্রতিরোধ তাহার ফল হইবে। কারণ চিত্তবৃত্তির পরিস্ফুরণ ক্রমসাধ্য ব্যাপার, এবং ভূয়োদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি-ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

অন্যে সারা জীবন খাটিয়া যাহা সম্পন্ন করিয়াছে, তুমি যদি ধন অথবা যশোলাভের লালসা কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া, অল্প সময়ের মধ্যে তাহা বা ততোধিক কিছু করিয়া তুলিতে চাহ, তাহা হইলে জানিও সে তোমার বিষম ভুল, এবং তোমার মানসিক বৃত্তিসমূহের উপর সেই ভুলের ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া হইবেই হইবে। জ্ঞানের দৃঢ়সন্নিবেশ দ্বারা চিত্তের রক্ষাকার্য্য সংসাধিত না হইলে, বুভুক্ষাকে ক্রমানুযায়ী শাসন ও শিক্ষার পরিবর্ত্তে খেয়াল ও আগন্তু ঘটনার দ্বারা পরিচালিত করিলে, যে যে বস্তুশ্রেণী পরিগৃহীত হইবে, তাহা পরিপাক করণের এবং যথাকালে আত্মসাতের ক্ষমতা ক্রটিত হইলে, নির্ম্মল ধীশক্তির পরিবর্ত্তে মানসিক অজীর্ণরোগ প্রবল হইবে। তুমি যে অশন গ্রহণ করিয়াছ তাহা তোমার পক্ষে নিতান্ত গুরুপাক হইয়া দাঁড়াইবে।

এইরূপ অজীর্ণরোগীতে সংসার পরিপূর্ণ। লোকে বিশেষ-নিষ্ঠ প্রতিভার বিকাশ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে না, আপন আপন কর্ত্তব্য পথ আগেই স্থির করিয়া বসেন। কেবল

[illegible] সম্বন্ধেই অন্যথা মিলন হয় এমন নহে। সকল দোষই কখনও সময়ের হইতে পারে না। আমরা আপন দোষেই আঘাটায় পড়িয়া হাবুডুবু খাই। মস্তিষ্কের পরিপাক ক্ষমতার বিষয় ভাবি না, এবং অন্য চিন্তায় বিব্রত হইয়া স্ব স্ব নৈসর্গিক রুচি ও আসক্তিকে উপেক্ষা করি।

অনেকে জ্ঞানের টটামটি উপার্জ্জন করিয়াই মনে করে তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রীয় গ্রাসগুলি চর্ব্বণ-ভক্ষণ ও পাচন-ক্ষম হইয়াছে। অনেক সাময়িকপত্রসম্পাদক এইশ্রেণীর লোক। তাহারা সমাজের চাকন-দারের কার্য্য করে, এবং এতাবৎ তাহাদিগের ব্যবহার্য্যতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাদৃশ লোকের হস্তে সমর্পিত হইলে বিশেষ বিদ্যার মানের হানি হয়। ফলতঃ, মানসিক অজীর্ণ উৎপন্ন করিতে এমন আশু ও অমোঘ উপায় আর নাই। উত্তম, অধম, বা মধ্যম, মাস্তিষ্কাখাদ্য যেমন হইবে চিন্তার প্রত্যেক কথায় তাহার গন্ধ ছাড়িবে।

আবার কতকগুলি বিশেষবিদ্যাপটু লোকের একটি সুমহৎ ভ্রম, এই যে, তাহারা মনে করেন যে, তাঁহারা একশাস্ত্রে খাটিয়াছেন বলিয়া সকল শাস্ত্রেই অধিকারী হইয়াছেন। তোমার যদি বিশেষ-নিষ্ঠ শক্তি থাকে, সেই শক্তি কি, তাহার নিরূপণ করা এবং তাহার শ্রেষ্ঠতম ফল ফলাই কি যথেষ্ট গৌরবের হেতু নহে?

রসায়ন-বিদ্যায় ডাক্তর প্রীষ্টলীর যতাক সিদ্ধ পটুতা ছিল; তাহার ধর্ম্মশাস্ত্রচর্চা অস্বাভাবিক। এক অক্সিজেন বা অক্সিজেনের আবিষ্কারেই, যতদিন মনুষ্য বাসজীবী [illegible] কর্ম করিবে, ততদিন তাঁহার যশ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু তিনি যে সমস্তি ধর্ম্ম-বিষয়ক বাদানুবাদ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল চিরকাল অত্যুগ্র মানসিক অপাকের উদাহরণস্থলে বিদ্যমান থাকিবে। কিন্তু এই অদ্ভুত পুরুষ যে ভুল করিয়াছিলেন সেই ভুল নিয়তই চলিতেছে। বিজ্ঞান বিষয়ে যাহাদের প্রতিভা আছে, তাহারা হয় ত প্রাণপণ শক্তিতে কাব্য নাটক লিখিতেছে, তাহারা যে কক্ষাভ্রষ্ট হইয়া চলিতেছে তাহা বুঝিতেও পারে না। যাহাদের বুদ্ধি-শক্তি সাহিত্য চর্চার উপযোগী তাহারা অদ্ভুত ঝোঁকের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার পথ ছাড়িয়া অপথে গিয়া স্বশক্তির বহির্ভূত বস্তুর পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। চিন্তাচক্রের প্রত্যেক রেখাতেই ঐ ভুল। তাই দেখ প্রচলিত সাহিত্যে মানসিক অপাকের ভূরি ভূরি চিহ্ন। সকলে যদি "আপন চরকায় তেল দেয়" তো এই কিম্ভূত কিমাকার দৃশ্য থাকে না।

সেই সকল স্থলেই মানসিক দুষ্পরিপাকের সর্ব্বাপেক্ষা বিষময় ফল প্রত্যক্ষ হয়, যেখানে চিত্তবলের হীনতার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও সামাজিক তারতম্যবোধ নষ্টপ্রায় হইয়া পড়ে। কারণ, শুনিতে অদ্ভুত হইলেও, ফলতঃ এই প্রকার রোগ প্রাচীনরূপে পরিণত হইয়া থাকে, এবং তখন [illegible] চিত্ত ভ্রষ্ট হজম করিবার অক্ষমতা ব্যতীত [illegible] ভক্ষ্যের উপর বহু অরুচি জন্মিয়া [illegible], এবং এমন কতকগুলি রোগ-লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়, যদ্বারা পার্শ্বস্থ লোক পর্য্যন্ত [illegible] ও জ্বালাতন হইয়া উঠে।

ইতানীন্তন কবি [illegible] [illegible] খিট্‌খিটে লোক [illegible] [illegible] শীল শাস্ত্রব্যবসা[illegible] [illegible] কিয়ৎপরিমাণে ভেদ্রয়; কিন্তু ইহার একটা সীমা আছে, তদতিরিক্ত খিট্‌খিটেমি হইলে সেটা মানসিক রোগ লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। যতক্ষণ মন স্বচ্ছন্দে কার্য্য করে, তা মন্দ গতিতেই হ'ক আর শীঘ্রগতিতেই হ'ক, ততক্ষণ ধাক্কা বা বেগ লাগে না। মস্তিষ্ক এলাইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু উচিত খোরাক ও মাঝে মাঝে বিশ্রাম পাইলে উহা আবার সামলাইয়া উঠে। উহা প্রত্যাশাতীত কাজ দিতে পারে, অন্যে কি, তদধিকারীই ঠাহর পাইবেন না সে কত কর্ম্ম করিয়াছে। কারণ প্রকৃতির বিরাটশক্তিগুলির ন্যায় উহা নিঃশব্দে ও নির্ব্বাটে আপন কর্ম্ম সমাধা করে। কিন্তু যখন দেখিবে কোন লোক বিরক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, কাজ বেশি হইয়াছে বলিয়া বলে, বা ভাবে, অধিক খাটনি বলিয়া বেজার হয়, আত্মকর্ম্ম বৃহৎ বা বহুগুণ করিয়া দেখে, এবং মনে করে সকলের ভাবনা ও দায়িত্ব তাহারই ঘাড়ে চাপিয়াছে, তখন জানিবে তাহাকে বিষম (হয় ত অসাধ্য) অপাক রোগ ধরিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী ভট্টাচার্য্য।

প্রতাপসিংহ।

(চতুর্থখণ্ড, ১৭২ পৃষ্ঠার পর।)

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভাবী ভূপতি।

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে সাহজাদা সেলিমের যে চিত্র দেখিয়াছি, সর্ব্বত্র তিনি সেরূপ সুচারু বর্ণে চিত্রিত [illegible]। তাঁহার চরিত্রের দুই ভাব। এক ভাব দেখিলে, তিনি স্বর্গের দেবতা; এক ভাব দেখিলে, তিনি নরকের প্রেত। এক ভাব দেখিলে, তিনি পূজা ও ভক্তির সামগ্রী; আর এক ভাব দেখিলে, তিনি ঘৃণা ও অরুচির বিষয়। তাঁহার হৃদয়ে যেমন অতি মহৎ, অপার্থিব মনোবৃত্তি সমস্ত নিহিত ছিল, তেমনি তথায় অতি জঘন্য ইন্দ্রিয়পরতা, [illegible] ও নীচতা বাস করিত। তাঁহার কত কার্য্যে অতুল তেজস্বিনী বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত, আবার তাঁহারই কত কার্য্যে দারুণ হিতাহিতবোধবিহীনতা প্রকাশ পাইত। তিনি যখন দরবারে বসিতেন, তখন আবুল ফজেলের ন্যায় বুদ্ধিমান ও মানসিংহের ন্যায় সাহসী বলিয়া বোধ হইত; আবার তিনি যখন বিলাসগৃহে বসিতেন, তখন তাঁহার নীচতা ও অদূরদর্শিতার পরাকাষ্ঠা দেখা যাইত। তিনি যখন রাজকার্য্যের মন্ত্রণায় নিযুক্ত থাকিতেন, তখন সময়ে সময়ে চতুর-চূড়ামণি আকবরও মনে মনে তাঁহার নিকট হারি মানিতেন; আবার তিনি যখন

প্রকৃতি, তোষামোদী পারিষদগণে পরিবৃত থাকিতেন, তখন তাঁহাকে নির্ব্বোধের একশেষ বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু সমস্ত দোষ ও গুণ একত্রিত করিয়া তুলনা করিলে দেখা যায় যে, সাহারজাদা সেলিমের চরিত্রে দোষের অপেক্ষা গুণের ভাগই অধিক। তাঁহার শান্ত-স্বভাব, তাঁহার মিষ্ট-ভাষা, তাঁহার সরলতা, তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাঁহার বুদ্ধি, তাঁহার লোকানুরাগিতা প্রভৃতি অসংখ্য সদ্‌গুণ একত্রিত করিয়া তুলায় আরোপ করিলে, গুণের দিক গুরুভার হেতু অবনত হইয়া পড়ে।

অতি সুসজ্জিত মর্ম্মর প্রস্তরের এক মনোহর প্রকোষ্ঠে সন্ধ্যার পর, সাহারজাদা সেলিম উপবিষ্ট আছেন। তোষামোদী, অসৎ-স্বভাব পারিষদগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে। চতুর্দ্দিকে অগণ্য স্ফটিক আলোকাধারে অগণ্য আলোকমালা জ্বলিতেছে। অপূর্ব্ব গন্ধদ্রব্যের অপূর্ব্ব গন্ধে প্রকোষ্ঠ আমোদিত। দুইজন অপ্সরা সদৃশী রূপসী নর্ত্তকী, ভুবনমোহন পরিচ্ছদে ও ভূষণে আপনাদের পাপকায়া বিভূষিত করিয়া অঙ্গভঙ্গী সহকৃত নৃত্য ও গীত দ্বারা অনিয়মী, অদূরদর্শী যুবক শ্রোতৃবর্গের ইন্দ্রিয়-তৃষা বলবতী করিতেছে। আবেশভরে তাহাদের আয়তলোচন কখন যেন মুকুলিত হইয়া আসিতেছে, আবার কখন তাহা হইতে বাসনার তীব্র গরল বাহিরিয়া দর্শকগণকে বিচেতন করিতেছে; কখন তাহা হইতে প্রণয়ের অতি স্নিগ্ধ সুধা ক্ষরিত হইয়া সকলকে বিহ্বল করিতেছে এবং কখন বা তাহা হইতে কটাক্ষের তীক্ষ্ণ তাড়িৎ তাহাদের মর্ম্মভেদ করিতেছে। এই ঘোর মাদকতাতেও যুবকগণের তৃপ্তি নাই; সিরাজ হইতে সমানীত, স্বর্ণ-পান-পাত্রস্থ, উজ্জ্বল সুরা তাঁহাদের অস্থির বুদ্ধিকে আরও চঞ্চল ও আরও অপ্রকৃতিস্থ করিতেছে। সেলিম এইরূপ বিকৃত সংসর্গে বসিয়া অনবরত সুরাপান করিতেছেন এবং রূপোন্মত্ত ও মদোন্মত্ত হইয়া নিরত চীৎকার করিতেছেন।

কে বলে মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান জীব? মনুষ্য যদি বুদ্ধিমান তবে নির্ব্বোধ কে? আর কোন্ জন্তু স্বেচ্ছায় এরূপে নিজ পদে কুঠারাঘাত করে? আর কোন জন্তু মনুষ্যের ন্যায় নিরন্তর নিয়মাবহেলন করিয়া স্বাস্থ্য, সুখ ও আনন্দ বিধ্বংসিত করে? আর কোন্ প্রাণী ইচ্ছা পূর্ব্বক আপন আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত করিয়া অকালে কাল-সমুদ্রে ডুবিয়া যায়? মনুষ্যের ন্যায় ভ্রমপরায়ণ জীব আর কোথায় আছে? ফলতঃ এক পক্ষে মনুষ্যের কার্য্যবিশেষ দেখিয়া যেমন বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারা যায় না, তেমনি পক্ষান্তরে তাহাদের ভ্রান্তি দেখিয়া ইতর প্রাণিগণের যদি বুঝিবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে, তাহারাও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিত না। মনুষ্যের স্বাধীন বুদ্ধিই তাহাদের উন্নতি ও অবনতি উভয়েরই হেতু।

নর্ত্তকী নাচিতেছে এবং লীলা ও লালসাসূচক ভঙ্গীসহ গাহিতেছে। দুইটি গানের পর তাহারা তৃতীয় গান ধরিল;—

'পিও বঁধু মধু কমল কোমলে।
রহে না রস সদা ফুল শুকালে॥'

সেলিম চীৎকার স্বরে কহিলেন,—

'কিহু কিহু। বহুত আচ্ছা। মদ'।

একজন তৎক্ষণাৎ একপাত্র সুরা দিল। সেলিম পান করিলেন। গায়িকা আবার গাইল;—

'থাকিতে সময়,
লুঠো রসময়,
জানত যৌবন ফিরে না গেলে॥'

সেই ভ্রান্তমতি যুবকগণ প্রশংসাসূচক ও সন্তোষজ্ঞাপক এতই শব্দ একসঙ্গে বলিল যে, তথায় একটা বিকট গোল পড়িয়া গেল। সেলিম তখন এই রমণীর বদন-শোভা দেখিতে দেখিতে এতই বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার হস্ত হইতে পান-পাত্র পড়িয়া গেল; তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না।

গায়িকা গাহিতে লাগিল,—

'এ ফুল নূতন,
রস-নিকেতন,
কি হইবে বঁধু শুধু রাখিলে॥'

আবার সেই বিকট চীৎকার ধ্বনি। সেলিম বলিলেন,—

'বটে তো। তা কি হয়? মদ।'

গায়িকা আবার গাইতে লাগিল,—

'কে আছ রসিক,
প্রেমের প্রেমিক,
লও এ রতন যতনে তুলে॥' *

তখন সেলিম,—'আমি, আমি—এই যে আমি আছি' বলিয়া টলিতে টলিতে উঠিলেন এবং একজন গায়িকার হাত ধরিয়া বদন চুম্বন করিলেন। সকলে 'হো' 'হো' শব্দে হাসিয়া উঠিল। সেলিম চৈতন্যশূন্য—হিতাহিত-বোধ-রহিত। একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিল,—

'বাদসাহ বাহাদুর ও মহারাজ মানসিংহ সাহারজাদাকে স্মরণ করিতেছেন।'

সেলিম রমণীর হাত ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু অবলম্বনহীন হইয়া শরীর স্থির রাখিতে পারিলেন না—তথায় পড়িয়া গেলেন। সহচরেরা একে একে প্রস্থান করিল। সেলিম বলিলেন,—

'আঃ! দিবারাত্র স্মরণ করিলে আর পারা যায় না। বল গিয়া, আমি এখন যাইতে পারিব না।'

আবার বলিলেন,—

'না না না—বল গিয়া আমি যাইতেছি। তুমি যাও আমি যাইতেছি।'

দুইবার তিনবার সাহারজাদা উঠিবার নিমিত্ত প্রযত্ন করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অগত্যা ভারতের ভাবী ভূপতি সুরাপহৃতচেতন হইয়া অসত্য চিন্তা ও অশ্লীল অনুধ্যান করিতে করিতে সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রাজরাজমোহিনী।

আগরা নগরের যমুনা তীরস্থ একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে দুইটি যুবতী বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। যে যুবতী অদ্বিতীয়া সুন্দরী, যাঁহার লাবণ্যে গৃহ উজ্জ্বল, যাঁহাকে দর্শনমাত্র দেবী বিবেচ-

---

* এই গীত রাগিণী ঝিঁঝিট ও তাল দাদরায় সমাবিষ্ট। 'নিঁদিয়া সে জাইহো মোরে মাহারিয়া' ইত্যাদি প্রচলিত হিন্দী গানের অনুরূপ।

নায় মোহিত ও চমকিত হইতে হয় এবং যাঁহার বর্ণ, গঠন, শিক্ষা, কমনীয়তা, ভঙ্গী সকলই অমানুষী, অপার্থিব সেই সুন্দরী মেহেরউন্নিসা *। অপরা তাঁহারই সহচরী-আমিনী। মেহেরউন্নিসার বয়স ষোড়শ বর্ষের অধিক নহে। যাঁহার সৌন্দর্য্য ও শিক্ষা ভুবনবিখ্যাত, আমরা সেই রমণীকুল ললামভূতা তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া হাস্তাস্পদ হইব না। প্রবাদ আছে বিশ্বপতি কোন বস্তুই দোষশূন্য করেন নাই। পদ্ম ও গোলাবে কণ্টক আছে; ময়ূরের পদ দেহের অযোগ্য। কিন্তু মেহেরউন্নিসা সেই প্রবাদের ব্যাবৃত্তিস্থল। তাঁহার দেহে, স্বভাবে, কার্য্যে কিছুতেই দোষের সংস্পর্শ দেখা যায় না।

রাজরাজমোহিনী মেহেরউন্নিসার সকল কার্যই সুরুচির পরিচায়ক। তাঁহার পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা প্রভৃতি তাঁহার সংরুচির সাক্ষ্য দিতেছে। মেহেরউন্নিসার পিতা ধনবান নহেন সুতরাং গৃহের শোভা সম্বিধানার্থ মহামূল্য দ্রব্য সমস্ত ক্রয় করা তাঁহার সাধ্যাতীত। কিন্তু যাঁহার গৃহে মেহেরউন্নিসার জন্ম, তাঁহার অন্য শোভার প্রয়োজন? মেহেরউন্নিসা সামান্য সামান্য দ্রব্যে গৃহ, দ্বার, ভবনসংলগ্ন ক্ষুদ্র উদ্যান প্রভৃতি এমনি সুশৃঙ্খল ও সজ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছেন যে, দর্শনমাত্র তাহা চিত্ত ... করে। মেহেরউন্নিসার পরিচ্ছদ মূল্যবান না হইলেও তাহা এমনি সুরুচিসঙ্গত ও পরিষ্কার ও তাহা এমনি দেহ আবরণ করিয়া আছে যে, তাহা মহামূল্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। মেহেরউন্নিসা সহচরীকে বলিতেছেন,—

'আমিনি! তুমি কি আমাকে এতই অসার, অপদার্থ বিবেচনা কর? তুমি কি ভাব আমার হৃদয় এতই জঘন্য? প্রণয়বৃত্তি মনুষ্য হৃদয়ের উচ্চতার পবিত্র নিদর্শন। সেই পবিত্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আমি কি পাশব বৃত্তির অনুসরণ করিব?'

আমিনী একটু চিন্তার পর কহিল,—

'মেহেরউন্নিসে! ভাবিয়া দেখ তুমি কি হইবে। ধন বল, সম্পত্তি বল, পদ বল, প্রভুত্ব বল সংসারে মনুষ্যজীবনের যাহা কিছু প্রার্থনীয় সাহারজাদা সেলিমের তাহার কিছুরই অপ্রতুল নাই। সেই সমস্ত দুর্লভ সুখের অংশিনী হওয়া কি সামান্য ভাগ্যের কথা? মেহেরউন্নিসা তুমি ভাবিয়া দেখ।'

মেহেরউন্নিসা বিষাদব্যঞ্জক হাস্য করিয়া কহিলেন,—

'আমিনি! আমি তোমার জীবনের প্রধান প্রার্থনীয় সুখের সহিত আমার হৃদয়ের অতুল সুখের বিনিময় করিতে ইচ্ছা করি না। একমাত্র অমূল্য নিধি প্রেম আমার প্রার্থনীয়। যদি তাহা পাই তাহা হইলে দারিদ্র্যও আমি ... করি।'

আমিনী বলিল,—

'তুমি যাহা চাও, তাহাই ...ন না

---

* কোন কোন ইতিহাসে গিয়াসুদ্দীন তনয়ার অমীরুন্নিসা এই নাম লিখিত আছে। যে সুন্দরী কালে নূরজাহান নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনা সকলের বিবরণ বোধ করি কাহারও অবিদিত নাই।

[illegible]জাদা সেলিম বাহাদুর তো-[illegible] সহিত ভাল বাসেন। তুমি [illegible] নাই, তিনি তোমার নিমিত্ত উন্মাদপ্রায় হইয়াছেন।'

মেহেরউন্নিসা একটু লজ্জিতা হইলেন। বলিলেন,—

'আমিও যে সেলিম বাহাদুরের রূপের প্রশংসা অথবা তাঁহার অত্যুন্নত পদের প্রতিষ্ঠা করি না, এমন নহে। প্রত্যুত তাঁহার ন্যায় সুন্দর পুরুষ আমি আর দেখি নাই।'

মেহেরউন্নিসার চিত্ত একটু ভাবান্তরিত হইল; তিনি ক্ষণেক নীরব হইলেন। আবার কহিলেন,—

'কিন্তু তিনি আমাকে ভাল বাসেন না। তাঁহার হৃদয়ে এখন ভালবাসা নাই। তবে কখন যে তাঁহার হৃদয়ে ভালবাসা জন্মিতে পারে না, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি আমার নিমিত্ত উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন—একথা অসম্ভব নয়। কিন্তু সে উন্মত্ততা স্বতন্ত্র কারণে জন্মিয়াছে, তুমি তাহা বুঝিতে পার নাই। স্বর্গীয় প্রণয় সে মত্ততার কারণ নহে—ঘৃণিত ভোগানুরক্তি ও লিপ্সা তাহার হেতু। আমিনি! জগতে যে কিছু কষ্ট আছে, আমি তাহা হাসিতে হাসিতে সহ্য করিতে পারি, তথাপি আমি স্বর্গীয় সুখ সম্বেষ্টিত হইয়াও কাহারও জঘন্য মনোবৃত্তি সংসাধনের পাত্র হইয়া থাকিতে পারি না। সুতরাং সাহাজাদার প্রস্তাব আমার অরুচিকর। আমিনী আবার কহিল,—

'[illegible] না—সাহাজাদা তো-[illegible]বেন। বিবাহিতা স্ত্রীকে [illegible] না, ইহা কি সম্ভব? আর দেখ সেলিম ভবিষ্যতে বাদশাহ হইবেন। তিনি বাদশাহ হইলে মনে কর তখন তোমার কত সুখ হইবে।'

মেহেরউন্নিসা বলিলেন,—

'সেলিম যে ভবিষ্যতে বাদসাহ হইবেন, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তাঁহার ন্যায় রূপবান ও অত্যুন্নত ব্যক্তির ভার্য্যা হইতে কে না ইচ্ছা করে? তাঁহার সহধর্ম্মিণী হওয়া আমি আনন্দের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু যখন মনে হয় যে, সেলিম কেবল রূপভোগ বাসনায় আমার [illegible]মিত্ত উন্মত্ত হইয়াছেন, তখনই আমার চৈতন্য হয়; তখনি ভাবি যদি মন না পাইলাম তবে সিংহাসন, ধন, সম্পত্তি কিসের জন্য? তখন আমি স্থির করি যে, জীবন যায় সেও স্বীকার, তথাপি আমি পদ গৌরবে বিমোহিত হইয়া সেলিমের নিকট দেহ বিক্রয় করিব না।'

সুন্দরী নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলেন,—

'সেলিম আমাকে বিবাহ করিবেন সত্য কিন্তু বিবাহ করিলেই যে ভালবাসিতে হয়, ইহা [illegible]দিগের শাস্ত্রে লেখে না—[illegible]ষোর কোন সমাজেই এরূপ বাধ্যবাধকতা নাই। আর দেখ, পিতা শের আফগানের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। যখন যে সম্বন্ধ স্থির হয়, তখন আমিও তাহাতে সম্মতি দিয়াছি। সুতরাং আমি ধর্ম্মতঃ তাঁহারই পত্নী হইয়াছি। অধুনা আমি যদি অন্য [illegible], তাহা হইলে পিতাকে অপমানিত করা হয়, আমাকে ধর্ম্মে পতিতা হইতে হয় এবং [illegible] শেরের মনঃক্ষু[illegible]

কহা হয়? অথচ আমার বিশেষ লাভ কিছুই নাই, বরং আমাকে স্বর্ণপিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিণীর ন্যায় যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে হইবে। যে কার্য্যে এত অনর্থপাতের সম্ভাবনা সেরূপ গর্হিত কার্য্য কেন করিব? আরও বিবেচনা কর শের সেলিমের ন্যায় অত্যুন্নত পদশালী নহেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সেলিমের অপেক্ষা বিস্তর গুণ আছে। তিনি বিজয়ী, নম্র, শান্ত-স্বভাব, মিতাচারী, প্রেমিক, বীর ও কর্ম্মঠ। সেলিমের এ সকল গুণ কখন না হইতে পারে এমন নয়, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার তাহা নাই। তবে বিধাতা তাঁহাকে যে অত্যুচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও তাঁহাকে যে অতুলনীয় রূপরাশি প্রদান করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই নারীহৃদয়ে লোভ উদ্দীপক। আমার হৃদয়ে সে সমস্তের লোভ হয় না, এমন নহে। কিন্তু আমি সে লোভ দমন করিতে জানি; আমি ভাল মন্দ চিনিতে পারি। আমার হৃদয় এত অসার নহে যে, আমি পবিত্র সুখের সহিত, অপবিত্র সুখের বিনিময় করিব; স্বর্গীয় আনন্দের সহিত [illegible] পরিবর্ত্তন করিব এবং কাঞ্চনমূল্যে [illegible] করিব।'

আমিনী কহিল,—

'পুত্রের বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য হয়ত বাদশাহ আকবর তোমার পিতার নিকট অনুরোধ করিবেন। [illegible] আদেশ তিনি কখনই অনাথা [illegible] পারিবেন না। তখন তুমি কি করিবে?'

মেহেরউন্নিসা চারুমুখে একটু হাসিয়া বলিলেন,—

'সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত [illegible]। আকবরের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, বাগদত্তা কন্যার অন্যত্র বিবাহ দিতে বলিবেন, ইহা অসম্ভব। [illegible] পিতাও যে [illegible] ভঙ্গ করিয়া আমার অন্যত্র বিবাহ [illegible] তাহাও বোধ হয় না।'

আমিনী আবার কহিল,—

'তোমার অপেক্ষা কাহারও অধিক বুদ্ধি নাই। আপনার ভাল মন্দ তুমি যেমন বুঝিবে, এমন কে বুঝিবে? কিন্তু দেখিও, ভাই, পরিণামে যেন আর মনঃপীড়া না পাইতে হয়।'

মেহেরউন্নিসা সুগোল নবনীতবিনিন্দিত কমনীয় ভুজবল্লী উত্তোলিত করিলেন এবং প্রেমাশ্রুপূর্ণ সফরী সদৃশ নয়নে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—

'সকলই তাঁহার ইচ্ছা!'

আমিনী কার্য্যান্তর ব্যপদেশে চলিয়া গেল। ইতিহাস-প্রথিতা, রূপবিখ্যাতা সুন্দরী মেহেরউন্নিসা সেই স্থানে বসিয়া স্বীয় ভবিষ্যৎ ভাবনায় ভাবিনী হইলেন।

সূর্য্যমণি।

১

গগণ প্রাঙ্গণে রজতের থালা
কে লয়ে পলায় ? ভাবিয়ে আকুলা
উষা বিনোদিনী প্র[illegible]তির বালা
চারিদিকে চ[illegible]
বিনা সূত্রে গাঁথা তরল-আকার
শিশিরের হার গলে ছিল তার
ছড়ায়ে পড়িল হায়!

২

শিশির-মুকুতা তরুলতা সবে
লুকাইয়ে রাখে সুঘন পল্লবে,
[illegible]ড়ায় উরসে মাথায় আদরে
কুসুম সুন্দরী ;
সুখের প্রভাতে নবীন-যৌবনী
চারু সূর্য্যমণি পেয়ে সেই মণি
ধরিল কি শোভা মরি !

৩

প্রকৃতি-সোহাগে রঞ্জিত অধর
সরমে হইল আরো গাঢ়তর,
কাঁপায়ে কুন্তল সে হিম-বাদর
ফেলিল ধরায় ;
অন্তরের আশা ঘুচিল অমনি—
সতী সূর্য্যমণি হাসিল আপনি
জগতে হাসাল হায় !

৪

তোমারি মত ফুল অথনি উপরি,
ফুটিয়া [illegible]ণ কত নর নারী
ধরম-[illegible]ঠেয়ে [illegible]হরি,
কুটি[illegible]লায় ;
বিজয়-আমোদে হাসে নর নারী,
পুণ্যের লহরি সে হাসি-মাধুরী
জগতে শিখায়ে যায় !

[illegible]

নবীন গগনে নবীন ত[illegible]ন
মুখে নব হাসি—নবীন কিরণ,
নবীনতাম্বর করি ত্রিভুবন
দেখা দিল আসি ;
হরষ মণি[illegible]মিল [illegible],
মোহি সে আদরে তরল অধরে
বালার ধরে না হাসি !

[illegible]

সুখদ প্রভা[illegible] যৌবনে
প্রণয় কি ধন জানেও না জানে,
সরল [illegible]তে তরুণ তপনে
উপহার দিল,
একমা[illegible]হা ছিল তার
দিল [illegible] সকল হিয়ার
ভালবাসা অমাবিল !

৭

হায় সূর্য্যমণি, হায় সরলতা,
নারীর নির্ভর, নরের শঠতা
সূর্য্যমুখী হেরি এখনি সবিতা
ভুলিবে তোমায় ;
আঁধার-ছায়ার পড়ে রবে হায়,
দেখিবে না হায় দেখেও তোমায়,
সঙ্গিনী বাসিবে তায়।

...সূর্য্যমণি,
...মণি,
তাবর (ও) ... অন্ধকারমণি
জীবন-ব্যোমেতে,
ক্ষণকাল তরে ... তরে;
ঢাকেরে অধরে আসিয়ে সত্বরে
নিন্দা-মেঘ কোথা হ'তে।

তোর দশা যথা চারু-সূর্য্যমণি,
তোর দশা যথা সরলা রমণি,
গুণী যেই জন, তার (ও) একাহিনী
এ ... জগতে,
কেহ নাহি দেখে, এক পাশে থাকে,
আপন ... আপনি ... রাখে,
শুক্তি যথা মুকুতাকে!

১২

তোর দশা যথা ... মণি,
কত ঘরে ঘরে চারু ... মণি
পুণ্য-কণ্ঠহার—চন্দন-লেপনী,
মাতৃকণ্ঠে দোলে;
দুই এক বার হাসিটি হাসিয়া,
মাতারে মোহিয়া পিতারে মোহিয়া,
শোয় কৃতান্তের কোলে।

১১

তোর দশা যথা চারু সূর্য্যমণি,
এ মরুভূমিতে সরসী-রূপিণী,
ধরার দেবতা, আনন্দের খণি,
বঙ্গের রমণী,
দুই এক দিন আদর লভিয়া,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সিন্দুর মুছিয়া
হয়রে অনাথ-প্রাণী।

তোর দশা কথা ... রি,
কত শত দেশ, নগর, নগরী
গৌরব-সাগরে ভরে যে গাগরি;
পায় সে সলিলে
এক কালিদাস অর্দ্ধ ভবভূতি;
পেয়েছে শুকতি হায়রে নিয়তি
ক্রমশঃ অতলে তোলে!

তোর দশা যথা ...নের মণি,
দুঃখ-বরপুত্র আমিও তেমনি,
পোহায়ে গিয়াছে সুখের রজনী
দুঃখের বিলাপে;
হয়েছে লেখনী দুঃখ-নির্ঝরিণী,
আনন্দ-প্রাবিহী ধরিতে লেখনী
এ অবশ কর কাঁপে!

১৪

কর না'ক রাগ, কুসুম সুন্দর,
তোর এ সুখের সুখের বাসর—
'বউ কথা কও' বসি শাখীপর
রঙ্গ করে কত;
ফুলবালা-দল ঢলে পড়ে হাসি,
উলু দেয় আসি তোমারে সম্ভাষি
বায়ু সদা রঙ্গে রত!

১৫

করি মুখ স্নান প্রভাত-শিশিরে,
পরি নব সাটী সহাস অন্তরে,
মনোমত বর বরিয়া রবিরে,
পুরিল গো সাধ;
মেঘ মুক্ত থাকে গগণের ছবি,
সুধা মুখ ছবি নেহারে গো রবি,
কবি করে আশীর্ব্বাদ। (শ্রীফুলকবি)

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। 'নিশীথে শৈলেন্দ্র শিখরে। শ্রীঅমৃতলাল রায় চৌধুরী কর্তৃক প্রণীত।'—এই কাব্য সম্বন্ধে বিজ্ঞাপক লিখিয়াছেন যে, "ইহা একজন অল্প বয়স্ক যুবা কর্তৃক বিরচিত। সমাজ সংস্কার ইহার মূল উদ্দেশ্য। ইহার মতে বাঙ্গালিদিগের স্ত্রৈণতা তাহার প্রধান প্রতিবন্ধক। এই নিমিত্ত ইনি রূপকচ্ছলে বাঙ্গালিদিগের স্ত্রীপরায়ণতার প্রতি বিদ্বেষ জন্মাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন।" এই উদ্দেশ্য মহান্, কিন্তু কবিতা উদ্দেশ্যের অনুযায়ী হয় নাই। রচনা অনেক স্থলেই নীরস ও কর্কশ।

২। মানস কুসুম। প্রথম খণ্ড। বাঙ্গালা শিশুবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীপ্যারীমোহন দাস কর্তৃক প্রণীত।"—এই গ্রন্থখানি বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের জন্যই লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যদি ইহাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার যত্ন নিষ্ফল হইয়াছে। তিনি ভ্রমরের প্রতি সম্বোধনে লিখিয়াছেন,—

"জানি জানি ওহে, তোমার কি দোষ,
প্রেমিক রসিক রায়,
চির কাল যার শঠতা অভ্যাস,
ছাড়িতে পারে কি তায়?
হাসি হাসি আসি, বসহে কমলে,
প্রথম মিলন কালে;
মধুমাখা কথা, কহিয়ে তখন,
ভাসাও সুখের জলে।
'আর না যাইব, তোমা সব ছাড়ি,
বলহে এমনি ছলে,
আপনা পাসরি, নলিনী তখন,
প্রেমের আবেশে গলে।
* * *
মনে করে তারা, বুঝিবা ভ্রমরা,
অভ্যাসের বশ হয়ে,
গিয়াছিল কোন কণ্টকিত ফুলে,
মধু পানের আশায়।" ইত্যাদি

গ্রন্থকার বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বিদ্যালয়ের নিয়মাদি তিনি যেরূপ জানেন, আমাদিগের সেরূপ জানা সম্ভবপর নহে, শিক্ষক আপনার ছাত্রদিগকে এইরূপ কবিতার ভাবার্থ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে সমর্থ হন, কি না, তিনিই তাহার বিচার করুন। তাঁহার অন্যান্য কবিতাতেও এইরূপ প্রেমের কথা, বিরহের কথা, উচাটন মনের কথা এবং মন চুরির কথা আছে। গ্রন্থকারের নিন্দা করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে; কিন্তু তিনি এই সকল কদর্য্য অবাচ্য উচ্ছিষ্ট বিষয় লইয়া অকারণ কেন কবিতা লিখিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছি।

অমৃত।

"অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।"

"য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

মনুষ্যের প্রাণ অমৃতের জন্ত লালায়িত। চক্ষু এই বিশ্বসৃষ্টির সৌন্দর্য্যসমুদ্রের মধ্যে অমৃতের জন্ত সন্তরণ করিতেছে। শ্রুতি অমৃতেরই জন্য তৃষাকুল হইয়া, সজল-জলদের গম্ভীর নির্ঘোষ, বিহঙ্গের কূজন, বীণার ঝঙ্কার এবং প্রিয়জনের প্রণয়মধুর প্রিয়সম্ভাষণ পান করিতেছে। কল্পনা ও বুদ্ধি ঐ একই তৃষ্ণারই অধীন হইয়া কখনও মস্তঃস্থ সৌরজগতে এবং কখনও নয়নের অতিসন্নিহিত জীবজগতে, কখনও সাগরে, কখনও পর্ব্বতে, বিচরণ করিতেছে। মনুষ্য জানে না,—মনুষ্য বুঝে না; কিন্তু মনুষ্যের প্রাণ, প্রাণের অভ্যন্তরীণ শক্তির মঙ্গলময় মধুর শাসনে, অজ্ঞাতসারে ও লুক্কায়িতভাবে অমৃতের জন্য অধীর। কেন না প্রাণের একমাত্র অবলম্ব অমৃত।

জ্ঞানে বড় সুখ। জ্ঞানের সাধক গ্রহণের কীটের মত লগ্ন রহিয়াছে, অথবা চক্ষুকে দূরবীক্ষণের সাহায্যে দূরতর দূরে প্রেরণ করিয়া, কিংবা অণুবীক্ষণের সাহায্যে নিকটতর নিকটে আনয়ন করিয়া, সাধারণবুদ্ধির অগম্য স্থলে প্রবেশ করিতেছে। শীতে তাঁহার শীত বোধ নাই, গ্রীষ্মে তাঁহার ... ... ও প্রকৃতির বহিঃর্যাও আপনার মত্ততায় আপনি প্রমত্ত। পৃথিবীর সম্পদ, পৃথিবীর সুবর্ণরাশি তাহার চিত্তকে চঞ্চল করে না। ধনীর ঘৃণা, গর্ব্বের অবজ্ঞা, মূর্খের অভিমান এবং মানীর নিষ্ঠুর দৃষ্টি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সে প্রকৃতির পরমারাধ্য পবিত্র মূর্ত্তির ধ্যানযোগে জীবন্মৃত। বিপ্লবের ঝঞ্ঝাবায়ু তাহা হইতে দূরে বহে,—সমাজযন্ত্রের আবর্ত্ত ও বিবর্ত্ত-নিবহ দুরন্ত সমুদ্রের ভয়াবহ আবর্ত্তের ন্যায় চিরদিনই তাহা হইতে দূরে রহে। সে সংসারে নির্লিপ্ত, ভোগবাসনা ও বিষয়তৃষ্ণার অস্পৃষ্ট ও অনধিগম্য। সে নিশ্চলমতি নিউটনের ন্যায় প্রকৃতির দুগ্ধপোষ্য ... তাহার জীবনের গতি জ্ঞানার্ণবে। ... জানে এই তৃষ্ণা ও আকাঙ্ক্ষা কেন?—না, জ্ঞানের অভ্যন্তরে অমৃত। জ্ঞানে যদি জ্ঞানামৃত না থাকিত, তাহা হইলে কবিকল্পনা জ্ঞানদাকে সরস্বতী বলিয়া আহ্বান করিত না,—এবং কি কবি, কি বৈজ্ঞানিক, কি দর্শনবেত্তা কি ঐতিহাসিক, কেহই পৃথিবীর ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া ... শক্তির আরাধনায় আত্মসমর্পণ ... হিত না। অনেক লোক জ্ঞানামৃত পান করিয়া অমৃত ভুলিয়া অধিক ... এবং

...মার স্নেহ লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া আপনার নীরস-নিষ্ঠুর চিন্তাজালে আপনি জড়িত হইয়া পড়ে। তাহারা দুর্ভাগ্য। যিনি জ্ঞানের প্রকৃত সাধক, তাঁহার পরমভোগ্য অমৃত।

জ্ঞানে আর প্রেমে সজাতীয়তা কিংবা সাদৃশ্য না থাকিলেও প্রেমে বড় সুখ। প্রেম কুসুমের মধু, প্রেম প্রতপ্ত মদিরা। এই নিখিল জগৎ ঐ মধু, ঐ মদিরার জন্য লালায়িত। অনন্তকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্তও ঐ মধু এবং ঐ মদিরা পান করিলে, তৃষ্ণা পূর্ণ হইবার নহে। বহ্নি যেমন আহুতি লাভে অধিকতর প্রজ্বলিত হয়, প্রাণ-নিহিত প্রেম-তৃষ্ণাও আহুতিলাভে সেইরূপ বাড়িতে থাকে ও জ্বলিয়া উঠে। উহার প্রবৃত্তি আছে, নিবৃত্তি নাই,—আদি আছে, অন্ত নাই, এবং আবাহন আছে, বিসর্জ্জন নাই। উহা বিশ্বব্যাপিনী,—জগন্ময়ী। যে, জীবনের কোন না কোন ক্ষণে, প্রেমের তৃষ্ণায় আকুল হয় নাই, সে জীবিত নহে। প্রেমে স্বর্গসুখের এই পূর্ব্বস্বাদ কেন?—না, উহাতে অমৃত আছে। জনক জননী যখন সন্তানের স্নেহে বিগলিত হইয়া সন্তানের নবোদগত জীবনে নবজীবন লাভ করেন, তখন তাঁহারা অনুভব করিতে পান যে, ঐ স্নেহ রূপান্তরে প্রেমামৃত। ভ্রাতা যখন ভ্রাতার কণ্ঠে নির্ভর করিয়া, এবং [illegible] যখন বন্ধুর অঙ্গে হেলিয়া পড়িয়া আপনার ক্ষীণদেহে আশাতীত সামর্থ্য লাভ করেন, তখন তাঁহারা অনুভব করেন যে, ঐ নির্ভরের ভাব রূপান্তরে প্রেমামৃত। আর, প্রীতিবদ্ধ দম্পতী, যখন নয়নে নয়ন মিশাইয়া, একে অন্যের নয়নে নিজ নিজ হৃদয়ের অবলো- মুখ আদর্শবিৎ দর্শন করেন, এবং প্রাণে প্রাণে সম্মিলিত হইয়া বিশ্বজনীন প্রাণ-মধুরের অমৃত-তরঙ্গে ভাসিতে থাকেন, তখন তাঁহারাও প্রত্যক্ষ বুঝিতে পান যে, ঐ আত্মবিনিময়ই অমল, অক্ষয় প্রেমামৃত। প্রেমে যদি অমৃত না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর অসংখ্য প্রাণ উহার জন্য অহর্নিশ আকুল রহিত না।

কিন্তু যেমন অনেকে, জ্ঞানের অন্বেষণে, বুদ্ধির বিপাকে পড়িয়া, অমৃতভ্রমে অস্থি চর্ব্বণ করে; সেইরূপ প্রেমের অন্বেষণেও অনেকে ততোধিক ভয়ঙ্কর বিপাকে বিভ্রান্ত হইয়া, অমৃত বলিয়া গরল পান করে। তাঁহারা হতভাগ্য। যিনি প্রেমের প্রকৃত সাধক, তাঁহার পিপাসা ও পরমা তৃপ্তি অমৃতে।

এই সংসারে জ্ঞানভ্রান্ত ও প্রেমভ্রান্তের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। জ্ঞানভ্রান্তের হৃদয় আশার শ্মশান;—ঘন-গভীর তিমিরাবৃত, নীরস, নীরব। সেখানে চক্ষু আছে, কিন্তু সে-চক্ষু কিছুই দেখিতে পায় না; কর্ণ আছে, কিন্তু সে কর্ণ কাহারও প্রাণপ্রদ সম্ভাষণে প্রীত কি অনুপ্রাণিত হয় না। যে দিকে চাও, সেই দিকেই দগ্ধ অস্থি, দগ্ধ কঙ্কাল, দগ্ধকঙ্কর-বাহি দগ্ধ সমীর। অহো কি ভয়ঙ্কর ভাব! হে অতীতসাক্ষি অভ্রভেদি পর্ব্বত! তুমি ঐ যে তোমার উন্নত মস্তকে তুষার-ভার বহন করিয়া এই চঞ্চলজগতে অচল রহিয়াছ,—বৃষ্টির মুষলধারে, বজ্রের মুহুর্মুহুঃ আঘাতে, এবং ঝটিকার ভীমাবর্ত্তে মুহূর্ত্তের তরেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পৃথিবীর পরিবর্ত্তপ্রবাহ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছ,—মনুষ্য বৃথাসুখের লালসায় [illegible] হইয়া

কিরূপে বিভূষিত হইতেছে, তাহা দেখিতেছ, বল তুমি কি জান? পর্ব্বত নিস্পন্দ, নীরব। হে উত্তালতরঙ্গময় গভীর সমুদ্র! তুমি ঐ যে তোমার দিগন্তপ্রসারিত বিশাল বক্ষে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া,—তরঙ্গের পৃষ্ঠে তরঙ্গ দোলাইয়া, তরঙ্গমালায় খেলিয়া খেলিয়া, কখনও অট্টহাস্যে হাসিতেছ, কখনও ক্ষিপ্তের মত নৃত্য করিতেছ,—কখনও আতঙ্কস্ফুরণে গর্জ্জিতেছ, কখনও ক্রোধস্ফুরণে ফুলিয়া উঠিতেছ, কখনও মনুষ্যের সুখ-দুঃখ, হর্ষবিষাদ একই গ্রাসে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছ,—কখনও আপনার অতলস্পর্শ গহ্বর হইতে অমূল্য রত্ন আনিয়া মনুষ্যের হস্তে তুলিয়া দিতেছ,—কখনও জীবের দুঃখে দ্রব হইয়া বিলাপ করিতেছ,—কখনও জীবহৃদয়ে অনন্তের আভা ফলাইতেছ, বল তুমি কি জান? সমুদ্র নিস্তব্ধ, নীরব। হে ফলোন্মুখ পাদপ, অয়ি ফুলময়ি লতিকে, হে চন্দ্র, হে সূর্য্য, হে অগণ্য নক্ষত্রনিচয়, বল তোমরা কি জান? এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড নিস্তব্ধ ও নীরব। এ ভাব বস্তুতঃই মনুষ্যপ্রাণের অসহনীয়। এই অমৃতময় সুন্দর জগতে হৃদয়ে এইরূপ অন্ধকারের ভার লইয়া, উদাসীন, অনাশ্রয় ও অবলম্বহীনের মত অবস্থান করা বস্তুতঃই নিতান্ত ক্লেশকর। কিন্তু যাঁহার জ্ঞাননেত্র অমৃতস্পর্শে উন্মীলিত হইয়াছে, পক্ষান্তরে তাঁহার কি শান্তি, তাঁহার কি সুখ! পর্ব্বত ও সমুদ্র যামিনীর নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে তাঁহার সহিত কথোপকথন করে, তরু লতা সমীরভরে দুলিয়া দুলিয়া তাঁহার হৃদয়কে আনন্দে দোলায়িত রাখে, সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি সৌন্দর্য্যের বিবিধ মূর্ত্তিতে তাঁহার চিত্তকে মোহিত করিয়া তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণারও তর্পণ করিতে রহে, এবং এই অনন্তজগৎ তাঁহার আত্মার অনন্তের আশা উদ্দীপন করিয়া তাঁহাকে উচ্চতর হইতে উচ্চতর সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়া তুলে।

প্রেমভ্রান্ত ততোধিক শোচনীয় [illegible] আপনার বিকৃত লালসার স্বয়ংসিদ্ধ বন্দী। সে আপনার চক্ষে আপনি ইচ্ছা করিয়া ধূলিক্ষেপ করে,—আপনার শ্রুতিকে আপনি যত্নসহকারে বধির করিয়া রাখে। সে কখনও বিষসর্পকে চন্দনলতা বলিয়া কণ্ঠহার করে, এবং পরিশেষে সর্পবিষে জর্জ্জরিত হইয়া অশ্রুপাত করিতে থাকে; —কখনও বা অসুর কি পিশাচের ক্রুরগতি কিংবা কদর্য্যমতি অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার মনুষ্যত্বকে আপনি বিনাশ করিয়া ফেলে। তখন যাহা স্বভাবতঃ ভাল, তাহাই তাহার নিকট মন্দ হয়; এবং যাহা স্বভাবতঃ মন্দ তাহাই তাহার নিকট ভাল লাগে। তখন সুলোকে, সৎকথায় ও সৎপ্রসঙ্গে তাহার বিরাগ জন্মে; এবং কুলোকে, কুকথায় এবং নিকৃষ্ট সংসর্গেই তাহার মন অনুরক্ত হয়। তখন সে আলোক ছাড়িয়া অন্ধকারে লুকাইতে পারিলেই সুখবোধ করে,—আপনার ভূত ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হইয়া বর্ত্তমান ক্ষণের পঙ্কিলমোহে নয়ন মুদিয়া ডুবিয়া থাকিতে পারিলেই তাহার ক্ষণিক তৃপ্তি জন্মে। সে তখন আপনাতে আপনি লজ্জিত, সতত বেষ্টিত, সতত শোকপূর্ণ;—আপনাতে আপনি দুর্দ্দমিত, তাহার অন্তরে দুর্ব্বহ দাহ, অথচ [illegible] তৃষ্ণা। তাহার বিবেক তখন [illegible] দীপশিখার ন্যায় নিস্

[illegible] আছে,—দেখি দেখি বলিয়াও দেখিতে পায় না;—তাহার হৃদয় তখন বিষাদময় দুঃখের বিষদংশনে অস্থির হইয়া ডুবু ডুবু হয়, উঠি উঠি বলিয়াও উঠিতে পারে না। তখন সর্ব্বত্রই তাহার অবিশ্বাস, এবং কৃত্রিম মাদকতা ও কৃত্রিম অভিমানেই তাহার আত্মার নির্ব্বাণ। এ অবস্থা যেমন ভয়াবহ, তেমনই বিপত্তিজনক। মনুষ্য যখন এই অবস্থায় আপতিত হইয়া পিপাসার ঘূর্ণপাকে বিঘূর্ণিত হয়, শত্রুকে মিত্র জ্ঞান করে, এবং মিত্রকে শত্রু জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে দূরে পলায়; আপনাকে আপনি এড়াইয়া থাকিতে চাহে, আপনাকে আপনি বঞ্চনা করিতে আরম্ভ করে,—আপনার সর্ব্বনাশ-সাধনে আপনি উন্মত্তের ন্যায় যত্নপরায়ণ হয়, তখন তাহাকে দেখিলে কাহার অন্তঃকরণ না ব্যথিত হয়? তরী নদীর স্রোতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে, কর্ণধার নাই;—তরুমূলে পতিত শুষ্কপত্র বাত্যাচক্রে বিক্ষিপ্ত হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া যাইতেছে,—স্থির গতি নাই। এ মূর্ত্তি দর্শনে কাহার চিত্ত না দুঃখভরে অবসন্ন হয়? কিন্তু যাঁহার প্রেম অমৃতস্পর্শে পবিত্র, অমৃতস্পর্শে শীতল, তাঁহার কি শান্তি, তাঁহার কি সুখ! এই সংসার তাঁহার নন্দনকানন, ইহার সর্ব্বত্রই পারিজাতশোভা, পারিজাত-সৌরভ এবং প্রীতির মন্দাকিনী। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা উদ্বেল হয়, কিন্তু কখনও অবিমল হয় না;—হৃদয় আনন্দের নিত্য নূতন উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়, কিন্তু কখনও অবসন্ন হয় না,—এবং চিত্ত [illegible] গগনের জ্যোৎস্নার মত সকল [illegible] চল চল রহে, কিন্তু কখনই অতৃপ্তি, অবসাদ ও মৃত্যুমুখে ঢলিয়া পড়ে না। যাহা নির্ম্মল তাহাতেই তাঁহার অনুরাগ;—এবং তাঁহার অনুরাগ অন্তরের উচ্চতম কামনার সহিত অভেদবন্ধনে জড়িত ও মিশ্রিত। তাঁহার মমতা বিবেকসম্মত এবং বিবেক মমতার সাহচর্য্য ও সহানুভূতিতে স্নেহাবনত। তাঁহার উৎসাহ বিষাদে অবসন্ন হয় না, আত্মার প্রসন্নকান্তি ক্রমশঃ পরিম্লান হইয়া নিভিয়া যায় না, এবং অন্তঃকরণ প্রীতি ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির চিরকলহে সজীব নিরয়ে পরিণতি পায় না। তিনি ধন্য, তিনি দেবতা, তিনি সৌভাগ্যবান্। মনুষ্যের মন এই জন্যই মনুষ্যকে অনুপ্রাণনার মাহেন্দ্রক্ষণে এই বলিয়া উপদেশ দেয় যে,—যদি জ্ঞানে ও প্রেমে কৃতার্থ হইতে চাও, তাহা হইলে অমৃতসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড় এবং অমৃতের তরঙ্গে মরালের মত ভাসিয়া ভাসিয়া অমৃতে বিলীন হও।

যাহারা ভাগ্যদোষে জন্মান্ধ অথবা বুদ্ধিদোষে কর্ম্মান্ধ,—স্মৃতি যাহাদিগের বৃশ্চিকদংশন এবং আশা যাহাদিগের অন্ধকার, তাহারা হয়ত বিস্ময়ের অপরিব্যক্ত মেঘে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে,—এই অমৃতসমুদ্র কোথায়? ইহা কি কবিকল্পনা, না প্রকৃত পদার্থ? ইহার অস্তিত্ব কি অনুভূত হইতে পারে? মনুষ্যের মন উচ্চতর আলোকে আলোকিত হইয়া এই প্রশ্নেরও উত্তর করিয়াছে, এবং ইতিহাসের প্রথম সৃষ্টি ও মানবহৃদয়ের প্রথম বিকাশ হইতেই বলিয়া আসিতেছে যে, এই অমৃতসমুদ্র অন্তরে [illegible] ও বাহিরে,—ইহারই অস্তিত্বে জগতের অস্তিত্ব,—ইহা হইতেই জগ-

[..] স্রোত, সামর্থ্য ও সুখ। আমরা [..] প্রত্যক্ষজগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এবং দ্রব ও ঘন পদার্থসমূহে যে সৌন্দর্য্যের এক রমণীয় আবরণ দেখি, তাহা কি?—না ঐ অমৃতসমুদ্রের অমৃততরঙ্গ। বিজ্ঞান এই বহিঃস্থ জগতের সমস্ত বস্তুতেই যে অদৃশ্য শক্তির আনন্দময়ী লীলা নিরীক্ষণ করিয়া আপনার ভাবে আপনি বিহ্বল হয়, তাহা কি? —না, ঐ অমৃতসমুদ্রের অমৃত-তরঙ্গ। এই বিশ্বব্যাপি প্রাণসমুদ্রে আশা ও উল্লাস এবং সুখ ও হর্ষের যে অনন্ত লহরী অনন্তরঙ্গিতে খেলিতেছে, তাহা কি?—না, ঐ অমৃতসমুদ্রের অমৃত-তরঙ্গ। আর, ভাবুকের হৃদয় ও প্রেমিকের প্রাণ, যে তরঙ্গে ভাসমান হইয়া, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করে, —জ্ঞানের অগম্যকে অন্তরে স্পর্শ করিয়া [..]য়, তাহা কি?—না, ঐ অমৃতসমুদ্রের অমৃত-তরঙ্গ। আমরা ঐ কিছুই দেখিতে পাই না, কিছুই বুঝিতে পাই না, ইহার এমন অর্থ নহে যে, ঐ অমৃতসমুদ্র দূরে রহিয়াছে। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, আমরা আপনারাই বিপাকবদ্ধ ও ভোগমুগ্ধ হইয়া আপনা হইতে দূরে পড়িয়াছি। কিন্তু আনাদিগের অন্তরের অন্তরতম প্রাণ [..] থাকি অমৃতের জন্য তৃষ্ণায় আকুল। যখন এই বিপাকের বন্ধন ছিন্ন হইবে এবং মোহের আচ্ছাদন তিরোহিত হইয়া যাইবে,—তখন সেই দূরস্থ অমৃতসমুদ্রকে আমরাও অন্তঃস্থ দেখিয়া জীবনের চরিতার্থতা লাভ করিব; এবং আনাদিগের প্রাণ, মন, আশা ও আকাঙ্ক্ষা অমৃতের স্রোতে ঢালিয়া দিয়া অনন্তের দিকে প্রবাহিত হইব।

পরশুরামের শোণিততর্পণ।

সাগরের যেন নীল জলরাশি,
বিভেদ করিয়ে উঠিছে প্রকাশি,
রতনের চারু সুবিমল হাসি,
তেমনি উঠিছে উষা।
প্রভাতী মঙ্গল পাখীরা গাইল
প্রকৃতি বিবিধ কুসুমে পূজিল
তরুণ অরুণ পরাইয়া দিল
কিরণ কিরীট ভূষা। (১)

নিরিল তারকা রূপের প্রভায়,—
হীরকের ফুল, গগনের গায়—
মুকুল মঞ্জরী তরুর শাখায়
হাসিছে কুসুম দলে;
ভাই বোন যেন গলাগলি করি
নববধূ উষা-রূপের মাধুরী
দেখিছে, নবীন পল্লব উপরি
বসিয়ে সরল মনে। (২)

আকাশের গায় জলদের দল,—
সহস্র সহস্র সোণার অচল,—
ভূষণে সাজিয়ে হইয়ে উজ্জ্বল
হিমালয় পুরে যায়।
যেন গিরিজার হইবে বিবাহ,
আনন্দে ছুটিছে জলদ প্রবাহ,
বুঝিবা আজিই সে শুভ পুণ্যাহ,
পুলকে পাগল প্রায়। (৩)

কিংবা চিরশত্রু বাসবের সনে,
যুঝিবারে যেন গগন প্রাঙ্গণে

[illegible] প্রসরণে
[illegible] চঞ্চল গতি;
ক্রোধে রক্তাকার দেহের বরণ
গরবে ধরণী ছোঁয় না চরণ
প্রাণে উত্তেজনা বৈরনির্য্যাতন
বধিতে অনয়াপতি। (৪)

ফুটিছে সরসে কমলের দল
ছুটিছে পুলকে ভ্রমর সকল
লুটিছে সমীর নব পরিমল
আবেশে অবশ কায়।
কখন কমল কুমুদ ছাড়িয়া
বেল, যুঁই, জাতি, কামিনী লইয়া
পড়িতেছে যেন ঢলিয়া ঢলিয়া
ইহার উহার গায়! (৫)

অদূরে হিমাদ্রি,—ভারত প্রাচীর
অনন্ত, আয়ত, মূরতি গভীর
চেয়ে আছে যেন তুলি ঊর্দ্ধশির
[illegible] ভূধর রাজ;
[illegible] চাহিতে নিম্ন ধরাতলে
[illegible] গর্জ্জিয়া উছলে
[illegible] তরঙ্গ ছুটে [illegible]বেগে
ভীষণ ব্যাপার আজ! (৬)

প্রচণ্ড অনন্ত [illegible]
মহাজ্যোতির্ম্ময় বিরাট শরীর
[illegible] লইয়ে রুধির
[illegible] পাশে।
[illegible] দুলে শুভ্র উপবীত
[illegible] পৃথিবী স্তম্ভিত
[illegible] নভ [illegible]
সমীর না বহে ত্রাসে। (৭)

বামকক্ষতলে মহা তীক্ষ্ণ ধার
জিনি অষ্ট বজ্র ভীষণ কুঠার
সদ্যোহত শোণিত ঝরিছে তাহার
রক্তরাজ কলেবরে,
এ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, অনন্ত বিমানে,
উত্তরাভিমুখে চাহি ঊর্দ্ধপানে,
বেদমন্ত্রে পিতৃপুরুষে আহ্বানে
ভীষণ ভৈরব স্বরে। (৮)

কন্দরে কন্দরে হয় প্রতিধ্বনি,
আতঙ্কে হিমাদ্রি কাঁপিছে অমনি;
ভয়ে পশুকুল পরমাদ গণি
পশিছে বিজন বনে;
মত্ত ঐরাবত শুণ্ড ঊর্দ্ধ করি,
চমকি আতঙ্কে, মৃগেন্দ্র কেশরী
শার্দ্দূল, ভল্লুক, বানর বাবরী
দৌড়িছে একই সনে! (৯)

কাঁপে তরুলতা পল্লব মুকুল,
নীহার-নিষিক্ত কাঁপে ফল ফুল
নীরবে শাখায় কাঁপে পাখিকুল
আপনা পাসরি সবে,
গ্রহ নক্ষত্রাদি সহিত অম্বর
কাঁপিতেছে ঘন করি থর থর
তরঙ্গে তরঙ্গে ভাঙ্গিছে সাগর
সে মহাভীষণ রবে। (১০)

হে ঋচীক আদি পিতৃদেবগণ!
নিঃক্ষত্রিয় করি একবিংশ বার
সমস্ত ভারত,—সমস্ত সংসার,
প্রতপ্ত উজ্জ্বল শোণিত তাহার
লয়েছি অঞ্জলি ভরি;
আমি যামদগ্ন্য—ক্ষত্রিয় অন্তক
সৃজিয়াছি এই সমন্ত পঞ্চক
ক্ষত্রিয় শোণিতে,—রক্তসরোবর,—
এসো হে তর্পণ করি। (১১)

এসে পিতৃদেব দেখ একবার,

আমি ভৃগুরাম সন্তান তোমার
তব শত্রুকুল করেছি সংহার
নাহি আর একজন ;
দেখিয়ে করহ নয়ন সার্থক
শত্রুরক্ত পূর্ণ সমস্ত পঞ্চক
আমি তব পুত্র শত্রুসংহারক
তুষিব তোমার মন। (১২)

হে পিতঃ! তোমার তুষিবারে মন
মাতৃহত্যাপাপ করেছি ভীষণ,
বধিয়াছি চারি ভ্রাতার জীবন
ভীষণ কুঠার ধরি।
সে বজ্র কুঠারে দেখ আর বার
তব শত্রুকুল করিয়ে সংহার
সেই অনুগত সন্তান তোমার
শোণিত তর্পণ করি। (১৩)

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা নাহি ছিল জ্ঞান,
ছয় ঋতু ছিল একই সমান,
গভীর নিশীথ, কিম্বা দিনমান,
হিম, রৌদ্র, বৃষ্টিধার,
সুখ, দুঃখ কিছু ভাবি নাই মনে
একটু মমতা ছিল না জীবনে,
বধিয়াছি শত্রু যুঝি প্রাণপণে
একেশ্বর অনিবার! (১৪)

এই দেখ বুকে কত শরাঘাত
শত ছিদ্র দেহ দেখহ সাক্ষাৎ,
অজস্র ধারায় হয় রক্তপাত
[illegible] নাহি [illegible]
অগ্নিময় গোলা,—আগ্নেয়াস্ত্র কত
এই বক্ষ মাঝে বর্ষিত নিয়ত
তথাপি উদ্যম হয় নাই হত,
হইনি পশ্চাৎ-পাদ! (১৫)

বিজন-গহনে, ভীষণ প্রান্তরে
উপত্যকা [illegible], পর্বত [illegible]
কত জনপদে, নগরে [illegible]
নদী সরোবর ধারে,
করিয়ে সহায় একই কুঠার
অগণ্য সংখ্যক এক একবার
তব শত্রুকুল করেছি সংহার
যেখানে পেয়েছি যারে। (১৬)

নিঃক্ষত্রিয় করি একবিংশবার
সমস্ত ভারত,—সমস্ত সংসার
প্রতপ্ত উজ্জ্বল শোণিত তাহার
এনেছি অঞ্জলি ভরি।
ওহে পিতৃদেব! তব আশীর্বাদে
পূর্ণ মনস্কাম [illegible] অবাধে
দেখ এসে পিতঃ! কত যে আহ্লাদে
শোণিত-তর্পণ করি। (১৭)

হৃদয়ের রক্তে, শিরায় শিরায়,
অস্থি মজ্জাগত সূক্ষ্ম কৈশিকায়,
স্নায়ু কেন্দ্রে কেন্দ্রে,—শাখা প্রশাখায়
ছুটিছে [illegible] বল।
এই দর্পে [illegible] আবার
তব শত্রুকুল [illegible] সংহার
শত্রুশূন্য ধরা—কি ভাবিব আর?
[illegible] (১৮)

কিন্তু যদি [illegible]
ত্রৈলোক্য [illegible]
জীবন ; [illegible]
[illegible]
হইবে [illegible]
কিংবা [illegible] সমরাঙ্গণে,
একলা [illegible] কেমনে,
[illegible] তুমুল বলী! (১৯)

নিঃক্ষত্রিয় করি একবিংশবার

[illegible], সমস্ত সংসার
[illegible] উজ্জ্বল শোণিত তাহার
[illegible] অগ্নি ভরি ;
ওহে পিতৃদেব তব আশীর্ব্বাদে
পূর্ণ মনস্কাম হয়েছি অবাধে
দেখ এসে পিতঃ কত যে আহ্লাদে
শোণিত তর্পণ করি।" (২০)

এই মহাশব্দ
ভূধরে কন্দরে হ'য়ে প্রতিধ্বনি
অনন্ত অম্বর বিদারি অমনি
কাঁপায়ে নক্ষত্র শুক্র সোম শনি
পৌঁছিল স্বর্গের দ্বারে ;
সপ্ত-সুরলোক-তোরণ অর্গল
এক এক করি খুলিল সকল
দেখে পিতৃগণ আনন্দে বিহ্বল
ভাসিলা সুখাশ্রু ধারে। (২১)

ছুটিলা বিমানে পিতৃদেবগণ
ভাতিল অম্বরে অমর কিরণ;
বাজিল স্বর্গীয় [illegible],
[illegible]
ভয় সঙ্কুচিতা [illegible], আবার
অভয় পাইয়া সুর করুণার
[illegible] পাইল, তাহারে
[illegible] (২২)

[illegible] শোভিল,
[illegible] চেয়ে দিল,
[illegible]

ঝরিতে লাগিল [illegible],
গতিরুদ্ধ সৌর [illegible]
[illegible]
গেল [illegible] (২৩)

নক্ষত্রে [illegible] রাখিয়া চরণ
নামিতে লাগিলা পিতৃদেবগণ
অনন্ত উজ্জ্বল প্রসন্ন বদন
আনন্দ অবশ প্রাণে ;
দেখি প্রতিমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিৎলার
বীর যামদগ্ন্য বীরত্ব আধার
কহিতে লাগিলা,—"সন্তান আমার"
চাহিয়া ভার্গব পানে। (২৪)

কহিতে লাগিলা, "সন্তান আমার
অনন্ত ক্ষত্রিয় করিয়া সংহার
দিয়ে প্রতিশোধ পিতৃবৈরিতার
শোণিতে তর্পণ করি ;
বলিতে হৃদয়ে কত যে আহ্লাদ
লভিয়াছ বৎস ! দেবের প্রসাদ
আমরাও এই করি আশীর্ব্বাদ
তোমার বীরত্ব স্মরি। (২৫)

"যে কোন জাতির অধীনতাবেশে
প্রেত অত্যাচার হৃদয়ে পরশে
নিরখিবে এই মহাতীর্থে এসে
সমস্ত পঞ্চক হৃদ,
সপ্তম স্বর্গের উপরে সংস্থিত
গন্ধর্ব্বচারণ-সুর নিসেবিত
সেই পুণ্য স্থান লভিবে নিশ্চিত
স্বাধীনতা মুক্তিপদ। (২৬)

"কিম্বা তব কীর্ত্তি নগরে নগরে
যে দেশে গাহিবে প্রতি ঘরে ঘরে
দিনান্তে, মাসান্তে, অথবা বৎসরে
একমনে একবার,
ধ্রুব সত্য এই,—দেবের প্রসাদ
ধ্রুব পিতৃগণ করি আশীর্ব্বাদ
ধ্রুব সত্য নিত্য অনন্ত আহ্লাদ
[illegible] নিবাস তার !" (২৭)

প্রতাপসিংহ।

(৭ম সংখ্যা, ৩৩৩ পৃষ্ঠার পর।)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হৃদয়ের বিনিময়।

চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমনি এক হৃদয় অপর হৃদয়কে আকর্ষণ করে। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে তাড়িতের শক্তিবিশেষ সহযোগে চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি জন্মে; চুম্বক বস্তুতঃ লৌহ বিশেষ। হৃদয়ের পক্ষেও তাহাই বটে। এ বিশ্বসংসারে হৃদয়ের ছড়াছড়ি আছে; কিন্তু কই কয়টা কয়টার দিকে ধাবিত হয়? কয়টা কয়টার জন্য মরে ও বাঁচে? কয়টা কয়টাকে হাঁসায় ও কাঁদায়? হায়! এ সংসারে কয় জন কয় জনের জন্য ভাবে? সকল হৃদয় যদি সকল হৃদয়ের দিকে যাইত, সকলে যদি সকলের জন্য ভাবিত,—তাহা হইলে এ সংসার স্বর্গ হইত—তাহা হইলে মনুষ্য দেবতা হইত—তাহা হইলে মানুষ হৃদয়ে হৃদয় ঢালিতে শিখিয়া সকল ক্লেশ, সকল জ্বালা নিবারণ করিতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় না—সকল হৃদয় সকল হৃদয়ের দিকে ধায় না। "এক হৃদয় নিঃসৃত প্রেমরূপ পবিত্র তাড়িত সংস্পর্শে যদি অপর হৃদয় আলোকিত হয়, [illegible] পরস্পর [illegible]

মানুষের হৃদয়ের গতি এইরূপ। ইহাকেই লোকে ভালবাসা, প্রণয়, মায়া, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি নানাবিধ প্রকারে ভেদকরে। বস্তুতঃ ইহসমস্তই একপ্রকার বৃত্তি—সকলই হৃদয়ের আকর্ষণ মাত্র। স্বার্থত্যাগ ইহার কার্য্য। এই স্বার্থত্যাগের অপেক্ষা পবিত্র মহৎ কার্য্য ক্ষুদ্র মানব আর করিতে পারে না। এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনে যিনি যত স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই তত অবিনশ্বর হইয়া যুগযুগান্তরে পরম্পরাগত মানববৃন্দের হৃদয়ে, দেবতার ন্যায় আরাধিত হইতেছেন। যে মহানুভাব দেশের স্বাধীনতার জন্য আপনার প্রাণ সমরক্ষেত্রে বলি দিয়াছেন; যিনি অজ্ঞ লোকের ভ্রম ভঙ্গনার্থ নিশ্বর শরীর পাত করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন; যিনি বিপন্ন মানবের বিপদ উদ্ধারার্থ আত্ম সুখ শান্তি বিস্মৃত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বার্থত্যাগের বীর। তাঁহাদের সকলেরই হৃদয় ব্যক্তি-সাধারণের দুঃখ ও দুরবস্থা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়াছে। এ জগৎ সেরূপ দেবতাদের নাম কখনও ভুলিবে না। যে এ জগতে স্বার্থত্যাগের মহিমা বুঝিতে না পারে, তাহার সহিত কথা [illegible] কহিও না। তাহার হৃদয় [illegible] [illegible] মনুষ্য নামের অযোগ্য।

স্থলেই আছে। যেখানে প্রেমিক তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র পাপীর কথায় বাহির হইয়া চন্দ্রের সুধা খাইতে ও কুসুমে শয়ন করিতে শিখিয়াছে, সেই খানে আছে। সেই প্রেমিক—যে কেন হউক না—তাহারা পূজনীয়। তাহাদের দ্বারা পাপ হয় না, কুকর্ম্ম তাহাদের চিত্তে আইসে না। এমন উদার প্রেম—নরনারী ইহার আশ্রয় হইলে ইহা লজ্জার কথা হইবে? ছিঃ ছিঃ!

আমরা সে দিন যখন রতনসিংহকে দেবলবর নগরে দেখিয়াছিলাম, তখন বুঝিয়াছিলাম যে, কুমারী যমুনা ও কুমার রতনসিংহ উভয়ে পরস্পর পরস্পরের নিকট চিত্ত হারাইলেন। আমাদের সে সন্দেহ মিথ্যা নহে। কারণ সেই দিনের পর রতনসিংহ আরও তিন দিন অকারণে দেবলবর নগ[illegible]অতিথি হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ [illegible]রাই বাটী ছিলেন এবং রত[illegible]ন্যায় সমাদর করিয়াছি[illegible]মারী যমুনাও তাঁহার সহিত অপেক্ষাকৃত সরলভাবে আলাপ করিয়া তাঁহাকে অতুল আনন্দিত করিয়াছিলেন। তৃতীয়বারে যখন রতনসিংহ চলিয়া যান তখন তিনি ভুলক্রমে অসি ফেলিয়া গিয়াছিলেন এবং মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহা লইয়া [illegible]আর তিনি চলিয়া গেলে[illegible], তিনি গন্তব্য[illegible]ছিলেন। [illegible]

[illegible]

[illegible]

কারণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের বোধ হইতেছে যে, এই যুবক যুবতী বুঝি পরস্পর চিত্ত হারাইয়াছেন। আমাদের সন্দেহ সত্যতা কি অসত্যতার দিকে বিনত হয়, তাহা আমরা অবিলম্বেই জানিতে পারিব। যদি সন্দেহ সত্য হয় তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, স্বার্থত্যাগের অগ্নি-পরীক্ষায় এই যুগল প্রেমের স্বর্ণকান্তি কিরূপে বিভাসিত হয়। সেই জন্যই আমরা বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে উক্তবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি।

[illegible]স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, দেবলবররাজ বহুদিন হইতে কুমার রতনসিংহের সহিত [illegible] কামনা করিয়াছিলেন[illegible] ভিপ্রায় কি জানিবার নিমিত্ত কুসুমের প্রতি ভারার্পণ করেন। কুসুম কুমারীর হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল, সুতরাং সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহার অন্তরের কথা রঞ্জিত করিয়া ব্যক্ত করে। বৃদ্ধ রাজার মুখে এই শুভসংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল। সে আর কাল[illegible] না করিয়া কুমারীকে গিয়া জানাইল যে, কুমার রতনসিংহের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, ত্বরায় শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইবে। দেবলবররাজও কুসুমের মুখে কন্যার মনের ভাব জানিতে পারিয়া অবসরক্রমে মহারাণা প্রতাপসিংহের নিকট এই ব্যাপার নিবেদন করিলেন। মহারাণাও নিরতিশয় সন্তোষসহকারে এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সুতরাং [illegible]

উভয়পক্ষ হইতেই এরূপ প্রকার স্থির হইয়া গেল। কেবল মুসলমানদিগের সহিত বিরোধের অবসান হইলেই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইবার অপেক্ষা রহিল।

প্রণয়িযুগল কিন্তু ঘোর উৎকণ্ঠায় ভাসিতে লাগিলেন। কারণ তাঁহারা পরস্পর কেহই কাহারও মনের ভাব অবগত নহেন। কুমার ভাবিতেছেন, 'কুমারী যমুনার সহিত বিবাহ হইলে সুখের সীমা রহিবে না; কিন্তু কুমারীর হৃদয়ের ভাব কি? যদি অন্য কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কুমারীর প্রেমাস্পদ হয়, তবে সকলি বিড়ম্বনা। অতএব না বুঝিয়া একার্য্যে সম্মতি দিব না। মহারাণা আদেশ করিলে তাঁহার চরণে ধরিয়া বলিব, আমি অতুলনীয়া যমুনা কুমারীকে তাঁহার অনিচ্ছায় বিবাহ করিয়া বিষাদ সমুদ্রে ডুবাইতে চাহি না।' কুমারীর মনের ভাবও অবিকল সেইরূপ। সুতরাং এ বিবাহ সম্বন্ধে লোকে যাহাই মনে করুক পাত্রপাত্রী মনে মনে কতই দুঃখের ও সুখের প্রতিমা ভাঙ্গিতেছেন ও গড়িতেছেন। উভয়েই ভাবিতেছেন পুনরায় সুযোগ পাইলেই অপরের হৃদয়ের ভাব জানিতেই হইবে।

অবিলম্বেই সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। দেবলবর নগর সন্নিহিত ভগবতী চিন্তিনেশ্বরী দেবীর যজ্ঞের ত্রুটী হওয়ার সংবাদ মহারাণার গোচর হইল। মহারাণা কুমার মদন সিংহের উপর তাহার সংবিহিত তত্ত্বাবধারণের ভারার্পণ করিলেন। তদুপলক্ষে দিবস চতুষ্টয় দেবলবররাজভবনেই কুমারের অধিষ্ঠান হইল। এই চারিদিবসের মধ্যে উভয়ে নানাবিধ সময়ে ও নানাপ্রকারে উভয়ের হৃদয় জানিলেন। কি জানিলেন? যাহা জানিলেন তাহাতে প্রত্যেকের এই বোধ হইল যে, অপর তাঁহাকে যত ভালবাসেন তাঁহার প্রেম হয়ত তাহার সমতুল্য নহে। এ সন্দেহ যে প্রণয়ের মূলে থাকে সেখানে প্রণয় অকৃত্রিমভাবে ও অমিত পরিমাণেই থাকে। অতএব এই যুগল হৃদয়ের শুভবিনিময়ই ঘটিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

বেলা প্রহরেক সময়ে শৈলম্বর নগরের এক নিভৃত রাজপ্রকোষ্ঠে শৈলম্বররাজ ও কুমার অমরসিংহ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। যে যে রাজপুতকুলভূষণগণ স্বদেশের স্বাধীনতা সংরক্ষণার্থ ব্যতিব্যস্ত, অচিরে যবনেরা উদয়পুর আক্রমণ করিবে জানিতে পারিয়া তাঁহারা আহার, নিদ্রা সুখ সম্ভোগ ইত্যাদি বিসর্জ্জন দিয়া নিয়তকাল বিপদ নিবারণের উপায় বিধানে নিরত। শৈলম্বররাজ মহারাণার একজন প্রধান কুটুম্ব। এই বীরবংশ চিরকাল পুরুষপরম্পরাক্রমে মহারাণাগণের জন্য অকাতরে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হইয়া থাকেন ও আবশ্যকমতে জীবনের বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। সম্প্রতি সমিধারের বিপদে [illegible] তৎপরোনাস্তি চিন্তা [illegible] নিকট [illegible] করিতে [illegible] সাক্ষাৎ স[illegible] কুমারের জ[illegible] কুমারের [illegible] এবং সহসা

আগমন কর... ...আহুত হইয়া আসা তাঁহার পক্ষে...অধিক সুবিধাজনক হইল।

শৈলম্বররাজ ...রাণা প্রতাপসিংহ অপেক্ষা বয়ঃপ্রবীণ, এজন্য কুমারগণ তাঁহাকে পিতার ন্যায় সম্মান ও সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। শৈলম্বররাজ পুত্রহীন। বাল্যকালে অমরসিংহ সতত শৈলম্বররাজভবনে আগমন করিতেন। শৈলম্বররাজ ও তাঁহার মহিষী পুষ্পবতী তাঁহাকে তৎকাল হইতে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। সম্প্রতি কুমার বহুদিন পরে আগমন করায় সকলে অপরিমিত আনন্দিত হইলেন। অন্তঃপুরমধ্যে মহিষী কুমারের প্রশ্নসেবনার্থ নানাবিধ আয়োজনে লিপ্তা। শৈলম্বররাজ কুমারকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"অমর! তোমার কি বোধ হয়? মিবারের কি জয়াশা নাই?"

"মিবারের জয়াশা নাই, একথা কেমন করিয়া বলি? যে মিবার ভ্রমেও কাহারও নিকট ন্যূনতা স্বীকার করে নাই, সম্প্রতি যে সেই মিবারের এককালে অধঃপতন হইবে তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।"

শৈলম্বররাজ কহিলেন,—

"কিন্তু বৎস আকবরের উদ্যম বড় সহজ নহে। নীচাশয় মানসিংহ শুনিতেছি স্বয়ং আসিবে।"

কুমার কহিলেন,—

"কিন্তু আর্য্য! ইহা কি আপনার বোধ হয় যে, আমাদের ... সব ব্যর্থ হইবে। সত্য বটে অনেক রাজপুত স্বদেশগৌরব ত্যাগ করিয়া ... ...হনে রত হইয়াছে, ... এমন ব্যক্তি নাই যে, আমরা যবনগণকে যাহারা পার করিয়া দিতে পারি?"

শৈলম্বররাজ কহিলেন,—

"অমর! যবনে... আমাদের কিছুই করিতে পারে না তাহা... আমার সন্দেহ নাই। তবে কথা এই যে, স্বজাতিশত্রু বড় ভয়ানক। মানসিংহ, সাগরজি প্রভৃতি রাজপুতকুলগ্লানি বিভীষণগণ আমাদের যুদ্ধের প্রকৃতি, বল, সাহস, উপায় সকলি অবগত আছে। তাহাতে আবার মানসিংহ মহারাণা কর্তৃক ঘোরতর অপমানিত হইয়াছে। সুতরাং এবারকার যুদ্ধ যে বড় সহজ হইবে তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।"

কুমার বলিলেন,—

"আপনার কথা যথার্থ বটে। কিন্তু আমরা কি এমন কোন সংকল্প অবলম্বন করিতে পারি না, যাহাতে শত্রুর বুদ্ধি ও বল পরাভূত হইবার সম্ভাবনা?"

শৈলম্বররাজ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—

"আমাদের সৈন্যসংখ্যা যতই হউক, তাহা বিপক্ষগণের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা অল্প হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই অল্প সৈন্য সুকৌশলে ও স্থান বুঝিয়া স্থাপিত করিয়া রাখিলে অধিকতর কার্য্য হইবার সম্ভাবনা।"

কুমার বলিলেন,—

"আপনার পরামর্শ সারবান্। কোন্ স্থান আপনার অভিপ্রেত?"

আবার অনেকক্ষণ চিন্তার পর শৈলম্বররাজ বলিলেন,—

"বোধ হয় হল্‌দিঘাটের উপত্যকাই

[illegible] স্থান ; কারণ যবনগণ সেই পথ দিয়াই মিবারে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা। অতএব সেই পথ অবরুদ্ধ [illegible]তে পারিলে যবনের জয়াশা থাকিবে না।

কুমার বলিলেন—

"আপনি উত্তম স্থির করিয়াছেন। সম্ভব কেন, নিশ্চয়ই হলদিঘাট ব্যতীত অন্য স্থান দিয়া মিবারে প্রবেশ করা যবনদিকের সুবিধা হইবে না। অতএব সেই পথ নিরুদ্ধ রাখাই সৎপরামর্শ। আরও দেখুন, হলদিঘাট অবরুদ্ধ রাখিতে যেরূপ সৈন্যবলের প্রয়োজন, অন্য কোন স্থান অবরুদ্ধ করিতে হইলে তদপেক্ষা অনেক অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হইবে।"

শৈলশ্বররাজ। তুমি যদি আমার অগ্রে রাজধানীতে গমন কর, তাহা হইলে এই প্রস্তাব মহারাণাকে জানাইয়া রাখিবে, পরে আমিও তাঁহাকে এই কথা জানাইব। তাহার পর সৈন্য সংগ্রহের কথা। আমার অধীনে বোধ করি ৫০০০ পাঁচ সহস্র সৈন্য গিয়া মহারাজার ধ্বজার নিম্নে দণ্ডায়মান হইবে। তবে তুমি যদি তিন চার দিন এখানে থাকিতে পার তাহা হইলে ঐ সেনা সংখ্যা দ্বিগুণ হইবার সম্ভাবনা। কারণ প্রজাবর্গ যদি জানিতে পা[illegible] এবং সৈন্যসংগ্রহার্থ এখানে [illegible] তাহা হইলে, রোগী বা দুর্ব্বল, [illegible] বা নারী উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া, উঠিবে এবং স্ব স্ব ধন প্রাণ জগৎপূজ্য মহারাণার প্রয়োজনার্থ পরিস্থাপিত করিবে।

"যে আজ্ঞা—আমি চারি পাঁচ দিন অপেক্ষা করিলে যদি অধিকতর উপকার হয় তবে তাহাই করিব। কিন্তু আর্য্য! যাহারা অক্ষম, যাহারা কাতর, তাহারা যেন রাজভক্তির উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া অনর্থক ক্লেশ না পায়।"

এই সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া নিবেদন করিল,—

"কুমার আসিয়াছেন শুনিয়া মহিষী তাঁহার সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। অতএব যদি কুমারের এখানে আর কোন প্রয়োজন না থাকে, তিনি তাহা হইলে পুরমধ্যে আগমন করুন।"

অমরসিংহ সম্মতির প্রার্থনায় শৈলেশ্বর রাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; তিনি সম্মতি সূচক ইঙ্গিত করিলে কুমার পরিচারিকার সহিত পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গ্রীক এবং হিন্দু।

তৃতীয় প্রস্তাব।

ভারতে ভারতীয় মানবচিত্ত ভারতের অদ্ভুত প্রকৃতি দর্শনে, ক্রমে ক্রমে মনস্তত্ত্ব ও পারলৌকিক চিন্তায় এরূপ সমাহিত হইল, যে পর পার অদৃশ্য ভেদ করাই মানবজীবনের [illegible] উদ্দেশ্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। গ্রীক জীবনের উদ্দেশ্য এই যে পরজীবন থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে অধিক যায় আসে না, কিন্তু ইহ জীবন [illegible] ও সুখসম্ভোগে [illegible] কাটাইতে পারিলেই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করা হইল। অতএব ভারতীয় জীবন ঠিক ইহার বিপরীত। ভারতচিত্ত উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম, চতুর্দ্দিকেই যাবতীয় প্রাকৃতিক কার্য্যমাত্রে একমাত্র অনন্ত, বলবান্ ও দুর্দ্দমনীয় দেখিয়া, তদভ্যন্তরে আত্মলুপ্ত হইয়া, সর্ব্ব পরিচালক অদৃষ্টহস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। 'আমি কে' — 'কোথা হইতে আসিয়াছি', — 'কেন এ সংসারে অবস্থিতি', — 'আমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কি,' — 'কোথায় যাইব,' — 'এ বাহ্য জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ কি,' — এবং 'কাহার আজ্ঞায় এই বাহ্য জগৎ পরিচালিত হইতেছে;' মানবচিত্ত এই সকল প্রশ্ন আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, নিগূঢ়ভাবে আত্মচিন্তায় [illegible] হইয়া গেল। চিন্তারও সীমা না[illegible]পেরও সীমা নাই; তথাপি চিত্তের শান্তি কোথায়? চতুর্দ্দিকে [illegible] তাকাই, কেবল একমাত্র দুচ্ছন্দ তিমিররাশি দিগ্বলয়কে বিনষ্ট করিয়া, বিকট[illegible] হৃদয়কে আন্দোলিত ও আ[illegible] তুলিতেছে। তাহার উপর, [illegible] — তাহার উপর, — অবধি কে[illegible] সীমা দেখিতে পাই না। আশা-নিরাশা-সন প্রায় [illegible] আশা তরঙ্গে কেবল হাবুডুবু খাইয়া [illegible] মাত্র সার। হাবুডুবুকারীদের মধ্যে পাঠক একবার দেখিতে চাও কি? ঐ দেখ একজন প্রাচীন, [illegible], বৈদিক ঋষি, কিরূপ ঘোরতরঙ্গে পতিত হইয়া কিরূপ হাবুডুবু খাইতে খাইতে কি ঘোর আর্ত্তচীৎকার করিতেছেন! সে চীৎকারের ধ্বনি এরূপ দিগন্ত বিস্তৃত যে তাহার শব্দ এতদূরেও আমাদের কর্ণগত হওয়ার পক্ষে কিছুমাত্র ত্রুটি হইতেছে না:—

ন অসদ্ আসীদ্ নো সদ্ আসীৎ তদানীং
[illegible]সীদ্ রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিম্ আবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিম্
আসীদ্ গহনং গভীরম্॥ ১
ন মৃত্যুর্ আসীদ্ অমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা
অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদ্ একং তস্মাদ্
হ [illegible] কিঞ্চনাস॥ ২

স্তরূপ গীত গান করিয়া [illegible] করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে [illegible] ভারতীয় চিত্ত ক্রমে ক্রমে পারলৌকিকতত্ত্বে [illegible] সমাহিত [illegible], মানবচিত্ত [illegible] অমুস্ত ভেদ করিতে ক্রমাগত উৎসাহবান্ হইয়া, মানবজীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা এবং পরলোকেই সমস্ত নির্ভরতা সিদ্ধান্ত করিয়া, পার্থিব সমস্ত বিষয়েই আস্থাশূন্য; এবং তাহা ক্ষণমাত্রের বস্তু এরূপ বোধ করিয়া, তাহার প্রতি অপেক্ষাকৃত শিথিলযত্ন হইলেন। সংসার অনিত্য, সংসারস্থ পদার্থ অনিত্য, সংসার কেবল বাসাবাড়ি স্বরূপ; পরলোকই মূল বাসস্থান এবং স্বয়ং এই বিশ্বপতি সেই বিশ্ববাসস্থানের পিতৃদেবতা। অতএব ভারত-ঋষি ক্রমে প্রত্যক্ষ-ভেদ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রত্যক্ষে উঠিলেন বটে, কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, তাই বলিয়া তাঁহাকে বিভীষিকাময় শূন্যে বিনা অবলম্বনে ঝুলিতে হইল না। তাঁহার জীবন-উদ্দেশ্য ও জীবন পরিসর, যাহা তৎপক্ষে শ্রেষ্ঠতম অবলম্বনীয় হইতে পারে, তাহাই তাঁহার অবলম্বন স্বর্গীয় হইল। তরঙ্গ-ঘাত বিঘাতিত নৌকা বহুকষ্টে কিনারায় আসিল;—আনন্দ-দায়ক অনুকূল কিনারায় আসিল। শান্তি লাভ করিলেন। [illegible] সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ভারতীয়দি[illegible] অবলম্বন পারলৌকিক সুখ, গ্রীকদি[illegible] অবলম্বন পার্থিব সুখ। ভারতীয়দিগের [illegible]-ইষ্ট বিশ্ব-পরিচালক দেবতা; গ্রীক[illegible] উপাস্য-ইষ্ট দেবতা বটে, কিন্তু কি[illegible]দেবতা, তাহা উপাসনার উদ্দেশ্য দ্বারা [illegible] কর। ভারতীয়দিগের উপাসনার উদ্দেশ্য পারলৌকিক ঐশ্বর্য্যলাভ, এবং প্রাপ্ত-মঙ্গলের নিমিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন; গ্রীক-দিগের উপাসনার উদ্দেশ্য ইহলৌকিক ঐশ্বর্য্য লাভ। দেবতাকে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের কারণ-অভাব; কারণ, যাহা আমি পাইয়াছি বা যাহা আমার আছে, তাহা আমারই [illegible] প্রাপ্য, তাই পাইয়াছি, তাহাতে দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধ কি? এখনও যেমন যেরূপ উপাসনা করিব, তাহার তেমনি প্রতিদান চাই। অতএব ভারতীয়দের দেবকার্য্য [illegible]প্রীতিকামার্থে; আর জমা-খরচ-বিজ্ঞানবিৎ গ্রীকদিগের দেবকার্য্য আত্মপ্রীতি-কামার্থে। এ সংসারক্ষেত্রে যে চিত্তের অবলম্বনীয় বস্তু যেরূপ, সে চিত্তের এ সংসা-রোপযোগী কর্ত্তব্য বোধ ও নীতি-মার্গও তদ্রূপ হইয়া থাকে। সুতরাং গ্রীকদিগের কর্ত্তব্য বোধ ঐশ্বর্য্য লাভ; ভারতীয়দিগের কর্ত্তব্য বোধ ধর্ম্ম-লাভ। ভারতীয়দিগের নীতিমার্গ, যে কোন উপায়ে হউক ধর্ম্মবি-[illegible], গ্রীকদিগের নীতিমার্গ [illegible] কোন উপায়ে হউক, ঐশ্বর্য্য-[illegible]। এতৎকারণে ভারতীয়েরা ধীর, [illegible], বিনীত, সর্ব্বভূতে সমান দয়াবিশিষ্ট, [illegible] হিত-সাধনে আগ্রহবান্। আর গ্রীকেরা উদ্ধত, বীরগর্ব্বে গর্ব্বিত; ক্ষমতার [illegible],—যাহার বল অধিক, সেই অধিকারী, সেই ব্যক্তিই পূজনীয়; হিত ও দয়া আত্মহিতে সমাবিষ্ট। বলা বাহুল্য যে এ উভয় [illegible], উভয় জাতির উদ্দেশ্য [illegible], উভয়ত্র কার্য্যকর।

উপরে যাহা কথিত হইল, তাহার একটি উদাহরণ দেখা যাউক। ভারতীয় এবং গ্রীক[illegible]

স্বতন্ত্র বস্তু, [illegible] তাহা [illegible] লৌকিক বোধের সহ এ[illegible] আসিয়াছিল ; অথবা পা[illegible] যুক্ত ছিল হইতে [illegible]-কার ধারণ [illegible] কুত্রাপি সেরূপ দৃ[illegible]ং [illegible] ইহার উন্নতিকল্পেও কোন [illegible]টি হয় নাই। এই বিষয়ের [illegible]তা, [illegible]ীয় প্রাচীন ব্যবস্থা শাস্ত্র এবং সম প্রাচীন [illegible] স্পার্টাদেশীয় লাইকর্গস প্রণীত ব্যবস্থাশাস্ত্র, এতদুভয়ের তুলনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে। লাইকর্গসের ব্যবস্থাশাস্ত্র, কিরূপে সমাজের লৌকিক স্বচ্ছন্দতা সাধিত হইবে তাহা নিরূপণ করিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সমাজের মঙ্গলের জন্য পারিবারিক স্নেহের দমন, অসুখকর খাদ্য ভোজন, ইচ্ছার অনভিপ্রায়েও লোকসংমিলনে বাস, চৌর্য্যাদির উৎসাহ ; ইত্যাদি, ইত্যাদি। ফল কথা এতদর্থে কোন নৈতিক বিষয় বা মনুষ্যত্বকে যদি তাহার নিকট বলি দিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি সামাজিক মঙ্গলসাধনে তৎপর হও। সকল বিধিরই উদ্দেশ্য বাহ্যসম্পদ সাধন, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐরূপ সোলনের বিধি দেখ, রোমকদিগের ব্যবস্থাগ্রন্থ দেখ, একই উদ্দেশ্য ; সেই ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর হিন্দুদিগের ব্যবস্থাগ্রন্থ দেখ, ঠিক ইহার বিপরীত। ধর্ম্মবোধে যে যে বিষয় পবিত্র বলিয়া বিবেচিত এবং সেই পবিত্রতা ও ধর্ম্মসঞ্চয় যাহাতে যাহাতে হইতে পারে, তাহারই সংসাধন পক্ষে প্রায় অধিকাংশ বিধি পর্য্যবসিত হইয়াছে। তজ্জন্য যদি লৌকিক নীতি ও বাহ্য সম্পদ বলি দেওয়া হয়, তাহাতেও ত্রুটি হয় নাই। বাহ্যসম্পদ সমস্তই [illegible]হাতে ক্ষতি নাই, তথাপি যাহাতে পরলোকে স্বচ্ছন্দতা প্রাপ্ত হইতে পারে, এরূপ পবিত্রতা সাধনে ত্রুটি না হয়। লাইকর্গস বাহ্য সম্পদের অনুরোধে, অসম্পন্ন-অবয়ব বা ক্ষীণদেহ। শিশুহত্যায় কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই, বা তাঁহার মনে কিছুমাত্র [illegible] উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু হিন্দুরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, মানুষ দূরে থাকুক, কোন একটি ইতরজাতীয় প্রাণিবধজনিত নিমিত্তের ভাগী হইলেও, কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পরলোকের পথ-পরিষ্কারক অঙ্গ-পবিত্রতা সাধন করিতেন। ইহাপেক্ষা এতদুভয়ের বিভিন্নতা এবং হিন্দু ও গ্রীকচিত্তেরও প্রবৃত্তিবিষয়ক সুন্দর দৃষ্টান্ত, আর কি হইতে পারে।

এক্ষণে, এতদুভয় জাতির বিদ্যা ও বিবিধশাস্ত্রজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। পূর্ব্ব নিয়ম অনুসরণ করিলে বলিতে হইবে যে, যে বিদ্যা উপপাদ্য অর্থাৎ ইংরেজিতে যাহাকে Theoritical কহে, তাহাতে হিন্দুরা ; এবং যে বিদ্যা আনুষ্ঠানিক অর্থাৎ যাহাকে ইংরেজিতে practical কহে, তাহাতে গ্রীকেরা ; উৎকর্ষ লাভ করিবার কথা। বস্তুতঃ তাহাই। হিন্দুদিগের বিদ্যার ভিত্তি উপপাদিকা শক্তি অর্থাৎ ইংরেজিতে Theory, গ্রীকদিগের বিদ্যার ভিত্তি আনুষ্ঠানিক শক্তি অর্থাৎ ইংরেজিতে Practical. এই কারণে আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষ এবং তদানুষঙ্গিক উচ্চশ্রেণিস্থ গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে আর্য্যদিগের প্রাধান্য লক্ষিত [illegible]

শারীরিক স্বচ্ছন্দতা ব্যতীত হিন্দুদিগের ধর্ম্ম-[illegible] হইতে পারিত না, তাহাতে আবার যে দেশ যত গ্রীষ্মপ্রধান সে দেশে তত রোগ হয়, এবং যেরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট চিত্তই হউক, শারীরিক স্বচ্ছন্দতা কে না ভালবাসে। এই সকল কারণে হিন্দুরা প্রথম হইতেই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে, অতি অল্পদিনেই [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং এই সূত্রে বহুবিধ রাসায়নিক, পাশব ও উদ্ভিত্তত্ত্বও সেই সময়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে উদ্ভাবিত হয়। উহা এত প্রাচীন সময়ে সংসাধিত হইয়াছিল যে, হয় ত গ্রীকেরা তখন মিসরীয়দিগের নিকট ভৈষজ্যবিদ্যা কর্জ্জ করিবেন বলিয়া খণখৎ লিখিতে বসিয়াছেন মাত্র। ভারতীয় এই ভৈষজ্যবিদ্যা কালক্রমে অত্যন্ত উৎকর্ষ প্রাপ্ত এবং অন্যান্য জাতিদ্বারা পরিগৃহীত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে এই ভারতীয় ঔষধই গ্রীক ভূমিতে গিয়া, গ্রীক এবং মিসরীয় অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া ভারতে পুনরাগমন পূর্ব্বক "ইউনানি দাওয়াই" বলিয়া হকিম সাহেবদিগের দ্বারা [illegible] হইতেছে।

জ্যোতিষ ও গণিতসম্বন্ধেও ভারতীয়েরা বহুবিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এবং অপরাপর অনেক জাতিকে শিক্ষা দিয়াছে। এ মত যদি সত্য হয় যে—"চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহমণ্ডলীর অদৃষ্টপূর্ব্ব গতিবিধি এবং বিস্ময়কর প্রাকৃতিক কার্য্য কলাপ দর্শনে আদি মানবের মনে যে বিস্ময় উৎপাদন ও নৈসর্গিক শক্তিবোধ জন্মে, তাহা হইতেই কালক্রমে দেবতত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, এবং সেই সকল চিত্তমোহকর [illegible] হয়;" তাহা হইলে স্বচ্ছন্দতাযুক্ত মানবচিত্ত যে আপন অবসরকালের কিয়দংশ সেই সেই দেবতত্ত্বভেদ ও দেবতার স্বভাব ও গতিবিধি নিরূপণে ব্যয়িত করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে। এই নিমিত্ত আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাচীনকালে যে যে দেশ স্বচ্ছন্দতাযুক্ত ধনসঞ্চয় করিয়া অল্পদিনেই সভ্যতার উদ্ভাবক অবসর লাভ করিয়াছে, সেই খানেই জ্যোতিষমণ্ডলের কোন না কোনরূপ চর্চ্চা এবং তাহাতে প্রতিপন্নতা লাভ সিদ্ধ হইয়াছে। এই নিমিত্ত প্রাচীন জ্যোতিষতত্ত্ব সমালোচনায় মিসর, ব্যাবিলন্, চীন বা ভারতবর্ষের নাম যেরূপ অগ্রে গণনায় আসিবে; গ্রীস কি রোম কিংবা তদ্রূপ অন্যান্য দেশের নাম সেরূপ গণনায় আসিবে না। মিসরদেশে এত প্রাচীনকালে জ্যোতিষিক তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয় যে, কথিত আছে খৃষ্টীয় শকের ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে মিসরীয়েরা রাশিচক্র ও দ্বাদশ রাশি নিরূপণ এবং তাহাদের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এবং ইহাও কথিত আছে যে, ইহারাই পাশ্চাত্যভূমে সর্ব্বপ্রথম সপ্তাহ বিভাগ এবং গ্রহগণের নামানুসারে তদন্তর্গত দিবস সকলের নামকরণ করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুবিধ তত্ত্বও তাহাদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত ও উদ্ভূত হয়। ঐরূপ চীনদিগের জ্যোতিষিক তত্ত্ব নিরূপণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কথিত হয় যে, খৃষ্টীয় শকের ২৬৯৭ বৎসর পূর্ব্বে হোয়াংসির রাজত্ব সময়ে নক্ষত্রমণ্ডল পর্য্যবেক্ষিত ও তাহাদের অনেকের গতি নিরূপিত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা এই সপ্রমাণ হইতেছে যে, যদিও ঐ তারিখ সন্দেহস্থলীয় হয় এবং ঐ

নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ যদিও নামে মাত্র এবং সামান্য আকারের বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তথাপি ইহা নিশ্চয় যে চীনেরা অতি প্রাচীনকালেই জ্যোতির্ব্বিদ্যায় মনঃসংযোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ব্যাবিলনবাসী ও কাল্‌ডিয়াবাসীরাও জ্যোতির্ব্বিদ। আলোচনায় প্রাচীনত্বে ন্যূন নহে। তাহারাও বহু প্রাচীনকালে বহুবিধ নূতন তত্ত্বাদি আবিষ্কার করিয়াছিল। কোন কোন পুরাবৃত্তবিদ্ পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন যে, যে জাতি অধিক পরিমাণে ভ্রমনশীল, তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হেতু, দিক ও সময় নিরূপণ উপলক্ষে, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাহাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যবেক্ষিত হইয়া থাকে। এবং সেই সূত্র হইতেই সর্ব্ব প্রথমে গ্রহ নক্ষত্রাদি আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হয়। একথা কিয়ৎপরিমাণে সত্য বটে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদের একরূপ ভ্রমণশীল অবস্থায় অবিকৃত ও স্থিরীকৃত জ্যোতিষিক বিষয় সমস্ত যে জ্যোতির্ব্বিদ্যা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন স্থায়ি ফল প্রসব করিতে পারে, একরূপ বোধ হয় না। পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রীকেরা অনাশ্রমী ভাবে বহুকাল ধরিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যদ্রূপ গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল, ভারতীয়দিগকে তাহার শতাংশের একাংশও ঘুরিতে হয় নাই. পুনশ্চ দেখিতে পাওয়া যায়, যে কাল্দিনেখীয়েরা, আবার গ্রীকদিগের অপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে নিরাশ্রমী ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। এমন স্থলে বলিতে হইবে যে কাল্দিনেবীয়দিগের মধ্যেই তাহা হইলে সর্ব্ব প্রথম জ্যোতিষিক জ্ঞানের উৎপান ও বিস্তার সাধন হইয়াছিল। কিন্তু কোথায়? অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে এই কাল্দিনেবীয়দিগের মধ্যে জ্যোতিষ বিষয়ক গণনীয় জ্ঞান কিছুই ছিলনা। গ্রীকদিগের মধ্যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে জ্যোতিষ–বিষয়ক জ্ঞান অতি সামান্য ও অগণনীয় ছিল। ঐ সময়ের অব্যবহিত পর হইতেই ইহারা মিসরীয় ও কাল্‌ডিয় জাতিদিগের নিকট হইতে উক্তবিষয়ক জ্ঞান শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, এবং বলিতে হইবে যে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতেই ইহারা গণনীয় জ্ঞান যথা কথঞ্চিৎ মাত্র লাভ করিয়াছিল। ঐ সময়ে জ্যোতিষ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থপ্রণেতা অটোলিকস সচল গোলক, ও গ্রহগণের উদয়াস্ত সম্বন্ধে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎপরে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে অরিস্তরিক্ষ এবং ইরতস্থিনিস ও অর্কিমিডিস জ্যোতিষের সমধিক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয়দের দেখ, তাঁহাদের ঋগ্বৈদিক গাথা সমূহ কোন দূরতর কালে প্রস্তুত ও গীত হইয়াছে তাহার স্থিরতা নাই, তথাপি তাহাতে জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ক বহুতর সারতত্ত্ব সমূহের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত সামবেদীয় গোভিলীয় নবগ্রহশান্তি পরিশিষ্ট, অথর্ব্ববেদীয় নক্ষত্রকল্প, গ্রহযুদ্ধ, নক্ষত্র গ্রহোৎপাত লক্ষণ, কেতুচার, রাহুচার, এবং অদ্ভুতকেতু লক্ষণ, ইত্যাদি প্রাচীনতম গ্রন্থে সাক্ষ্য দিতেছে যে, অতি প্রাচীনকালেই জ্যোতির্ব্বিষয়ক জ্ঞান ভারতে অপরিমিতভাবে উন্নতি লাভ

করিয়াছিল। তৎপরে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে আর্য্যভট্ট,ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় গণ ইহার কতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, এখানে তাহার পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। ভারতীয়দের জ্যোতিষতত্ব সর্ব্ব প্রকারে ধর্ম্মশাস্ত্রের সহ সম্বন্ধযুক্ত। কি প্রাচীনকালে, কি বর্ত্তমানকালে, ধর্ম্ম বিষয়ক ক্রিয়াকলাপ এতৎ সাহায্যে নিরূপিত দিন ক্ষণের উপর এরূপ নির্ভর করে, যে একের অভাবে অপরটি হইতে পারে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ফলতঃ ধর্ম্মশাস্ত্র এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র, এতদুভয়ের উৎপাদনমূল কিয়দংশে পৃথক্ হইলেও, প্রাকৃতিক শক্তিবিমোহিত প্রাচীন ভারতে উহারা অনিতিবিলম্বেই এরূপ সংমিশ্রিত হইয়াছিল, যেন একই বস্তুর উহারা দুই বিভিন্ন অংশদ্বয় রূপে প্রতীয়মান হয়। ভারতে যখনই জ্যোতিষ বিষয়ক কোন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে, তখনই আর্য্য ঠাকুরেরা ইহাকে বিজ্ঞানবিবর্দ্ধিনী জ্ঞানোন্নতি বলিয়া না ধরিয়া, দেবপ্রসাদে যেন ধর্ম্মবিষয়ক নূতন জ্ঞান লাভ হইল বলিয়া ধরিয়াছেন। এবং কেবল এই বোধের বশবর্ত্তী হইয়াই ভারতে যতদিন উন্নতির কাল ছিল, পর পর আরও নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনে রত হইয়াছিলেন, ইহাদের উদ্ভাবিত জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রথমে আরবদিগের কর্ত্তৃক দেশান্তরিত হয়, পরে কালসহকারে ইউরোপ প্রভৃতি দেশে নীত হইয়াছে, অন্ততঃ লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে।

পূর্ব্বর্ত্তী সময়ে যদিও সাহিত্য বিষয়ে আর্য্যেরা অপরিমিত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন; এবং এ বিষয়ে তাঁহাদের সৃষ্ট বহুবিষয়, কালে যদিও অনেকের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল; তথাপি অতি প্রাচীন কালীয় বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যঠাকুরদিগের সাহিত্য, কল্পনাবহুল প্রায় ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থেই সমাহিত হইয়াছে। কেবল একমাত্র, এবং জগতের একখানি সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য, মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ, ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে, ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু তথাপি ঐ রামায়ণে ধর্ম্ম এবং দেব বিষয়ক প্রসঙ্গের আধিক্য এত অধিক পরিমাণে আছে, যে কেবল আমরাই উহার ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে স্বাতন্ত্র্যভাব নির্ব্বাচন করিলাম; কিন্তু প্রাচীন গোঁড়ামি-সম্পন্ন হিন্দু ধর্ম্মাশ্রয়ী কোন ব্যক্তি কখনই তাহা করিবে না। উহা তাঁহাদের মনে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া এতদূর প্রতীত যে, কাব্য বলিয়া নহে, কেবল পবিত্র ইতিহাস ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়াই উহাকে পাঠ ও সম্মান করিয়া থাকে। এবং বিশ্বাস এই যে উহা পাঠ করিলে, পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, পরলোকে অক্ষয় স্থান লাভ হয়। যাহা হউক আমরা রামায়ণকে কাব্য বলিয়াই ধরিলাম। বলা বাহুল্য যে এই রামায়ণ একখানি জগতের অতি অতুলনীয় কাব্য, মহৎ এবং সকল রস মাধুর্য্য ও রমণীয়তা ভাবে পরিপূর্ণ। এই কাব্যগ্রন্থ আমাদিগের বিদ্যাবুদ্ধি হইতে এতই উচ্চে অবস্থান করে, যে তৎসম্বন্ধে ভাল কি মন্দ যাহাই বলিতে চাই,যেন তাহাতে কেমন একটু লজ্জা লজ্জা বোধ হয় এবং আপনা-

রূপের মত পার্শ্বাপার্শ্বিভাবে আর এক বিস্তৃতাকবিশিষ্ট মহাকাব্য গণনায় গণিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে ইহা মহাভারত। ইহার বিষয় এখানে আর অবতারণা করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু ইহাও যে কিরূপ স্বভাবের কাব্য, তাহা হিন্দুসন্তান মাত্রেই ক্ষণেক চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন। যে প্রাচীনকালে রামায়ণ প্রভৃতি কাব্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, তখনকার অপর কোন শ্রেণীর কাব্য বা নাটক বা অপর কোন সাহিত্য পুস্তক কালের সঙ্গে এতদূর পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। তবে প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে ঐ সকলের ক্ষণিক উল্লেখ সকল দৃষ্টে বোধ হয় যে, তাহাদেরও তখন নিতান্ত অপ্রচার ছিল না। সে যাহা হউক আমাদের হাতে যাহা আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা সে প্রাচীন কালের তুলনায় অতি অল্প দিনের। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ভারতীয় কাব্য নাটক সাহিত্য প্রাচীনই হউক, আর আধুনিকই হউক, তাহারা সকলেই প্রায় পুরাণাদি যে কোন ধর্ম্মপুস্তকের কোন না কোন ঘটনা লইয়া নির্ম্মিত। যেখানে ইচ্ছানুরূপ পৌরাণিক ঘটনা পুরাণাদিতে না মিলিয়াছে, লেখক সেখানে অভাবপক্ষে পৌরাণিক ঘটনাবলীর অনুরূপ ঘটনা কল্পনা করিয়া লইয়া আদিনার অভাব পূরণ করিয়াছে।

এক্ষণে একবার গ্রীকদিগের সাহিত্যসংসারে প্রবেশ করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে দিব্য একখানি বহুবাজারের মণিহারীর দোকান সাজান রহিয়াছে; ইহাতে না আছে এমন বস্তু নাই, অথচ সম্মুখে সব মস্তৃত, এবং সকলই সম্মুখে থরে থরে সাজান আছে; সকলেই দেখিতে চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করিয়া চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছে, দৃশ্য প্রলোভনে বাহিরের খরিদদার ভিতরে টানিয়া আনে, অথচ সকলেরই দাম কম। আর ভারতীয় সাহিত্য সংসার?—উহা আমাদের দেশীয় অলঙ্কারব্যবসায়ী স্বর্ণকারের দোকান, নতুবা ঐ দেখ বাকমল, পইচে, বাউটি, হাঁসুলি, এসব উহার দোকানে ঐ সাজান রহিয়াছে কেন? মোটা-সোটা, গোবদা গোবদা, মণিহারীর দোকানের শতাংশের এক অংশও ত নয়নরঞ্জক নহে! খরিদদার আপাততঃ দেখিলেই উপহাসে মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু লোকঃ আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, তোমার আমার, উহা নয়নরঞ্জন না করুক, তোমার আমার ইহাতে দরকার থাকুক বা নাই থাকুক, যে সোণার মর্ম্ম বুঝে সে ঐ দোকান ভিন্ন অন্যত্র অন্য দোকানে যাইবে না। ঐ গহনাগুলি সুন্দর, উহা দেখিয়া যদি কেহ দোকান চিনিয়া লয়, তাহার পরে খরিদদারের রুচিমত তেমন তেমন গহনা সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া দেখান যাইবে। ভারত সাহিত্যের ভাব এই যে চিন্তনীয়কে অবলম্বন মাত্র করিয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত আবশ্যক বোধে, একেবারে আচিন্তনীয়কে লইয়া উপস্থিত করে; আর গ্রীকসাহিত্যের ভাব এই যে, যে চিন্তনীয় অপরের দ্বারা অনাবশ্যকবোধে বিনা দর্শনে পরিত্যক্ত হয়; ইহা সেই চিন্তনীয়কে সর্ব্বতোভাবে দর্শনযোগ্য ও বৈচিত্র্যময়ী, তাহা দেখাইয়া তৎপ্রতি তোমার মোহ উৎপাদন

ভেছে। ... রুদ্রমূর্ত্তি সংহার ... ক্রীয়মান। ... কোন মূর্ত্তি ... মিশিয়া ... ছেছে, তাহাই সেই ... মিশিয়া গিয়া তাহার কলেবর ... করিতেছে। ইলিয়দের রস মাধুর্য্য ... এ প্রবল রৌদ্ররসের ... তাহা ... বেশ, ঠিক যেন কুসুম-কোমল ... গণকে দুরন্ত শার্দ্দূলগুহায় নি...। রাবণকে সংহারার্থে মৃত্যু শর ... কালীন, সেই শরকে অব্যর্থ ... তাহার পর্ব্বে পর্ব্বে দেবতাদের ... অধিষ্ঠান সাধন করা হইয়াছিল; ইলিয়দে দেববর্গ ও দেবশক্তির অবতারনা ... রূপ। যে কল্পনাশক্তি রামায়ণে নিরন্তর লৌকিককে অলৌকিকত্বে পরিণত করিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে; সেই কল্পনাশক্তিই ইলিয়দে সর্ব্বদা অলৌকিককে লৌকিকত্বে আনিবার চেষ্টা পাইয়াছে। যদিও ... সে চেষ্টার কোথাও ত্রুটি দেখা যায়, তাহা কল্পনা বা কবির দোষ নহে; লৌকিকের ন্যায় অলৌকিক সর্ব্বদাই আয়ত্ত সাধ্য নহে, সেই জন্যই রামায়ণে লোকের রুচি অরুচির প্রতি বড় একটা বিশেষ খাতির নাই; কবির বাঞ্ছার সহিত সংমিলিত হইয়া কল্পনা যতদূর ইচ্ছা ছুটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইলিয়দে তাহা নহে, সকলেই সম্ভবের মধ্যে, সকলেই সীমার ভিতর, এবং সর্ব্বত্রই লোক রুচির সহ সামঞ্জস্য পক্ষে যাহাতে ব্যতিক্রম না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি পদে পদে। রামায়ণে নিহিত রত্নরাশি অমূল্য; কিন্তু তার অনেক মলা জমিয়াছে; পাণ্ডিত্য অদ্ভুত কিন্তু বিশ্ব আয়ত্ত করিতে ... প্রসারিত, সুতরাং গাঢ়মাধুরীও অনেক। ইলিয়দের রত্নরাশিও বহুমূল্য; যদিও অমূল্য নহে বটে, কিন্তু এমন চাকচিক্যশালী যে তাহার কাছে অমূল্য রত্নও দাঁড়াইতে লজ্জা বোধ করে, পাণ্ডিত্যও অদ্ভুত। কিন্তু সীমাবর্ত্তী ও প্রকৃতিসহ, সুতরাং গাঢ়মাধুরীও কম। পাঠক! এখন বলিতে ... রামায়ণ বড় কি ইলিয়দ বড়?—কেহই বড় নহে, কেহই ছোট নহে। আপন আপন ঘরে উহারা আপনি আপনার রাজা। যে যখন যাহার ঘরে প্রজাভাবে যাইবে, সেই তখন তাহাকে বড়ভাবে দেখিতে পাইবে।

কিন্তু সে যাহা হউক, পাঠক মহাশয়! আমরা যাহা দেখিতে এখানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা ফেলিয়া অন্য কথার সময়ই কাটাইতেছি। দেখ পুনর্ব্বার অগ্নিকুণ্ডে কি হইতেছে। ইলিয়দের বিংশসর্গ বাহির কর। বহুতর রসপ্রক্ষেপ আহুতিস্বরূপে পরিণত হওয়ায় অগ্নিকুণ্ড কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। কেবল মানবীয় যুদ্ধে আর রুদ্রা পরিতৃপ্ত হইতেছে না। এক্ষণে যুদ্ধে দেবদল দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া মানবসংঘের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার লক্ষবলি। আহুতিপাতরূপে মহাসর্পসকল ধড়ফড় করিয়া আসিয়া পড়িতেছে। লক্ লক্ জিহ্বায়, ধক্ ধক্ করিয়া, সধূম অগ্নিশিখা, উদ্দণ্ড অট্টহাস্যের ন্যায় আলোকান্ধকারে গগনব্যাপ্ত করিয়া, দুর্দ্দান্ত মূর্ত্তির ন্যায় সমুপস্থিত। আকাশে কাল মেঘ, বিদ্যুৎ বজ্রপাতে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। তার ভরে পৃথিবী টলমল করিয়া দুলিতেছে। সূর্য্য শশী কাল তি-

[illegible]রে আচ্ছাদিত থাকিয়া থাকিয়া প্রকৃতির [illegible] এবং অগ্নিশিখায় আমূলত জগৎ ক্ষণিক আলোকিত হইতে লাগিল। কি অদ্ভুত, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! এবার নাগরাজ তক্ষকের পতন,—ত্রয় ভরসা হেক্‌তরে পতন হইবে। হেক্তর [illegible]। অভাবনীয় আহুতিলাভে, অভ[illegible]প্রাপ্তে, অগ্নিশিখা জগৎ গ্রাস করিতে ধাবমান হইল। আকাশে দেবতা, পৃথিবীতে মানুষ, সকলেই সশঙ্কিত, কবি তখন সৃষ্টিনাশের আশঙ্কায়—আত্মনাশের আশঙ্কায়—অগ্নি নির্বাপিত করিবার জন্য অ[illegible]মেকি, প্রিয়াম ও তৎপরিজনবর্গের করুণা-রস ঢালিতে লাগিলেন। অপরিমিতভাবে ঢালিতে লাগিলেন। অগ্নি নির্বাপিত হইল বটে, কিন্তু একেবারে নির্বাপিত হইল না। উপরে শীতল হইল, কিন্তু ভিতরে এখনও অগ্নি গম্ গম্ করিয়া আস্ফালন করিতেছে। একটু বাতাস পাইলেই ধিক্ ধিক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এখনও সেই চিতার মধ্য হইতে মাঝ মাঝ শব্দে হেক্তর ও পার ক্লুসের আত্মা চীৎকার করিয়া আপনাপন পক্ষকে প্রতিশোধ লইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে। এখনও চীৎকার করিয়া সাবধান করিতেছে, দেখিও যেন গ্রীকসুন্দরী হেলেনা ও স্পার্টার রত্নরাশি হস্তান্তর হইতে না পায়। সুতরাং এ অগ্নি একেবারে নির্বাপিত হয় নাই, আবার জ্বলিয়া উঠিবার সময় প্রতীক্ষা করিতেছে মাত্র। ইলিয়ডও কিয়ৎকাল ধর্মপুস্তক ভাবে গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু রামায়ণের তুলনায় তাহা দুই দিনের জন্য বলিলে হয়।

[illegible]য়ের [illegible] আর্কিলোকুস হইতে পর[illegible]র [illegible]জাতীয় কবি ও নাটককারগণের [illegible] প্রায় ধর্মশাস্ত্র বা মনস্তত্ত্ব-বহুল [illegible] গ্রন্থ রচনা করেন নাই। [illegible] শাখায় দেবতাদিগের অব-তা[illegible], তাহা প্রায় দেবতাদি-[illegible]রিবার উদ্দেশ্যেই অধিক। [illegible]হাসের চূড়ান্ত আরিষ্টফানিসের গ্রন্থে [illegible] হইয়াছে। ইহা ভিন্ন এই সকল [illegible] অধিকাংশই সামাজিক ও রা[illegible] বা ব্যক্তিবিশেষের দোষ-অংশ হউক বা [illegible]অংশ হউক, ইহা লইয়া [illegible]। যথায়ই দোষাংশ বাহুল্যের অস্তিত্ব, তাহা রাজদরবারেই হউক, বা আপন ঘরেই হউক, কাহারও কবির কটাক্ষ হইতে নিস্তার পা[illegible]ইবার যো নাই। আর্কিলোকুসের প্রধান গ্রন্থ তাঁহার শ্বশুর লিকাম্বিসের বিপক্ষে। [illegible] কটাক্ষ এবং ব্যঙ্গোক্তিতে এরূপ পরিপূর্ণ যে লিকাম্বিস তজ্জন্য ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছিল। রাজপুরুষ হইলেও যে কবির বাক্যবাণ হইতে নিস্তার নাই, তজ্জন্য কেবল আরিষ্টফানিস কৃত লিসিস্ট্রাতা নামক নাটকের নামমাত্র উল্লেখ করিলাম। এই আরিষ্টফানিসের বাক্যবাণ হইতে মানবগুরু সক্রেতিসেরও নিস্তার ছিল না। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য-সংসার নিলোড়ন করিলে এতদ্রূপ শ্রেণীর কোন রূপ গ্রন্থ পাওয়া যায় কি না বলিতে পারি না। আধুনিক সংস্কৃতে থাকিলে থাকিতে পারে।

ইতি তৃতীয় প্রস্তাব।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

[illegible]ম্ভর পাণি।

অনেকে [illegible] বিশ্বম্ভর পাণির নাম শ্রবণ করেন নাই, [illegible] পুর্ব্বের ন্যায় [illegible] সংস্কৃত ভাষার [illegible] থাকিত, [illegible] হইলে [illegible] কি অজ্ঞাত [illegible]নিগর্ভে [illegible] থাকিত? বাস্তবিক, এক সংস্কৃত ভাষার [illegible] হেতু ভারতবর্ষীয় এবং এই বঙ্গদেশের কত কত গুণী ব্যক্তিও অনাদৃত হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ হইবার দুইটি কারণ দেখা যায়।— প্রথম কারণ ইংরেজি ভাষার প্রভাব এবং দ্বিতীয় কারণ দেশীয়দিগের সেই অর্থকরী ইংরাজি ভাষার প্রতি সর্ব্বতোভাবে আসক্তি প্রকাশ। এক সামান্য অর্থের লোভে মহার্থ সংস্কৃত ভাষা আজ কি না নিরর্থক হইয়া গেল! হায়, ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি? এই জন্যই কবি বিশ্বম্ভর পাণি সাধারণের অপরিচিত।

"বিশ্বম্ভর পাণি, জিলা হুগলীর অন্তঃপাতী সেনহাট গ্রামে ১৭০৭ শাকে কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিবসে জন্মগ্রহণ করেন। দেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে তিনি বাঙ্গালা ভাষা ও অঙ্কবিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, [illegible] পারস্য ও ইংরাজি [illegible] কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন। [illegible] বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি জগন্নাথ দেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া, পুরুষোত্তম গমন করেন। তথায় সমুদয় অবলোকন করিয়া, জগন্নাথদেবের লীলাবর্ণন করিবার নিমিত্ত তাঁহার অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মে। তৎকালে তিনি সংস্কৃত ভাষার [illegible] জানিতেন না; কিন্তু জগন্নাথদেবের লীলা সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত, সুতরাং সংস্কৃতপাঠ ব্যতিরেকে অভিলষিত লীলাবর্ণন সম্পন্ন হইতে পারে না। এজন্য পুরুষোত্তমধাম হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, সবিশেষ যত্ন, উৎসাহ ও পরিশ্রম সহকারে, সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

"অল্পদিনেই সংস্কৃত ভাষায় একপ্রকার ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, বিশ্বম্ভর বাবু, জগন্নাথ দেবের লীলাসংক্রান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইবার অভিলাষে, উৎকলখণ্ড অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দিন পরে (১৭৩৭ শকে) ঐ গ্রন্থ বাঙ্গালা [illegible] প্রভৃতি বিবিধ ছন্দে অনুবাদ পূর্ব্বক, জগন্নাথ-মঙ্গল নামে পুস্তক প্রস্তুত করিয়া মুদ্রিত ও সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করেন। অনন্তর তিনি জগন্নাথমঙ্গল গান করাইবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইয়া, কালাবতী পদ্ধতিক্রমে খেয়াল, ধ্রুপদ প্রভৃতি বিবিধ সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়া, বহুসংখ্যক পদাবলী সঙ্কলন করিলেন এবং উপযুক্ত বেতনদান পূর্ব্বক কতিপয় ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া, সঙ্গীতশিক্ষা করাইতে লাগিলেন। জগন্নাথমঙ্গলসঙ্গীত সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ

আছে। এই গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা[illegible] ও সংকীর্তকার্য্য সমাধানে বিশ্বম্ভর বাবু অন্যূন চল্লিশ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

"অতঃপর তাঁহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতা রচনায় অত্যন্ত উৎসাহ ও অনুরাগ জন্মে। ক্রমে ক্রমে তিনি বৃন্দাবনপ্রত্যুপায়, প্রেমসম্পুট, ভক্তরত্নমালা ও কন্দর্পকৌমুদী নামে গ্রন্থ রচনা করেন। বৃন্দাবনপ্রত্যুপায় পদ্মপুরাণের অন্তর্গত পাতালখণ্ডের অনুবাদ, প্রেমসম্পুট বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপ্রণীত পুস্তকের অনুবাদ, ভক্তরত্নমালা নানা গ্রন্থ হইতে ভক্তগণের চরিত্র আহরণপূর্ব্বক সঙ্কলিত, কন্দর্পকৌমুদী আদিরসনব্যকাব্য। এই সকলগ্রন্থ ভাষায় সঙ্কলিত, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত রচনাও সন্নিবেশিত হইয়াছে। বোধ হয়, বিশ্বম্ভর বাবু সর্ব্বশেষে সংস্কৃত ভাষায় সঙ্গীতমাধব কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

"বিশ্বম্ভর বাবু অত্যন্ত পরিশ্রমশীল মনুষ্য ছিলেন। কেহ কখন এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে আলস্যে কালহরণ করিতে দেখেন নাই। তিনি বিলক্ষণ সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে স্বীয় সম্পত্তির রক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ নিমিত্ত, বিষয় কার্য্যে বহু সময় ব্যাপৃত থাকিতে হইত। বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যে অবকাশ পাইতেন তাহাতেই সংস্কৃত অধ্যয়ন ও পুস্তক সঙ্কলন করিতেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও অতিশয় সংস্বভাবশীল ছিলেন। তাঁহার দয়া ও ন্যায়পরতা গুণও বিলক্ষণ ছিল। তাঁহার ভূম্যধিকারে (জমিদারীতে) প্রজারা পরম সুখে কালযাপন করিত। তাহাদিগকে ক[illegible]ধিকারীর অবিচার বা অত্যাচার নিবন্ধন[illegible] যাহাতে[illegible] স্বচ্ছন্দে [illegible]যাপন করি[illegible], তিনি তদ্বিষয়ে [illegible] অবহিত[illegible]

[illegible]

ভীতি হইতে পারে, [illegible] লোক ছিলেন [illegible] দাম্ভিকতা ও [illegible] তিনি [illegible]বার প্রায় দেখিতে [illegible] না। [illegible]ম্ভর বাবু এই তিনে আস[illegible]কিয়া জীবন ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রীতিচরিত্র সর্ব্বাংশে দোষস্পর্শশূন্য ছিল। যাঁহারা বিশ্বম্ভর বাবুকে জানেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। ফলতঃ এদেশে ঈদৃশ ব্যক্তি সচরাচর নয়নগোচর হয় না।

"বিশ্বম্ভর বাবু, ১৭৭৬ শাকের আষাঢ় মাসের সপ্তবিংশ দিবসে কলিকাতা নগরে দেহযাত্রা সংবরণ করিয়াছেন।

"ইদানীং এতদ্দেশে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন নিতান্ত বিরল হইয়া উঠিয়াছে। এমন অবস্থায়, বিশ্বম্ভর বাবু শূদ্রজাতীয় হইয়া সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

"সঙ্গীতমাধব সংস্কৃত ভাষায় সঙ্কলিত। বিশ্বম্ভর পানি, জয়দেবপ্রণীত গীতগোবিন্দ গ্রন্থের প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক এই পুস্তকে কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তার জীবদ্দশায় গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া উঠে নাই। ১৭৮২ শাকে তদীয় মধ্যম তনয় শ্রীযুত বাবু যশোদাকুমার পানির [illegible] ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।"

[illegible] অন্তরে কবিবিশ্বম্ভরের জগন্নাথবল্লভের সমালোচনা করিবার চেষ্টা করিব, কিন্তু অদ্য তদীয় সঙ্গীতমাধবের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

সঙ্গীতমাধব আট [illegible] বিভক্ত। নিম্নে [illegible] গ্রন্থের তালিকা প্রদত্ত হইল।—

প্রথম বিভাগে দৈনন্দিন লীলাবর্ণনে রাত্র্যন্ত লীলাকথন।

দ্বিতীয়	” ”	প্রাতর্লীলাকথন।
তৃতীয়	” ”	পূর্ব্বাহ্নলীলাকথন।
চতুর্থ	” ”	মধ্যাহ্নলীলাকথন।
পঞ্চম	” ”	অপরাহ্নলীলাকথন।
ষষ্ঠ	” ”	[illegible]কলীলাকথন।
সপ্তম	” ”	প্রথমরাত্রিলীলাকথন।
অষ্টম	” ”	মহানিশালীলাকথন।

কবিবর জয়দেব যে প্রণালীতে রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণন করিয়া গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছেন, সঙ্গীতমাধবেও তাহাই দৃষ্ট হয়। সঙ্গীতমাধবের কবি যে, জয়দেবের অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি প্রথম বিভাগের একস্থলে জয়দেবের স্মরণ করিয়া তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

“ব্রজপতিরতলীলা যা হি বর্ণাতিরম্যা
প্রতিপদললিতা যা গাষ্টকাদৈর্বিভক্তা।
প্রথয়িতুমধুনা তাং গীতবন্ধৈশ্চ পদ্যৈঃ
কবিনৃপজয়দেবাদ্যঙ্কঃ সংস্মরামি।”

গীতগোবিন্দে যেরূপ কিয়দংশ শ্লোক কিয়দংশ গীত পর্য্যায়ক্রমে নিবদ্ধ হইয়াছে, ইহাতেও সেইরূপ পদ্ধতি পরিরক্ষিত হইয়াছে।

[illegible] এতাদৃশ শ্লোকগুলির বিষয় সংক্ষেপে বলিয়া, পরে গীতের বিষয় বলিব।

এই গ্রন্থের মধ্যে অনুষ্টুপ্, মন্দাক্রান্তা, স্রগ্ধরা, বসন্ততিলক, উপজাতি, উপেন্দ্রবজ্রা, বংশস্থবিলা, মণিমালা, তূণক, তোটক, মালিনী, ছায়া, শোভা, শিখরিণী, চিত্রলেখা, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, পজ্ঝটিকা প্রভৃতি নানাবিধ ছন্দে শ্লোকসমূহ গ্রথিত হইয়াছে। সেই শ্লোকে শব্দবিন্যাস, ভাব ও মাধুর্য্য একত্র সমাবেশিত হইয়াছে; কিন্তু উচ্চদরের কবিত্ব বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনেক ন্যূন।

সঙ্গীতমাধবের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোনিবদ্ধ যে কএক প্রকার শ্লোক আছে, নিম্নে তাহাদের মধ্য হইতে কএক প্রকারের উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহাতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, বিশ্বম্ভর বাবু সংস্কৃতছন্দশাস্ত্রে কিরূপ পারদর্শী ছিলেন।

“শ্রীগুরুং করুণাসিন্ধুং সর্ব্বশক্তিপ্রদং বিভুম্। তৎ তাতং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞং প্রণমামি [illegible]”

—“জয়তি নিকুঞ্জপুঞ্জে রাধয়া মাধবস্য
প্রতিপদনবলীলা [illegible]
ঘনরসময়মূর্ত্তের্ভক্তবাঞ্ছাপ্রদস্য
সততমবতু সো নো বল্লবীন্দ্রস্য [illegible]।” ২

—“শ্রীবৃন্দাবিপিনং পরাৎপরপদং শুদ্ধোজ্জ্বলং সৎ২
প্রেমানন্দরসামৃতং সুখময়ং সম্মোদনং শাশ্বতম্।
সন্তানক্রলতাবলীসুকুসুমৈঃ সৌরভ্যযুক্তং পরং
বায়ূদ্ভূতপতঙ্গজাজলকণৈঃ সিক্তাঙ্গি-
নীতং [illegible]

"অত্র শ্বেতকীরশারীমধুপকলরবৈর্বো-
ধিতৌ তৌ সখাভী
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবলসিতবপুষৌ প্রেম-
মাধুর্য্যপুরৌ।
দৃষ্ট্বান্যোন্যাঙ্গচিহ্নং রতিরণজনিতং জা-
তহাসৌ যুবানৌ
তদ্ভাবাবিষ্টচিত্তৌ সমুদিতপুলকৌ ত-
ল্পগৌ সংস্মরামি ॥" ৪

"অথালিবর্গা বৃষভানুপুত্র্যাঃ
সংশোধ্য গেহাদিকমম্বুজাক্ষ্যাঃ।
বেশোপযুক্তা চ যানি তানি
তদ্বেশগেহে স্ম নিবেশয়ন্তি ॥" ৫

"স্নাত সুগুপ্তা [illegible]হিশতৈঃ
প্রিয়নন্দনভোজনশেষমতঃ।
স্বসখীনিচয়েন সমং সুমুখী
পরিভুজ্য পরং সুখমাপ বহু ॥" ৬

"স্বকং প্রিয়াকুণ্ডমুপেত্য হরিস্তদা
বিলোক্য রাধাবিরহাকুলো ভৃশম্।
খিন্নঃ পশুং বৃক্ষলতাগৃহাদিকং
প্রাণপ্রিয়াং স্মরময়ং প্রপশ্যতি ॥" ৭

"প্রিয়সখি কুঞ্জান্তে স মুরলো।
শ্রীরাধে তব কুঞ্জরবো।
হে সখি তত্রাসৌ কিং কুরুতে ॥
নৃত্যং শিক্ষতি মাধবদয়িতে ॥" ৮

"অতঃ স্বপত্নীভিরয়ং বিধুন্ত্বদা
মৎক্রীড়িতে মৎপুরতঃ স্বয়ং যদি।
তদা সুহৃত্প্রাতিভবামি নিশ্চিতং
শ্রীরাধিকেদং পরিহাসতোঽব্রবীৎ ॥" ৯

"পিকালিশারীশুকনাদসেবিতং
প্রফুল্লসম্পন্নযুতং মনোরমম্।
পূর্ণেন্দুকান্ত্যাজ্জলকাননং হরিঃ
সমীক্ষ্য রাসায় চকার মানসম্ ॥" ১০

এতদ্ব্যতীত আরও কএক প্রকার ছন্দঃ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়া[illegible] এই যে, গীতগোবিন্দের [illegible] যতদূর গুণপণাসহকারে উচ্চতর চমৎকারিত্ব রক্ষিত হইয়াছে, ইহাতে ততদূর হয় নাই। তা না হউক, কিন্তু এ সমস্ত ছন্দের সৌন্দর্য্য অবশ্য পাঠককে পরিতুষ্ট করিতে পারে। যদিও স্থলে স্থলে দীর্ঘ দীর্ঘ সন্ধি সমাস একত্র হইয়া কোমলতা নষ্ট করিয়াছে, কিন্তু বেশীর ভাগে তাহা না হওয়াতে পাঠকের পাঠকষ্ট সমুৎপন্ন হয় না।

এই বার আমরা সঙ্গীত মাধবের গীত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব[illegible]

জয়দেবের গীত গোবিন্দের পদ্ধতে ইহাতে অনেক গুলি গীত নিবদ্ধ হইয়াছে। উহাদের সংখ্যা সপ্তসমেত, পঞ্চাশটি। ভাষায় মিত্রাক্ষর ছন্দঃ লেখা যত সহজ, সংস্কৃতে তত নহে। যে সে ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষায় মিত্রাক্ষর ছন্দঃ রচনা করিতে পারে না। বঙ্গদেশের মধ্যে প্রথমে কবিবর জয়দেব সংস্কৃত মিত্রাক্ষর ছন্দের পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহার পর আমরা আরও দুই চারি জন সংস্কৃত কবিকে অত্যল্প ভাগে ঐরূপ ছন্দঃ রচনা করিতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা জয়দেবের অনুকরণে রচিত হইয়াও [illegible] হয় নাই। এক্ষণে আমরা [illegible], বিশ্বম্ভর বাবু এবিষয়ে জয়দেব [illegible] দেশীয় অপুরাপর সংস্কৃত মিত্রাক্ষর ছন্দঃ লেখকের অপেক্ষা অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তবে যে, ইহাঁরও গ্রন্থে যে বিষয়ে কোন [illegible], তাহা আমরা বলিতে পারি[illegible] মিত্রাক্ষরের ভাষা

আমার সিক্ত নয়ন একবার মুছিয়া লইতেছি। আলোক চিরকালই ভাল লাগে না। যাহারা আলোকব্যবসায়ী, যাহারা প্রাতঃকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আলোকের নিকট রহিয়া রহিয়া চক্ষুর্জ্যোতি বিনষ্ট করিয়াছে, তাহারা জানে আলোকের চিরসাহচর্য্য কি ভয়ানক। আর ঐ যে পলিত কেশ, লুলিত চর্ম্ম বৃদ্ধেরা কীর্ত্তির অক্ষয় আলোকে একবারের জন্য বহির্গত হইয়া, জীবনের সমস্ত সুখ শান্তিতে জলাঞ্জলি দিয়াছে, উহারাও জানে, আলোকের একাগ্রতা কি ভয়াবহ। উহারা আলোক পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারে যাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু আলোক উহাদিগকে পরিত্যাগ করে না। সুখী তাঁহারা যাঁহারা কীর্ত্তির আলোক ও অন্ধকার এই উভয়ের মিশ্রণসুখ অনুভব করিয়াছেন; এবং ধন্য তাঁহাদিগকে, যাঁহারা হলাকর্ষণে নিযুক্ত রহিয়া রাজোপাধি গ্রহণের জন্য আহুত হইয়াছেন, এবং পদোচিত কর্ম্মসমাধান করিয়া পুনরায় হলাকর্ষণে প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছেন।

তোমার সুন্দর বদন যত কেন সুখপ্রদ হউকনা, আমি দিবস যামিনী উহা দেখিতে চাই না। বৈচিত্র এবং পরিবর্ত্তেই সুখের স্বাদ অনুভূত হয়। আজি তোমার পূর্ণাবয়বে পূর্ণ যৌবনের বিলাসচ্ছটা দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। ক্রমে প্রভাত-পদ্মের ন্যায় উহা মলিন হইতে থাকিবে, ও কিয়দ্দিবস পরেই লোক-লোচনের অদৃশ্য হইয়া যাইবে; এবং তখন অমাবস্যার সেই ঘোরান্ধকারে, সেই ভীষণ বিষাদরূপে, অন্তর আপনা হইতেই তোমার স্মৃতির আরাধনায় পুনঃ প্রবৃত্ত হইবে।

তুমি পরকীয় আ... আলোকিত হও, ... মনুষ্য জাতি, ... নাম প্রসিদ্ধ; এবং আমাদিগের মধ্যে, যাহারা জাতীয় গৌরব তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, পরপুচ্ছে দেহ পুষ্ট ..., আমরা তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। আমাদিগের অবলম্ব এই পদ, ... এই বাহু, এবং পরিচালক অন্তঃস্থিত হৃদয়ের বুদ্ধি। আমরা এই মাত্র সহায় সম্পন্ন ... ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছি; ... যদি গৌরবের আলোকে কোন দিনও পৃথিবীর চক্ষু আকর্ষণ করি, তবে ইহাদিগের দ্বারাই করিব। পরকীয় প্রতিভা আমাদের হৃদয়ে উৎসাহের উদ্রেক করিতে পারে, কিন্তু উহা আমাদিগের অঙ্গে প্রতিফলিত হয় না। আমরা পরপিণ্ডে উদর পোষণ, অথবা পরপদ লেহন করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করি বটে, কিন্তু আমরা পরের নামে, কখনও নাম ধারণ করি না। বংশ গৌরব, সম্বন্ধ গৌরব এবং তদতিরিক্ত দাসত্বগৌরব অভিমানী মনুষ্যের মনে কখনও স্থান পাইতে পারে না; এবং যাহারা ঐরূপ গৌরবে গা ফুলাইয়া ভূমির একাঙ্গুলি ঊর্দ্ধে দিয়া বিচরণ করে, তাহাদের নাম অকালকুষ্মাণ্ড বংশকলঙ্ক, রাজশ্যালক শাস্তিমর্দ, অথবা সাহেবের চাপরাশী; সমাজে চিরদিনই তাহারা ঘৃণার চক্ষে অবলোকিত হয়।

তোমারও শক্তি তুলনায়, আমারও শক্তি তুলনায়, এবং বোধ হয় পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থেরই শক্তি তুলনায়। ... আজি এই পৌর্ণমাসীর রাত্রিতে সুধা বহুদূরে প্রসর করিতেছে; মধ্যে এক পৃথিবীর অন্ত-

রাল, এবং কোটী পৃথিবীর ব্যবধান, তাই তুমি আজি পূর্ণচন্দ্র,—ক্ষুদ্রালোকসম্পন্ন নক্ষত্র গুলিকে খরকিরণ প্রভাবে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছ। কিন্তু যতই সূর্য্য তোমার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে, [illegible] তোমার তেজোরশ্মি খর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইবে, এবং ততই তুমি [illegible] ধারণ করিবে —দ্বিতীয়ার চন্দ্র, [illegible], চতুর্দ্দশীর চন্দ্র, এবং অবশেষে [illegible]র অনৃত চন্দ্র। আর আমিও আ[illegible]লে দণ্ডায়মান;—দক্ষিণে আমার স্বজন পরিবার, পূর্ব্বে আমার ভৃত্যমণ্ডলী, উত্তরে ইতর সাধারণ, এবং পশ্চিমে আমার প্রভুবর্গ। সুতরাং যখন দক্ষিণ দিকে নেত্রপাত করি, তখন সে নেত্রে প্রেমের বারি ঝরিতে থাকে, মুখে প্রেমের বচন উদ্গীরিত হয়, এবং সমস্ত আকৃতিতে শান্তির একরূপ মধুর প্রলেপ আসিয়া পড়ে। যখন পূর্ব্বদিকে নিরীক্ষণ করি, তখন নয়নের প্রেমবারি শুকাইয়া গিয়া উহাতে অগ্নির সঞ্চার হয়, মুখে কোপায়মান নিষ্ঠীবন বহির্গত হইতে থাকে, এবং হস্তপদাদি উল্লম্ফন প্রলম্ফনে ও আস্ফালনে, আকৃতিতে প্রভুত্বের এক ভয়ানক ছায়া আসিয়া পতিত হয়। যখন উত্তর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, ঘৃণা, দয়া, মমতা, সহানুভূতি প্রভৃতির এক আশ্চর্য্য মিশ্রণে হৃদয়ের এক অপরিব্যক্ত, অদ্ভুতপূর্ব্ব অবস্থা জন্মে। স্থূলকথা, মনুষ্যের উপর মনুষ্যের যে সকল বৃত্তি কার্য্য করে, তাহার সকল গুলিই সমবেত হইয়া, এককালীন প্রকাশিত হইতে চেষ্টা পায়। তাই মুহূর্ত্তের মধ্যে ভ্রূ আকুঞ্চিত [illegible] বিস্ফারিত, নেত্র অশ্রুধারায় আপ্লুত, আবার ক্রোধাগ্নিতে পরিপূর্ণ, দন্তপংক্তি নিষ্কোষিত আবার অবরুদ্ধ, এবং হস্তপদাদি ঈষদান্দোলিত আবার স্তম্ভিত হইতে থাকে। এবং যখন সর্ব্বশেষে পশ্চিম দিকে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করি, অমনি নয়নের পাতা পড়িয়া যায়, ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে থাকে, শরীরে রোমাঞ্চ ও কম্পের উদয় হয়, এবং বিভীষিকার আরও শত [illegible]মের অভিনয় করিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় [illegible] করিয়া থাকি। তখন দক্ষিণদিকে বিস্ময়ের চক্ষু আমার উপর নিপতিত হয়, পূর্ব্বদিকে অবজ্ঞা [illegible] উপহাসের টিটকারি কর্ণে প্রবেশ করে এবং উত্তর দিকে হর্ষ ও বিষাদ, দুঃখ ও অনুতাপের অর্দ্ধস্ফুট আলাপ হৃদয়কে অধিকতর দগ্ধ করে। শক্তির তুলনা কি অকিঞ্চনা!

আর একটি কথা বলিয়া, চন্দ্র আজি তোমার নিকট আমি বিদায় লইব। সেটি তোমারই গৌরবের কথা। তুমি এই পৃথিবী ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইহাকে আলো প্রদান করিতেছ; কিন্তু এই আলোকদান [illegible] তোমার আর কোন উদ্দেশ্য নাই;—সম্মান অথবা প্রতিপত্তির পুরস্কার তোমার প্রার্থনীয় নহে। মনুষ্য যে স্থান দেখে নাই, ভূলোকচিত্রে যে স্থান অঙ্কিত হয় নাই, যে স্থানে আলোক প্রদান করিলে, তাহা পৃথিবীর কোন উপকারে আসে না, কোন জীবজন্তুও দেখিতে পায় না, সেই অগম্য, অরণ্য স্থানেও তুমি নিরপেক্ষ হইয়া, এবং [illegible] উপেক্ষা করিয়া, নিঃস্বার্থভাবে আলোক বিতরণ করিতেছ [illegible] আমার কার্য্য

[illegible] মধুর হাস্য, কাপোর [illegible] মনুষ্যানিবাস, এবং পরিণাম যাহাই হউক, উদ্দেশ্য মনুষ্যের প্রশংসা। যেমন জীবজগতে প্রাণ-বায়ু, তেমনই আমার কার্য্যজগতে প্রশংসা বায়ু। আমি প্রশংসার মদিরাগন্ধে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতেও বিরক্তি করি না; কিন্তু যেখানে প্রশংসা নাই, গৃহের অতি সান্নিধ্য নিকটবর্ত্তী হইলেও আমি সে স্থানে যাই না। তাহাকে যদি কমলকুসুম বল, তবে মনুষ্যচক্ষু আমার সূর্য্য,—আমি উহার দৃষ্টি পাইলে প্রস্ফুটিত হই, আর উহার দৃষ্টির অভাবে শুকাইয়া যাই। হায় কবে তোমার [illegible] বৃত্তি শিক্ষা করিতে সমর্থ হইব? আমি যদি আত্মনির্ভরে, উচ্চশিক্ষার অবলম্বনে, এবং নিঃস্বার্থপরতার অব্যাহত অভিমানে মনুষ্যচক্ষুকে [illegible] বায়ুতে উড়াইয়া দিয়া, কার্য্যকেই কর্ত্তব্য, কার্য্যকেই উদ্দেশ্য, এবং কার্য্যকেই পুরস্কার স্বরূপ জ্ঞান করিতে পারিতাম, [illegible] এই পার্থিব দুর্গন্ধময় শৈবালে [illegible] স্বর্গের অমল সুধা, এবং [illegible] প্রাপ্ত হইতে পারিতাম।

[illegible]—

আয়ুর্ব্বেদ।

(ষষ্ঠ সংখ্যা, ২৭৩ পৃষ্ঠার পর)

দেহ-বিবরণ।

বায়ু, পিত্ত ও কফই দেহধারণের মূল। ইহারা বিকৃত হইলে দেহকে নষ্ট করে। অবিকৃত থাকিলে দেহকে বর্দ্ধন করে।

বায়ু, পিত্ত ও কফ দ্বারা ধাতু ও মলাদি [illegible] বলিয়া ইহাদিগকে দোষ বলা যায়। এবং বিসর্গ (দেহাদি দ্বারা পোষণ) আদান (রসাদি শোষণ) ও [illegible] বিক্ষেপণ দ্বারা দেহকে ধারণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ধাতু বলা যায়। এবং রসরক্তাদি ধাতুসমূহকে মলিন করে বলিয়া ইহাদিগকে মল বলা যায়। *

বায়ুর স্বরূপ। †

বায়ু স্বয়ং পিত্ত, কফ ও মলাদির পরিচালক, শীঘ্রকারী, [illegible], সূক্ষ্ম, রুক্ষ, শীতল, লঘু ও চলনশীল। এবং বায়ু, পিত্তাগ্নি [illegible]

---

* [illegible] বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চেতি ত্রয়োদোষাঃ [illegible] বিকৃতাবিকৃতা দেহং হন্তি তে ব-[illegible]। * * [illegible] মলাশ্চাপি দূষ্যা- শোণিতস্তুষুঃ। [illegible] বাতপিত্তকফা এতে ত্রয়োদোষা ইতি স্মৃতাঃ। তে ধাতবোপি বিবৃদ্ধাঃ পলিতা দেহধারণাৎ। বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলা যথা। ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা। মলাশ্চতে রসাদীনাং মলিনীকরণাদ্ধতাঃ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

† দোষধাতুমলাদীনাং নেতা শীঘ্রঃ সমীরণঃ। রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মঃ রুক্ষঃ শীতো লঘুশ্চলঃ। * * * দাহকৃত্তেজসা যুক্তঃ শীতকৃৎ সোমসংশ্রয়াৎ। বিভাগকরণাদ্বায়ুঃ প্রধানঃ দোষসংগ্রহে॥ (ঐ)

[illegible]হকারক, ও কফযুক্ত হইলে শীত-কারক হইয়া থাকে। রসরক্তাদি ও মলমূত্রাদির বিভাগ করণহেতু এবং পিত্ত ও কফের পরিচালনহেতু দোষত্রয়ের মধ্যে বায়ুই প্রধান।

এক বায়ুই স্থান, নাম ও কর্ম্মভেদে পঞ্চ প্রকার। যথা—

কণ্ঠস্থ বায়ু উদান, হৃদয়স্থ বায়ু প্রাণ, নাভিমণ্ডলস্থ বায়ু সমান, মলাশয়স্থ বায়ু অপান, সর্ব্বশরীরসঞ্চারী বায়ু ব্যান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (১)

পঞ্চবিধ বায়ুর কার্য্য।

কণ্ঠস্থ উদানবায়ু, উর্দ্ধগতি দ্বারা বাক্য, গীত ও হাস্যাদির প্রবর্ত্তন করে। হৃদয়স্থ প্রাণবায়ু মুখাগত হইয়া অন্নপানীয়াদিসমূহকে অন্তঃপ্রবিষ্ট করায়। এই প্রাণবায়ুই দেহধারণের প্রধান অবলম্বন। আমপক্বাশয়সঞ্চারী সমানবায়ু, পাচক নামক পিত্ত সংযুক্ত হইয়া অন্নাদিসমূহকে পরিপাক করে। এবং রসরক্তাদি ধাতু ও মলমূত্রাদির পৃথক্করণ সম্পাদন করিয়া থাকে। পক্বাশয়স্থ অপান বায়ু, যথাকালে মল, মূত্র, শুক্র, আর্ত্তবশোণিত ও গর্ভকে আকর্ষণ করে। সর্ব্বশরীরসঞ্চারী ব্যানবায়ু, লোমকূপ দ্বারা শরীর মধ্যে রসাদি আকর্ষণ করে। এবং ঘর্ম্ম ও রক্তকে বহিঃপ্রবর্ত্তন করায়। এই বায়ু দ্বারাই গতি, অপক্ষেপ, উৎক্ষেপ, নিমেষ ও উন্মেষাদি ক্রিয়া সম্পাদিত [illegible] থাকে। (২)

পিত্তের স্বরূপ।

পিত্ত, উষ্ণ, দ্রব, পীতবর্ণ অথবা নীলবর্ণ, সত্ত্বগুণবহুল, সরণশীল, লঘু, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, কটুরস, পাকবৈগুণ্যে কখনও অম্লরস হইয়া থাকে।

একই পিত্ত, স্থান, নাম ও কর্ম্মভেদে পঞ্চপ্রকার। যথা—আমাশয়স্থ পিত্ত পাচক, যকৃৎপ্লীহস্থপিত্তরঞ্জক, হৃদয়স্থ পিত্ত সাধক, নেত্রস্থ পিত্ত আলোচক, এবং সর্ব্বশরীরস্থ চর্ম্মগত পিত্ত ভ্রাজক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (৩)

পঞ্চবিধ পিত্তের কার্য্য।

পাচক পিত্ত, ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করে, এবং রস, মূত্র ও পুরীষ প্রভৃতির পার্থক্য সম্পাদন করিয়া থাকে। এবং স্বস্থানে থা-

---

(১) উদানস্তদধঃ প্রাণঃ সমানোঽপান এব চ। ব্যানশ্চৈতানি নামানি বায়োঃ স্থানপ্রভেদতঃ। ... কণ্ঠে হৃদি তথা[illegible] কোষ্ঠে[illegible] মলাশয়ে। সকলেঽপি শরীরেঽসৌ ক্রমেণ পবনো বসেৎ। (ভাবপ্রকাশঃ)

(২) উদাননামায়ং[illegible] ঊর্দ্ধমুপৈতি পবনোত্তমঃ। তেন ভাষিতগীতাদিপ্রবৃত্তিঃ ॥ যো বায়ুঃ প্রাণনামাসৌ মুখং গচ্ছতি দেহধৃক্। সোঽন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে। ॥ আমপক্বাশয়চরঃ সমানো বহ্নিসংগতঃ। সোঽন্নং পচতি তজ্জাংশ্চ বিশেষান্ বিবিনক্তি হি। ॥ পক্বাশয়ালয়োঽপানঃ কালে কর্ষতি চাপ্যয়ং। সমীরণঃ শকৃন্মূত্র শুক্রগর্ভার্ত্তবান্যধঃ। ॥ কৃৎস্নদেহচরো ব্যানো রসসংবাহনোদ্যতঃ। স্বেদাসৃক্‌স্রাবণশ্চাপি পঞ্চধা চেষ্টয়ত্যপি। গত্যাপক্ষেপণোৎক্ষেপনিমেষোন্মেষণাদিকাঃ। প্রায়ঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ প্রতিবদ্ধাঃ শরীরিণাং। (ভাবপ্রকাশ)

(৩) পিত্তমুষ্ণং দ্রবং পীতং নীলং স[illegible] সত্ত্বগুণোত্তরং। সরং কটু লঘু স্নিগ্ধং তীক্ষ্ণম[illegible] পাকতঃ। পাচকং রঞ্জকঞ্চাপি সাধকা[illegible]

কিরাই [illegible] জমগাভূতগত অগ্নির বল বৰ্দ্ধন করে।

[illegible]পিত্ত, রস ধাতুকে রঞ্জিত করিয়া শোণিতরূপে পরিণত করে। সাধকপিত্ত, বুদ্ধি, মেধা, ও স্মৃতি শক্তির উদ্দীপন করে। আলোচক পিত্ত দ্বারা রূপদর্শন ক্রিয়া সাধিত হয়।

ভ্রাজকপিত্ত শরীরের কান্তিসম্পাদক। এবং এই পিত্তই চর্ম্মোপরিদত্ত প্রলেপ ও মৰ্দ্দিতৈতলাদির পরিপাক করিয়া থাকে। (১)

কফের স্বরূপ।

শ্লেষ্মা, শ্বেতবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল, তমোগুণভূয়িষ্ঠ, ও মধুর রস। [illegible] বৈগুণ্যে কখনও লবণ রস হইয়া থাকে।

একই শ্লেষ্মা নাম, স্থান, ও কৰ্ম্মভেদে পঞ্চপ্রকার। যথা— আমাশয়স্থ শ্লেষ্মা ক্লেদন, হৃদয়স্থ শ্লেষ্মা অবলম্বন, কণ্ঠস্থ শ্লেষ্মা রসন, শিরস্থ শ্লেষ্মা স্নেহন; সন্ধিস্থ শ্লেষ্মা শ্লেষণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (২)

পঞ্চবিধ কফের কার্য্য।

আমাশয়স্থ ক্লেদন নামক শ্লেষ্মা, স্বশক্তি প্রভাবে কঠিন ভুক্ত বস্তু সমূহকে ক্লিন্ন করে, এবং অন্যান্য হৃদয়াদি শ্লেষ্ম স্থান সকলকে উদক দান দ্বারা উপকৃত করে।

হৃদয়স্থ অবলম্বন নামক শ্লেষ্মা, রস যুক্ত আত্ম বীর্য্যদ্বারা হৃদয়ের অবলম্বন ও ত্রিক সন্ধারণ করিয়া থাকে।

কণ্ঠস্থ রসন নামক শ্লেষ্মা, কটু, তিক্ত, ও কষায়াদি রস সমূহের অবরোধ করায়।

শিরস্থ স্নেহন নামক শ্লেষ্মা, স্নেহদান দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তি সাধন করে।

সন্ধিস্থ শ্লেষণ নামক শ্লেষ্মা, সমস্ত সন্ধির সংশ্লেষ বিধান করিয়া থাকে। (৩)

ধাতু বিবরণ।

ধাতু সপ্তপ্রকার। যথা—

১। রস, ২। রক্ত, ৩। মাংস, ৪। মেদ, ৫। অস্থি, ৬। মজ্জা, ৭। শুক্র, ইহারা স্বীয় অব[illegible]

---

(১) পাচকং পচ্যতে ভুক্তং শেষাগ্নিবলবর্দ্ধনং রসমূত্রপুরীষাদি বিবেচয়তি নিত্যশঃ। * * রঞ্জকং নাম যৎ পিত্তং তদ্রসং শোণিতং নয়েৎ। [illegible] সাধকসংজ্ঞং তৎ কুর্য্যাৎ বুদ্ধিং ধৃতিং স্মৃতিং। আলোচকসংজ্ঞং তদ্রূপগ্রহণকারকং। ভ্রাজকং কান্তিকৃৎ ত্বক্স্থং [illegible]ভ্রাজনাদিপাচকং। (ঐ)

(২) শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা। তমোগুণাধিকঃ স্বাদুর্বিদগ্ধো [illegible] চকে তথা। [illegible] নামানি স্থানভেদতঃ। আমাশয়ে [illegible] লোচনদ্বয়ে [illegible] সর্ব্বশরীরেষু পিত্তং নিব[illegible]সতি ক্রমৎ। (ভাবপ্রকাশ) [illegible] লবণোভবেৎ। [illegible] নামানি ক্লেদনশ্চাবলম্বনঃ। রসনঃ স্নেহনশ্চাপি শ্লেষণঃ স্থানভেদতঃ। আমাশয়েষু হৃদয়ে কণ্ঠে শিরসি সন্ধিষু। স্থানেষ্বেষু মনুষ্যাণাং শ্লেষ্মা তিষ্ঠত্যনুক্রমাৎ। (ভাবপ্রকাশঃ)

(৩) ক্লেদনঃ ক্লেদয়ত্যামমাশয়স্থঃ কফান্ রসান্। অন্যৎস্থান্যপি [illegible] শ্লেষ্মস্থানান্যুদককর্ম্মণা। রসযুক্তাত্মবীর্য্যেণ হৃদয়স্থাবলম্বনঃ। ত্রিকসন্ধারণঞ্চাপি বিদধাত্যবলম্বনঃ। উভাবপিত্ততঃ সৌ [illegible] বক্তঃ। যতো রসাভিজানীতে রসনাখ্যঃ স নৌ [illegible]॥ স্নেহনঃ স্নেহদানেন সমস্তেন্দ্রিয়তর্পণঃ। শ্লেষণঃ সর্ব্বসন্ধীনাং সংশ্লেষং বিদধাত্যসৌ। ঐ

মাংস পেশীর সংখ্যা ও স্থান।

মনুষ্য-শরীরে মাংস পেশীর সংখ্যা ৫০০ পঞ্চশত। তন্মধ্যে শাখাগত (অর্থাৎ সক্থিদ্বয় ও বাহুদ্বয়) ৪০০ চারিশত। কোষ্ঠ স্থানে ৬৬ বট্‌ষষ্টি। গ্রীবার উর্দ্ধভাগে ৩৪ চতুস্ত্রিংশৎ।

শাখা-গত।

এক এক পাদাঙ্গুলিতে ৩। ৩ তিন তিন হিসাবে ১৫ পঞ্চদশ খানি মাংসপেশী। পাদাগ্রে ১০ দশ। পাদোপরি কূর্চ্চসন্নিবিষ্ট ১০ দশ। গুল্ফ ও পাদতলে ১০ দশ। গুল্ফ ও জানুর মধ্যভাগে ২০ বিংশতি। জানুস্থানে ৫ পঞ্চ। উরুস্থানে ২০ বিংশতি। বঙ্ক্ষণ স্থানে ১০ দশ। এক সক্থি মধ্যে সমষ্টি ১০০ শত। দ্বিতীয় সক্থি মধ্যেও ঐরূপ ১০০ শত মাংসপেশী।

এক এক হস্তাঙ্গুলিতে ৩। ৩ হিসাবে ১৫ খানি মাংসপেশী। হস্তাগ্রে ১০। হস্তো-[illegible]সন্নিবিষ্ট ১০। মণিবন্ধ ও হস্ততলে ১০। মণিবন্ধ ও বাহুর মধ্যভাগে ২০। বাহু মধ্যে ৫। বাহুর উর্দ্ধভাগে ২০। বাহু ও কক্ষার সন্ধি স্থলে ১০। এক বাহু মধ্যে সমষ্টি ১০০ শত খানি মাংসপেশী। দ্বিতীয় বাহু মধ্যেও ঐরূপ ১০০ একশত খানি মাংসপেশী।

কোষ্ঠ-গত।

পায়ুতে ৩ তিন। মেঢ্রে ১। অণ্ডসেবনীতে ১। অণ্ডকোষে ২। নিতম্ব স্থলে ১০। বস্তিশীর্ষে ২। উদরে ৫। নাভিতে ১। পৃষ্ঠের উর্দ্ধভাগে উভয়দিকে ১০। পার্শ্বদ্বয়ে ৬। বক্ষঃস্থলে ১০। স্কন্ধদ্বয়ে ৭। হৃদয় ও আমাশয়ের মধ্যভাগে ২। যকৃতে ২। প্লীহাতে ২। উণ্ডুকে ২। কোষ্ঠমধ্যে সমষ্টি ৬৬ খানি মাংসপেশী[illegible]

গ্রীবার [illegible]।

গ্রীবাতে ৪ খানি। হনুদ্বয়ে ৮। কাকলক বা কণ্ঠমণিতে (অর্থাৎ ঘুণ্টিকা) ১। গলদেশে ১। তালুতে ২। জিহ্বাতে ১। ওষ্ঠদ্বয়ে ২। নাসাতে ২। দ্বিনেত্রে ২। গণ্ডদ্বয়ে ৪। কর্ণদ্বয়ে ২। ললাটে ৪। মস্তকে ১। গ্রীবার উর্দ্ধভাগে সমষ্টি ৩৪ চৌত্রিশ খানি মাংসপেশী। (১)

---

(১) পঞ্চপেশী শতানি ভবন্তি, তাসাং চত্বারি শতানি শাখাসু। কোষ্ঠে ষট্‌ষষ্টিঃ গ্রীবাং প্রত্যূর্দ্ধং চতুস্ত্রিংশৎ। একৈকস্যাম্ভ পাদাঙ্গুল্যাং তিস্রঃ তিস্রস্তাঃ পঞ্চদশ। দশপ্রপদে। পাদোপরি কূর্চ্চ সন্নিবিষ্টাস্তাবত্য এব। দশ গুল্ফ তলয়োঃ। গুল্ফজান্বন্তরে বিংশতিঃ। পঞ্চ জানুনি। বিংশতিরূর্ব্বোঃ। দশ বংক্ষণে। শতমেব মেকস্মিন্ সক্থ্নি ভবন্তি। এতেনেতর সক্থি বাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। তিস্রঃ পায়ৌ। একা মেঢ্রে। সেবন্যাং চাপরা। দ্বে বৃষণয়োঃ। স্ফিচোঃ পঞ্চপঞ্চ। দ্বে বস্তিশিরসি। পঞ্চোদরে। নাভ্যামেকা। পৃষ্ঠোর্দ্ধ সন্নিবিষ্টাঃ পঞ্চপঞ্চ দীর্ঘাঃ। ষট্‌পার্শ্বয়োঃ। দশ বক্ষসি[illegible] অক্ষকাংসৌ প্রতি সমন্তাৎ সপ্ত। দ্বে[illegible]শয়য়োঃ। ষট্‌যকৃৎ-প্লীহোণ্ডুকেষু।

গ্রীবায়াং চতস্রঃ। অষ্টৌ হন্বোঃ একৈ[illegible] কাকলক গলয়োঃ। দ্বে তালুনি। একা জিহ্বা[illegible]য়াং। ওষ্ঠয়োর্দ্বে নাসায়াংদ্বে দ্বে নেত্রয়োঃ।

র্বিভজ্যেত্ তথা। ৫০ শিরাস্নায়ু[illegible] পঞ্চাশানি [illegible] শরীরিণাং। পেশীভিঃ সংবৃতান্যত্র বলবন্তি [illegible]। (ক্রমশঃ।

শরীর মধ্যে সর্ব্বসমেত অস্থি সংখ্যা ৩০০ তিন শত। তন্মধ্যে শাখাগত (সক্থি ও বাহু) ১২০। কোষ্ঠগত (পার্শ্ব, কটী, বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, ও উদর) ১১৭। গ্রীবার ঊর্দ্ধভাগগত ৬৩।

শাখাগত।

এক এক পাদাঙ্গুলিতে ৩। ৩ তিন তিন হিসাবে সমষ্টি ১৫ পঞ্চদশ খানি অস্থি। পাদতলে ৫ পাঁচ খানি শলাকাস্থি। এবং তদাধারভূত স্থূল অস্থি ১। কূর্চ্চমধ্যে ২। গুল্ফ স্থানে ২। পাদপার্ষ্ণিতে ১। জঙ্ঘাতে ২। জানুতে ১। উরুতে ১। সমষ্টি এক সক্থি মধ্যে ৩০ ত্রিশখানি। দ্বিতীয় সক্থিমধ্যে ও ঐরূপ ৩০ ত্রিশখানি অস্থি আছে।

এক এক হস্তাঙ্গুলিতে ৩। ৩ তিন তিন হিসাবে একহস্তে সমষ্টি ১৫ খানি অস্থি। হস্ততলে শলাকাস্থি ৫। তদাধার-ভূত স্থূল অস্থি ১। কূর্চ্চ মধ্যে ২। ম[illegible] ২। হস্তপার্ষ্ণিতে ১। প্রকোষ্ঠস্থানে [illegible] কূর্পরে ১। বাহুতে ১। সমষ্টি একবাহু মধ্যে ৩০ ত্রিশ খানি অস্থি। দ্বিতীয় বাহু মধ্যেও ঐরূপ ত্রিশখানি অস্থি আছে।

কোষ্ঠগত।

প্রতি পার্শ্বে ৩৬ খানি হিসাবে পার্শ্বদ্বয়ে ৭২ খানি অস্থি। পায়ুমধ্যে ১। ভগস্থানে ১। নিতম্বদ্বয়ে ২। ত্রিক স্থানে ১। বক্ষস্থলে ৮। পৃষ্ঠে ৩০। উদরস্থ অক্ষকনামক অস্থি ২। সমষ্টি ১১৭ খানি অস্থি।

গ্রীবার ঊর্দ্ধভাগগত।

গ্রীবাতে ৯ খানি অস্থি, কণ্ঠনাড়ীতে ৪। হনুদ্বয়ে ২। দাঁতে ৩২, নাসাতে ৩। তালুতে ১। গণ্ডদ্বয়ে ২ কর্ণদ্বয়ে ২। শঙ্খদ্বয়ে ২। মস্তকে ৬। সমষ্টি ৬৩ খানি অস্থি।

এতন্মধ্যে চক্ষুঃকোটর, কর্ণ, নাসিকা, ও গ্রীবাগত অস্থি সমূহকে তরুণাস্থি বলা যায়। এবং শিরঃ, শঙ্খ, তালু, অংস, জানু, নিতম্ব, ও গণ্ডগত অস্থি সমূহকে কপালাস্থি বলা যায়। এবং দন্তগত অস্থি সমূহকে রুচকাস্থি বলা যায়। হস্ত, পদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষোগত অস্থি সমূহকে বলয়াস্থি বলা যায়। হস্তাঙ্গুলিতলে ও পাদাঙ্গুলিতলে, কূর্চ্চে, মণিবন্ধে, বাহুদ্বয়ে, ও জঙ্ঘাদ্বয়ে নলকাস্থি নামে খ্যাত।

৬। মজ্জার স্বরূপ ও স্থান।

স্বীয় অগ্নিদ্বারা পরিপক্ক অস্থি হইতে, স্নেহাংশ ও ঘন যে সারভাগ সমুৎপন্ন হয়,

---

জান্বোরেকং, এক মূরাবিতি। ত্রিংশদেবমেকস্মিন্ সক্থ্নি ভবন্তি। এতেনেতরসক্থি বাহূচ ব্যাখ্যাতৌ।

শ্রোণ্যাং পঞ্চ তেষাং গুদভগনিতম্বেষু চত্বারি। ত্রিকসংশ্রিতমেকং পার্শ্বে ষট্ত্রিংশৎ এবমেকস্মিন্ দ্বিতীয়েপ্যেবং। পৃষ্ঠে ত্রিংশৎ। অষ্টাবুরসি। দ্বে অক্ষকসংজ্ঞে। গ্রীবায়াং নবকং। কণ্ঠনাড্যাং চত্বারি। দ্বে হন্বোঃ। দন্তাদ্বাত্রিংশৎ। নাসায়াং ত্রীণি। একং তালুনি, গণ্ডকর্ণশঙ্খেষ্বেকৈকং দ্বে। ষট্ শিরসি। এতানি পঞ্চবিধানি ভবন্তি। তদ্যথা—কপালরুচকতরুণবলয়নলকসংজ্ঞানি। তেষাং জানুনিতম্বাংসগণ্ডতালুশঙ্খশিরঃসু কপালানি। দশনাস্তু রুচকানি। ঘ্রাণকর্ণগ্রীবাক্ষিকোষেষু তরুণানি। পাণিপাদপার্শ্বপৃষ্ঠোদরোরঃসু বলয়ানি। শেষাণি নলকসংজ্ঞানি। (সুশ্রুতঃ)

তাহাকে মজ্জা বলা যায়। উহা স্থূলাস্থির অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে। (১)

৭। শুক্রের স্বরূপ ও স্থান।

শুক্র [illegible] (শৈত্যগুণ ভূয়িষ্ঠ) শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, [illegible]বক ও পুষ্টিকারক, গর্ভোৎপাদক, শরীরের সার, এবং জীবের প্রধান অবলম্বন। যেমন দুগ্ধরাশিতে ঘৃত, এবং ইক্ষুদণ্ডে রস সর্ব্বত্র গূঢ় ভাবে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ শুক্রও দেহিগণের সমস্ত শরীরে গূঢ় ভাবে অবস্থিতি করে। (২)

ধাতুমল।

রসাদি মজ্জা পর্য্যন্ত ষড়্‌ধাতু হইতে কফ পিত্তাদি বিবিধ মলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যথা—

রস হইতে কফ, রক্ত হইতে পিত্ত, মাংস হইতে কর্ণ স্রোতঃ প্রভৃতির মল, মেদ হইতে ঘর্ম্ম, অস্থি হইতে নখ ও লোম, মজ্জা হইতে চক্ষের স্নেহ ও নেত্রমল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। (৩)

উপধাতু। (*)

লসিকা, বসা ও স্ত্রীজাতির স্তন্য দুগ্ধকে উপধাতু বলা যায়।

লসিকার স্বরূপ।

পিত্তদ্বারা সন্তপ্ত মাংস হইতে একপ্রকার জল নির্গত হয় তাহাকেই লসিকা বলে। (৪)

বসার স্বরূপ।

শুদ্ধ মাংসের স্নেহ ভাগকে বসা বলা যায়। (৫)

স্তন্যের স্বরূপ।

সম্যক পক্ক আহারীয় রসের সারভাগ স্তন্য বাহিনী ধমনী দ্বারা সর্ব্বশরীর হইতে স্তনদ্বয়ে নীত হইয়া স্তন্যদুগ্ধরূপে পরিণত হয়। উহা মধুর রস ও [illegible]। (৬)

কলার স্বরূপ।

ধাত্বাশয় মধ্যে অবস্থিত, [illegible]মদ্বারা পরিপক্ক, ধাতুর একরূপ [illegible] কলা বলা

---

(১) অস্থিসংস্থিতা [illegible] স্থূলাস্থিমু [illegible] যঃ স্নেহঃ [illegible] স মজ্জেত্যভিধীয়তে। স্থূলাস্থিষু বিশেষেণ মজ্জা অভ্যন্তরে স্থিতঃ। (ভাবপ্রকাশঃ)

(২) শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বল পুষ্টিকরং স্মৃতং। গর্ভবীজং বপুঃসারঃ জীবস্যাশ্রয় উত্তমঃ। (ভাবপ্রকাশঃ) যথা পয়সি সর্পিস্তু গূঢ়শ্চেক্ষৌ রসো যথা। শরীরেষু তথা শুক্রং নৃণাং বিদ্যাদ্ভিষগ্বরঃ। (সুশ্রুতঃ)

(৩) কফঃ পিত্তং মলাঃ খেষু প্রস্বেদো নখলোমচ। নেত্রবিট্‌চ্ছচঃ স্নেহো ধাতুনাং ক্রমশোমলাঃ। (সুশ্রুতঃ)

(৪) পিত্তেনস্বিন্নমাংসাৎস্রবদুদকং লসিকেত্যুচ্যতে। (উজ্জ্বলকৃত সুশ্রুতটীকা)

(৫) শুদ্ধমাংসস্য যঃস্নেহঃ সা বসা পরিকীর্ত্তিতা॥ (সুশ্রুতঃ)

(৬) রসপ্রসাদোমধুরঃ পক্কাহারনিমিত্তকঃ। কৃৎস্নদেহাৎস্তনৌ প্রাপ্তঃ স্তন্যমিত্যভিধীয়তে। (সুশ্রুতঃ)

* বৈদ্যকশ্রেষ্ঠ শার্ঙ্গধরের মতে অার্ত্তব, শোণিত, ওজঃ, স্বেদ (ঘর্ম্ম) দন্ত ও কেশ সমূহও উপধাতু মধ্যে গণনীয়। তিনি বলেন— রসের উপধাতু স্তন্য, রক্তের উপধাতু আর্ত্তবশোণিত, মাংসের উপধাতু বসা, মেদের উপধাতু ঘর্ম্ম, অস্থির উপধাতু দন্ত, মজ্জার উপধাতু কেশ, এবং শুক্রের উপধাতু ওজঃ।

...জীত।" ইহাতে কাশ্মীরের ইতিহাস ... লিখিত হইয়াছে। এই রাজতরঙ্গিণী ফ্রান্সদেশের রাজধানী প্যারীস-নগরে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ট্রয়ার সাহেব কর্তৃক মুদ্রাঙ্কিত হয়। ট্রয়ার সাহেব কেবল কতকগুলি স্থলে ফরাসী ভাষায় টীকা লিখিয়াছেন, ইহার অনুবাদ করেন নাই। তদবধি কেহই ইহার উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র দত্ত ইহার প্রথম সপ্তম তরঙ্গের ইংরেজী অনুবাদ করিয়া সাধারণের মহৎ উপকার করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুবাদের জন্য তিনি ইংরেজিভাষাভিজ্ঞ ভারতের পুরাবৃত্তজ্ঞদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু এরূপ গ্রন্থের বঙ্গভাষায় প্রচার একান্ত আবশ্যক মনে করিয়া আমরা ক্রমশঃ আমাদের পাঠকবর্গকে ইহার অনুবাদ এবং আবশ্যক স্থলগুলির টীকা ও সমালোচনা উপহার দিতে ব্রতী হইলাম। যেসকল স্থল ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত সম্বন্ধ তাহার সবিশেষ সমালোচনা করিব।

রাজতরঙ্গিণী।

প্রথম তরঙ্গ।

যাঁহার প্রসাদে সকল প্রকার কামনা পূর্ণ হয়, সেই কল্পবৃক্ষ স্বরূপ মহাদেবকে আমি বন্দনা করি। সেই সুকবিকেও বন্দনা করি যিনি স্বগুণ প্রভাবে নিজের এবং অপরের যশঃশরীরের স্থিরতা সম্পাদন করেন। রমণীয় রচনানিপুণ কবি এবং প্রজাপতি ভিন্ন আর কে অতীত কালকে প্রত্যক্ষবৎ প্রদর্শন করিতে পারেন? কবি যদি নিজ প্রতিভাশক্তির দ্বারা সকল বিষয় না দর্শন করেন, তবে তাঁহার দিব্যদৃষ্টির আর কি প্রমাণ আছে? সেই গুণবান্ পুরুষই শ্লাঘনীয়, যাঁহার কোন বিষয়ে অন্ধ অনুরাগ বা দ্বেষ নাই এবং সত্যকথনে যাঁহার বাক্ সর্ব্বদা স্থির। যদ্যপি আমি কথাবৈচিত্র্যভয়ে এই গ্রন্থ বিচিত্রভাবে প্রপঞ্চিত করি নাই, তথাপি ইহাতে সজ্জনদিগের মনোরঞ্জন অনেক বিষয় আছে। পূর্ব্ব গ্রন্থকারগণ যে সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি পুনর্ব্বার সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি, অতএব প্রয়োজন শ্রবণ না করিয়া সজ্জনদিগের আমার প্রতি বিমুখ হওয়া উচিত নহে। পূর্ব্ব গ্রন্থকারগণ যাহা নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পরবর্ত্তী গ্রন্থকর্ত্তারা তাহাতে অন্যথা ভাবে হস্তক্ষেপ ও তাহার বিশৃঙ্খলা-সম্পাদন করিয়াছেন। সুতরাং তৎসমুদায় গ্রন্থ হইতে সত্যবিবরণ নিষ্কৃষ্ট করিতে বিশেষ দক্ষতা আবশ্যক। রাজকথাবিষয়ক বহুসংখ্যক গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়া সুব্রতনামক জনৈক লেখক সংক্ষেপে তাহাদের সারসংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার রচনা প্রাঞ্জল এবং মধুর নহে। ইনি লোকের স্মরণার্থ বর্ত্তমান নষ্ট গ্রন্থের সংক্ষেপ করিয়াছেন। তৎপরে ক্ষেমেন্দ্র নামে আর একজন কবি নৃপাবলী নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি সুকবি হইলেও অনবধানতা দোষে ইহার পুস্তকে কোন অংশই নির্দ্দোষ হয় নাই। তদনন্তর নীলমুনিনামা কোন একজন গ্রন্থকার রাজবিবরণ লিখিয়াছিলেন। আমি এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। আমি সর্ব্বশুদ্ধ একাদশ

খানি রাজকথাশ্রিত গ্রন্থ দেখিয়াছি এবং অনেক সত্যবিবরণ, দানপত্র, প্রতিষ্ঠাপত্র, শাসনপত্র, তাম্রশাসন প্রভৃতি সমালোচনা করিয়া বহুবিধ ভ্রম সংশোধন করিয়া... ধর্ম্মভ্রষ্টতা নিবন্ধন ৫২ জন নৃপতির ... বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তন্মধ্যে নীল-মুনি গোনর্দ প্রভৃতি চারিজনের উল্লেখ করিয়াছেন। মহাব্রতশীল হেলারাজ দ্বাদশ সহস্র গ্রন্থ হইতে যে পার্থিবগণের বৃত্তান্ত পার্থিবাবলি গ্রন্থে সংকলন করিয়াছিলেন, তদনুসারে পদ্মমিহির অশোক নৃপতির পূর্ব্ববর্ত্তী লবপ্রভৃতি অষ্টনৃপতির নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। আবার শ্রীছবিল্লাকর নামক অপর এক জন গ্রন্থকার বলেন যে, অশোক হইতে অভিমন্যু পর্য্যন্ত পাঁচজন নৃপতির নামমাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় আমি সত্য ইতিহাস লিখিতে বিশেষ যত্ন করিব। যথার্থ কথা দ্বারা রাজগণের গৌরবই হউক অথবা লাঘবই হউক আমি যথার্থ বিবরণ বিবৃত করিব। প্রাচীন নানাপ্রকার রীতি, নীতি, ও পদ্ধতি, নানাবিধ ব্যবহারপ্রণালী ও অন্যান্য বিবিধ বিষয় আমার এই গ্রন্থ হইতে সকলে জানিতে পারিবেন। এরূপ বিষয় কাহার না তৃপ্তিজনক হইবে? অতএব আমি রাজতরঙ্গিণীতে প্রকৃত ঘটনা, যথার্থ বিবরণ প্রভৃতি বিবৃত করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইব। সতীসর কল্পের আরম্ভ হইতে ছয় মন্বন্তরকাল পৃথিবী জলপ্লাবিত ছিল। অনন্তর বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের আদিতে মুনিবর কশ্যপ দেবগণের সাহায্যে পৃথিবী জলমধ্য হইতে উদ্ধার ও কাশ্মীর প্রদেশের সৃষ্টি করিলেন। (১) সর্ব্বনাগাধীশ্বর নীলরাজ ইহা পালন করিয়াছিলেন। গরুড়ের ভয়ে নাগগণ এই প্রদেশের আশ্রয় গ্রহণ এবং নীলকে আপনাদিগের রাজা করেন। ইঁহার রাজ্যকালে কাশ্মীর অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল এবং নানারত্নবিশিষ্ট কুবেরপুরীর ন্যায় শোভা পাইত। তৎপরে বহুকাল কাশ্মীর-দেশের ... ইতিহাস পাওয়া যায় না।

কাশ্মীরদেশের বিবিধ পাবনক্ষেত্র, দেবনিকেতন প্রভৃতি অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। প্রথমতঃ; মহাদেবের কাষ্ঠনির্ম্মিত এক প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইঁহার দর্শনে সর্ব্বপাপ নাশ ও মুক্তি লাভ হয়। ইঁহার স্পর্শমাত্র মহাপাপীও উদ্ধার প্রাপ্ত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ; কোন এক জলশূন্য গিরি হইতে সময়কালে জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহা পুণ্যশীল ... দেখিতে পান, পাপীরা দেখিতে পায় না। ইহা অতি আশ্চর্য্য কাণ্ড। তৃতীয়তঃ; ভূগর্ভ হইতে অগ্নি স্বয়ং এক স্থানে উত্থিত হইয়াছেন এবং নিজ শিখাসমূহদ্বারা ...মকারিদিগের আহুতি গ্রহণ করিয়া ... চতুর্থতঃ; ভেড়গিরির শৃঙ্গে গঙ্গার উৎপত্তি হেতুক অতি পবিত্র এক স্থলে সরোবরমধ্যে হংসরূপিণী সরস্বতীদেবী স্বয়ং দৃষ্ট হয়েন। পঞ্চমতঃ; দেবগণের বাসস্থান পবিত্র নন্দিক্ষেত্রে অদ্যাপি দেবগণের অর্পিত পূজার

(১) অতি পূর্ব্বকালে এই স্থানের নাম সতীসর ছিল। পরে কশ্যপ নানা দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া এই স্থানে বাস করান। তাঁহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম কাশ্মীর হইয়াছে।

মৃত্যুর পর গোনর্দ্দরাজ বীরসুলভ গতি প্রাপ্ত হইলে, তদীয় পুত্র দামোদর সিংহাসনে আ-রোহণ করিয়া কাশ্মীর শাসন করিতে লা-গিলেন।

প্রথম গোনর্দ্দনৃপতি হইতে দ্বাপঞ্চাশৎ জন রাজার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তন্মধ্যে পঞ্চত্রিংশ জনের নামও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই দ্বাপঞ্চাশৎ নরপতি ১২৬৬ বৎ-সর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে তৃতীয় গোনর্দ্দ হইতে রাজগণের ইতিহাস আছে। ইঁহারা ২৩৩০ বৎসর রাজত্ব করেন। কলিযুগের [illegible]৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবগণ জন্ম-গ্রহণ করেন। সম্প্রতি লৌকিক (কাশ্মীর দেশীয়) অব্দের চতুর্বিংশতি এবং শকাব্দের ১০৭০ বৎসর অতীত হইয়াছে। সপ্তর্ষিম-ণ্ডল শতবৎসরে এক নক্ষত্র হইতে আর এক নক্ষত্রে গমন করেন, জ্যোতিষ সংহিতাকা-রেরা এইরূপ গণনাদ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন। পাণ্ডব যুধিষ্ঠির যখন রাজ্যশাসন করিয়াছি-লেন, তখন সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে ছিলেন, এবং এই ঘটনা শককাল আরম্ভ হইবার ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। (১) কেহ কেহ বলেন যে, ভারত-যুদ্ধ দ্বাপর-যুগের অন্তে হইয়াছিল এবং এই মত দ্বারা বিমোহিত হইয়া গোনর্দ্দ প্রভৃতির কালসংখ্যা মিথ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

(১) কহ্লণ পণ্ডিত যখন বর্ত্তমান ছি-লেন, তখন শককালের ১০৭০ এবং কাশ্মীর দেশীয় অব্দের ২৪বৎসর অতীত হইয়াছিল। এক্ষণে শককালের ১৮০১ অব্দ গত হই-য়াছে। অতএব কহ্লণ পণ্ডিত (১৮০২— ১০৭০) ৭৩২ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ (১৮৮০ —৭৩২) ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ছি-লেন। তখন কাশ্মীর দেশীয় কোন শকা-ব্দের ২৪ বৎসর অতীত হইয়াছিল। কা-শ্মীর দেশীয় সাল প্রথম গোনর্দ্দের রাজত্বের ২৮ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথম গোনর্দ্দ হইতে ৫২ জন রাজার রাজ্যকাল ১২৬৬ বৎসর এবং তৃতীয় গোনর্দ্দ হইতে কহ্লণ পণ্ডিতের সময় পর্য্যন্ত ২৩৩০ বৎসর। সুতরাং প্রথম গোনর্দ্দের সময় হইতে কহ্ল-ণের সময় পর্য্যন্ত ১২৬৬+২৩৩০=৩৫৯৬ বৎসর। কহ্লণ বর্ত্তমান বৎসরের ৭৩২ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। এক্ষণে কলিকালের ৪৯৮১ বৎসর গত হইয়াছে। কলিযুগ যখন চলিতেছে, তখন এ সাল মিথ্যা হইতে পারে না। চলিত সাল কখন মিথ্যা নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া লৌকিকাব্দ সত্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। অতএব কহ্লণপণ্ডিত কলিযুগের ৪২৪৯ [illegible] বর্ত্ত-মান ছিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহার ৩৫৯৬ বৎসর পূর্ব্বতন। সুতরাং যুধিষ্ঠির কলিযুগের ৪২-৪৯—৩৫৯৬=৬৫৩ বৎসরে বর্ত্তমান ছিলেন এবং উপরেও তাহাই লিখিত আছে। অত-এব বর্ত্তমান বৎসর হইতে যুধিষ্ঠির ৪৩২৮ বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন। সুতরাং ৪৩২৮—১৮-৮০=২৪৪৮ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। আর যুধিষ্ঠিরের জন্ম শককাল আরম্ভ হইবার ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। এক্ষণে ১৮০২ শাক। সুতরাং যুধিষ্ঠির ১৮০২ + ২৫-২৬=৪৩২৮ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৪৪৮ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার অনেক [illegible] কম বলেন।

কিন্তু গোনর্দ্দ প্রভৃতি রাজগণ যত বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন, তাহার সমষ্টি করিয়া কলিযুগের অতীত কাল হইতে ঐ সমষ্টির বিয়োগ করিলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। গোনর্দ্দ প্রভৃতি ৫০ জন নৃপতির রাজ্যকাল ১২৬৬ বৎসর এবং তৃতীয় গোনর্দ্দ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্যান্ত ২৩৩০। এই দুইটি কালসংখ্যার সমষ্টি করিলে ৩৫৯৬ বৎ-

কেহ বা তদপেক্ষা অধিক কম বলেন। কোন কোন বাঙ্গালিও এই সকল ইউরোপীয় পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিদিগের মত অভ্রান্ত মনে করিয়া তাহাই স্বীকার করেন। কেহ বা যুধিষ্ঠিরদেবের জন্ম শককালের ২৫। ২৬ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল না বুঝিতে পারিয়া, যুধিষ্ঠিরকে বর্ত্তমান সময় হইতে ২৫। ২৬ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৬৬৬ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে ফেলেন। তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন না যে, কহ্লণ... বর্ত্তমান বৎসরের লোক নহেন, ...সর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। ...সংশোধন করিয়া আর একদল বলেন যে, যুধিষ্ঠির ১২ + ৬৬৬ = ১৩০৮ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সমস্ত বিষম ভ্রমসঙ্কুল মত সমালোচনা করিতে গেলে একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাব হইয়া পড়ে। তাহা আমরা অন্যত্র সমালোচনা করিব। আমরা ...য়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম যে, পণ্ডিতবর সিভিলিয়ান শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত সে দিন কলিকাতা রিভিউ নামক সমাদৃত পত্রে কাশ্মীরের ইতিহাস সমালোচনা স্থলে এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি প্রত্যেক রাজার রাজ্যকাল ১৬ বৎসর ধরিয়াছেন; অথচ কহ্লণ পণ্ডিত স্পষ্টাক্ষরে সেই সকল

সর হয়। ইহার সহিত ৬৫৩ বৎসর যোগ করিলে ৪২৪৯ বৎসর হয় এবং এক্ষণে কলিযুগেরও ৪২৪৯ বৎসর অতীত হইয়াছে। সুতরাং কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

গোনর্দ্দ প্রভৃতি দ্বাপঞ্চাশৎ জন নৃপতির বিশেষ কোন বৃত্তান্ত দুর্লভ। যাঁহাদের আশ্রয়ে পৃথিবী অকুতোভয়া ছিলেন, যাঁহারা হস্তী বা উপর আরোহণ করিয়া রাজ্যের উপ-

রাজগণের রাজ্যকাল পৃথক রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রমেশ বাবু কতক স্থলে কহ্লণ পণ্ডিতকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং যেখানে তাঁহার রুচি হয় নাই, সেখানে তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এরূপ ব্যবহার অতীব অন্যায্য। যদি কহ্লণপণ্ডিত একস্থলে অগ্রাহ্য হয়েন, তবে তিনি অন্যস্থলে গ্রাহ্য হইতে পারেন না। যাহা হউক এবিষয়ে আমাদের আর অধিক বক্তব্য নাই, যাঁহার যেরূপ রুচি তিনি সেইরূপ করিবেন। আমরা এস্থলে রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলেছি। এই গুলি অত্যাবশ্যক এবং বিসম্বাদিত বিষয়সংক্রান্ত বলিয়া আমরা ইহাদের উদ্ধার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

শতেষু ষটসু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥৫১
লৌকিকেহব্দে চতুর্বিংশে শককালস্য সাম্প্রতম্।
সপ্তত্যাভ্যধিকং যাতং সহস্রং পরিবৎসরাঃ॥৫২
প্রায়স্তৃতীয়গোনর্দাৎ আরভ্য শরদাং তদা।
দ্বে সহস্রে গতে ত্রিংশদধিকঞ্চ শতত্রয়ং।৫৩
বর্ষাণাং দ্বাদশশতী ষষ্টিঃ ষড্‌ভিশ্চ সংযুতা।

রিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং স্বসৈন্যসমভিব্যাহারে গান্ধার দেশে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া স্বয়ংবরস্থলে নানাপ্রকার বিঘ্ন সাধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমরে চক্রাঘাতে নিহত হইলেন। তাঁহার পত্নী যশোবতী অন্তর্বত্নী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত এবং সিংহাসনে আরূঢ় করাইলেন। কিন্তু হিংসাপরবশ সচিবগণ এই কার্য্যের প্রতিবাদ করাতে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বলিলেন যে কাশ্মীর-দেশীয় রাজা মহাদেবের অংশসম্ভূত এবং কাশ্মীর দেশীয় স্ত্রীগণ পার্ব্বতীর অংশজাত। যে ব্যক্তি কল্যাণ কামনা করেন তিনি কাশ্মীরের রাজাকে অবজ্ঞা করিবেন না, যদিও রাজা দুষ্ট হয়েন। (১) তিনি আর বলিলেন যে, পুরুষ স্ত্রীলোককে গৌরবের চক্ষুতে না দেখিতে পারেন, কিন্তু প্রজারা যশোবতীকে তাহাদের মাতা এবং দেবতা বলিয়া সম্মান করিবে। অনন্তর দশমাস পূর্ণ হইলে রাজ্ঞী দিব্যলক্ষণসম্পন্ন নির্দগ্ধবংশের অঙ্কুর স্বরূপ এক সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন। এই নবজাত পুত্রের জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কার ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা যথাবিধি সম্পাদিত হইল। অনন্তর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ইনি দ্বিতীয় গোনর্দ্দনামে ইহাঁর পিতামহের নামানুসারে বিখ্যাত হইলেন। ইহাঁর প্রতিপালনের নিমিত্ত দুইজন ধাত্রী নিযুক্ত হইল। ধাত্রী দ্বয়ের মধ্যে একজন ইহাঁকে দুগ্ধপান করাইত এবং অপরজন অন্যান্যসমস্ত কার্য্য করিত। এই বালক ভূপতি যাঁহার প্রতি ঈষৎ হাস্য করিতেন, ইহাঁর মন্ত্রিগণ তাহাকে ধন দান করিতেন। যখন মন্ত্রিগণ ইহাঁর অর্দ্ধোচ্চারিত কথা বুঝিতে না পারিয়া কোন কার্য্য সম্পাদনে বিরত থাকিতেন, তখন তাঁহারা আপনাদিগকে অপরাধী মনে করিতেন। তাঁহারা এই বালনৃপতিকে সিংহাসনে বসাইতেন, কিন্তু ইহার লম্বমান পাদদ্বয় সিংহাসনের পাদপীঠ স্পর্শ করিত না। তাঁহারা ইহাঁকে সিংহাসনে বসাইয়া চামর ব্যজন করিতেন এবং যখন ইহাঁর কাকপক্ষ চামর বায়ুবশে ইতস্ততঃ চালিত হইত, তৎকালে প্রজাদিগের অভিযোগ শ্রবণ ও বিবাদ মীমাংসা করিতেন। ইহাঁর রাজ্যকালে মহাভারতের কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ উপস্থিত হয় কিন্তু ইনি শিশু বলিয়া কোন পক্ষই ইহাঁকে সাহায্যার্থ আহ্বান করে নাই। (২) ইহাঁর পর পঞ্চত্রিংশ জন নৃপতির কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়

---

(১) কাশ্মীরাঃ পার্ব্বতী তত্র রাজা জ্ঞেয়ো হরাংশজঃ।
নাবজ্ঞেয়ঃ স দুষ্টোঽপি বিদুষা ভূতিমিচ্ছতা॥৭২
এই পৌরাণিক শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন।

(২) প্রথম গোনর্দ্দের সময়ে কুরুপাণ্ডবেরা জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম গোনর্দ্দ এবং দামোদর উভয়ে অকালে সমরশায়ী হয়েন। দ্বিতীয় গোনর্দ্দ দামোদরের [illegible] ইনি কুরুক্ষেত্রসমরের [illegible]লেন। মহাভারত হইতে [illegible] যুধিষ্ঠিরের প্রায় নবতিবৎসর ব[illegible]কালে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটে। অতএব গোনর্দ্দ, দামোদর, যশোবতী ও গোনর্দ্দ নবতিবৎসর রাজ্য করেন।

না। তাঁহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট ছিলেন বলিয়া বিস্মৃতিসাগরে মগ্ন হইয়াছেন; কেহই তাঁহাদের কোন বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখে নাই। (মতান্তরে ২৫ জন নৃপতির বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না।)

তদনন্তর লব নামে একজন প্রসিদ্ধ রাজা কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি পৃথিবীর ভূষণ এবং জয়লক্ষ্মীর প্রীতিপাত্র ছিলেন। ইহাঁর সেনাকলকল শব্দে প্রজাবর্গ নিদ্রা যাইতে পারিত না; কিন্তু শত্রুরা দীর্ঘনিদ্রায় নিমগ্ন হইত। ইনি (১) লোলোর নামে এক নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই নগরে চৌরাশী লক্ষ প্রস্তর নির্ম্মিত বাটী ছিল। এই মহাকুল নৃপতি ব্রাহ্মণদিগকে লেদরী নামক স্থানস্থিত লেবার নামক গ্রাম দান করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র কুশ রাজত্ব করেন। ইনি অতি সুন্দর এবং প্রতাপশালী ছিলেন। ইনি কুরুহার নামক গ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। ইহাঁর পুত্র খগেন্দ্র ইহাঁর মৃত্যুর পরে সিংহাসন অধিকার করেন। খগেন্দ্র রাজা তাঁহার রিপুনাগকুল নির্ম্মূল করিয়া নিজ শৌর্য্য বীর্য্য প্রখ্যাত করেন। তিনি খাগি (একণে খান) এবং খুনমুষ (এখন [illegible]) নামে দুই প্রধান গ্রাম স্থাপিত করেন। তাঁহার [illegible] অনন্তর তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্র [illegible] করেন। ইনি আশ্চর্য্যবিক্রম, অতুল্যস্বভাব এবং শান্তপ্রকৃতি ছিলেন। ইনি দেবেন্দ্রের তুল্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং দরদ্ দেশের সমীপে সোরকাখ্য (একণে সুরন্) পত্তন ও তথায় নরেন্দ্র ভবনাভিধ সৌধ নির্ম্মাণ করেন। ইনি নিজ রাজ্যে সৌরস নামক একটি উৎকৃষ্ট বিহার নির্ম্মাণ করিয়া অখণ্ড যশোভাজন হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্র নৃপতি নিঃসন্তান ছিলেন এবং তাঁহার লোকান্তে অন্যকুলজাত গোধর নামে জনৈক ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং কাশ্মীর দেশ পালন করেন। তিনি হস্তিশালা নামক অগ্রহার (গ্রাম) ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়া সুকৃতলাভ করেন। ইহাঁর পুত্র সুবর্ণ তৎপরে রাজ্য শাসন করেন। তিনি অর্থিদিগকে যথোচিত সুবর্ণ দান করিতেন এবং করালাখ্য প্রদেশে (আড়ভিন পরগণায়) সুবর্ণমণি (সোনামন) নামে এককুল্যা (খাল) খনন করাইয়া দেশের মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন। তৎসুত জনক নিজ প্রজাবর্গকে অপত্যনির্বিশেষে পালন করত স্বীয় জনক নাম সার্থক করিয়াছিলেন। জনক নরপতি বিহার এবং জালোর নামক (এখন জোলুর) গ্রাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উদারমুক শচীনর স্বরাজ্য শচীপতির ন্যায় শাসন করিতে লাগিলেন এবং নিজ কর্ম্মশীলতা গুণে প্রজাদিগের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। এই ভূপাল ইন্দ্রের সহিত অর্দ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং শমাঙ্গ ও শাশনার (২) নামে অগ্রহার স্থাপন

(১) কাশ্মীর পদাবলীতে অদ্যাবধি ইহার নাম শ্রবণ করা যায়। ইহাঁর নির্ম্মিত নগরকে একণে লোলাব বলে। (মং বিং)

(২) একণে সজম ও শার নামে প্রসিদ্ধ। আধুনিক নাম গুলি আমরা নবাব ডাকরের সংবাদদাতার পত্র হইতে গ্রহণ

করিয়াছিলেন। ইনি অপুত্র ছিলেন। ই-

করিলাম। ইনি গোনন্দকে শুনক বলিয়াছেন। কোনটী যথার্থ নাম তাহা ঠিক করিতে পারি নাই।

হাঁর পরে শকুনির প্রপৌত্র এবং ইহাঁর প্রপিতৃব্যের বংশধর অশোক নামা সত্যসন্ধ রাজা কাশ্মীরের শাসনভার গ্রহণ করেন।

(ক্রমশঃ)

মহম্মদের উত্তরাধিকারীগণ।

(২১৮ পৃষ্ঠার পর।)

চতুর্থ অধ্যায়।

ওয়ার্দ্দানের সপ্ততি সহস্র সৈন্য মধ্যে অধিকাংশ অশিক্ষিত এবং নূতন সংগৃহীত ছিল; কিন্তু তাহাদের বসন ভূষণে আড়ম্বরের ক্রটী ছিল না। স্বর্ণ রৌপ্য হীরকাদিখচিত পট্টপুচ্ছ এবং সুসজ্জিত অশ্বশরে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া বিবাহসজ্জার চাকচিক্য প্রদর্শন করিত, সেনারাজী বলিয়া বোধ হইত না। সম্রাট-প্রেরিত ঈদৃশ সৈন্যগণ অনায়াসে মুশলমান হস্তে পরাস্ত হইবে আশ্চর্য্য কি ?

ওয়ার্দ্দান শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে একদা চতুর্দ্দিকে মেঘমালার ন্যায় ধুলিরাশি উত্থান দেখিয়া চমকিত হইলেন। খালেদ চতুর্দ্দিকস্থ মুশলমান সেনানায়কগণকে আপন আপন সৈন্য লহ উপস্থিত হইতে আদেশ করিয়াছিলেন; কোন অনির্ব্বচনীয় দৈবশক্তি ক্রমেই যেন সেই সমস্ত সৈন্য দল যুগপৎ উপস্থিত হইয়া রণক্ষেত্রে বিপক্ষগণকে কম্পিত করিয়া তুলিল।

মুশলমানগণ সম্রাট শিবিরের অবস্থা ও সৈন্যবল দেখিয়া প্রথমে নিতান্ত ভীত হইয়াছিল। কিন্তু খালেদ বলিলেন "বিপক্ষগণের এই শেষ উদ্যম; যদি এই সৈন্য একবার পরাজিত করিতে পারি তবে তাহারা আর বল সংগ্রহ করিতে পারিবে না; বিধর্ম্মীগণের সমগ্র সীরিয়া রাজ্য আমাদের হইবে"। সকলে উৎসাহিত হইল।

সমস্ত রজনী উভয় সৈন্য এক স্থানে অতিবাহন করিলে পর প্রভাতে পরস্পর সম্মুখীন হইল। খালেদ বলিলেন, "কে সৈন্যগণের সংখ্যা নিরূপণ এবং অবস্থান পরিদর্শনের ভার গ্রহণ করিবে ?"

তেজস্বী দিরার দণ্ডায়মান হইলেন। খালেদ বলিলেন "যাও; ঈশ্বর তোমার সহায় হউন। কিন্তু অকারণ আক্রমণ অথবা আপন জীবন বিপন্ন করিও না।"

ওয়ার্দ্দান দেখিলেন একজন অশ্বারোহী তাঁহার শিবিরের সম্মুখীন হইয়া সৈন্যগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। তখন তিনি একজন অশ্বারোহী তাহাকে নিহত কর

পার্শ্ব পাঠাইয়া দিলেন। জিরার সে অবস্থা দেখিয়া আপন শিবিরাভিমুখে বেগে অশ্ব চালাইলেন। বিপক্ষগণ অনুসরণ করিল। যখন দেখিলেন তাহারা অনেক দূরে আসিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়াছে, তখন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বল্লমদ্বারা একে একে সতরজনকে নিহত করিলে অবশিষ্ট তেরজন ভীত হইয়া পলায়ন করিল। তিনি নিরাপদে শিবিরে পঁহুছিলেন। খালেদ তাঁহাকে তাঁহার আদেশলঙ্ঘন ও দুঃসাহস জন্য ভর্ৎসনা করিলে জিরার বলিলেন "আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবাদে প্রবৃত্ত হই নাই। তাহারা আমাকে আক্রমণ করিল; আমার ভয় হইল আমি তাহাদিগকে পৃষ্ঠ দেখাইলে ঈশ্বর তাহা দেখিবেন। তিনিই আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। যদি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন হইবে এ আশঙ্কা না থাকিত তবে একটী প্রাণীও ফিরিয়া যাইতে পারিত না।"

জিরারের নিকট বিপক্ষের বল অবগত হইয়া খালেদ আপন সৈন্যগণকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। দক্ষিণপার্শ্বে মিদ এবং সোলেমান, বাম পার্শ্ব ওয়ালাস এবং সার্জ্জবিল নিয়োজিত হইলেন। মধ্যস্থলে আমরু, আবদুলরহমান মিকাদ, কেইস, রবি প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ যোদ্ধগণ সহ স্বয়ং দণ্ডায়মান হইলেন। পশ্চাদ্ভাগে শিবির সামগ্রী এবং পরিবার রক্ষার্থে পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী সহ আবু সোফিয়ান নিযুক্ত রহিলেন।

এইযুদ্ধে কেবল পুরুষগণ অস্ত্রধারণ করিলেন, এমন নহে; কোলা এবং ওফীরা তাঁহাদিগের সঙ্গিনীগণ সহ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। উচ্চ কুলোদ্ভবা এই সমস্ত ললনাগণ একবার কৃতকার্য্য হওয়াতে বিলক্ষণ উৎসাহিতা হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা বীরবৃন্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। খালেদ তাঁহাদিগের তাদৃশ সাহস দর্শনে পুলকিত হইয়া বলিলেন "এই যুদ্ধে যাঁহাদিগের পতন হইবে, স্বর্গের দ্বার তাঁহাদের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে।" তিনি সেনাগণকে দুইদলে বিভক্ত করিয়া এক দলের সেনাপত্যে কোলাকে এবং অপর দলের সেনাপত্যে ওফীরাকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন 'আপনারা শান্ত আত্মরক্ষা করিয়াই নিরস্ত রহিবেন না, আমার সৈন্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখিবেন। যখন দেখিবেন কোন মুসলমান পলায়ন করিতেছে, তখন সেই হতভাগ্য বিশ্বাসঘাতক বিধর্ম্মীকে তৎক্ষণাৎ শমনসদনে প্রেরণ করিবেন, অনন্তর অশ্বারোহণে আপন সৈন্য শ্রেণীর মধ্য দিয়া গমন পূর্ব্বক বলিতেছিলেন, 'আজ তোমরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে, নতুবা তোমাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, ধন, সম্পত্তি, সম্মান, এবং ধর্ম্ম সমস্তই বিপন্ন হইবে। একবার পরাজিত হইলে পলায়নেরও স্থান রহিবে না।'

উভয়দলে যুদ্ধনাদ হইল। খ্রীষ্টিয়ানগণ 'খৃষ্ট এবং তাঁহার ধর্ম্ম' এবং মুসলমানগণ 'লা ইলাহা ইল্লা আল্লা' (ঈশ্বর একজন, মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত) ধ্বনিতে রণভূমি কম্পিত করিয়া তুলিল।

যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালে খৃষ্টিয়ান শিবির হইতে একজন বৃদ্ধ প্রাচীক লোক মুসলমান শিবিরে আগমন পূর্ব্বক খালেদকে বলিলেন

'আপনি কি সেনাপতি?' খালেদ্ বলিলেন 'ঈশ্বর, কোরাণ, এবং মহম্মদের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিলে আমি এইরূপই বিবেচিত হইব।'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'আপনি এবং আপনকার সৈন্যগণ বিনা কারণে এই খৃষ্টিয়ানভূমি আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন। নিশ্চয় জয়লাভ হইবে এরূপ মনে করিবেন না। ইতঃপূর্ব্বে যাহারা এই ভূমি আক্রমণ করিয়াছে, তাহারা জয়লাভের পরিবর্ত্তে সমাধিক্ষেত্রে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। আমাদের সৈন্যের দিকে চাহিয়া দেখুন। সংখ্যায় তাহারা অনেক অধিক; হয়ত আপনার সৈন্যগণ অপেক্ষা সুশিক্ষিত। তবে আপনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? পরিণামে হয়ত পরাজিত হইবেন, এবং নিশ্চয়ই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড হইবে। প্রস্থান করুন; যে বিপদ অন্যেতর পক্ষে পতিত হইবে তাহা হইতে দূরে থাকুন। যদি তাহাতে সম্মত হন, তবে আপনার প্রত্যেক সৈন্যকে একটি পোষাক, এক শিরস্ত্রাণ এবং এক একটি স্বর্ণমুদ্রা; আপনাকে দশটি রেশমের পোষাক, শত সুবর্ণ; এবং আপনার খলিফাকে শত পরিচ্ছদ এবং সহস্র সুবর্ণ প্রদানে অঙ্গীকার করিতে আমি ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছি।"

খালেদ ব্যঙ্গের সহিত বলিলেন 'যে শীঘ্র সমস্ত প্রাপ্ত হইবে, আপনি তাহাকে তাহার অংশ মাত্র দিতে চাহিতেছেন। আমার তিনটিমাত্র প্রস্তাব, যেটি ইচ্ছা অবলম্বন করিতে পারেন,—মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন, করদান, নচেৎ তরবারির সম্মুখীন হওয়া।"

এই নীরস উত্তরে বৃদ্ধ দুঃখিতমনে খৃষ্টিয়ান শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

খালেদ এবার বিলক্ষণ সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। সৈন্যগণকে হঠাৎ অগ্রসর হইতে দিলেন না। তিনি বলিলেন, শত্রুগণ সংখ্যায় দ্বিগুণ, ধৈর্য্যের সহিত তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত রাত্রি না হয়, আমরা যুদ্ধদানে বিরত থাকিব। মহম্মদ জয়লাভ পক্ষে প্রদোষসময় সর্ব্বাপেক্ষা শুভক্ষণ বিবেচনায় তখন যুদ্ধ কার্য্য আরম্ভ করিতেন।

বিপক্ষগণ আর্ম্মানীয় তীরন্দাজগণকে পুরোভাগে স্থাপন করিল। তাহাদের তীক্ষ্ণশরে অনেক মুসলমান হত ও আহত হইল। তথাপি খালেদ আদেশ করিলেন একজনও যেন অগ্রসর না হয়। পরিশেষে পরাক্রান্ত দিরার বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আপন অশ্বারোহীগণকে সবেগে তীরন্দাজগণের দিকে চালিত করিলেন। তাহারা পলায়নে ব্যস্ত হইয়াছে এমন সময় তাহাদের সাহায্যার্থ নূতন সৈন্য আসিল। দিরারও নূতন বল লাভ করিলেন। তুমুল সংগ্রাম হইল। পরিশেষে বিজয়লক্ষ্মী মুসলমানদিগের প্রতি প্রসন্না হইলেন।

যুদ্ধে উভয় পক্ষের সৈন্যগণ নিবৃত্ত হইলে দুই পক্ষের ভাগ্য পরীক্ষিত হইবে এমন সময় সম্রাটের শিবির হইতে একজন অশ্বারোহী দ্রুত অশ্বচালন পূর্ব্বক মুসলমান শিবিরে প্রবেশ করিল এবং বলিল, 'নিবৃত্ত হও; আমি দূত, কিছুকালের জন্য সন্ধির প্রস্তাব করিতে আসিয়াছি।' খালেদ্ অশ্ব

থামাইলেন, বল্লম বাধিয়া দিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন ' যে জন্য আসিয়াছ শীঘ্র বল, মিথ্যা বলিও না।'

সে বলিল, ' আমি ধ্রুব সত্যই বলিব। যদিও বলা আমার পক্ষে নিরাপদ নয়, জানা আপনার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু প্রথমতঃ আমার এবং আমার পরিবারের আশ্রয় প্রদান ও জীবন রক্ষা করিবেন অঙ্গীকার করুন।'

খালেদ অঙ্গীকার করিলেন। দূত বলিল ' আমার নাম ডেবিড্। ওয়ার্দ্দান বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে যদ্ধ শান্ত হয়, এবং বীরশোণিত বৃথা ব্যয় না হয়। কিন্তু প্রকারে আপনি তাঁহার সহিত একাকী সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিবেন, উভয় সৈন্য সম্মুখে অবস্থান করিবে, কিন্তু দৃষ্টিপথে রহিবে। এই সংবাদ দিতে আসিয়াছি। কিন্তু খালেদ! সাবধান! বিশ্বাস ঘাতক তার কার্য্য করিবে। যে স্থানে আলাপ হইবে তাহার অনতিদূরে দশজন অগ্রগামী বলশালী সৈন্য লুক্কায়িত থাকিবে। তাহারা অতর্কে অবস্থায় আপনাকে হত বা বন্দী করিবে।'

অনন্তর ডেবিড, যে স্থানে সাক্ষাৎ হইবে সে স্থানের বিষয় ও অন্যান্য অবস্থা বিবৃত করিতে লাগিল। খালেদ বলিলেন, ' ক্ষান্ত হও। ওয়ার্দ্দানকে বলিও তুমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত আছি।'

সূর্য্যাস্ত হইবে, এমন সময়ে সৈন্যাগণ প্রাচী-নিকুঞ্জ হইতে আসিষ্ট হইয়া চমৎকৃত হইল। আবু ওবিদা ও দিরার খালেদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ' এরূপ আদেশের অর্থ কি?' খালেদ সকল ঘটনা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, ' আমি নিয়োজিত স্থানে গমন করিব। আমি একাকীই ষড়যন্ত্রকারীগণের শিরশ্ছেদ করিয়া লইয়া আসিব।' আবু ওবিদা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, ' অনর্থক বিপদ্ন হওয়ার প্রয়োজন কি? অপর দশজন সঙ্গে লইয়া যাউন, সংখ্যায় সমান হইবে।' দিরার বলিলেন, ' বিশ্বাসঘাতক দিগের দণ্ডবিধান করিতে বিলম্ব কেন? আমাকে দশজন লোক সঙ্গে দিউন এখনই তাহাদিগকে প্রতিফল দিয়া আসি।'

দিরার সেনাপতির আদেশ ক্রমে যে স্থানে বিপক্ষ দশজন লুক্কায়িত থাকিবার কথা ছিল, সেই স্থানে গমন করিলেন। সন্নিকট হইলে সঙ্গীগণকে রাখিয়া দিরার এক উলঙ্গ তরবারিহস্তে একাকী সেই স্থানে গমন করিলেন। দেখিলেন দশজন বিপক্ষ নিদ্রিত। তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র উপাধান স্বরূপ হইয়াছে। তখন তিনি সঙ্গীগণকে সাবধানে নিকটস্থ হইতে সঙ্কেত করিয়া এক একজনে এক একজনের মস্তকে তরবারির আঘাত করাতে একদা সকল বিপক্ষ শমন সদনে গমন করিল। মুস্লিম মৃত ব্যক্তিদিগের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক রজনী প্রভাত হইতে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রজনীর তিমিরাবরণ বিদূরিত হইল, সূর্য্যদেব উদয় হইলেন। সেনাপতি স্থিরনিশ্চিত হইলেন সন্ধির প্রস্তাব হইবে উভয় পক্ষ তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ওয়ার্দ্দান একটি শ্বেতবর্ণ অশ্বের আরোহণ পূর্ব্বক বাহির হইলেন। তাঁহার স্বর্ণ বৌ-

পাটাবৃত্ত কারুকার্য্য খচিত পরিচ্ছদ এবং শরীরস্থ বহুমূল্য প্রস্তর সকল সূর্য্যরশ্মিতে সুরঞ্জিত করিতে লাগিল। খালেদ পীতবর্ণ পটাবাসে এবং সবুজবর্ণ শিরস্ত্রাণে সজ্জিত হইলেন। যে স্থানে সৈন্য দশজন লুক্কায়িত ছিল ওয়ার্দ্দান কৌশল পূর্ব্বক তাঁহার সমীপস্থ স্থানে তাঁহাকে লইয়া গিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আলাপ করিতে অধিক সময় লাগিল না। উভয়ের মনে আপন লুক্কায়িত অনুচর গণের বিষয় উদয় হওয়াতে উভয়েই অহঙ্কার এবং সাহস সূচক উচ্চৈঃশব্দে অল্প সময়ে সন্ধির প্রস্তাব শেষ করিলেন, একে অপরকে করতলস্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ওয়ার্দ্দান বলিলেন, 'মুসলমানগণ লুণ্ঠনব্যবসায়ী, দরিদ্রব্যক্তি। তাহারা বিপক্ষের বেশে উর্ব্বরা রাজ্য সমূহে প্রবেশ পূর্ব্বক ঐ সমস্ত রাজ্য মরুভূমি করিয়া ফেলে। আমরা ঐশ্বর্য্যশালী, আমরা শান্তির অন্বেষণ করি। তোমাদের অভাব মোচনে এবং অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করিতে কি চাও বল?'

খালেদ বলিলেন, 'হতভাগ্য নাস্তিক! আমরা দরিদ্র নই তোমাদের নিকট সাহায্যও প্রার্থনা করি না। আমাদের যাহা আবশ্যক ঈশ্বর তাহা দিতেছেন। তাঁহার সমস্তই আমাদের, তুমি তাহার এক অংশমাত্র দিতে চাও। পরমেশ্বর তোমাদের এবং তোমাদের স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের যত কিছু আছে তাহার সমস্তই আমাদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তুমি সন্ধির প্রার্থনা করিতেছ? আমাদের নিয়ম আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হয়ত, স্বীকার কর, ঈশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই, মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত, অথবা আমরা যে কর নির্দ্ধারণ করি তাহা দিতে সম্মত হও। অস্বীকার করিতেছ? তবে আমাকে এখানে আহ্বান করিলে কেন? আমাদের নিয়ম কল্যই জানাইয়াছি, এবং তোমার সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছি। তবে কি দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলে? তাহাই হউক, অস্ত্রে আমাদের সমস্ত তর্ক মিমাংসা করুক।'

এই বলিয়া খালেদ দণ্ডায়মান হইলেন। ওয়ার্দ্দানও দাঁড়াইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সাহায্য পাইবেন ভরসায় অসি নিষ্কোষিত করিলেন না। খালেদ তাঁহার কণ্ঠদেশ দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিলে ওয়ার্দ্দান লুক্কায়িত সৈনাদিগকে তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে আহ্বান করিলেন। লুক্কায়িত ছদ্মবেশী মুসলমানগণ বাহির হইলে ওয়ার্দ্দান তাহাদিগকে আপন সৈন্য জ্ঞানে আশ্বস্ত হইলেন। তাহারা নিকটস্থ হইলে তাঁহার ভ্রম তিরোহিত হইল। তিনি দেখিলেন তাঁহারে পুত্রহন্তা দিরার, শাণিত তরবারিহস্তে অগ্রসর হইতেছেন। 'দয়া করুন' 'দয়া করুন' এই বলিয়া ওয়ার্দ্দান খালেদের নিকট বারবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, এবং আপনার স্থাপিত জালে লূতার ন্যায় আপনি বদ্ধ হইলেন দেখিয়া নিতান্ত অপ্রতিভ রহিলেন।

খালেদ বলিলেন, 'বিশ্বাস ঘাতকের প্রতি দয়া নাই। তুমি মুখে সন্ধির প্রস্তাব, হৃদয়ে নর হত্যার ষড়যন্ত্র লইয়া আমার সমীপস্থ হইয়াছ, তোমার পাপের প্রতিফল তোমার মস্তকে পতিত হউক।'

[illegible] বলিবামাত্র দুর্দ্দান্ত দিরারের [illegible] এক আঘাতে ওয়ার্দানের মস্তক [illegible]চ্ছিন্ন করিল। শোণিতসিক্ত মস্তক [illegible] করিয়া দেখাইলে খৃষ্টীয়ান সৈন্যগণ খালেদের মস্তক জ্ঞানে উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, ছদ্মবেশী মুসলমানদিগকে আপন সৈন্য মনে করিল। কিন্তু এ ভ্রম অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। খালেদ বিপক্ষগণের সেই বিশৃঙ্খল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, আক্রমণ জন্য রণবাদ্য বাদন করিতে আদেশ দিলেন। অতঃপর যথারীতি যুদ্ধের পরিবর্ত্তে ভীষণ হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। সম্রাটের সৈন্যগণ সিসেরিয়া, ডামাস্কস্, আন্টিয়ক প্রভৃতি স্থানে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অপরিমিত লুণ্ঠন দ্রব্য মুসলমানদিগের হস্তগত হইল। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং বহুমূল্য প্রস্তর, পট্টবস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র নানাপ্রকার পরিচ্ছদে শিবির পূর্ণ হইল। সেনাপতি খালেদ আদেশ করিলেন ডামাস্কস্ অবরোধ করার পূর্ব্বে এসমস্ত বিভাগ হইবে না।

খলিফার প্রিয়তম পুত্র আবদুল রহমান দিগন্তব্যাপী এই শুভসংবাদ লইয়া মদীনায় তাঁ[illegible] নিকট গমন করিলেন। শুনিবামাত্র [illegible]বুবেকার ভূমিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরকে প্রণিপাত [illegible]ক ধন্যবাদ দিলেন। অল্প সময়ে এই [illegible]সংবাদ সমস্ত আরবদেশে ঘোষিত হইল। সকল স্থান, বিশেষতঃ মক্কা হইতে বহু সংখ্যক সৈন্য মদীনায় আসিতে লাগিল। সকলেই এই ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদিতে উৎসুক হইল। [illegible] যুদ্ধে জয় এবং অর্থ উভয়ই

উদার চরি[illegible]ার [illegible] [illegible]র্থনা পূর্ণ করিতে [illegible] ওমার বলিলেন "এখন [illegible]দের জয়লাভ হইয়াছে দেখিয়া ইহারা আমাদের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু যখন আমরা দুর্ব্বল ও বহুসংখ্যক ছিলাম, ইহারা আমাদের বিনাশসাধনে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। ইহারা ধর্ম্মের জন্য লালায়িত [illegible] কিন্তু সিরিয়ার সমৃদ্ধ স্থান [illegible] রিতে, এবং ডামাস্কসের লুণ্ঠন [illegible] লইতে লোলুপ হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদিগকে পাঠাইলে, বিশেষ আর [illegible] সেখানে যাহারা আছে তাহারাই [illegible] কার্য্য সমাপন করিতে পারিবে। তাহারা জয়লাভ করিয়াছে, এক্ষণে তাহার ফললাভ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।"

তাঁহার উপদেশানুসারে [illegible] খিলাফের প্রার্থনা পূর্ণ করি[illegible] বাসিগণ, বিশেষতঃ কোরিশ জাতি[illegible] আদেশ প্রতিবাদ করণ ও প্রবল এক[illegible] লিপি পাঠাইল। তাহারা বলিল "আমরা আমাদের ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিব, তাহাতে অনুমোদিত না হইব কেন? এ কথা সত্য যে অজ্ঞানতমসাবৃত সময়ে মহম্মদের অনুচরের বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্রধারণ করিয়াছিলাম; তখন আমাদের ধারণা ছিল যে, আমরা তদ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় সংসিদ্ধ করিতাম। তিনি এক্ষণে আমাদিগকে জ্ঞানালোক প্রদান করাতে আমরা সে ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। শোণিত সম্পর্কে আমরা স্বগণ, আমাদের ধর্ম্মও এক বটে। সুতরাং ধর্ম্মযুদ্ধে আমাদের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-

...যোগ পূর্ব্বক যোগদানে অধিকার ... আমরা অগ্রসর হই।”

খলিফার হৃদয় আর্দ্র হইল। তিনি ওমারের সহিত পরামর্শ করিয়া এই অভিপ্রায় করিলেন যে, কোরিশ জাতীয়গণ যুদ্ধে যোগদান করিতে পারিবে। তিনি খালেদকে বিজয়লাভ-জন্য অভিনন্দন পূর্ব্বক এই পত্র লিখিলেন যে, একদল সৈন্য আবুসোফিয়ান কর্ত্তৃক নীত হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইবে। এই পত্র মহম্মদের মোহরযুক্ত করিয়া আপনার বীরপুত্র আবদুল্ রহমানের সঙ্গে প্রেরণ করিলেন।

এইজনাদিনের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়িত সৈন্যগণ,সম্রাটের সৈন্যগণের পরাজয় এবং সাহায্য প্রাপ্তির শেষ আশার মূলোচ্ছেদ, এই শোচনীয় সংবাদ ডামাস্কস্ নগরীতে ল... নগরবাসিগণ ভয়ে বিহ্বল হ... ... ঝটিকা নিবারণজন্য ... প্রস্তুত হইতে লাগিল। পলায়িত সৈন্যগণসংখ্যায় ন্যূন ছিল না। এইরূপে অনেক সহস্র কার্য্যক্ষম লোক নগরীতে প্রবেশ করাতে অনেক সাহস হইল। তাড়াতাড়ি রক্ষণোপযোগী দুর্গসংস্কার আরম্ভ হইল। বর্ম্ম ও প্রস্তর নিক্ষেপ করণার্থ যন্ত্রসকল প্রাচীরোপরি সন্নিবেশিত হইল। দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারগণ ঐ সমস্ত যন্ত্রপরিচালনে নিয়োজিত রহিল।

নগরবাসিগণ প্রস্তুত হইতেছিল; ইতিমধ্যে দেখিতে পাইল যে পরবর্ত্তী নির্ব্বত্তরাজি হইতে দলে দলে মুসলমান অশ্বারোহী বাহির হইতেছে; পদাতিগণ সুদীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উদ্যানসমূহে প্রবেশ করিতেছে মুসলমানসৈন্য এইভাবে আসিতেছে ... আমরু নয় সহস্র অশ্বারোহী সহ ... আগমন করিলেন। কোরিশ জাতীয় ... সহস্র অশ্বারোহী সহ আবুসোফিয়ান আসিয়া মিলিত হইলেন। তদনন্তর ওমার ইবিন্ রাবিয়া ঐরূপ একদল লইয়া আসিলেন। আবুওবিদা মূলসৈন্যসহকারে তৎপর আগত হইলেন। সর্ব্বশেষে খালেদ্ কৃষ্ণবর্ণ বাজপক্ষিসজ্জিত পতাকাসহ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সকলকে উৎসাহিত করিলেন।

অনন্তর খালেদ্ সেনানায়কদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক যাহার ... কার্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। দক্ষিণ তোরণসমীপে আবুসোফিয়ান, সেন্ট টমাস্ তোরণে সার্জ্জাবিল, ‘স্বর্ণতোরণে’ আমরু, কৈশান তোরণে কৈস্ ইবিন্ হোবীরা নিযুক্ত রহিলেন। আবুওবিদা জবিয়া তোরণ হইতে কিয়দ্দূর অবস্থান পূর্ব্বক অতি সাবধানে থাকিতে, এবং সর্ব্বদা আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হইলেন। খালেদ তাঁহার সরল ও সাধু স্বভাব বিলক্ষণ জানিতেন, এই জন্যই সতর্ক করিয়াছিলেন। খালেদ স্বয়ং পতাকাসহ পূর্ব্বতোরণে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

দক্ষিণ দিকে সেন্টমার্কের তোরণ অ...ক্ষিত রহিল, সেখানে বিপক্ষ সৈন্য পলায়মান হইবার সুবিধা ছিল না, কেননা ... তোরণের নাম ‘শান্তিতোরণ’ ছিল। ... রণ জিরার দুইসহস্র অশ্বারোহীসহ নগরের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ পূর্ব্বক স্থির ... সৈন্য মধ্যে কোন দল হঠাৎ আক্রান্ত বা বিপন্ন না হইতে পারে, এবং নগরী মধ্যে ... বা নূতন সৈন্যবল প্রবেশ...

... সতর্ক থাকিতে আদিষ্ট হইলেন। খালেদ তাঁহাকে বলিলেন, 'যদি তুমিই আ... হও, আমাকে সংবাদ দিও, আমি তোমার সাহায্যার্থ যাইব।' দিরার পূর্ব্ব ভর্ৎসনা স্মরণ পূর্ব্বক বলিলেন, 'আপনি না যাওয়া পর্য্যন্ত আমি কি যুদ্ধদানে বিরত থাকিব?' খালেদ বলিলেন, 'তাহা নহে, সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করিও। নিশ্চয় জানিও আমি তোমাকে ছাড়িয়া রহিব না।' অবশিষ্ট সৈন্য পদব্রজে গমন পূর্ব্বক নগর অবরোধ করিল।

এই সময়ে মুসলমান সৈন্য যেরূপ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইল পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। বারবার যুদ্ধে জয়লাভ করাতে প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধসজ্জা তাহাদের হস্তগত হইয়াছিল। তথাপি বিলাসীর ন্যায় আহার অথবা বসন ভূষণে আদর না করিয়া, প্রাচীন আরবীয়গণের ন্যায়, মিতব্যয়ে আপন প্রয়োজন সাধন করিত। সেনানায়ক আবুওবিদাও উষ্ট্রলোমনির্ম্মিত বস্ত্রগৃহে বাস এবং আরবীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে লাগিলেন; যুদ্ধে খৃষ্টিয়ান সেনাপতিগণের যে সমস্ত বহুমূল্য পট্টাহ ও পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎপ্রতি তাঁহার লোভ সঞ্চার হইল না। প্রকৃত যোদ্ধৃবেশ এবং ধর্ম্মাবলম্বী বীরগণ, বিলাস-কর লালিত জাতি সকলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, সে অপ্রতিহত গতি কে নিবারণ করিবে?

মুসলমানগণের প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হইল। প্রাচীরের সন্নিধানে যে সমস্ত যন্ত্র সন্নিবেশিত ছিল, তাহা হইতে প্রস্তর এবং সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়া মুসলমান সৈন্যের অনেককে হত এবং আহত করিল। দুর্গবাসী একদল সৈন্য একবার বাহির হইয়া আক্রমণ করিতেও সাহসী হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের অনেকে হত হইল দেখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য পুনরায় দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। মুসলমানগণ অব্যাহত অবিশ্রান্ত ভাবে আক্রমণ করিয়া রহিল দেখিয়া দুর্গবাসী প্রধান পুরুষগণ সকলে সমবেত হইল। তাহারা "এই সময় আত্মসমর্পণ করিলে অনেক অনুকূল নিয়মে সন্ধি হইতে পারে, অতএব আত্মসমর্পণ কর্ত্তব্য কি না?" এই বিষয় মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

এই সময়ে সম্রাট্ হিরাক্লিয়সের জামাতা টমাস নামে একজন সম্ভ্রান্ত গ্রীক ডামাস্কস্ নগরীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার অসীম সাহস এবং প্রগাঢ় বুদ্ধির জন্য সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিত, এবং অতিশয় সম্মান করিত। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আক্রমণকারী মুসলমানগণ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাহারা অসভ্য, উলঙ্গ এবং সামান্যভাবে সজ্জিত। তাহাদের সৈন্যগণ তাদৃশ শিক্ষিত নহে। তাহারা ধর্ম্মোন্মত্ত; বেগে আক্রমণ পূর্ব্বক সাধারণের মনে ভীতি-উৎপাদন করে, মাত্র সেই জন্য কৃতকার্য্য হয়। তোমরা ভীত হইও না, সাহস অবলম্বন কর, আমরা অবশ্য জয়লাভ করিব।" কিন্তু যখন দেখিলেন, তাঁহার এই সারগর্ভ বক্তৃতা ফলোপধায়িনী হইল না, তখন তিনি স্বয়ং সৈনাপত্য গ্রহণ পূর্ব্বক পরদিন দুর্গ হইতে বাহির হইবেন, স্বীকার করিলেন। সৈন্যগণ সম্মত হইল।

[illegible]নীত মনুষ্য আলোক দুর্গমধ্যে প্রজ্বলিত দেখিয়া থামাস্ বুঝিতে পারিলেন, বিপক্ষগণ একবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। তিনি আপন সৈন্যগণকে সতর্ক থাকিতে আদেশ দিয়া কহিলেন, "কেহ নিদ্রিত থাকিও না, সমাধিস্থলে নিদ্রার জন্য প্রচুর সময় রহিয়াছে; যে বিশ্রামের পর আর পরিশ্রম করিতে হইবে না, পরিণামে সে সুখের বিশ্রাম সকলের জন্যই আছে। এখন কাজের সময় ঘুমাইও না।"

এই শেষ সময়ে খৃষ্টীয়ানগণ ধর্ম্মশীলতা দেখাইল। ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধর্ম্মযাজকগণ সমভিব্যাহারে বহির্গমনদ্বারসমীপে সুসজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে নূতন ধর্ম্মপুস্তক স্থাপন পূর্ব্বক 'ক্রস্' উত্তোলন করিলেন। যখন টমাস তোরণপথে বহির্গত হন, তখন ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধর্ম্মপুস্তকে হস্তস্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, "হে ঈশ্বর! যদি আমাদের ধর্ম্ম সত্য হয়, আমাদিগকে সাহায্য করিও, বিপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিও না।"

মুসলমানগণ সতর্ক ছিল। বিপক্ষ সৈন্য বাহির হইতেছে দেখিয়া তাহারা বেগে আক্রমণ করিল। কিন্তু প্রাচীরোপরি যেসমস্ত সৈন্য দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা যুগপৎ আক্রমণ করাতে মুসলমানগণ পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। টমাস সা[illegible] আপন সৈন্যগণকে সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর করিলেন। ভীষণ সংগ্রাম হইল। তিনি প্র[illegible]সিদ্ধ তীরন্দাজ ছিলেন। বাছিয়া বাছিয়া মুসলমান সেনানীগণের প্রতি শর সন্ধান করিয়া তাহাদিগকে সমরশায়ী করিতে লাগিলেন। আবান্ ইবিন্ জেইদ্ নামক একজন মুসলমান সেনানায়কের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। টমাসের বিষাক্ত শায়কে আহত হইয়া শিবিরে নীত হইলে হিমিরাবংশ সম্ভূতা তাহার নববিবাহিতা রণরঙ্গিণী রূপবতী ললনা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বামী সমীপে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি পঁহুছিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাহার স্বামীর জীবন দেহ-বহির্গত হইয়াছিল। তিনি বিলাপ বা এক বিন্দু অশ্রুপাতও করিলেন না; স্বামীর মৃতদেহোপরি মস্তক আনত করিয়া বলিলেন, "প্রিয়তম! আপনিই সুখী। আপনি ঈশ্বরের সমীপস্থ হইলেন। তিনি আমাদের বিয়োগ ঘটাইবার জন্যই আমাদিগকে মিলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি এ হত্যার প্রতিশোধ লইব। তদনন্তর স্বর্গে আপনার সহিত মিলিত হইব। আর কেহ আমাকে স্পর্শ করিতেও পারিবে না; আমি ঈশ্বরের নিকট আমাকে উৎসর্গ করিলাম।"

অনন্তর স্বামীর তীর ও ধনু লইয়া তিনি সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনি জানিলেন টমাস্ তাঁহার স্বামিহন্তা, সুতরাং তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। টমাস্ যেখানে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই দিকে যাইতে যাইতে এবান্পত্নী একটি শায়ক নিক্ষেপ [illegible]লেন। পতাকাধারীর দক্ষিণহস্তে সেই তীর[illegible] হওয়াতে পতাকা ভূতলে পতিত হইল। মুসলমানগণ বেগে উপস্থিত হইয়া ধূলিলুণ্ঠিত পতাকা উঠাইয়া লইল। একের পর অন্যের হস্তে, এইরূপে পতাকা

সার্জ্জাবিলের [illegible] হইল। টমাস্ মত্ত-[illegible]ের ন্যায় সেই দিকে ধাবমান হইয়া পতাকা উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এবান্-পত্নী'র করনিক্ষিপ্ত শায়ক টমাসের চক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে অবসন্ন করিল। তাঁহার সৈন্যগণ পতাকা রক্ষার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সাহায্যে ধাবমান হইল। তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিবিরে নীত হইলে সকলে তাঁহার আহত চক্ষুটি বাঁধিয়া দিল। টমাস্ পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে নাগরিকগণ তাঁহাকে নিবারণ করিল। তিনি নগর-তোরণে অবস্থান এবং যুদ্ধ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মুসলমানগণ প্রাচীর সমীপস্থ হইতে সমর্থ হইলনা, ইহুদিদিগের হস্তনিক্ষিপ্ত প্রস্তর ও বর্শা ফলকে তাহাদিগকে দূরে রাখিতে লাগিল। রজনী আগত হইলে রণক্লান্ত সৈন্যগণ বিরত হইল। মুসলমানগণ অনাবৃত মৃত্তিকার গায় নিদ্রায় নিদ্রিত রহিল।

টমাস দেখিলেন দুর্গস্থ সৈন্যগণ সেদিনের যুদ্ধে বিলক্ষণ উৎসাহিত এবং সাহসী হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং সেই সাহস পরিপোষণে যত্নিক হইলেন। স্থির হইল যে প্রভাতে দুর্গস্থ সৈন্যগণ যুগপৎ সমস্ত দ্বার দিয়া বাহির হইয়া মুসলমান সৈন্য আক্রমণ করিবে। তদনুসারে [illegible] সময়ে একটি ঘণ্টাধ্বনি হইবা মাত্র [illegible]সৈন্য [illegible] আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত ধাতব স্রোতের ন্যায় তোরণ পথ সমূহে বাহির হইয়া পড়িল। এরূপ গোপনে এই আয়োজন হইয়াছিল যে, [illegible]গণ একবারে চমৎকৃত ও বিহ্বল হইল। মুসলমানগণ দুর্গ [illegible] জাগরিত হইয়া অস্ত্র ধারণ করিল, [illegible] দাঁড়াইতেও অবসর পাইল [illegible] পক্ষগণ আক্রমণ পূর্ব্বক হত করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধের স্থলে হত্যা-কাণ্ড মাত্র চলিল। খালেদ্ সেই সময় [illegible] শরীর অবলোকন পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে গদ্‌গদ্ বচনে বলিলেন, "হে অনিত্য পরমেশ্বর। তোমার অনুগত ভৃত্যদিগকে সাহায্য কর, তাহারা যেন এই নাস্তিকগণের হস্তে নিহত না হয়," [illegible] চারিশত অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে যেখানে যখন অধিক সাহায্যের [illegible] সেই স্থানেই উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

যে তোরণ হইতে টমাস্ বাহির হন, তাহার সন্নিধানে ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল। সার্জ্জাবিল সেই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক অপরিসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সন্নিধানে [illegible] ইবান্‌পত্নীর শায়ক-বিদ্ধ শত [illegible] বিপক্ষ চিরদিনের জন্য শয়ন [illegible]। যখন তাঁহার একটিমাত্র [illegible] ছিল, তখন একজন সাহসী [illegible] আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। [illegible] সেই শেষ শায়কে বিদ্ধ হইল [illegible] অকস্মাৎ প্রাণ ত্যাগ করিল। [illegible] নিরস্ত্র অবস্থায় ধৃত ও বন্দী হই-[illegible]

তখন সার্জ্জাবিলের সহিত টমাসের [illegible]বারি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সার্জ্জাবিলের [illegible] ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি হতে না

তীত হইতে হইয়াছিল। দিল্লীশ্বরের আদেশানুসারে জগদ্বিখ্যাত বীরপ্রবর জ্যোতিবরাজ অম্বরেশ্বর সবাই জয়সিংহ ইহাদিগের দুর্গমদুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গরক্ষায় ইহারা অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিল। জয়সিংহ এক বৎসরকাল দুর্গাবরোধ করিয়া শেষে লজ্জায় পলায়ন করিলেন। কিছুকাল পরে চূড়ামনের ভ্রাতৃবিরোধ সময়ে একটি বিশ্বাসঘাতকতা সূত্রে জয়সিংহ দুর্গজয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইহাদিগের দুর্গরক্ষার ক্ষমতা ও বলবত্তায় সেনাপতি লেক সাহেব হিমসিম খাইয়াছিলেন। ভরতপুরের দুর্গ আক্রমণ জগদ্বিখ্যাত। এই জাতি পঞ্চনদ প্রদেশে জিঠ, অন্তর্গঙ্গ প্রদেশে জাঠ এবং সৌরাষ্ট্রে জুঠ নামে প্রসিদ্ধ। সাদৃশ্যের সৌসাদৃশ্য দর্শনে অনেকে অনুমান করেন, তাতার দেশীয় জিটি জাতি হইতে জাঠদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক পঞ্চনদ প্রদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। এই প্রদেশে উত্তরকালে শিকেরা প্রভুত্ব সংস্থাপন করে। শিকদিগের মস্তকে চক্রধারণের প্রথা প্রচলিত আছে, জিটিদিগেরও স্বদেশে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, এই জন্য অনেকে অনুমান করেন, জিটি, জাঠ ও শিক এক বংশসম্ভূত। এই চক্র হইতেই তাহারা চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের বংশ বলিয়া পরিচয় দেয়।

১৫। হুন্ বা হূন্—ইহারা সিথীয় মূল হইতে সমুদ্ভূত। বহুকাল ইহারা সৌরাষ্ট্রে, কাট্টী, বল্ল, ঝালা প্রভৃতির সহিত একত্রে বাস করিয়াছিল। চিতোর রক্ষার সময়ে অঙ্গৎসী নামে হূনরাজ রাজপুত পক্ষে সমবেত ছিলেন। এক্ষণে এই বংশ প্রায় বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে ইহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৬। কাট্টী—রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্রের রাজকুল পরিচয়ে ইহাদিগকে ছত্রিশ রাজকুলমধ্যে সন্নিবেশিত দেখা যায়। ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর উপকূলে অধিকাংশ কাট্টী বাস, এই জন্যই সৌরাষ্ট্রের কিয়দংশের নাম কাট্টীবার প্রদেশ হইয়াছে। ইহাদিগের ধর্ম, আচার, ব্যবহার ও শারীরিক গঠনে সিথীয় নিবাসীদের সহিত অনেক সৌসাদৃশ্য দর্শনে স্থির হইয়াছে, ইহারা সিথীয়কুলসম্ভূত। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ সময়ে পঞ্চনদের সঙ্গমস্থানে ইহাদিগের বাস ছিল; বীরবর প্রথমতঃ ইহাদের বিপক্ষেই যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু ইহাদের হস্তে তিনি প্রায় বিগত-জীবিত হইবার মত হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে কাট্টীরা প্রবল প্রতাপে উক্ত প্রদেশ হইতে সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত জনস্থান ভোগ করিয়া আসিতেছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন পৃথ্বিরাজের সহিত কান্যকুব্জাধিপতির ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে উভয়পক্ষেই কাট্টীযোদ্ধা সশস্ত্র উপস্থিত ছিল। ইহারা অসিচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে অত্যন্ত অভিলাষী। ইহাদের শরীরের গঠন দেখিলেই যোদ্ধা বলিয়া বোধ হয়।

১৭। বল্ল—রাজকুলগণে ইহারা ছত্রিশ রাজকুলভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। রাজপুতকবিরা ইহাদিগকে "তাত্তা মুলতানকা রাও" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এই বাক্যে সিন্ধুনদতীরে ইহাদিগের আদিম নিবাস ব-

দিয়া থাকে, অথবা আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়, এবং কহে রামের পুত্র হইতে বল্লবংশ সমুদ্ভূত হইয়াছে। সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত চাক নগরে ইহাদের প্রথম নিবাস, পরে মুগীপত্তন বলিয়া ইহারই নামান্তর হয়। ক্রমে ইহারা সমুদায় সৌরাষ্ট্র দেশ জয় করিয়া দেশের নাম বল্লক্ষেত্র, রাজধানীর নাম বল্লভীপুর এবং আপনাদের নাম বল্লরায় বলিয়া পরিচয় প্রদান করে।

১৮। ঝালা—সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নিকুলের মধ্যে ইহাদের পরিচয় পাওয়া যায় না, এই জন্য অনুমিত হয় যে, ইহাদিগের আদি পুরুষ উত্তর দেশ হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, রাজস্থানের ইতিবৃত্তে ঝালারাজের এক অনুপম কীর্ত্তিবলে রাজপুতগণের মধ্যে ইহারা গণনীয় হইয়াছেন। রাণা প্রতাপসিংহের সহিত আকবরের যে জগদ্বিখ্যাত যুদ্ধ হয়, তাহাতে ঝালাপতি একবার রাণার জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতাপের নিকট বার পর নাই সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। রাণা ঝালাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন এবং সম্মানের অগ্রণী করিয়া তাঁহাকে আপনার দক্ষিণে আসন প্রদান করতঃ কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। এই কীর্ত্তির জন্যই তিনি ছত্রিশ রাজকুলের মধ্যে স্থান পাইয়াছিলেন। ইহার পরেও ঝালাদিগের সহিত সূর্য্যবংশীয়দিগের আদান প্রদান দেখা গিয়াছে। ইহাদিগের দ্বারাই সৌরাষ্ট্রের একটি বৃহদংশের নাম ঝালাবার হই য়াছে। [illegible] সময়ে ইহারা উত্তর দিকেই অগ্রসর হইয়াছে। ইহাদের অনেক শাখা, তন্মধ্যে মকুবাহন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

১৯। জৈৎবা বা কমারী—ইহারা প্রাচীন জাতি। রাজকুল-পত্রে অবগতি হয়, ইহারা রাজপুত এবং ছত্রিশ রাজকুলের অন্তর্গত, সৌরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে ইহাদের বাস, সেই স্থানের নাম জৈতবর, তাহার রাজধানী পরবন্দর, রাজার উপাধি রাণা। ইহাদিগের প্রাচীন রাজধানী গুমলি, এখানে ১৩০ জন রাজা ক্রমান্বয়ে প্রভুত্ব করেন। তুয়ারবংশের সহিত ইহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে ইহাদের কমারী উপাধি ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে উত্তরদেশ হইতে আগত কোন জাতি কর্ত্তৃক ইহারা অধিকারচ্যুত হয়, সেই সময়েই ইহারা কমারী উপাধি ত্যাগ করিয়া জৈৎবা উপাধি ধারণ পূর্ব্বক সৌরাষ্ট্রের একপ্রান্তে বাসস্থান নির্ণয় করে। ইহাদিগের আচার ব্যবহারে সিথীয়দিগের সাদৃশ্য আছে বলিয়া অনেকে ইহাদিগকে সিথীয় জাতি সমুৎপন্ন মনে করেন। ইহারা আপনাদিগকে বীর হনুমানের বংশ বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদিগের পৃষ্ঠাস্থি নিম্নভাগে কথঞ্চিৎ লম্বমান থাকায় ইহারা তাহাকে লাঙ্গুলের অংশ বলে। ইহারা আপনাদিগের রাজাকে “সৌরাষ্ট্রের লাঙ্গুলধারী রাণা” বলিয়া থাকে।

২০। গোহিল—ইহারা সূর্য্যবংশীয়, ইহাদিগের প্রথম নিবাস জুনাখীরগড়। এখানে কত দিন ইহাদের বাস তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। খীরো নামা এক

জন জীব জাতীয় দলপতিকে অধিকার-চ্যুত করিয়া ইহারা ঐ স্থান অধিকার করে; দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে রাঠোরেরা ইহাদিগকে ঐ স্থান হইতে দূর করিয়া দেয়। এক্ষণে ইহারা সৌরাষ্ট্রে প্রবেশ পূর্ব্বক পিরণগড়ে বাসস্থান স্থাপনা করে, কিন্তু অনতিকাল মধ্যে ঐ নগর ধ্বংস হওয়ায় ইহারা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া দুই দিকে গমন করে। প্রথম শাখা বগওয়া নগরে সংস্থাপিত হয়, তাহাদের অধ্যক্ষ নন্দন নগরের রাজদুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। শ্বশুরের রাজ্য পাওয়ায় ইহার দল ক্রমে পুষ্ট হইয়া উঠে। দ্বিতীয় শাখা শিহোর নগরে বাসস্থান নির্ণয় করিয়া ক্রমে ভাউনগর এবং গোগা এই দুইটি নগর সংস্থাপন করে। সৌরাষ্ট্রের এই প্রদেশের নাম গোহিলবার।

২১। মারব—ইহারা যে ক্ষত্রিয় জাতি এবং প্রাচীন কালে যে ইহাদিগের বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল, এতদ্ভিন্ন আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। নামের শেষে অশ্ব শব্দ থাকায় কেহ কেহ ইহাদিগকে হৈহয় বংশীয় বলিয়া অনুমান করেন।

২২। শিলার—ইহাদিগের বিবরণ ও নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। এক সময়ে ইহারা সৌরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠাপন্ন রাজপুত বলিয়া গণ্য ছিল। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।

২৩। দাবী—ইহারা যদুবংশীয়, ইহারা ও এক সময়ে সৌরাষ্ট্রে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। এক্ষণে বিলুপ্ত প্রায়।

২৪। গৌড়—রাজস্থানের ইতিবৃত্ত মধ্যে ইহাদের পরিচয় আছে মাত্র, কিন্তু কখনও ইহারা বিশিষ্টরূপ [illegible] প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। চন্দ বরদই কহেন, বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজারা এই বংশীয়। ইহাদের দ্বারা গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী নগর সংস্থাপিত হয়। ইহারা বহুকাল আজমীরে বাস করিয়াছিল, সেই জন্য ইহারা আজমীরের গৌড় বলিয়া বিখ্যাত। পৃথ্বিরাজের সৈন্য সামন্তের মধ্যে ইহাদের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা পঞ্চশাখায় বিভক্ত।

২৫। [illegible] ইহারা এক সময়ে অত্যন্ত [illegible] লাভ করিয়াছিল। এমন কি, পৃথ্বিরাজ একবার ইহাদিগকে জয় করিয়া আপনাকে ধন্য বলিয়া মানিয়াছিলেন। ইহাদের [illegible] পরিচয় [illegible]

[illegible] রাজপুত ও মুসলমানের বিবাদ [illegible] প্রদেশে ইহাদের [illegible] ইহাদিগেরই [illegible] নিবাস [illegible] ও ইহাদের [illegible] ইহারা এক সময়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত আপনাদের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। মধুকর [illegible] উচা নগর সংস্থাপন করে। এই দুর্দ্ধর্ষ জাতি [illegible] দরপুর চৌনা-প্রভৃতি সেনাদের [illegible] নাম জগদ্বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা [illegible] লের প্রাণ বিনাশ করিয়া [illegible] কলঙ্কিত করিয়া যায়। ঐ সময়ের পর হইতেই বুঁদেলারা সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকে। [illegible] ও দতিয়ার অধিপতিরা অনেক বীরের পরিচয় দিয়াছেন। উচার ভগবান সাহকে [illegible] শ্রেষ্ঠ সেনার অধিনায়ক ছিলেন [illegible] পুত্র সুখকর্ণ দাক্ষিণাত্য প্রদেশে [illegible]

রাজপুতানা প্রদেশস্থ আদিম নিবাসীদিগের নাম। যথা;—বগড়ী, মের, কাবা, মিনা, ভিল, সেরিয়া, থোড়ি, থাঙ্গার, গৌড় ভড়, জুনোয়ার, সারদ।

কৃষকদিগের নাম। যথা,—আভীর বা আহির, গোয়ালা, কুর্মী, গুজ্জর, জাঠ।

অবিভক্ত রাজপুতশাখা। যথা,—[illegible], পেশনী, সোহাগনী, চাহিব, রাণ, শিরান, বুটিলা, গোচির, মালন, তহির, হল, বাচক, বাটর, কেকচ, ঢোটক, বুসা, বীরগোটা।

এতদ্ভিন্ন আর চৌরাশী প্রকার ব্যবসায়ী লোকের বাস আছে।

কোকিল।

সে দিন একজন বিদ্বান্, বিচক্ষণ, [illegible]চীন লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, কোকিলের স্বরে এমন কি আছে যে তাহাতে চিত্তের চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে পারে?" এই প্রসঙ্গে তিনি এক গল্প বলিলেন। এক সময়ে কোন রহস্যপ্রিয় ভদ্রলোক পথ চলিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ একটা কোকিল কুহু কুহু করিয়া ডাকিয়া উঠিল। ভদ্রলোকটি কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছার ভাণ করিয়া সঙ্গীদিগকে বলিলেন, "ধরিও, আমায় ধর, দেখিতেছ না আমি অচেতন হইয়া পড়ি!" সঙ্গীরা জিজ্ঞাসিল, "কেন, মহাশয়, আপনার সহসা এরূপ হইবার কারণ কি?" ভদ্রলোক উত্তর করিলেন, "তোমরা শুন নাই, কোকিল ডাকিতেছে?" "শুনিয়াছি বটে, কিন্তু কোকিল ডাকিলে এরূপ হইবে কেন?" উত্তর, "শাস্ত্রে বলে যে।" তিনি যখন আমাকে উপরি-উক্ত প্রশ্ন করেন, তখন আমি প্রায় বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, "কি জানি, মহাশয়, কোকিলের স্বরে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্তু সময়ে সময়ে সেই কুহু স্বরে চিত্ত বিচলিত হয়, তাহা দেখিয়াছি।" তাহা [illegible] এই কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি ঐ গল্প [illegible] বলিলেন, গল্প শেষ হইলে ভাবিলাম, [illegible] আমি কোন উত্তর দিই নাই, তাহা হইলে এই গল্প আমাকে লক্ষ্য করিয়াই হইত, আর আমার ঘাড়ের উপর দিয়া খুব একটা হাসির গড়রা চলিয়া যাইত। বায়ুর উনপঞ্চাশ ছিটের মধ্যে কবিত্ব ছিট আমার ঘাড়ে একটু আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থির হইত!! যে মজ্‌লিশে এই কথা উঠিয়াছিল, সে আমোদের মজ্‌লিস—জলরাশির বিস্তারবৎ। শর, পঙ্ক, তৃণাদি লঘু লঘু তাহার উপরে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়, প্যাঁচতা শূন্য হাসির কথা সেখানে খুব আদর পায়, ফুৎসই করিয়া ফেলিতে পারিলে পোনা খাপরাও তিড়িং তিড়িং করিয়া নাচিয়া বেড়ায়; কিন্তু প্রস্তর, লৌহাদি গুরু ভার দ্রব্য পড়িলেই টুপ্ করিয়া ডুবিয়া যায়—খানিকটা জল ছিটকাইয়া আশপাশের লোকের গায়ের কাপড় চোপড় ভিজিয়া যায়। ছিবড়া-প্রস্তুত [illegible] প্রশ্নই সেখানে উত্থাপন করিয়ে [illegible]

আমি তখন কোন উত্তর [illegible] কিন্তু কথাটা আমার মনে [illegible]

পুরুষ কামনা প্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিতেছেন। Spirit brooding over matter. তখন বসন্তের উদ্রেক মাত্র। মাঘের শেষাংশ। দূর-বৃক্ষ-শাখা হইতে একটি কোকিল কুহুকুহু ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করিল। সেই মার্জ্জিত বিশুদ্ধ পঞ্চমের তান পবনের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দিগ্‌দিগন্তে ছুটিল। অনন্ত আকাশ সেই মধুর নিনাদে অনুপ্রাণিত হইল। কুহু—কুহু—কুহু—অবিরলমুক্ত কুহুস্বরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থিত হইয়া অনন্ত আকাশে অনন্ত পথে প্রধাবিত হইল। যত চলিল, ততই সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মতর—আরো সূক্ষ্মতর হইতে থাকিল। ক্রমে শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগোচর। কোথায় গেল? কোথা গিয়া মিশিল? নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ধ্বংস কিছুরই তো নাই। ধ্বংস আপেক্ষিক শব্দ মাত্র। স্থূলের সূক্ষ্মভাবই ধ্বংস। যতক্ষণ আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি, ততক্ষণ সেই সূক্ষ্মতাপ্রাপ্তিকে 'হ্রাস' আখ্যা দিই। ইন্দ্রিয়াতীত হইলে 'ধ্বংস' বলি। নতুবা হ্রাস ও ধ্বংস ভিন্ন নহে। ধ্বংস হ্রাসের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা মাত্র। সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম—অনন্ত বিশ্বব্যাপার এই দুইটি মাত্র মূল ক্রিয়ার রূপভেদ মাত্র। আকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ—সকল শক্তি এই দুই মাত্র মূল শক্তির রূপান্তর। যেমন ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মতা ধ্বংসপদবাচ্য, তেমনি ইন্দ্রিয়োপভোগ্য স্থূলতা প্রাপ্তির নামই উৎপত্তি। তবে সেই তরুশাখাসীন কোকিলের কণ্ঠনিঃসৃত কুহুরব গুলি কি হইল, কোথায় গেল? কেহ জান তো আমায় বুঝাইয়া দেও—আমার অজ্ঞ হও।

সেই তত্ত্ব বুঝিব বলিয়া সংসারত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি। কৈ? বুঝিতে কৌশল দিলায় না। স্থূলের তত্ত্ব অনেকে বুঝাইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মের তত্ত্ব ক'জন জানে, ও ক'জন বা জানিতে প্রয়াস করে?

কি হয়? কোথায় যায়? [illegible] জন্মকাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া জ্ঞানরাশি উপার্জ্জন করিতেছেন; অথচ পার্থিবদেহের বিনাশে কি [illegible] জ্ঞান-রাশিও বিনাশ হইবে? জড়দেহ যে যে ভৌতিক উপাদানে নির্ম্মিত, তাহাতে বিশ্লিষ্ট হইয়া স্ব স্ব মূলভূতে উপগত হউক, কিন্তু জ্ঞান তো [illegible]—সে চিন্ময়। নিরবচ্ছিন্ন বিনাশ তাহার তো নাই। তবে সে কিসে আশ্রয় করিয়া থাকে? [illegible] থাকুক, থাকে তাহার সন্দেহ নাই। জ্ঞান [illegible], প্রেম কি থাকে না? কবিরা বলেন, প্রেম স্বর্গধাম হইতে নিঃসৃত অমৃতের প্রবাহ। সে প্রবাহ কি অনন্ত [illegible] নহে? [illegible] সব যেন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতেছে। [illegible] দিন—বর্ষের [illegible], কত বর্ষ বহিয়া গেল, তবু যেন বোধ হইতেছে সে দিন—সে দিন যার অশ্রুমুখ ধরিয়া প্রবাস-গমনের বিদায় গ্রহণ করিলাম—তখন কে ভাবিয়াছিল, সেই দেখাই শেষ দেখা!—সে কোমল [illegible] অধর-স্পর্শ এ পাপদেহে আর [illegible]! সেই প্রেমভারে ভরা বিদায়কালীন হাসিমাখা 'কাঁদ' 'কাঁদ' মুখখানি এখনও নয়নের সম্মুখে জাগিতেছে—এ জন্মে সেই মুখের পবিত্র মৃদুমধুর হাসি চিন্তানন্দে এ পাপ প্রাণ [illegible] আর শীতল করিবে না! সেই [illegible] প্রেম কোথায় গেল? রূপরাশির সঙ্গে [illegible]

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র।

এই পৃথিবীতলে নানা প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্থলে নানা প্রকার দ্রব্যের সমবায় আছে, সেই স্থলেই সেই সকল দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকার গুণ-সমন্বিত দেখা যায়, সকলের একই প্রকার প্রকৃতি কোন প্রকারে হইতে পারে না। সেই জন্য দেখিতে পাই সমাজে দুই প্রকার লোক বাস করেন—এক দলের লক্ষ্য সুখের দিকে, অপর দলের ধর্ম্মের দিকে;—একদল কেবল সুখান্বেষণেই ব্যস্ত; অপর দল ধর্ম্ম লইয়াই নিরত; এক দলের লালসা এই পৃথিবীতেই পর্য্যাপ্ত, অপরদলের আশাপূরণে পৃথিবী অসমর্থ; এক দলের এই পৃথিবীই কর্ম্মভূমি,—ইহাতেই তাঁহারা আপনাপন ভোগ লালসা পরিতৃপ্ত করেন, অপর দলের কার্য্য চিন্তা পৃথিবীর অতীত, পৃথিবী তাঁহাদের লালসা তৃপ্ত করণে সমর্থা নহেন; পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থই এক দলের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির নিমিত্ত, কিন্তু উহা অপরের সুখ নিস্পন্দের কারণ, একজন দেখেন এই পৃথিবী সুখপরিপূর্ণ;—অপরের ইহা দুঃখের নীবিড় আগার। এই উভয়বিধ কারণ বশতঃই ইহ জগতে একদল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সুখান্বেষণে ব্যস্ত;—কোন স্থলে কোন প্রকার দুঃখের হস্তে পতিত হইলে তাহা বিদূ[illegible] সুখের জন্যই চেষ্টিত—এই ক[illegible] তাঁহাদের সুখময় বিলাসকানন, যদি কিছু দুঃখ থাকে, তাহা অকিঞ্চিৎকর—তাহা সুখোপভোগের নিকট দণ্ডায়মান হইতে পারে না,—এবং সেই সুখ ভোগ করাই তাঁহাদের মতে পরম পুরুষার্থ,—অপর দল দেখেন এই পৃথিবী ভয়ঙ্কর শ্মশানভূমি,—সকলই দুঃখ-পরিপূর্ণ,—যদি কিছু সুখ থাকে, তাহা অকিঞ্চিৎকর—সুতরাং তাঁহাদের অভিপ্রায় অপার দুঃখ পরিবেষ্টিত সুখ [illegible] অভিপ্রেত নহে; [illegible] সুখ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত থাকাই পরম পুরুষার্থ,—ও তাহাই [illegible] অভিপ্রায়। কিন্তু এই রমণীয় সুখসেবা-দ্রব্য সমন্বিত, বিলাসের ক্রীড়া কাননে বাস করিলে সুখ দুঃখ যুগপৎ ভোগ করিতেই হইবে সেই জন্য তাঁহাদের লক্ষ্য পৃথিবীর অতীত। যৎকালে অন্য প[illegible] ইহাই সুখনিকেতন-রম্য বিলাসভবন—আমোদপ্রমোদের রঙ্গভূমি; তাঁহাদের অভিলাষ তৃপ্ত করণে এই পৃথিবীই সম্পূর্ণরূপে সমর্থা—সুতরাং ইহাই তাঁহাদের সুখস্থান ও কর্ম্মক্ষেত্র। এই জন্যই এক দল বিষয়ী—অপর দল বৈরাগী; এক দল ইহ লোকের কার্য্যেই তৎপর—অন্য দল পারলৌকিক চিন্তায় নিমগ্ন; এক দল প্রত্যক্ষবাদী, অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যাহা প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহাই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব—তাহাই অ-

দীদের আবেদন—তাহার অতীত অপ্রত্যক্ষ সমস্ত পদার্থই তাঁহাদের নিকট অলীক ও অসার, অপর দলের নিকট প্রত্যক্ষ জড়জগৎ অসার—অপ্রত্যক্ষ নিত্য পদার্থই তাঁহাদের সারসর্ব্বস্ব; একজন জড়জগতের তত্ত্বনির্ণয়ে সমুৎসুক—অপরজন পরমাত্মার প্রকৃতি নিরূপণে যত্নবান্; এক দল মনেকরেন আমরা বুদ্ধিবলে সমস্তই করিতে পারি—অপর দল আপনাদিগকে সকল কার্য্যকরণেই অক্ষম বিবেচনা করেন। এই জন্যই একদল দেবানুগ্রহের প্রার্থী—অপর দল তাহা হইতে বিরত; এবং প্রধানতঃ এই কারণ বশতঃই একদল বর্ত্তমান সময় ও উপস্থিত ঘটনাবলী হইতে আপন আপন সুখ সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়া এই ধরণীকে আমোদ প্রমোদের স্থল বলিয়া জ্ঞান করেন—সংসারে অপর দল ভবিষ্যতের মাহাত্ম্য কামনায় মুগ্ধ হইয়া সমুদায় সাংসারিক সম্পদকেই তাচ্ছিল্য করেন।

এই জন্য ভারতবর্ষীয় দর্শনসকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—আস্তিক ও নাস্তিক; যে দর্শনে বেদের মত প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা আস্তিক, ও যাহাতে তাহা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে তাহাই নাস্তিকদর্শনবাচ্য। আমাদের সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক পূর্ব্বমীমাংসা, বেদ বা উত্তরমীমাংসা প্রথমদলভুক্ত—বৃহস্পতি, চার্ব্বাক দ্বিতীয় দলের নেতা ও স্রষ্টা। এতন্মধ্যে সাংখ্যকার কপিলের মতে যদিও ঈশ্বর অসিদ্ধ তথাপি তিনি আস্তিক পদবাচ্য। এই ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যে দেশে যে

ইহার আলোচনা হইয়া থাকে, সেই সেই দেশেই এই দুই প্রকার মত নয়নগোচর হয়—সেই দেশই আস্তিকতা ও নাস্তিকতায় পরিপূর্ণ। ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখি, তাহাও এই দুই শ্রেণীর লোকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই।—তাহাতেও এই আস্তিক ও এই নাস্তিক। কতকগুলি পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামান্য তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন,—আবার তদনুরূপ কতিপয় মাননীয় সুধী শ্রেষ্ঠ সেই ঐশ্বরিক শক্তির প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছেন। প্লেটো, সক্রেটিস, গ্যালিলিও, কোপার্নিকস্, কেপ্লার, নিউটন, বয়েল, ডাল্টন প্রভৃতি মহাজনগণ প্রথমশ্রেণীভুক্ত,—আবার আরিষ্টোটল, এপিকুরিস্, লাপ্লাস্, লাগ্রেঞ্জ, হিউম, ডেকার্ট, ডালাম্বার্ট, বেকন, বেন্থাম, কোম্‌ত, মিল, প্রভৃতি গণনীয় মহাজনগণ দ্বিতীয় দলের অধিনায়ক। এক্ষণে বিজ্ঞানের চর্চ্চা যতই বৃদ্ধি হইতেছে, দ্বিতীয় শ্রেণী ততই পরিপুষ্ট হইতেছে—ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির অপচয় হইতেছে। আমরা তাহা কখনই মঙ্গলের নিদান বলিতে পারি না। সমুদায় জগৎ নাস্তিকতায় পরিপূর্ণ হয়, তাহা কখনই প্রার্থনীয় নহে।

এই স্থলে এই প্রশ্ন সহসা মনোমধ্যে উদিত হইতে পারে যে, একই বিজ্ঞান বৃক্ষে এপ্রকার বিভিন্ন ফল কিরূপে উৎপন্ন হয়, যে বৃক্ষের শিখর দেশে আরোহণ করিয়া গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতি মহাত্মাগণ ঊর্দ্ধ্বদৃষ্টিক্রমপরম্পরা চরণারবিন্দে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন,

নিজ দুঃখের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ পাইতে পারি নাই। তবে এ উভয়েরই পরিমাণ আছে; এক্ষণে দেখিতে হইতেছে সুখের পরিমাণ অধিক, কি দুঃখের সংখ্যা অপরিমিত, কি উভয়েরই সমান। আমাদের মতে এ দুইয়েরই পরিমাণ সমান। কেননা যদি দুঃখের সংখ্যা অধিকতর হইত, তাহা হইলে অনেক পণ্ডিত আত্মহত্যা করিয়া সেই অনন্ত দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু কেহ কখন কি এই জন্য আত্মহত্যা করিয়া জীবন বিসর্জন করিয়াছেন? তবে দুঃখের সংখ্যা অধিক বলি কিরূপে? যদি কেহ বলেন, দুঃখ অপেক্ষা সুখের সংখ্যা অধিক, তাহা বরং সময়ে সময়ে স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু দুঃখের সংখ্যা কোন ক্রমেই অধিকতর নহে।

এই সংসারে বাস করিতে হইলে যুগপৎ সুখদুঃখ ভোগ করিতেই হইবে- কেহই তাহাদের হস্ত হইতে কোন ক্রমেই পরিত্রাণ পাইবেন না;— কোন লোক কেবল একমাত্র সুখ বা একমাত্র দুঃখ পান নাই, পাওয়া সম্ভবও নহে। [illegible] তাও বলি যদি এসংসারে দুঃখ [illegible] কোন শব্দ না থাকিত, তাহা হইলে সুখ কি আমরা বুঝিতে [illegible] ক্রমেই সক্ষম হইতাম [illegible] দিয়াই আমরা সুখের [illegible] দুঃখ [illegible] দিয়াই আমরা সুখের [illegible] ও [illegible] সুখ না থাকিলে দুঃখ [illegible] কিন্তু [illegible] আমাদের দেশের দর্শন[illegible] গণ প্রায় সকলেই দুঃখের বি[illegible] এই কথাটি তাঁহাদের সহ্য হইত [illegible]

তাঁহারা [illegible] ইহ জগতে সুখ নাই— আবার [illegible] সমুদয় দুঃখের অবসান হইবে তা[illegible]; হয়তঃ পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ [illegible] পুনরায় দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। মনুষ্য ইহ জগতে শুভকর্ম সম্পাদন করিলে অনন্ত স্বর্গবাসে অধিকারী হইবেন সত্য বটে, কিন্তু কয়জন সেই শুভকর্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ? এমন লোক কখন জন্ম গ্রহণ করেন নাই—করিবেন কিনা সন্দেহ,— বোধ হয় নয়; কেননা জগদীশ্বরের সৃষ্টিই এই প্রকার, তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ কিছুই নাই—সম্পূর্ণ রূপে নির্গুণ কিছুই নাই,—সকলই এ উভয় সংশ্লিষ্ট। আমরা এই প্রস্তাবের প্রথমেই বলিয়াছি- ঈশ্বর যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহাই সুখদুঃখে মিশ্রিত,—ভাল মন্দে গ্রথিত. মানবগণও ঈশ্বর সৃজিত, সুতরাং সেই মনুষ্যও সুখ দুঃখে, ভাল মন্দে, শুভাশুভে মিশ্রিত; সেই শুভাশুভ মিশ্রিত মনুষ্য যে জ্ঞানদ্বারা পরিচালিত তাহাও শুভাশুভে জড়িত, [illegible] তিনি যে সকল কার্য্য করিবে[illegible] তাহাও শুভ ও [illegible] কেবল শু[illegible] সেই জন্যই [illegible] ইহ জগতে [illegible] করিতেই হইবে, [illegible] নি[illegible] তাঁহাই ইচ্ছা, [illegible] চেষ্টা [illegible] প্রবৃত্ত হই [illegible] তাঁহার একমাত্র [illegible] এক্ষণে দেখা [illegible]

তত্ত্বজ্ঞান কাহাকে বলে; জ্ঞান ও বুদ্ধির আধার আত্মা এবং জড়-জগৎ, এতদুভয়ের পৃথকত্ব জ্ঞান জন্মিলে তাহাই তত্ত্বজ্ঞান-পদবাচ্য। প্রকৃতিপুরুষ ও অপরাপর তত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলে বিবেক জ্ঞান উপস্থিত হয় এবং এই বিবেক জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র উপায়।

এই তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সংসারের সহিত আর কোন সম্পর্কই থাকে না। সংসারী ব্যক্তি, যাগ, যজ্ঞ, ব্রত ইত্যাদি যথাবিধি পালন করিয়া, অবশেষে মুক্তি প্রাপণাশায় সমুদায় বিষয় সম্পদে জলাঞ্জলি দিয়া উদাসীন ব্রত অবলম্বন করিলেন, এই স্থল হইতেই তাঁহাদের সংসারের প্রতি স্নেহ, মমতা, সমুদায় বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইল—এক্ষণ হইতে তাঁহারা কেবল সকল প্রকার দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। এই মুক্তিপ্রাপ্ত্যর্থ তাঁহারা নানা প্রকার ক্লেশকর কঠিন কার্য্যসকল সমাধা করিতে লাগিলেন—ঊর্দ্ধদেশে পাদদ্বয় রক্ষা করিয়া নিম্নে জ্বলন্ত হোমাগ্নির কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে নিম্নমুখে মস্তক রাখিয়া তপস্যা করা কিরূপ দুঃসাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়;—আবার জ্বলন্ত-অগ্নি-কণ বর্ষী নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে চতুর্দ্দিকে অগ্নি রক্ষা করিয়া মধ্যস্থল হইতে একপদে দণ্ডায়মান হইয়া সেই প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া তপস্যা [illegible] কেমন কষ্টসাধ্য তাহা পাঠক [illegible] পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ এই মুক্তি [illegible] [illegible] তীব্রতর কঠিন [illegible] [illegible] করিতেন। আবার, [illegible]

সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া চার্ব্বাক প্রভৃতি ঋষিগণ দয়ার্দ্র হইলেন—তাঁহারা জনসমাজে বিভিন্ন প্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, সকল পদার্থেই সুখ ও দুঃখ উভয়ই আছে, সুখ পাইতে হইলেই দুঃখভোগও করিতে হইবে, দুঃখের নিমিত্ত সুখ বিসর্জ্জন করা কাপুরুষের কার্য্য—মূর্খের কার্য্য;—যখন উভয়ই আছে, তখন দুঃখ হইতে সুখকে পৃথক্ করিয়া লইয়া তাহা ভোগ কর। তাঁহারা বলেন;—

"সুখমেব পুরুষার্থঃ। ন চাস্য দুঃখসংভিন্নতয়া পুরুষার্থত্বমেব নাস্তীতি মন্তব্যম্ অবর্জ্জনীয়তয়া প্রাপ্তস্য দুঃখস্য পরিহারেণ সুখমাত্রস্যৈব ভোক্তব্যত্বাৎ। তদ্যথা মৎস্যার্থী সশল্কান্ সকণ্টকান্ মৎস্যানুপাদত্তে স যাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ত্ততে। যথা বা ধান্যার্থী সপলালানি ধান্যান্যাহরতি স যাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ত্ততে। তস্মাৎ দুঃখভয়ান্নানুকূলবেদনীয়ং সুখং ত্যক্তুমুচিতম্।—যদি কশ্চিৎ ভীরুর্দৃষ্টং সুখং ত্যজেৎ স তর্হি পশুবন্মূর্খো ভবেৎ। (সর্ব্বদর্শন সংগ্রহান্তর্গতচার্ব্বাকদর্শনং)

অর্থাৎ সুখই পুরুষার্থ। কিন্তু ইহা দুঃখ হইতে ভিন্ন নহে, অর্থাৎ ইহার সহিত দুঃখ সংযুক্ত আছে—তবে দুঃখ হইতে সুখকে পৃথক্ করিয়া [illegible] গ্রহণ করিবে। যথা—মৎস্যভক্ষী [illegible] সহিত মৎস্য গ্রহণ করিয়া যাহা গ্রহণীয় তাহাই গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট পরিত্যাগ করেন, [illegible] সেইরূপ [illegible] তুষ সহিত ধান্য গ্রহণ করিয়া যাহা [illegible] গ্রহণীয় তাহাই গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট পরিত্যাগ করেন। সেই হেতু দুঃখভয় বশতঃ

অনুকূল সুখ পরিহার করা কর্তব্য নহে। যদি কেহ এমন থাকেন যে, তিনি এই জন্য সুখ পরিত্যাগ করেন, তিনি পশুবৎ মূর্খ। অতএব ইহাদের মতে দুঃখ আছে বলিয়া সুখ পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে—কণ্টক আছে বলিয়া কি মৎস্য ভক্ষণ করিব না—বা ধান্য হইতে তুষকে পৃথক্ করিতে হয় বলিয়াই কি তণ্ডুল ভক্ষণে অপ্রবৃত্ত হইব? বায়ুতে ধূলা আছে বলিয়া কি গ্রীষ্মকালের সায়ংসমীরণ সেবনে বিরত হইব? না জন্তু অনিষ্ট হইবার ভয়ে ভূমিতে বীজ বপন করিব না? তাহা কখনই হইতে পারে না, সুখের সহিত দুঃখ অনন্ত কাল হইতে মিশ্রিত আছে; সুখ পাইতে চেষ্টা করিলেই দুঃখও পাইতে হইবে। যখন তাহা হইল, তখন দুঃখের জন্য সুখকে পরিত্যাগ করা মূর্খের কার্য্য বই আর কি বলা যাইতে পারে? ইহাই চার্ব্বাক মতাবলম্বিগণের অভিপ্রায়। চার্ব্বাকদিগের পথপ্রদর্শক চূড়ামণি বৃহস্পতি। যদিও বৃহস্পতি প্রণীত কোন গ্রন্থই এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি মাধবাচার্য্য তাঁহার প্রণীত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ নামক পুস্তকে বৃহস্পতি বচন বলিয়া যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা তাহাই এস্থলে গ্রহণ করিলাম।—

"ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারণম্।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্॥
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে॥
যাবজ্জীবেৎসুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি ন ত্বন্যদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।
জর্ফরীতুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্॥
অশ্বস্যাত্র হি * * পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরঞ্চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্ত্তিতম্।
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচরসমীরিতম্॥"

অর্থাৎ স্বর্গ, অপবর্গ বা পরলোকগামী আত্মা নাই। বর্ণাশ্রমাদির কোন ক্রিয়াও ফলদায়িনী হয় না, অগ্নিহোত্র, বেদত্রয়, ত্রিদণ্ড, ও ভস্মলেপন বুদ্ধি পৌরুষহীন ব্যক্তিগণেরই ধাতৃ-নির্ম্মিত জীবিকা; যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে হত পশু স্বর্গে গমন করে, তবে যজমান কেন স্বপিতাকে বলি প্রদান করে না? যে প্রাণিগণ মরিয়াছে শ্রাদ্ধে যদি তাহাদিগেরও তৃপ্তি জন্মে, তবে পথিক বৃন্দের পাথেয় লইবার প্রয়োজন কি? যদি স্বর্গস্থিত লোক ভূতলস্থদানে পরিতৃপ্ত হন, তবে হর্ম্ম্যোপরিস্থিত ব্যক্তিগণের তৃপ্ত্যর্থ নীচে কেন অন্ন না দেওয়া হয়? যতকাল জীবিত থাক, সুখে থাক, ঋণ করিয়াও ঘৃত ভোজন করিবে; দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেলে তাহার আর পুনরাগমন কোথায়? যদি আত্মা এই দেহ হইতে নির্গত হইয়া পরলোকে গমন করে, তবে বন্ধুস্নেহে আকুল হইয়া কেন

[illegible] অনুবর্ত্তিগণ তদুপদিষ্ট বাক্য [illegible] গ্রহণে [illegible] করেন, তখন [illegible] অন্যান্য দর্শনেরও সৃষ্টি সাধন হইয়াছে ;— অধুনা যে সাংখ্য দর্শন পরিদৃষ্ট হয়, তাহা কপিল প্রণীত নহে, তাঁহার কোন অনুচর-রচিত। তবে কপিল প্রণীত গ্রন্থ কি? এ-কথা অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমরা বলি সাংখ্য দর্শনের প্রসিদ্ধ টীকা-কার বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য নামক টীকাগ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই সমীচীন। তিনি বলেন তত্ত্বসার নামক গ্রন্থই সাংখ্য দর্শনের মূল গ্রন্থ, এবং আমরা বলি তাহাই মহর্ষি কপিল প্রণীত।

সাংখ্য দর্শন ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত।—প্রথম [illegible] অধ্যায়ে সাংখ্য শাস্ত্রের মূলমর্ম্ম অভি-[illegible] হইয়াছে; চতুর্থ অধ্যায়ে কতকগুলি [illegible] আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়া বিবেকজ্ঞান সাধনের উপায় কথিত হইয়াছে; পঞ্চম অ-ধ্যায়ে বিরুদ্ধ মতবাদিদিগের মত খণ্ডিত হইয়াছে; ষষ্ঠ অধ্যায়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ের নির্ণীত শাস্ত্রার্থ একত্রে সঙ্কলিত হইয়াছে।

সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বর স্বীকার করা হয় নাই, এইজন্য উহাকে নিরীশ্বর দর্শন বলে। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অ-স্বীকার করা মহর্ষি কপিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, কেবল তিনি বিচারমুখে ঈশ্বরের অ-[illegible] স্বীকার করিতে পারেন নাই। পত-[illegible] বলেন, পাতঞ্জল দর্শন সাংখ্য [illegible] পরিশিষ্ট স্বরূপ, কেননা মহর্ষি [illegible] কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব যাহার [illegible] [illegible] প্রণীত দর্শনের, অতএব পূরণ [illegible]।

পাতঞ্জল দর্শন। [illegible] প্রণীত দর্শনও সাধারণতঃ সাংখ্য [illegible] অভিহিত, মহর্ষি কপিলের [illegible] প্রায় একমত, কেবল অধিকের [illegible] ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, [illegible] দর্শনকে সেশ্বর দর্শন বলা যায়। এই দর্শন চারিভাগে বিভক্ত,—এই চারিটির এক এক-টির নাম পাদ; প্রথম পাদে যোগানুশাসন বা সমাধি পাদ, ইহাতে ধ্যানের বিষয় নির্ণীত হইয়াছে; দ্বিতীয় পাদে তপঃস্বাধ্যায় ঈশ্বরপ্রণিধান যমনিয়মাদির বিষয়, ইহাতে সমাধিলাভের উপায় নির্ণীত হইয়াছে; তৃতীয়পাদে ধ্যান,ধারণা,সমাধি ইত্যাদির বি-ষয়, ইহাতে কি প্রকারে বিভূতি বা অসা-ধারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে পারা যায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে, চতুর্থপাদে জন্মৌষধি তপঃ-সমাধিজাত সিদ্ধির বিষয়, ইহাতে কৈবল্য বা ঈশ্বরভাবনার বিষয় লিখিত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনের অনেকগুলি টীকা আছে। তন্মধ্যে পাতঞ্জলভাষ্য মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত এবং বিজ্ঞানভিক্ষু প্রণীত আর একখানি টীকা গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। বিজ্ঞান-ভিক্ষু মূল পাতঞ্জলদর্শনের যোগবার্ত্তিক নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই দর্শন ব্যতীত মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত আর দুই খানি গ্রন্থ আছে;— একখানির নাম মহাভাষ্য বা পাণিনীয় দর্শন, ইহাতে পাণিনিকৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় বিচার লিখিত আছে; অপর তিনি একখানি বৈদ্য[illegible] প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যথা আমরা [illegible] নীয় দর্শনে পতঞ্জলির কোন লিখাকৃত মঙ্গ-লাচরণে দেখিতে পাই ;—

... পিশাচী, ...মিরা ... সাহেব ভূপাতী হইবেন।"

(দুর্গেশনন্দিনী—...স্থানে বিমলা কতলু খাঁকে হত্যা করিতেছে।)

ভাষার অনুকরণ করিতে গিয়া লেখক কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, পাঠক নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পড়িলে বুঝিতে পারিবেন।

"...এখনও পাক নামিল না। কেন ...চেছে না? আজ কি উনুন জ্বলে না? জ্বলিবে না কেন? তবে কি কাঠগুলো ভিজান (ভিজা?) এটে চৈত্র মাস, তাহাতে এক পক্ষ মধ্যে মেঘের ডাক নাই।" (লেখক ভুলিয়া গিয়াছেন যে, পূর্ব্বরাত্রে ভারি বৃষ্টি হইয়াছিল, তখনই ঝড় ও বৃষ্টি দুই ভাইয়ে মাতামাতি হইয়াছিল)। তবু কি কাঠ ভিজা? যদি অন্য কোন রকমে ভিজে থাকে? কিসে ভিজিবে? নয়নের জলে? তাহাও নয়। তবে জ্বলিতেছে না কেন?"

ইত্যাদি

...ান দিদি গল্প করিতেছে.—

"...আটে গাছটা মোড়াল কেন? কেন রে ...টে মোড়াস কেন? গোরুটা খায় কেন? কেন রে গোরু খাস কেন? রাখালে চরায় না কেন? ইত্যাদি

এস্থলে আমরা লেখককে একটি উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি। উইলিয়ম্ দি কঙ্কারের একটি ধনুক ছিল। তিনি ভিন্ন অন্য কেহ তাহাতে জ্যাসংযোগ করিতে পারিত না। ...প্রবর্ত্তক ... ... পরিমাণে ... ...ককে জ্যা... ...

নয়। লেখক যে স্থলে নিজের ভাষায় লিখিয়াছেন সে স্থলে অধিক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। ...নিম্নে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

"জগী, আমার মানস যে আর একবার সে দেবতাকে দেখিব। হতভাগিনীকে ভালবাসিয়া যে তাঁহার পথে পথে বেড়াইতে হইল, তাঁহার অকলঙ্ক কুলে (যে?) কলঙ্কের রেখা পড়িল, সেই জন্য পায় ধরিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিব। আমার সকল দেবতা আমায় ক্ষমা করিবেন।" ইত্যাদি

লেখক যদি বরাবর এই ভাষায় পুস্তকখানি লিখিতেন, তাহা হইলে ইহা আরও মনোহর হইত। তাঁহার গল্প রচনায় দক্ষতা আছে। এবং তাঁহার রচনাও স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট। আমরা আশা করি তিনি কাহারও অনুকরণ করিতে না গিয়া বারান্তরে নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া পুস্তক লিখিবেন। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি যে, তাহা হইলে তাঁহার পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র নাই হউক, অন্ততঃ উদ্যানের পুষ্প বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবে।

আমরা আর একটি কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। লেখকের নীতি (Moral tone) নির্দ্দোষ। এখন কার এই এক রোগ দাঁড়াইয়াছে যে, অনেকেই পাপকে মনোহর চিত্রে চিত্রিত করে। আমাদের গ্রন্থকার তাহা করেন নাই। তিনি পাপী কাল্লিকে বীভৎস আকারে চিত্রিত করিয়াছেন। ... ...রহে মনোহারিত্ব কিছু...

দিগন্তমিলন।

পূর্ব্ব আর পশ্চিম এবং উত্তর ও দক্ষিণ স্থূল দৃষ্টিতে বড় দূর। দিঙ্মণ্ডলের এক প্রান্তে পূর্ব্ব, আর এক প্রান্তে পশ্চিম; এক প্রান্তে উত্তর, আর এক প্রান্তে দক্ষিণ; এবং মধ্যে অনন্ত ব্যবধান। কিন্তু বুদ্ধি যে স্থানে দিগন্ত [illegible] করে, সেখানকার দুই বক্রিম প্রান্তরেখায় পূর্ব্ব ও পশ্চিম [illegible] পরস্পরে চুম্বন করে, এবং উত্তর ও দক্ষিণ একবৎ প্রতীয়মান হয়।

নীতিজগতেও এইরূপ দিগন্তমিলনের [illegible] দৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞান আর [illegible] নৈতিক দিঙ্মণ্ডলের দুই প্রান্তে অবস্থিত। জ্ঞানের নাম আলোক, অজ্ঞানের নাম অন্ধকার। জ্ঞানে মনুষ্যের পুনর্জন্ম, অজ্ঞানে জন্মহত্যা। এই উভয়ে এত প্রভেদ যে যিনি জ্ঞানী, তাঁহাকে জ্ঞানালোক-বঞ্চিত দুর্ভাগা মনুষ্য হইতে পৃথক্ জাতীয় জীব বলিয়া অবধারণ করিলেও তাহা অতিবাদ হয় না। এক জন জগতের আদিতত্ত্ব কিংবা বর্ত্তমান শক্তিপ্রবাহের কারণচিন্তায় [illegible], আর এক জন আপনার অব্যবহিত প্রয়োজনবিষয়েও চিন্তাশূন্য। এক জনের দৃষ্টি কালের দুর্ভেদ্য আবরণ ভেদ করিয়া পৃথিবীর স্তরে স্তরে কিংবা জ্যোতিষ্কমণ্ডলের মণ্ডলে মণ্ডলে বিশ্বসৃষ্টির ইতিহাস পাঠ করিতেছে, আর এক জনের [illegible] একটি কথার আলোচনাতেও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। এক জন পৃথিবীর সমস্ত সম্পদকে জ্ঞান-সম্পদের নিকট অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া তত্ত্বসমুদ্রে সন্তরণ করি[illegible] জন অতি অবস্থায় একটি [illegible] কেও সংসারের সমস্ত [illegible] শিক্ষা হইতে অধিকতর [illegible] রিয়া সেই ক্রীড়াকৌতু[illegible] ধন হারাইতেছে। কিন্তু এ[illegible] বস্থায় এত দূরত্ব সত্ত্বেও আধুনিক [illegible] চরম সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞান আর অজ্ঞান এক। যিনি জ্ঞান-শৈলের উচ্চতম শিখরে আরূঢ়, তাঁহার ও শেষ কথা এই যে, তিনি কিছু জানেন না; এবং যে হিতাহিতবোধশূন্য [illegible] মনুষ্য-পশু, তাহারও শেষ কথা এই যে, সে কিছু বুঝে না। জ্ঞানের [illegible] রেখায় উভয়েই এই অংশে সমান। সেই বৈদিক সময়ের আচার্য্যগণ অবধি গ্রীসের সক্রেটিস, জর্ম্মনির স্পিনোজা, ফ্রান্সের সেণ্ট সাইমন ও কোম্‌ট, আমেরিকার ইমারসন এবং ইংলণ্ডের কার্লাইল, স্পে[illegible] টিণ্ডাল্ প্রভৃতি মনুষ্যসমাজের অগ্রগণ্য মনস্বীরা এই বলিয়া অদ্ভুত হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিলাপ করিয়া গেলেন যে, তাঁহারা কিছুই জানিতে পারিলেন না; এবং [illegible] পর্য্যবসিত [illegible]

আত্মাকেই সমাজের একমাত্র [illegible] অবধারণ করিয়া আপনার সেই [illegible] ও ক্ষুৎপিপাসার নিকট ধর্ম্ম, নীতি, ইহকাল, পরকাল, এবং সকল কালের মূলসাধন সামাজিক জীবনকে বলি দিতে যত্ন পাইতেছে! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই উভয়ের মধ্যে এইরূপ ভয়ানক বৈলক্ষণ্য সত্বেও নীতিমণ্ডলের প্রান্ত[illegible]র এই উভয় শ্রেণির মনুষ্য প্রকৃতির অনেক লক্ষণে এক।

তপস্যার প্রধান লক্ষণ আত্মবিস্মৃতি। যিনি তপোরত, তিনি স্বভাবতঃই আত্মবিস্মৃত। তিনি থাকিয়াও নাই। তাঁহার দৃষ্টি প্রভৃতি, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সমস্তই সেই তপস্যায়। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য,—আপনাতে আপনি নিমগ্ন। এই জগতে যদি কেহ প্রমত্ত বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই প্রমত্ততা তাঁহার। মদিরার আর মত্ততা কি? মনুষ্যের ধমনী উহার প্রভাবে মুহূর্ত্তমাত্র নৃত্য করে, মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চল হয়, মুহূর্ত্তের জন্য প্রকৃতির প্রশান্তভাব পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদিত হইয়া উঠে। যিনি কোন না কোনরূপ তপস্যাতে ডুবিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে সকল সময়েই সমান মত্ততা। যাহারা পাপের পঙ্কিল প্রবাহে আত্মসমর্পণ করিয়া উহার শেষ সীমায় পৌঁছিতে চাহে, তাহাদিগের মানসিক অবস্থাও কি কোন কোন অংশে এইরূপ নহে? তাহারাও আত্মবিস্মৃত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও অহোরাত্র সমান মত্ত। জননী যখন পাপ পিপাসা[illegible] তৃপ্তির জন্য সন্তানের কণ্ঠচ্ছেদ করে,—পুত্র পিতৃহত্যায় লিপ্ত হয়, পিতা নবপ্রসূত পুত্রের মুখে [illegible] তুলিয়া দেয়, পতিপত্নী একে [illegible]ন্যের [illegible] বিষাক্ত বিদ্বেষ-বুদ্ধির তর্পণ করিয়া ক্ষণকালের জন্য এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করিতে পায়, ভ্রাতা ভ্রাতার স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া পৃথিবীর [illegible]মতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাপস্রোতে [illegible]দিকে বাহির হইয়া চলিয়া যায়, তখন [illegible]হাকে আত্মবিস্মৃত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও প্রমত্ত না বলিয়া আর কি বলিব? বস্তুতঃ তাবের অলৌকিক মহত্বে যেমন মোহ আছে, পাপের পরাকাষ্ঠাতেও তেমনই এক মোহ আছে। যোগী যদি তাপস মুগ্ধ, আর যে পাপের মোহময় প্রলোভনের নিকট আপনার প্রাণ, মন, বুদ্ধি [illegible] সংসার সম্মান, ও [illegible] সুখ বিক্রয় করিয়াছে, সেও তেমনই আত্মমুগ্ধ। নচেৎ সে রূপ-মুগ্ধ পতঙ্গের মত অনলে পড়িয়া পুড়িয়া মরিতে সম্মত হইবে কেন?

অপিচ, যাঁহারা নীতি ও সত্যের বলে বলীয়ান ও ক্ষমবান,—যাঁহারা উচ্চতর নীতি ও উচ্চতর সত্যের পবিত্র জ্যোতিতে অনিৰ্ব্বচনীয় সামর্থ্যলাভ করিয়া পল কি লুথরের মত সামাজিক সংস্কারের পরিশোধনে [illegible] নীতির নূতন ভিত্তি স্থাপনে [illegible], তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষণ কি[illegible] হারা নির্ভীক, নিশ্চল, [illegible] লজ্জা ও স্তুতিনিন্দায় অগম্য। [illegible] বলুক, কি মন্দ বলুক, অযুতমুখে [illegible] করুক, কিংবা অযুতকণ্ঠে অপবাদ [illegible] রহুক, তাহাতে তাঁহাদিগের ভ্রূক্ষেপ নাই [illegible] মহাত্মা লুথর যত নিন্দা সহিয়াছেন,—তিনি তাঁহার মস্তকে যত কলঙ্কের ভার বহিয়াছেন, বোধ হয় তাহার শতাংশের একাংশ [illegible] এবং একাংশ কলঙ্কেই এখনকার [illegible]

ও ফলপ্রদ হইবে? যেখানে সর্ব্বেরই একাধিপত্য ও দয়া পদাঘাতে ধূলিলুণ্ঠিত,—যেখানে ধর্ম্ম [illegible]ক পদার্থ, ধর্ম্মের বন্ধন লূতাতন্তু,—যেখানে সর্ব্বগ্রাসিনী পাপ-ক্ষুধাই সমস্ত হৃদয় [illegible]র একমাত্র অধীশ্বরী, সেখানে কোন্ [illegible]কে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারকে ভেদ করি[illegible] পারিবে?

তবে কি জ্ঞান আর অজ্ঞান, যোগমত্ততা ও ভোগমত্ততা, ধ[illegible]অধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য, স্বাস্থ্যের সামর্থ্য ও রোগের বিকার যক্তা সকলই সমান বস্তু? সংক্রেটিস কিছু জানিতে পারেন নাই বলিয়া সংসার কি জ্ঞানের অন্বেষণে নিবৃত্ত হইবে? আর প্রবৃত্তির প্রমাদ ও পাপের মোহেও সেই এক [illegible]কার দুষ্পাতশূন্য নির্ভীকতা ও বাহ্যপ্রাবল্য বিকট পুরুষকার জন্মে বলিয়া মনুষ্য কি ঐরূপ পৌরুষের প্রলোভনে পাষণ্ড কি অসুর হইতে যাইবে? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর চেষ্টা অনাবশ্যক। মনুষ্যহৃদয়ের অন্তঃপ্রবাহ ইহার প্রতিবাদি; সমাজের শক্তিপ্রবাহ ও স্বভাবতঃই ইহার বিরোধি। তথাপি যদি বুদ্ধির ভ্রম মনুষ্যকে এমন সিদ্ধান্তেই লইয়া আইসে, তাহা হইলে মানবসমাজ বিধ্বস্ত হইবে,—সমাজের বন্ধন সূত্র সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া উড়িয়া যাইবে,—উন্মত্ত অন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অহঙ্কারের আবর্ত্তচক্রের মধ্যে উন্মাদের [illegible] ঘূর্ণ নৃত্যে নৃত্য করিবে,—এবং সংসার এক ত্রিলোকভয়ঙ্কর হাহাকার রবে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে। আমরা নিজ নিজ বৃত্তিসমূহকে বিকল ও বিকৃত করিয়া রাখিলে, [illegible] কিছুকাল সময়ের এক প্রকার শান্তিবোধ হইতে পারে; কিন্তু সেই অসাময়িক সময়ের সহিত বিশ্বব্যাপি সময়ের কোনরূপ মেল থাকিবে না। আমরা আপন[illegible] ইচ্ছা করিয়া আপনার চক্ষু [illegible] পূর্ব্বক এই জগৎকে অন্ধতমসাচ্ছন্ন মনে করিতে পারি। কিন্তু জগতের চক্ষু সূর্য্য সে জন্য নিভিয়া যাইবে না, জগদ্যন্ত্রের অবিরাম-প্রবাহিত নিয়মশক্তিও সে জন্য মুহূর্ত্তের তরে নিরুদ্ধ রহিবে না। আমরা অজ্ঞান ও অবিদ্যার আশ্রয় লইয়া বুদ্ধিবৃত্তির বিলোপ এবং প্রকৃতির বিকার সাধনে মত্ত হইতে পারি; কিন্তু ঐরূপ বিকৃতিই মনুষ্যের প্রকৃত মৃত্যু। আমরা অনীতির আশ্রয় লইয়া অন্যদীয় সুখশান্তি ও স্বত্বাধিকার [illegible] পবিত্রতাকেও ক্ষণকালের জন্য পাদ[illegible]ন করিতে পারি। কিন্তু যখন আমরা স্বয়ং অন্যকর্তৃক ঐরূপ অন্যায়ভাবে নিপীড়িত হই, যখন অন্যে আসিয়া আমাদিগের [illegible] স্বত্ব ও ন্যায্য অধিকারের উপর [illegible] বলে আক্রমণ করে, তখন হা [illegible] সহ আমাদিগের হৃদয়ের বিলাপই [illegible]-লোন্মুখ প্রদীপ ও নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা উভয়ই একবার প্রখর দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু একটির দীপ্তি তিমির নাশ করে, আর একটি নিমেষ পরেই নিভিয়া যায়। ঊষা ও প্রদোষে আকৃতির কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও, ঊষার পর প্রফুল্ল জ্যোতি, প্রদোষের পর অন্ধকার।

আয়ুর্বেদ।

(৬৮৪ পৃষ্ঠার পর।)

আহার গতি—নির্ণয়।

আহার-বস্তু, হৃদয়স্থ প্রাণ নামক বায়ু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রথমতঃ আমাশয়ে নীত হয়। এবং উহা ষড়্রস-যুক্ত হইলেও আমাশয়স্থ হইয়া তত্রস্থ কফ সংযোগে প্রথমতঃ কেবল মধুর ভাব ও জঠরানলতেজঃসংযোগে ফেণভাব লাভ করে। অনন্তর আমাশয়স্থ [illegible] ক্লেদক কফদ্বারা ক্লেদযুক্ত ও ক্লিন্ন [illegible] প্রাপ্ত হয়। তৎপরে স- [illegible] বায়ু দ্বারা সন্ধুক্ষিত অধঃস্থ পাচকাগ্নির [illegible] সন্তপ্ত হইয়া সেই ঈষৎ স্বরিত আ- [illegible] অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং নাভি- [illegible] সমান বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া আ- [illegible] মধ্যবর্ত্তি গ্রহণী নাম্নী [illegible]) নীত হয়। এবং ত- [illegible] অগ্নি দ্বারা পচ্যমান হইয়া উক্ত ও কটু- [illegible] হইয়া থাকে।

এই প্রকারে পরিপক্ব ভুক্ত বস্তুর মিষ্ট ও লবণ ভাগ মধুর রস এবং অম্ল ভাগ অম্লরস, এবং কটু, তিক্ত ও কষায় ভাগ কটুরস হইয়া থাকে। (১)

(১) বাত্যামাশয়মাহারং পূর্ব্বং প্রাণ নিলাহৃতঃ। মাধুর্য্যং ফেণভাবঞ্চ ষড়্রসোঽপি লভেত সঃ। ক্লেদকঃ ক্লেদমত্রাস্য সং- [illegible] ক্লিন্নত্বতঃ। সন্ধুক্ষিতঃ সমানেন প-

অনন্তর এইরূপে পরিপাচিত ভুক্ত বস্তু তিনভাগে বিভক্ত হয়। (২) যথা—১ সারভাগ, ২ দ্রবভাগ। ৩ মলভাগ। তন্মধ্যে সারভাগ রসরূপে পরিণত হইয়া সমান-বায়ু কর্ত্তৃক রসবাহিনী ধমনী দ্বারা প্রথমতঃ হৃদয়ে সঞ্চালিত হয়। তৎপরে সর্ব্বশরীরসঞ্চারী

চত্যামাশয়স্থিতম্। ঔদর্য্যোঽগ্নির্যথাবাহ্যঃ স্থালীস্থং তোয়তণ্ডুলং। অথপাচকপিত্তেন বিদগ্ধং চাম্লতাং ব্রজেৎ। ততঃ স এবাহারো নাভিমণ্ডলাধিষ্ঠানেন সমাননাম্না বায়ুনা প্রেরিতঃ গ্রহণীমভিনীয়তে। তত্রগ্রহণ্যামামপক্বাশয়মধ্যবর্ত্তিপাচকাখ্যপিত্তাধিষ্ঠানেনাগ্নিনাহারঃ পচ্যতে সকটুশ্চ ভবতি।

মিষ্টঃপটুশ্চ মধুরমম্লে ঽম্লং পচ্যতে রসঃ কটুতিক্তকষায়াণাং বিপাকো জায়তে কটুঃ।

(ভাব প্রকাশোদ্ধৃত)

(২) আহারস্য রসঃ সারঃ সারহীনো-মলদ্রবঃ। শিরাভিস্তজ্জলং নীতং বস্তিং মূত্রত্বমাপ্নুয়াৎ। শেষং কিট্টঞ্চ যত্তস্য তৎপুরীষং নিগদ্যতে। সমানবায়ুনা নীতং [illegible] তিষ্ঠতি মলাশয়ে, স্থূলকোণস্থ মার্গেণ পুরীষং তদনুর্গতঃ। অপান বায়ুনা ক্ষিপ্তং বহির্যাতি শরীরতঃ। রসস্তু হৃদয়ং যাতি সমানমরুতেরিতঃ। সব্যানেন বিক্ষিপ্তঃ সর্ব্বান্ ধাতূন্ বিবর্দ্ধয়েৎ। (ভাব প্রকাশোঃ)

ব্যানবায়ু দ্বারা সর্ব্বশরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া সমস্ত ধাতুকে সংবর্দ্ধিত করে।

দ্রবভাগ, সমানবায়ু দ্বারা চালিত হইয়া প্রথমতঃ বস্তিদেশে (মূত্রাশয়ে) নীত হয়। ইহাই মূত্ররূপে পরিণত হইয়া মূত্রপথে নিসৃত হয়।

অবশিষ্ট স্থূল মলভাগ, পক্বাশয়স্থ অপান বায়ু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মলাশয়ে নীত হয়। ইহাই পুরীষরূপে পরিণত হইয়া পায়ুমার্গে নির্গত হইয়া থাকে।

সপ্তধাতুর বিশেষ বিবরণ।

সেই ভুক্ত বস্তুর সারভাগ রস হইতেই অন্যান্য সমস্ত ধাতু সমুৎপন্ন হয়। (১) আহাররস, শরীরারম্ভক সপ্তধাতুগত সপ্ত অগ্নি দ্বারা সপ্তবার পরিপক্ব হইয়া থাকে। এবং প্রতি বারেই তিন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। যথা—১ স্থূলভাগ, ২ সূক্ষ্মভাগ, ৩ মলভাগ।

সূক্ষ্মভাগ, শরীরারম্ভক স্বীয় ধাতুকে বর্দ্ধিত ও পোষণ করে। স্থূলভাগ শরীরারম্ভক দ্বিতীয় ধাতুগত হয়। মলভাগ মলরূপে পরিণত হয়। (২)

রসধাতু।

আহাররস, শরীরারম্ভক রসধাতুস্থ অগ্নি দ্বারা পচ্যমান হইয়া সার্দ্ধত্রাধিক পঞ্চ অহোরাত্র কালে তিন ভাগে বিভক্ত হয়, যথা সূক্ষ্মাংশ, স্থূলাংশ, ও মলাংশ। তন্মধ্যে মলাংশ, কফরূপে পরিণত [illegible] দ্বারা আমাশয়স্থ ক্লেদন নামক [illegible] সহিত মিলিত হয়। সূক্ষ্মাংশ শরীরারম্ভক রসের পুষ্টি সাধন করে। এবং স্নেহন, পোষণ, ও জঠরানলকৃত সন্তাপ নিবারণাদি কার্য্যদ্বারা সমস্ত দেহকে উপকৃত করে। স্থূলাংশ, প্রাণবায়ু দ্বারা ধমনীমার্গে চালিত হইয়া শরীরারম্ভক রক্ত স্থান যকৃৎ ও প্লীহাতে গমন করে। এবং তত্রস্থ রক্তের সহিত মিলিত হইয়া যায়। (৩)

---

(১) রসাদ্রক্তং ততোমাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে। মেদসোঽস্থি ততোমজ্জা মজ্জ্ঞঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ। (সুশ্রুতঃ)

(২) স্থূলঃ সূক্ষ্মস্তথামলশ্চ তত্র তত্র ত্রিধা-[illegible] [illegible]প্রত্যংশঃ পরং সূক্ষ্মতমলো যাতি [illegible]। (চরকঃ)

(৩) ধাতৌ রসাদৌ মজ্জান্তে প্রত্যেকং ক্রমতোরস। অহোরাত্রাৎ স্বয়ং পঞ্চ সার্দ্ধং দণ্ডঞ্চ তিষ্ঠতি। (ভোজঃ।) সবলুরসঃ ত্রীণি ত্রীণি কলাসহস্রাণি পঞ্চদশ কলা একৈকস্মিন্ ধাতাবুপতিষ্ঠতে। ততো যথা পক্ব[illegible] মানাদিক্ষুরসাম্মলো নির্গচ্ছতি [illegible]চাম[illegible]নাদাহার রসাম্মলো নির্গচ্ছতি সকফঃ। (সুশ্রুত।) সকফঃ প্রাণানিলেরিতঃ [illegible] মার্গেণ শরীরারম্ভকং ক্লেদনাখ্যং কফং [illegible] জাতি ততঃ সারভূতস্তাহার রসস্য যোঽতা গৌজ্জতঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ ততঃ সূক্ষ্মোভাগঃ শরীরারম্ভকং রসং পোষয়তি। সকল শরীরাধিষ্ঠানেন ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ সকলং পোষণ স্নেহন জঠরানলোম্মকৃত সন্তাপ নিবারণাদিভির্বিশেষঃ সকলং শরীরং পুষ্ণাতি ততঃ স্থূলোভাগঃ প্রাণবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীমার্গেণ শরীরারম্ভকস্য রক্তস্য স্থানং যকৃৎ প্লীহরূপং গত্বা তেন সহ মিলিতো ভবতি। উক্তঞ্চ প্রাকৃতস্য রক্তসাগ্নিনা শুদ্ধঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাৎ সার্দ্ধদণ্ডং যাবৎ প্রাকৃত রক্ত ধাতাবেব তিষ্ঠতি ইত্যাদি। (ভাব প্রকাশঃ)

রক্তধাতু।

[illegible] রস, পূর্ব্বতন রক্তস্থ অগ্নিদ্বারা পুনঃ পচ্যমান হইয়া সার্দ্ধদণ্ডাধিক পঞ্চ অহোরাত্র কালে তিনভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে মলভাগ, পিত্তরূপে পরিণত হয়। এবং সমান বায়ু দ্বারা ধমনী মার্গে চালিত হইয়া শরীরারম্ভক পাচকাখ্য পিত্তের সহিত সংযুক্ত হয়। সূক্ষ্মভাগ, রঞ্জক নামক পিত্তদ্বারা রক্তীকৃত হইয়া থাকে। এবং ব্যান বায়ু দ্বারা ধমনী মার্গে চালিত হইয়া সর্ব্ব শরীরস্থ রক্তের পুষ্টি সাধন করে। স্থূলভাগ, ধমনী ও শিরা পথে চালিত হইয়া শরীরারম্ভক মাংসধাতুগত হয়।

মাংস ধাতু।

মাংসগত রস, পূর্ব্বতন মাংসস্থ অগ্নিদ্বারা পুনঃ পচ্যমান হইয়া সার্দ্ধদণ্ডাধিক [illegible] অহোরাত্র কালে তিনভাগে বিভক্ত হয়। [illegible]ভাগ, ব্যান বায়ুদ্বারা কর্ণস্রোতে [illegible]ত হইয়া কর্ণমল রূপে পরিণত হয়। সূক্ষ্মভাগ, মাংসের পুষ্টি সাধন করে। স্থূলভাগ, ব্যানবায়ুদ্বারা ধমনী মার্গে চালিত হইয়া শরীরারম্ভক মেদঃ স্থানগত হয়।

মেদঃ ধাতু।

মেদোগত রস, মেদঃস্থ অগ্নিদ্বারা পুনঃ পচ্যমান হইয়া সার্দ্ধদণ্ডাধিক পঞ্চ অহোরাত্র কালে তিনভাগে বিভক্ত হয়। মলভাগ, স্বেদরূপে পরিণত হইয়া স্রোতঃ মধ্যে অবস্থিতি করে। (*)। উহা স্বভাবতঃ শীতল, কিন্তু যখন শরীরোষ্মদ্বারা পরিতপ্ত হয়, তখন ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক শিরাপথে চালিত হইয়া লোম-কূপদ্বারা বহির্গত হয়। সূক্ষ্মভাগ উদরে থাকিয়া পূর্ব্বস্থিত মেদের পুষ্টি সাধন করে। স্থূলভাগ ব্যান বায়ুদ্বারা ধমনী ও শিরাপথে চালিত হইয়া শরীরারম্ভক অস্থি মধ্যে গমন করে।

অস্থিধাতু।

অস্থিগত রস, অস্থিস্থিত অগ্নিদ্বারা পুনঃ পচ্যমান হইয়া সার্দ্ধদণ্ডাধিক পঞ্চ অহোরাত্রকালে তিনভাগে বিভক্ত হয়। মলভাগ, ব্যান বায়ুদ্বারা শিরাপথে চালিত হইয়া নখ, স্তন, ও লোমরূপে পরিণত হয়। সূক্ষ্মভাগ, অস্থির পুষ্টি সাধন করে। স্থূলভাগ, ব্যানবায়ুদ্বারা স্রোতঃপথে চালিত হইয়া মজ্জস্থান স্থূলাস্থি মধ্যে নীত হয়।

মজ্জধাতু।

মজ্জগত রস, তত্রস্থ অগ্নিদ্বারা পুনঃ পচ্যমান হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়। মলভাগ ব্যানবায়ুদ্বারা শিরাপথে চালিত হইয়া নেত্রবিট্ (চক্ষুর ময়লা) ও চর্ম্ম স্নেহরূপে পরিণত হয়। সূক্ষ্মভাগ, মজ্জার পুষ্টিসাধন করে। স্থূলভাগ, ব্যানবায়ুদ্বারা ধমনী ও শিরাপথে চালিত হইয়া শুক্রস্থান সমস্ত শরীরে নীত হয়। এবং শরীরারম্ভক শুক্রের সহিত মিলিত হইয়া যায়।

শুক্রধাতু।

যেমন বিশুদ্ধ সুবর্ণকে সহস্রবার অগ্নি সন্তপ্ত করিলেও তাহা হইতে কোনরূপ মল নির্গত হয় না, তদ্রূপ শুক্রগত রস ধাতু পু-

(*) কেহ কেহ জিহ্বা, দন্ত, কক্ষা মেঢ্রাদিস্থিত ক্লেদকে মেদঃ ধাতুর মল বলিয়া...

বস্তুর শুক্রত্ব অগ্নিদ্বারা পুনঃ পুনঃ পচ্যমান হইলেও তাহা হইতে কোন প্রকার মল নির্গত হয় না।

উহা কেবল দুইভাগে বিভক্ত হয়। যথা—সূক্ষ্মভাগ ও স্থূলভাগ। তন্মধ্যে সূক্ষ্ম ভাগকে ওজঃ ধাতু বলাযায়। ওজঃ ধাতু, স্নিগ্ধ, শীতল, স্থির, শ্বেতবর্ণ, সৌম্য, বল ও পুষ্টিকারক। ইহাদ্বারাই উৎসাহ, প্রতিভা, ধৈর্য্য, শরীরলাবণ্য ও সৌকুমার্য্য প্রভৃতি সম্পাদিত হয়। এবং কোন কারণে ইহার বিনাশ হইলে জীবনেরও বিনাশ হয়। স্থূলভাগ পুরুষের শুক্ররূপে পরিণত হয়। কিন্তু স্ত্রীলোকের উক্ত স্থূলাংশই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ আর্ত্তবশোণিত ও একভাগ শুক্ররূপে পরিণত হয়। যেমন পুরুষের আশয় অপেক্ষায় স্ত্রীলোকের তিনটী আশয় অধিক, তদ্রূপ পুরুষের সপ্তধাতু অপেক্ষায় স্ত্রীলোকের একটী ধাতুও অধিক আছে। ইহাকে আর্ত্তবশোণিত বলা-যায়। (১)

এইরূপে প্রতিপন্ন হইল যে, এক মূল রস ধাতুই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নবদশাধিকমা-সৈককালে পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের আ-র্ত্তবশোণিত ও শুক্ররূপে পরিণত হয়। (২)

যেমন পুষ্প-মুকুলস্থ গন্ধ বিদ্যমান থাকি-লেও মুকুলিত অবস্থায় উহার উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ শুক্র, আর্ত্তবশোণিত, স্তন, স্তন্য, লোমাবলী ও শ্মশ্রুপ্রভৃতি বাল্যাবস্থায় অব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকিয়াও উপলব্ধ হয় না। কালক্রমে উহার অভিব্যক্তি ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (৩)। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিমোহন দাস গুপ্তঃ।

---

(১) স্বাগ্নিভিঃ পচ্যমানেষু মলঃষট্ সু-রসাদিষু। বট্‌স্বধাতুষুজায়ন্তে মলানি সুন-ঃশুক্রতঃ। যথা সহস্রধাধ্যাতে নমলঃ কিল কাঞ্চনে। তথা রসে মুহুঃপক্কে নমলঃ শুক্র ভাগতে। ততঃ স্নাগ্রভূতভরসমা যৌভাগৌ ভবতঃ স্থূলঃসূক্ষ্মশ্চ তত্র সূক্ষ্মঃ স্নেহভাগঃ ওজঃ। (ভাবপ্রকাশঃ) ওজঃলক্ষণং যথা—ওজঃ সর্ব্বশরীরস্থং স্নিগ্ধং শীতং স্থিরং সিতং সোমাত্মকং শরীরস্ত বলপুষ্টিকরং মতং। (সুশ্রুতঃ)—যস্যাশে বিনশ্যে নাশো যুক্তি স্থিতি জীবনং। নিষ্পদ্যন্তে যতোভাবা-বিবিধাঃ দেহসংশ্রয়াঃ। উৎসাহ প্রতিভা ধৈর্য্য লাবণ্য সুকুমারতাঃ। (বাভটঃ) ততঃ স্থূলভাগোরসঃ মাসেন পুংসাং শুক্রং স্ত্রীণান্তুর্ত্তবং শুক্রঞ্চ ভবতি। (ভাবপ্রকাশঃ)

(২) এবংরসএব কেদারকুল্যান্যায়েন সর্ব্বান্ ধাতূন্ পূরয়ন্ মাসেন নবদশোত্তরেণ শুক্র মার্ত্তবং ভবতীতি সিদ্ধান্তঃ। (ভাব-প্রকাশঃ)

(৩) বালানাং শুক্র মস্ত্যেব কিন্তু সৌ-ক্ষ্ম্যান্নদৃশ্যতে। পুষ্পাণাং মুকুলেগন্ধো যথা সন্নপি নাপ্যতে। তেষ্বাংতদ্বেবতারুণ্যে পুংস্ত্বাভিব্যক্তিমেতিহি। কুসুমানাং প্রফুল্লানাং গন্ধঃপ্রাদুর্ভবেদ্যথা। রোম রাজ্যাদয়ঃ পুং সাং নারীণামপি যৌবনে। আর্ত্তবঞ্চ যোষিতঃ স্তনোব্যাপ্যানন্তঃ সহ। (ভাব প্রকাশঃ)

গ্রীক এবং হিন্দু।

চতুর্থ প্রস্তাব।

পুনশ্চ সাহিত্য মধ্যে একবার ইতিহাস বিভাগে দৃষ্টিপাত কর। উপপাদ্য এবং আনুষ্ঠানিক চিত্রক্রিয়ার সুন্দর দৃষ্টান্ত-প্রভেদ দেখিতে পাইবে। এতদুভয়ের কোন্ জাতির নিকট মানবের, কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত, সাংসারিক মূল্য কত, তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীত হইবে। হিন্দু সন্তান জানিতেন যে ব্যক্তিগতই হউক, আর জাতিগতই হউক, মানবের যে সাংসারিক জীবন, তাহা যখন এত ক্ষণস্থায়ী, তখন আবার তাহার মূল্যই বা কি;—তাহার হিসাব রাখা না রাখিই বা কি। কর্মক্ষেত্রে আসিয়াছি; কর্ম করিতেছি, ইহা বিদেশ ও বাসাবাড়ি; কর্ম শেষ হইলেই যখন বাড়ি যাইতে হইবে, তখন বাসাবাড়িকে বালাখানা, এবং বিদেশীকে বিনা কারণে প্রাণের কুটুম্ব, কে করিয়া থাকে?—সেই কেবল করিতে পারে, যাহার টাকা রাখিবার আর যায়গা নাই, যে কেবল লোকের হৃদয় মজিয়া বেড়ায়। বিশেষ, বিদেশে মান কেনার অপেক্ষা দেশে মান কেনা শ্রেয়; সুতরাং দেশে থাকিয়া যাহাতে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে, এজন্য যতদিন বিদেশে থাকিতে হইবে, ঠিক [illegible] ভুলিয়া, কোনরূপে শরীর ধারণ করিয়া, সেইরূপ উপার্জন করাই শ্রেয়। হিন্দু [illegible] উপলক্ষে প্রবাসী হইলেও প্রবাসস্থান সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ ভাবিয়া থাকে, এবং কোন রকমে ছেঁড়া কাঁথা জড়াইয়া কাল কাটাইয়া দেয়। হিন্দু সন্তানের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য অনুসারে সংসার-মনে না মাতিয়া পরকালের পথ পরিষ্কার করাই যুক্তিসিদ্ধ। যে জাতি মানবীয় ইহজীবনের মূল্য এরূপ ভাবে অবধারণা করিয়া থাকে; চিন্তাপ্রসূত বিষয়ই যাহার নিকট পরম আদরের বস্তু, সে জাতির মধ্যে জাতীয় ইতিহাস বা ব্যক্তিবিশেষের জীবন চরিত থাকিবার বড় একটা সম্ভব নহে। অন্যান্য জাতির কথা কি বলিব, নরমাংসভোজী মেক্সিকোর আদিম অধিবাসীরাও এজগতে আপনাদের প্রাচীন পুরাবৃত্ত প্রদান করিয়া গিয়াছে। কিন্তু হিন্দু সন্তান এত সুসভ্য ও বিদ্যাশীল হইয়াও তাহা পারিয়া উঠেন নাই। হিন্দু পণ্ডিতেরা কি ইতিহাস লিখিতে বসিলে লিখিতে পারিতেন না, তাহা নহে;—কিন্তু ইতিহাস বলিয়া যে একটা বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে, ইহাই কখনও তাঁহাদের কল্পনায় আইসে নাই। আসিবার কথাও নহে। [illegible] ইতিহাস লিখিবার উপযুক্ত [illegible]। কিন্তু চাই [illegible] পুরা-

এক্ষণে গ্রীক [illegible] প্রতি নিরীক্ষণ কর। ঠিক উহার বিপরীত। গ্রীকেরা যেন মানবীয় আত্মিক পরিবারবিচ্যুত ভেকধারী সাংসারিক ষণ্ডা। যেখানে থাকি সেই বাড়ি। পিছুটানের মমতা কাটান হইয়াছে, কাহার জন্য সঞ্চয় করিব! যাহা পাই, যতদূর সাধ্য খাইয়া পরিয়া আমোদ করিয়া লই, পরে আমার তা কে খাইবে? কসে মর, বাবা, বুক পুরিয়া দুনিয়ার মজা লুটিব, কি জানি কবে ফুরায়! এরূপ ষণ্ডার যেমন দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, অথচ দেশের কথা এক একবার মনে হইলেই হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, অথচ সে উদ্বেলন ও তদুৎপন্ন কার্য্যক্রম ধারণা করিয়া রাখিতে পারে না, —পরলোক ও পারলৌকিক সুখের সঙ্গে গ্রীকদিগেরও সেই সম্বন্ধ। ইহারা প্রকৃত পক্ষে সংসারী এবং সংসার সামাজিক। উহাতে পূর্ণভাবে মগ্ন। তাহা না হইলে দেশ-হিতার্থে কক্রস আপন সন্তানকে বলি দিতে পারিত না; স্পার্টান-জননী প্রকৃতিদত্ত পুত্র-স্নেহ পরিত্যাগে রণে পৃষ্ঠ দেওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়, এরূপ উপদেশ দিতে পারিত না; * সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশে আত্ম বিষয়ের অতিরিক্তাংশ স্বচ্ছন্দে সমাজের হস্তে অর্পণ, অথবা আত্ম বিষয় একেবারে ত্যাগ করিতে পারিত না। এই কারণেই ইতর জাতীয়া স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত এতদূর চতুর ও সূক্ষ্মদর্শী, যে থিওক্রাতস্ স্বীয় বিদেশ-জাত-জনিত অজ্ঞতা সামান্য একটা মেছুনীর নিকট হইতেও বহুযত্নে গোপন করিতে পারেন নাই। * এই কারণেই অরিষ্টফানিস, ব্যঙ্গ ও রহস্যলেখক হইয়া এতদূর সমাজের পরিচালক পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে তাহা পারস্য রাজের কাণে পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এই হেতুতেই হেক্তর জননী হেক্তরকে হঠাৎ রণ পরিত্যাগ করিয়া আসিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞানে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

> হেক্তর! কেমনে, বৎস! কোন্ গূঢ় হেতু,
> মম পুত্র এবে এথা—ত্যজি রণস্থল,—
> ঘেরিছে সসৈন্যে গ্রীস্ পুরদ্বারচয়ে?†

পুনশ্চ যে পারিসকে হেলেন জগতের শোভনীয় পুরুষ জ্ঞানে, স্বামী সন্তান ঐশ্বর্য্য এবং রাজভোগ পরিত্যাগ এবং তুচ্ছ করিয়া তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল, সেই পারিসকেই সেই হেলেন তাহার ভীরুতা দেখিয়া, রতি সে বীর-নিকট ভৎসনা বাক্যে এরূপ আত্ম মনঃকষ্ট জ্ঞাপন করিয়াছিল।

> ভীরু সে বর্ব্বর! ঘৃণিতারে, ঘৃণি আমি
> তাঁর আলিঙ্গন। নহে যদি, কে বহিবে"

* এইটি যে, ইহা খাস্ বাঙ্গালীর কথা,—প্রাণেগো বাঙ্গালীর কথা। ইতি বাঙ্গারাম ১২৮৭। —আমিও বলি এইটি যে, ইহা নিতান্ত সাহেবের সাহেবানি অনুকারী নব্য কুবলি, জলহারী হনুমানের কথা। এসংসারে [illegible] এবং সামাজিক স্বার্থ [illegible] হইতে পারে না?

[illegible]।

* Quint L VIII c 5.

† "O Hector! say, what great occasion calls
My son from fight, when Greece surrounds our walls?"
—Pope's Homer's Iliad VI 318-19.

[illegible] কে বহিবে শিরে চির অখ্যাতির
ডালি ; কে সহিবে পুনঃ, ফ্রাইজিয়াব্যাপি
রমণী মণ্ডলে ঘরে দিবে টিটকারী ?
দহিতেছে দেহ ঘরে, দহে চিত্ত তাপে,
সময় কি, হায়! সেই প্রেম আলাপনে।*

যেখানে লোক চরিত্র এরূপ, যে জাতি এতদূর সাংসারিক যে যুদ্ধে স্ত্রীলোকেরও তেজ এত প্রখরা ; সে জাতি যে সাংসারিক মর্ম্ম পূর্ণ ভাবে বুঝিবে এবং তাহাই তাহাদের জীবনের প্রধান ক্রিয়া-পদ্ধতি ভাবিয়া, তাহার অনুসরণ ও তদ্বর্ণনা রক্ষা করিবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যেমন উপপাদ্য বিষয় সমূহ অনুসরণ করিতে হইলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপপাদিক জ্ঞান সংগ্রহ আবশ্যক, তেমনি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার অনুসরণ করিতে গেলে, পূর্ব্বং অনুষ্ঠানের অবগতি ভিন্ন, সুশৃঙ্খলে বা পূর্ণাবয়বে সম্পন্ন হয় না। অতএব ইতিহাস বিদ্যার চর্চ্চা গ্রীকদিগের মধ্যে যদৃচ্ছা উৎপন্ন হয় নাই। তথায় উহা উৎপন্ন না হইলে, চলে না ; এই জন্যই হইয়াছিল। ভারতীয় জীবন ক্রিয়ায় তদ্রূপ আবশ্যকতার প্রয়োজন অভাব। [illegible]কাল হইতে আরম্ভ করিয়া, ভারতে যবনাধিকার পর্য্যন্ত ভারতীয়েরা যেমন একাদিক্রমে ধারাবাহিকরূপে ভূজগতে বহুকাল ব্যাপিয়া স্বাধীনত্ব ভোগ করিয়া আসিয়াছে, তেমন আর কোন জাতির ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ধারাবাহিক রূপে সজ্জিত ঘটনাবলীর সত্য ইতিহাসের একটুও টুকরা পাওয়া যায় না বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু গ্রীকদিগের ইতিহাসের বাজারের প্রতি একবার লক্ষ্য করিয়া দেখ দেখি,—কেমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সম্পূর্ণ আকার! ফলতঃ গ্রীকেরা মানবীয় ইহ জীবনের এরূপ স্থির মর্ম্মজ্ঞ ও তাহাঁতে মমতাশীল যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইহারা প্রস্তর ফলকের সাহায্যেই তাহার স্মৃতি-রক্ষণের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল।* ও তাহাতে যত্নশীল হইয়াছিল। কোন প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থে এরূপ অনুষ্ঠানের কথা বা উল্লেখ আছে কি না তাহা শুনিতে পাই না। বোধ হয় নাই।

যেসকল শাস্ত্র এবং বিজ্ঞান আনুষ্ঠানিক বা যাহার আশুফল পার্থিব সুখ ও স্বচ্ছন্দতা লাভ, এরূপ শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সত্য, অল্প ভাবে ভারতে কখ ও কখনও উদ্ভাবিত, এবং আবশ্যকতা অনুসারে

---

* I scorn the coward, and detest his bed :
Else should I merit everlasting shame,
And keen reproach from every Phrygian dame :
Ill suits it now the joys of love to know
Too deep my anguish, and too wild my woe.
—Pope's Homer's Iliad III 508—512.

* The stone shall tell your vanquished heroes' name,
And distant ages learn the victors' fame.
Pope's Homer['s Iliad] [illegible] 103—104.

নিয়োজিত দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহাদের পৃথকভাবে শ্রেণি-নির্ব্বাচন, ধারাবাহিকরূপে সংযোজন, ও তাহার উৎকর্ষ সাধন, কোথাও দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বেই এক স্থানে বলা গিয়াছে যে, অন্যান্য বিষয়ানুসন্ধান উপলক্ষ্যে ভারতে ভূবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণতত্ত্ব, ইত্যাদি, অধুনা যাহারা উচ্চ-বিজ্ঞান শব্দে খ্যাত, তাহাদের বহুল, এমনকি গুঢ়তম সত্য পর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড ভাবে উদ্ভাবিত, ও কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিল; কিন্তু কোথাও তাঁহাদের কেহই ধারাবাহিক রূপে শ্রেণিবদ্ধ এবং বিভিন্ন শাস্ত্র-পদে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এতদ্রূপ শাস্ত্রজ্ঞানের যে অবশ্যম্ভাবী ফল, তল্লাভে ভারতীয়েরা হয়ত অনেক সময়ে গ্রীকদিগের অপেক্ষা জিতিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও, তত্তৎ বিষয়ে গ্রীকদিগকে অতিক্রম করিয়া ভারতীয়দিগকে জয় দিতে পারা যায় না। কারণ ভারতীয়েরা যাহা লাভ করিতেন, তাহা অদৃষ্টপূর্ব্বের ন্যায়। ভারতীয়েরা এই সকল বিষয়ে কি কারণ ধরিলে কোন ফল লাভ করিব এবং সেই ফল আমাদের কার্য্যে কতদূর আসিতে পারিবে, তৎপক্ষে এবং কেবল তাহারই নিমিত্ত, কখনও চেষ্টা বা চিন্তা করিতেন না। তাঁহাদের যাহা প্রিয় অনুসন্ধান ও প্রিয় আলোচনা, তাহারই উপলক্ষ্যে যদি কোন তত্ত্ব অভাবনীয়ভাবে উদয় হইল, ভালই; কিন্তু তাহাকে যে আবার ভিত্তি স্বরূপ করিয়া অবলম্বনে নূতন তত্ত্বের আশায় হস্তপ্রসারণ করিব, সে অভ্যাস বড় নাই। সুতরাং বলিতে হইবে যে, ইহারা যাহা কিছু এতদ্রূপ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিলেন এবং সে জ্ঞান যতই উচ্চ হউক তাহা দৈব-প্রেরিতবৎ এবং তাহা বিস্তারশূন্য যোগরূঢ় জ্ঞান। বলা বাহুল্য যে দৈবের উপর যে যে বিষয়ের জন্য যাহাকে নির্ভর করিতে হয়, সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের অপেক্ষা দুঃখী ও অসাবধান জীব আর পৃথিবীতে নাই। গ্রীকজীবন এরূপ নহে, কর্ম্মসূত্রবশে কথিত বিষয় সমূহে যখন যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহাকেই তৎক্ষণাৎ যথোপযুক্ত তাহার শ্রেণী নির্দিষ্ট করিয়া তত্তৎ শ্রেণিভুক্ত করিয়াছে; এবং তাহাকে আবার অবলম্বন করিয়া নূতন তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এবম্প্রকারে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্ব্বাচন সহ উদ্ভাবিত তত্ত্ব সকল শ্রেণিবদ্ধরূপে পরিণত হওয়াতে তাহা পৃথক শাস্ত্ররূপে গণিত ও অধীত এবং কার্য্য কালে তাহা অনুসৃত হওয়ায়, তত্তৎ বিষয়িনী যে কোন তত্ত্বের ফল তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক, জ্ঞানপূর্ব্বক, এবং আয়ত্তগণনার অভিমতরূপে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। হিন্দুদিগের ন্যায় অদৃষ্টপূর্ব্ব নহে। সুতরাং ইহাদের দ্বারা উদ্ভাবিত ও শ্রেণিবদ্ধ তত্ত্ব সমূহ অপেক্ষাকৃত সামান্য হইলেও তাহা সাধারণ, এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া তত্তৎ বিষয়ের অগ্র পশ্চাৎ দেখিতে পারা যায়, তাহার উপর তত্তৎ শাস্ত্রের অপার উন্নতি-বীজ রোপণ করিতে পারা যায়। হিন্দুদিগের উদ্ভাবিত তত্ত্ব সকল পরিত্যক্তভাবে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত থাকায় ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ-রজ্জু স্থাপনাভাবে তাহাদের অবলম্বনে তত্তৎ বিষয়ের অগ্র

[illegible] বলোকন," বা তাহার উপর কোন প্রকার উন্নতি বীজ রোপন করিতে পারাবার না। এমতস্থলে হিন্দুদিগের মধ্যে সেই সকল শাস্ত্রীয় তত্ত্ব থাকা বা না থাকা উভয়ই সমান, এবং সাংসারিক বোধে ধরিতে গেলে, একেবারেই ছিলনা বলিলে হয়। তাঁহাদের বোধ অনুরূপ যতদূর হইলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহাই সাধন করিয়া গিয়াছেন। এসকল বিষয়ের অধিক ভিন্ন ধারাবাহিকরূপে, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কখনই কিছু আবশ্যক হয় নাই। যদি হইত, তাহা হইলে জ্যোতির্বিদের ন্যায় এসকল শাস্ত্রেরও উদ্ভাবন নিয়ম বদ্ধ এবং তাহাদের উন্নতি সাধন সুসম্পন্ন হইত। যে জাতির জগতের প্রতি বৈরাগ্য এত যে, পার্থিব জীবনের অনিত্যতা ও তৎপ্রতি তুচ্ছতা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত লোমশ মুনির উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছে, সে জাতির মধ্যে যে এসকল শাস্ত্রের বা বিজ্ঞানের উদ্ভাবন ও উৎকর্ষসাধন হয় নাই কেন, তাহা বলিবার আবশ্যকতা রাখেনা। পুরাণে এই লোমশ মুনির ইতিহাস বিষয়ে এরূপ কথিত আছে, যে ইহার সর্ব্বাঙ্গ মেষবৎ লোমে আচ্ছন্ন ছিল। ঐ লোম প্রতি ইন্দ্রপাতে এক একটি করিয়া খসিয়া যাইত। এই হিসাবে একটি একটি করিয়া খসিতে খসিতে সমস্ত অঙ্গ যেদিন একেবারে নির্লোম হইবে সেই দিন তাঁহার মৃত্যু দিন আসিয়া উপস্থিত হইবে। এ হিসাবে তাঁহার আয়ু ব্রহ্মার অপেক্ষাও অধিক হইয়া পড়ে।" ত [illegible] এই ঋষি, কেন যে আপনার আশ্রম [illegible] পরিত্যাগে জল বায়ু নিবারক আচ্ছাদন দিবেন এবং এই অল্পকয়দিনের জন্য তাহার আবশ্যকতাই বা কি, তাহা নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ফলতঃ ভারতীয়দিগের ভূবিদ্যার ধারাবাহিক জ্ঞান, স্বর্ণচূড় সুমেরু, কণকপদ্ম শোভিত মানস সরোবর, লবণ ইক্ষু, সুরা, সর্পি প্রভৃতি সমুদ্র; ত্রিকোণময়ী পৃথিবী, ইত্যাদিতে আসিয়া সমাবেশ হইয়াছে। ভূতত্ত্ব বিদ্যায় জ্ঞান—বাসুকীর মস্তকে পৃথিবীর অবস্থিতি, এবং তাহার মাথাঝাড়াইতেই ভূকম্পন উপস্থিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ বিদ্যায় বুৎপত্তি, কোন গাছ ব্রাহ্মণ, কোন গাছ চণ্ডাল, কোন গাছ পুরুষ, কোন গাছ স্ত্রী, এবম্ভূত বিভাগ বোধ। প্রাণিতত্ত্ব বিদ্যা—আত্মার কর্ম্মসূত্রবশে ইতর হইতে ইতরতর অবস্থা প্রাপ্ত্যর্থে চৌরাশী লক্ষ যোনির সৃষ্টি ইত্যাদি। কিন্তু এক কথা। হিন্দুরা চিরকাল আত্মদেশ মধ্যে আবদ্ধ প্রায়, কখন অপরাপর দেশীয় জাতির সহিত সংস্রবে আইসেন নাই বলিলেই হয়; কিন্তু গ্রীকেরা অপরিমিত ভাবে অপরাপর দেশীয় দিগের সংস্রবে আসিয়াছিল। সুতরাং ইহারা পাঁচ দেশীয় একই বিষয়ে পাঁচ দেশীয় পাঁচরূপ বুদ্ধির সঙ্কলনে, ও তাহার সহিত নিজ বুদ্ধির সামঞ্জস্য সাধনে বিষয় বিশেষ লইয়া যে ভারতকে একেবারে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? কারণ এতে সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে হিন্দুদিগের প্রকৃতি-শূন্যতা রহে, তাহাতে আবার বাহ্য [illegible] কিছুমাত্র নাই। কিন্তু আবার যে যে [illegible] এবং হিন্দু উভয়েরই [illegible], এবং যাহা

উভয়কেই বিনা সাহায্যে অনুসরণ করিতে হইয়াছে; তথায় একবার সেই অনুসৃত বিষয়ের মধ্যে বিচার করিয়া দেখ, কে কতদূর দৌড় দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে কে উচ্চতর তাহা স্পষ্ট জানিতে পারিবে। আমার বোধ হয় দৌড় উভয়েরই সমান, তবে যদি কিছু কোন বিষয়ে ন্যূনতর দৃষ্ট হয়, তাহাতে ভারতকেই উর্দ্ধে ভিন্ন নিম্নে দেখিতে পাইবে না। কিন্তু ইহাও বলিতেছি যে সে দৃষ্টি বৃথা দৃষ্টি, স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে দৌড় কাঁহারও কমবেশি নহে।

কৃষি বাণিজ্য, সমুদ্রযাত্রা, শিল্প প্রভৃতি বিদ্যারও ভারতে আবশ্যক অনুরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও ধর্ম্মজ্ঞান সহ সংস্রব-বহুলতা না থাকায় এবং উপপাদ্য জ্ঞানের সহ ইহা বহুলাংশে প্রকৃতি-বিভিন্নতা-যুক্ত হওয়ায়, এই এই বিষয়ে যতদূর উন্নতি সাময়িক জ্ঞানানুসারে হইতে পারে তাহা হয় নাই। অতি দূরতর কালেও, কৃষি, সমুদ্রযাত্রা বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে গ্রীক ভূমে যেরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল, ও লোকের শিক্ষার্থে তাহা যেরূপেও যত যত্ন ও সাবধানতায় রক্ষিত বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হেসিয়দের গ্রন্থ হইতে পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করিলেন। পাঠক! আত্মদেশ সম্বন্ধে তুমি যেই সেই বিষয়ের যতদূর জান, তাহার সহিত মিলাইয়া, উৎকর্ষ বা অপকর্ষ স্থির করিয়া লও। গ্রীকেরা বাস্তবিক যে কিরূপ আড়ম্বরপ্রিয় ছিল তাহাও এই উদ্ধৃত অংশ পাঠে [illegible] অনুভব করিতে পারিবে। এমন আর্য্যেরা ইহা [illegible] বিভাগ শীর্ষ হইলেও

সমগ্র উদ্ধৃত করিলাম, কারণ একটি বিষয় বিশেষ রূপে সুবোধ হইয়া আসিলে, আর পাঁচটিতে কিছুমাত্র ইঙ্গিত পাইলেই, আপনা হইতে সুবোধ হইয়া আইসে।

রাজনীতি। ভারতীয়দিগের অতি অপূর্ব্ব, ধর্ম্মভাব ও মনুষ্যত্বে পরিপূর্ণ; গ্রীক রাজনীতি তাহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু শাসনতন্ত্র ও কীর্ত্তিতে গ্রীকদিগের প্রভার নিকট ভারতের প্রভা একেবারে মলিন হইয়া যায়।

প্রথমতঃ। ইতিহাস বা পুরাণাদি বিলোড়ন দ্বারা দেখা যায় যে, ভারতীয়েরা আত্মদেশ বহির্ভাগে লুণ্ঠন-লোলুপ হইয়া, কখনও অনধিকার প্রবেশে উদ্যত হয়েন নাই। এবং তদ্বিষয়িণী দুরাকাঙ্ক্ষাও বোধ হয় তাঁহাদের মনোমধ্যে কখন স্থান পায় নাই। ইহারা আপনাদের স্বদেশকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেকে আপনাপন অধিকার মধ্যে সন্তুষ্ট থাকিতেন। ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, সময়ে সময়ে ভারতের মধ্যে কোন কোন রাজা, কখনও কখনও প্রবল দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া, পার্শ্বস্থ বিভিন্নাধিকার সকল আত্ম বশে আনিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু এতদ্রূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। যাহা হউক এইরূপ কোন ঘটনা ঘটিলেই, [illegible] দাসশ্রেণীকে কখন কখন দমন করিতে হইলেই, সেই সম্বন্ধে যে কিছু অনুষ্ঠান [illegible], সে সকল কিছু [illegible] সামান্য রহে, [illegible] যে স্থলে যে ভাবে ও যাহার তুলনায় তাহাদের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে সামান্যই বলিতে হইবে [illegible] যাহা হউক.

দেশাধিপতিগণ সকলেই একধর্ম্ম, এবং এক জাতিত্ব নিবন্ধন, স্বভাবের মাধুর্য্য বশে, পরস্পর সুখ সংমিলনে বসতি বাস করিতেন। বিশেষতঃ দেশ যেরূপ প্রাকৃতিক দুর্গ দ্বারা বেষ্টিত এবং সুরক্ষিত—উত্তরে অভেদ্য হিমাদ্রি, পশ্চিমে পরিখারূপে শত শাখাময় সিন্ধু, পূর্ব্বে অগম্য বনভূমি, দক্ষিণে তরঙ্গসঙ্কুল দুর্দ্দমনীয় সমুদ্র;—তাহাতে আবার সেই দূরবর্ত্তী কালে, তৎকালীন অসভ্যতা এবং বর্ব্বরতাজনিত পশুবৎ পার্শ্বস্থ জাতি সকল হইতেও স্বদেশের স্বাধিনতা [illegible] বিপৎপাতের সম্ভাবনা না [illegible] প্রভাব ও তন্নি[illegible] অবধারণের [illegible] একবারে ছিল না। [illegible] সকল [illegible]-বশতঃ ভারতবর্ষীয়েরা [illegible] জাতি ছিলেন না, এবং বোধ হয় এই [illegible] তাহাদের বীরকীর্ত্তি বিপুল হইলেও [illegible] তন জাতির সমকক্ষতায় আসিতে পারে নাই। ভারতীয় বীরকীর্ত্তি সম্বন্ধে আমার প্রণীত, বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত গ্রন্থে 'সামরিক ব্যাপার' নামক প্রস্তাবে দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়তঃ। যে জাতি এক পা হাঁটে, আর একবার আকাশ পানে তাকাইয়া থাকে; যে জাতি জাগতিক ব্যাপার দেখিয়া [illegible] তাতে আপনি নাই, এবং তাহার সূত্র অন্বেষণে সতত চিন্তাকুল; তাহা[illegible] কোনরূপ উদর পোষণ ও কলেবর [illegible] হইলেই সাংসারিক ব্যাপার যথেষ্ট হইল। সুতরাং ইহারা কেন রাজ[illegible] ধরিবে? তুমি রাজা হইতে [illegible] তাহাতে সম্মত আছি, কিন্তু দেখিও, আমি যাহা চাই, তাহার হানি করিও না, তাহা হইলে আর কোন গোল হইল না, নতুবা গোলমাল বাধিতে পারে। এরূপ গোলমাল পরিহার করা সহজ। সুতরাং হিন্দু রাজারা আবহমান কাল যথেচ্ছাচার এবং একাধিপত্য নিরুদ্বেগে করিয়া আসিয়াছেন। গ্রীকদিগের মধ্যে তাহার বিপরীত। যখন যেমন লোকের মনের ভাব, শাসনতন্ত্রও তখন তেমনি প্রচলিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা এরূপ বুঝিও না যে, রাজনীতির ভাল মন্দ বিষয়ে কিছু বলিলাম। উহা কাহারও ভাল কাহারও মন্দ হইতে পারে,—তাহা মানবীয় জ্ঞানোন্নতি ও দূরদর্শনের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এখানে কেবল শাসন প্রণালীর কথা বলা গেল। বলা বাহুল্য যে, গ্রীকদিগের শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্ট।

হিন্দুদিগের এই সহায়শূন্য ও আস্থাশূন্য ভাব এবং পরলোকে দৃষ্টি-বদ্ধ ভাব ও নশ্বরবাদ, যাহা আবহমানকাল চলিয়া আসিয়া, সাংসারিক ব্যাপারে তাহাদিগকে কুক্কুর ন্যায় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা এক সময়ে একবার ভঙ্গ হয়। ঐ সময় বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাবকাল। এই সময়েই ভারতবর্ষ জাতীয় পুরাবৃত্তমধ্যে যে কিছু সাংসারিক ব্যাপারে গৌরবলাভ করিয়াছিল। এই সময়[illegible] ধর্ম্মদ্বারা লোকের মনে নূতন একারের তেজ নিক্ষিপ্ত হয়। এবং প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মপ্রভাবে লোকের মনে যে পারলৌকিক, মায়াবাদ ও তত্ত্বাবিধ ভাবে [illegible]তিভূত হইয়া জড়তার ন্যায় হইয়াছিল [illegible] বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে তাহার [illegible] অপনীত, এবং

পার্থিব বিষয়ে সেই পরিমাণে চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এইসময়ের রাজা অশোক,—সমগ্র পরিজ্ঞাত ভারতের অধীশ্বর। লোক সকল সাংসারিক আত্মোৎকর্ষ অবধারণ ও তাহা রক্ষণে সমর্থ হইয়াছিল। এবং বিদেশ বাণিজ্যের অভ্যুদয় হওয়ায়, ও ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের বহুলতা বশতঃ, স্থলপথ ও জলপথে, বহুস্থানে যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে তৎকারণ বশতঃ, শুধু সমুদ্র যাত্রা ও বিদেশ ভ্রমণেই মানবীয় শক্তির পর্য্যন্ত হয় নাই, ইহার ফল স্বরূপ ভূগোল এবং রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানেরও সমালোচনা হইয়াছিল। এই সময়ে কৃষি বাণিজ্য উভয়বিধ উপায় দ্বারা বহুধন সঞ্চয় হয়, এবং শিল্পবিদ্যার ও বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। প্রাচীন রাজনৈতিক সমাজে ভারতের যে কিছু গণনা তাহা প্রায় এই সময়ের প্রভাবে হয়। বৌদ্ধ প্রচারকগণ না গিয়াছিল, এমন স্থান প্রায় বিরল। লৌকিক সুখ স্বচ্ছন্দতা ধরিলে, ভারতের এই সময়ের মূর্ত্তি অতি মনোহর। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে এ মূর্ত্তি ক্ষণস্থায়ী,—ফলতঃ ইহার প্রকৃতিও বহুক্ষণস্থায়ী হইবার নহে। যাহা হউক, ভারতের পূর্ব্বাপর ধরিতে গেলে, এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব কাল পলকবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

এক্ষণে পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে লৌকিক, সাংসারিক বা আহ্নিক ব্যাপারে হিন্দুরা গণনার উপযুক্ত কোন প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। জীবন যাত্রা যাহাতে আপাততঃ সুখে অতিবাহিত হয়, তৎপক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, এবং সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে তুলনীয়ের অভাবে তাহা অতুলনীয় হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ জাতির স্বভাব হইতে যাহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, সেই নৈতিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আজি পর্য্যন্ত সেই প্রাচীন উন্নতির মোহিনী শক্তি বহু বিপ্লব সত্তেও অস্তিত্ব শূন্য না হইয়া, বরং পূর্ণভাবে দর্শকের চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিতেছে। উপপাদ্য এবং নৈতিক বিষয়ে [illegible] শ্রেষ্ঠ জাতি আর নাই। কাল [illegible] যদিও বহুতর বিকৃতি [illegible] হইয়াছে, তথাপি তাহার জীবনী[illegible] মাধুর্য্য [illegible] অপরিসীম। যে সব অস্ত্র [illegible] পরিতৃপ্ত করণার্থে ব্যয়িত হইত [illegible], এখানে অপরের বিপদোদ্ধা[illegible]। যে অর্থ স্বকীয় খেয়াল পরিপূরণার্থে ও বিলাস বিস্তারার্থে নিয়োজিত হইত, এখানে তাহা দরিদ্রের দারিদ্র্য নিবারণ এবং বিধবার চক্ষুজল মোচনের নিমিত্ত পর্য্যবসিত হইত। যে বুদ্ধি অন্যত্র দুরাকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ, এবং বিলাস বিস্তারের উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত, এখানে তাহা ধর্ম্ম মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বানুসন্ধানে নিয়োজিত। ইহাদের জাতীয় জীবন আমূলতঃ নৈতিক। ইহা কেবল পৃথিবীর প্রথম অবস্থাতেই শোভা পাইয়াছিল,—যে সময়ে লোক সরল, লোক সাধু, এবং লোক সত্যবদ্ধ; যে সময়ে লোকের ভিতর বাহিরে প্রভেদপরিবর্দ্ধক কাপট্য ছিল না। আবার যখন এই পৃথিবী ইহার দুরাকাঙ্ক্ষা

দ্বেষ, হিংসা, প্রভৃতি পাপরাশি বিনিবারিত হইয়া, নৈতিক ও ভাব্য আকৃতি ধারণ করিবে, তখনই আবার সেই ভারত গৌরবের উচ্চ শিখরে শোভা পাইতে থাকিবে, তদ্ভিন্ন অন্য সময়ে নহে। লৌকিক বিষয়ে চিত্ত নিয়োগকারী ও তদ্বিষয়ে উন্নতিশীল এবং আনুষ্ঠানিক চিত্ত ক্রিয়া যুক্ত জাতির যখনই এমন জাতির পার্শ্বে উদ্ভব হইবে, তখনই ইহাদের লৌকিক গরিমা ও প্রভুত্ব নগণ্যের মধ্যে পড়িয়া যাইবে, হয়ত প্রায়—লোপও হইতে পারে। ভারতের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। এই জন্যই গ্রীকদিগের সভ্যতা পরে উদিত হইলেও, লৌকিক সর্ব্বে বলিতে হইবে যে তাহা ভারতীয় সভ্যতার অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এই জন্য গ্রীস মৃত হইয়াও আবার একণীত্র পুনর্জীবিত হইয়াছে। এই জন্যই অধুনাতন কালে ভারত সন্তান সার্দ্ধ সপ্তশত বৎসর পরের জুতা মাথায় করিয়া আসিতেছে।

যেমন এক একটি নদীর জলবাহিকা মধ্যে একটি করিয়া মূল প্রবাহ থাকে। ঐ মূল প্রবাহ প্রথমে মূল উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া তথা হইতে জল সংগ্রহ পূর্ব্বক কোন একদিকে গমন করে, এবং গমন করিতে করিতে যেমন শাখানদী সমূহের দ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত হয়, শাখা নদীরাও আবার তদ্রূপ; ইহারাও আবার তদনুরূপ নিয়মে পারিপার্শ্বিক নদীর দ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিক নদী আবার খাল বা নালার জলে, নালা, আবার, মাঠ ঘাটের জলের দ্বারা ; মাঠ ঘাটের জল আবা। মেঘের ধারা ; মেঘ আবার—ইত্যাদি। ইত্যাদি, ইত্যাদি, এইরূপে, যতই নগণ্য হউক, সেখানকার যাহা, সমস্ত জল আসিয়া যখন মূল প্রবাহে নিপতিত হয়, তখন উহা শাখা প্রশাখার নামবিলোপী পুষ্ট কলেবর, গমনীয় ভাবে, পথমধ্যে বালুকা-পুঞ্জ হইবার ভয় শূন্য হইয়া, যথাস্থানে গমন করিতে থাকে। পাঠক! বাঁশবাগানে বাঁশপাতা ঝরিয়া ঝির-ঝির করিয়া জল চলিয়া যাইতেছে, তাহা অনেকবার দেখিয়াছ; কিন্তু ইহা কি কখনও তোমার মনোমধ্যে চটক লাগিয়াছিল যে, এই জলই শেষে যাইয়া গঙ্গা বা তোমার পদ্মার কলেবর পুষ্টতা সাধন করিবে, এবং এই জলই শেষে আসিয়া তোমার দেশ ভাঙ্গিয়া ঘর ভাসাইয়া লইয়া যাইবে? বোধ করি পদ্মা বা গঙ্গার বিশাল কলেবর, এবং ইহার এই ক্ষুদ্রপ্রাণ, একতন্ত্রের বৈষম্য তুলনে, যে ভাব মনে কখনও উদয় হইলেও তাহাকে দাঁড়াইতে কেও নাই! কিন্তু তুমি দাঁড়াইতে দেও বা না দেও, কার্য্য যাহা হইবার তাহা হইতেছে; এবং ঐ যে সামান্য জলের ধারাটি, উহাই আবার পারিপার্শ্বিক নদী, শাখানদী বা যে কোন সূত্রে যাইয়া, তোমার পদ্মা বা গঙ্গার পুষ্টতা সাধন করিবে। এখন দেখ, তোমার বৃহৎ গঙ্গা কোথাকার ও কত দূরের সামান্য সামান্য কারণ হইতে বৃহৎ হইয়া আসিতেছে। আমাদের বা মানবীয় জাতীয় জীবনপ্রবাহও তদ্রূপ। কি বাহ্যিক, কি আন্তরিক জাতীয় জীবন, কায়িক, বাচনিক, মানসিক, অদৃষ্টপূর্ব্ব, দৃষ্টপূর্ব্ব, বা যে কোন প্রকারে, বিরাজমান

এখনই উৎসের জল প্রবাহিত হইয়া যাই- তেছে। এবং গুণের যদি ধ্বংস না থাকে, তাহা হইলে মূল-উৎসের জলের যে গুণ, যতই প্রছন্ন ভাবে হউক না কেন, এখনও উহাদের তাহার সমান অস্তিত্বই আছে। পু- নশ্চ এখন যত গুণান্তর,রূপান্তর বিশিষ্ট দে- খিতেছ, আবার যতই বিভিন্ন পথ বাহিয়া হউক,যখন মহাসমুদ্রে যাইয়া উভয়ে পড়িবে তখন উভয়েই উভয়ের গুণ উভয়ে মিলাইয়া এক গুণ বিশিষ্ট হইয়া মহাসমুদ্র জলে মি- শিবে। একজল হইয়া যাইবে। বিশ্বনিয়ন্তা! তোমার উদ্দেশে কোটি কোটি নমস্কার!

গ্রীক এবং হিন্দু এ উভয় জাতিই, পৃথি- বীর প্রথমকালে মনুষ্যবর্গকে শিক্ষা দিবার জন্য অবতীর্ণ। উভয়ই নিয়ন্তার নিকট হ ইতে শিক্ষকতা পদ প্রাপ্ত হইয়া উদিত হই- য়াছিল। সুতরাং উভয় জাতিই পূজ্য। হিন্দুরা পারলৌকিক, আধ্যাত্ম, এবং উপ পাদ্য তত্বসমূহ শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত। ঐরূপ গ্রীকেরা আবার ইহলৌকিক, আধি- ভৌতিক, এবং আনুষ্ঠানিক তত্ত্ব সমূহ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ভার প্রাপ্ত। অতএব সাংসা- রিক বোধে ধরিতে গেলে; এ পৃথিবীতে প্রাচীন হিন্দুরা জাতিতে ব্রাহ্মণ, এবং গ্রী- কেরা ক্ষত্রিয়। এ উভয় প্রাচীন জাতিই এক্ষণে পৃথিবী হইতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের বংশধরেরা আছে বটে, কিন্তু তাহারা আচার ভ্রষ্ট, ধর্ম্ম ভ্রষ্ট, যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিণত হই য়াছে। সুতরাং থাকিয়েও নাই। ওদিকে আর্য্যেরা যাহারা দিব্য গৌরবীতে ছিল, এখন তাহারা আবার জ্যোতিষ্মান হইয়াছে, তাহারা নিজ তেজে তাহাদের প্রাচীন আ- চার্য্য বর্গেরও তেজ একান্ত মলিন করিয়া ফেলিয়াছে; এমনকি লোপ পর্য্যন্ত করিবার উপক্রম করিয়া তুলিয়াছে। কেবল রক্ষা এই যে অনন্ত পুস্তকে যখন তাহাদের সেই কর্ম্ম সমূহ জমা করা আছে, তখন মনুষ্য নয়ন তাহা লোপ করিলেও, অনন্তগর্ভ হ- ইতে তাহাকে লোপ করি[illegible] আশঙ্কা নাই। সে যাহা হউক বর্ত্তমান একজন দক্ষ ভূতত্ব- বিদ্যাবিৎ ও প্রাচীন পিথাগোরাসে যে সম্বন্ধ, বর্ত্তমান প্রতিভা যুক্ত নব অভ্যুদয় শালী জাতি সমূহের সহ প্রাচীন গ্রীক ও হিন্দুদিগেরও সেই সম্বন্ধ জানিতে হইবে। বর্ত্তমান পৃথিবী আনুষ্ঠানিক ও বৈজ্ঞানিক, সেই জন্যই গ্রীক বিদ্যা এখনকার মানব জ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ হইয়া দণ্ডায়মান আছে এবং সেই জন্যই এখন উহার এত আদর। কিন্তু যেমন চৈতন্য ব্যতীত শরীরী জীবের অবস্থান অস[illegible] সেইরূপ মনতত্ব, নীতি- জ্ঞান ও উ[illegible] শাস্ত্র ব্যতীতও পৃথিবী তিষ্ঠিতে [illegible] না। অতএব এমন এক- দিন এই পৃথিবীতে অবশ্যই আসিবে, অথবা সে দিন হয়ত প্রত্যাগত হইয়াছে, যে দিন এই ভারতবিদ্যা আবার নূতন শ্রী ধারণ করিয়া জগতে অভূতপূর্ব্ব নূ তন শোভা বিস্তার করিতে থাকিবে। আবার ভারত গৌরবের উচ্চ গগনে উ- ঠিবে। ইহা আমি [illegible] দেখিতেছি।

ইতি চতুর্থ প্র[illegible]।

শ্রীপ্র[illegible] বন্দ্যোপাধ্যা[illegible]

রাজপুতানার ইতিহাস।

মিবার-বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

মিবারের [illegible]বিপতিগণ রাণা নামে বিখ্যাত। ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুলের মধ্যে ইহাঁরাই সকলের শ্রেষ্ঠ। রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লব হইতে রাণা বংশ সমুদ্ভূত, এই কারণে রাজপুত মাত্রেই ইহাঁদিগকে আপনাদের প্রধান ও 'হিন্দুসূর্য্য' বলিয়া সম্মান করেন। সমস্ত রাজপুত রাজকুলের মধ্যে কতকগুলি একবারে ধ্বংস প্রাপ্ত, কতকগুলি অধিকারচ্যুত, এবং কতকগুলি স্বল্পাধিকার হইয়াছেন, কিন্তু মিবারপতি রাণাগণ বিগত অষ্টশত বর্ষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ অধিক[illegible]ান [illegible] আপনাদিগের মান স[illegible] [illegible]ছেন। কত কত [illegible]বিপদ ইহাঁদিগের মস্তকের উপর [illegible] চলিয়া গিয়াছে। তথাপি ইহাঁরা স্বত্ব[illegible]চ্যুত হয়েন নাই। মুসলমানদিগের [illegible] প্রবেশের পূর্ব্বে রাণাদিগের যে প[illegible] অধিকার ছিল, এখন প[illegible] প্রায় তাহাই আছে। আর কোন রাজপুত কুলপতির সেরূপ নাই। এই সকল কারণেই রাণারা রাজপুতগণের মধ্যে এতদূর [illegible] করিয়াছেন।

[illegible]দিগের প্রাচীন বিবরণ নিতান্ত অ[illegible]কারে আচ্ছন্ন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা পুক্ররাজকে রাণাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুক্ররাজের রাণা উপাধি ছিল, ইহাতেই উপরিউক্ত ভ্রমের সম্ভাবনা। ফলতঃ মিবারপতিদিগের রাণা উপাধি অধিক দিনের নহে। ইহারা প্রাচীন কালে 'রাবল্' নামে পরিচিত ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহারা রাণা উপাধিধারী পরিহারবংশীয় মণ্ডোরপতিকে যুদ্ধে হত করিয়া তাঁহার সিংহাসন ও উপাধি হরণ করেন।

রামচন্দ্র হইতে ষট্‌পঞ্চাশৎ পুরুষ সুমিত্র খৃষ্টাব্দের পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, এতএব ইনি বিখ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের সমকালবর্ত্তী। অম্বরের সুপ্রতিষ্ঠিত জ্যোতিঃ রাজা জয়সিংহ যে রাজপুতকুলবিবরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতে তিনি ঐ সুমিত্রকে রাণাবংশের সংস্থাপয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু উদয়পুরের রাজপুস্তকালয়ে ও অন্যান্য স্থানে যে সকল রাজপুতকুলবিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদনুসারে কণকসেন এই রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া এক প্রকার প্রতিপন্ন হইয়াছে।*

* মহাত্মা লেফ্টেনেণ্ট কর্ণেল টড যতগুলি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'খোমান রাস' নামক গ্রন্থে অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। যদিও গ্রন্থখানি

এরূপ প্রথিত আছে যে, রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লব কর্ত্তৃক লবকোট নগর সংস্থাপিত হয়। ঐ নগরই এক্ষণে লাহোর নামে পরিচিত। লববংশীয়েরা বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ স্থানে বাস করেন, পরে ১৪৫ খৃঃ অব্দে কণকসেন সৌরাষ্ট্র * প্রদেশে গমন পূর্ব্বক জনস্থান সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারা কোন্ পথ দিয়া লবকোট হইতে সৌরাষ্ট্রে গমন করেন তাহার কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। পথিমধ্যে কণকসেন একজন প্রমররাজকে অধিকারচ্যুত করিয়া বীরনগর নামে এক নগর সংস্থাপন করেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কণকসেন হইতে চতুর্থপুরুষ বিজয়সেন কর্ত্তৃক বিজয়নগর সংস্থাপিত হয়। ইহারই ধ্বংসা-

---

আকবরের সময়ে লিখিত, তথাপি ইহাতে অনেক প্রাচীন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। দশম শতাব্দীর মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্য, ত্রয়োদশে আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণ, এবং ষোড়শে প্রতাপসিংহের অক্ষয় কীর্ত্তিসকল এই গ্রন্থে অতি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মান কবীশ্বর প্রণীত 'রাজবিলাস' ও সদাশিব ভট্ট প্রণীত 'রাজরত্নাকর' এই উভয় গ্রন্থেও ঐ সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থদ্বয় আরঙ্গজেবের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজসিংহের সময়ে লিখিত। সুতরাং এই দুই গ্রন্থে 'খোমানরাসা' অপেক্ষা আধুনিক বিবরণ কিছু অধিক আছে। রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহের কথায় রচিত 'জয়বিলাস' গ্রন্থেও উপরি উক্ত বিবরণ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত সাহেবের অনুসন্ধিৎসাকে আমরা বার বার প্রশংসা করি। একজন রাজকুলকবির বিধবা পত্নীর নিকট হইতেও তিনি কথাবলীর অনেক পরিচয় লাভ করেন। একজন জৈনগুরুর নিকটে এ বিষয়ের অনেক সন্ধান পাইয়াছিলেন। যখন রাণারা সৌরাষ্ট্রে বাস করিতেন, তখন ঐ পুরোহিতের পূর্ব্বপুরুষও সেই স্থানে ছিলেন। রাণাদের সঙ্গে ঐ জৈনপুরোহিতবংশীও [illegible] আগমন করেন। [illegible] ঐ রাজকুলবিবরণ [illegible]। [illegible] মহাত্মা উক্ত অনেক স্থান হইতে এবং মুসলমান সম্রাটদিগের স্ব স্ব লেখনীনিঃসৃত বিবরণ হইতে ভূভাগের বিষয়সকল সংগ্রহ করিয়া রাজস্থানের বিস্তৃত ইতিহাস প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ যে একবারে ভ্রমশূন্য তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি যে ভিত্তি সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তদুপরি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিশুদ্ধ সৌধ নির্ম্মাণ করিতে কেহই চেষ্টা করিলেন না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আ[illegible]। রাজপুতানার করদ ও মিত্র [illegible] যে [illegible] দুজন সুদক্ষ ইংরাজকর্ম্মচা[illegible] [illegible]হারা চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে [illegible] হইতে পারেন।

* সৌরদিগের অর্থাৎ [illegible] রাষ্ট্র অর্থাৎ রাজ্য বলিয়া [illegible] সৌরাষ্ট্র হইয়াছে। সূর্য্যোপাসক[illegible] কেও সৌর বলিয়া থাকে। কিন্তু এ[illegible] [illegible] সূর্য্যবংশীয়দিগকেই সৌর বলা প্রশস্ত[illegible] এরূপও অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে ইঁহারা সূর্য্যকে আদিপুরুষ ও [illegible] কর্ত্তা বলিয়া পূজা করিতেন।

হ্বেতদ্বীপবৎ একণে মোগুল্লা নামে অবস্থিত রহিয়াছে। বিরাট নগরও বিরাট গুলে ক- র্তৃক সংস্থাপিত, একণে উহা সিংহৌর নামে বিখ্যাত। ইহারা সৌরাষ্ট্র প্রদেশে বল্লভী- পুর নামক নগরী সংস্থাপিত করেন, তাহাই ক্রমে ইহাঁদিগের প্রধান রাজধানী হইয়া উঠে। ভাউনগরের উত্তর পশ্চিম কোণে ৪ ক্রোশ অন্তরে বল্লভী নামে যে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, সেই স্থানেই উক্ত রাজধানী সংস্থাপিত ছিল বলিয়া অনেকেই অনুমান করিয়া থাকেন। কোন কোন পুরাতত্ত্ব- বেত্তার মত যে, পূর্ব্বকালে ইহাদিগের জাতীয় নাম বল্ল ছিল, তদনুসারে তাঁহাদি- গের রাজধানী বল্লভীপুর বলিয়া অভিহিত হয়। অধ্যক্ষেরা বল্লরায়, বল্লনাথ নামে অনেক দিন পর্য্যন্ত পরিচিত ছিলেন। কিছু কাল পরে ইহারা গুহেলোট বা গ্রাহিলোট নামে পরিচয় লাভ করেন। যখন রাণারা সৌরাষ্ট্র হইতে পলায়ন করিয়া অহর নগরে আশ্রয় [illegible] বাস করেন, তখন তাঁ- হারা [illegible] লাভ করেন। তাহার [illegible] নগরে কিছুকাল বাস করায় শিশোদীয় নাম প্রাপ্ত হয়। অদ্যাপি উহাদের ঐ নাম প্রচলিত আছে।

কণকসেন সৌরাষ্ট্র প্রদেশে গমন ক- রিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বংশ পরম্পরায় প্রায় [illegible] বৎসর তথায় বাস করিলে পর কোন অসভ্যজাতি * আসিয়া সৌরাষ্ট্র দেশ আক্রমণ করে। সে সময়ে সৌরাষ্ট্র সিংহাসনে শিলাদিত্য অধিষ্ঠিত ছিলেন। অসভ্যদিগের হস্তেই তিনি নিধন প্রাপ্ত হন, বল্লভীপুর ভস্মীভূত হয়, তন্নগর- বাসী রাজপুতেরা পলায়ন করিয়া মরুদেশ † মধ্যে বন্দী, সাদ্রবি, ও নাদোল ‡ নগর

[illegible] যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত উদয়পুর [illegible] আছে, তাহারই উপত্যকা [illegible] সংস্থাপিত ছিল। [illegible] পাওয়া যায়, তাহাতে অ- [illegible] লিয়াছে যে, কোন রাজপুত রাজা [illegible] পরিবর্ত্তন একটা শপথ করিয়া, তাহাই স্মরণীয় করিবার জন্য সেই স্থানে এক নগর সংস্থাপন করিয়া তাহাকে শিশোদ নামে পরি- চিত করেন। বোধ হয় তখন উহার নাম শপথ হয়, পরে ক্রমে ক্রমে শিশোদ হইয়াছে।

* খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিন্ধু নদের তীরবর্ত্তী প্রদেশে পার্থিয়ানদিগের আধি- পত্য বিস্তারিত হইয়াছিল। বাঁমিনগর তাহাদের রাজধানী। অতি পূর্ব্বকালে যদু- বংশীয়েরা এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছি- লেন। ঐ পার্থিয়ানেরা সৌরাষ্ট্র দেশ আ- ক্রমণ করিয়া রাজপুতদিগকে পরাজিত করে, আসিয়া খণ্ডস্থ যে সকল জাতি ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, সিন্ধু নদের তীর ভূমিই তাহাদিগের প্রশস্ত পথ। [illegible] স্থানে তাঁহার নিদর্শনও অদ্যাপি দেদীপ্য- মান রহিয়াছে। আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে আ- গমন করেন তাঁহারাও ঐ পথ দিয়া আসি- য়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থে তা- হার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

† মরুদেশ অর্থাৎ মাড়োয়ার।

‡ [illegible] পর্য্যন্ত ঐ নগর প্রায় বর্তমান আছে, অধিবাসীগণ জৈন সম্প্রদায়ী। জৈন গ্রন্থ পাঠে অবগতি হয় যে, যখন

সংগ্রামপূর্ব্বক বধ করে। রাজপরিবার-বর্গের মধ্যে কেবল রাণী পুষ্পবতী রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। জৈনদিগের গ্রন্থানুসারে এই ঘটনা ৫২৪ খৃঃ অব্দে সংঘটিত হয়।

শিলাদিত্যের সহিত অসভ্য যবনদিগের যুদ্ধ সম্বন্ধে একটী অতি চমৎকারজনক প্রবাদ প্রচলিত আছে। বল্লভীপুরে সূর্য্য-কুণ্ড নামে একটী জলাশয় ছিল; অরাতি-দমনের জন্য সমরে গমন সময়ে শিলাদিত্য সেই জলাশয়ের তীরবর্ত্তী হইয়া আহ্বান করিবামাত্র সপ্তশির বিশিষ্ট এক তুরঙ্গম জল মধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিয়া শিলাদিত্যের নিকট আগমন করিত। রাজা তদুপরি আরোহণ করিয়া যুদ্ধে যাত্রা করিতেন। ঐ অশ্ব সূর্য্যদেবের রথ টানিত বলিয়া প্রথিত ছিল, সুতরাং এপ্রকার দৈবশক্তি সম্পন্ন অশ্ব যাহার বশীভূত, এমন মানব ভূমণ্ডলে কে আছে যে তাহাকে পরাভূত করে। শিলাদিত্য এই অশ্বের সাহায্যে সকল শত্রুকেই দমন করিতেন। কিন্তু এবার তাঁহার সে কৌশল বিফল হইয়া গেল। দুষ্ট শত্রুগণ এই বিষয় জানিতে পারিয়া কুণ্ডের জল অপবিত্র করিবার জন্য তাহাতে গোমাংস নিক্ষেপ করিল। কুহক ভাঙ্গিয়া গেল, শিলাদিত্য বার বার চীৎকার করিয়াও অশ্বের সাহায্য পাইলেন না, শত্রু হস্তে পতিত হইলেন। রাজা ছারখার হইয়া গেল।*

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিলাদিত্যের মৃত্যুর পর পুষ্পবতী ভিন্ন অন্যান্য মহিষীগণ অগ্নি প্রবেশ করিলেন। রাণী পুষ্পবতী চন্দ্রাবতীর প্রমর বংশীয় রাজার কন্যা। এই বিষম বিপৎপাতের সময়ে তিনি পিত্রালয়ে থাকিয়া তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্নভবানীর অর্চনায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অন্তঃসত্বা ছিলেন; দেবীর নিকট

যবনেরা বল্লভীপুর ধ্বংস করে, তখন উক্ত নগরেও জৈন ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। জৈনেরা এক সময়ে ভারতবর্ষের অধিকাংশে আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচারিত করে। অদ্যাপিও অনেক স্থানে উক্ত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে।

* এরূপ অলৌকিক ব্যাপার আমরা অনেক প্রাচীন বিবরণ মধ্যে দেখিতে পাই। কলিকাতার ১৪ ক্রোশ পশ্চিমে পাণ্ডুয়া নামে একটী স্থান আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে এই স্থানের উপর দিয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে। ইহাকেই সচরাচর পেঁড়ো বলিয়া থাকে, এবং ইহা মুসলমানদিগের একটী তীর্থস্থান। অতি প্রাচীনকালে ইহার নাম [illegible] নগর এবং এখানে একজন হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল। এখন এখানে পীরপুষ্করিণী নামে যে জলাশয় আছে, তখন তাহার জলের এমন এক অসাধারণ গুণ ছিল, যে তাহা স্পর্শ করিলে মৃত ব্যক্তি সজীবতা লাভ করিত। সুতরাং শত্রুপক্ষীয়েরা তথাকার সৈন্য জয় করিতে পারিত না। মুসলমানেরা গোমাংস নিক্ষেপ দ্বারা ঐ জলের মৃত সঞ্জীবনী ক্ষমতা দূর করিয়া দিয়া যুদ্ধে জয় লাভ করে।

পুত্র কামনাই তাঁহার অর্চ্চনার কারণ। পূজা সমাপন করিয়া স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে পুষ্পবতী এই হৃদয়বিদারক সমাচার প্রাপ্ত হইলেন। প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল, সন্নিহিত মাল্য পর্ব্বতের গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। তথাকার দেবমন্দিরস্থ দেবল ব্রাহ্মণের কমলাবতী নামে এক কন্যা ছিল, পুষ্পবতী তাহারই উপর সদ্য প্রসূত পুত্রের লালন পালনের ভার অর্পণ করিলেন, কিন্তু আপনার পরিচয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাহাকে এই মাত্র কহিলেন, 'এই শিশুকে ব্রাহ্মণ সন্তানের উপযোগী বিদ্যা শিক্ষা করাইবে, এবং বিবাহ যোগ্য বয়সে রাজপুত কন্যার সহিত বিবাহ দিবে।' পুষ্পবতী এই কথা বলিয়াই তথা হইতে প্রস্থান করিয়া মৃত পতির সহচারিত্ব উদ্দেশে চিতানলে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। কমলাবতীর একটী শিশু পুত্র ছিল, তিনি সেই সঙ্গে লব্ধ শিশুকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। পর্ব্বত গুহায় জন্ম বলিয়া গুহ নাম রাখিলেন। সূর্য্যরশ্মি লুক্কায়িত থাকিবার পদার্থ নহে। গুহ ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে রাজপুত বালকদিগের সহিত মিলিত হইয়া বন্য পশুপক্ষ্যাদি হনন প্রভৃতি বিবিধ দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে নিতান্ত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিলেন। সন্নিহিত ইদুর নগরের অসভ্য ভীল যুবকদিগের সহিত তাঁহার অত্যন্ত সৌহার্দ্দ জন্মিল। এই সময়ে মণ্ডলিক নামক জনৈক ভীল ইদুরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বনচরগণের সহিত তিনি সর্ব্বদাই বন প্রদেশে ভ্রমণ পূর্ব্বক বিবিধ দুঃসাহসিক ব্যাপার সম্পাদন করিতে। ভীলযুবকেরা তাঁহার উপর প্রীত হইয়া ইদুর ও সন্নিহিত বন ও পর্ব্বত তাঁহাকে সমর্পণ করে। আবুল ফজল এবিষয়ের যে একটী মনোহর উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন তাহা এই স্থলে বিবৃত করা যাইতেছে।—"ভীলযুবকেরা ক্রীড়া করিতে করিতে একজনকে রাজা মনোনীত করিবে স্থির করিল, গুহ মনোনীত হইলেন, তৎক্ষণাৎ জনৈক ভীলযুবক আপনার অঙ্গুলি ছেদন করিয়া সেই রক্তে গুহের ললাটে রক্তটীকা প্রদান করিল। কৌতুকচ্ছলে যাহা হইল, পরিণামে তাহাই কার্য্যে পরিণত হইয়া দাঁড়াইল।" পরিশেষে তিনি মণ্ডলিকের প্রাণবধ করিয়া ইদুরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। গুহের নাম হইতেই তদ্বংশীয়েরা গুহলোট নামে পরিচিত হইয়াছে।*

গুহ হইতে আটপুরুষ পর্য্যন্ত ঐ পার্ব্বত্য প্রদেশে রাজত্ব করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের বিবরণ নিতান্ত তমসাচ্ছন্ন। ভীলেরা বিজাতীয়ের অধীনত্ব একান্ত অসহ্য বোধ করিয়া অষ্টম রাজা নাগাদিত্যের জীবন সংহার করিল। যে রমণী গুহকের লালন পালন করিয়া গুহলোট বংশের জীবন দান করিয়াছিলেন, সেই কমলাবতীর বংশীয়গণ দ্বারা পুনরায় ঐ বিখ্যাত বংশ রক্ষিত হইল

* কেহ কেহ কহেন, শিলাদিত্যের পু[illegible]কৃত নাম গ্রহাদিত্য। গুহের জন্ম [illegible] কেবল উপনাম মাত্র। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে গুহলোটদিগকে গ্রাহিলোট বলা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে

গুহ কমলবতীর পুত্রকে কুলপুরোহিত করেন। যখন নাগাদিত্য ভীল হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, তখন তাঁহার পুত্রের বয়ঃক্রম তিন বৎসর। ঐ পুত্রের নাম বাপ্পা। পুরোহিত বাপ্পাকে লইয়া পলায়ন পূর্ব্বক ভাণ্ডেরপতি একজন যদুবংশীয় ভীলের শরণাপন্ন হইলেন। তৎপরে সমধিক নিরাপদ লাভের জন্য বাপ্পা স্থানান্তরে নীত হইলেন। ঐ স্থানে ত্রিকূট পর্ব্বতের পাদদেশে বহু ব্রাহ্মণ সমন্বিত নগেন্দ্র নগর অবস্থিত ছিল। এই স্থানেই বাপ্পার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। †

বাপ্পার বাল্যজীবন সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নগেন্দ্র নগর নিবাসী ব্রাহ্মণগণের গোচারণের নিমিত্ত বাপ্পা সর্ব্বদাই বনে বনে ভ্রমণ করিতেন। একদা তথাকার সোলাঙ্কি রাজার দুহিতা কতকগুলি গ্রাম্য বালিকার সমভিব্যাহারে বন বিহারে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা তথায় ঝুল খেলিবার উদ্যোগ করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে রজ্জু নাই। এতদবসরে বাপ্পা তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজপুত বালিকাগণ তাঁহাকে তাঁহাদের ক্রীড়ায় মিলিত হইতে আহ্বান করিলেন। বাপ্পা কহিলেন, যদি তোমরা আমাকে বিবাহ কর, তবে আমি তোমাদের খেলার জন্য রজ্জু প্রস্তুত করিয়া দি। তাহারা সম্মত হইলে খেলা আরম্ভ হইল, এক আম্রবৃক্ষতলে তাঁহাদের তামসিক বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। এই ঘটনাই বাপ্পার তথা হইতে পলায়নের কারণ হইল, কিন্তু এই বালিকাগুলির ভার তাঁহার স্কন্ধে পড়িল। সোলাঙ্কিরাজ স্বীয় দুহিতার বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুলাচার্য্য পাত্রীর লক্ষণ পরীক্ষা করিবার সময় কহিলেন, 'ইহার বিবাহ হইয়াছে।' ইহা শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। বাপ্পার অনুচরেরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিল, সুতরাং তাহাদের দ্বারা এবিষয় প্রকাশিত হইল না বটে, কিন্তু যে ব্যাপারে বহু সংখ্যক বালিকা ব্যাপৃত আছে, তাহা বহুকাল প্রচ্ছন্ন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এবিষয়ে বাপ্পা সম্পূর্ণ দোষী, সোলাঙ্কি রাজ ইহা জানিতে পারিলেন। বাপ্পা বিপদ সম্ভাবনা করিয়া নিকটস্থ পর্ব্বত কন্দরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুইজন মাত্র বিশ্বাসী অনুচর তাঁহার সঙ্গে ছিল। উভয়েই ভীলজাতীয়। একজন বর্ত্তমান উদয়পুর উপত্যকাস্থিত উন্দ্রি নিবাসী, আর, একজন পশ্চিম দিক অবস্থিত ওগুনা পানোরা * নিবাসী। একজনের নাম

† উদয়পুরের ৫ ক্রোশ উত্তরে যে [illegible] নামে এক নগর আছে, তাহাই পূর্ব্বে নগেন্দ্র নামে বিখ্যাত ছিল। টডসাহেব এখানে কতকগুলি অতি প্রাচীন খোদিত লিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একখানি প্রায় ৯০০ নয়শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হয়। এই সকল লিপি পাঠে তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে, এই [illegible] [illegible]। বোধ হয় তাহাই ক্রমে ক্রমে [illegible] বা [illegible] হইয়া পড়িয়াছে।

* ওগুনা পানোরা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন জনপদ ছিল। কিন্তু

বাপ্পা দ্বিতীয়ের নাম দেবা। অদ্যাপিও ঐ দুইগ্রামবাসীরা বাপ্পাদিগের রাজটীকা প্রদান করিয়া থাকে। অঙ্গুষ্ঠের রক্ত দানে উক্ত কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ওগুয়ের অধিপতি রাণার হস্ত ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করায় এবং উদরিতীল তণ্ডুল কণা প্রভৃতি দ্বারা টীকাদান কার্য্যের উপসংহার করে।

পৃথিবীতে যত অলোকসাধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জন্ম বা রাজ্যসনাদির প্রায়ই কোন না কোন অলৌকিক বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। বাপ্পা সম্বন্ধেও সে বিষয়ের অভাব ছিল না। অদ্যাপিও মিবারে তিনি চিরজীব বলিয়া প্রথিত হইয়া থাকেন। বাপ্পা সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত বিবরণটী অতীব চমৎকার জনক। নগেন্দ্র নগরের বন্য প্রদেশে যখন তিনি ব্রাহ্মণগণের গোচারণ ব্রতে ব্রতী ছিলেন, সেই সময়ে এই অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হয়।

ঐ প্রদেশের অন্তর্বর্ত্তী একটী বেত্র-কুঞ্জে মহর্ষি হারীত তপস্যা করিতেন। একটী দুগ্ধবতী গাভী অলক্ষিত ভাবে ঐ কুঞ্জে উপস্থিত হইয়া অবিরত দুগ্ধধারা বর্ষণ করিত। সন্ধ্যা সময়ে গবীগণ গৃহে উপস্থিত হইলে যখন গো দোহন আরম্ভ হইত, তখন গোপেরা পূর্ব্বোক্ত গাভীতে কিছুমাত্র দুগ্ধ প্রাপ্ত হইত না। ইহাতে ব্রাহ্মণেরা সন্দেহ করিলেন, বাপ্পা বন মধ্যে গোদোহন করিয়া সেই দুগ্ধ পান করে। নির্দ্দোষ বাপ্পা দেখিলেন ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকেই অপরাধী করিয়াছেন, অথচ তিনি এ ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও অবগত ছিলেন না। মনে মনে দোষ ক্ষালনের জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া বাপ্পা এক দিন অনন্যচিত্তে উক্ত গাভীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেখিলেন যে, সে বেত্রকুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করত অনবরত দুগ্ধধারা বর্ষণ করিতেছে। বাপ্পা এতদ্ব্যাপার সন্দর্শনে নিতান্ত কৌতুহলপরবশ হইয়া বেত্রকুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করত দেখিলেন, এক মহর্ষি তপস্যা করিতেছেন, তাঁহারই সেবার জন্য গাভী দুগ্ধ প্রদান করিতেছে। বাপ্পার প্রমুখাৎ এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণেরা স্বচক্ষে দর্শন করতঃ চমৎকৃত হইলেন, এবং বাপ্পাকে নির্দ্দোষ বলিয়া স্বীকার করিলেন।

বাপ্পা মহর্ষি হারীতের নিকট উপস্থিত হইয়া বিবিধ অনুনয় বিনয় করিয়া আপনার অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন, মহর্ষিও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করত নানাবিধ সদুপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি হারীত বাপ্পাকে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকে এক লিঙ্গের দেওয়ান পদে অভিষিক্ত করিলেন। বাপ্পা প্রত্যহ হারীতের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন, মহর্ষির পদ ধৌত করিয়া দেন, দুগ্ধ আনয়ন করিয়া আনেন, দেবার্চ্চনের উপযোগী নানাবিধ পুষ্প সংগ্রহ করেন, এবং তাঁহার নি

রাজ্যের সহিত ইহার কোন সংস্রব ছিল না। এক্ষণ গোর্শাভি রাজপুত বংশীয় জীব এখানকার রাজা। এক হাজার তুরীয় খাস্ক বসতি; প্রয়োজন হইলে পাঁচ সহস্র ধনুর্দ্ধারী সজ্জিত হইতে পারিত।

কট মুদ্রিত নীতি শিক্ষা করেন। দীক্ষিত হইয়া সর্ব্বদা এক লিঙ্গের উপাসনায় বাপ্পা কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। অতি অল্প কাল মধ্যেই জানিতে পারিলেন, এক লিঙ্গের প্রতি একাগ্রচিত্ততা তাঁহার পক্ষে কোন অংশেই নিষ্ফল হয় নাই। শঙ্কর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। শঙ্কর-মহিষী পার্ব্বতী মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূতা হইয়া বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত বিবিধ স্বর্গীয় অস্ত্রশস্ত্রে বাপ্পার শরীর স্বহস্তে সুসজ্জিত করিয়া দিলেন। দুর্ভেদ্য দৈবকবচে তাঁহার শরীর মণ্ডিত হইল। হারীত দেখিলেন, বাপ্পার প্রতি হরপার্ব্বতী প্রসন্ন হইয়াছেন, শিষ্য দৈব বলে বলীয়ান হইল, এক্ষণে সে স্বীয় ভাগ্যের অনুবর্ত্তী হইয়া ভবিষ্যতে উন্নতির পথ দেখিয়া লইতে পারিবে। অতএব এখন আমি দেব লোকে গমন করিতে পারি। এইবিবেচনা করিয়া হারীত নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করত বাপ্পাকে কহিলেন, আগামী কল্য আমি দেব লোকে প্রস্থান করিব, অতএব প্রত্যূষে তুমি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। বাপ্পার সে দিন প্রত্যূষে নিদ্রা ভঙ্গ হইল না, আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল, আসিয়াই দেখিলেন গুরু অনেক দূর ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন, অপ্সরীরা তাঁহার রথ টানিয়া লইয়া যাইতেছে। হারীত দেখিলেন, নিম্নে তাঁহার শিষ্য উপস্থিত, তখন স্নেহের বশীভূত হইয়া রথ স্থির [illegible] বাপ্পাকে কহিলেন, [illegible] [illegible]। বাপ্পার দেহ [illegible] [illegible] হইল, কিন্তু তথাপি তিনি [illegible] করিতে পারিলেন না

হারীত তাহাকে মুখ ব্যাদান করিতে বলিলেন, বাপ্পা নির্দেশানুসারে [illegible] করিলে গুরু তাঁহার মুখ মধ্যে [illegible] করিলেন। শিষ্য [illegible] কি গলাধঃকরণ করিতে অসমর্থ হইয়া ফেলিয়া দেওয়ায় তাহা তাহার পায় পড়িল। এই অপরাধে তিনি চিরজীবিত্ব লাভ করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু ভবানীর কৃপায় ও গুরুবলে দুর্ভেদ্য কলেবর ধারণ করিলেন। পার্থিব কোন অস্ত্রে তাহার শরীর ভেদ করিতে পারিবে না। এই সময়ে তিনি লোক পরম্পরায় জানিতে পারিলেন, চিতোরের মোরিবংশীয় রাজা তাহার মাতুল সম্পর্কীয়, এখন আর তাহার গোপ শিশুর ব্যবসা ভাল লাগিল না, কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে নিজ ভাগ্য পরীক্ষার জন্য বহির্গত হইলেন। পথি মধ্যে পর্ব্বত কন্দর বিশেষে সুপ্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত নামা তপস্বী গোরক্ষনাথের সাক্ষাৎ পাইয়া সেবাদ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। গোরক্ষনাথ তাঁহার প্রতি স্নেহ পরবশ হইয়া তাহাকে এক দ্বিমুখ খড়্গ প্রদান করত তদ্ব্যবহারের মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন। যথাবিধ মন্ত্রপূত করিয়া সেই খড়্গের আঘাত করিলে দুর্ভেদ্য পর্ব্বতও দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। * বাপ্পা এই প্রকার অমোঘ

* মিবারের রাণা ও অন্যান্য সামন্তগণ অদ্যাপি প্রতিবর্ষে একখানি দ্বিমুখ খড়্গের পূজা করিয়া থাকেন। অনেকে অনুমান করেন, উহাই গোরক্ষনাথ প্রদত্ত খড়্গ। উহার দ্বারা আঘাত করিবার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়,—"পরমেশ্বর এক লিঙ্গ, দেবী ভবানী, মহর্ষি হারীত, গুরু গোরক্ষ-

অস্ত্রের সাহায্যে চিতোর সিংহাসনের পথ নির্দ্দি[illegible]ছিলেন।

বা[illegible] নগরে উপনীত হইয়া মোরিরাজের [illegible]নিকট পরিচিত হইলেন। মৌর্য্যরাজ বাপ্পার [illegible] অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সামন্ত মধ্যে পরিগণিত করতঃ পরিপালনোপযোগী ভূসম্পত্তি দান করিলেন। মোরিরাজ সে সময়ে অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন ছিলেন, তৎসাময়িক খোদিত লিপি সমূহে তাঁহার সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার সিংহাসনের চারিদিকে বহু সম্মানশালী সামন্ত সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন। মোরিরাজ ক্রমে ক্রমে এরূপ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার সামন্তগণ আপনাদের প্রতি হতাদর দেখিয়া নিতান্ত অপমান বোধ করত সকলেই রাজপক্ষ পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন। এই সময়ে একজন প্রবল শত্রু চিতোরের বিপক্ষে আগমন করিতে লাগিল। সামন্তগণ সময় বুঝিয়া আপনাদের অধিকার পরিত্যাগ

নাথ ও তক্ষক স্মরণ করিয়া আমি আঘাত করি।”

* মোরি, মৌর্য্য বা মৌরেয় বংশ প্রমর কুল সম্ভূত। সেই সময়ে চিতোর মৌরি বংশীয় মহারাজ চক্রবর্ত্তী মানসেশ্বরের অধীনস্থ ছিল। চিতোর নগর তখন রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছে কি না, তাহা জানিতে পারা যায় না; কিন্তু অদ্যাপি তথায় তাঁহাদিগের কীর্ত্তিসমূহ ধ্বংসাবস্থায় অবস্থিত রহিয়া, পূর্ব্বস্বামীদিগের অতুল কীর্ত্তি, অসীম প্রতিভা এবং প্রবল প্রতাপের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

করত রাজাকে [illegible]হিলেন, আমরা যুদ্ধ করিব না, আপনার প্রিয়পাত্র বাপ্পা গিয়া শত্রু নিবারণ করুন। বাপ্পা রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া বিপক্ষগণকে দমন করিতে চলিলেন। সামন্তগণ যদিও অধিকারচ্যুত হইয়াছিলেন, তথাপি লজ্জার জন্য বাপ্পার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বাপ্পা শত্রু দমন করিলেন, কিন্তু চিতোরে প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া সৌরাষ্ট্র প্রদেশে গমনপূর্ব্বক পৈত্রিক নগর গজনিতে উপনীত হইয়া তত্রত্য অসভ্যদিগকে দূর করিয়া দিলেন এবং সৌরবংশীয় এক ব্যক্তিকে তত্রত্য সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া চিতোরে আগমন করিলেন। এরূপ শুনা যায় যে, তিনি [illegible] কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া[illegible] সামন্তগণ চিতোরের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া নগর পরিত্যাগ করিলেন। রাজার অনুনয় বিনয়ে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন না। রাজা গুরু ও আত্মীয়ের দ্বারা অনুরোধ করিলেন, [illegible] হারা তাহাতে এই মাত্র কহিল[illegible] আমরা রাজার নুণ খাইয়াছি, এ[illegible] যাব তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিব[illegible] বাপ্পার বলবিক্রম ও গুণপরম্পরায় [illegible] সামন্তগণ তাঁহাকেই রাজা করিবার মনস্থ করিলেন। রাজমুকুটলোভে গুহলোট সমস্ত উপকার ভুলিলেন, কৃতজ্ঞতা তাঁহার হৃদয় হইতে একবারে পলা[illegible] করিল। তিনি সামন্তগণে পরিবৃত [illegible] সিংহাসন অধিকার করি[illegible] স[illegible] তাঁহার ক্ষমতা স্বীকার [illegible] কালে 'হিন্দুসূর্য্য' ও '[illegible]' লাভ করিয়া রাজত্ব করি[illegible]

[বাপ্পা]র অনেক পুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে [কেহ কেহ] আপনাদিগের প্রাচীন অধিষ্ঠান-ভূমি সৌরাষ্ট্র প্রদেশে গমন করিয়া তথায় আপনাদিগের বংশ বিস্তার পূর্ব্বক সুলতান আকবরের রাজত্ব সময় পর্য্যন্ত আপনাদের বল বীর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। বাপ্পার পাঁচ পুত্র মাড়োয়ারে গমন পূর্ব্বক তদ্বংশীয় প্রাচীন গোহিলদিগকে দূরীভূত করে। গোহিলেরা তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক আরবদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া ক্রমে ক্রমে মুসলমান হইয়া যায়।

বাপ্পার বাল্য জীবনে যেরূপ অলৌকিক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাঁর মৃত্যু সময়ের ঘটনা বিশেষ আরও চমৎকার জনক। বাপ্পা অধিক বয়সে স্বদেশ ও সন্তান সন্ততি পরিত্যাগ পূর্ব্বক খোরাসানের পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়া তত্রত্য অনেক জনপদ অধিকার করেন। * তৎপ্রদেশে তিনি অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার অনেক সন্তান সন্ততি হইয়াছিল। একশত [বৎসর] বয়ঃক্রম সময় তাঁহার মৃত্যু [হয়] ৮

[†] মেবার প্রদেশের রাজার নিকট যে একখানি 'প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ' নামক গ্রন্থ আছে, তাহাতে লিখিত আছে প্রমাণ হওয়া যায়।—বাপ্পা তপস্বী হইয়া যেরূপ পাহাড়ে বাস করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই

তিনি জীবিতাবস্থায় ভূগর্ভে নিহিত হন *। তিনি ইস্পাহান, কান্দাহার, কাশ্মীর, ইরাক, ইরাণ, তুরাণ ও কাফরি [স্থান] প্রভৃতি বিবিধ জনপদ ক্রমান্বয়ে নিজ করতলস্থ করিয়া তত্রত্য রাজগণের কন্যাদিগকে বিবাহ করেন, তাহাতে তাঁহার একশত ত্রিশটী পুত্র হয়, তাহারা নোসেরিয়া পাঠান নামে পরিচিত। এই সকল পুত্র স্ব স্ব মাতৃনামে এক একটী জাতির সংস্থাপন করে। তাঁহার অষ্টনবতি সংখ্যক হিন্দু সন্তান 'অগ্নি উপাসী সূর্য্যবংশী' বলিয়া বিখ্যাত। বাপ্পার প্রজা ও আত্মীয়গণ তাঁহার মৃত দেহ লইয়া ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ করে, হিন্দুরা দাহন করিতে এবং মুসলমানেরা ভূগর্ভে নিহিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। পরিশেষে শবাচ্ছাদনী বস্ত্র খুলিয়া দেখে যে, তন্মধ্যে শব নাই, কেবল কতকগুলি প্রস্ফুটিত মনোহর পদ্ম পুষ্প রহিয়াছে। পারশ্য রাজ নোসিরিয়ানের মৃত্যু সম্বন্ধেও এরূপ গল্প শুনিতে পাওয়া যায় ৮।

ক্রমশঃ।—

* বাপ্পার মৃত্যু সম্বন্ধে পরে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত অসঙ্গতি দেখা যাইতেছে।

† ভারতবর্ষে কতিপয় ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রবর্ত্তকের মৃত্যু সম্বন্ধেও ঐরূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

মহম্মদের উত্তরাধিকারিগণ।

(৪০৬ পৃষ্ঠার পর।)

পঞ্চম অধ্যায়।

কোন নগর অবরুদ্ধ হইলে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যদি অবরুদ্ধ সৈন্যগণ বাহির হইতে না পারে, অথবা বাহির হইয়াও বিপক্ষের অনিষ্ট সাধনে সমর্থ না হয়, তবে তাহারা আর নগর রক্ষা করিতে পারে না। যে দেশের ইতিবৃত্তই পাঠ কর দেখিতে পাইবে, দীর্ঘদিনের অবরোধ কোনটিই নিষ্ফল হয় নাই। অবরুদ্ধগণ যদি প্রথমোদ্যমে কিছু করিতে না পারে তাহাদের সকল সাহস, সকল উৎসাহ হ্রাস হয়। ডামাস্কসবাসীদিগেরও তাহাই হইল। ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানগণ অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহিত নগর অবরোধ করিয়া রহিল। নগরবাসীগণ আর বাহির হইয়া আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না, তাহারা বিপক্ষ হস্তে দুর্গসমর্পণের প্রস্তাব করিতে লাগিল। টমাস্ তাহাদিগকে বার বার বলিতে লাগিলেন 'যে পর্য্যন্ত আমি সম্রাটের নিকট লিখিয়া দুর্গ রক্ষার্থ সাহায্য প্রাপ্ত না হই, সে পর্য্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা কর'। তাহারা ভয়ে এতই বিহ্বল হইয়াছিল যে, সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। তাহারা কিছু কালের জন্য যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিয়া লোক পাঠাইল; কিন্তু ভীম যোদ্ধা খালেদ সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। অবরুদ্ধগণের জীবন বা সম্পত্তি রক্ষার জন্য কোন প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইলেন না, তরবারির সাহায্যে নগর জয় করিয়া আপন আরব সৈন্য কর্তৃক বিলুণ্ঠনে তিনি কৃতসঙ্কল্প ছিলেন।

এইরূপ বিপন্ন অবস্থায় নগরবাসীগণ আবু ওবীদার সমীপে উপস্থিত হইল। তাহারা জানিত আবু ওবীদা সদয় ও নম্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাহারা প্রথমতঃ আরবী ভাষাভিজ্ঞ একজন দূত তাঁহার নিকট পাঠাইল। তিনি আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন এই কথা অবগত হইয়া একদা রজনী যোগে প্রধান প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ, নগরবাসী, একুনে একশত লোক জেবিয়া তোরণ পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আবু ওবীদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল। তাহারা দেখিতে পাইল, যে সৈন্যগণ সম্রাটসিংহাসন পর্য্যন্ত বিকম্পিত করিয়াছিল, তাহাদের একজন অধিনায়ক সামান্য ভ্রমণকারীর ন্যায় কেশনির্ম্মিত বস্ত্রগৃহে অবস্থান করিতেছেন। তিনি তাহাদের প্রস্তাবে অনুগ্রহ ও দয়া প্রকাশ করিলেন। কারণ ধর্ম্ম বিস্তার এবং কর গ্রহণ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, অধিকার বিস্তার বা লুণ্ঠনের জন্য তিনি লালায়িত ছিলেন না। শীঘ্রই সন্ধিপত্র

[illegible] হইল। আবু ওবীদা সমস্ত [illegible]লেন, নগর তাঁহার হস্তে সমর্পিত হই[illegible] যুদ্ধ বিরত হইবে। নগরবাসীগণ মধ্যে যাঁহারা আপন আপন সম্পত্তি যে পর্য্যন্ত বহন [illegible] [illegible] লইয়া যাইতে পারে, লইয়া স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছুক, তাহারা অনায়াসে যাইতে পারিবে। কিন্তু যাহারা করদ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে তাহারা আপন আপন সম্পত্তি লইয়া থাকিতে পারিবে, তাহাদের ধর্ম্মোপাসনার জন্য সাতটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া যাইবে। আবু ওবীদা এই সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিলেন না, কারণ তিনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন না; কিন্তু দূতগণকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন যে, মুসলমান গণ এই সন্ধিপত্র পবিত্র বলিয়া গ্রহণ করিবে।

নগর সমর্পণের সমস্ত আয়োজন এবং অবরুদ্ধ গণ কোনরূপ প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতা না করে তজ্জন্য নগরবাসীগণ মধ্যে সম্ভ্রান্ত কএকজন, মুসলমানশিবিরে প্রতিভূ স্বরূপ রক্ষিত হইলে, আবু ওবীদার শিবিরসমীপস্থ তোরণ উদ্‌ঘাটিত হইল, তিনি একশত সৈন্য সহ আপন অধিকার স্থাপনার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন।

যেবিদা তোরণে যখন এইরূপ ঘটনার অভিনয় হইতেছিল, পূর্ব তোরণে তখন এক বিভিন্ন দৃশ্যের অবতারণা হইল। খালেদের ভ্রাতা আমরু নগর প্রাচীর হইতে নিক্ষিপ্ত এক বিষাক্ত সায়কে নিহত হওয়াতে খালেদ একান্ত ভীষণ হইয়া উঠিলেন। তিনি যখন ঠিক যে [illegible]র ছিলেন তখন জুনাপিয়াস নামক একজন বিধর্মী আপনার এবং আপন স্বগণবান্ধবের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার অভয় প্রাপ্ত হইলে তোরণ মুসলমান হস্তে সম্প্রদানে অঙ্গীকার করিল। এই বিশ্বাসঘাতকের সাহায্যে একশত আরব সৈন্য দুর্গ প্রাচীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং দ্রুতপদে পূর্ব্ব তোরণ সমীপে উপস্থিত হইয়া তোরণ ভগ্ন ও উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক আল্লা হো আকবর নাদে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

উদ্‌ঘাটিত তোরণপথে খালেদ তাঁহার সৈন্যগণ সহ অগ্নিময় স্রোতের ন্যায় নগরে প্রবেশ করিলেন। তূর্য্যধ্বনি, অশ্বের হ্রেষারব, ক্ষুরশব্দ সৈন্যের কোলাহলে গগণ বিদীর্ণ করিল। সহস্র সহস্র লোক সেই ভীষণ সৈন্যগণহস্তে নিহত হইতে লাগিল। শোণিতস্রোতে বর্ত্ম সমূহ কর্দ্দমিত করিল। দয়া অনুগ্রহ প্রভৃতি শব্দ করুণস্বরে উচ্চারিত হইতে লাগিল, [illegible]লেদ কঠোরস্বরে বলিলেন, 'নাস্তিকে[illegible]' এইরূপ হত্যাকাণ্ড মু[illegible]স্তে করিতে তিনি 'কুমারীমেরীর' উপা[illegible]লয়ের সমীপস্থ অঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখিলেন, আবুওবীদা ও তাঁহার সঙ্গীগণ অসিকোষ বদ্ধ করিয়া নগরস্থ [illegible] প্রধান অধিবাসীগণ সহ গম্ভীর পবিত্রভাবে বিচরণ করিতেছেন; তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ললনা এবং বালক বালিকাগণ, ও ধর্ম্মযাজক সমূহ আসিতেছে! দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন।

আবু ওবীদা দেখিলেন, আশ্চর্য্য ও ক্রোধচিহ্ন খালেদের মুখমণ্ডলে দেদীপ্যমান। তিনি মিষ্টবাক্যে তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত করিতে অনুন[illegible] তিনি

বলিলেন 'ঈশ্বর অনুগ্রহ পূর্ব্বক কোনরূপ শোণিত-পাত ব্যতিরেকেই আত্মসমর্পণে এই নগর আমার হস্তে সম্প্রদান করিয়াছেন। শোণিতপাতের আবশ্যক নাই, যুদ্ধে বিরত হউন।'

খালেদ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন 'তাহা কখনই হইবে না। আমি তরবারির সাহায্যে জয় করিলাম আমার নিকট অনুগ্রহ নাই।'

আবুওবিদা বলিলেন, 'আমি নাগরিকগণকে স্বহস্তলিখিত সন্ধি পত্র প্রদান করিয়াছি।'

খালেদ বলিলেন, 'আমাকে না বলিয়া এরূপ সন্ধি করার আপনার কি অধিকার ছিল? আমি কি প্রধান সেনাপতি নই? হাঁ ঈশ্বর আমাকে ঐ পদ প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে প্রত্যেক নাগরিককে ত... ...ন সদনে প্রেরণ করিয়া ত...র পা...।'

...বীদা বলিলেন, সৈনিক বিভাগের ...নুসারে তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি খালেদকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। বলিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ভালই ছিল। এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে প্রধান সেনাপতি অনুমোদন করিবেন। তিনি খালেদের নিকট ইহাও প্রার্থনা করিলেন যে যখন সমস্ত উপস্থিত মুসলমানগণের সম্মতি লইয়া ঈশ্বর এবং মহম্মদের নামে সন্ধি করিয়াছেন তাহা পালিত হউক।

মুসলমান সৈনিকগণ মধ্যে অনেকে আবু... ...র অনুমোদন করিল এবং খ...কে সম্মত করিতে যথা সাধ্য চেষ্টা কা... ...গিল। তিনি ইতস্ততঃ করিতে ... সৈন্যগণ এই বিলম্ব দেখিয়া ...র হইয়া উঠিল এবং হত্যা ও লুণ্ঠনকার্য্য পুনর্ব্বার চলিতে লাগিল।

আবুওবীদা আর ধৈর্য্য ধারণ ক... পারিলেন না। তিনি বলিলেন, '... ঘর! আমার কথা গুলির যেন কি... এইরূপ বিবেচিত হইল; আমার ... পদমর্দ্দিত হইতে লাগিল।' ...তিনি আক্রমণকারী মুসলমান সৈন্যমধ্যে বেগে অশ্বচালনা করিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মহম্মদের দোহাই দিয়া বলিলেন, যে পর্য্যন্ত খালেদের সহিত তাঁহার তর্ক শেষ না হয়, সেপর্য্যন্ত যুদ্ধে বিরত থাক, মহম্মদের নামে কার্য্য সিদ্ধি হইল। সৈন্যগণ শোণিতপাতে বিরত রহিল, সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয় অধীনস্থ কার্য্যকারকগণ সহ খৃষ্টানদিগের উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর খালেদ আপনার প্রবল বাসনার দমন করিয়া আবুওবীদার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন। এখনও অনেক নগরী অধিকার করিতে হইবে। প্রধান সেনাপতির কর্ত্তব্য যে তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষগণের কৃতকার্য্য যাহা তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত না হইলেও অন্যথা না করেন; নচেৎ মুসলমানের কথার অতঃপর আর কেহ বিশ্বাস করিবে না; অন্যান্য নগরী ডামাস্কাসের অবস্থা দেখিয়া সতর্ক হইবে এবং অনুকূল নিয়মে সন্ধি না করিয়া শেষ প...র্য্যন্ত যুদ্ধ করিবে, আর

[illegible] ভঙ্গ করা হইবে একথায় কেহ নির্ভর করিবে না। এইরূপ নানা [illegible] খালেদের আয়সাধিক কঠিন হৃদয় হইতে আবুওবীদা সন্ধির প্রস্তাবে সম্মতি লইলেন, কিন্তু স্থির হইল যে সকল বিষয় খলিফার নিকট লিখিত হইবে। প্রত্যেক নিয়ম পাঠ করিবার সময় তিনি বৈরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি অনায়াসে টমাস এবং হার্কিস নামক সেনাপতিদ্বয়কে হত্যা করিতেন, কিন্তু আবুওবীদা বলিলেন সন্ধিপত্রে তাঁহাদের বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে তাঁহাদের কোন অনিষ্ট করা না হয়।

অনন্তর ঘোষণা করা হইল যে অধিবাসীগণ মধ্যে যাহারা খলিফার করদ হইবে তাহারা আপন ধর্ম্মানুসরণ করিতে এবং অবশিষ্ট লোক নগর হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে। অধিকাংশ লোক থাকাই স্থির করিল, কিন্তু কেহ কেহ তাহাদের সেনাপতি টমাসের সহিত আন্টিয়ক্ নগরীতে যাওয়া মনস্থ করিল। টমাস প্রার্থনা করিলেন যে মুসলমান অধিকার দিয়া গমনে তাঁহার কোন অনিষ্ট না হয়, তজ্জন্য তাঁহাকে একখানি পত্র দেওয়া হয়। [illegible] চেষ্টার পর খালেদ তিন দিন সময় দিয়া বলিলেন যদি তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ [illegible] ব্যতীত আর কিছু সঙ্গে না লন তবে, এই সময় মধ্যে তাঁহারা অনায়াসে যাইতে পারিবেন।

আবু ওবীদা আপত্তি করিয়া বলিলেন, তাঁহারা সঙ্গে আপন সম্পত্তি ও অন্যান্য বস্তু লইয়া যাইতে পারিবেন এরূপ নিয়ম করা হইয়াছে। খালেদ বলিলেন 'তবে তাঁহাদিগকে নিরস্ত্র যাইতে হইবে।' পুনরায় আবু ওবীদা আপত্তি করাতে খালেদ বলিলেন দস্যু এবং বন্যজন্তুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে যে অস্ত্রের আবশ্যক তদ্ভিন্ন অন্য অস্ত্র সঙ্গে লইতে পারিবেন না; যাহার বল্লম আছে সে তরবারি, যাহার ধনু আছে সে বল্লম, লইতে পারিবে না।

টমাস এবং হার্কিস্ এই নির্ব্বাসিতগণের নেতা। তাঁহারা নগর হইতে বাহির হইয়া কিয়দ্দূরে বস্ত্রগৃহ স্থাপন করিলেন। অনুচরগণ ও অন্যান্য লোক সেখানে আপনার যাহা কিছু মূল্যবান অথচ সহজে বহন করিয়া লওয়া যাইতে পারে, লইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। অন্যান্য বস্তুর মধ্যে সম্রাট হিরাক্লিয়সের একটি বস্ত্র-ভাণ্ডার ছিল; তাহাতে তিনশত ভার রেশমী স্বর্ণ-কারুকার্য্য খচিত পরিচ্ছদ ছিল।*

সমস্তে একত্র হইলে [illegible] যাত্রা করিল। যাহারা অভিমান, স্বদেশানুরাগ, বা ধর্ম্মের জন্য দারিদ্র ও নির্ব্বাসন ক্লেশ স্বীকার করিলেন তাঁহারাই নগরীর সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত লোক ছিলেন।—যাঁহারা বিলাসের সুকোমল অঙ্কে এতকাল প্রতিপালিত হইতেছিলেন তাঁহাদের এই শোচনীয় অবস্থা! ইহাদিগের মধ্যে সম্রাটতনয়া টমাসের সহধর্ম্মিণী আপন পরিচারিকাগণ সহ গমন করিতেছিলেন। আবালবৃদ্ধ বনিতা, ধনী নির্ধন সকলে এইরূপে মরুভূমি ও পার্ব্বত্য পথে গমন করিতে লাগিল। পথে অসভ্যাচরণের অভাব ছিল না। কি দুঃখের দৃশ্য! মধ্যে মধ্যে তাঁহারা আপন আপন সুরম্য [illegible], [illegible] লোক

ত্তিত উদ্যান নিচয়, কলনাদিনী কার্পার নদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দুঃখে অশ্রুবর্ষণ এবং বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল।

এইরূপে ডামাস্কসের অবরোধ শেষ হইল। অবরোদ্ধাগণের ধৈর্য্য, কৌশল, বল বিক্রম, অবরুদ্ধগণের সহিষ্ণুতা সাহস ও সংগ্রাম কৌশল প্রভৃতি দৃষ্টে শ্রীরামের লঙ্কাবরোধ অথবা গ্রীকগণের ট্রয় নগরীর অবরোধের কথা স্মরণ হয়। এই আক্রমণে যদিও চোদ্দমাস মাত্র সময় লাগিয়াছিল, উল্লিখিত দীর্ঘকাল স্থায়ী অবরোধ দ্বয়ের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই অবরোধ মুসলমানদিগের ইতিহাসে একটি অমূল্য রত্ন। ইহার ফল অতি মহৎ এবং মুসলমানগণের পক্ষে যার পর নাই উপকার জনক ছিল।

কথিত অ.হে দিরার যখন দেখিলেন নগর হইতে নির্ব্বাসিতগণ ধন পরিপূর্ণ হইয়া নিরাপদে চলিয়া যাইতেছে, তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া দন্তে আপন অধর পীড়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে সমগ্র সম্পত্তি কষ্টে মুসলমানেরা লাভ করিয়াছিল; বিধর্ম্মীগণ তাহা ভোগ করিবে এটি তিনি সহ্য করিতে ক্লেশ বোধ করিলেন। তাঁহার তরবারি নাস্তিকগণের শোণিত পান করিতে পারিল না, তাহারা অক্ষত শরীরে যাইতে লাগিল এই দিরারের প্রধান আক্ষেপের কারণ, খালেদও ক্রুদ্ধ হইতেন কিন্তু তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যেরূপে হউক ঐ সমস্ত দ্রব্য হস্তগত করিবেন। সুতরাং তিনি সৈন্যগণকে বিশ্রাম করিতে এবং অশ্বসকলের শ্রান্তি দূর করিতে আদেশ দিয়া বলিলেন, নির্ব্বাসিত গণের অনুসরণ করিতে হইবে, এবং অনুগ্রহের তিনদিন অতীত হইলে তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক সমস্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে হইবে।

নাগরিকগণের জন্য কি পরিমাণ শস্ত্রের প্রয়োজন তদ্বিষয়ে তর্কবিতর্ক উত্থাপন করাতে আবু ওবীদা তাহার একদিন নষ্ট করিলেন। তখন অনুসরণবৃথা বিবেচনা করিয়া খালেদ তাহা পরিত্যাগ করিবেন এমন সময় একজন পথ প্রদর্শক উপস্থিত হইয়া বলিল সে সমস্তপথ জ্ঞাত আছে, অতি সহজ পথে অল্পসময়ে বিপক্ষগণের সমীপস্থ করিতে পারিবে। এই পথপ্রদর্শকের বিবরণ অবশ্য জ্ঞাতব্য;

উল্লিখিত হইয়াছে যে, দিরার দুই সহস্র সৈন্য লইয়া নগরীর চতুর্দ্দিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে নিয়োজিত ছিলেন। একদা রজনীতে তিনি ঐরূপ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন কৈসান তোরণপথে একজন অশ্বারোহী চুপে চুপে বাহির হইতেছে। অন্ধকারে লুকায়িত হইয়া অশ্বারোহী সমীপস্থ হয় কি না দেখিতে লাগিলেন। যখন সে নিকটস্থ হইল তৎক্ষণাৎ তাহাকে বন্দী করিলেন। এই ব্যক্তির পরিচ্ছদ অতি মূল্যবান ছিল, বয়স অধিক নহে; ইহার জমকাল সীরিয়া, দেখিয়া তাহাকে একজন সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া বিবেচনা হইল। এই ব্যক্তি বন্দী হইবা মাত্র আর এক জন অশ্বারোহী সেই পথে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে জোনাস বলিয়া বন্দীকে ডাকিতে লাগিল। মুসলমানগণ

জোনাসকে বলিল তাহাকে আনিতে বল। সে গ্রীক ভাষায় কি বলিল। বলিব মাত্র নবাগত অশ্বারোহী নগরাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইল। আরবীয়গণ গ্রীকভাষা জানিত না। ঐ ব্যক্তিকে সতর্ক করিল দেখিয়া তাহারা ক্রুদ্ধ হইল। জোনাসকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিত, কিন্তু দ্বিতীয় বিবেচনার পর তাহাকে খালেদের নিকট লইয়া গেল।

জোনাস বলিল সে ডামাস্কস্‌বাসী এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইউডোসিয়া নাম্নী একটি রূপবতী ললনার সহিত তাঁহার বিবাহের কথা বার্ত্তা হয়। কিন্তু ঐ বালিকার পিতা মাতা বিবাহে অসম্মত হওয়াতে, এবং নানা রূপ ছলচাতুর্য্য অবলম্বন করাতে তাহারা পরামর্শ করিয়াছিল যে, গোপনে ডামাস্কস্‌ হইতে পলায়ন করিবে। ইউডোসিয়া পুরুষের বেশ ধারণ করিয়াছিল এবং তাহার দুইটি ভৃত্য সঙ্গে ছিল। প্রহরীগণকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া জোনাস্‌ বাহির হইয়াছিল, ইউডোসিয়া ও তাহার অনুচরদ্বয় পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। বালিকা যখন তাহাকে আহ্বান করে, তখন গ্রীক ভাষায় এই প্রত্যুত্তর দিয়াছিল যে "পক্ষী ধৃত হইয়াছে"। এই কথা শুনিয়া সে সতর্ক ও নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল।

প্রণয়ের কুসুমকোমল আলাপন মাত্র হয়, খালেদের এরূপ হৃদয় ছিল না। তিনি বলিলেন "মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর। নগরী যখন আমাদের হস্তগত হইবে তোমার প্রণয়িনী তোমাকে প্রদান করিব। যদি অস্বীকার কর, তোমার মস্তক গ্রহণ করিব।"

যুবক ইতস্ততঃ ও করিল না। তৎক্ষণাৎ খালেদের নিকট মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক প্রাণপণে ডামাস্কস্‌ অধিকারার্থ মুসলমান পক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কারণ সে বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল যে ডামাস্কসের পতন ব্যতীত তাহার আশা আর সফল হইবে না।

যখন ডামাস্কস্‌ মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল, জোনাস্‌ নগরীতে প্রবেশ করিয়া ইউডোসিয়ার প্রণয়ের আরও এক পরিচয় প্রাপ্ত হইল। ইউডোসিয়া বিবেচনা করিয়াছিল জোনাস্‌ শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছে। সুতরাং সে এক ধর্ম্মাশ্রমে গমন পূর্ব্বক চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছিল। আহ্লাদিত হৃদয়াবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ পূর্ব্বক সে আশ্রমের নিকটস্থ হইল। কিন্তু যখন ইউডোসিয়া জানিতে পারিল যে জোনাস্‌ বিপক্ষাশ্রিত ও বিধর্ম্মী হইয়াছে তখন সেই তেজস্বিনী ললনা ক্রোধে এবং ঘৃণায় অধীরা হইয়া আশ্রম কুটীরে প্রতিগমন করিল এবং বলিয়া দিল আর কখনও তাহার মুখাবলোকন করিবে না। যে সমস্ত সম্ভ্রান্তকুলকামিনী টমাস্‌ ও হারিসের সঙ্গে পমন করেন সে তাহার মধ্যে একজন ছিল। তাহার প্রণয় প্রার্থী তাহার বিরহে উন্মত্ত হইয়া খালেদকে তাহার অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া দিল। তিনি বলিলেন, আবুওবীদার সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে তাহারা সকলেই নিরাপদে প্রস্থান করিবার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এখন ইউডোসিয়ার প্রতিরোধের উপায় নাই।

জোনাস যখন দেখিল খালেদ স্থিরপ্রতিজ্ঞ

সিতগণের অনুসরণ করা মনস্থ করিয়াছেন, কিন্তু সময় চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া হতোৎসাহ হইতেছেন, তখন সে পর্ব্বতের মধ্য দিয়া এরূপ একটী সহজ পথে তাঁহাকে সসৈন্য লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইল যে অতি অল্পসময়ে বিপক্ষগণকে দেখিতে পান। তাহার প্রস্তাব গৃহীত হইল। নির্ব্বাসিতগণের প্রস্থানের চারিদিন পরে খালেদ চারিসহস্র মনোনীত অশ্বারোহী সহ অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সৈন্যগণ জোনাসের উপদেশে আরবীয় খ্রীষ্টানগণের পরিচ্ছদ ধারণ করিল। কিছুকাল অশ্ব উষ্ট্র মনুষ্যের পদচিহ্ন, গমন সুগম করণার্থ নিক্ষিপ্ত বস্ত্র সমূহ দৃষ্টে তাহারা অনুসরণ করিল। পরিশেষে লিবেন পর্ব্বত প্রান্তে সে সমস্ত চিহ্ন বিলোপ দেখিয়া মুসলমানগণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। জোনাস বলিলেন ' সাহস অবলম্বন কর। তাহারা এক্ষণে পর্ব্বতে রুদ্ধ পথ হইবে, আর তাহাদের রক্ষা নাই।'

তাহারা এই দুর্গম পথে গমন করিতে লাগিল। উপাসনার নির্দ্ধারিত সময় বাতীত আর থামিত না। তাহারা এক্ষণে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে বাধ্য হইল। শীতকালে স্রোতে প্রস্তর-বর্ত্ম নিতান্ত বন্ধুর করিয়াছিল, গমন বড় সহজ রহিল না। অশ্বের পদস্পর্শে প্রস্তরে অগ্নি উঠিতে লাগিল। অনেক অশ্ব পদভগ্ন এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। আরোহীগণ অবরোহণ পূর্ব্বক অশ্ব সকল হটাইয়া লইয়া চলিল। তাঁহাদের বস্ত্র ছিন্নভিন্ন, পাদুকা খণ্ডখণ্ড হইয়া গেল। সৈন্যগণ আক্ষেপ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা কখন গমনে আর এত কষ্ট পায় নাই। তাহারা বিশ্রাম করিতে এবং অশ্ব সকলের শ্রান্তি দূর পূর্ব্বক কর্ম্মক্ষম করিতে বারবার বলিতে লাগিল। যে খালেদের নাস্তিকের প্রতি বিদ্বেষ প্রণয়ীর প্রণয়ানল অপেক্ষা অল্প উত্তেজিত হইয়াছিল না, তিনিও অবসাদ বোধ করিলেন, এবং জোনাস্ সকল কষ্টের মূল বলিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

জোনাস্ তখনও উৎসাহিত করিতে লাগিল। সে নূতন পদচিহ্ন সকল দেখাইয়া বলিল বিপক্ষগণ অল্প সময় পূর্ব্বে ঐ পথে গিয়াছে। কএক ঘণ্টা বিশ্রামের পর পুনরায় অনুসরণ আরম্ভ হইল। তাহারা আবালা ও লেওডিসিয়ার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। নগরে প্রবেশ করিলে তাহাদের ছদ্মবেশ লুক্কায়িত থাকিবেনা এই ভয়ে প্রবেশ করিল না। একজন গ্রাম্য কৃষকের মুখে তাহারা শুনিতে পাইল যে নির্ব্বাসিত জনগণ আন্টিয়কে প্রবেশ করিলে নগরবাসীগণ ভীত হইবে ভয়ে সম্রাট হিরক্লিয়স তাহাদিগকে সমুদ্রতীর দিয়া কনষ্টাণ্টিনোপলে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। এইরূপ সংবাদ কতদূর বিরক্তি-জনক তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইতে এক্ষণে অনেক অসুবিধা হইল। খালেদ আরও একটি ভয়ানক সংবাদ শ্রুত হইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইবার জন্য পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ হইয়াছে; মাত্র একটি পর্ব্বত সেই সৈন্য হইতে তাঁহাকে দূরে রাখিয়াছে।

তিনি এই ভয় করিতে লাগিলেন যে, তা- [illegible] তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতিরোধ জ- ন্মাইতে, অথবা তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে ডামাস্কস নগরীতে প্রবেশ করিতে পারে। এক অশুভ স্বপ্নে আরও ব্যস্ত হইলেন ; কিন্তু আবদুল রহমান ঐ স্বপ্ন অনুকূলে ব্যাখ্যা করাতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সেই দিন রাত্রিতে ভীষণ ঝটিকা উত্থিত হইল। আকাশ হইতে ভীমবেগে বারিব- র্ষণ হওয়াতে মনুষ্য অশ্বাদি সমস্ত পথশ্রমে এবং বৃষ্টিতে অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। তথাপি অগ্রসর হইল। পলায়িত ব্যক্তিগণ অধিক দূরে থাকার সম্ভাবনা ছিল না ; শত্রুগণ নিকটস্থ। সুতরাং তাহারা শি- কার করস্থ করিয়া যত শীঘ্র পলায়ন ক- রিতে পারে তাহাতেই মঙ্গল। রজনী প্র- ভাত হইল ঝটিকার অবসান হওয়াতে সূর্য্য পরিষ্কার আকাশে উদয় হইল। তাহারা বন্ধুর দুর্গম গিরিবর্ত্মে গমন করিয়া নিতান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছে এমন সময়ে যুরোপ সৈন্য সমূহ উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। সৈন গণ অতি অল্প সময় মধ্যে কর্দ্দম প্রস্ত- রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্যামল শস্য এবং নানাবর্ণ পুষ্প শোভিত তটিনীবিধৌত উর্ব্বর সমতল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল।

সেই নদীতীরে পলায়িতগণ বিশ্রাম ক- রিতেছিল. কেহ আহার করিতেছিল, কেহ নিদ্রিত ছিল। গত রজনীতে বৃষ্টিসিক্ত প- রিচ্ছদনিচয় শুষ্ক করণার্থ রৌদ্রে বিস্তার করা হইয়াছিল, তাহাতে সমস্ত ক্ষেত্র সুশোভিত দেখা যাইতেছিল। সৈন্যগণ পথশ্রমের অবসানে, খালেদ তাঁহার ঈপ্সিত বস্তুনিচয় দৃষ্টে এবং শান্তিবিহীন প্রণয়ী প্রণয়িনীর দর্শন লালসায় উল্লাসিত।

খালেদ বিপক্ষগণের অবস্থা পর্য্যালো- চনা পূর্ব্বক আপন সৈন্যগণকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। এক দলের সেনাপত্যে আবদুল রহমান, দ্বিতীয়ের রফীইবিনওমেয়া তৃতীয়ের দিরার এবং চতুর্থের অধ্যক্ষ স্বয়ং রহিলেন। তিনি আদেশ করিলেন যে ক্রমে একএক দল করিয়া উপস্থিত হইতে হইবে, যেন বিপক্ষগণ সৈন্যবল নির্ণয় ক- রিতে না পারে, আর বিজয় সাধনের পূর্ব্বে যেন কেহই লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত না হয়।

অনন্তর উপাসনা সমাপন পূর্ব্বক ঈশ্বর এবং মহম্মদের নামে আক্রমণে অগ্রসর হই- লেন। খৃষ্টিয়ানগণ পর্ব্বত হইতে একদল সৈন্য আগ্নেয় গিরিনিঃসৃত স্রোতের ন্যায় বেগে তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইতে দেখিয়া শান্তি নিদ্রা হইতে জাগরূক হইল। প্রাথমতঃ গ্রীক সজ্জা দৃষ্টে প্রতারিত হই- লেও শীঘ্র সে ভ্রম দূর হইল। তাহাদিগের সংখ্যা সামান্য দেখিল সুতরাং ভীত হইল না। টমাস পাঁচশত সৈন্য প্রস্তুত পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। তাহাদের সঙ্গে যে সামান্য অস্ত্র শস্ত্র ছিল, তদ্ভিন্ন আর অধিক পাইবার সুযোগ ছিল না। ক্রমে এক, আর এক দল সৈন্য পর্ব্বত হইতে বাহির হওয়াতে ভীষণ যুদ্ধ হইল। টমাস এবং খালেদ হাতে হাতে যুদ্ধ করিলেন ; খৃষ্টি- য়ান সেনাপতি ভূশায়ী হইলেন আব- দুলরহমান সেনাপতির মস্তক ছেদন করিয়া খৃষ্টিয়ানগণের যে 'ক্রস' চিহ্নযুক্ত পতাকা ডামাস্কসে ছিন্নভিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন,

তাহাতে বিদ্ধ ও উত্তোলন করিয়া খৃষ্টিয়ান গণকে দেখাইলেন। বলিলেন তোমাদের সেনাপতির পরিণাম দেখ।

রফী ইবিন ওমীয়া ললনাগণকে বন্দী করিতে আপন দলবল সহ মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারাও আত্মরক্ষায় প্রাণপণ করিতে লাগিল, প্রস্তরাদি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিপক্ষগণকে দূরে রাখিতে প্রয়াস পাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন অতুলনা ললনা মণিমুক্তা হীরকাদিখচিত পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্যের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছিলেন। ইনিই সম্রাটের তনয়া, মৃত টমাসের পত্নী। রফী তাঁহাকে বন্দী করিতে প্রয়াস পাইলে তিনি একখণ্ড প্রস্তর উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার অশ্বের মস্তকে অতিবেগে নিক্ষেপ করাতে রফীর অশ্ব পতিত ও মৃত হইল। আরবীয় তাঁহাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে তিনি অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। সুতরাং তিনি ঐ ললনাকে বন্দী করিয়া কএকজন বিশ্বাসী অনুচরের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই হত্যাকাণ্ড ও গোলযোগের সময় জোনাস্ তাঁহার আপন প্রণয়িনীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বে সে তাহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিল, এক্ষণে সে বিশ্বাসঘাতক এই সর্ব্বনাশ সাধন করিল দেখিয়া তাহার নাম মাত্র শ্রবণেও কম্পিত হইতে লাগিল। সে কত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, করযোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল, কিন্তু তাঁহাতে কোন ফল দর্শিল না। সে বালিকা প্রতিজ্ঞা করিল যে কনষ্টান্টিনোপলে পঁহুছিয়া কোন আশ্রমে তাহার চিরজীবন কুমারী অবস্থায় অতিবাহন করিবে। প্রার্থনা বিফল দেখিয়া জোনাস্ তাহাকে আক্রমণ করিল এবং অনেক চেষ্টায় বন্দী করিল। ললনা আর প্রতিরোধ করাইল না। বন্দী থাকিয়াও কোনরূপ উৎকণ্ঠা দেখাইল না, স্থির ভাবে ঘাসের উপর বসিয়া রহিল। প্রণয়ী তাহার প্রণয়িনী সদয় হইয়াছে বিবেচনায় উল্লাসিত হইল। কিন্তু সুযোগ অনুসন্ধান পূর্ব্বক একখানি ছুরিকা বাহির করিয়া আপন বক্ষস্থলে প্রবিষ্ট করিল এবং তৎক্ষণাৎ মৃতা ও জোনাসের পদতলে পতিতা হইল।

যখন এই শোচনীয় দৃশ্য অভিনীত হইতেছিল, সাধারণ যুদ্ধ বা হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। খালেদ হার্ব্বিসের অনুসন্ধানে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলেন। কিন্তু ঐ সেনাপতি সেই উচ্ছৃঙ্খল যুদ্ধের সময় চুপে চুপে পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া তাঁহার মস্তকে এমনই সজোরে আঘাত করিলেন যে শিরস্ত্রাণ না থাকিলে মস্তক দ্বিখণ্ড হইত। হার্ব্বিসের তরবারি তাহার হস্ত হইতে পতিত হইল। তিনি তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই খালেদের অনুচরগণ তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। হতভাগ্য খ্রীষ্টিয়ানগণের উদ্যমশেষ হইল। একজন ব্যতীত অন্য সকলেই হত বা বন্দী হইল। ঐ ব্যক্তি এই শোচনীয় সংবাদ প্রদান করিতে কনষ্টান্টিনোপলে প্রেরিত হইয়া সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিল।

জোনাস্ আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সঙ্গীয় মুসলমানগণ

তাহার নূতন গৃহীত ধর্ম্মের উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বলিল, 'অদৃষ্টের পুস্তকে একথা লিখিত ছিল যে, তুমি ঐ ললনাকে কখনও পাইবে না। শান্ত হও, অবশ্যই ঈশ্বরের ভাণ্ডারে তোমার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক সুখ রহিয়াছে।' ফলতঃ তাহাই হইল। রফী ইবিন্ ওমীরা তাহার আড়ম্বরে আকৃষ্ট হইয়া সুন্দরীর শিরোভূষণস্বরূপা বন্দী সম্রাটতনয়াকে জোনাসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। খালেদ তাহাতে সম্মত হইয়া বলিলেন সম্রাট অর্থ দ্বারা তাঁহার কারামোচন না করিলে সম্রাটতনয়া জোনাসেরই রহিবে।

[illegible] আর বিলম্ব করার দরকার নয়। এই দুঃসাহসিক অনুসরণে তাহারা শত্রুরাজ্যের ১৫০ মাইল অতিক্রম করিয়াছে, পলায়ন সময়ে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করার বিচিত্র ছিল না। সুতরাং প্রবঞ্চিতে অবতর সকলে পূর্ণ করিয়া এবং বন্দীগণকে সঙ্গে লইয়া মুসলমানগণ দ্রুতগতিতে আমাকসাভিমুখে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে তাহারা একদিন ধূলিরাশি উঠিতে দেখিয়া ভীত এবং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়। কিন্তু পরিশেষে প্রকাশ পাইল যে তাহারা শত্রুবেশে আগমন করে নাই, সম্রাট আপন কন্যা পুনঃপ্রাপ্তির প্রার্থনায় দূত প্রেরণ করিয়াছেন। [illegible] দয়ার্দ্রচিত্ত সম্রাটতনয়ার মুক্তি প্রার্থনা করিলেন, তাহার সঙ্গের বহুসংখ্যক অনুচর শান্তভাবে রহিল। তেজস্বী মুসলমান সেনানায়ক অর্থ না লইয়া তাহার কারামোচন করিলেন। এবং বলিলেন 'এই ললনাকে লইয়া যাও। কিন্তু তোমার প্রভুকে বলিও আমার ইচ্ছা যে ইহার পরিবর্ত্তে তাহাকেই গ্রহণ করি। তাহা হইতে সমস্ত স্থান অধিকার না করা পর্য্যন্ত আমার এই যুদ্ধের শেষ হইবে না।'

জোনাসের এই ক্ষতিপূরণ জন্য তাহাকে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা প্রদত্ত হইল; উদ্দেশ্য এই যে ঐ অর্থ দ্বারা বন্দীগণ মধ্য হইতে একটি ভার্য্যা ক্রয় করিয়া লইবে। কিন্তু সে আর পার্থিব প্রণয়পিপাসু রহিল না। প্রকৃত গোঁড়া মুসলমানের ন্যায় পরকালে কজ্জলনয়না অপ্সরা লাভ কামনা করিতে লাগিল। তদবধি সে এই নূতন ধর্ম্মে এবং নূতন সহধর্ম্মীসংবাসে এত প্রীত ও অনুরক্ত হইল যে, পিতৃপৈতামহিক ধর্ম্মের, বা বাল্যসহচরগণের প্রতি কখনই তাহার তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। সে দীর্ঘকাল অতি বিশ্বস্তের ন্যায় মুসলমানদিগের কার্য্য করিয়া পরিশেষে যাম্মুকের প্রসিদ্ধ সম্মুখযুদ্ধে হত, সুতরাং মহম্মদের অঙ্গীকৃত স্বর্গের স্বামী তাহার নিকট উন্মুক্ত হয়।

মুসলমান ইতিহাসলেখকগণ জোনাসের মৃত্যু সম্বন্ধে উল্লিখিত মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মুসলমান পুরাবিদ্ আলওয়েকদী নামক বগদাদের সুপ্রসিদ্ধ কাজী আরও কিছু সংযোগ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, রফী ইবিন্ ওমীরা জোনাসকে তাহার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখিয়াছেন। জোনাস বহুমূল্য পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া স্বর্ণপাদুকাসহ এক পুষ্পশোভিত নিকুঞ্জবনে ভ্রমণ করিতেছিল। সেই স্বাপ্নিক অবস্থায় জোনাস রফীকে বলিল ঈশ্বর তাঁহার কৃপা

কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া সম্প্রতি কজ্জলনয়না স্বর্গীয়া অপ্সরা প্রদান করিয়াছেন; তাঁহাদের প্রত্যেকেই এত সুন্দরী যে, চন্দ্র সূর্য্য তাহাদের সৌন্দর্য্যপ্রভায় নিকটে হতশ্রী ও মলিন দেখায়। রফী এই বিবরণ খালেদকে বলিলেন; খালেদ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন, এবং বলিলেন 'যে ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্মের জন্য বীরবৎ প্রাণত্যাগ করিতে পারে, সেই প্রকৃত সুখী, জোনাস্ তাঁহারই একজন'।

খালেদ নির্ব্বিঘ্নে আপন দলবল সহ ডামাস্কসে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তন্নগরস্থ আপন সৈন্যগণ কর্ত্তৃক উল্লাসে গৃহীত হইলেন। তাঁহারি জন্য সকলে ভীত হইয়াছিল।

খালেদ এক্ষণে লুণ্ঠন দ্রব্যসমূহ বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সৈনিক ও সৈন্যগণকে চারিভাগ বিতরণ করিয়া পঞ্চম ভাগ সাধারণ ধনাগারে খলিফার নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি একসুদীর্ঘ পত্রে ডামাস্কস্ অবরোধ ও অধিকার বিবরণ, আবু ওবীদার সহিত নাগরিক গণের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে বিবাদ, এবং পরিশেষে নির্ব্বাসিতগণকে অনুসরণ পূর্ব্বক সর্ব্বস্বগ্রহণ করা প্রভৃতি সবিস্তার লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস রহিল যে খলিফা এবং অন্যান্য প্রকৃত মুসলমানগণ আবু ওবীদার শান্ত প্রকৃতি রাজনীতি অপেক্ষা তাঁহার তরবারি-নীতিই প্রকৃষ্ট বলিয়া অনুমোদন করিবেন।

নিয়তির গতি অপরিবর্ত্তনীয়। মুসলমানদিগের এই প্রসিদ্ধ যুদ্ধ বিবরণ খলিফা জ্ঞাত হইতে পারিলেন না। যে দিন ডামাস্কস্ হস্তগত হয়, খলিফা আবুবেকার সেই দিনই মদীনায় মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন।

আরবীয় ঐতিহাসিকগণ তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ লিখিয়াছেন। আবুল্‌ফেদা বলেন একজন ইহুদি অন্নের সহিত বিষ মিশাইয়া দিয়াছিল। [illegible] খলিফার কন্যা আয়েষা বলেন, একদিন অত্যন্ত অধিক শীত ছিল, সেই দিন স্নান করাতে তাঁহার জ্বর হয়; ঐ জ্বরই মৃত্যুর কারণ। এই বিবরণ অধিক সম্ভবপর বোধ হয়। আসন্ন সময়ে তিনি আদেশ করিলেন যে তাঁহার বন্ধু ওমার তাঁহার অভাবে খলিফা হইবেন।

(ক্রমশঃ)

সমালোচন।

১। 'শাক্যসিংহ। শ্রীতারকেশ্বর চৌধুরী প্রণীত মূল্য আট আনা।'—বঙ্গভাষা মাটিকে যত্নেতে উপযুক্ত হইয়াছে। এ-সময়ে যুখনকখানি ঐতিহাসিক, অথবা ধর্ম্মবিষয়ক, অথবা নীতিবিষয়ক পুস্তক দেখিলে আমাদের হৃদয়ে প্রীতি ও আশার সঞ্চার হয়। শাক্যসিংহ দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে ঐ রূপ প্রীতি ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু ইহার কতক দূর পড়িয়াই দেখিলাম যে ইহা একখানি ছদ্মবেশী নভেল বা প্রীতি

হাসিক উপন্যাস। 'শাক্যসিংহের জীবনের কয়েকটি ঘটনা, লেখক Max Muller's chips from a German workshop হইতে সংগৃহীত করিয়াছেন। বোধহয়, দু একটী ঘটনা ললিতবিস্তার হইতেও সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এই সামান্য ভিত্তির উপর লেখক স্বকীয় কল্পনাবলে এক প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য উত্তোলন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হর্ম্ম্যটি তাঁহার কুরুচির পরিচায়ক। বুদ্ধের ধর্ম্ম, বুদ্ধের নীতি, বুদ্ধের জিতেন্দ্রিয়তা ভারতবর্ষের বড় গৌরবের, বড় আদরের বস্তু। শুদ্ধ ভারতবর্ষে কেন, সমস্ত Indo-European জাতি বুদ্ধের এই সমস্ত কীর্ত্তিকলাপ লইয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। যদি বুদ্ধের জীবনীর কোন অংশ অন্যের সম্মুখে বিনাস্ত হইবার যোগ্য হয়, তবে তাহা তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচার। দান, তীর্থদর্শন, যাগ, যজ্ঞ, পূজা, অর্চ্চনা প্রভৃতিতে মুক্তি হইবে না। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্ প্রভৃতি অধ্যয়নে মুক্তি হইবে না। যদি মুক্তি চাও তবে ইন্দ্রিয় সংযম কর। সংসারের মায়া মোহ বর্জ্জন কর। ন্যায় পথে চল। সকল প্রাণীতে প্রীতি কর। [illegible] হিংসা বর্জ্জন কর। বুদ্ধের এই সমস্ত উপদেশ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর অংশ। কিন্তু কি কি কারণে শাক্যসিংহলেখক তাঁহার পুস্তকে [illegible] বিলুণ্ঠিত করিয়াছেন? শাক্যসিংহের না [illegible] উদ্যানে চিরবসন্ত [illegible] করিত। [illegible] সেখানে 'ইন্দ্রিয় [illegible] বুদ্ধিবি[illegible]কারী, এ সব অবশ হইয়া উঠিত। এক্[illegible] [illegible], তাহার উপরে কোকিল ঝঙ্কার' ইত্যাদি। শাক্যসিংহ জন্মিলে পর, রাজবাড়ীতে কি কি রকম আমোদ প্রমোদ হইয়াছিল, বারবনিতারা কেমন করিয়া তথায় নাচিয়াছিল, তাহার বর্ণনায় পাঁচপাতা গেল। শাক্যসিংহের মাতার মৃত্যু হইল। শাক্যসিংহের পিতা তখন কয়বার হা প্রেয়সী যো প্রেয়সী, কোথায় প্রেয়সী বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় পাঁচ পাতা গেল। শাক্যসিংহ বনে গেলেন। তখন তাঁহার প্রিয়পত্নী গোপা কয়বার হা প্রাণনাথ, যো প্রাণনাথ বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় পাঁচপাতা [illegible] শাক্যসিংহ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার স্ত্রী নিজ পরিচারিকাগণের সহিত কিরূপ রসালাপ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় আরও পাঁচপাতা গেল। এইরূপে আট আনার পুস্তক খানি ছাই মাটীতে পুরিয়া গেল। বুদ্ধের ধর্ম্ম কি ছিল, শাক্যসিংহ কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, শাক্যসিংহের উপদেশই বা কিরূপ ছিল তাহা আর বলা হইল না। অশোকা শরীরের বৃদ্ধি[illegible] একটী চুবিয়া খাইয়া নিজ উদর পরিপূর্ণ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। অথবা ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা নির্ব্বোধ। কি মিথ্যা কচকচলা ঢেঁকির কচকচি করে। বুদ্ধের ধর্ম্ম লইয়া আমার কি হইবে? 'বা[illegible] বুদ্ধিমান, ব্রহ্মচারী, রসিক-চূড়ামণি [illegible] এমন শাক্যসিংহের জীবন চরিতটী দুই চারি রসের কথায় সারিয়া দিয়াছে। মৌক্ষমূলরের পিতামহও এরূপ করিতে পারিতেন না। ফলতঃ আমরা শাক্যসিংহ-প-

ছিল আপনাআপনি বলিয়া ফেলিয়াছিলাম।—

'অস্থানে পততা মতীব মহতা মেতাদৃশীঃ স্যাৎ গতিঃ'

অস্থানে পড়িলে মহৎবস্তুকেও এই দশা প্রাপ্ত হইতে হয়।

কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের (শাক্যসিংহ-লেখক) সঙ্গে আমাদের বিবাদ স্পৃহায় নাই। তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার কয়েক স্থল আমরা বুঝিতে পারি নাই। চৌধুরী মহাশয়কে আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিতে হইবে।

১

Max Muller বলেন

"Buddha was born at Kapailvastu, the capital of a kingdom of the same name situated at the *foot* of the mountains of Nepal, north of the present Oude."

চৌধুরী মহাশয় তর্জমা করিলেন

'পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান অযোধ্যার উত্তরভাগে নেপালপর্ব্বতের শিখরদেশে কপিলবস্তু নামে একটী রাজ্য ছিল।'

'Foot' মানে যে শিখরদেশ, ইহা চৌধুরী মহাশয় কোন অভিধান হইতে লিখিয়াছেন?

২ নং

Max Muller বলেন

"HiouenThsang saw the same monument at the edge of a large forest, on his road to Kusinagara, a city now in ruins, and situated about fifty miles E. S. E. from Gorakpore."

চৌধুরী মহাশয় তর্জমা করিয়াছেন

'বর্ত্তমান গোরক্ষপুরের পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব ঘোর অরণ্যাবৃত হায়নোৎসাঙ্গ সে কীর্ত্তিস্তম্ভ এখনও দেদীপ্যমান আছে। তাহার শিল্প কারুকার্য্য অতি মনোহর।... কিন্তু কালের কুটিল গতিতে সে নগর একণে একরূপ লয় প্রাপ্ত হইয়াছে'।

চৌধুরী মহাশয় যে কল্পনার তরঙ্গ লীলা দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে দোষ দিই না। কিন্তু হায়নোৎসাঙ্গ (Hiouen Thsang) যে একটী স্থানের নাম ইহা, কাহাকে কে শিখাইল? আমরা জানিতাম যে, হায়নোৎসাঙ্গ (Hiouen Thsang) একজন বিখ্যাত চীন দেশীয় পর্য্যটক। স্বয়ং Max Muller ও বলিয়াছেন Hiouen Thsang saw.

৩নং

Max Muller বলেন

"At that moment we may truly say that the fate of millions of millions of human beings trembled in the balance" P. 215 chips, Vol I.

চৌধুরী মহাশয় তর্জমা করিয়াছেন

'যে মুহূর্ত্তে বুদ্ধ সত্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন সেই মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ লোক বিভীষিকা ভূত হইয়া কম্পিতকলেবর হইয়া উঠিল।'

৬০ পৃষ্ঠা। শাক্যসিংহ

"Fate trembled in the balance"। ইহার তর্জমা হইল 'বিভীষিকাভূত হইয়া কম্পিত কলেবর হইয়া উঠিল'।

আমরা Bowd সাহেবের অনুবাদকে...

তিনি এই Baboo Translation টি অথবা Chowdhuri Translation টি তাঁহার Immortal Hints এর অন্তর্ভূত করিয়া লন।

৪নং

Max Muller বলেন

"He had attained the good age threescore and ten"

চৌধুরী মহাশয় তর্জ্জমা করিলেন

'তাঁহার বয়স দশাধিক ত্রয়োবিংশ বৎসর' ... দশাধিক ত্রয়োবিংশ' অর্থাৎ তেত্রিশ। ... score and ten মানে তিনকুড়ি ... দশ অর্থাৎ সত্তর। তেত্রিশ আর সত্তর প্রায় কাছাকাছি বটে। ইচ্ছা ছিল আর খানিক ক্ষণ চৌধুরী মহাশয়ের সহিত এইরূপ ... আমোদ করি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, সময় নাই। বোধ হয় বান্ধবে স্থানও কুলাইয়া উঠিবে না।

এতক্ষণ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে সামান্ত বিবাদ করিতেছিলাম। এক্ষণে তাঁহাকে একটি গুরুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।

বুদ্ধ যখন বাটীতে প্রত্যাগমন করেন, তখন চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে এইরূপে বর্ণিত করিয়াছেন।

সখিদের সঙ্গে নানারূপ প্রেমালাপ করিয়া বুদ্ধ অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়াছেন। ... বুদ্ধ সিংহাসনোপরি উপবেশন করিলে ... মুখ অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া বসন ... কুমারের প্রতি একবার কটাক্ষ ... অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে ... * * * * ... গোপা ... উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার হস্তে এক বিন্দু নেত্রজল পতিত হইল। * * * * অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া কথোপকথন আরম্ভ করিলেন; নানারূপ সুখালাপে নিশি যাপন করিয়া বুদ্ধ বহির্ব্বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।' আমরা পুস্তকের এই অংশটুকু পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। জটাবল্কলধারী, জিতেন্দ্রিয়, সংসারত্যাগী, সন্ন্যাসশ্রেষ্ঠ, ভিক্ষাজীবী বুদ্ধ বাসরঘরের বরের ন্যায় স্ত্রীর সঙ্গে পরম সুখে নিশি যাপান করিলেন! এ কি কথা! বুদ্ধের ধর্ম্মে স্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ করিতে নাই। বুদ্ধ নিজেই ঐ নিয়মের মস্তকে পদাঘাত করিলেন! চৌধুরী মহাশয়ের রুচিকে সহস্র ধন্যবাদ। তাঁহার শিক্ষা, দীক্ষা ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকেও সহস্র ধন্যবাদ!

বুদ্ধ বাড়ী প্রত্যাগমন করিলে কি কি ঘটনা হইয়াছিল, মোক্ষমুলর তাহা বিস্তারিত লেখেন নাই। মোক্ষমুলর বলেন—

'প্রায় বার বৎসর পরে বুদ্ধ পুনর্ব্বার কপিলবস্তুতে তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সময়ে তিনি নানা অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত করেন। এবং ঐ সময়েই শাক্যবংশীয় সকলেই তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার একজন প্রধান শিষ্যা হন।'

ইহাতে এমন কিছুই নাই যাহাতে চৌধুরী মহাশয়ের কল্পনাবিলাস সমর্থিত হইতে পারে।

বুদ্ধ বাটি প্রত্যাগমন করিলে কি কি ঘটনা হয়, Buddhism নামক পুস্তকে তাহা বিস্তারিত-রূপে বর্ণিত আছে। তাহার

কিয়দংশ আমরা পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

'যখন বুদ্ধ তাঁহার ধর্ম্মের ভিত্তি পত্তন করিতেছিলেন, এবং যখন বহুসংখ্যক লোক তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছিল, তখন তাঁহার পিতা শুদ্ধদান তাঁহার নিকট একটি দূত প্রেরণ করেন। দূত বুদ্ধের নিকট গিয়া বলে যে, তাঁহার পিতার মৃত্যুকাল অতি সন্নিহিত, এ সময়ে বুদ্ধের উচিত যে তিনি কপিল বস্তুতে গিয়া একবার তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তদনুসারে বুদ্ধ কপিলবস্তু যাত্রা করেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম অনুসারে গ্রামের অভ্যন্তরে নিবাস নিষিদ্ধ। সুতরাং বুদ্ধ গ্রাম-সন্নিহিত একটী উদ্যানে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। ঐ স্থানে তাঁহার পিতা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরদিন বুদ্ধ শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার পিতা ঐ সংবাদ শ্রবণে পীড়িত হইয়া বুদ্ধকে বলিলেন, "কেন বাপু আমাদিগকে কলঙ্কে ডুবাইতেছ? কেন তুমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছ? তুমি কি মনে কর যে আমি তোমার শিষ্যবর্গের আহার যোগাইতে সমর্থ নাই।"

বুদ্ধ—'মহারাজ, আমাদের বংশের রীতিই এই।'

মহারাজ—'আমরা জগদ্বিখ্যাত ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমাদের কেহ কোন পুরুষে ভিক্ষা করে নাই।'

বুদ্ধ—'আপনি এবং আপনার পরিবারস্থ সকলে ক্ষত্রিয় বংশ-সম্ভূত; কিন্তু আমি ... (Prophets) বংশ-সম্ভূত। বুদ্ধেরা সকলেই ভিক্ষাজীবী ছিলেন।' এই বলিয়া বুদ্ধ নিজ পিতার নিকটে নিজ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন। বুদ্ধের পিতা কোন উত্তর না দিয়া বুদ্ধের হস্ত হইতে কমণ্ডলু গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে নিজগৃহ অভিমুখে লইয়া গেলেন। পরিবারস্থ সকলে তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে আসিল। কিন্তু যশোধরা (গোপা) আসিল না। গোপা বলিল 'যদি আমার কিছু গুণ থাকে, তাহা হইলে তিনি নিজেই এখানে আসিবেন। আমি এখান হইতেই তাঁহার অভিনন্দন করিব।' যখন বুদ্ধ দেখিলেন যে গোপা আইসে নাই, তখন তিনি দুইজন শিষ্য সমভিব্যাহারে গোপার নিকটে গেলেন। যদিও রমণীর অঙ্গস্পর্শ তাঁহার ধর্ম্মে নিষিদ্ধ, তথাপি তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন 'যদি গোপা আসিয়া আমার আলিঙ্গন করে, তাহা হইলে তাহাকে নিষেধ করিও না।' যখন গৈরিকবসন-পরিহিত, ... মুণ্ডিতশীর্ষ, সন্ন্যাসবেশধারী বুদ্ধ ... সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন তখন গোপা আর থাকিতে পারিলনা। সে ভূপৃষ্ঠে অবলম্বিত হইয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বুদ্ধের পিতা গোপার ঐ বৌদ্ধধর্ম্ম নিষিদ্ধ ব্যবহার দেখিয়া বুদ্ধকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন 'গোপা তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না। তুমি এখান হইতে গেলে পর, গোপা সকল আমোদ প্রমোদে ... করিয়াছে। গোপা একবেলা আহার করিত এবং ... মাটীতে চাটাই পাতিয়া ... কাটাইত।' এক্ষণে

জীব[illegible]ভার।

"I slept, and dreamt that life was Beauty ;
I woke, and found, that life was Duty."

এই দুর্লভ মানবজীবন অনেকের পক্ষেই এক দুর্ব্বহ ভার। শোক নাই, দুঃখ নাই, ভোগাবস্তুর অভাব নাই, অন্য কোনরূপ অভাবেরও তাড়না নাই ;—তথাপি হৃদয় স্ফূর্ত্তিহীন, চক্ষু নিস্তেজ, মুখচ্ছবি বিষাদে মলিন। দিন যায় রাত্রি আইসে, রাত্রি যায় দিন আইসে, আবার রাত্রি, আবার দিন ;—আলোর পর অন্ধকার, অন্ধকারের পর আলো ; সূর্য্য উঠিতেছে ও অস্ত যাইতেছে, আবার উঠিতেছে ও আবার অস্ত যাইতেছে,—এক দুই তিন করিয়া ঘটিকাযন্ত্রের অশ্রান্তগতি লৌহ-হস্ত ঘুরিয়া আসিতেছে ও ঘুরিয়া যাইতেছে ; কিন্তু সময় কিছুতেই ফুরাইতেছে না, জীবনের অসহ্য ভার কিছুতেই কমিতেছে না, আত্মা কিছুতেই উৎসাহিত হইতেছে না। সুখের সহস্র সামগ্রী উষার প্রথম জ্যোতিতে চারিদিকে হাসিতেছে, প্রীতি ও মমতা প্রভাত-সমীর-সঞ্চালিত তরঙ্গিণীর ন্যায় প্রমোদ-লহরীতে খেলা করিতেছে, সুখের আনন্দপ্রবাহ হৃদয়ের চতুপার্শ্বে অমৃতধারায় বহিয়া [illegible]ছে,—কিন্তু [illegible] কিছুতেই উঠিতেছে [illegible] রাত্রির বিজলির মত [illegible] হাসি ফুটিতেছে, অথচ সে হাসি [illegible]—দৃষ্টি [illegible] চির-নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াও [illegible] সঙ্গীত, সাহিত্য, সুধিজনের সংসর্গ, [illegible] আমোদ, [illegible] আহ্লাদ, চিত্রের তুলিকা, পর্য্যায়ক্রমে আদৃত, পরীক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইতেছে। অন্তর কিছুতেই নিবিষ্ট হয় না। ইহা কি?

জীবনের এ অবস্থা যে অস্বাভাবিক, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কারণ যাহা স্বাভাবিক, তাহা স্বাস্থ্যকর, এবং যেখানে স্বাস্থ্য, সেখানেই প্রীতির পবিত্র উচ্ছ্বাস ও প্রফুল্লতা। যদি এ অবস্থা স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে হৃদয় ইহাতে এরূপ অবসাদগ্রস্ত রহিবে কেন? যাহার হৃদয় স্বভাবানুজাত স্বাস্থ্যসুখের প্রাণপ্রদ স্পর্শে শীতল রহে, এ সংসার তাঁহার কামাকানন অথবা কার্য্যভবন। পর্ব্বত অবধি পুষ্পস্তবক পর্য্যন্ত এ পৃথিবীর সমস্ত বস্তুতেই তাঁহার প্রীতি আছে। বিদ্যুতের বিনোদ নৃত্য, বজ্রের ভীম গর্জ্জন, বৃষ্টি বাত, শীত গ্রীষ্ম, ফুল, ফল, লতা, পাতা, বিহঙ্গের বন্যগীত, বনচরের উদ্ভ্রান্ত প্রেম ইহার কিছুই তাঁহার নিকট সুখ-শূন্য নহে ; এবং মনুষ্যের সুখ দুঃখ সম্পদ্ বিপদ্, শস্যের হ্রাস বৃদ্ধি, শিল্পের বিকাশ, বিজ্ঞানের প্রচার, বাণিজ্য ও রাজকার্য, সমাজের উন্নতি ও অধোগতি, নীতির নূতন সংস্করণ এবং জাতিবিশেষের উত্থান ও পতন ইহার কিছুই তাঁহার নিকট নিঃসম্পর্ক বিষয় নহে। তিনি আপনাতে অনুরক্ত, অতএবই সংসারে লিপ্ত ও সংসারে আসক্ত। তাঁহার কর্ত্তব্যের আর

অবধি নাই। কিন্তু আমরা মনুষ্যমনের যে অবস্থাকে আঁকিয়া তুলিতে যত্নবান্ হইয়াছি, মনুষ্য যখন সেই অবস্থায় উপনীত হয়, তখন সে আপনাতেই আপনি বিরক্ত, অন্য কিছুতে তাহার অনুরাগ থাকিবার সম্ভাবনা কি? তখন সৃষ্টি থাকুক, কি সৃষ্টি বিলুপ্ত হউক, তোমার সমাজ ও সামাজিক বন্ধন সুরক্ষিত রহক কি উচ্ছিন্ন যাউক, উভয়ই তাহার নিকট সমান কথা। তখন সে যৌবনে জরাজীর্ণ; বাহিরের বসন্তসমীর তাহাকে কিরূপে দোলায়িত রাখিবে? তখন সে আপনার অন্ধকারে আপনি আচ্ছন্ন; জগতের কোন আলো তাহার চক্ষু আকর্ষণ করিবে? সুতরাং এ বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ রহিতে পারে না যে, এই অবসাদ, এই অনুৎসাহ, এই গ্লানি ও এই ভার এক ভয়ানক রোগ। কিন্তু হায়! এই রোগের আদিমূল কোথায়? যদি ইহা রোগ বলিয়াই অবধারিত হইল, তবে কি ইহার প্রতিবিধান নাই?—মনুষ্য শরীরসম্পর্কে অতিসামান্য রোগের প্রশমনের জন্যও প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকে,—অথচ যে রোগে তাহার জীবনের সকল আশাই উন্মূলিত হয়,—জীবনের পারিজাত কানন ইহলোকেই মরু অক্ষর মূর্ত্তিধারণ করে, তৎপ্রতি কি কেহই ফিরিয়া চাহিবে না?

আমরা মানবপ্রকৃতির গতি ও পরিবর্ত্তরীতি যেরূপ পাঠ করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের এই বিশ্বাস [illegible] মানসিক ব্যাধি দুইটি মহাপাপের [illegible], এবং সেই দুইপাপ,—জীবনের [illegible] ও আলস্য।

[illegible] সূর্য্যতেজ ও মরুৎ প্রভৃতি ভৌতিক [illegible] কার্য্য এবং চক্ষু কর্ণ ও হস্ত পাদ প্রভৃতি শারীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যেমন এক একটি নির্দ্দিষ্ট প্রয়োজন আছে, প্রতিমনুষ্যনিহিত জীবনীশক্তিরও সেইরূপ একটি স্থির-নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। মনুষ্য ধনী হউক কি নির্ধন হউক, সে সিংহাসনের প্রান্তভাগে কিংবা প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকে জন্মগ্রহণ করুক, অথব আপনার ললাটপট্টে দুঃখ ও দুর্গতির সর্ব্ব প্রকার লাঞ্ছনা ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসুক, তাহার জন্ম ও জীবন শিশুর লোষ্ট্র-ক্ষেপের ন্যায় নিরর্থক নহে। বুদ্ধ, খৃষ্ট, গ্যালিলিয়ো এবং রাম, যুধিষ্ঠির ও ম্যাজিনি প্রভৃতির জীবন যেমন সাধারণ ও বিশেষভাবে বিধিনির্দ্দিষ্ট; যাহাদিগকে কেহ চিনে না, জানে না, মনুষ্য বলিয়া গণনায় আনে না, —মনুষ্যজ্ঞানে নিকটে আসিতে দেয় না, সেই অপরিচিত-নামা অলক্ষিত ব্যক্তিদিগের জীবনের লক্ষ্যও সাধারণ ও বিশেষভাবে সেইরূপ বিধিনির্দ্দিষ্ট। যে সংসারে অতি ক্ষুদ্র একটি বারিবিন্দুর উদয় ও বিলয়ও অনবচ্ছিন্ন অব্যভিচারিত নিয়মশৃঙ্খলা দ্বারা অনুশাসিত,—অতিক্ষুদ্র একটি অঙ্গারকণাও অপচয়ে যাইতে পারে না অথবা নিয়তির শাসন লঙ্ঘন পূর্ব্বক নড়িতে চড়িতে সমর্থ হয় না; সেই সংসারে মনুষ্যের ন্যায় উন্নতজীব যে, কোন রূপ প্রয়োজনের অনুসরণ বিনা শুধু লীলা করিতে আসিবে এবং কিছুদিনের তরে লীলা করিয়াই তিরোহিত হইতে অধিকার পাইবে, এইরূপ কল্পনা করাও বুদ্ধির বিড়ম্বনা। বস্তুতঃ মনুষ্যমাত্রেরই জীবনের এক একটি লক্ষ্য আছে, এবং স্বভাব ও শক্তির অপূর্ব্ব

স্ফুরণ ও চরিত্রের অনন্যসাধারণ ... যাহার যে লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট কি নিরূপিত হয়, মানব-জীবনের সাধারণ নিয়মরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে সেই লক্ষ্যসাধনই তদীয় জীবনের অদ্বিতীয় অথবা প্রধান কার্য্য। ইহাতেই তাহার সুখ, এবং ইহাতেই তাহার সার্থকতা। এই লক্ষ্য স্থির থাকিলেই তাহার জীবনের কেন্দ্র স্থির। কিন্তু ...বশতঃ অনেকের বুদ্ধিতে ইহা ... হয় না,—অনেকের ইহা মনে থাকে না, এবং যাহাদিগের মনে থাকে, তাহাদিগের মধ্যেও অনেকেরই সেই লক্ষ্যের প্রতি স্থির দৃষ্টি রহে না। তাহারা ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, শক্তির দুর্ব্বলতায় হউক, কিংবা বিশেষ কোন প্ররোচনার প্রাবল্যে হউক, জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া জীবন তরীর হালি ছাড়িয়া দেয়, এবং অবস্থার নিষ্পীড়নে কিংবা সংসার-চক্রের আবর্ত্তনে যেখানে গিয়া ঠেকে, সেখানে বসিয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ় বৃক্ষের মত বিলাপ ও পরিতাপে দিনপাত করিতে রহে। তখন তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত জীবনের দুর্ব্বহ ভারে,—স্বপ্নে ও জাগরণে সকল সময়েই সেই অসহ্য ভার। এইরূপ জীবন উদ্যাপন করা যে যার পর নাই ক্লেশকর,—জীবন এইরূপে দুর্ভর হইয়া উঠিলে কুসুমশয্যাও যে কণ্টকাকীর্ণ জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান অনাবশ্যক।

জীবনের লক্ষ্যভ্রংশ যেমন পাপ, আলস্যও তেমনই এক গুরুতর পাপ এবং উভয়েরই আরম্ভ ও অবসান সমানরূপে ভয়ঙ্কর। আলস্য অপেক্ষা কি পরিহাসের কথা ...। চিন্তাশূন্য মত্ত মূর্খেরা আলস্যকে দুঃখের বিশ্রাম বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে; খট্টারূঢ় যুবজনেরা আলস্যে আমোদের ক্ষণিক আভা দেখিয়া ভ্রমে পড়িতে পারে, এবং ভ্রমর-প্রকৃতি কবিসম্প্রদায়ও আলস্যকে হৃদয়ের বিলাস বলিয়া কল্পনার বিলোল চিত্রে চিত্র করিতে পারেন; কিন্তু বিজ্ঞানের নিষ্ঠুর চক্ষে আলস্য অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণাজনক কলঙ্ক ও লজ্জাজনক দুষ্কৃতি আর নাই। আলস্যের ন্যায় অকার্য্য। উহা মানব-জীবনরূপ কল্পতরুর কোটরস্থ বহ্নি। এক বার যদি উহা অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে সমস্ত বৃক্ষটিকে ভস্মরাশি না করিয়া আর উহা বাহির হয় না। উহা হৃদয়-কুসুমের কীট। উহারি বিষ-দন্ত আশার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত চর্ব্বণ করিয়া ফেলায়। উহা শক্তিরূপ সুবর্ণের শ্যামিকা। আগুণে না পোড়াইলে, সে দুরপনেয় মলিনতা আর কিছুতেই প্রক্ষালিত হয় না। উহাই প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনের ভার,—অরোগে রোগ, অশোকে শোক, অদুঃখে দুঃখ, অতাপে তাপ। যাহার বুদ্ধির জ্যোতি দেশব্যাপী অন্ধকারকে ভেদ করিয়া সত্যের গৌরব বিস্তার করিবে বলিয়া আশা ছিল, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে চাটুবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কোন এক ধনিসন্তানের চিত্তবিনোদনে রত! যে সমুচ্ছিত বট বৃক্ষের ছায়ায় বহু সহস্র প্রাণীর আশ্রয়স্থল হইবে আশা ছিল, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে মুঞ্জরিত ভিক্ষান্নের জন্য লালায়িত ... উদয়োন্মুখী প্রতিভা দর্শনে ... পুলকে পূর্ণ হইয়া নাচিয়া ছিল, ...লস্যের প্রসাদাৎ আজি সে পরান্ন উচ্ছিষ্টে প্রতিপালিত। যাহার

নবোদ্ভূত ...্যার কমনীয় কান্তি দেখিয়া অনেকেই বাহু তুলিয়া অভিবাদন করিয়াছিল, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে উদরের জ্বালায় কারারুদ্ধ। যাহার হৃদয়নিহিত তেজস্বিতা,—যাহার আকাঙ্ক্ষা, আস্পর্দ্ধা, অভিমান ও অধ্যবসায় সমীপস্থ সকলের মনেই বিস্ময় জন্মাইয়াছিল, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে অকলবদ্ধ মর্ম্মসন্ত্রিবৎ যে এক সময়ে পুরুষের মধ্যে পুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র পূজা পাইয়াছিল;—যাহার দৃষ্টি দামিনীর দুঃসহ দীপ্তির ন্যায় সহস্র দৃষ্টি শাসন করিত, যাহার জিহ্বা সহস্রাধিক হৃদয়কে নিত্য নূতন তরঙ্গে তরঙ্গায়িত রাখিত, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে সকলের কাছেই উপেক্ষিত ও অবহেলিত, সর্ব্বত্রই পাদদলিত। আলস্যের প্রথম ছায়াপাতেই জীবনের সকল উদ্যম এইরূপে বিনষ্ট হয় এবং জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠে; ইহার পরিণাম যে কি হইতে পারে, তাহা কয় জনে ভাবিয়া দেখে?

মনুষ্যের হৃদয় যে সমস্ত কার্য্যকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করে, মনুষ্য সেই সমস্ত কার্য্যে আপনা হইতে আপনি প্রথমতঃ আসক্ত হয় না। পাপের দুর্গন্ধময় বিকটচ্ছবি তাহার চিত্তে কেমন এক প্রকার বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা জন্মায়, এবং সে উহা হইতে ভয়ে ভয়ে দূরে রহিয়াছে,—দূরে রহিতে পারিলেই ভালবাসে। কিন্তু আলস্য যখন হৃদয়কে অসার করিয়া তুলে—যখন আলস্যের প্রভাবে হৃদয়ের স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য বিনাশ পায়; স্বাভাবিক ক্ষুধা তৃষ্ণা বিকৃত হইয়া যায়;—যখন অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই সেই কেমন এক শূন্য শূন্য ও পুরাতন শূন্যতায় পরিপূর্ণ জ্ঞান হইতে থাকে,—তখন পাপজন্য পরিবর্ত্তনের নূতনতাও নিতান্ত প্রীতিকর হইয়া উঠে; এবং যাহাদিগের অধঃপাত অন্য কোন প্রকারে আশঙ্কিত হয় নাই, আলস্যের শূন্যহৃদয়তাই তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন অধঃপাত সাধন করে। কিছুই ভাল লাগে না, অতএব কিছু একটা হইলেই যেন বাঁচি, এই এক চিন্তাই তখন হৃদয়ের একমাত্র চিন্তা, এবং বোধ হয় এই চিন্তাই অনেক দুঃখদগ্ধ ও ভাবাক্রান্ত জীবনের আদি কাহিনী ও শেষ ইতিহাস।

আর এক প্রকারে দেখিতে গেলে, আলস্য ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ভয়াবহরূপে প্রতিভাত হয়। আমরা দেখাইয়াছি যে, আলস্য আর অকর্ম্মণ্য জীবন এক কথা। কিন্তু যাহাকে অকর্ম্মণ্য জীবন বল, তাহারই অপর অর্থ আত্মদ্রোহ, সমাজদ্রোহ ও বিশ্বদ্রোহ। অতএব যে অলস, সে এই ত্রিবিধ অপরাধেই সর্ব্বপ্রকারে দণ্ডাই ও নিগ্রহ-ভাজন।

প্রথমতঃ আত্মদ্রোহ। প্রকৃতি তোমাকে চক্ষু দিয়াছেন, তুমি সেই চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া অন্ধ হইয়া রহিলে। প্রকৃতি তোমাকে শ্রুতি দিয়াছেন, তুমি শ্রুতি সত্ত্বেও বধির হইয়া রহিতে তুষ্ট পাইলে। ইহা আত্মদ্রোহ। কেন না ইহাতে তোমার আত্মার ক্ষতি। আর, প্রকৃতি তোমাকে বুদ্ধি ও মনস্বিতা দিয়াছেন, বুদ্ধি ও মনস্বিতার স্ফুর্ত্তি চিত্ত বিকাশেই তোমার প্রকৃত মনুষ্যত্ব। কিন্তু তুমি আলস্য বশতঃ সেই বিকাশের পথে ইচ্ছা সহকারে কাটা দিলে, অথবা আপনার উৎকর্ষ সাধনে আলস্যের হেলায়

খেলায় উপেক্ষা করিয়া ক্রমে একটি পশু হইলে। ইহাও আত্মদ্রোহ। কেন না ইহাতেও তোমার আত্মার অতীব শোচনীয় ক্ষতি। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আলস্যে ও আত্মদ্রোহে কার্য্যতঃ কিছুই প্রভেদ নাই। কারণ, আলস্য বুদ্ধি ও হৃদয় প্রভৃতি সমস্ত মনোবৃত্তিকেই অপ্রাকৃত করিয়া রাখে এবং আত্মহত্যারূপ আসুর কার্য্যে একদিনে যাহা সম্পাদিত হয়, আলস্যও একটুকু একটুকু করিয়া ধীরে ধীরে ঠিক তাহাই সম্পাদন করে। কিন্তু মনুষ্যের কি ভ্রম! যে কোন অসহ্য মনস্তাপে কিংবা অসহ্য শোকে একদিনে আত্মহত্যা করে, তাহাকে সকলেই বিশেষ রূপে শাসন করিতে চাহে, অথচ, যে বিনা শোকে ও বিনা মনস্তাপে ক্রমে ক্রমে আত্মহত্যা করিতে রহে, তাহাকে কোনরূপ শাসনের অধীনতায় আনিতে কেহই সেরূপ যত্নবান্ নহে। এই উভয়ের মধ্যে অধিকতর নিন্দা কার?

দ্বিতীয়তঃ সমাজ-দ্রোহ। আলস্যের ফল যদি শুধু আত্মদ্রোহেই পর্য্যবসিত হইত, তাহা হইলে যতই কেন দুর্ব্বল হউক না, বলিবার একটা কথা ছিল। বলিতাম, আমার গলায় আমি সাধ করিয়া ছুরি দিব. তোমার তাহাতে সুখ দুঃখ কি? আমার চক্ষু আমি আপনি উৎপাটন করিয়া ফেলিব, আমার কর্ণ আমি দগ্ধ শলাকাদ্বারা বেধ করিয়া বধির হইয়া থাকিব, আমার ভূমি আমি [illegible] পতিত রাখিয়া আপনার চিত্ত পরিতৃপ্ত করিব, তোমার তাহাতে আসে যায় কি? এবং তুমি কেন সেই জন্য বৃথা অশ্রুবিসর্জ্জন করিবে অথবা আমাকে বৃথা নিগ্রহ করিতে সমুদ্যত [illegible] তোমার ও আমার উভয়েরই বিরক্তি জন্মাইবে? কিন্তু সামাজিক ধর্ম্ম আলস্যের এই গর্ব্বিত উক্তিতে মুহূর্ত্তের তরেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া. ন্যায়ের অটল ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হয়, এবং যে অলস, সে যে আত্মদ্রোহিতাতেই সমাজদ্রোহী এই সত্য নির্দ্দেশ করিয়া তাহার প্রতিদণ্ডবিধান করে।

দেখ, আলস্যে কত প্রকারে সমাজদ্রোহ। সমাজযন্ত্রের প্রত্যেক অঙ্গই অন্য অঙ্গ কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট রহে, এবং যে অঙ্গ যে পরিমাণে অন্যদীয় বল শোষণ করিয়া লয়, সেই অঙ্গ সেই পরিমাণে প্রতিদানে আপনার প্রাণবল প্রদান করিয়া সামাজিক শক্তির সাম্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে। কিন্তু যে অলস, তাহার শোষণ আছে, প্রতিদানে পর-পোষণ নাই। সে লয় অথচ কিছুই দেয় না। সে আদান প্রদান রূপ সমাজনীতির প্রত্যক্ষ পরিপন্থী, সুতরাং তাহার অস্তিত্ব সর্ব্বথা সমাজ যন্ত্রের ঘোরতর অনিষ্টকর। সমাজের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা সাধারণের শ্রম লব্ধ। সেই শ্রম শারীরিক হউক, কিংবা মানসিক হউক; কিন্তু কোনরূপ সম্পত্তিরই বিনা শ্রমে উৎপত্তি নাই। যে অলস, সে এই শ্রমের অংশ বহন করে না; কিন্তু শ্রম-লব্ধ বস্তুর ভাগ হরণ করিয়া সমাজের আংশিক দরিদ্রতার কারণ হয়। অপিচ, সমাজের যাহা কিছু বল, তাহা সাধারণের একতার ফল। কেহ বুদ্ধিবলে, কেহ বা হৃদয়-বলে, সমাজের পুষ্টিসাধন করে; এবং কেহ নীতিবলে, কেহ বা শারীরিক-বলে, সমাজের সামর্থ্য বর্দ্ধন করিতে

[illegible] আপন[illegible] রক্ষণ [illegible]রোধে [illegible] রহে। এইরূপ তিল তিল করিয়া ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকলের বলসমষ্টিই সমাজের সাধারণ বল। কিন্তু [illegible] অলস, সে, সমাজের বল বৃদ্ধি করিবে দূরে থাকুক, বা বিশীর্ণ মাংসপিণ্ডের মত সে সমাজের কণ্ঠে বিলম্বিত রহে এবং তাহার ভারবহনরূপ অনাবশ্যক কার্য্যেই সমাজ অকারণে অংশতঃ ক্ষীণবল হইতে থাকে। ইহাতে জ্যামিতির সিদ্ধান্তের ন্যায় অকাট্যরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে, যে অলস, সে সামাজিকতার সম্বন্ধে [illegible] তুল্যস্থানীয়। তস্কর যেমন [illegible] ও লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তেমনই দণ্ডা[illegible] নির্ম্মল দৃষ্টিতে এ উভয়ে কোন [illegible] কোন পার্থক্য নাই।

তুমি কে যে তুমি আলস্যের পর্য্যঙ্কোপরি অর্দ্ধশয়ান [illegible] সুধাহাস্য পরিহাসে সময়পাত করিবে; [illegible] আমি চৈত্রের রৌদ্র ও শ্রাবণের বৃষ্টি মাথায় বহিয়া তোমার জন্য ভোগ্য বস্তু আহরণ করিব? তুমি কে যে তুমি বিলাসের পুষ্পিত আবরণে অঙ্গ ঢাকিয়া বিরত বিলাসে বসিয়া থাকিবে; আর আমি গলদ্ঘর্ম্ম-কলেবরে তোমার জন্য পরিশ্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইব। হউক তোমার নাম হস্ত, আর আমার নাম পদ, অথবা তোমার নাম কেশ আর আমার নাম নখ। কিন্তু তুমি আর আমি উভয়েই যখন সমাজের অঙ্গ, তখন তুমি যদি হস্ত কিংবা কেশের কার্য্য না করিলে, আমি কেন তোমার সম্পর্কে পদ কিংবা নখের কার্য্য সাধনে রত রহিব? আমি দিবসের একার্দ্ধ মাত্র পরিশ্রম করিয়াই জীবন যাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করিতে পারি। কিন্তু আমাকে যে সেই স্থলে সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিতে হয়, এবং তাহাতেও আমার উপযুক্ত সংস্থান কি সংকুলন হয় না, তাহার কারণ তোমার ঐ আলস্য। আমি ও আমার সমান-ধর্ম্মী ব্যক্তিরা ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে ভাবে আমাদিগের কঠোর কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছি, তাহাতে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি জাতীয় দুর্গতির অভাবনীয় ক্লেশে ক্লিষ্ট হওয়া আমাদিগের পক্ষে সঙ্গত নহে। কিন্তু তথাপি যে আমরা সময়ে সময়ে সেই ক্লেশের কশাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া দৈন্যতাপে বাধ্য হইতেছি, তাহার কারণ তোমার ঐ আলস্য। আমি ও আমার সমশ্রেণিস্থ ব্যক্তিরা যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করিয়াছি, এবং সেই শিক্ষা ও দীক্ষার সাহায্যে আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা ও রুচি যেরূপ প্রসারিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, তাহাতে স্বাধীনতার অমল স্বর্গেই আমরা সর্ব্বতোভাবে অধিকারী। কিন্তু আমরা তথাপি যে, অধীনতার পঙ্কিল নিরয়ে কীটের মত পড়িয়া রহিয়াছি, তাহার কারণ তোমার ঐ আলস্য। অতএব তোমার ঐ আলস্যকে ধিক্, এবং যাহারা তোমার ঐ আলস্যের অনুকরণ কি অনুবর্ত্তন করিয়া, দুঃখের উপর দুঃখ দিতেছে,—সামাজিক দুঃখের ভার বাড়াইতেছে,—সামাজিক সুখের ক্ষতি ঘটাইতেছে, তাহাদিগকেও ধিক্।

তৃতীয়তঃ বিশ্বদ্রোহ। আলস্যের সহিত সমাজদ্রোহের কিরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা যাঁহারা বুঝিয়াছেন, আলস্যের সহিত বিশ্বদ্রোহিতার কিরূপ সম্পর্ক আছে, তাহা তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

এই বিশ্বের নিয়ম কার্য্যতৎপরতা,—এই বিশ্বের নিয়ম শ্রম। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যে কিছু পদার্থ আছে, প্রত্যেকেই কোন না কোন কার্য্য করিতেছে,—প্রত্যেকেই শ্রম-নিরত। প্রকাণ্ড সূর্য্য কিংবা প্রকীর্ণ পরমাণু;—অনন্ত নক্ষত্ররাজি অথবা অনন্তখদ্যোতমালা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জল, অগ্নি, বায়ু, ইহার কাহারও বিরাম নাই, কাহারও বিশ্রাম নাই। অদ্রির উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ কর, অথবা অন্ধকারাবৃত গিরিগুহা কি সাগর-গর্ভে প্রবেশ কর, দেখিবে কার্য্যের গতি সকল স্থলেই সমানরূপে অব্যাহত। বিশ্বের অনন্ত [illegible]মণ্ডল যেমন গ্রহ উপগ্রহ লইয়া অহোরাত্র নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে, সূর্য্যরশ্মি বিলসিত সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম ধূলিকণাও আপনার কার্য্যে তেমনই অহোরাত্র নিযুক্ত রহিয়াছে। জল চলিতেছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, বায়ু বহিতেছে, বিদ্যুতের অন্তঃস্রোত যাতায়াত করিতেছে;—পরমাণু সকল যোগে ও বিযোগে, সৃষ্টি ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে, এবং রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিবিধভাবে অনন্ত খেলা খেলিতেছে,—বিশ্বব্যাপী প্রাণপ্রবাহ ধ্বংস প্রাদুর্ভাবের বিবিধ লীলায় অনন্তকাল হইতে অনন্তকাল প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও ক্ষণকালের তরে যত্নের বিরতি নাই। আবর্ত্তের পর আবর্ত্ত, বিবর্ত্তের পর বিবর্ত্ত,—অঙ্কুরের পর পত্রোদগম, পত্রোদগমের পর মুকুল, মুকুলের পর ফুল, এবং পরিণতির পর পরিণতি ও প্রক্রিয়ার পর প্রক্রিয়া;—নিমেষের জন্যও অপরিহার্য্য[illegible]

সেই [illegible] নিবৃ[illegible] নাই [illegible] অভ্রান্ত [illegible] মধ্যে মনুষ্যের আলস্যজনিত অকার্য্য কিরূপ নিসর্গনিয়ম-বিরুদ্ধ, অ[illegible]ত [illegible], তাহা চিন্তা করিলেও এইরূপ শরীর কণ্টকিত হয়। ইহার পরও কি জিজ্ঞাসা করিবে, যে, অলসের জীবন কেন এইরূপ দুর্ব্বহ ভার?

জীবনের ঐ ভার প্রকৃতির অঙ্কুশ-তাড়না; আসন্ন বিপত্তির পূর্ব্বলক্ষণ অথবা আরব্ধ ব্যাধির পূর্ব্বযাতনা। উহার অর্থ—শঙ্কিত হও,—সাবধান হও,—ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। মনুষ্য যখন, জী[illegible] ভারে ঐরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে, [illegible]তি তাহাকে অস্ফুটস্বরে উপদেশ [illegible], কার্য্য কর এবং জীবনের কার্য্যে তৎপর হও, নচিলে জীবনে সজীবতা নাই। [illegible] হৃদয়ের স্বাস্থ্য ও আত্মার স্ফূর্ত্তি[illegible] মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে, [illegible]তি তাহাকে যন্ত্রণার অন্যাক্রশাসনে প্রকাশ্যস্বরে বুঝাইতে থাকেন যে, কার্য্য কর এবং জীবনের কার্য্যে তৎপর হও; নহিলে জীবনে শান্তি নাই। মনুষ্য যখন আপনাকে ঐরূপে ছাড়িয়া দিয়া একবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে,—স্রোতের জলে তৃণের মত ভাসিয়া যায়, উত্থানের চেষ্টাও পরিত্যাগ করে, তখন প্রকৃতি তাহার পুনরুজ্জীবনের জন্য অনুতাপের অক্ষয় বেদনায় এইরূপ আদেশ করেন যে,—সময় থাকিতে উত্থিত হও,—সময় থাকিতে [illegible] আশ্রয় লও,—বিধাতার এই [illegible] কর্ম্মণ্যের স্থান নাই।

রাজপুতানার ইতিহাস।

মিবার-বিবরণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

বল্লভীপুর ধ্বংস হওয়ার পূর্ব্বে রাণাদিগের উপরিতন পুরুষদিগের বিবরণ সম্যক্‌রূপে জানিতে পারা যায় না। [illegible] যে জগদ্বিখ্যাত সূর্য্যবংশীয় এবং রামের জ্যেষ্ঠ পুত্র লব হইতে সমুৎপন্ন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই বটে, কিন্তু বংশপরম্পরাক্রমে তাঁহাদের [illegible] যে মিশ্রশোণিত প্রবাহিত হয় নাই, এ কথা কে অভ্রান্তরূপে বলিতে পারে? মহাত্মা টড্ আপনার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ "রাজস্থানের ইতিবৃত্ত" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে অনেক বিশ্বস্ত লেখকের অভিপ্রায় সঙ্কলন পূর্ব্বক রাণাদিগের বংশে মিশ্রশোণিতের প্রবাহ প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। টড্ সাহেবের গ্রন্থ ভ্রমপ্রমাদ পরিশূন্য এমন নহে, কিন্তু অদ্যাপি রাজস্থান সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় সত্যবাদী নিরপেক্ষ গ্রন্থকার নিতান্ত দুর্লভ; এই জন্যই আমরা তাঁহার সংগৃহীত অভিপ্রায়নিচয় সঙ্কলন পূর্ব্বক আলোচ্যের কৌতূহলোদ্দীপ্ত পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণ করিতে বর্ত্তমান অধ্যায়ের অবতারণা করিয়াছি। আমরা এ মতের পোষক ছিলাম, তাহা স্পষ্টাভিধানে বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু যাহাতে কিছুমাত্র আস্থাস্থাপন সম্ভব আছে, তাহাই আমাদের পক্ষে অনুসরণীয়।

রাণাবংশে যবনশোণিতের সংস্রব বিষয়ের বিবরণ করিবার পূর্ব্বে শিলাদিত্য সম্বন্ধে এক অলৌকিক উপাখ্যান মাগধীভাষায় "উপদেশ প্রসাদ" গ্রন্থে লিখিত আছে, তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।

"গুজ্জরদেশে চতুরশীতি নগর মধ্যে কৈরানগরে দেবাদিত্য নামে এক বেদবিৎ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সৌভাগ্য নামে তাঁহার এক অনুরূপ রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিল। গুরুর নিকট সৌভাগ্য সূর্য্যদেবের আবাহন মন্ত্র শিক্ষা করিয়া এক দিন নির্জ্জনে ঐ মন্ত্র পাঠ করায় সূর্য্যদেব আবির্ভূত হইয়া সেই কুমারী কন্যাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাহাতে সৌভাগ্যের গর্ভ সঞ্চার হইল। কুমারী কন্যার গর্ভাবস্থা দর্শনে বেদবিৎ পিতা যার পর নাই শোকাকুলিত হইলেন বটে, কিন্তু যোগবলে তপন-দেবের আবির্ভাব অবগত হইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। তথাপি প্রতিবেশবাসিগণের নিন্দা ও লোকলজ্জা ভয়ে একজন সহচরী সঙ্গে সৌভাগ্যকে বল্লভীপুরে প্রেরণ করিলেন। গর্ভিণী কালক্রমে যমজসন্তান প্রসব করিল, তন্মধ্যে একটি পুত্র ও একটি কন্যা। বয়োবৃদ্ধিসহকারে পুত্র বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল। জন্মের স্থিরতা নাই বলিয়া তিনি তথায় "গৈবি" নামে অভিহিত হইলেন। এক দিন তিনি

চলিত বাহ্মান মাসের ষড়বিংশ দিবসে [illegible] রসীকেরা তথায় গমন করিয়া এক মাস কাল কুটীরবাস প্রভৃতি কঠোরব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া থাকে। তথায় একটি পবিত্র প্রস্রবণ বিদ্যমান আছে, অপবিত্র ব্যক্তি স্পর্শ করিলে তাহার জল আর নিঃসৃত হয় না বলিয়া প্রবাদ আছে।

"ইয়েজ্‌দিগার্ডের প্রথমা কন্যা [illegible] সম্বন্ধে পারসীক কথা কোন সন্ধানই বলিতে পারে না। কিন্তু হিন্দুদিগের গ্রন্থে একপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মহাবানু ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই বংশধরগণ শিশোদীয়া নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ফলতঃ রাণারা নোশিরোয়ানের পুত্র নোশিজাদ অথবা ইয়েজ্‌দিগার্ডের কন্যা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

রাণাদিগের শরীরে পারসীক শোণিতের সংস্রব থাকা সম্বন্ধে উপরে যাহা যাহা লিখিত হইল, সে গুলি নিতান্ত হীনপ্রাণ প্রমাণ নহে। নোশিজাদ ৫৩১ খৃঃ অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন, বল্লভীপুর ৫২৪ খৃঃঅব্দে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; এই উভয় ঘট না [illegible] পূর্ব্বোক্ত বিবরণ আরও প্রমাণিত হইতেছে। [illegible] নোশিরোয়ানের পৌত্র খসরু [illegible], ক্রকুগি বুলেন থমকিও" মহা [illegible] [illegible] নামে

[illegible]

তাহাদের এক পুত্র হয়, ঐ দুর্ব্বৃত্ত পিতার প্রাণবধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করে। সিরো খৃষ্টানদিগের শত্রু ও মিত্রও ছিলেন। শিরোর মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ইয়েজ্‌দিগার্ড সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বিসাট অল জানম গ্রন্থের বিবরণ বিশ্বাস করিতে হইলে নোশিজাদ হইতে অথবা ইয়েজ্‌দিগার্ডের কন্যা মহাবানু হইতে রাণাবংশ সমুদ্ভূত হওয়ার বিষয় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। তাহা হইলে ইহও স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী সম্রাট মরিসের কন্যা মেরিয়ানা হইতে রাণারা সমুৎপন্ন হইয়াছেন। একণে যাঁহারা ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন এবং যাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে প্রতাপে প্রতিদ্বন্দ্বী বিবর্জিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন, তাঁহাদের ধমনীতে যে শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যাঁহারা হিন্দুকুলমণি রাজকুলচূড়ামণি ছিলেন, তাঁহাদের শরীরে সেই শোণিত বর্ত্তমান ছিল, এবং অদ্যাপিও যাঁহারা শরীরে সেই শোণিত ধারণ করিয়া মস্তকে সেই অপূর্ব্ব শ্বেতপাতকা বহন করিতেছেন, এই একথা বিবেচনা করিলে কেহবা চমৎকার [illegible] নিমগ্ন হইবেন এবং কেহ বা বিস্মিত [illegible] হইয়া লেখককে যার পর নাই অর্ব্বাচীন মনে করিয়া উপহাস করিবেন। আর্য্যমহাবৃক্ষের শাখা প্রশাখা পৃথিবীর [illegible] উপরি বিস্তারিত হইয়াছে। যে [illegible] প্রকৃতি বিরাজিত, সেই খানেই [illegible] আর্য্যশোণিতের সংস্রব দেখিতে পাওয়া যায়।

উক্ত গ্রন্থের সুবর্ণবর্ণশোভিনী পা[illegible]বলী তাঁহার কীর্ত্তিকুশলতার বিবরণ সমূহে পরিপূর্ণ। গ্রন্থকার একজন উত্তম কবি ছিলেন, তিনি কবিতাগুলি সমধিক রঞ্জিত করার গ্রন্থখানি কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট হইলেও ইতিবৃত্ত বিষয়ে অনেক স্থলে ন্যূনকল্প হওয়ায় স্থানে স্থানে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন বটে, তথাপি তাহার মধ্য হইতে সারভাগ গ্রহণ করিলে ইতিবৃত্ত ঘটিত বিবিধ মূলতত্ত্ব সংগৃহীত হইতে পারে। খোমান রস্ক রচয়িতা লেখেন, এই সময়ে মামুদ চিতোর আক্রমণ করেন, খোমান যার পর নাই বলবত্তার সহিত যুদ্ধ করায় মামুদ জয়াশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলে খোমান কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হন। মুসলমানদিগের ইতিবৃত্ত পাঠে অবগতি হয় যে, মামুদ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৯৯৭ হইতে ১০২৭ খৃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। এই দুর্দ্দান্তের দুরাচারিতায় ভারতের যে অবনতি হইয়াছিল, বহু আয়াসেও তাহার আর উন্নতি হইল না। খোমান ৮১২ খৃঃঅব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং ইহার ১৮৫ বৎসর পরে মামুদের প্রাদুর্ভাব ইতিবৃত্তে গ্রথিত হইয়াছে। উভয়ের আবির্ভাব সময়ের নিতান্ত অসঙ্গতি দেখিয়া বোধ হইতেছে, 'খোমান রস' বর্ণিত মামুদ গজনীপতি দুর্দ্দান্ত মামুদ না হইয়া অপর কেহ [illegible] হইতে পারেন। উহা লিপিকর প্রমাদ ভিন্ন [illegible] কিছুই নহে। আমরা এই নশ্বর নি[illegible] [illegible] মোহাম্মদের খলিফা ও পর [illegible] খলিফাদিগের সহিত সিদ্ধারাজ [illegible]গের সময় মিলাইয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ওমার খলিফার সময়ে মুসলমানদিগের ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রথম আয়োজন হয়। গুজরাট ও সিন্ধু প্রদেশের বাণিজ্য আয়ত্ত করিবার জন্য টাইগ্রিস নদীমুখে ওমার এ[illegible] [illegible] ও ব্যবসায়োপযোগি সুন্দর নগর সংস্থাপন করেন। সিন্ধুদেশ অধিকারের জন্য তিনি বিপুল সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন, আবুল আশ তাঁহার অধিনায়ক হইয়া যান। আরোর নগরে এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে আবুল আশ নিহত হন। ওমারের উত্তরাধিকারী ওসমান খলিফা ভারতবর্ষ প্রদেশের নিরাপদ পথ ও গিরি সঙ্কটাদির প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভের জন্য জনৈক দূত প্রেরণ করিয়া স্বয়ং ভারত আক্রমণে সেনা সহ সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার এই বাসনা মনেই বিলীন হইয়া গেল। আলি খলিফার সেনাপতিগণ সিন্ধু প্রদেশ হস্তগত করেন, কিন্তু আলির মৃত্যুর পরেই তাঁহারা উক্ত প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া যান। যখন আবদুল মালিক খলিফা ও হৈজাজ খোরাসানের শাসনকর্ত্তা, তখনও একবার ভারতবর্ষ আক্রমণের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে একাদশ খলিফা ওয়ালিদ হইতে ভারতে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হয়। ওয়ালিদ ৭০৫ হইতে ৭১৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বোগদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারই রাজত্ব সময়ে ৭১৩ খৃঃ অব্দে বাপ্পা [illegible]রোহণ করেন। ওয়ালিদ প্রায় এই স[illegible]সিন্ধুনদী হইতে

গঙ্গা তট পর্য্যন্ত বিস্তারিত প্রদেশ সমূহ অধিকার করিয়া তত্রত্য রাজগণকে করপ্রদ রূপে পরিণত করেন। ৭১৮ হইতে ৭২১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খলিফা দ্বিতীয় ওমার বোগদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইহাঁর সময়ে সি[illegible] প্রদেশ বিজিত হয়, এবং মহম্মদ নামক [illegible]নাপতি কর্ত্তৃক চিতোরের গোরিবংশ আক্রান্ত হন। এই সময়ে মুসলমানেরা এককালে আসিয়া ও ইউরোপে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করে। গঙ্গা ও ইব্রো এই উভয় নদীর তটেই তাহাদিগের জয়পতাকা উড্ডীন হয়. এদিকে ওদিকে আস্তারিয়া প্রদেশের গথ বংশীয় রাজা রোডরিক, এদিকে সিন্ধুরাজ দেশপতি উপাধি বিশিষ্ট দাহির উভয়েই মুসলমান হস্তে নিহত হন, আর এই বংশোদ্ভব উভয় রাজবংশই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ৭১৮ খৃঃ অব্দে সেনাপতি মহম্মদ বিন কাসিম অনেক বার যুদ্ধের পর সিন্ধুরাজ দাহিরকে পরাজয় করিয়া তাঁহার জীবন হরণ করেন। খলিফার নিকট যে যে লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রেরিত হয়, তন্মধ্যে দাহিরের অপরূপ রূপলাবণ্যবতী দুইটি কন্যাও ছিল। মহম্মদ বিন কাসিম এরূপ ভাবিয়াছিলেন যে, এই সর্ব্বসৌন্দর্য্যযুক্ত কন্যারত্ন দুইটি প্রাপ্ত হইয়া খলিফা যার পর নাই প্রীত হইবেন। কিন্তু পরিশেষে বিপরীত ঘটিল. এই কন্যাদ্বয়ই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। * কানাকুব্জাধিপতি হরচন্দ্রের বিপক্ষে কাসিম যুদ্ধ যাত্রা করিতেছেন, এমন সময়ে দূত আসিয়া তাঁহাকে বোগদাদে লইয়া যায়। কোন কোন লেখক কহেন, তিনি যথার্থ যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। সিন্ধু প্রদেশ অনেক দিন পর্য্যন্ত খলিফাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। ইহার পর হইতে দ্বাদশ মানসুর খলিফার রাজত্ব প্রারম্ভের কাল পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের ভারতবর্ষ আক্রমণ সম্বন্ধীয় কোন বিবরণই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পঞ্চদশ খলিফা হোসাম ৭২৪ হইতে ৭৪০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তদীয় অনুচরেরা ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ফরাসীশ দেশে আপনাদিগের জয়পতাকা উড্ডীন করিবার চেষ্টা করে। সেনাপতি আবদুল রহমান প্রায় সমুদায় ফ্রান্স জয় করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু তয়ার্স [illegible] জুন্সাদি. ইউরোপীয় সেনারের সহ চার্লস মার্টেল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তদ্দেশলাভের আশা একবারে বিসর্জ্জন দেন। একবিংশ খলিফা আল মানসুর ৭৫৪ হইতে ৭৭৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহাঁরই সময়ে ৭৬৮ অব্দে বাপ্পা চিতোর পরিত্যাগ পূর্ব্বক

---

* রাজকুমারীদ্বয় পিতৃবধ জনিত প্রতিহিংসার বশবর্ত্তিনী হইয়া খলিফা সমীপে সকরুণ বচনে নিবেদন করিল যে, মহম্মদ বিন কাসিম তা[illegible] ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছে। খলিফা এতচ্ছ্রবণে যার পর নাই কুপিত হইল। তৎক্ষণাৎ কাসিমকে চর্ম্মপেটিকায় বদ্ধ করিয়া আনিতে আদেশ প্রদান করিলেন। টাট্টা নগরে যখন এই আদেশ উপস্থিত হইল, তখন কাসিম কানকুব্জের হরচন্দ্রের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন। খলিফার আদেশমত কাসিম আনীত হইলে রাজকন্যারা তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া যার পর নাই প্রীত হইল। খলিফার আদেশে তাঁহার প্রাণ দণ্ড হয়।

ইরাণ [illegible] প্রস্থান করেন। মুসলমান-দিগের দ্বারা সিন্ধুপ্রদেশ বিজিত হইয়া যা অবানী অরোর নগরের নাম মানসুরা হয়। চতুর্বিংশ খলিফা জগদ্বিখ্যাত হারুণ উল রসিদ ৭৮৬ হইতে ৮০৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বোগদাদের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইনি আপনার বিস্তীর্ণ রাজ্য পুত্রগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া যান। খ-[illegible] মামুনের অংশে খোরাসান, জাবুলিস্থান, কাবুলিস্থান, সিন্ধু ও হিন্দুর [illegible] বিজিত ভূভাগ পতিত হয়। ৮১৩ [illegible] পর্য্যন্ত তিনি এই গুলি শাসন ক[illegible] ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত করতঃ [illegible] নি খলিফা হয়েন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে খোমান ৮১২ খৃঃ অব্দে চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৮৩৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব ভোগ করেন। আলমামুন [illegible] হইতে ৮৩৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বোগদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতএব ইহা একপ্রকার স্থিরতররূপে 'নক্ষত্র [illegible] খোমান রস' প্রভৃতির চি-[illegible] খোরাসানপতি মামুদ [illegible] তাহা লিপিকর [illegible] নহে। উহা মামুন [illegible]।

[illegible] হইতে ক্রমান্বয়ে [illegible] পুরুষ শক্তি কুমার যে সময়ে চিতোর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, সেই সময়ে গজনী রাজ্য সংস্থাপিত হয়। শক্তি কুমার হইতে চতুর্থ [illegible] বর্ষের সময়ে সবক্তগীর পুত্র মামুদ [illegible] হইয়া উপর্য্যুপরি দ্বাদশবার ভার-[illegible] আক্রমণ সম্পাদন করে। মুসলমানদিগের ইতিবৃত্তে [illegible] বার ভারতবর্ষ আক্রমণের উল্লেখ আছে, তাহাই যে যথার্থ একথা স্বীকার করা যাইতে পারে না। যে গুলিতে তাহারা কৃতকার্য্য ও সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিল, সেই গুলিই কেবল ইতিহাস মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। যে গুলিতে তাহারা অপমানিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে, সে গুলির প্রায় উল্লেখই নাই। এতদ্ভিন্ন খলিফাদিগের অজ্ঞাতসারে প্রদেশীয় শাসন কর্ত্তাগণ সময়ে সময়ে অর্থলোলুপ হইয়া ভারতীয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য সমূহ আক্রমণ করত ধনরাশি লুণ্ঠন করিয়া লইত। তাহারও অধিকাংশ মুসলমান ইতিবৃত্তে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। এই সকল দস্যুগণ কখন জলপথে কখন বা সিন্ধু প্রদেশ দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিত। ইহারা হিন্দুদিগের দ্বারা সাধারণতঃ ম্লেচ্ছ এবং কখন কখন দানব ও ঐন্দ্রজালিক * বলিয়া অভিহিত

* ইহারা যে ঐন্দ্রজালিক, সে সম্বন্ধে হিন্দুদিগের প্রবল বিশ্বাস ছিল। এতদ্বিষয়ক একটী গল্প পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিতেছি। "নুর-অন্-আলি (১) নামক জনৈক দরবেশ বিটলি গড়ে (২) উপনীত হইয়া রাজভোগের জন্য প্রস্তুত এক পাত্র দুগ্ধে অঙ্গুলি নিমজ্জন করিবা মাত্র তাহার অঙ্গুলি গুলি কাটিয়া গেল। ঐ অঙ্গুলি গুলি মক্কায় গিয়া পতিত হইলে তথাকার সকলে দরবেশের অঙ্গুলি বলিয়া জানিতে পারিল। তৎক্ষণাৎ অশ্ব ব্যবসায়ী বেশে একদল সৈন্য সজ্জীভূত হইয়া আগমন পূর্ব্বক অজমীর আক্রমণ করত রাজাকে প্রাণ বধ করে।" চোহান ইতিবৃত্তে এরূপ বর্ণিত আছে যে এই সময়ে অজয় পাল অজমীরের রাজা ছি-

(১) The light of Ali.

(২) আজমীর দুর্গের প্রাচীন নাম।

হইত। ৬৯৪ হইতে [illegible]৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজপুত দিগের ইতিবৃত্ত কেবল ম্লেচ্ছদিগের [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। ফরিদ নামক জনৈক দৈত্যের আক্রমণে বল্লুকটি পঞ্জাবের অন্তর্গত নিজ রাজধানী শালপুর পরিত্যাগ করিয়া শতদ্রুনদী পারে মরু প্রদেশে পলায়ন করেন। সেই সময়েই অজমীরের চোহানরাজ মাণিক রায় মুসলমান দস্যু কর্তৃক রাজ্যচ্যুত ও বিগত জীবিত হন। প্রায় এই সময়েই পঞ্জাব প্রদেশীয় সিন্ধুসাগর সঙ্গমের দোয়াবের অধিপতি ঝিঝিরাজ এবং গোলকুণ্ডা প্রদেশের হরবংশীয় দিগের পূর্ব্ব পুরুষ অধিকারচ্যুত হন। এবারে গজনিবন্দ * হইতে আগত গিরারাম নামক জনৈক দস্যু খলিফার জনৈক শাসনকর্ত্তা ইয়েজিদ কর্তৃক পত্তন রাজ্যের সংস্থাপয়িতৃর পূর্ব্ব-পুরুষ অধিকারচ্যুত হন। খোমানের সময়ে চিতোর রক্ষার্থে যে সকল হিন্দু রাজা সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বিবরণ পাঠে অবগতি হয় যে, উক্ত দিল্লীর ন্যায় চিতোরও পর্য্যায়ক্রমে প্রমর রাজদিগের একটি রাজধানী ছিল, এবং প্রমরেরা সে সময়ে হিন্দুরাজ সমাজে অধিক মাননীয় ছিলেন। †

লেন। শত্রুগণ জলপথে আগমন করিতেছে শ্রবণ করিয়া আজপাল কচ্ছ উপকূলে অজয় নামক স্থানে গমন পূর্ব্বক তথায় জলপথের প্রহরী (১)* হইয়া রহিলেন। শত্রুগণের অবতরণ সময়ে তাহাদের গতিরোধ করিতে গিয়া হত হন। এই ব্যাপারের স্মরণার্থে তথায় প্রস্তর নির্ম্মিত অশ্ব পৃষ্ঠে অজয় পালের প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হইয়া রক্ষিত হয়। তথায় প্রতি বৎসর একটি মেলা হইয়া থাকে।

* হিমালয় ও পারস্য প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

(১) Samoodra ca Chouki.

[illegible] মৌর্য্য বা মৌর্য্যের রাজেরা প্রমর বংশের শাখামাত্র। [illegible] কবির বাক্যানুসারে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, রামপ্রমর এক সময়ে রাজকুলচূড়ামণি ছিলেন। ইহাঁ[illegible] বিভক্ত হইয়া [illegible] রাজ[illegible] লিপ্ত হইয়া তাহারা [illegible] জের বশ্যতা স্বীকার করে। সেলিউকসের সহিত বিবাহ ও মিত্র[illegible] চন্দ্রগুপ্ত আবদ্ধ হওয়ার পর মৌর্য্যে[illegible] কোন[illegible] [illegible] দেখিতে পাওয়া [illegible] চন্দ্রগুপ্ত বেতন দিয়া অনেকগুলি[illegible] স্বকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। [illegible] সময়ে গ্রীকশিল্পের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বারেলীর ধ্বংসাবশিষ্ট [illegible] স্তিরনিচয়ে গ্রীকমুকুট খোদিত আছে। অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দিরস্থ স্তম্ভকুম্ভের গঠনপ্রণালী গ্রীকদিগের অনুকরণ বলিয়া [illegible] হয়।

রাজগৃহের রাজা শ্রেণিক হইতে [illegible]বংশ এবং তাহা হইতে মৌর্য্যবংশ [illegible] রাছে। কল্পদ্রুম কালিকা[illegible] খানি প্রাচীন জৈনগ্রন্থে [illegible] তোর ৪৭৭ বৎ[illegible] হইয়াছিলেন, [illegible] ত্রয়োদশ পুরুষ। [illegible] তৎপুত্র উদসেন, [illegible] নন্দ, তৎপরে চন্দ্রগুপ্ত। ইনি [illegible] নারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। [illegible] শিক হইতে শেষ চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেকের রাজত্বকাল গড়ে ২২ বৎসর করিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ২৮৬ বৎসর হয়; ৪৭৭—২৮৬ =১৯১+৫৬=২৪৭। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে খৃষ্টীয় ২৪৭ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত বর্ত্তমান ছিলেন। বেয়ার সাহেবের মতে খৃষ্টীয় ২৬০ অব্দে সেলিউকস ও চন্দ্রগুপ্তের সন্ধি

লেন। মুসলমানদিগের দ্বারা লাহোর উৎসন্নদশা প্রাপ্ত হইলে কতকগুলি পলাতক ব্যক্তি আসিয়া রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়। অনেকে অনুমান করেন, ইহারা যদুবংশীয়। ফেরেস্তা লাহোর-পতিদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যোধপুর হইতে সমাগত শঙ্কল জাতি প্রমর বংশের শাখা বিশেষ, হরবা শঙ্কল মাড়োয়ার মধ্যে একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। যোধপুর মাড়োয়ারের অন্তর্গত। পবলিগড় হইতে সমাগত সেহত্রেরা এক্ষণে নিতান্ত অপরিচিত হইলেও ভট্টিদিগের ইতিহাসে তাহাদের বিশেষরূপে উল্লেখ আছে। সিন্ধুনদের উত্তরে ইঁহাদের বাস। ভট্টিদিগের সহিত ইঁহাদের বৈবাহিক ব্যাপার সম্পাদিত হইত, এই কারণ ইহারা রাজপুত বলিয়া স্থির হইতেছে। চন্দেলদিগের কলংগড় এক্ষণে বুন্দেলখণ্ড নামে অভিহিত। কাশ্মীর হইতে সমাগত পরিহারেরা এক সময়ে অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ইহারাই মণ্ডোর হইতে প্রমরদিগকে দূরীভূত করে।

খোমান একজন রণকুশল বীরপুরুষ ছিলেন, তাহাতে আবার এইরূপে বিপুল শক্তি হইয়া অসাধারণ বলবত্তার সহিত আক্রমণকারী মুসলমানদিগকে চতুর্বিংশতি বার মহাযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা তাঁহার প্রবল প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রেণী ভঙ্গ করত পলায়ন করে। শিশোদীয় বংশে খোমানের নাম যেন জপমালা স্বরূপ হইয়াছিল। বিপদাপন্ন হইলে লোকে যেমন পরমেশ্বরের নাম লইয়া থাকে, সেইরূপ ইহাদের কেহ উচ্চৈঃস্বরে হাঁচিলে কহিয়া থাকে "খোমান তোমার সহায় হউন।" খোমান জীবিতাবস্থায় ব্রাহ্মণবর্গের পরামর্শানুসারে কনিষ্ঠপুত্র যোগরাজকে সিংহাসন প্রদান করেন। কিন্তু আবার [illegible] রাজপদ পুনঃ গ্রহণ করত উপদেশকবর্গের বধ সাধন করেন। এমন কি তিনি আপনার রাজ্য প্রায় ব্রাহ্মণশূন্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন। খোমান স্বীয় অন্যতর পুত্র মঙ্গল কর্ত্তৃক নিহত হন, কিন্তু অধ্যক্ষ ও প্রধান পারিষদেরা পিতৃহন্তাকে দূর করিয়া দিলে মঙ্গল উত্তর প্রদেশে গমন পূর্ব্বক তথায় মাঙ্গলি গেহলোট জাতির স্থাপনা করেন।

ভর্তৃভট্ট মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইঁহার এবং তদীয় উত্তরাধিকারীর রাজত্ব সময় মাহীহি হইতে আবু পর্য্যন্ত বিস্তৃত বন্য প্রদেশস্থ পার্ব্বতীয় বন্য জাতি বিজিত ও আধিকারের মধ্যে নীত হইয়াছিল। এই সময়ে অনেকগুলি দুর্গ নির্ম্মিত হয়, তন্মধ্যে ধারংগড় এবং উক্তর গড় অদ্যাপি আংশিক রূপে বর্ত্তমান আছে, ভর্তৃভট্ট তদীয় পুত্রগণের মধ্যে ত্রয়োদশ জনকে মালব ও গুর্জ্জর প্রদেশের অন্তর্গত ত্রয়োদশ স্বাধীন জনপদে অধিষ্ঠিত করেন।* তাহাদের সন্তানেরা (ভট্টিরা) গেহলোট নামে পরিচিত।

পাঠকবর্গের রুচিকর হইবে না বলিয়া

---

* জনপদ গুলির নাম,—কুলনগর, চম্পানীর, চোরেতা, ভোজপুর, দুনারা, নিমখোর, মণ্ডুক, যোধগড়, সাদপুর, আমেদপুর, গঙ্গাধর। আর [illegible]টির নামোল্লেখ নাই।

অতঃপর আমরা পঞ্চদশ জন মিবার-পতির বিবরণ পরিত্যাগ করিলাম। তাঁহারা কেহই ইতিবৃত্তে স্থান পাইবার উপযুক্ত কার্য্য করেন নাই। তবে আমরা এরূপ অনেক প্রমাণ পাইয়াছি যে, অজমীরের চোহান ও চিতোরের গেহলোট ইঁহারা পরস্পর কখন শত্রুভাবে বা মিত্রভাবে এতাবৎ কাল অতিবাহন করিয়াছেন। কোরাই নামক স্থানে এক ঘোরতর সংগ্রামে দুর্লভ চোহান বর্ম্মি রাওল কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। চোহানদিগের ইতিবৃত্তে এরূপ লিখিত আছে যে, "চৌহান রাজেরা এক্ষণে চিতোর-পতির সহিত যুদ্ধ করিবার উপযোগী বলবিক্রম লাভ করিয়াছেন।" আবার কিছু দিন পরেই দুর্লভের পুত্র বিশালদেব রাওল তেজ সিংহের সহিত মিলিত হইয়া মুসলমানদিগের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন।

গ্রীক এবং হিন্দু।

উপসংহার।*

হিন্দুও এখন সে হিন্দু নাই, গ্রীকও এখন আর সে গ্রীক নাই। যে ভারত বিধাতার পুণ্যভূমি, জগতের গৌরব, আর্য্যের মাতৃদেবতা, ভবরঙ্গ ভূমে নৈতিক মনুষ্যত্বের যে একমাত্র রঙ্গপীঠ, আজি তাহা নির্ব্বাণ দীপ, আজি তাহা কুটিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আর ইহার অদৃষ্ট আকাশে [illegible] বিশ্বামিত্র অঙ্গিরা আদি উজ্জ্বল তারা[illegible] আলোক দান করেন না, সপ্তর্ষি অন্তর্হিত; বৃহস্পতিও আর পাতকীর পাতকে প্রজ্বল বর্ণন করিতে আইসেন না। শঙ্করের বেদগান নীরব, উজ্জয়িনীর কলকণ্ঠ নিস্তব্ধ। সকলেই একে একে, ধীরে ধীরে, নষ্ট স্বপ্নবৎ, তিমিরজালে মিশিয়া ভূত সাগর-গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। ভারত এখন কঙ্কাল মূর্ত্ত, প্রেতনিবাস, চিতা[illegible] বিলুপ্ত শ্মশান ভূমি, নিষ্প্রাক, নিস্তব্ধ; কেবল নষ্ট-স্মৃতির উন্মত্ত অস্ফুট চীৎকার, মাত্র প্রতিধ্বনি, বদ্ধীভূত হইতেছে। সে দিন নাই, সে [illegible] ব্রত নাই, বেদমহাভারত [illegible] ভারত-সন্তানেরা এখন পশ্চিম সাগর পারবাসী

* এই প্রবন্ধের 'ধর্ম্মবোধ' এবং 'তত্ত্বজ্ঞান' বিষয়ক আর দুইটি প্রস্তাব এখনও প্রকাশযোগ্য করিয়া তুলিতে না পারায় বান্ধবের পাঠকবর্গকে উপহার দিতে পারিলাম না। অতএব একবারে উপসংহার ভাগ তাঁহাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলাম।—লেখক।

রামধন! আমিও বাঁচিলাম। পাঠক বর্গ, আপনাদের কি সৌভাগ্য! এ দুইটি প্রস্তাব হইতে ত রক্ষা পাওয়া নহে, দুইটি বিষম-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাওয়া। আমি বলি, উপসংহারটিরও ঐ দশা হইলে ভাল হইত। আমোদ কর, আহ্লাদ কর, তা না হয়ে কেবল ভন্ ভন্, এত বকুনি ভাল লাগিবে কেন? এত লেজার তুক, এ গোরাজের হাটেই মানায় ভাল, আমাদিগের এ চাবি পোষা সন্তানগুলীতে নহে ইতি।
—বাঞ্ছারাম।

[illegible] হস্তে ধর্ম্মশিক্ষা গ্রহণে [illegible]। আর গ্রীক? সে থার্ম্মাপিলি, সে আরাধন ক্ষেত্র, সে হোমার, সে ক্রুস, সে পেরিক্লিস, সে লিওনিদা, সে আরিষ্টটল, তাহারা কোথায়? বিধর্ম্মীর পদদলিত, বর্ব্বরের [illegible]শ্রিত,—যাহাকে বর্ব্বরভ্রমে স্পর্শ করিত না, গ্রীক এখন তাহারই পদলেহন করিতেছে! স্বর্গ, তুমিও তাহাই আছ, তোমার আবর্ত্তনও তাহাই রহিয়াছে, কিন্তু সে দিন, সে সকল [illegible] কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছ! কালগর্ভে? তুমিও কি তথায় যাইবে না?

এ পৃথিবীর, এ বিশ্বের, এইই গতি,—এক যায়, আর উঠে; আর পড়ে, আর হয়। এ জগতে কোন বস্তু স্থায়ী নহে। সকলই শক্তিস্রোতে অনন্ত হইতে অনন্ত মুখে অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে, ধ্বংস কাহারই হ[illegible] না; অথচ আত্ম সহায় আত্মসর্ব্বস্ব হ[illegible] কেহ চলিতে পারিতেছে না। মূল [illegible] পদার্থের যে সংযোগ কিংবা সংযোগ সৃষ্টিসঞ্চারের কারণ, সৃষ্টির সমুদ্র গতিতেও অভিন্নরূপে সেই একই কারণ অভিনীত হইয়া আসিতেছে, এবং এইরূপ অভিনয়ই অনন্ত কাল পর্য্যন্ত হইয়া যাইতে থাকিবে। পদার্থনিচয়ের গুরু হইতে গুরুতর মিশ্রণ, গুরুতর হইতে গুরুতম মিশ্রণ, এবং তাহাদের সামঞ্জস্যযোগে বহুল মূল হইতে পদার্থান্তর রচন; পদার্থ পদার্থান্তর হইতে গুরু[illegible], এবং গুরুতর হইতে গুরুতম পদা[illegible]রের ক্রমোত্তর সম্ভাবনে এই সৃষ্টির অগ্রসারিত, সৃষ্ট পদার্থের ক্রমোত্তর অভিনব [illegible], বিপুলতা, এবং উৎকর্ষ সাধিত হইয়া আসিয়াছে, এবং এইরূপ যাইতেও থাকিবে। মিশ্রণ এবং সামঞ্জস্য সংযোগে যোজনীয় পদার্থনিচয়ের মধ্যে, পরস্পর গুণবিনিময়, এবং সামঞ্জস্য-সাধক ত্যাগস্বীকার উদ্দেশে গুণবিকার, অর্থাৎ আত্মসহায় ও আত্মসর্ব্বস্ব ভাবের বিকারের সমুপস্থিতি, আবশ্যক। পার্থিব পদার্থ বি[illegible]নিক সংমিশ্রণ; এবং সংমিশ্রণ কা[illegible] ভাবান্তর ভাব বারেক ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাক, তবে মনুষ্য রসায়নবিদের কারখানায় বারেক যাইয়া দেখিও যে, বস্তুনিচয়ের সংযোগে বস্তুন্তর উৎপাদনে, পূর্ব্ব বস্তুনিচয়ের কিরূপ গুণবিনিময় ও গুণবিকারের সমুপস্থিতি হয়। এ বিশ্বস্রোতও নিরন্তর বস্তুনিচয় হইতে বস্তুন্তর, বস্তুন্তর নিচয় হইতে অপর বস্তুন্তর, অবিকল সেই নিয়মে, সেইরূপ গুণবিনিময় ও গুণবিকারে, সেইরূপ ভাবে সাধিত হইয়া আসিতেছে। আমরা মনুষ্য বুদ্ধিতে, স্বেচ্ছাকৃত কি আত্মিক কি লৌকিক, উভয় ব্যাপারেই, এই গুণবিকারকেই সাধারণতঃ 'অসৎ' বলিয়া গণনা করিয়া থাকি। বলা বাহুল্য যে, স্বেচ্ছাসম্ভূত অসৎ, পৃথক মূল হেতু, মূল্য পক্ষে পৃথক। হিন্দু এবং গ্রীকের এখন সেই গুণবিকার-প্রাপ্ত অবস্থা। গ্রীকদিগের অবস্থা, গুণবিকারের পূর্ণতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরবর্ত্তী; অর্থাৎ যথায় গুণবিকার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, বস্তুন্তর[illegible] ক্রিয়া আরম্ভ হয়। আর হিন্দু দিগের অবস্থা এখনও গুণবিকারের পূর্ণতা প্রাপ্তির অভিমুখে।

...লিবে কর্ম্মই বা কি, কর্ম্মক্ষেত্রই ...এত আড়ম্বর, এত মাথা ...ক্ষেত্র যাহা তাহা চাক্‌- ...যাহা তাহা উদর-পূর্তিতে ...ন পুরুষার্থ সুখ-শয়নে। ইহা ভিন্ন ...রি কি কর্ম্ম আছে। যদি কিছু থাকে, এই কর্ম্মসাধন করিতে তাহার আপনা হ-ইতে আসিয়া পড়ে পড়ুক! পৃথক চেষ্টা অনাবশ্যক। বাপু, তোমার তর্কশক্তি নাই, কিন্তু বারেক মানস নেত্র প্রসারিত করিয়া দেখিয়াছ কি?

এই পরিদৃশ্যমান, অথচ ধারণার অ-তীত অনন্ত গগনসমুদ্রে যে অসংখ্য জ্যো-তিষ্কপুঞ্জ নিরন্তর ভাসমান হইয়া ফিরি-তেছে, এবং আমরা এই কণিকাবৎ যে ক্ষুদ্র পৃথিবীর উপর অবস্থান করিয়া মোহ প্র-মাদে বিশ্বের ঈশ্বরত্বে হস্ত প্রসারণ করিতে উদ্যত হইয়াছি, সেই পৃথিবীতে আবার কীটাণু, অণু হইতে পরমাণু, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম, যে সকল জীবন বা জড় পরমাণু লক্ষিত বা লক্ষ্যাতীত ভাবে অবস্থান করি-তেছে, সেই সমগ্র দৃশ্য, সে দৃশ্য যদি কা-হারও অনুভব করিবার শক্তি থাকে, দে-খিতে পাইবে যে তাহা কি মহান, কি অচি-ন্তনীয়! উর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতম, বৃহৎ হইতে বৃহত্তম; অথবা নিম্ন হইতে নিম্নতম, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম, যে দিকে দেখিতে চাও, ...কই অনন্ত প্রসারিণী হইয়া বিলীন ...গিয়াছে। যে দিকে দৃষ্টি প্রসারিত ...কোন দিকেই কোন বস্তুর অন্ত পাই-...র সাধ্য নাই। মনুষ্য-জীবনেও যাহা ...ত, কল্পিত, আমাদেরই দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, অথচ আমরাই তাহার অন্ত পাইয়া উঠি না; আমরা আপনাদের অন্তই আপনারা পাই না। এই নিবিড় অনন্ত পরিবেষ্টিত ও তাহাতেই বর্দ্ধিত ও জীবিত হইয়াও, যাহারা আপনাকে অন্ত্যানুবর্ত্তী রূপে কল্পনা করিয়া, আত্মাতিবাহিত ক-রিয়া থাকে, তাহারা কি ভ্রান্ত!

বাপু..., বিশ্বাস করিবে কি, এই অ-নন্তদেশ লইয়া তোমার কর্ম্মক্ষেত্র ব্যাপ্ত। এই নিবিড় অনন্ত সাগর দেশে বৃহৎ এবং বৃহত্তম জ্যোতিষ্ক হইতে ক্ষুদ্রতম পরমাণু পর্য্যন্ত, জীবিত অজীবিত, যে যাবতীয় প-দার্থ নিকর, অনন্ত কাল বাহিয়া, কখনও ডুবিয়া কখনও ভাসিয়া, ভাসমান হইয়া চলিয়াছে; তাহাদিগের অন্তঃপুরীণ পরি-চালক মহাশক্তি-রূপী যে ঐশ্বরিক নি-য়ম, তাহা সর্ব্বত্র এক; পরিচালনীয় উপ-করণ পদার্থ ভেদে, এবং বাহ্যমূর্ত্তি পরি-গ্রহ-হেতু, লোক নয়নে বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ফলতঃ একই নিয়ম সর্ব্বত্র সর্ব্ব-পদার্থকে পরিচালনা করিয়া, একই উদ্দেশ্য-মুখে, যথাগতিতে নিয়ন্তার অভিপ্রায় সু-সিদ্ধ করিতে চলিয়াছে। ঐ যে আকাশে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক পিণ্ড ঘুরিতেছে, এবং তাহাদের অভ্যন্তরে আবার যে সকল সূক্ষ্মা-নুসূক্ষ্ম কার্য্য হইতেছে, তাহাও যে নিয়ম বশে এবং বিশ্বনিয়ন্তার যে অভিপ্রায় সিদ্ধার্থে, আমি যে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতলে সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যে সমস্ত কা-র্য্যরাশির সমুৎপাদন করিতেছি, বা আমার দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে, তাহাও সেই এ-

রঘুনন্দন গোস্বামী।

বিগত ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের বান্ধবে শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় কবিবর রঘুনন্দন গোস্বামীর জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছি; ইহাঁর জীবনী প্রকাশ করিবার আমার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল এবং তাহা সংগ্রহও করিয়াছিলাম; কিন্তু একণে রাজকৃষ্ণ বাবু তাহা করিয়াছেন দেখিয়া অনাবশ্যক বোধে তাহাতে নিরস্ত হইলাম; তবে আমার জীবনী সংগ্রহের মধ্যে যে স্থলে কৃত্তিবাস ও রঘুনন্দনের অনুবাদের সহিত মূল বাল্মীকীয় রামায়ণের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছিলাম অদ্য তাহাই বান্ধবের পাঠকবর্গের নিকট উপহার দিতেছি; এইস্থানে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে রঘুনন্দন যে রামায়ণ দৃষ্টে রামরসায়ন অনুবাদ করেন তাহার মূল বঙ্গীয় রামায়ণ। রামায়ণ চারি প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় যথা বঙ্গীয়, বোম্বাই বা পাশ্চাত্য, কাশ্মীর এবং দক্ষিণাত্য; তন্মধ্যে বঙ্গীয় রামায়ণই রঘুনন্দনের আদর্শস্থানীয় ছিল। সুতরাং আমরাও বঙ্গীয় রামায়ণ হইতে শ্লোকনিচয় উদ্ধৃত করিয়া কৃত্তিবাস ও রঘুনন্দন সেই সেই স্থলের কিরূপ অনুবাদ করিয়াছেন তাহাই প্রদর্শন করিব। পাশ্চাত্য রামায়ণ হইতে বঙ্গীয় রামায়ণের অনেক স্থলে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং উহা হইতে রাম রসায়নেরও অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া [illegible]; আবার রঘুনন্দন [illegible] সময়ে [illegible] বাল্মীকিকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া যেন তাঁহারই অভিমত অনুসারে বেদব্যাস ও তুলসীদাস হইতে কথঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া স্বীয় গ্রন্থ আরও বিভূষিত করিয়া গিয়াছেন [illegible] বিশেষ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং আমরা দেখিতে পাই তিনি যেখানে সুবিধা পাইয়াছেন সেই স্থলেই অন্যান্য অনেক মহর্ষির নিকট হইতেও কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন।

রঘুনন্দন গোস্বামী একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান বর্দ্ধমানের সন্নিকট মাড়গ্রাম। ধন্য বর্দ্ধমান! তুমি পূর্ব্বকালে অনেক রত্ন প্রসব করিয়াছ,—অনেক প্রাতঃস্মরণীয় কবি একদা তোমার সুন্দর অঙ্কে শোভা পাইয়াছে, তুমি স্বীয় [illegible] হইতে তাহাদিগকে পরিপালন করিয়াছ অদ্য তোমার সেই সময়ের পূর্ণ অঙ্ক শূন্য; তাহাদিগকে পরিপোষণ করিয়া সতত আহ্লাদে উৎফুল্ল থাকিতে, অদ্য কতকগুলিকে বক্ষে ধারণ করিয়া দুঃখে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যে অঙ্কে মুকুন্দরাম, ঘনরাম, রূপরাম, কাশীরাম, রঘুনন্দন, ভারতচন্দ্র, কমলাকান্ত, শরচ্চন্দ্র প্রতিপালিত হইয়াছে, আজি সেই বক্ষ শূন্য; ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? কবিত্ব বিষয়ে বর্দ্ধমানের মান রক্ষা-

কি হইতে পারে এমন কবি বর্দ্ধমানে কই ? বর্দ্ধমানের কবি অনুসন্ধান করিতে গেলে আমরা একটীকে নির্ব্বাপিত দীপের অগ্নি-দগ্ধ বর্ত্তিকা বলিয়া দেখিতে পাই ; পাঠক যদি জিজ্ঞাসা করেন ইনি কে ? আমরা তাহাতে উত্তর দিব, ভুবন মোহিনী প্রতিভার নবীন বাবু, আর নাই। যে বর্দ্ধমান বীণাপাণির সুরম্য বিলাসকানন ছিল আজি সেই বর্দ্ধমান এহা শ্মশান ক্ষেত্র. ইহা অপেক্ষা বর্দ্ধমান-বাসির অপমানের কথা আর কি হইতে পারে ?

পাঠক ! আমরা বাল্যকাল হইতে এক খানি রামায়ণই শুনিয়া আসিতেছি ;— সেই খানার আদর করিয়া থাকি। কিন্তু বঙ্গভাষায় যে আর একখানি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে তাহা আমরা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই ; কৃত্তিবাসের রামায়ণ বঙ্গদেশের প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লীতে আদৃত ও পঠিত হইয়া থাকে—কিন্তু অদ্য শীর্ষ-দেশে যে মহাত্মার নাম প্রদান করিয়াছি তাঁহার প্রণীত রামরসায়ন গ্রন্থ বোধ হয় এপর্য্যন্ত অনেকেরই নিকট অশ্রুত, ইহা অতিশয় লজ্জার বিষয়; এই রামরসায়ন গ্রন্থখানি রামায়ণ অপেক্ষা কখনই নিম্নস্থানীয় নহে। ইহার আকার কৃত্তিবাসের রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ; রামরসায়নের কাণ্ডগুলি বহুবিধ পরিচ্ছেদে বিভক্ত ; সেই সকল পরিচ্ছেদের উপর এক একটি সহজ সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবেশিত আছে। রঘুনন্দন গোস্বামী বাল্মীকি রামায়ণ বিশেষরূপে পাঠ করিয়া স্বীয় রামরসায়ন লিখিতে প্রবৃত্ত হন—কেননা দেখিতে পাই মূল রামায়ণের সহিত ইহার অনেক

কাংশে মিল আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের অধিকাংশ কবির স্বকপোল-কল্পিত ; রামরসায়নও সম্পূর্ণ রূপে এই দোষ হইতে নিষ্কৃতি লাভ না করিলেও তাহার এই দোষ পরিহার্য্য ; কবি যে স্থানে দেখিয়াছেন এই স্থলে মূলের সহিত ঠিক রাখিতে গেলে লোকের চিত্তরঞ্জক হইবে না তিনি সেই সকল স্থল কোথাও একবারে পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী হৃদয়ের মত করিয়াছেন, আবার কোন স্থলে বেদব্যাস প্রণীত অধ্যাত্ম রামায়ণ, তুলসীদাস-কৃত হিন্দী রামায়ণ বা কোন সংহিতা হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া তাহাতে স্বকপোলকল্পিত কথঞ্চিৎ প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন ; তত্রাপি সমুদায় ধরিয়া বলিতে হইলে রামরসায়ন মূল সংস্কৃত রামায়ণের অনুযায়ী, ইহার রচনাও বেশ প্রাঞ্জল এবং ছন্দঃপতন বর্জ্জিত, আমরা মূল রামায়ণ হইতে যে কোন স্থল উদ্ধৃত করিয়া তাহার কৃত্তিবাস ও রঘুনন্দন কৃত অনুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন রামরসায়ন প্রণেতা কি প্রকার কবি ছিলেন এবং তাঁহার রামরসায়ন কিরূপ গ্রন্থ।

স তুরগং সমন্বপ্রাপ্য রামং দশরথো নৃপঃ।
কুর্য্যং প্রবেশয়ামাস বিবিক্তঃ প্রিয়মুত্তমম্ ॥
প্রবিশন্নেব শ্রীমান্ রাঘবো ভবনং পিতুঃ।
দদর্শ পিতরং দূরাৎ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥
প্রণমন্তং সমুত্থাপ্য পরিষজ্য ভূমিপঃ।
প্রদিশ্য চাস্মৈ রুচিরমাসনং পুনরব্রবীৎ ॥
রাম বৃদ্ধোঽস্মি দীর্ঘায়ুর্ভুক্তা ভোগা যথেপ্সিতাঃ।
অন্নবদ্ভিঃ ক্রতুশতৈস্তথেষ্টং ভূরি দক্ষিণৈঃ ॥
জাতমিষ্টমপত্যং মে ত্বমদ্যানুপমো ভুবি।

দত্তমিষ্টমধীতঞ্চ ময়া পুরুষসত্তম ॥
অনুভূতান্যপি তথা বীর রাজ্য সুখানিচ।
দেবর্ষি পিতৃ বিপ্রাণা মনৃণোঽস্মি তথাত্মনঃ॥
নকিঞ্চিন্মম কর্ত্তব্যং তবান্যত্রাভিষেচনাৎ।
অতস্ত্বাং যদহং ব্রূয়াং তন্মমেতৎ কর্ত্তুমর্হসি ॥
অদ্য প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বাস্ত্বামিচ্ছন্তি নরাধিপং।
অতস্ত্বাং যৌবরাজ্যেঽহং অভিষেক্ষ্যামি
পুত্রক ॥
রাত্রৌ স্বপ্নেচ তথা রাম স্বপ্নান্ পশ্যামি দারুণান্।
সনির্ঘাতা মহোল্কাশ্চ পতিতাহি মহাস্বনাঃ ॥
উপসৃষ্টঞ্চ মে রাম নক্ষত্রং দারুণৈর্গ্রহৈঃ।
আবেদয়ন্তি দৈবজ্ঞাঃ সূর্য্যাঙ্গারকরাহুভিঃ ॥
প্রায়েণোহ্যনিমিত্তানামীদৃশানাং সমুদ্ভবে।
রাজা বা মৃত্যুমাপ্নোতি রাষ্ট্রঞ্চাপদমৃচ্ছতি ॥
তদ্যাবদেব চেতোমে নবিমুহ্যতি রাঘব।
তাবদেবাভিষিক্তোস্মাং চলাহি প্রাণিনাংগতিঃ॥
অদ্য চন্দ্রোঽভ্যুপগতঃ পুষ্যাৎপূর্ব্বং পুনর্ব্বসুং
শ্বঃপুষ্যযোগং নিয়তং বক্ষ্যন্তে দৈবচিন্তকাঃ॥
তত্রত্বমভিষেচ্যশ্চ মনস্ত্বরয়তীব মাম্।
শ্বস্ত্বাহমভিষেক্ষ্যামি যৌবরাজ্যে পরন্তপ ॥
তস্মাত্ত্বয়াদ্য ব্রতিনা নিশেয়ং নিয়তাত্মনা।
সহবধ্বোপবস্তব্যা দর্ভ সংস্তর শায়িনা ॥

বঙ্গীয় রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড, হস্ত
লিখিত পুঁথি।

রঘুনন্দন গোস্বামী এই স্থলের কিরূপ অনুবাদ করিয়াছেন আমরা তাহাই এক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি.—

দশরথ আনন্দিত দেখিয়া নন্দনে।
নিজ প্রতিবিম্ব যেন দেখিয়া দর্পণে ॥
শ্রীরামে কহিতে নৃপ কৈল আরম্ভন।
শুন শুন বাপ কিছু আমার বচন ॥
রাজ্য ভোগ কৈনু আমি অনেক দিবস।
উপস্থিত হলো এবে বার্দ্ধক্য বয়স ॥
নানাযজ্ঞে দেব ঋণে পাইলাম ত্রাণ।
ঋষি ঋণে মুক্ত হৈনু করি বেদগান ॥
এক মাত্র অবশিষ্ট পিতৃঋণ ছিল।
তোমা ধন হোতে তাও বিমুক্ত হইল ॥
অতএব তোরে রাজ্যে অভিষেক করি।
সেবিব শ্রীনারায়ণে যাইয়া বদরী ॥
পরমায়ু হোলো নয় সহস্র বৎসর।
প্রায় জরাজীর্ণ হৈল এই কলেবর ॥
জনম নক্ষত্রে মোর তিন গ্রহ ক্রূর।
ভোগ করিতেছে রাহুকুজ আর শূর ॥
দৈবজ্ঞেতে কহে হ'লে এসব লক্ষণ।
কভু নাহি রহে দেহে প্রাণীর জীবন ॥
বিশেষতঃ রাত্রিশেষে নানা দুঃস্বপন।
দেখি বোধ হইতেছে নিকট মরণ ॥
কভু স্বপ্ন দেখি যেন মস্তক উপর।
বংশ গুল্ম লতা বৃক্ষ হলো বহুতর ॥
প্রেত কাক কুকুরাদি করে আচরণ।
ক্রোধে পিতৃলোক কভু করেন ভৎর্সন ॥
শুষ্ক পঙ্ক কূপ আর জল পঙ্ক ময়।
এসকল মাঝে কভু প্রবেশ হয় ॥
নদীর তরঙ্গে কভু ভাসি ভাসি যাই।
তৈল ঘৃত মাখি কভু কভু তাহা খাই ॥
চণ্ডালাদি লোকে কভু করয়ে বন্ধন।
বমন করিয়ে কভু লভি যে কাঞ্চন ॥
দেখি চন্দ্র সূর্য্য তারা দম্ভের পতন।
প্রদীপ নির্ব্বাণ কভু গিরি বিদারণ ॥
রক্তপুষ্পমালা পরি হ'য়ে বিবসন।
উল্কাপাত ভূমিকম্প হয় ঘনে ঘন ॥
এইরূপ বহুবিধ দেখি কুস্বপন।
হেন মনে লয় মম নিকট মরণ ॥
এসকল উপদ্রব দেখিয়া শঙ্কিত।

দ্বারে রাজ্যে অভিষেক করিব ত্বরিত ॥

অতঃপর রামচন্দ্রকে দশরথের রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে, আমরা এ-স্থলে তাহা উদ্ধৃত না করিয়া কৃত্তিবাস এই স্থলে কিরূপ অনুবাদ করিয়াছেন তাহাই প্রদর্শন করিতেছি ;—

কতদূর হৈতে রথ করান বিশ্রাম ॥
পিতার চরণে প'ড়ে করেন প্রণাম ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন রাজা শ্রীরামেরে।
সিংহাসনে বসিলেন হরিষ অন্তরে ॥
পিতা পুত্রে বসিলেন সিংহাসনোপরে।
পাত্র মিত্র বেষ্টিত সুবেশ নৃপবরে ॥
নক্ষত্রে বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর।
সেই মত শোভিত হইল রঘুবর।

আর নাই,—ইহাতেই শেষ হইল, তৎপরে রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে; পাঠক ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন রঘুনন্দন কি প্রকার কবি ছিলেন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ মূল বাল্মীকি হইতে অনেক প্রভেদ। রঘুনন্দনও স্থানে স্থানে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তিনি কোন কোন স্থল ইচ্ছা পূর্ব্বক আবার কোন স্থল বা বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতেছেন এমন স্থান আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম, রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন স্থির করিয়া তাঁহাকে রাজসভায় আনয়নার্থ সুমন্ত্রকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন; শ্রীরামচন্দ্র সভা কুটিমে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলে আদি কবি তাঁহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, —

তদাসনবরং প্রাপ্য ব্যদীপয়ত রাঘবঃ।
স্বয়েব প্রভয়া মেরুমুদয়ে বিমলো রবিঃ ॥
তেন বিভ্রাজতা তত্র সা সভাভিব্যরাজত।
বিমলগ্রহনক্ষত্রা শারদী দ্যৌরিবেন্দুনা ॥
তং পশ্যমানো নৃপতিস্তুতোষ প্রিয়মাত্মজং।
অলঙ্কৃতমিবাত্মানং আদর্শতলসংস্থিতং ॥
ইত্যাদি।

ইহার বাঙ্গলা গদ্য অনুবাদ ;—

রাম পিতৃনির্দ্দিষ্ট উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া সুমেরুর মস্তকস্থিত সুনির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। যেমন গ্রহ নক্ষত্র সঙ্কুল শারদীয় অম্বর শশাঙ্কবিম্বে অলঙ্কৃত হয়, রামচন্দ্র সভাসীন হইলে, বশিষ্ঠাদি বিরাজিত রাজসভাও তখন তদ্রূপ অসামান্য শোভায় বিভূষিত হইয়া উঠিল। লোকে সুপরিষ্কৃত বেশ বিন্যাস করিয়া আদর্শ তলে প্রতিফলিত আপনার প্রতিবিম্ব দর্শনে যেমন পরিতোষ লাভ করে, প্রাণাধিক রামচন্দ্রের মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিয়া মহীপাল দশরথও সেইরূপ অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

অযোধ্যাকাণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা। শ্রীগঙ্গা গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যকৃত অনুবাদ।

রঘুনন্দন এই স্থলের অনুবাদ অন্যরূপ করিয়াছেন; এবং আমাদের বিবেচনায় তিনি এই স্থলের ঠিক মূলানুযায়ী অনুবাদ না করিয়া এইরূপ করাতে তাঁহার রচনা আরও মিষ্ট হইয়াছে, তিনি লিখিয়াছেন ;—

সেই রাম মেঘ রাজ, সভা আকাশের মাজ,
সুমন্ত্র সমীর সঙ্গ বলে।
উদয় করিল আসি, ভুবনের প্রভা রাশি,
সৌদামিনী করে ঝল মলে ॥

তাহে মুক্তামালা ততি, সুললিত বক
গুরুবাক্য মধুর গর্জ্জন।
সেই মেঘ আগে দেখি, সব লোক শ্রেষ্ঠ শিখী,
আনন্দেতে করয়ে নর্ত্তন॥
সুখ জল বরিষণে, হৃদয় সরসী গণে,
সেই জলধর ভাসাইল।
পরিমাণ না পাইয়া, সেই জল উথলিয়া
ঘর্ম্মছলে বাহিরে আইল॥
সিক্ত হলো তনুশাখী, পুলক অঙ্কুর দেখি,
পরাণ চাতক উলসিত।
মনমীন সেই জলে, ভাসিয়া ভাসিয়া বুলে,
সব ত্রাপ হলো পরাজিত॥
সেই মেঘে বড় এক, অদ্ভুত পর তেক
দেখি পূর্ণশশী শ্রীলক্ষ্মণ।
শ্রী রঘুনন্দন কয়, ইহাতো বিচিত্র নয়,
সে জলদ আশ্চর্য্য ভুবন॥

কৃত্তিবাস এই স্থলে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই,—

পিতা পুত্রে বসিলেন সিংহাসনোপরে।
পাত্র মিত্র বেষ্টিত সুবেশ নৃপবরে॥
নক্ষত্রে বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর।
সেই মত শোভিত হইল রঘুবর॥

উপরিধৃত অংশ দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে রঘুনন্দনের উদ্ভাবনী শক্তি বিলক্ষণ ছিল; তিনি যে স্থানে দেখিয়াছেন সংস্কৃতের অনুবাদী করিতে গেলে সুমধুর হইবে না তিনি সেই স্থলেই তাহার অল্প মাত্র ভাব গ্রহণ করিয়া স্বকপোলকল্পিত রচনার সমাবেশ করিয়াছেন। তাহা আমাদের মতে আরও মধুর, আরও মনোহর।

রঘুনন্দনের সংস্কৃতে যে বিশেষ অধিকার ছিল তাহা তাঁহার রামরসায়ন পাঠ করিলেই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়; রামরসায়ন পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায় যে, তিনি নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কারণ দেখিতে পাই তিনি যে স্থলে সুবিধা পাইয়াছেন সেই স্থলেই অন্যান্য গ্রন্থের নীতি ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া আপনার গ্রন্থকে আরও সমুজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। আমরা একটি স্থল পাঠকগণের নিকট ধরিতেছি, তাহা হইতেই তাঁহারা আমাদের কথার যাথার্থ্য অবগত হইতে পারিবেন। রামচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার কথা বলিবার নিমিত্ত তাঁহাকে রাজসভায় আনয়ন করা হইলে দশরথ তাঁহাকে যে সকল নীতি শিক্ষা দেন তাহা মূল রামায়ণ হইতে বিভিন্ন ও পরিবর্দ্ধিত বটে কিন্তু সেইটি মানবধর্ম্মশাস্ত্রের রাজধর্ম্ম বিষয়ক সমুদয় সপ্তম অধ্যায়ের স্থূল মর্ম্ম, ইহা প্রমাণের নিমিত্ত আমরা রঘুনন্দন হইতে সেই স্থানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম

যদ্যপিহ হও তুমি স্বভাবে বিনীত।
তথাপি পিতারে শিক্ষা করাতে উচিত॥
নানা মত নীতিশাস্ত্র করি বিবেচন।
সাবধানে সদা কর প্রজার পালন॥
মন্ত্রীজনে অনুরাগ না করিবে হীন।
অমাত্য করিবে শুদ্ধ সুবুদ্ধি কুলীন॥
দুষ্ট মন্ত্রী হতে উপস্থিত হয় ত্রাস।
বুদ্ধিহীন মন্ত্রী হলে হয় সর্ব্বনাশ॥
কদর্য্য মন্ত্রীর সঙ্গে হয় নানা দোষ।
উত্তম অমাত্য হলে সকলের তোষ॥
মন্ত্রী বুদ্ধিভেদ করে শত্রু পুষ্প জমে।
সে বিষয়ে সদা রবে সাবধান মনে॥

শত্রু মিত্র উদাসীন চরিত্র জানিবে।
কোন্ কালে সন্ধি আর বিগ্রহ করিবে॥
প্রবল লাঘবে সন্ধি করিতে উচিত।
শত্রু বলহানি-কালে যুদ্ধ প্রশংসিত॥
অধিক নিদ্রার বশ কভু না হইবে।
শেষ রাত্রি জাগি কার্য্য ভাবনা করিবে॥
একা নাহি কদাচিৎ করিবে মন্ত্রণা।
নিশ্চয় না হয় তাহা কেবল ভাবনা।
বহুজন মন্ত্রণা কালেতে ভাল নয়।
সে মন্ত্রণা কোন মতে গুপ্ত নাহি রয়॥
সিদ্ধ না হইলে কর্ম্ম স্পষ্ট না করিবে।
লক্ষ মূর্খ দিয়া এক পণ্ডিত কিনিবে॥
ইত্যাদি।

রামরসায়ন অযোধ্যাকাণ্ড।

কৃত্তিবাস অতি সংক্ষেপে এই নীতি বিবৃত করিয়াছেন—কিন্তু তাহা কতকাংশে মূলের অনুযায়ী। মূল রামায়ণে বাল্মীকি অতি সংক্ষেপে এই স্থানে নীতি নিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মূল রামায়ণে যাহা আছে রঘুনন্দন যে তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা নহে। তাহাও অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন; তবে অপর স্থল হইতে গৃহীত অংশই এস্থলে অধিক। উপরি ধৃত অংশ দর্শন করিলেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে রঘুনন্দন সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি মূল রামায়ণ বিশেষ করিয়া পাঠ করিলেও সমুদায় রামায়ণটি অনুবাদ করেন নাই; ইহার করুণ রসাত্মক স্লোকাংশটি বাদ দিয়াছেন; রামচন্দ্রের রাজ্যলাভ বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত লিখিয়াই শেষ করিয়াছেন; তাহার কারণ এই, তিনি শোকময় ভাবে গ্রন্থ সমাপ্তি হয় এরূপ ভাল বাসিতেন না; সেইজন্য সীতা দেবীর পাতালে প্রবেশ ইত্যাদি কাহিনী তাঁহার গ্রন্থে বিবৃত হয় নাই। স্বীয় রুচির বিরুদ্ধ বলিয়া তিনি যে কিয়দংশ পরিত্যাগ করিলেন তাহা তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, অতএব এজন্য আমরা তাহাকে দোষী করিতে পারি না। যাহাই হউক সমুদায় ধরিয়া বলিতে গেলে আমরা কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণ অপেক্ষা শ্রীমদ্রামরসায়ন উৎকৃষ্ট বলিতে বাধ্য হইব। মূল বাল্মীকি হইতে অনেক বিভিন্ন, এমন কি স্থল-বিশেষে আমরা আদি কবিকে ভুলিয়া যাই, এবং যেন কোন নূতন মহাকাব্য পড়িতেছি বলিয়া জ্ঞান জন্মে। তিনি স্থানে স্থানে অনেক নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন যথা—মহীরাবণ বধ, অকালে দুর্গোৎসব, লবকুশের যুদ্ধ ইত্যাদি। ইনি রামায়ণের যেরূপ বিপর্য্যয় করিয়াছেন তাহাতে যদি সুকবি না হইতেন তাহা হইলে তাঁহার নাম বোধ হয় এত দিন জগতীতল হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কেবল সুকবিত্বের গুণেই তিনি মহান আসন অধিকার করিয়া আছেন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ মূলানুযায়ী না হইলেও তাঁহার মস্তক হইতে মুকুট নড়াইবার কাহারও সাধ্য নাই। যে মুকুট তিনি বহু দিন হইতে শিরোপরি ধারণ করিয়াছেন—সে মুকুট আর কেহই পাইতে পারেন না; তাঁহার রামায়ণ সংস্কৃতানুযায়ী না হইলেও তাহা যে বঙ্গীয় সমাজে অনেক উপকার সাধন করিয়াছে তাহাতে আর অণুমাত্র

সন্দেহ নাই; বঙ্গদেশ যে সময়ে অজ্ঞান-তামসে সমাচ্ছন্ন ছিল, যে সময়ে বিদ্যার বিমল জ্যোতি সর্ব্বত্র প্রসারিত হয় নাই, যে সময়ে রামায়ণের বৃত্তান্ত ব্রাহ্মণগণের হস্তলিখিত পুঁথির মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল, যখন উহার ঘটনাচয় দুই চারিটি পণ্ডিত ভিন্ন আর কেহই বিদিত ছিলেন না, সেই ঘোরতমসাচ্ছন্ন সময়ে কৃত্তিবাস স্বীয় রামায়ণ রচনা করিয়া বঙ্গীয় সমাজে আলোক প্রবেশ করাইয়াছেন; তিনি যদি সেই সময়ে উহা রচনা না করিতেন তাহা হইলে বঙ্গীয় আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলে আজিও রামায়ণের নাম পর্য্যন্ত অজ্ঞ থাকিতেন কি না সন্দেহ; রামচন্দ্রের অকৃত্রিম পিতৃভক্তি, —লক্ষ্মণের অসাধারণ ভ্রাতৃস্নেহ, সীতার অদ্ভুত সতীত্ব, ইন্দ্রজিতের অপ্রতিহত বীরত্ব, এ সকল আমাদের জ্ঞানপথে আসিত কি না কে বলিতে পারে? কৃত্তিবাস যে বঙ্গসমাজে যুগপ্রলয় সংসাধিত করিয়াছেন তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই: তাঁহার কৃত গ্রন্থ গুণগরিমায় রঘুনন্দনকৃত গ্রন্থ হইতে নিম্নপদস্থ হইলেও প্রথম রামায়ণ রচনার প্রাধান্য তাঁহার কিছুতেই বিলুপ্ত হইতেছে না: এ বিষয়ে তাঁহার প্রাধান্য চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে, কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস সমাজের যে উপকার করিয়াছেন তাহা সমাজ কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবে না; এবং সেই জন্যই তাঁহারা চিরদিন সমভাবে সকলেরই আদর ভক্তি ও পূজার পাত্র হইয়া থাকিবেন; তাঁহাদের শিরঃশোভিত যশঃকিরীট মুকুটের একটি সামান্য কণিকামাত্রও নিপতিত হইবে না, প্রত্যুত যতই জ্ঞানালোক প্রসারিত হইবে ততই তাঁহাদের প্রতি লোকের ভক্তির উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি হইবে। শ্রীমদ্রামরসায়ন আধুনিক বলিয়া ততদূর ভক্তির পাত্র নহে, তা বলিয়া উহা সামান্য আদরের সামগ্রীও নহে; ইহার সুন্দর অনুবাদ ও প্রাঞ্জল রচনা চিরকালই লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবে। রঘুনন্দন এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধকালে বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার প্রণীত "বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" লিখিয়াছেন যে রঘুনন্দন গোস্বামী স্বর্গীয় মহাত্মা রাম কমল সেনের নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। সেন মহাশয় অনেকেরই পরিচিত এবং প্রায় ৬৪ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন; তাহা হইলে রঘুনন্দন সেই সময়ে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব সময়ে জীবিত ছিলেন তাহা নিশ্চয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি রঘুনন্দন বর্দ্ধমানবাসী ছিলেন, ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান বাসীগণের কলিকাতায় যাওয়া কিরূপ কষ্টকর ছিল তাহা যাঁহারা [illegible] তাঁহারাই জানেন এবং সেই দুর্গম পথ একজন বিংশ[illegible] বয়স্ক যুবার পক্ষে সম্পূর্ণ রূপেই অগম্য ছিল। বিশেষতঃ রঘুনন্দন যখন বর্দ্ধমান হইতে যাইয়া কলিকাতায় প্রতিপত্তি [illegible] তখন তাঁহার বয়স অন্ততঃ ৪০ বৎসর হইয়াছিল বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি। তাহা হইলেই তিনি ন্যূনাধিক [illegible] বৎসর পূর্ব্বে অথবা ১৭৮০ [illegible] [illegible] ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলি[illegible] প্রতিপত্তি লাভ করেন এরূপ [illegible] অনুমী-

কৌতুহল নেত্রে, আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে চন্দ্রমা ও পুষ্পশস্য উদ্যানের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। এই ' ক্ষুদ্র অসভ্য ' অবশ্যই মানুষ, কেননা বাহ্য জগতের সৌন্দর্য্য মনুষ্য হৃদয় ভিন্ন কি অপর কোন জীবের হৃদয় আকৃষ্ট করিতে পারে? মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন জীবে এরূপ কৌতুহল ও চিন্তার কার্য্য লক্ষিত হইতে পারে?

মনুষ্য পশুবৎ অবস্থায় চিরদিন থাকিবার নহে। তাঁহার মানসিক ক্ষমতা সকল এরূপ পরিস্ফুট যে পৃথিবীতে তিনি অতি অল্প কালও অশিক্ষিত অবস্থায় থাকিতে পারেন না সুতরাং তিনি যে ক্রমশঃ উন্নতি সোপানে উঠিবেন ও জ্ঞানালোকে আপন চিত্ত আলোকিত করিবেন তাহার আর বিচিত্র কি? বরং এইরূপ করাই তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম। পরন্তু জগতের নিয়মাবলীর সহিত তাঁহার সুখ দুঃখের নিত্য সম্বন্ধ থাকাতে, উহাদিগের ক্রমশঃ উপলব্ধি ও বিজ্ঞানের সৃষ্টি। প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়মাবলীর পরিচায়ক, শত শাখাভুক্ত ও ইংলণ্ড উপস্থিত সময়ে ইউরোপ খণ্ডে Meteorology শব্দে যে দর্শনশাস্ত্র বুঝায় উক্ত পদ আমরা উহাতেই প্রয়োগ করিতেছি তাহার কারণ এই যে ইহা কেবল বায়ু বা উষ্ণা, তাপ বা তাড়িত, উদ্ভিদ বা রসায়ন, জ্যোতিষ বা ভূবিদ্যা প্রভৃতি এক একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র নহে। ইহা উক্ত শাস্ত্র সকলের বিষয়ীভূত নিয়মাবলী লইয়া একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শারীরস্থান।

ঋতু বিবরণ।

নারীজাতির শরীরপ্রবাহী যে শোণিত... [illegible] মাসের কালান্তরে এক একবার ... [illegible] তাহার নাম ' আর্ত্তব '। ঐ ... [illegible] ধমনীপথে চালিত ... [illegible] যোনিমুখে নির্গত হইলেই ... [illegible] ' বা ' ঋতু ' ... [illegible]

... [illegible] শরীর ও বর্দ্ধিতধাতু ... [illegible] দ্বাদশ বর্ষ বয়স হইতে ... [illegible] হইয়া পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে ... [illegible] হইবে (*) উহা ... [illegible]

---

(১) মাসেনোপচিতং কালে ধমনীভ্যাং তদার্ত্তবং। ঈষৎকৃষ্ণং বিগন্ধঞ্চ বায়ু ... [illegible] মুখং নয়েৎ। ... [illegible]

* ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে দ্বাদশবর্ষ আর্ত্তব প্রবৃত্তির সম্ভাবিত কাল মাত্র। বস্তুতঃ শরীর ও রসরক্তাদি ধাতুর বৃদ্ধিই আর্ত্তব প্রবৃত্তির কারণ, যখন উহার বৃদ্ধি হইবে তখনই আর্ত্তব দর্শন হইবে। সুতরাং কোন কোন অবস্থায় একাদশবর্ষ বয়সে কাহারও বা ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশবর্ষ

ঋতুকালে বিপরীত ভাবে পুরুষ সংসর্গ করা নিতান্ত অনুচিত। কারণ তাহাতে গর্ভসঞ্চার হইলে যদি পুংজাতীয় সন্তান জন্মে, তবে তাহার আকার ও ক্রিয়া প্রবৃত্তি অধিকাংশই স্ত্রীলোকের ন্যায় হইয়া থাকে। এবং স্ত্রীজাতীয় সন্তান হইলে তাহার কার্য্য প্রবৃত্তি অধিকাংশই পুরুষের ন্যায় হইয়া থাকে। (১)

স্ত্রীপুরুষের সংসর্গযোগ্য কাল ও অবস্থা বিভাগ।

পুরুষের পঞ্চবিংশতিবর্ষ এবং স্ত্রীলোকের ষোড়শ বর্ষ অবধি বয়সই সংযোগের উপযুক্ত কাল। ইহার ন্যূন বয়স্ক পুরুষ কিম্বা স্ত্রীর সংযোগে গর্ভাধান হইলে তৎসন্তান গর্ভমধ্যেই বিপন্ন হয়। অথবা ভূমিষ্ঠ হইলেও অধিক কাল জীবিত থাকে না। জীবিত থাকিলেও নিতান্ত দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। আর অত্যন্ত বৃদ্ধ কিম্বা কোন রোগপীড়িত স্ত্রী কিম্বা এবম্বিধ পুরুষ সংযোগে গর্ভাধান হইলেও পূর্ব্বোক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। (২)

গর্ভবিবরণ।

যেমন ঋতু, ক্ষেত্র, জল ও বীজের উপযুক্ত সংযোগে অঙ্কুরোৎপত্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্ত্রীলোকের ঋতুকাল, গর্ভাশয়, রসধাতু এবং বীজ (পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তব শোণিত) ইহাদিগের উপযুক্ত সংযোগেই গর্ভোৎপত্তি হইয়া থাকে। (৩)

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে সাধারণতঃ শুক্র ও আর্ত্তব শোণিতের উপযুক্ত সংযোগে গর্ভোৎপত্তি হইবে বটে, কিন্তু ঐ শুক্র ও শোণিত বিশুদ্ধ থাকিলে বিশুদ্ধ গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা, অর্থাৎ তদ্গর্ভজাত সন্তান সম্পূর্ণাঙ্গ ও নীরোগ হইবে। আর বাতাদি দোষ দ্বারা শুক্র ও শোণিত দূষিত হইলে তজ্জাত সন্তান দূষিত অর্থাৎ হীনাঙ্গ বা বিকৃতাঙ্গ বা কোন রোগযুক্ত হইতে পারে। উদাহরণ যথা—যক্ষাদি রোগগ্রস্ত পিতা মাতা দ্বারা যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সেই সন্তানে প্রায়ই সেই রোগযুক্ত হইতে দেখা যায়, এবং উক্ত প্রকার দূষিত শুক্র ও শোণিতই অন্ধ, বধির, ও পঙ্গু প্রভৃতি সন্তানের উৎপত্তির অন্যতর কারণ। দ্বিতীয়তঃ, শুক্র ও শোণিত অত্যন্ত দূষিত হইলে একেবারে অবীজও হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ শুক্র ও শোণিতের গর্ভোৎপাদিনী শক্তি থাকে না।

বিশুদ্ধ শুক্রের লক্ষণ।

যে শুক্র, স্নিগ্ধ, ঘন, পিচ্ছিল, মধুর রস, অবিদাহী (অর্থাৎ নিঃসরণ কালে দাহশূন্য)

---

(১) আশ্বাসায়াং মুখে ... প্রবর্ত্তেতে। ততঃ স্ত্রীচেষ্টিতাকারো জায়তে পুংসঙ্গিতঃ। ঋতৌ পুরুষবদ্ ... প্রবর্ত্ত ... অঙ্গনা যদি ... সা ভবেৎস্ত্রী নরচেষ্টিতা ॥ সুশ্রুতঃ

(২) ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিঃ। যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে। জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ। তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ। অতিবৃদ্ধায়াং দীর্ঘরোগিণ্যামন্যেন বা বিকারেণোপসৃষ্টায়াং গর্ভাধানং নৈব কুর্ব্বীত। পুরুষস্যাপ্যেবং বিধস্য ত এব দোষাঃ সম্ভবন্তি ॥ ঐ

(৩) ধ্রুবং চতুর্ণাং সান্নিধ্যাদ্‌গর্ভঃ স্যাদ্বিধিপূর্ব্বকঃ। ঋতুক্ষেত্রাম্বুবীজানাং সামগ্র্যাদঙ্কুরো যথা ॥ (সু° শা°)

শিক্ষা *।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মনুষ্যের জন্মদিন অবধি শিক্ষার আরম্ভ। বুদ্ধি-নাশ বা মৃত্যু পর্য্যন্ত শিক্ষার শেষ। সদ্য-প্রসূত শিশুর জননীর স্তনদুগ্ধ পান উহার প্রথম শিক্ষা। উহার দেহের পুষ্টির সহিত দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, ও স্পর্শশক্তি সকল যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে, উহাও সেই পরিমাণে জগতের পরিদৃশ্যমান পদার্থ সকলের পরিচিত হইতে থাকে। এই কালে ক্ষুদ্র দেহে ক্ষুদ্র মনেরও ক্রিয়া সকল দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহে যদি কোন সুস্বাদনীয় সামগ্রী থাকে, এবং তাহা পাওয়া যদি শিশুর ক্ষমতাধীন হয়, তাহা হইলে আগ্রহ সহকারে উহা আপনি লইতে চেষ্টা করে, ক্ষমতার অতীত হইলে অস্ফুট স্বরে অপরকে উহা আনিতে কহে; পাইলে আনন্দে হাস্য করে, না পাইলে দুঃখে রোদন করে। শিশু কোন দিন কোন স্থলে যদি কোন প্রীতিজনক বস্তু পাইয়া বিশেষ সুখী হয়, তৎপরে অপর দিন সেই স্থানের নিকট আসিলে তাহা পাইবার প্রত্যাশা করে এবং তথায় না দেখিলে [illegible] তাহা অনুসন্ধান করে। পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত সকলে শিশুর মনে ইচ্ছা, চিন্তা, বিবেচনা ও স্মৃতি-শক্তিসমূহের ক্রিয়া লক্ষিত হয়।

শৈশবে কৌতূহল ও স্মৃতিশক্তির আধিক্য বিশেষ লক্ষিত হয়। পৃথিবীতে নবাগত শিশু যে কোন পদার্থ দেখে তাহার নাম জানিতে ইচ্ছা করে। কোন পদার্থের নাম একবার শুনিলে পুনঃ পুনঃ তাহা উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করে, এবং ভুলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করে 'ও কি'? কৌতূহল পরিতৃপ্তির নাম শিক্ষা; এবং বারম্বার উচ্চারণের দ্বারা কোন সংজ্ঞা স্মৃতিবদ্ধ করিবার নাম অভ্যাস। এই দুই প্রণালীতে শিশু ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে।

* বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যার্থী বালকগণের উন্নতি সম্বন্ধে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ যত্নবান হইলেও শিক্ষার উদ্দেশ্য সর্ব্বদা অত্যল্প মাত্রই দেখা যায়। অধীত শাস্ত্র সকলের সংস্কার হওয়া অতি অল্প জনেরই ঘটিয়া থাকে; তাহার কারণ এই যে শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারে না হইলে কাহারও কোন বিষয়ে অধিকার হইবার সম্ভাবনা নাই; বরং বালকগণের বিকাশোন্মুখী মানসিক শক্তি সকলের [illegible] অনিষ্ট হইয়া থাকে। অভ্যাস ও সংস্কার এই দুইটি শব্দ কোনক্রমে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতির অভাবে উহারা [illegible] হইয়াছে। বস্তুতঃ কোন বিষয়ে সংস্কার যতদূর পরিপক্ক হইবে, অভ্যাস তদনুরূপ স্থায়ী হইবে। তাহাতে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্রমশঃ হ্রাস [illegible] সেই অভিপ্রায়ে এই কয়েকটি পরিচ্ছেদ লিখিত হইল।

উচ্চারণ শক্তি পরিস্ফুট হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুগণ যেরূপ পদ্ধতিতে ক্রমে ক্রমে মাতৃভাষা শিক্ষা করে, তাহাতে উহাদিগের বিচারশক্তির ক্রিয়া বিশেষ লক্ষিত হয়। ক্রিয়া পদ সকলের কালের তারতম্য ভেদ করা কেবল অভ্যাসের কার্য্য নহে। যথা, কোন খাদ্যসামগ্রী দেখিলে শিশুরা কহে 'খাব', খাওয়া শেষ হইলে বলে 'খেয়েছি'; খাওয়া হইতেছে এই সময়ে কহে 'খাচ্চি'। শিশুরা যদিও অভ্যাস দ্বারা এই ক্রিয়া পদ সকল উচ্চারণ করে, তথাচ উহাদিগের কাল ভেদ তাহাদের হৃদয়ঙ্গম না হইলে উহাদিগের যথার্থ প্রয়োগ কখনই ঘটে না। বিশেষণপদ সকলের ব্যবহারেও এইরূপ মানসিক ক্রিয়া দৃষ্ট হয়; যথা রাঙ্গা, কাল, শাদা প্রভৃতি বর্ণসকলের সংস্কার শিশুমনে যদি পরিষ্কাররূপ প্রতিবিম্বিত না থাকে, তাহা হইলে অন্ততঃ রাঙ্গা বর্ণকে "রাঙ্গা" এই বিশেষণপদ উহারা প্রয়োগ করিতে পারিত না।

ভাষার উদ্দেশ্য মনের সুখ দুঃখ ভাব স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা। ভাষা দুইভাগে বিভক্ত, যথা, বাচনিক ও লিখিত। লিখিত ভাষার মুখ্য উদ্দেশ্য দূরস্থ কোন ব্যক্তির নিকট আত্মভাব প্রকাশ করা। শিশুরা প্রথমতঃ বাচনিক ভাষা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিলে, পিতা মাতা লিখিত ভাষা অভ্যাস করিতে শিক্ষা দেন।

প্রকৃত জ্ঞানলাভের নাম শিক্ষা। লিখিত [illegible] অভ্যাসে নানা বিষয়ের জ্ঞানলাভ হয় [illegible] উহাকে শিক্ষা কহা যায়। যে ব্যক্তি [illegible] পড়িতে ও লিখিতে সক্ষম হয় আমরা তাঁহাকে সুশিক্ষিত বলি। [illegible] জন পড়িতে ও লিখিতে না জানে আমরা তাহাকে অশিক্ষিত বলি। কিন্তু বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে জগতে অশিক্ষিত ব্যক্তি কেহই নাই। পড়িতে বা লিখিতে পারিলে যে শিক্ষিত হয় এমন নহে। মনুষ্য ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা প্রতিনিয়তই শিক্ষিত হইতেছে। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে; এই বিষয় যে ব্যক্তি পুস্তকে পাঠ করে নাই, সে একবার মাত্র জ্বলন্ত অগ্নি স্পর্শ করিলেই জানিতে পারে উহার দাহিকা শক্তি আছে কি না। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আমরা সম্যকরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারি, তাহা হইলে পাঠের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা সংক্ষেপে দিতেছি।

সুখ দুই প্রকার, দৈহিক ও মানসিক। এই দুই সুখের আকাঙ্ক্ষা প্রতিনিয়তই মনুষ্যহৃদয়ে প্রদীপ্ত রহিয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষা, ক্ষুৎপিপাসানিবারণ ও দেহের মঙ্গলকর বা সুখকর সামগ্রী সমস্ত আহরণ ও সেবনের আকাঙ্ক্ষায় আমরা সতত্ই যত্নবান আছি; এবং যে পরিমাণে উক্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয় আমরা সেই পরিমাণে সুখী হই বটে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। একটি আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ আর একটি আসিয়া উপস্থিত হয়। এই আকাঙ্ক্ষাই আমাদিগের উন্নতির ও সভ্যতার পথ। মানসিক সুখাকাঙ্ক্ষা দৈহিক সুখাকাঙ্ক্ষার প্রতিরূপ। জগতে আসিয়া দৃশ্যমান পদার্থ সকলের রূপ গুণ ও উহাদিগের উৎপত্তির কারণ প্রভৃতি বিষয় পরিজ্ঞাত

হইতে [illegible]হার না ইচ্ছা জন্মে। এই ইচ্ছার নাম কৌতূহল। কৌতূহল আমাদিগের শিক্ষার আদি কারণ ও জ্ঞানের প্রবেশিক দ্বার স্বরূপ। কৌতূহলের সীমা নাই। লোকে প্রথমতঃ যে স্থানে বাস করে, তত্রস্থ পদার্থসকলের বিশেষরূপ পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করে। উক্ত ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হইতে না হইতেই যে দেশে বসতি করে, সেই দেশের সমস্ত বিষয় জানিতে ইচ্ছা হয়। ক্রমে ভিন্নদেশের বিষয়, ক্রমে সমস্ত পৃথিবীর, তৎপরে অন্তরীক্ষে সূর্য্য চন্দ্র তারকা প্রকৃতির জ্ঞান উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা জন্মে। এই ইচ্ছা যতই পরিতৃপ্ত হয়, মন সেই মত বিকশিত, প্রশান্ত ও সুখী হয়। নূতন জ্ঞান শিক্ষা করিবার ইচ্ছা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া নূতন সুখের প্রস্রবণ উদ্ভাবিত করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য সত্যের অনুসন্ধান ও সত্যের নির্বাচন। অর্থ লাভ বা যশোলাভ প্রভৃতি সর্ব্বদা শিক্ষার উদ্দেশ্য হইলেও উহা অন্যতর উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত। এস্থলে সত্য কি? ইহা জিজ্ঞাসা হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে উহার অভাব প্রতিপাদন ও চিরপ্রচলিত সংস্কারের সহায়তা আবশ্যক। যথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন 'শীতল' এই বিশেষণ পদের অর্থ কি? তাহা হইলে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, যাহার তাপ নাই তাহাই শীতল, তথাচ শৈত্য গুণ বুঝিবার পূর্ব্বে আমাদিগের চিত্তে [illegible] সং[illegible] থাকা আবশ্যক। সেই মত আমরা [illegible] কহি যাহা মিথ্যা নহে তাহাই সত্য, [illegible] হইলে মিথ্যা কি ইহার সংস্কার আমাদিগের মনে না থাকিলে আমরা সত্যের উপলব্ধি করিতে পারি না, তথাচ সহজে বুঝিবার জন্য এস্থলে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমি দেখিতেছি আমার সম্মুখে ভাগিরথীর জলরাশি প্রবাহিত হইতেছে, [illegible] কেহ আমাকে কহে "তুমি যাহা দেখিতেছ তাহা নদী নহে, তাহা মরুভূমি, এবং যে জলরাশি প্রবাহিত হইতেছে, কহিতেছ উহা বালুকারাশি [illegible] সঞ্চালিত হইতেছে। এরূপ কথা শুনিলে আমি অবশ্য হাস্য করিয়া কহি "তুমি যাহা কহিলে তাহা মিথ্যা", কেন [illegible] যে গুণ বিশিষ্ট পদার্থকে আমরা জল বলি, আমি তাহাই দেখিতেছি, এবং যে যে গুণ বিশিষ্ট পদার্থকে আমরা বালুকা কহি আমি তাহা দেখিতেছি না। [illegible] দৃষ্টান্তে সত্য নির্ব্বাচন যেরূপ সহজ, সকল [illegible] বিষয়ে তদ্রূপ সহজ নহে। এই জন্যই শিক্ষার আবশ্যক। জগতে সমস্ত পদার্থই কি চেতন কি অচেতন সকলেই [illegible] সম্বন্ধে গ্রথিত, যথা সমুদ্র বা হ্রদ হইতে অধিকাংশ বাষ্পের উৎপত্তি হয়। এই বাষ্প সমূহ বায়ু অপেক্ষা লঘু বলিয়া বিমানে উত্থিত হয় ও মেঘাকারে অবস্থিতি করে, ক্রমশঃ [illegible] হেতু বৃষ্টিরূপে ভূতলে পতিত হয়। "যদি কেহ কহেন পৃথিবীর ন্যায় বিমানেও জলাশয় সকল অলক্ষ্য ভাবে আছে এবং দেবগণ ইচ্ছা করিলে বারিবর্ষণ করেন, [illegible]ই বা[illegible]কে

বৃষ্টি কহি। যে ব্যক্তি বৃষ্টির কারণ কিছুই অবগত নহে, তাহার নিকটে দুইটি মতই গ্রাহ্য হইতে পারে; কেননা বিমানে জলাশয়ের অবস্থিতি ও দেবগণ কর্তৃক উহার বর্ষণ তাহার নিকটে যেরূপ আশ্চর্য্য, অলক্ষ্য সমুদ্র হইতে বাষ্পরাশির উৎপত্তি, উহাদিগের বিমানে মেঘরূপে অবস্থিতি, উপবস্থিত তাপের হ্রাস হেতু বৃষ্টিরূপে ভূতলে পতিত হওয়া তুল্য আশ্চর্য্যের বিষয়। এস্থলে যদি কেহ যন্ত্রদ্বারা বাষ্প প্রস্তুত করিয়া বৃষ্টির সাক্ষাৎ কারণ দর্শাইতে পারেন, তাহা হইলে অপর মতের অসারতা প্রমাণ ও সত্যের নির্ব্বাচন হয়।

যে যে প্রণালীতে সর্ব্বদা সত্যের নির্ব্বাচন হয় তাহা অনুমান, বিচার ও পরীক্ষা। যে যে বিষয়ে পরীক্ষোপযোগী নহে, সেই বিষয়ে সত্যের নির্ব্বাচন অনুমান ও যুক্তিদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। যথা রাম একদিন প্রভাতে উঠিয়া আপন দ্বারের তালকা ভগ্ন ও গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন তাঁহার পাঠ্য পুস্তকের অ[illegible] তিনি দুঃখে আর্ত্তনাদ করিয়া [illegible]! আমার উত্তমোত্তম পুস্তক সকল অপহৃত হইয়াছে। এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে 'অপহৃত হইয়াছে' এই পদটি তিনি কেন প্রয়োগ করিলেন? এমত হইতে পারে যে তাহার কোন আত্মীয় বা বন্ধু পড়িবার জন্য পুস্তক সকল লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে; যেহেতু প্রথমতঃ যে ব্যক্তি সৎ অভিপ্রায়ে কোন বস্তু লইতে ইচ্ছা করেন, তিনি একবার মাত্র চারিদিক পুস্তক সকল পাইতে পারেন, তিনি অন্যায় ভাবে আসিয়া গৃহের তালকা ভগ্ন করিয়া তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া কেন লইবেন? অতএব পুস্তক সকল লওন সম্বন্ধে এস্থলে দুইটি অভিপ্রায় স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে। তিনি অনুমান ও যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে তাঁহার পুস্তক সকল অপহৃত হইয়াছে।

কোন বিষয় সিদ্ধান্ত বা কোন বিষয় সম্পর্কীয় সত্য নির্ব্বাচন করিতে হইলে আমরা প্রথমতঃ উক্ত চিন্তা করিয়া থাকি। চিন্তাকালীন তৎসম্বন্ধীয় পূর্ব্বোপার্জ্জিত জ্ঞান আমাদিগের বিশেষ সহায়তা করে। আমাদিগের পূর্ব্বোপার্জ্জিত জ্ঞান যদি ভ্রমময় হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সিদ্ধান্ত সেইরূপ হইবে। যথা রাম কহিলেন,—

যাহার প্রাণ আছে তাহার সুখ দুঃখ অনুভব করিবার শক্তি আছে। বৃক্ষগণের প্রাণ আছে সুতরাং বৃক্ষগণের সুখ-দুঃখ অনুভব করিবার শক্তি আছে। এস্থলে রামের বিজ্ঞতা অল্প, তাঁহার অনুমান ভ্রমাত্মক সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্তও সেইরূপ।

পরীক্ষিতব্য বিষয় পরীক্ষার দ্বারা নির্ণীত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও উহাতে অনুমান ও চিন্তার আবশ্যক। আমাদিগের পৌরাণিক মতে যৎকালীন চন্দ্রমা রাহু কর্তৃক গ্রস্ত হয়েন তখনই চন্দ্রগ্রহণ হয়। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম, কেন না বৈজ্ঞানিকেরা কহেন, যৎকালীন সমসূত্রের একদিকে চন্দ্র ও অপর দিকে সূর্য্য ও মধ্যস্থলে পৃথিবী অবস্থিতি করে, তৎকালে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়িলে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

যে পণ্ডিত ব্যক্তি গ্রহণের প্রকৃত কারণ প্রথমে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তিনি সূর্য্য

ও চন্দ্র কিরূপ গতিতে ভ্রমণ করিতেছে, এইরূপ গতিতে ভ্রমণ করিয়া পরস্পর কিরূপ সংগম হইলে গ্রহণের উৎপত্তি হইবে এ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অনুমান ও চিন্তা করিয়া পরিশেষে উহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

কানন-কুসুম।

এক প্রকার নবেল আছে, যাহা কৌচের উপর শুইয়া, তাকিয়া ঠেসান দিয়া, গুড়গুড়ির নল টানিতে টানিতে পড়িতে হয়। ইহার জন্য যত্ন পরিশ্রম কিছুরই দরকার হয় না। নদীর স্রোতের ন্যায় ইহাতে গা ভাসাইয়া চলিলেই হয়। ইহাতে ভাষার কাঠিন্য নাই, ভাবের কাঠিন্য নাই, চরিত্রসমাবেশের কাঠিন্য নাই, সকলই সহজ, সকলই তরল, সুতরাং সকলই "চলিত্র পদ্মবৎ"। যাঁহারা অলস, বিশ্রাম-লোলুপ, অথবা "অলস জাতি," তাঁহারা তাস, পাশা, দশ পঁচিশ না খেলিয়া এইরূপ নবেল পাঠ করিয়া থাকেন। যদি আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের এরূপ কেহ থাকেন, তাঁহারা কানন-কুসুম পাঠ করিয়া প্রীত হইবেন না। লেখকের ভাবে কাঠিন্য, ভাষার কাঠিন্য, * চরিত্র-সমাবেশে কাঠিন্য, এজন্য তাঁহার রচনা সহজে গলাধঃকরণ হয় না। সুতরাং যাঁহারা সময়কে বধ করিবার জন্য নবেল পড়েন, তাঁহারা কানন-কুসুমে উপাদেয় খাদ্য পাইবেন না। কিন্তু এরূপ খাদ্যের অভাব নাই। যোগেশ বাবুকে সম্বাদ দিলে স্বল্পমূল্যে বা বিনা মূল্যে রাশি রাশি এরূপ খাদ্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পাঠক পাঠিকাগণ সাবধান! সস্তা দর বলিয়া এরূপ খাদ্যে পেট বোঝাই করিবেন না। উদরী হইবার সম্ভাবনা। আমরা শুনিয়াছি অনেকে এইরূপ রোগগ্রস্ত হইয়া অকালে কালের করালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন।

সে যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে যেরূপ নবেলের কথা বলিলাম, সকল নবেল সেরূপ নয়। অনেকগুলি নবেল, কোমর বাঁধিয়া, সাদা জল খাইয়া, এক্জামিনের পড়ার মত তন্ন তন্ন করিয়া পড়িতে হয়। নতুবা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। জর্জ ইলিয়টের রোমোলা ও Goethe's Wilhelm Meister এই শ্রেণীভুক্ত। কেহ হয় ত বলিবেন এরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া নবেল পড়ার প্রয়োজন কি? একটু প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনটি দুই এক কথায় বুঝান যায় না। এজন্য

* দুর্ভাগ্য বশতঃ লেখকের ভাষাটি প্রাঞ্জল নয়। কেহ মনে করিবেন না যে, ভাষার কাঠিন্যকে আমরা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি।

আমরা যতদূর পারি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রাণিবিজ্ঞানই বলুন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যাই বলুন, বা অন্য কোন বিজ্ঞান বলুন, সকল শাস্ত্রেই প্রথমে কতকগুলি ঘটনা সংগ্রহ করিতে হয়। প্রাণিবিজ্ঞানের লেখক নানা স্থান হইতে প্রাণী সংগৃহীত করেন। এইরূপ উদ্ভিদশাস্ত্রের লেখক নানা দেশ হইতে বৃক্ষ লতা সংগৃহীত করেন। অন্য অন্য শাস্ত্রেও ঐরূপ।

ঘটনাগুলি একবার সংগৃহীত হইলে তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হয়। তখন সমস্ত প্রাণী, সমস্ত বৃক্ষ লতা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়। এবং এইরূপ জাতিবিভাগ অবধারিত হইলে ঐ ঘটনাগুলির মধ্যে পরস্পর কার্য্য কারণ ভাব সংবদ্ধ হইতে থাকে। তখন প্রাণিবিদ্যায় কিরূপে বা কি কারণে ব্যাঘ্র নৃশংস হইল, কি হেতু উষ্ট্রের হটিল, হস্তী প্রকাণ্ডাকার হইল, মনুষ্য বুদ্ধিমান হইল, এই সকল কূটপ্রশ্ন বিচারিত হয়। এইরূপে উদ্ভিদশাস্ত্রে কেন গোলাপ পুষ্পের পাপড়ী ঐরূপ হইল, কেন পদ্মের আকার ঐরূপ হইল, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হয়। এই অবস্থাকে বিজ্ঞানের চরম অবস্থা বলা যায়। বিজ্ঞানের প্রথম অবস্থা ঘটনা-পর্য্যবেক্ষণ, দ্বিতীয় অবস্থা জাতিবিভাগ, তৃতীয় বা শেষ অবস্থা, কার্য্য-কারণ ভাবের আবিষ্কার।

সমাজ-তত্ত্ব (Sociology) সকল বিদ্যার সারনিষ্কৃষ্ট, সকল শাস্ত্রের সার শাস্ত্র। প্রাণি কি, উদ্ভিদ কি, ধাতু কি, প্রভৃতি প্রশ্ন অতীব প্রয়োজনীয় কিন্তু মনুষ্য কি, মনুষ্যের মন কি উপাদানে নির্ম্মিত ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে ঘটনা কোথায় পাওয়া যাইবে? আমরা প্রত্যহ কত মনুষ্যের সহিত কার্য্য করিতেছি। কিন্তু মনুষ্য-মনের গতি নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। মনুষ্য যে সকল দুর্ভেদ্য আবরণে নিজের মনকে লুকায়িত রাখে তাহা ভেদ করা অতীব কঠিন। যাঁহারা প্রকৃত নভেল লেখক, নাটক-লেখক বা কবি, তাঁহারা এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করেন। তাঁহারা স্বকীয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সাহায্যে মানব-মনের গতি-বিধি দেখিতে পান। এবং স্বকীয় প্রতিভাবলে সেই গতি বিধি গুলি আমাদের নিকট চিত্রিত করেন। বলা বাহুল্য যে মানব-মনের গতি বিধি অবধারণ করাই সমাজ তত্ত্বের প্রথম সোপান। এই গতি বিধি গুলিই সমাজ তত্ত্বের ঘটনা স্বরূপ। অগ্রে এই গুলি অবধারিত হইলে পরে তাহাদের জাতিবিভাগ হইবে। এবং জাতিবিভাগের পর ইহাদের কার্য্য কারণ ভাব নির্ণীত হইবে। নভেল লেখক সমাজ-তত্ত্বের সোপান স্বরূপ এই অন্তর্জগতের ঘটনাবলি অর্পিত করেন বলিয়া তাঁহার পুস্তক যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত পাঠ করা প্রয়োজনীয়।

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা পূর্ব্বোক্ত মতটি বিশদ করিব। ঈর্ষ্যা আমাদের হিতসাধক কিনা, ঈর্ষার কারণ কি, ঈর্ষ্যা দমিত হয় কিনা, ঈর্ষ্যা দমিত হইবার উপায় কি প্রভৃতি প্রশ্ন অতীব প্রয়োজনীয়। কিন্তু এ সকল প্রশ্ন উত্তর করিবার পূর্ব্বে ঈর্ষ্যার কার্য্য প্রণালী কি, ঈর্ষ্যা কি ভাবে, কাহার

মনে, কোথায় সমুদিত হয়, [illegible] উত্তর দেওয়া উচিত। কা[illegible] প্রণালী না জানিলে তাহার কী[illegible]র্দেশ করা অসম্ভব। নবেল লেখক (নাটককার ও কবির ন্যায়) অন্তর্জগতের এই ঘ[illegible] বিবৃত করেন *। সুতরাং তাঁহার [illegible] (অর্থাৎ যে পুস্তকে একপ অন্তর্জগতীয় ঘটনার চিত্র আছে) বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা প্রয়োজনীয়।

যে সকল নবেল-লেখক এই প্রয়োজ[illegible]নের (অন্তর্জগতের কার্য্যাবলীর পর্য্যবেক্ষণ [illegible] আমরা ইহাকে সাধারণতঃ চরিত্র-বিন্যাস বলিতে পারি) প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাঁহারা প্রায়ই ভাষার চাকচিক্য, গল্পের মনোহারিত্ব, বর্ণনার লোমহর্ষকত্ব প্রভৃতি সামান্য বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ করেন না। কিন্তু তথাপি তাঁহারাই জগতের পূজ্য। তাঁহাদিগকে সহজে বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতার একবার উপলব্ধি হইলে, তাঁহাদে[illegible] চিরকালের জন্য অক্ষয় থাকে। একটি শুশ্‌নি শাকের লতা আনিয়া জলে ছাড়িয়া দাও, কাল তাহার পত্র পল্লব বাহির হইয়া পুষ্করিণীর অর্দ্ধেক স্থান ব্যাপিত করিবে। কিছু কাল পরেই তাহা বিশুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়া গোরুর খাদ্য রূপে পরিণত হইবে। অন্যদিকে একটি বটবৃক্ষ রোপণ করিতে অনেক সময়, অনেক পরিশ্রম লাগে। কিন্তু [illegible] তাহা বর্দ্ধিত হইলে, [illegible] যুগান্ত ধরিয়া শ্রান্ত পথিক তাহার তলে বিশ্রাম লাভ করে। বুলইয়ার লিটন্ ভাষার চাকচিক্য, গল্পের মনোহারিত্ব প্রভৃতিতে প্রায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার সময়ে তিনি [illegible]ত যশস্বীও হইয়াছিলেন, কিন্তু [illegible] [illegible] তিনি প্রায় [illegible] হইয়াছেন। আর সেক্সপীয়র গল্পের অসম্পূর্ণতা, ভাষার কাঠিন্য সত্বেও জগতের পূজাস্থল হইয়া অসংখ্য মানব-বৃন্দের উপাস্য হইয়া রহিয়াছেন।

আমরা [illegible] অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। "কানন কুসুমের" সমালোচনায় এত কথা বলিলাম কেন? কানন-কুসুমে চরিত্র বিন্যাসের চেষ্টা আছে বলিয়া। কানন কুসুমে কতকগুলি দোষ আছে। কিন্তু তথাপি ইহা আদৃত হইবার যোগ্য। [illegible] বিন্যাসই নবেলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান এবং যাহাতে চরিত্র বিন্যাসের চেষ্টা আছে উহার অনেক অন্য অনেক দোষ মার্জ্জনীয়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি কানন-কুসুমে চরিত্র বিন্যাসের চেষ্টা আছে। নিম্নে এই কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতেছি।

গ্রন্থের প্রথম চরিত্র অভিরাম। অভিরাম দরিদ্র, কিন্তু অভিরাম বুদ্ধিমান, উদ্যমশীল এবং উচ্চাভিলাষী (Ambitio[illegible]) এগুলি গুণের কথা কিন্তু এক দোষে [illegible] রাজ্যের সমস্ত গুণ দোষে পরিণত [illegible]। অভিরামের মতে ন্যায় অন্যায় নাই। যে-রূপে পার, বড় হও, সম্পদ লাভ কর। ন্যায়ান্যায় বিবেচনা মূর্খের কার্য্য। বুদ্ধি-

* সেক্সপীয়র Othello র দ্বারা ঈর্ষার কার্য্য প্রণালী আমাদের সম্মুখে বিন্যস্ত করিয়াছেন। ঈর্ষ্যার কারণ কি, অথবা ঈর্ষ্যা কিরূপে দমিত হয় এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেন নাই। তিনি কেবল ঘটনা সংগ্রাহক।

মান অভিরাম সেরূপ বিবেচ[illegible] মস্তিষ্ককে কষ্ট দিতে চায় না। অভিরাম এক কথা জানে "কার্য্যের সাধন"। অভিরাম দরিদ্র, অভিরাম মণিকান্তের বাড়ী চাকুরী করে। কিন্তু অভিরামের মত লোক কয় দিন এ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? অভিরাম রাতারাতি বড় মানুষ হইতে চায়। মাসিক নির্দ্দিষ্ট বেতনে সে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। আবার সুপথে থাকিয়া ধন উপার্জ্জন করিতে হইলে অনেক সময় লাগে। অভিরাম এত দেরীও সহ্য করিতে পারে না। [illegible] সুপথে থাকিয়া শীঘ্র শীঘ্র ধন উপার্জ্জন না হইল, তবে কুপথে থাকিয়া হউক। এই বলিয়া অভিরাম কলিকাতায় জুয়োচোরের সঙ্গে যোগ দিল। জুয়োচুরি লুকাইয়া রাখা বড় কঠিন। তুমি যতই বুদ্ধিমান হও না, সমাজ তোমা অপেক্ষা সহস্র গুণে বুদ্ধিমান। সুতরাং অভিরামের জুয়োচুরি ধরা পড়িল। অভিরাম আণ্ডামান দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইল।

কিন্তু এখনও সেই অভিরাম। অভিরামের উদ্যমশীলতা, অভিরামের উচ্চাভিলা[illegible]নও পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এক জন বৃদ্ধের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া অভিরাম আণ্ডামান হইতে পলায়ন করিল।

অভিরাম দেশে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু [illegible] সে পূর্ব্বের মত ন্যায় অন্যায় বিচার[illegible]। অভিরাম দেশে আসিয়া বড় হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। এরূপ লোকের সুবিধার অভাব হয় না। [illegible]জীতে বলে "Where there is a will, there is a way." ইচ্ছা বা অধ্যবসায় থাকিলে উপায় [illegible] আসিয়া জুটে। অভিরাম [illegible] রাজপুত্রের সহিত মিশিল। এই রাজপুত্র আট বৎসর হইল রাজ্য ছাড়িয়া আসিয়াছেন। আবার যে মন্ত্রীর হস্তে রাজকার্য্যের ভার ছিল, অভিরাম শুনিল, সেই মন্ত্রী পরলোকে গমন করিয়াছে। অভিরাম ভাবিল—এই রাজপুত্রকে যমালয়ে পাঠাইয়া ইহার রাজ্যে আপনাকে রাজপুত্র বলিয়া প্রচারিত করিলে কেমন হয়। ইহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আমি সব জানি। অথবা কৌশল করিয়া জানিব। যদি কেহ সন্দেহ করে, আমার বুদ্ধির জোরে তাহাকে নিরস্ত করিব। সে ভাবিল—

"বুদ্ধিবল সম বল নাহি ভূমণ্ডলে।
জয়লাভ করে লোকে সদা বুদ্ধিবলে॥
সুকৌশলে সুসজ্জিত হইয়া চলিবে।
কেহ মোরে প্রতারক জানিতে নারিবে॥

যে ভাবনা সেই কাজ। অভিরাম রাজপুত্রকে ভুলাইয়া বনপ্রদেশে লইয়া চলিল। এবং রাজপুত্রের মস্তকে অস্ত্রাঘাত করিয়া তাহাকে নদীজলে নিক্ষেপ করিল। এবং পূর্ব্বকল্পনানুসারে আপনাকে রাজপুত্র ব[illegible]তিতে (রাজপুত্রের রাজ্যে) উপস্থাপিত করিল।

কিন্তু এখন হইতে অভিরামের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে উল্টাইয়া [illegible]। অভিরাম এক ভীষণ পাপকর্ম্ম সাধিত করিয়াছে। এরূপ পাপের নিত্যানুবর্ত্তী [illegible] অভিরামকে আসিয়া ঘেরিল। অভিরাম এক্ষণে সঙ্কুচিত, ভীরু, উদ্যম-বিহীন ও অসার কাপুরুষ। পাপসাধনের পূর্ব্বে অভিরাম এইরূপে কথা কহিয়াছিল—

"[illegible] সময়ে সদুপদেশ ভাল শুনায় না। যদি পক্ষীর অধিপতির ন্যায় [illegible] শয্যায় কাল হরণ এবং ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবার সুযোগ থাকিত; তাহা হইলে, আমি অতি প্রফুল্লচিত্ত হইতে পারিতাম; সকলকে বলিতে পারিতাম—

"এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান।
সকল প্রকার সুখ করিতেছে দান॥"

তাহা হইলে আর কখনই বলিতাম না যে,—

যাতনায় ব্যাকুলিত না পারি রহিতে।
ক্ষিতিত্যাগ অনুক্ষণ উপজিছে চিতে।

তাহা হইলে আমি ঐশ্বর্য্য শৈলের উচ্চ শিখরে উপবেশন করিয়া দীন দরিদ্র প্রতিবেশীদিগকে গম্ভীর স্বরে নানা প্রকার উৎসাহের কথা অক্লেশে বলিতে পারিতাম।

পাপসাধনের কিছুকাল পরেও অভিরামের পূর্ব্বস্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কিন্তু কতকাল মানুষ প্রাকৃতিক (Natural) নিয়মের বিরুদ্ধে চলিতে পারে। অভিরাম শীঘ্রই ভীরু কাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইলেন। যে অভিরাম পূর্ব্বে দুস্তর সমুদ্রকে ভয় করে নাই, এখন সেই অভিরাম সামান্য কারণে ভীত ও শঙ্কিত হয়।

"পক্ষীরাজ অভিরাম তদ্দর্শনে শঙ্কিত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাহার কিসের ভয়? [illegible]হীন, ক্ষীণকলেবর সেই বৃদ্ধ, তাঁহার কি [illegible] পারে? পক্ষীরাজ তাহাও জানিতেন, তথাচ চকিত হইলেন। সকলের মন কিছু সমান নহে; অনেকে সামান্য কারণেও শঙ্কিত হইয়া থাকেন; পক্ষীরাজও সেইরূপ লোকের একজন। তিরস্কার কিংবা প্রহার করিয়া সেই বৃদ্ধকে দূর করিয়া দিলে সহজেই সকল গোল চুকিয়া যাইত; কিন্তু পক্ষীরাজ তাহা করিলেন না; করিতেও পারিলেন না; অবশেষে পলায়নই স্থির করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইলেন; দৌড়াইয়া বৃদ্ধের দৃষ্টিপথের অতীত হইলেন।"

পূর্ব্বে অভিরাম হয় ত এক চপেটাঘাতে বৃদ্ধকে নিকাশ করিতেন। কিন্তু পাপ তাঁহার হৃদয়ে ভয় ও সন্দেহ রোপিত করিয়াছে এখন তিরস্কার বা প্রহার তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

ইহার পর অভিরামের জীবনে কোন উল্লেখ যোগ্য ঘটনা হয় নাই। হওয়া উচিতও নয়। পাপ দিনে তাহার শরীর জর্জ্জরিত। এখন

"তিনি অদৃষ্টের দাস, অদৃষ্ট তাঁহাকে যে পথে লইয়া চলিল, তিনি সেই পথেই চলিলেন।

"তাহার ধারণাশক্তির হ্রাস হইল, ভাববৃন্দের শৃঙ্খলতা দূর হইল।"

কিয়ৎকাল এইরূপে দিন অতিবাহিত করিয়া অভিরাম এক রেলওয়ের চাকায় নিষ্পেষিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। যে উচ্চাভিলাষের সঙ্গে ন্যায়পরতা মিশ্রিত না থাকে, তাহার দশা এইরূপই হইয়া থাকে। সহস্র বুদ্ধি, সহস্র কার্য্যক্ষমতা তাহার দুর্ভাগ্য [illegible] অপনয়ন করিতে পারে না। ইউরোপবিজেতা নেপোলিয়ন এই দোষে সেণ্টহেলেনায় বন্দীভাবে প্রাণত্যাগ করেন।

অভিরামের প্রণয়ও অভিরামের চরিত্রের সম্পূর্ণ উপযোগী। "অভিরাম বিবাহ করিল—নিজ পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য। অভিরাম মুগ্ধ হইল—স্ত্রীর রূপে।

আমাদিগের সমালোচনা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এখন দুই চারি কথায় আর দুই চারি জনের চরিত্র-বিশ্লেষণ করিব।

বীরেন্দ্র উদার, পরোপকারী, আবেগ-বিহ্বল (Impulsive,) এবং আত্মবিস্মৃত। বীরেন্দ্র সকলের উপকার করিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু নিজের কাজের বেলায় বীরেন্দ্র নির্ব্বোধ ও আত্মবিস্মৃত। পৃথিবীতে এরূপ লোকের অভাব নাই। গোল্ডস্মিথ্ নিজের পাথেয় অন্যকে দিয়া, নিজে পথে পথে বাঁশী বাজাইয়া ও ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিতেন। যাঁহাদের এরূপ স্বভাব তাঁহারা সহজেই প্রতারিত হন, এবং অনেক সময়ে তাঁহারা আপনাদের বিপদ আপনারা টানিয়া আনেন। বীরেন্দ্রও এইরূপ অনেক বার প্রতারিত হইয়াছিলেন। অনেক বার নূতন নূতন বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উদারতা তাঁহাকে অবশেষে সকল সুখের অধিকারী করিল।

সভ্য সমাজে দুষ্ট লোকের কিরূপ প্রকৃতি অভিরাম তাহা এক প্রকার দেখাইয়াছেন। অসভ্য সমাজের দুষ্ট লোকের কিরূপ প্রকৃতি ভিক্ষা তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। অভিরামের মত তাহার উচ্চাভিলাষ নাই। অথবা সে অভিরামের অপেক্ষা সহস্রগুণে নৃশংস ও পামর।

প্রভাবতী হিন্দু বালিকা। চরিত্রের আঁট সাঁট নাই। যাহা কিছু ভাল প্রভাবতীর চিত্ত আপনা হইতে সেই দিকে আকর্ষিত হয়। প্রভাবতী সমাজ জানে না, ন্যায়ান্যায় জানে না, ধর্ম্মাধর্ম্ম জানে না। তাহার রমণীর হৃদয় আপনা হইতে ভালর দিকে প্রধাবিত হয়। তবে যে সে বীরেন্দ্রকে দেখিয়া ছট্‌ফট্ করিয়াছিল, গবাক্ষের উপর বসিয়া পুষ্করিণী বা নদীর দিকে তাকাইয়া প্রণয় সম্বন্ধে লম্বা লম্বা ভাবনা ভাবিয়াছিল, সেটুকু ইংরেজদিগের হইতে প্রাপ্ত। প্রভাবতীর গায়ে এই ইংরেজী গন্ধটুকু না থাকিলে আমরা তাহাকে আরও ভাল বাসিতাম।

বিলাসবতী অভিরামের প্রতিকৃতি। বিলাসবতী অভিরামের মত বড় হইতে চায়। আবার সে অভিরামের মত Jesuit. তাহার মতে উদ্দেশ্যের সাধুতাতেই উপায়ের সাধুতা (End sanctifies the means)। যে কোন উপায়ে হউক বড় হইতে পারিলেই হইল। ন্যায়ান্যায় বিচার মূর্খের কাজ। বলা বাহুল্য যে, পরিণামে বিলাসবতী দুঃখ ও হতাশসাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে

পাঠক এক্ষণে বুঝিবেন, কি জন্য আমরা বলিয়াছিলাম যে, "কানন-কুসুমে," চরিত্র বিন্যাসের চেষ্টা আছে। বোধ হয়, এক্ষণে আমরা বলিতে পারি যে, লেখক চরিত্র বিন্যাসে অনেক দূর কৃত কার্য্যও হইয়াছেন।

কিন্তু তাই বলিয়া কানন-কুসুমকে একেবারে দোষহীন বলিতেছি না। আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি দোষের কথা বলিতেছি।

১। গল্পটি অনেক স্থলে অসংলগ্ন। বণিকায়ের বাড়ীতে চাকরি করিতে করিতে অভিরাম দূরে চুরি করিয়াছিল কি না, তাহা কোথাও বলা হয় নাই। অভিরাম কখন কাশী যায়, কখন পল্লীতে ফিরিয়া আসে তাহা ঠিক করা যায় না। অভিরাম

রাজনীতিজ্ঞতায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বুলারের শিক্ষকতা কালে, কার্লাইল যে কিছু অবসর পাইতেন, সেই অবসর সময়ে জার্ম্মান্ হইতে অনুবাদ, ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তৎপরে তিনি পূর্ণভাবেই কেবল একমাত্র লেখকতা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি সাময়িক বহুতর পত্রিকায় যে সকল সমালোচক প্রবন্ধাদি লিখেন, তাহা অত্যন্ত সারবান্, চিন্তাপূর্ণ, ও জ্ঞান-সম্পন্ন; এবং তদ্দারাই গুণিসাধারণের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি প্রথম আকর্ষিত হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ইনি ইঁহার অত্যদ্ভুত রিসার্টস নামক সুমহান্ গ্রন্থের রচনা আরম্ভ করেন। তৎপরে ক্রমান্বয়ে ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লব, ক্রমওয়েলের জীবনী, মহানুভব ফ্রেডরিকের জীবনী, ইত্যাদি বহুতর মহান্ গ্রন্থ সমূহ রচনা করিয়া স্বীয় জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল, এবং মানবসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এখনও ইনি জীবিত,—অশীতিপরবৃদ্ধ। যে কার্য্যের জন্য এই ভূমণ্ডলে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহার দ্বারা তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বিশ্বপিতার ইনি যথার্থ সুসন্তান।

ইঁহার রচিত গ্রন্থকলাপ পাঠে, পাঠকের মনে রচকের চিত্ত-গঠন সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা হয়, ইঁহার সাংসারিক জীবনও অবিকল তাহার প্রতিবিম্ব মাত্র। আমেরিক দেশীয় বিখ্যাতনামা তত্ত্ববিদ্ ইমারসন, কার্লাইলের রচনাবলী পাঠে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ করিবার নিমিত্ত, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে, আমেরিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে সমাগত হয়েন। তৎকালে তিনি কার্লাইলের সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে এরূপ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন।—

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলে পরিপূর্ণ জনশূন্য শৈলমাঝে আমি সেই গৃহখানি দেখিতে পাইলাম। তথায় বিজনপ্রিয় সেই মহাপণ্ডিত নিভৃতে তাঁহার প্রকাণ্ড হৃদয় পরিপোষণ করিতেছিলেন। কার্লাইল যুবাকাল হইতেই মনুষ্যপদবীর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া আসিতেছিলেন; তদীয় পাঠকবর্গ হইতে তাঁহার লুকাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি সম্পূর্ণ অভাবশূন্য, এবং সংসারের সুখ সম্পদের এতদূর অধিকারী যে, সেই বিজন শৈলপ্রদেশে অপরিচিত এবং নির্ব্বাসিত ভাবে রহিয়াও, লণ্ডনের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং অভিলষণীয়, তাহাই তিনি স্বাধীনভাবে এবং আপনার আদেশক্রমে ভোগ করিতে পাইতেছেন। তিনি দেখিতে দীর্ঘায়তন এবং কৃশাঙ্গ, এবং তাঁহার ললাট বিশেষ উন্নত। তিনি আত্মসংযম করিতে জানেন এবং তাঁহার কথোপকথনের অসাধারণ শক্তি তিনি যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করিতে পারেন। তাঁহার ভাষার বেশ সুরুচির সহিত তিনি উত্তরদেশীয় অর্থাৎ স্কটলণ্ডীয় টান দেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় অতি মনোরম শব্দবিন্যাস থাকে, এবং তিনি যাহা কিছু দেখেন, তাহার উপরই যেন একরূপ সরল রঙ্গ ভাসিয়া বেড়ায়। তিনি কথা কহিবার সময় যেন আমোদে আমোদে তাঁহার সুপরিচিত বস্তুগুলির বা-

ভাইয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; সুতরাং যে কেহ সামান্য আলাপমাত্রেই তাঁহার 'লার' এবং 'লিয়োনার' দিগকে ভাল করিয়া চিনিয়া লইতে পারে, এবং তাঁহার যে সকল সৃষ্টি ভবিষ্যতে পুরাণরূপে প্রথিত হইবে, আজি তাহা চিনিতে পারিয়া মনে এক প্রকার আনন্দ জন্মে। তিনি নিজে সঙ্গিবিরহিত ছিলেন, সঙ্গযোগ্য পদার্থও অতি বিরল ছিল। ডারস্কেয়ারের পাদরি ভিন্ন ষোল মাইলের মধ্যেও আর কথাটি কহিবার লোক ছিল না; সুতরাং একমাত্র গ্রন্থই তাঁহার কথিতব্য বিষয় ছিল।

"তাঁহার আলাপের বিশেষ বিষয়ীভূত পদার্থগুলিকে তিনি স্বকৃতনামে অভিহিত করিয়া থাকেন। যথা—ব্রেকউডের মেগেজিনের নাম 'বালির মেগেজিন'; 'ফ্রেজারের' সম্ভবতঃ অধিকতর স্থায়ী মেগেজিনের নাম "কর্দ্দমের মেগেজিন'। নিকটস্থ একটি ছোট রাস্তা কোন এক বিফল উদ্যমের চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান আছে, তাহার নাম 'হারা ছয়পেন্সের কবরখানা।' যখন কোন মহাত্মার মাত্রাতিরেক প্রশংসাতে তাহার বিরক্তি জন্মে, তখন তিনি বলেন যে, তাঁহার শুকরের বাচ্চাটির ঢের গুণ আছে। তিনি এই ক্ষুদ্র জন্তুটিকে, বাড়ীর একটা ঘেরা স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে অনেক সময় এবং কৌশল [illegible] করিয়াছিলেন; কিন্তু বাচ্চা বিচারণক্তির বিশেষ প্রয়োগ দ্বারা ঠিক করিয়াছিল, কি প্রকারে একখানা তক্তা ফেলিয়া দিয়া পথ করা যায়; এবং এই উপায় দ্বারা সে তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম বিফল করিয়া দিল। তথাপি তিনি মনুষ্যকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করণক্ষম কুজন্তু বলিয়া মনে করেন। তিনি 'নিরো'র মৃত্যুকে অনেক ইতিহাস হইতে অধিক ভাল বাসেন। যদি তাঁহার নিকট কেহ কোন একটি সত্য আবিষ্কার করিয়া দেয়, তবে তিনি তাঁহাকে পূজা করেন।

"আমরা গ্রন্থাদি সম্পর্কে গল্প করিয়াছিলাম। তিনি প্লেটো পড়েন না, সক্রেটিসের উপর তিনি তাঁহার অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। এবং আমি জেদ [illegible], তিনি মিরাবোকে দেবতার আসনে উঠাইলেন। তাঁহার নামানুসারে গিবন পুরাতন এবং নূতন এই দুই কালের মধ্যবর্ত্তী এক প্রকাণ্ড সেতু।

"তাঁহার পাঠনাবিষয়ক ছিল। রবিন্সন ক্রুসোর পরে ট্রিষ্ট্রাম সেণ্ডি তাঁহার চিত্তাকর্ষক প্রিয় বস্তুর মধ্যে অন্যতম ছিল। রবার্টসনের 'আমেরিকা' ছোট কাল হইতেই তাঁহার বিশেষ আদরের পাত্র ছিল। রুসোর "ক্রটি স্বীকার" পড়িয়া তিনি এই বুঝিয়াছিলেন, যে তিনি একেবারে মূর্খ নহেন। • • • •

"আমরা সেই স্থানে বসিয়া আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলাম। আমাদিগের এই বিষয় নিয়া কথোপকথনে কার্লাইলের স্বরং কোন দোষ ছিল না, কারণ কিপ্রভৃতি [illegible] ন্যায় তিনি স্বভাবতঃই কঠিন বস্তুতে আহত হইতে ভাল বাসেন না, এবং যেখানে দাঁড়াইলে যুক্তির কোন সোপান অবলম্বন [illegible] যায় না, এমন স্থানে তিনি দাঁড়াইতে চাহেন না। তিনি অতীব সৎ এবং সত্যবাদী। কি সূক্ষ্মসূত্রে ভূত এবং ভবিষ্যৎকে একত্র আবদ্ধ করে

[illegible] তিনি বুঝেন। প্রত্যেক ব্যাপারেরই ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে কিরূপ সংস্রব আছে তাহা তিনি বেশ দেখিতে পান। খ্রীষ্ট ক্রুশকাণ্ডে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, এই ঘটনাতে আজি ঐ স্থানে ডালক্সেয়ার গিরিজা নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহাতেই তুমি আর আমি আজি এ কত্রিত হইয়াছি।—সময়ের বর্ত্তমানতা, আপেক্ষিক মাত্র।"

কে না স্বীকার করিবে যে মূর্ত্তিমান ড্রুফেল্স্‌ড্রকের চিত্র।

কার্লাইলের পুস্তক সমূহ, বিশেষতঃ সার্টর রিসার্টস উৎপত্তি মাত্রেই পাঠকমণ্ডলীতে সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই। এক্ষণে ক্রমে ক্রমে আদৃত হইতেছে। ইহাদিগের যথোচিত সম্পূর্ণ সমাদর প্রাপ্ত হইতে এখনও বহু দিবস গত হইবে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের ভৌতিক ও নাস্তিকতা কুহক ভেদ করিয়া কিরূপে উর্দ্ধে উত্থান করিতে হয়; মনুষ্য-জীবনের মহত্ত্ব কতদূর ও তাঁহার উদ্দেশ্য কি; সত্যের নিত্যভাব ও অসত্যের নশ্বরতা; এবং তাহাদের ফল কিরূপ অখণ্ডিত ও অব্যর্থভাবে আমাদিগের জীবনের সর্ব্ব কার্য্যেই অবশ্য ফলিত হইয়া থাকে; এবং কিরূপেই বা চিত্তের বৃত্তি সমূহের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া এই জগৎক্ষেত্রে স্রষ্টার নিয়োজিত কর্ম্ম সাধন [illegible]ক জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করিতে হয়, ইহা যাহার জানিতে ও শিখিতে বাসনা হইবে, আমি তাঁহাকে কার্লাইলের গ্রন্থ সমূহ, বিশেষতঃ সার্টর রিসার্টস, চিন্তার সহিত মনঃসংযোগ পূর্ব্বক বারবার পাঠ করিতে উপদেশ দিই। এ পৃথিবীর কোন বস্তুই নির্দ্দোষ নহে [illegible]রাং কার্লাইলের বচন সমূহও যে দোষশূন্য নহে, তাহা বলা বাহুল্য। তবে কার্লাইলের লেখার যে দোষ, এবং যে কিছু অতি মানুষিক শিক্ষা আছে, তাহার পরিহার উপায় কার্লাইলের পাঠকেরা কার্লাইলের লেখা হইতেই শিক্ষা করিতে পারিবেন; সুতরাং তজ্জন্য অপর-কৃত সাবধানতায় কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই।

এক সময়ে আমার এরূপ বাসনা হইয়াছিল যে, সার্টর রিসার্টসের বঙ্গ অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে উপহার দিই। কিন্তু শেষে ভাবিয়া দেখিলাম যে অপাঠ্য কাব্য-নাটক-প্লাবিত বঙ্গে সে কল্পনা বৃথা। তবে ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে পারিলে একরূপ হইতে পারে, কিন্তু আমার তত রস্ নাগে নাই, এবং ততদূর দেশহিতৈষী আজিও হইতে পারি নাই। যাহা হউক, বাঞ্ছারাম, ঐ সার্টর রিসার্টস হইতে, অদ্য এস্থলে কিঞ্চিৎ অবিকল অনুবাদ করিয়া তোমাকে উপহার দিব। ভাল লাগিবে কি?

সার্টর রিসার্টস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নবম অধ্যায়।—স্থিতিনিশ্চয়ম্।

বিস্ময়-আপ্লুত চিত্তে ড্রাফেল্স্‌ড্রক [illegible] fels drück) কহিতেছেন,—"গহ্বর [illegible] প্রলোভন-প্রতারণা বিজয়, কথা কি [illegible]ার্থ! আমরা এই সংসারক্ষেত্রে সকলেই কি সেই প্রলোভন প্রতারণা যোগে পরিক্ষীর্ণ হইব না? মনে করিও না যে, সেই বৃদ্ধ আদম্

[illegible] করিয়া থাক; অথবা প্রকৃতিকে যে [illegible]তেছি সেই প্রকৃতিই বা কে? হায়, আমি ভ্রান্ত! ভূতেশ, ঈশ্বর, প্রকৃতিকে না ডা[illegible] তোমাকে না ডাকি কেন? প্রকৃতি কে? —তুমি না এই ভূতেশের বহির্বসন মাত্র? হরি, হরি! তবে কি সত্য সত্যই এ তিনি [illegible] যিনি তোমারই হাত দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন;—যিনি সেইরূপে তুমি আমি উভয়েতেই বাস এবং উভয়কেই স্নেহাভিভূত করিতেছেন? ("How thou fermentest and elaboratest, in thy great fermenting vat and laboratory of an atomsphere, of a world, O Nature!—Or what is nature? Ha! Why do I not name thee God? Art not thou the "Living Garment of God"? O Heavens, it is it, in very deed, He, then that ever speaks through thee; that lives and loves in thee, that lives and loves in me?")

"সেই যথার্থ সত্য, এবং সকল সত্যের যাহা আদি, তাহার এই পূর্ব্বসঙ্কেতই হউক, বা জ্যোতির্বিকাশের পূর্ব্বাভাসই হউক, গূঢ়তম অপরিজ্ঞেয় ভাবে আসিয়া আমার চিত্ত অধিকার করিল। ভগ্নপোত শীতনিপীড়িত নবদ্বীপবাসীর নিকট বসন্তোদয় যেমন মধুর; ঘোর অজ্ঞাত লোকারণ্যে পথভ্রান্ত ক্রোশমান শিশুর নিকট মাতৃকণ্ঠস্বর যেরূপ শান্তিসঞ্চারক, সেইরূপ ধীর মধুরতম স্বরলহরীপূর্ণ দেবসঙ্গীতবৎ এই সুসন্দেশ আমার [illegible]পসন্তপ্ত হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই বিশ্ব তবে সত্য সত্যই মৃত, ভৌতিক বা কেবল ভূতে[illegible] [illegible] ইহা দেবমূর্ত্তি দেববৎ, ইহা আমার [illegible]স্পত্তি!

"এতক্ষণে আমার সহচর মানববর্গকেও বিভিন্ন চক্ষে, অপার প্রেম, অপার করুণ দর্শনে দর্শন করিতে সামর্থ্য লাভ করিতেছি। হায়, ভ্রান্ত ভ্রামক, আত্মসর্ব্বস্ব, নিরাশ্রয় মানব! তুমিও কি [illegible] [illegible]ত, পেষিত, বেত্রবিক[illegible] রাজমুকুটেই তোমার শিরোবেষ্টন [illegible] থাক, বা ভিক্ষার ঝুলিই তোমার [illegible] হউক, তুমিও কি সেইরূপ ভারভূত, সেইরূপ তাপসন্তপ্ত নহ, এবং তোমারও শান্তিশয়নের জন্য শেষ কি এই পৃথিবীতল নিরূপিত হয় নাই? হায় ভ্রাতঃ, ভাই রে, কেন আমি তোমাকে আমার এই হৃদয়ে চাপিয়া তোমার চক্ষুজল মুছাইতে পারিতেছি না। ঐ যে অপার বহুল স্বরসংমিশ্র মনুষ্য কলরব, যাহা আমার নির্জন দেশ ভেদ করিয়াও মানস-শ্রুতি কুহরে আসিয়া পশিতেছে; এখন দেখিতেছি, সত্য সত্যই তাহা যদৃচ্ছা সংঘটিত বাতুল কোলাহল নহে, উহা কারুণ্য পূর্ণ;—বাগ্বিরহিতের তাপসন্তপ্ত শ্বাস বিমিশ্রিত গদগদকণ্ঠোদ্ভব স্বরের ন্যায়, যাহা ঊর্দ্ধদেশ সমক্ষে ভক্ত্যানুসূচন[illegible] গৃহীত হইয়া থাকে। এই সামান্য-সুখ ভরসা ক্ষীণা অবনী, এখন হইতে আমার প্রয়াসী স্নেহশালিনী জননী, কুটিল-হৃদয়া বিমাতা নহেন। মানব, উন্মাদবৎ আকাক্ষা-কিন্তু এবং নীচ প্রবৃত্তিশীল হইলেও, তথাপি এখন হইতে সে আমার নিকটে প্রিয়তর; তাহার সহস্র পাপ তাপ সত্বেও

... এই প্রথম ভ্রাতৃনামে সম্বো-... করিলাম। এইরূপ নানাবিধ কতই অদ্ভুত, দুর্গম্য দুরারোহ পথ বহিয়া পরিচালিত হইয়া, অবশেষে এই দীনতা মন্দিরের (Santuary of sorrow) অলিন্দবক্ষে আসিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইলাম। অবিলম্বেই ইহার দ্বার উদ্ঘাটনের সম্ভাবনা। এবং তখন এই দৈন্যতার দিব্য গভীরতা ... ত (Devine depth of sorrow) তাহাও সম্মুখে প্রকাশমান দেখিতে পাইব।

আমাদিগের অধ্যাপক মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে গীট তিনি এত দিন ছাড়াইতে না পারিয়া, তাহাতে বাধিয়া হতাহত হইতেছিলেন, এই খানেই তাহার উপর তাঁহার প্রথম নেত্রপাত হয়, এবং নেত্রপাত হওয়াও যেমনি, ইনিও অমনি তাহা ছেদন করিয়া বাহির হইয়া পড়েন। তিনি লিখিতেছেন,—"আমরা এখন যাহাকে 'অশুভের কারণ ও মূল' বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকি, তাহাই বা তদ্রূপ কোন না কোন বিষয় ইহা লইয়া জগৎ সৃষ্টির দিন হইতে প্রতিমানবের মনেই, কুট-কুটতর তর্কবিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। যে কোন মানবচিত্ত, যন্ত্রবিবাক্তাবে ছুঃখাপ্রবিদ্ধ অবস্থা হইতে যদি শক্তিসঞ্চালনে প্রবৃত্ত হইতে চাহে, তাহার সর্ব্বপ্রথম কার্য্যস্বরূপ এই বিষয়কেই সর্ব্বাগ্রে নিবৃত্তি করিতে হইবে। আমাদিগের সময়ে অনেকেই এই বিষয় কঁচকচিকে সহজে সহজে কোন প্রকারে থাবাথুবিতে চাপা দিয়া আপনাকে আপনি সন্তুষ্ট জ্ঞান করিয়া থাকে, আবার কেহ না কেহ আছে, যাহাদিগের পক্ষে এ বিষয়ের কোন না কোন স্থির মীমাংসা একেবারেই অপরিহার্য্য হইয়া থাকে। এই যুগে যুগেই তদুপযোগী তদ্রূপ মীমাংসা যুগভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকারে উপস্থিত হইয়া থাকে, আবার যেমন সেই যুগ বিগত হয়, তেমনি তাহার মীমাংসাও সেই সঙ্গে সঙ্গে অপ্রচলিত ও অকার্য্যকর হইয়া আইসে। কারণ, মনুষ্য-প্রকৃতির স্বভাবই এই যে, যুগভেদে ইহাদের কথা পর্য্যন্তও ভেদ হইয়া থাকে, ইচ্ছা করিলেও তাহার বিরতি করিবার সাধ্য নাই। তোমার এ যুগের র‍্যাথান পুস্তকে, ভাগ্যক্রমে আমার আজি পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত ঘটিয়া উঠে নাই, সুতরাং কাজে কাজেই এ বিষয়ের অন্ততঃ আমার নিজের ব্যবহারের জন্যও আমি এরূপ মীমাংসা করিয়া লইতেছি। আমি যতদূর নিরূপণ করিয়া জানিয়াছি, মনুষ্যের যে দুঃখ, তাহা মনুষ্যের মহত্ব হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে, কারণ মনুষ্য আত্মিকভাবে অনন্ত, এবং ইহা সে যতই শঠতা কৌশল বিস্তার করুক, কখনই অন্ত বস্তুদ্বারা চাপা রাখিতে পারিবে না। আচ্ছা ভাল, তোমার এই ইউরোপ খণ্ডে, যত যত রাজস্ব সচিব, যত যত শিল্পকুশল, এবং যত যত উৎকৃষ্ট পাচক দল আছে, বলিতে পার কি তাহারা সকলে একত্র মিল ও সমবেত হইয়া ঐ জুতাবাড়া চামারের বেটাকে সুখী করিবার ভার লইতে পারে কি না? তাহারা হঠাৎ পারিবে বটে, কিন্তু এক আধ ঘণ্টা কালের অতীত আর পারিবে না; কারণ ঐ যে চামারটাকে দেখিতেছ, এবং যাহাকে দেখিয়া দুঃখে ভাবিতেছ, উহারও কেবল

...নার উদর-সার নহে, উহারও একটি ...হিয়া আছে। যদি তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিও উহার স্থায়ী আনন্দ এবং সুখশান্তির জন্য কেবল এই মাত্র চাহে, এবং তাহার কমও চাহে না ...ধিকও চাহে না, যে ঈশ্বরের এই অনন্ত রাজ্য আমি সমগ্রই ভোগ করিব, সেই ভোগে পুনঃ অপার তৃপ্তিবান্ হইবে এবং বাসনার উৎপত্তি মাত্রেই তখনি তাহা পূরণ হইবে। ...মিরের সুরাসমুদ্র (Ocean of Hochheimer.) বা তচ্ছোষক অমুক কুসের কণ্ঠনালী, তাহাদের কথা কি কহিতেছ অনন্ত আত্মার আত্মবান্ তোমার ঐ ক্ষুদ্র ঝাল্লার নিকট তুচ্ছাতুতুচ্ছমাত্র। তুমি আসমুদ্র পূরণ করিয়া সুরা ঢালিয়া দেও, অমনি দেখিবে সে ঠোঁট উলটাইয়া বলিতে থাকিবে, মদটা যদি আর একটু ভাল পাকের হইত; ভাল, উহাকে একবার বিশ্বরাজ্যের অর্দ্ধেক রাজত্ব এবং তদুপযুক্ত শক্তিও দান করিয়া দেখ দেখি, অমনি দেখিবে পরক্ষণেই সে অপরার্দ্ধ লোলুপ হইয়া তদবধি পতির সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া বসিয়া আছে; শুধু তাহা নহে, মাঝে মাঝে আবার এক একবার গলা ছাড়িয়া মনের দুঃখে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিতেছে, আমার ...দের মধ্যে এমন লক্ষ্মীছাড়া ... কপাল আর কাহারও নাই!—সু...দেবে কলঙ্কদাগ কখন ছাড়া! ...আমি বলিয়াছি, উহা ...কার ছায়ার আপনি ভুলিয়া তাহার ...বেকেবল কোলাহল করিয়া থাকি।

ফলতঃ আমরা যাহাকে সুখ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকি, ... তাহার ... রূপ। আমরা আপন আপন ... আকাঙ্ক্ষা অনুসারে গণিয়া ... স্থির করিয়া মনে মনে ভাবিতে ... যেই, আমার এ সংসারযাত্রা ... নহে মন্দও নহে; অথচ যথাস্বচ্ছন্দ... কাটাইয়া যাইতে পারি; এবং সেই হইতে মনে মনে ইহাও ধারণা হয় যে ঐ পর্য্যন্ত প্রাপ্যই আমার উপযুক্ত, সুতরাং উহাই আমার অবশ্য প্রাপ্তব্য। উহা আমার আধিক্য অনাধিক্য-শূন্য ন্যায্য পাওনা মাত্র, সংসারযাত্রার উপযুক্ত বেতন, সুতরাং আমার হক্, তজ্জন্য বিধাতার ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখে না। যদি ইহার উপরে কিছু বেশি হয়, তাহা হইলেই বটে সুখ। আর যদি কম হয় তাহা হইলেই দুঃখের সঞ্চার বলিতে হইবে। এখন একবার ভাবিয়া দেখ এই রূপে আমরা আপন আপন সারত্ব এবং মূল্য কেমন ... আপনাপনি করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকি; এবং আমাদিগের এই নির্দ্ধারণকার্য্যে আত্মগরিমা ও ... বার ঘটা বিস্তারই বা কি দুরন্ত! ... যদি তুলাদণ্ড কোন দিকে ঝুঁকিতে দেখিয়া কোন মূর্খ চীৎকার করিয়া উঠে, দেখেছ, দেখেছ, কি অন্যায় দোষ, ... লোকের উপর এমন দাগাবাজি এমন অভদ্র ব্যবহার কি আর কেহ কখন দেখিয়াছ? তাহাতে কি আর তুমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে? মূর্খ! আমি তোমাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি; তুমি যে সেই সেই বিষয় তোমার অবশ্য ভাবিয়া চীৎকার করিতেছিলে, তাহা কেবল তোমার আত্মগরিমার কথা মাত্র। তাহার মাঁকা,

মনে কর যেন তোমার ফাঁসি হইবে, তোমার আগেও আমি বোধ করি তাঁহাই হইয়াছে, এমন স্থলে গুলির ঘায়ে প্রাণত্যাগ কি তোমার পক্ষে সুখের বলিয়া বিবেচনা করিবে না? আবার মনে কর যেন ফাঁসে ঝুলিবে, কিন্তু ছোবড়ার কাছিতে, এখন মনে করিবে দড়িটে যদি শোণের হইত!

"আমি পূর্ব্বেই যাহা বলিয়া আসিয়াছি, এখন দেখ তাহা কতদূর সত্য;—জীবনাংশরূপী এই ভগ্নাংশ অঙ্কে হর (Denominator) কমাইলে যেমন সহজেই তাহার মূল্যাধিক্য সাধন করিতে পারা যায়, লব (Numerator) বৃদ্ধি দ্বারা সেরূপ হয় না। অথবা আমার বীজগণিত-জ্ঞানে যদি না ভ্রান্ত হইয়া থাকি, তাহা হইলে পূর্ণসংখ্যাকে শূন্য দিয়া ভাগ করিলে, ক্ষয় রহিত পূর্ণই থাকিয়া যায়। তুমিও একবার তোমার দাওয়া দাবিকে শূন্যে নামাইয়া দেখ দেখি, তুমিও দেখিবে সমস্ত পৃথিবী তোমার পদতলে আনত হইয়া রহিয়াছে। আমাদিগের সময়কার বিজ্ঞসমূহ যথার্থই লিখিয়া গিয়াছেন যে, মরিতে গেলে, কেবল ত্যাগস্বীকারের পর হইতেই জীবনকার্য্যের যাথার্থ্য আরম্ভ হয়।

"আমিও এখন একবার আপনাপনি আত্মপ্রশ্ন করিয়া ভাবিলাম যে, আমিও যে এতকাল ধরিয়া কেবল খুটিনুটি, উঠপড়া, দুঃখেরজ্বালা, এই সকলে আড়ম্বর করিয়া আসিলাম; ভাল, তাহারই বা কারণ কি, কাহার জন্য করিলাম? সহজ কথায় উহার এইই উত্তর যে, তুমি কখনও সুখানুভব করিতে পাও নাই। কারণ কি? না, কুগ্রসন্তান তুমি তোমার 'তুমি' মহাশয়ের সম্ভ্রম রক্ষা যথেষ্ট রূপ হয় নাই, আহারের কষ্ট, বিছানার কষ্ট, কেহই তাহার উপর যতদূর যত্ন দেখান উচিত, তাহার কিছুই দেখায় নাই। মরি! মরি! কিন্তু তোমার যত কিছু আইন, চক্র সকলই একে একে খুলিয়া বল দেখি যে কোথাও তাহাতে এমন কোন ধারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে কি না, যে, তাহার শাসনে তোমাকে সুখী হইতেই হইবে, সুখী হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই? সুখ ত দুখ। তফাতে থাকুক; ইহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যে, কিছু পূর্ব্বে তোমার 'তুমি' হওয়াই কোথায় ছিল,—তোমার 'তুমি' হওয়ার উপর তোমার দাবী দাওয়া সহ কিছু ছিল কি না। তেমনি বিবেচনা কর যেন তুমি কখন সুখ ভোগ করিতে জন্মাও নাই, অদৃষ্ট যেন তোমার ভাগ্যে কেবল দুঃখভোগই লিখিয়াছেন, তাহা হইলেই বা তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি! আহার লালসায় গগণসাগর সন্তরণ করিয়া যে সকল গৃধকুল উড্ডীয়মান হইতেছে, উহাদিগের হইতে তবে কি তোমার কিছুই ইতর বিশেষ নাই; তুমিও কি উহাদিগের মত মৃতমাংসের অপ্রতুল দেখিলেই নৈরাশ্যে তারস্বরে চীৎকার করিতে থাকিবে? বাপু, ক্ষান্ত হও, তোমার বাখরা ঢাক, পেটে খোল।"

আর এক স্থানে লিখিতেছেন,—"বটে, বটে, এতক্ষণে আমি ইহার আভাষ পাইতেছি! ভ্রাতঃ এই মনুষ্য-হৃদয় কেবল তোমার সুখ-বাসনার আধার নহে, তথায় উহা

[illegible]হইতে আরও [illegible] বস্তু অবস্থান করিয়া [illegible]। মনুষ্য সুখ-সাপেক্ষতা ভাব পরিত্যাগ করিলেও, সে তৎপরিবর্ত্তে স্বচ্ছন্দে কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইতে পারে। একাল ধরিয়া এত এত অসংখ্য ঋষি এবং উৎসর্গিত মহাপুরুষবর্গ, কবি এবং উপদেষ্টৃগণ, যে সকল বাক্য ঘোষণা, এবং তজ্জন্য নানা লাঞ্ছনা সহিয়া গিয়াছেন, তাহা কি? —এই উচ্চতর বস্তুর প্রচারণা মাত্র। মনুষ্যে যে ঈশ্বর-প্রতিরূপ নিবাস করিয়া থাকেন, এবং সেই ঈশ্বর প্রতিরূপের উপরেই যে আমাদিগের স্বেচ্ছা এবং শক্তিসমূহ নির্ভর করিয়া থাকে, জীবন মরণে তাঁহারা ইহারই প্রতি সাক্ষ্য দান করিয়া, সেই উচ্চতর বস্তুর প্রচারণা করিয়া গিয়াছেন। ভ্রাতঃ, তুমিও সেই ঈশ্বর-অনুজ্ঞাত অপৌরুষেয় তত্ত্ব শিক্ষা করিতে সাদর নির্ব্বাচিত হইয়াছ। যতক্ষণ তুমি অনুতপ্ত এবং শিক্ষানিরত না হইবে, নিশ্চয় জানিও, সেই দিব্য পুরুষ কারুণ্যপূর্ণ খেদোদ্বেচন হইতে কখনই বিরত হইবেন না। ইহারই জন্য আবার [illegible]তেছি, তোমার ভাগ্য সম্বন্ধে ধন্যবাদপরায়ণ হও; যাহা পাইয়াছ তাহাই সানন্দমনে গ্রহণ কর, উহা তোমার কার্য্যে আসিবে; এবং স্বার্থকে আত্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেল। রোগ স্থায়ী এবং পুরাতন হইলে, যেমন গুড়োৎপাদিনী অবধরণাযোগে তাহাকে বিদূরিত করিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম [illegible]তে পারা যায়; তুমিও, চেষ্টা [illegible] বহুকালসঞ্চিত মলরাশি হইতে সেইরূপ আত্মধৌত করিয়া লও। তাহা হইলে এ দুরন্ত কালিন্তরঙ্গে তুমিও প্রাণিত হইবে[illegible]; তদুপরি ভাসিতে ভাসিতে স্বচ্ছন্দে[illegible] শোভনতম অনন্তহ্রদয়ে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিবে। আমোদপ্রিয় হইও না, ঈশ্বরপ্রিয় হও। 'স্বস্তি নিত্যম্' যাহাকে বলে উহাতেই তাহার অস্তিত্ব, এবং উহাই সকল অমীমাংসার মীমাংসাস্থল। ইহারই আশ্রয়ে যে কেহ সঞ্চরণ করিবে এবং কর্ম্মনিরত হইবে, জানিও তাহারই পক্ষে মঙ্গল।"

পুনশ্চ, "তোমার প্রাচীন গ্রীকপণ্ডিত জিনো যেরূপ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এই পৃথ্বীসংসারকে তাহার দুঃখাদিষ্ট সহ পদদলিত করা অতি সহজ কার্য্য। ভ্রাতঃ, তুমি ইহা অপেক্ষাও আরও গুরুতর কার্য্য সাধনে পটু; এই পৃথ্বীসংসার যাহা নিত্য তোমার অনিষ্ট সাধন করিতেছে, এবং নিত্য তোমার অনিষ্ট সাধন করিতেছে বলিয়াই, তুমি তাহারও উপর প্রেমপূর্ণ হৃদয় ধারণে সমর্থ। ইহার শিক্ষকতা গ্রীকপণ্ডিত জিনোর কর্ম্ম নহে, জিনো অপেক্ষা উচ্চতর ব্যক্তির আবশ্যক। তোমার ভাগ্যে সেই উচ্চতর ব্যক্তিও প্রেরিত হইয়াছিল। অষ্টাদশাধিক শতাব্দী গতপ্রায়, দীনতার যে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তথায় দীনতার সেই অর্চ্চনা-অনুষ্ঠান কি বিস্মৃত হইয়াছ? সত্য বটে ঐ দেবমন্দির এখন ভগ্নপ্রায়, জঙ্গলপূর্ণ, কীটপতঙ্গাদি নানাবিধ হিংস্র এবং কদর্য্যজীবের বাসস্থান; কিন্তু তথাপি বিমুখ হইও না, অগ্রসর হও, দেখিবে [illegible]শেষ মধ্যে উহার নগণ্যতম [illegible] বস্থান এখনও তেমনি জাজ্বল্যমান;—এবং সম্মুখে চিরপ্রদীপ্ত পবিত্র দীপও এখনও তেমনিই প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে।"*

উপরে যে সকল অদ্ভুত উক্তিগুলি ক্রমান্বয়ে উদ্ধৃত করা গেল, আমরা এমন স্পর্দ্ধা করি না যে উহার উপরে কোন মতামত প্রকাশ করিব; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি উহার পর পর যে উক্তিগুলি, তাহা নিতান্ত সুচারুর নহে। প্রথমতঃ তাহার ভাবার্থ সর্ব্বসম্মত বা বিবাদশূন্য নহে, বরং অধিক পরিমাণেই বিবাদপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ তাহা সাধারণ ধারণার অতীত; এবং স্থানে স্থানে এমন কূটপূর্ণ যে, স্বয়ং বক্তাকেই তন্মধ্যে হাবুডুবু খাইতে দেখা যায়। ধর্ম্মবোধ, নরচিত্তবোধে অপৌরুষেয় বচন প্রচারের নিমিত্ত ভাব, ভবিষ্যদ্বচন, আমাদিগের সাময়িক সত্য প্রচারক অথবা অসত্য নিয়ামক উপদেষ্টৃগণ, ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর মতামত বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনা গুলি ফলতঃ অধিকাংশই ধড়ফড় রহিত, কিন্তু প্রতিভাশালিত্বেরও অপ্রতুল নাই। যাহা হউক তথা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই অদ্ভুত বর্ণনীয় বিষয়ের উপসংহার করা যাউক।

অধ্যাপকটি শ্লেষাত্মক স্বরে কহিতেছেন, "পূজ্যপাদ বল্টেয়ার মহাশয়, আপনি একটু থামুন, আপনার ঐ সুন্দর কণ্ঠ একটু নিবৃত্ত করুন দেখি; যে কার্য্যের জন্য এসংসারে আপনার আগমন, তাহা হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অষ্টম শতাব্দীতে যেরূপ ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেরূপ নাই, এই সামান্য কথা, না হয় গুরুতরই হউক, ইহা ত যথেষ্টই প্রমাণ করা হইয়াছে, তবে আর কেন? হায়, হায়, এত কাল জীবন ভরিয়া এই ছত্রিশ খণ্ড পুস্তক, আরও কত কত খণ্ড, কত কত সংখ্যা, কত কাগজ লিখিয়া আসিলে, তাহা কি শেষে আমাদিগকে কেবল এই একটু সামান্য কথা বুঝাইবার জন্য। ভাল, তাহাই বুঝিলাম, কিন্তু তাহার পর? তাহার পর তোমার সেই নিন্দিত ধর্ম্ম-ভাবকে শাহাতে নূতন বসন, নূতন ভূষণদানে আমাদিগের উপযোগী নূতন মূর্ত্তি করিয়া লইতে পারি, এবং যাহাতে তদ্দারা আমাদিগের ধ্বংস প্রায় আত্মাকে শীতল এবং পরিতৃপ্ত করিতে সক্ষম হই, সে বিষয়ে সহায় এবং পথ প্রদর্শক হইতে পারিবে কি? পারিবে না, সে পক্ষে তোমার শক্তি নাই, শক্তি শূন্য। তবে কেবল ভাঙ্গিতে আসিয়াছ, গড়াইতে আইস নাই? তবে আর কেন, আস্তে আস্তে আমাদের সেলাম লইয়া আপনার পথ দেখিলেই ত ভাল হয়।

"সে যাহা হউক যে সকল প্রাচীন ধর্ম্মভাব বা ধর্ম্মতত্ত্ব দেখা যাইতেছে, তাহাদের সঙ্গে আমার সহিত কি সম্বন্ধ? অথবা আমার হৃদয়ে যে ঈশ্বর উপস্থিত রহিয়াছেন, এবং যাহাকে অন্তরাত্মার সহিত আমি অনুভব করিতেছি, তাহা কি বল্টেয়ারের সাধ্য আছে যে নয় বলিতে পারে, বা নয় করিতে পারে? যে দৈন্য সচ্ছন্দ অনুষ্ঠানের কথা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, তাহার উৎপত্তি এবং বংশ নির্দ্দেশ যেরূপে ইচ্ছা করিতে চাও কর, কিন্তু তাহা যে এই স্থানেই উৎপন্ন এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তৎপক্ষে কি আর কোন [illegible] কি আছে? তোমার অ[illegible] বাস্তবিক অনুভব করিয়া দেখ দেখি [illegible] বল দেখি উহা ঐশ্বরিক সম্পত্তি কিনা? ভ্রাতঃ এ-

ভাব (Actual) যাহা তোমার সম্বন্ধে এ-খন হেয়, লুণ্ঠিত, দুর্দশাপন্ন, সামান্য এবং কত কি, এবং যাহার উপর তুমি এখন অথবা এই মুহূর্ত্তে সঙ্করণ করিয়া ফিরিতেছ, জানিও তোমার যে আদর্শ (Ideal) এবং যাহা লাভের আশায় এত ক্লেশ পাইতেছিলে, তাহা উহাতেই নিহিত রহিয়াছে। উহা হইতে তাহা বাছিয়া লও, বাছিয়া লইয়া তাহার সত্যতায় বিশ্বাসপূর্ব্বক, জীবনকে তদবলম্বিত কর, এবং তদ্দারা মুক্ত ও প্রফুল্লিত হইতে থাক। নির্ব্বোধ! তুমি যে আদর্শ আদর্শ (Ideal) করিয়া ফিরিতেছ, তাহা কোথায়?—তাহা তোমাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহার আবার প্রতিবাধক যাহা তাহাও তোমাতে; তোমার কার্য্য, তুমি কি প্রকারের হইবে, কি স্বভাবে দাঁড়াইবে, তাহাই কেবল উহা হইতে আকর্ষণ এবং সাক্রান্ত করিয়া লওয়া মাত্র। তুমি এরূপ হইবে, কি ওরূপ হইবে, কি কিরূপ হইবে, তাহাতে কি আইসে যায়? কেবল এই পর্য্যন্ত হইলেই যথেষ্ট যে, তুমি যেরূপেরই হও না কেন, সেইরূপ যেন কবি বা সুর-জনোচিত হয়। হায়! হায়! বিবরের বস্তুতঃ ভাবনিগড়েই যাহারা আবদ্ধ রহিয়াছে; এবং নিরাশ্রয় যাহারা নিরতই দেবস্থানে হস্ত পদ সঞ্চালন এবং খেয়াল পূরণোচিত নূতন সংসারভূমি ও অলিন্দ লালসে দিন যামিনী গত করিতেছে, তাহারা কি হতভাগা, কি ভ্রান্ত। তাহাদের আত্মহিতার্থে এই কথাটি যেন ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। 'তুমি যে বস্তুর অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছ, তাহা তোমাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, হয় সেখানে আছে নতুবা কোথাও নাই; তাহা বাছিয়া লইয়া গ্রহণ করিতে কেবল এক তোমার দর্শনশক্তির অপেক্ষা মাত্র।'

"কিন্তু এক কথা, জগৎসৃষ্টির ন্যায় মনুষ্য আত্মাসম্বন্ধেও, সকল কার্য্যের আদিস্বরূপ সেই একমাত্র আলোক পদার্থের আবশ্যক। যতক্ষণ এই চক্ষে অন্ধকার বিদূরিত হইয়া দিব্যদর্শনের উপস্থিতি না হইবে, তাবৎকাল তাবৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নিরুদ্ধ বলিয়া জানিও। যে দিব্যক্ষণে, সৃষ্টিকালীন প্রলয়াবর্ত্তে ভাসমানের ন্যায় ঘূর্ণিপাক-বাত্যাবিতাড়িত আত্মায় 'আলো হউক,' সহসা এই বাক্য দেববাক্যের ন্যায় ধ্বনিত হয়, সেইক্ষণ কি মধুর। যে সকল মহান্ ব্যক্তিরা একবার ইহার মধুরতা অনুভব করিয়াছেন; অথবা যে সামান্য প্রাণীরা ইহা সামান্য ভাবে সামান্য আকারেই অনুভব করিয়া থাকুক; সেই হইতে তাহাদিগের নিকট ইহা কি অভূতপূর্ব্ব সাক্ষাৎ ঐশ্বরিক প্রচারণারূপে নিরন্তর অনুভূত হইয়া থাকে! মনুষ্যচিত্তের অসাব্যস্ত ভাব হইতে এই সাব্যস্তভাবে উপস্থিত হওন দ্বিতীয় সৃষ্টিরচনার ন্যায়। প্রলয়জন্য গহন-গম্ভীর উৎপাত ক্রমে বিদূরিত, পরস্পর বিরোধী দূরাক্ষিপ্ত পরমাণু সকল ক্রমসংযোজনে ভিন্ন ভিন্ন স্থূল আকারে পরিণত হইয়া আসিতে থাকে; ভিত্তিস্বরূপ তলদেশে অতর্কিতভাবে প্রস্তরময়ী দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়; শেষে নিত্যপ্রতিরূপ জ্যোতিষ্কখচিত গগণমণ্ডল ঊর্দ্ধে প্রকাশমান হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই বিস্তার করিয়া থাকে। কবীর

অঙ্গে নিরত প্রলয় উৎপাত বিচরণ করিয়া ফিরিত, এখন তথায় শাদ্বলবরনবশোভাময়ী স্বর্গপ্রতিরূপা বসুন্ধরা মূর্ত্তি বিরাজ করিয়া থাকে।

আমিও এখন স্বচ্ছন্দে আপনাপনি আশ্বস্ত মনে বলিতে পারি.—তুমিও আর সেই প্রলয়-উৎপাতের ন্যায় অঘোর তরঙ্গ রূপে ঘূর্ণিত হইও না। সর্ব্বশোভা-সমাবিষ্ট বসুন্ধরা মূর্ত্তি, অথবা তাহার পূর্ণরূপ হইতে না পার, অন্ততঃ প্রতিরূপ হইতেও যত্নবান্ হও। সখে! আর বৃথা কালক্ষেপ ভাল নহে: কর্ম্মরত হও; আবার বলিতেছি কর্ম্মরত হও; আত্মধ্বংস করিও না। তোমার শক্তি যদি পরিমাণে কেবল অণুমাত্রই হয়, তোমার দেবতার দোহাই! সেই অণুমাত্র শক্তি তাহার অনুরূপ অণুমাত্র কার্য্যেই নিয়োজিত করিয়া আত্মসফলতা কর, অপব্যয় করিও না, তোমারি মঙ্গল হইবে। সখে, উঠ উঠ, হতাশকে বলি দেও, ভাবিও না, যাহাই সম্মুখে কার্য্য বলিয়া পাইবে, তাহাতেই রত হও, তাহাই সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সম্পাদন কর। দিন থাকিতে থাকিতে করিয়া লও, নিশা আগত প্রায়; নিশাগমে কর্ম্ম সুযোগ সকলই বিনষ্ট হইয়া থাকে"*

সংপ্রতি এই কার্লাইলের মতামত ও গ্রন্থাবলির আলোচনার বাসনা রহিল।

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবাহ।

(প্রলাপ)

আমার এ পোড়া হৃদয় বুঝুক আর না বুঝুক, এবং যার যা বলিবার হয় বলুক, আমি বিবাহ করিব না। আমার আত্মাভিমানিনী, আত্মাভিসারিণী, উন্মাদিনী বুদ্ধি আমাকে আমার আত্মার বাহিরে অন্য কাহারও সঙ্গে বিবাহের বন্ধনে বদ্ধ হইতে দিবে না। বিবাহ করিব কেন?—সুখের জন্যে?—আমার সুখ এইক্ষণ আমার আপনার অধিকারে আছে, তাই ভাল, আমি সুখের লালসায় পরের হাতে প্রাণ তুলিয়া দিতে সম্মত হইব না। কবিকল্পিত বিদ্যাধরী কিংবা বনদেবী যেমন মায়াতরুর মূলে বসিয়া, আপনার আদরে আপনি গলিয়া—আপনার ভাবে আপনি ঢলিয়া, ঢল ঢল চিত্তে বলিয়াছে,—

"আমি ত প্রাণ দেব না. প্রাণ নেব...
আপন প্রাণে ভাল বাসি,"
আমার ঐ অভিমানি-বিলাসিনী নিত্য-

* এই প্রবন্ধটি মহাত্মা কার্লাইলের মৃত্যুর কএক মাস পূর্ব্বে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। কার্লাইলের সম্পর্কে আমাদিগের যাহা বলিবার আছে, তাহা পরে বলিব। সঃ

বিক্রেতারা, বিক্রয়ে বুদ্ধিও আপনার অ... আপনি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া মান-ভরে এইরূপ বলিতেছেন,—

আমি ত প্রাণ দেব না, প্রাণ নেব না,
আপন প্রাণে ভাল বাসি,
আমি আপন দুঃখে আপনি কাঁদি,
আপন সুখে আপনি হাসি॥

আমার এই প্রাণ আজও যেমন আমার রহিয়াছে, উহা চিরদিনই তেমনি আমার রহুক। আমি উহা কাহারও কাছে বাঁধাও দিব না, বিক্রয়ও করিব না; যেমন আছে তেমনি থাকুক। বাঁধা দিতে আমার বড়ই আপত্তি। বাঁধা দিলে কি বাঁধা পড়িলে, এবং কলঙ্কের কালা খাতার খাতকের ফর্দে নাম লিখাইলে, বন্ধকের বস্তু ফিরিয়া আবার পাও কি না পাও, আজীবন সুদের দায়ে ঠেকিলে। এ সংসারে অনেকেই বিক্রয়ের নামে ভয় পাইয়া; আপনার প্রাণটি কাহারও না কাহারও কাছে দুচারি দিন, কি দুচারি বছরের তরে বাঁধা দিয়াছে, এবং পরিশেষে সোহাগের সুদ যোগাইতেই একবারে দেউলিয়া বনিয়া, মনের আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে। এমন বেহিসাবি বন্দোবস্ত, এমন ক্ষতিকর ব্যাপারেও কি বুদ্ধিমান্ লোকের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে?

কিন্তু, বাঁধা দেওয়া যদি দোষের কথা, বিক্রয়ও ত নিতান্ত গুণের কথা নহে। পৃথিবীর বণিক্‌সম্প্রদায় সোণা, রূপা, তামা, কাঁসা, মণি মুক্তা প্রবাল অথবা বনের কাঠ, খনির অঙ্গার এবং সূঁইসূতা ও জুতো ছাতা লইয়া যেমন দোকান খুলিয়া বসে, কিম্বা মাথায় পসরা লইয়া ফিরিওয়ালার মত বাণিজ্যে বাহির হয়, আমিও কি আমার এই সাধের প্রাণটি লইয়া সেইরূপ বেচা কেনার এক দোকান খুলিয়া বসিব, অথবা প্রাণের পসরা মাথায় বহিয়া, দেশে দেশে, নগরে নগরে, এবং গ্রামে গ্রামে ও গৃহে গৃহে ফিরি করিতে যাইব? প্রাণ লইয়া বাণিজ্য! এই স্বার্থচিন্তাময় মনুষ্যজগতে ইহার ক্রেতা কে? কয় জনে ইহার গৌরব বুঝে? কয় জনে ইহার মূল্য জানে? আর, বুঝিলে এবং জানিলেও উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে প্রস্তুত হয়, এই পৃথিবীতে তেমন উচ্চপ্রকৃতির মান্য গণ্য মহাজনই বা কজন আছে?

ধূলির মনুষ্য ধূলিরই মূল্য বুঝে এবং দোকানদারিতেই মুগ্ধ হইয়া থাকে, প্রাণের মূল্য বুঝে না এবং যে রীতিমত দোকানদারি করিতে না জানে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করে না। মনুষ্যের নিকট একটি স্বর্ণাঙ্গুরি কিংবা একখানি স্বর্ণবলয় যেমন মূল্যবান্, একটা বাল্মীকি কি ভবভূতির প্রাণ তাহার অর্দ্ধমূল্যের সমান কি না, সন্দেহ। যাঁহারা প্রাণের বাণিজ্যে অগ্রসর, তাঁহারাও বাহিরের আবরণ এবং আনুষঙ্গিক জাঁকালাকের যেমন অনুসন্ধান করে, বাণিজ্যের প্রকৃত-বস্তুটি যথার্থমূল্যবিশিষ্ট কি না, তাহা তেমন করিয়া দেখিয়া লয় না। তুমি একটি সরল, সুমধুর ও সুস্বাদু প্রাণ লইয়া এই ভবের বিপণিতে ঘুরিয়া বেড়াও; কিন্তু উহার বহিরাবরণটি যদি সিপ্‌টি করা ও চক্‌চকে না হয়, কেহই তোমার প্রতি ফিরিয়া চাহিবে না। তুমি মহত্ত্ব ও মমত্বিতার প্রস্রবণ স্বরূপ আর একটী স্বভাব-সুন্দর প্রেম-পূর্ণ প্রাণ লইয়া ফিরি করিয়া দেখ। কিন্তু তুমি যদি

উহা খুলিয়া জাত দোকানদারের মত গলাবাজি করিতে না পার এবং ব্যবসায়ীদিগের নীচবৃত্তি ও নিকৃষ্ট পদ্ধতিতে লাভের কথাটা ভাল করিয়া শুনাইতে সক্ষম না হও, তাহা হইলে কেহই তোমার মধুর কথায় মন দিবে না। ইহা নূতন নহে। পৃথিবীর বাণিজ্য বরাবরই এই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। এখানে গুণাগুণের বিচারের আশা বৃথা। কত মনোহর-চরিত্র তেজঃপুঞ্জ পুরুষ লজ্জায় ও দুঃখে অধোবদন হইয়া অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছে, এবং তাঁহাদিগের দুঃখ ও লজ্জা, যেন মুক্তার হারে পরিণত হইয়া, মর্কটের গলায় শোভা পাইতেছে। কত কোকিল, কাক কোলাহলে পরাভব পাইয়া বনের প্রান্তে বসিয়া বিলাপ করিতেছে। কত ভৃঙ্গ ভেকের বিকট ধ্বনিতে হারি মানিয়া চিত্তের পরিতাপে গুণ গুণ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, এবং কত প্রকারের কত গুণবান্ প্রাণী মণিমণ্ডিত গন্ধভের নিকট বাণিজ্যের সেই বিচিত্র বাচাইতে পরাজিত হইয়া আপনার কোণে আপনি জ্বলিতেছে। আমি এই নিমিত্তই আমার বুদ্ধির সাহায্যে মনে মনে প্রায় অটল সংকল্প করিয়াছি যে, না হয় সুখ নাই হইল, আমি প্রাণ লইয়া বাণিজ্য করিব না। অনেকেই লাভের তরে ব্যাপার করিতে যাইয়া মূলধনে বঞ্চিত হয়। আমি দুঃখে থাকি তাহাই আমার সুখ। কিন্তু তথাপি এমন বিড়ম্বনাময় বাণিজ্যে বিড়ম্বিত এবং লাভের মধ্যে অধিকন্তু মূলধনে বঞ্চিত হইয়া মূর্খনাম কলাইব না।

প্রাণ বাণিজ্যের ফল ?—যাহারা জিনিষের গৌরব বুঝে, তাহারাও কি উপযুক্ত মূল্য দেয় ? যদি ক্ষণকালের তরেও কল্পনার দিব্য কর্ণ পাইতে চাও, [illegible] ঐ শুন ক্রেতারা কি বলে। কেহ বলিতেছে,—ওহে ও প্রাণের বণিক্ ! এসো এসো, আমি তোমায় ফোটা ফোটা করিয়া একটু একটু ফুলের মধু খাওয়াইব, আমায় তোমার ঐ প্রাণটি দেও। কেহ বলিতেছে,—আমি তোমায় একটুকু আদরের আতর ও এক একছড়া অশ্রুমালা উপহার দিব, আমায় তোমার ঐ প্রাণটি দেও। তৃতীয় এক জনে বলিতেছে,—ওহে আমার নিকট আদরও নাই, অশ্রুও নাই, আমি তোমায় ভ্রান্তির দর্পণে এক খানি অপূর্ব্ব ছবি দেখাইব, আমায় তোমার ঐ প্রাণটি দেও। চতুর্থ এক জনে বলিতেছে,—আমি তোমায় ছবি দেখাইতে না পারিলেও বিতন্ত্রীর মৃদু গুঞ্জনের ন্যায় মাঝে মাঝে মিষ্ট কথার মধুর কূজনে পরিতৃপ্ত রাখিব, আমায় তোমার ঐ প্রাণটি দেও। পঞ্চম একজন ইহার কিছুই না বলিয়া দর্প স্ফুরিত-কণ্ঠে দর্প সহকারে বলিতেছে যে,—আমি তোমায় আমার পদ সেবা করিতে অধিকার দিব, আর যদি তুমি সৌখীন বণিক্ হও ও তোমার সখ থাকে, তাহা হইলে কখনও কখনও তোমাকে বিনা মেঘে ঝটিকার ভীষণ শোভা ও বিদ্যুতের নৃত্য এবং মদিরার সরস বিলসিত সঙ্গীত-মূর্ত্তি দর্শন করাইব, আমায় তোমার ঐ প্রাণটি দেও। কিন্তু হায় ! কেহই এমন কথা বলে না যে, আমি তোমায় প্রাণের মূল্যে প্রাণ দান করিয়া,—তোমারই প্রাণে আমার প্রাণ বিনিময় করিয়া,—প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া ফেলিব,—তোমাকে আর দু-

বিয়া থাকিব, এবং আমাতে তোমাকে ডুবাইয়া রাখিব, আমাকে তুমি তোমার ঐ প্রাণটি দিয়া কিনিয়া নেও। যে বাণিজ্যে কাচের মূল্যে কাঞ্চন বিক্রয় হয়, যদি সেই বাণিজ্যই প্রবঞ্চনা বলিয়া তিরস্কৃত হইতে পারে, তাহা হইলে যে বাণিজ্যে মধু ও মদিরা এবং আদর ও আতরের মূল্যে মনুষ্যের অনন্তবিলাসী অবিনাশী প্রাণ বিক্রীত হয়, তাহাকে প্রবঞ্চনার পর প্রবঞ্চনা, প্রতারণার পর প্রতারণা এবং ছলনার পর ছলনা বলিয়া ঘৃণা করিব না কেন?

ইহার পর স্বাধীনতা। বণিগ্‌বুদ্ধির ক্রয় বিক্রয়ের কথায় স্বাধীনতাকে কি একবারে হিসাবেই আনা হইবে না? উহার কি কিছুই মূল্য নাই? যে স্বাধীনতাকে কবিতা স্বর্গ-সুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে,—দেবতারা স্বর্গ হইতেও গরীয়সী জ্ঞানে পূজা করিয়াছেন, সেই স্বাধীনতার কি কিছুই গৌরব নাই? মানিলাম তুমি মহাজনের ধর্ম্ম জান এবং মাহাজনি ধর্ম্মের মাহাত্ম্য রক্ষার নিমিত্ত প্রাণের বদলে প্রাণ বিলাইতেও প্রস্তুত আছ। কিন্তু তাহা বলিয়াই কি আমি যেমন তেমন একটা প্রাণের বিনিময়ে আমার প্রাণ-গত স্বাধীনতা রূপ অমূল্য সম্পদ জন্মজন্মান্তরের তরে তোমার নিকট বিক্রয় করিব? আমি আজ আমার আছি,—সর্ব্বতোভাবে, সম্পূর্ণরূপে এ কড়ায় রাখিতে আমার আমাকে কেহ চৌর্টে করিয়াও ছিনিয়া লইয়া যেতে পারে না, এবং পায়ের শিকলি কিংবা গলায় রূপার সুতা গাঁথিয়াও টানিয়া লইয়া যায় না। আমি আজ কাহারও অধীন নহি। কেহই আমাকে দাস বলিয়া পদনখে স্পর্শ করিতে পারে না, অথবা ওঠ বলিয়া উঠায় না এবং ব'সো বলিয়া বসাইয়া রাখিতে সাহস পায় না। আরব্য উপন্যাসের গিরিগহ্বরবাসী বৃদ্ধ যেমন হতভাগ্য সিন্দবাদের স্কন্ধে সওয়ার হইয়াছিল, আমার স্কন্ধে কেহই তেমন সওয়ার হইতে পারে না, এবং মিসররাজ্যের এক মায়াবিনী যেমন রোমের এক অদীনসত্ব বীরপুরুষকে কড়শীতে গাঁথিয়া দিগ্‌দিগন্তরে ঘুরাইয়াছিল, কেহই আমাকে সেইরূপ গাঁথিয়া সেই ভাবে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরাইতে সমর্থ হয় না। আমার এমন যে স্বাধীনতা,—এমন যে সাম্রাজ্যতুল্য সৌভাগ্য, ইহা কি আমি একটা কথার ছাঁদে কি চাহনির ফাঁদে পড়িয়া,—ক্ষতিলাভ গণিয়া না দেখিয়া,—অগ্রপশ্চাৎ কিছুমাত্র না ভাবিয়া, অকারণে ডালি দিতে যাইব? তুমি আত্মদানে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কিনিয়া লইতে সম্মত হইয়াছ বলিয়াই কি আমি, 'রাজি রয়তে, বহাল তবিয়তে', তোমার চক্ষে দেখিব, তোমার কর্ণে শুনিব, এবং কাব্যের নব রস ও কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি কাব্যাতিরিক্ত ভোগ্যের ছয় রস তোমার জিহ্বায় চাখিতে আরম্ভ করিব? ইহারই নাম কি সুখের সার এবং সংসার-সমুদ্রের সারভূত সুধা?

আজি আমার চিত্তের গতি অক্ষুণ্ণ ও অসীম,—সৃষ্টির অপরিসীম রাজ্যে এমন কোন স্থান নাই, এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার অনধিগম্য। আমি কখনও সূর্য্যালোকে, কখনও চন্দ্রলোকে,—কখনও সমুদ্রে কখনও প-

[illegible]র্কে;—কখনও বিহঙ্গের পক্ষে [illegible] মতন্তলে,—কখনও শফরীর মত [illegible]বরের শীতল জলে। আমার প্রাণ [illegible] পি-ঞ্জরবদ্ধ নহে,—কিছুতেই আমাকে বাঁধিয়া রাখে না এবং কিছুতেই আমার কল্পনার বিচিত্রবিলাসে বাধা দিয়া উহাকে এক স্থানে কি একই ভাবে আবদ্ধ করে না। দেখ আজি আমি বসন্তের সমীর। বসন্তের সমীর যেমন ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়,—কুসুমের প্রস্ফুটিত মাধুরী লইয়া ধীরে ধীরে খেলা করে, আমিও সেইরূপ আমার উচ্ছ্বল প্রাণ ও উচ্ছ্বল কল্পনার মৃদু সমীরে ধীরে ধী[illegible]প্রবাহিত হই এবং এই বিশ্বরূপ কুসুম-কাননের প্রস্ফুটিত শোভা লইয়া ধীরে ধীরে খেলা করি। আবার দেখ, আজি আমি বৈশাখের ঝড়। কৈ, কোথায় সেই শান্তি? কোথায় সেই মৃদুল-তরঙ্গ? আমি এইরূপ নিবিড়-কৃষ্ণ নীরদ-মালায় অঙ্গ ঢাকিয়া,—দামিনীর অনন্ত রূপে অঙ্গ আবরিয়া,—কণ্ঠে দামিনীর অনন্ত হার পরিয়া, গৃহ উপগৃহ, বন উপবন, লতাবিতান ও লতাবন্ধনে বদ্ধ উন্নত পাদপ লইয়া ভীম-গর্জনে ব্যায়াম ও মল্লক্রীড়া করিতেছি, এবং সম্মুখে যাহা কিছু পড়িতেছে, তাহাই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কিংবা উড়াইয়া দিয়া বিষাদের উম্মাদ হাস্যে হাসিতেছি। এই আমি গঙ্গার জল,—কল কল নাদে বহিয়া যাইতেছি,—জানি না কোথায় যাই; এই আমি নিস্তব্ধ যামিনীর নিদ্রালস জোছনা,—নদীর জলে, ফুলের গায়ে কিংবা বৃক্ষের ছায়ায় নিদ্রাবেশে ঢলিয়া পড়ি,—জানি না কবে জাগিব? আমার এই স্বা-তন্ত্র্য সুখ, এই অনির্বচনীয় একতা [illegible]

[illegible] ও অপরিজ্ঞেয় প্রাণে[illegible] [illegible] করিব?

[illegible]য়োর এই একতাই আমার কুঞ্জকানন, —এই একতাই আমার পুষ্পিত প্রমোদ-বন। আমি এখানে বিশ্ববিস্মৃত হইয়া একাকী বিরাজ করি, এবং বিশ্বের সকল প্রকার বাদ-বিসংবাদ চিত্ত হইতে দূর করিয়া দিয়া, একাকী আপনাতে ডুবিয়া থাকি। এখানে বিশ্বের কর্কশ কণ্ঠধ্বনি ও ঈর্ষ্যার ধূমানল প্রবেশপথ পায় না, এবং আশা ও নৈরাশ্যের বিবাদ-দোলাও এখানে দোলা-য়িত হয় না। এখানে আমি আপনাতেই আপনি নিত্যপ্রীত, আপনাতেই আপনি নিত্যস্থিত;—মান নাই, বিরহ নাই, প্রণ-য়ের কৃত্রিম কি অকৃত্রিম কলহ নাই; সকল সময়ে এবং সকল ভাবেই একাকী আমি এক। ভোগ রত মনুষ্য আমার এই অপা-র্থিব ও অমানুষ আনন্দের পরিচয় পায় না বলিয়াই কি আমি, এত চিন্তার পর, আমার এই নির্ম্মুক্ত জীবন পরিত্যাগ করিয়া, বং-শীমুগ্ধ বন-কুরঙ্গের মত বাগুরাবদ্ধ হইব?

তবে এক কণ্টক হৃদয়। হৃদয়ের মত কুবুদ্ধির অধ্যাপক, কুমতির অগ্রনায়ক, কু-চক্রী ও কূটভাষী আর নাই। আমি পূর্ব্বেই আভাসে ইহা জানাইয়াছি যে, ঐ হৃদয়ই আমার সকল আকাঙ্ক্ষার আদি কারণ, স-কল আশার অন্তরায়। আমি হৃদয়ের জ্বা-লাতেই সতত অধীর থাকি, কিছুই করিয়া উঠিতে পারি না। নচেৎ আমার কত বিষ-য়েই দৃঢ় সংকল্প ছিল, হৃদয়ের উত্তাপে ও উত্তেজনায় তাহা পুষ্পপত্রলগ্ন তুষার-কণার মত দ্রব হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। এইরূপ

তাহার চিহ্নও আর না[illegible] [illegible]ই, কত কঠোর কামনা ছিল, হৃদ[illegible] ওটবাহি তরঙ্গাঘাতে তাহা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া ভাসিয়া গিয়াছে। এইক্ষণ স্মৃতিপটেও তাহার পূর্ব্বতন রেখাপাত দৃষ্ট হয় না। হৃদয়ের কিসে উন্মূলন হইতে পারে, মনুষ্য কি কোথাও সেই দুরধিগম্য বিদ্যার মূলতত্ত্ব শিখিতে পাইবে না? হৃৎপিণ্ডটাকে কেমন করিয়া নখে ছিঁড়িয়া পৃথিবীর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, এই চারিদিকে ছড়াইয়া দেওয়া যায়। পৃথিবীর কোন ক্যাণ্ট, কোন কোম্‌টই কি তাহার উপায় দেখাইবে না? আমার চক্ষু আমার নহে, সে হৃদয়ের আজ্ঞাবহ! আমি যাহা দেখিতে নিষেধ করি, সে হৃদয়ের অস্ফুট আদেশে তাহাই দেখিবার জন্য আকুল হইবে। আমার কর্ণ আমার নহে, সে হৃদয়ের দাস। হৃদয় যাহা শুনিতে বলে, আমার সহস্র শাসন সত্ত্বেও, তাহাই সে তৃষ্ণা পূরিয়া শুনিবে। এবং হৃদয় যাহা শুনিতে বারণ করে, আমি শত বলিলেও তৎসম্পর্কে সে বধির রহিবে। অধিক আর কি বলিব, আমি যে প্রাণটি লইয়া এত গৌরব করি,—যাহা এত যত্নে, এত সাবধানে অন্তরের অন্তর মধ্যে [illegible] লুকাইয়া রাখিতে চাহি, তাহাও [illegible] যেখানে হৃদয়, সেই স্থানেই [illegible] প্রাণ;—বৃক্ষ আর ছায়া, মুহূর্ত্তেরও ছাড়াছাড়ি নাই। হৃদয়, স্বভাবতঃ অতি দুর্ব্বল হইলেও এই বলেই বলীয়ান্ হইয়া, আমার অভিমানকে উপহাস করে, অভিমানপুষ্টিত বুদ্ধিকে বালকের ক্রীড়াকন্দুক করিয়া অবলীলাক্রমে নিক্ষেপ দেয়, বিবেককে [illegible] আত্মহত্ত দীপশিখার ন্যায় চঞ্চল করিয়া তুলে, কল্পনাকে প্রীতি[illegible] পবিত্র পদ্মাসনে টানিয়া লইয়া যায় এবং আমি যখনই একটু নিভৃতে বসিয়া চিন্তায় গাম্ভীর্য্যে অটল হইতে চেষ্টা করি, তখনই 'মনুষ্য তোমায় চিনি' এই বলিয়া, মৃদু হাসি হাসিয়া, আমার ভ্রূকুটিভঙ্গির তীক্ষ্ণতাতেও পরমুখপ্রেক্ষিতা ও পরাধীনতার ছায়া ফলায়। আমি এই জন্যেই এক এক বার ভাবি যে, যদি অভীষ্ট সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে যেরূপে কেন হউক না, আমার পাষাণকঠিনা বুদ্ধির সহিত সর্ব্বাগ্রে ঐ হৃদয়েরই একটা বিবাহ ঘটাইব, এবং যদি তাহাও একান্ত অশক্য হইয়া উঠে,—যদি হৃদয় আর বুদ্ধি বর কন্যার বেশ ধারণ করিয়া একে অন্যকে বিবাহ করিতে কোন মতেই সম্মত না হয়, তাহা হইলে দেখিয়া শুনিয়া, পরখ করিয়া, যে আমায় প্রসন্ননয়নে সম্ভাষণ করে, তাহাকেই নমস্তৈ নমস্তৈ বলিয়া প্রীতি ও প্রসন্নমনে এই হৃদয়টা একবারে চিরজীবনের তরে দিয়া ফেলিব। উন্মূলন করিতে নাই বা পারিলাম, দান করিতে আর ঠেকায় কে? এবং হৃদয়টা যদি একবার দিয়া ফেলিতে পারিলাম, তাহা হইলে আমার বুদ্ধি ও অভিমান এবং চি[illegible] সংকল্পেরই আর বিঘ্ন থাকে কোথা[illegible] এক-বারের স্থলে অনন্তবার গর্ব্ব [illegible] করিতে পারিব যে, আমি আর বিবাহ করিব না। দেখ, একবার হৃদয়ই আমার শত্রু হইয়া, আমাকে বিবাহের বন্ধনে বাঁধিতে চাহিয়াছিল; আমি সেই হৃদয়কেও এইরূপ বিনা মূল্যে বিলাইয়া দিয়া আমার মনো-

শরীরের অপর নানাবিধ আভ্যন্তরিক ক্রিয়া-নিষ্পত্তিরূপ গতিকার্য্যার্থ ১,৩৫,৮৫০ ফুট-পৌণ্ড। মতান্তরে কার্য্য-পরিমাণকে ইহা অপেক্ষা কম বলিয়াছেন। হক্সলীর মতে ১৫৪ পৌণ্ড ওজনের পূর্ণবয়স্ক মানব ... ফুট-টনের * সমপরিমাণ কার্য্য করিতে সক্ষম।

কোদালি পাড়িতে, হাতুড়ি পিটিতে, দাঁড় টানিতে, বেড়াইতে, দৌড়াইতে কিংবা লাফাইতে যে ভৌতিক বলের প্রয়োজন হয়, সজীব দেহাভ্যন্তরেই তাহার বিকাশ হইয়া থাকে, এবং ক্রিয়া নিষ্পত্তিতেই তাহার ব্যয় হয়। অপিচ তথাবিধ বলবিকাশের উপায় বিধান করিয়া দেওয়া আবশ্যক। পরন্তু ভৌতিক বলের ন্যায় উত্তাপও দেহাভ্যন্তরেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুস্থ মানব শরীরের অভ্যন্তর তাপ ফারেণহাইটের তাপমানের ৯৮° অংশ উত্তাপ রক্ষা করিয়া থাকে। ভিতরে ... রাসায়নিক পরিবর্তন চলিতেছে তজ্জন্য, এবং শরীরের স্বচ্ছন্দতার জন্যও, এই উত্তাপ আবশ্যক। ইহা আবার বাহির হইতে নিয়ত বিকীর্ণ হইতেছে। শরীরের সর্ব্বত্র উত্তাপ রক্ষার্থ, এবং অতিরিক্ত বিকিরণ নিবারণার্থ আমরা যে বস্ত্রাদি পরিধান করি, ইহাতেই সে গুলিকে গরম করিয়া রাখে। এই হেতুকই একঘরে অনেক লোক জমা হইলে তত্রত্য উত্তাপের বৃদ্ধি হয়, এবং যে বরফ মাটিতে পড়িয়া থাকিলে জমাট অবস্থাতেই থাকিত, তা হাতে তুলিলে তাহা গলিয়া যাইতে থাকে। আর উত্তাপ যে কেবল ত্বক্ হইতেই বিকিরণ দ্বারা নিঃসৃত হইয়া থাকে তাহা নহে, উহা নিশ্বাসের সঙ্গেও নির্গত হয়। শরীরের ভিতরকার উষ্ণতা বাহিরের উষ্ণতার অপেক্ষা বেশি, তাহা অনায়াসেই একটি সূক্ষ্ম তাপমান ‡ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করা যাইতে পারে; এবং বালকেরাও তাহা জানে—তাহারা বড় শীতের দিনে ঠাণ্ডা হাতগুলি হাই দিয়া গরম করিতে চেষ্টা করে। এবম্প্রকারে বিকীর্ণ ও নিঃসৃত উত্তাপ দেহমধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন দ্বারা বিকাশিত হইয়া থাকে, এবং উহার উৎপাদন ও সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক উপায় বিধান করিতে হয়। অপিচ এই একমাত্র শক্তিই বিকাশিত হয় এমন নহে, এতদ্ব্যতীত আরও স্নায়বী শক্তি, চৌম্বক শক্তি, মানসিক শক্তি এ সকলও আছে। যখন কোন ব্যক্তি অত্যন্ত যাতনা সহিতে থাকে, তজ্জন্য শরীর ও আত্মা অল্প মাত্রই সঞ্চালন থাকিতে পারে, কিন্তু অনেকে ভুলিয়া বেশ জানেন যে যাতনা বিলক্ষণ বলক্ষয়ক—তাহার কারণ, কষ্ট সহিতে গিয়া স্নায়বী শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে সকল বিদ্যাব্যবসায়ীরা মস্তি-

* ২২৪০ পৌণ্ডে এক টন হয়। ১পৌণ্ড প্রায় আধ সেরের সমান।

‡ যাঁহারা শীতপ্রধান দেশে, অথবা উচ্চ পর্ব্বত ... থাকিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, একবার বরফ ... কখন কখন ৫।৬ দিন জমাট অবস্থাতেই থাকে।

‡ ... ডাক্তারেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা ... Clinical thermometer বলেন।

...বারা ...ক কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা অনেক সময়ে মানবা শক্তিকে এই অধিক পরিমাণে ব্যয় করিয়া ফেলেন যে,একটু দীর্ঘ ... তাহার পূন্য সকয় হইতে পারিলেও, সে দিকে তাঁহাদের ইচ্ছা বা সামর্থ্য থাকেই না। লেখক যখন কাগজের উপর তাঁহার চিন্তাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে থাকেন, তখন কলম চালাইবার যে গতিক্রিয়া, তদ্ব্যতীত ভাবকল্পনা, এবং শব্দাবলীদ্বারা তৎপ্রকটনরূপ মানসিক ক্রিয়াও হইতে থাকে। লিপিকার্য্য যেমন গতিশক্তির ফল, ইহাও তেমনি মানসিক শক্তির ফল। এই প্রকার সকল সূক্ষ্ম শক্তিই দেহাভ্যন্তরে উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের ...হেতুক ন্যূনতার পূরণ করা আবশ্যক।

অপিচ এই সকল শক্তির উৎপাদনে এবং জীবনের সংরক্ষণে অব্যবহৃত ও অকর্ম্মণ্য কতকগুলি পদার্থ আসিয়া জুটে, তাহাদিগকে নিয়তই নিষ্কাশিত করিতে হয়। এই আবর্জ্জনাগুলির স্থান ... ও তন্নিবন্ধন হানির সংস্কার করা আবশ্যক। ইহারা শরীর হইতে আঙ্গারিকাম্ল গ্যাস, জল, মৌত্রিকা, * এবং গাঢ় মলরূপে বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। প্রথমোক্তটি যে নিয়তই শরীর হইতে বহির্গত হইতেছে তাহা একটি সহজ পরীক্ষা দ্বারাই প্রমাণিত হইতে পারে। পরিষ্কার, স্বচ্ছ, চূর্ণ-জল † আঙ্গারিকাম্ল গ্যাসের সত্তার রাসায়নিক নির্ণায়ক ‡। সাধারণ বায়ু উহার ভিতর দিয়া চালাইলে উহা স্বচ্ছই থাকিবে; সামান্য পিচকারীর দ্বারা তাহা দেখা যাইতে পারে। ফুস ফুস হইতে নিশ্বসিত শ্বাস-বায়ু চালাইলে উহা দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত বর্ণ ও আবিল হইয়া যায়; একটি নলের ভিতর দিয়া ফুৎকার দিলেই তাহা দেখা যাইবে। এরূপ হইবার কারণ, নিশ্বাস বায়ু স্থিত আঙ্গারিকাম্ল জলস্থিত চূর্ণের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। অপিচ নিশ্বাসের সঙ্গে যেমন আঙ্গারিকাম্ল নির্গত হয়,তেমনি জলও নির্গত হইয়া থাকে। তাহার প্রমাণ শীতকালে মুখ হইতে কুয়াসার ন্যায় বাষ্প বহির্গত হয়; বহুযাত্রিপূর্ণ রেলগাড়ির সার্সিগুলি বন্ধ থাকিলে কাঁচের উপর স্বেদ দেখা দেয়; মুখের সামনে আরসি ধরিলে তাহা বাষ্পাবিল হয়। জল এইরূপে কেবল ফুসফুস হইতেই নিঃসৃত হয় তাহা নহে, উহা ত্বক হইতেও উদ্গত হইয়া থাকে। অজ্ঞাতসারে এক প্রকার ঘর্ম্মোদয় নিয়তই হইতেছে; একখণ্ড উত্তম পালিশ করা শীতল কাচ বা ইস্পাতের কোন দ্রব্য হাতে ধরিলেই তাহা স্বগোচর হইবে, দেখিবে তৎক্ষণাৎ তাহার উপর স্বেদ

* Urea, ইহা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা মূত্র হইতে পাওয়া যায়। ইহা মূত্রের একটি প্রধান নির্ম্মাণোপাদান। ... ভাগ সুস্থ ব্যক্তির মূত্রে ... ভাগ মৌত্রিকা থাকে।

† অমিশ্র চূর্ণ একটা বোতলে পূরিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া দিয়া রাখিলে কিয়ৎকাল পরে থিতাইয়া যে পরিষ্কার জল হয়। Lime water.

‡ যে দ্রব্যের সাহায্যে রাসায়নিক পরীক্ষা বিধির দ্বারা কোন মিশ্রদ্রব্যস্থিত অজ্ঞাত বিশেষ দ্রব্যের সত্তা নির্ণয় করা যায়, সেই দ্রব্যকে শেষোক্ত দ্রব্যের রাসায়নিক নির্ণায়ক কহে। ইংরাজীতে ইহার নাম Chemical test.

জন্মিয়া থাকে। ত্বক্ হইতে কিয়ৎপরিমাণে লাবণ দ্রব্যও নিঃসারিত হইয়া থাকে, তাহাতেই ঘর্ম্মের একপ্রকার [illegible] আস্বাদন ও বিশিষ্ট প্রকার গন্ধ অনুভূত হয়। মূত্র ও পুরীষাকারেও লাবণ দ্রব্য, জল, এবং গাঢ় দ্রব্য পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে নিয়তই ক্ষয় চলিতেছে। সুতরাং সেইরূপ নিয়তই ক্ষতি-পূরণ আবশ্যক। এই ক্ষয় শ্রমের সমানুপাতে হইয়া থাকে। সোমবারের শ্রমে যে ক্ষয় হয়, রবিবারের বিশ্রামে তাহা অপেক্ষা কম হয়; অতএব আহার যোগানের আবশ্যকতাও কম থাকে। যদি ভোজনের পর কাহাকেও ওজন [illegible] যায়, আর তাহার পরে সে ছয় ঘণ্টা [illegible] চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, অথবা নিদ্রা যায় এবং তৎপশ্চাৎ আবার [illegible]কে ওজন করা যায়, তাহা হইলে ই[illegible]ধ্যে তাহার ওজন কমিয়া গিয়াছে দেখা যাইবে। আবার যদি ঐরূপ ভোজনের পর সে ব্যক্তি ছয় ঘণ্টা ভ্রমণ করে বা কোন কর্ম্ম করে, তবে অষ্ট[illegible]সময়ের মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক ওজন কমিয়া গিয়াছে দৃষ্ট হইবে। এতাবতা শ্রমের সমানুপাতেই ক্ষয় হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ) শ্রীঃ—

দেবতার বাহন।

হিন্দুশাস্ত্রে সকল দেবতারই একটি বাহন আছে। অন্ততঃ কোন প্রধান ও প্রসিদ্ধ দেবতাই বাহনশূন্য নহেন। কিন্তু যিনি দেবতাদিগের বাহন কল্পনা করিয়াছেন, সেই দেব কবির কল্পনা সকল সময়ে আমাদিগের মানব-বুদ্ধির অধিগম্য হয় না।

ব্রহ্মার বাহন হংস। এ বেশ [illegible]। ব্রহ্মা মানস-সরোবরে ভাসিয়া ভাসি[illegible] মুখে চারি বেদ গাইয়াছেন এবং তাঁহার বাহন-রূপী রাজহংসও কল কল মধুর-নাদে সেই বেদ-ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া চারিদিগ্ নিনাদিত করিয়াছে। বিষ্ণুর বাহন গরুড়। ইহাও সর্ব্বথা উপযুক্ত। বিষ্ণু যেমন দেবতার মধ্যে, গরুড় তেমন বিহঙ্গের মধ্যে। উভয়ই তেজস্বী, দুষ্টনাশক, শিষ্টপালক এবং গোলকসর্প ও সর্পলোকের [illegible]। বিষ্ণুর জন্য গরুড় না হইলে [illegible] রক্ষা[illegible] সম্ভাবনা থাকে না। [illegible] ভোলানাথ মহাদেবের জন্য বৃষভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাহনের কল্পনাই [illegible] অসম্ভব। মহাদেব যেমন আশুতোষ, অক্রোধ অথবা ক্ষণক্রোধী এবং অল্পে তুষ্ট, তাঁহার বাহনটিও তথৈবচ। [illegible] নারদের বাহন ঢেঁকি,—না হইলেই হয় না। যখন প্রৌঢ়-কন্যা-পুত্র-কামিনীরা, রুদ্রতালে নাচিয়া নাচিয়া এবং পঞ্চমের উপর সপ্তমে উঠিয়া, ঝিঁঝিট রাগের আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হন, অথবা পানের কথা কি চুণের কথায় কর্ণার্জ্জুনের পালা গাহিয়া[illegible]ন, তখন ঢেঁকির সেই ঢকঢকি ভিন্ন [illegible] কে আর [illegible]সে? [illegible] বাহন মৃগ, এবং মৃগের আর এক নাম [illegible]। ইহা[illegible] কা[illegible] [illegible]মের চক্ষু [illegible] বা[illegible]জের গীত [illegible] দে[illegible] রাছেন—এই [illegible]—এই [illegible] বন-মৃগের [illegible]